বাল্মীকি

রামায়ণ

শিশিরকুমার নিয়োগী

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী (প্রাইভেট) লিমিটেড

ওঁ

উৎসর্গ

পিতৃমাতৃ-তর্পণে

পিতা—যোগেন্দ্রকুমার নিয়োগী

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

*

মাতা—গিরি-প্রিয়বালা দেবী

মূর্তির্দয়ায়া ইব ভাতি লোকে
শান্তিঃ পরা যা মনুজস্য বিশ্বে ।
দুঃখং সুতার্থং সুখমেব যস্যাঃ
তাং মাতরং সর্বসহাং নমামঃ ॥

রামং লক্ষ্মণ-পূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্মিকং ॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্তিং।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং।

রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥

প্রকাশকের নিবেদন

আজ স্বর্গত শিশিরকুমার নিয়োগী মহাশয় কৃত বাল্মীকি-রামায়ণের (গদ্য) বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে পারিয়া যে কতখানি আনন্দ ও গৌরব বোধ করিতেছি তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দুঃখ রহিয়া গেল যে নিয়োগী মহাশয়ের জীবদ্দশায় তাঁহার এই প্রিয় রচনাখানির মুদ্রণ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হইল না—বইখানির মুদ্রণ অর্ধসমাপ্ত হইতে না হইতেই মহাকালের আহ্বানে আমাদের ফেলিয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল। বইখানি আজ প্রকাশিত হইল, কিন্তু যাঁহার জিনিস তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে পারিলাম না—আমার এ দুঃখের অবধি নাই।

এখানে স্বর্গত শিশিরকুমার নিয়োগী মহাশয়ের সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলিয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতির প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে চাই। স্বর্গত শিশিরকুমারকে আমি ১৯২৮ সাল হইতে চিনিতাম। তারপর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তাঁহার বহুবিধ গুণের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছি। তিনি ছিলেন সত্যকারের জ্ঞানতপস্বী, সাহিত্য-সাধক। ব্যক্তিগত জীবনের অধ্যাপনা ও আইন ব্যবসায় কোন বৃত্তিই তাঁহাকে নিবিড় ভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। সাহিত্য-সেবাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মুকুর সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ বাল্মীকি-রামায়ণের পুণ্যকথা বাংলা ভাষায় বাঙালী পাঠক পাঠিকার নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই তিনি এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন। দুঃখের বিষয় নিয়োগী মহাশয় আজ আর আমাদের মধ্যে নাই। তাঁহার আকস্মিক তিরোধানের ফলে এই সুবৃহৎ রামায়ণখানি প্রকাশ করিবার গুরু দায়িত্ব আমাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার অসমাপ্ত গ্রন্থের সৌষ্ঠব যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন-শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। শাস্ত্রীমহাশয় পরমযত্নসহকারে বইখানির অবশিষ্ট পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন,—এজন্য তাঁহার নিকট আমি

কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থের একটি সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া তিনি স্বর্গত নিয়োগী মহাশয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার পরিচয়ই দেন নাই, বইখানিকেও সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় মহাশয়ও এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার কাছেও আমি ঋণী। বাল্মীকি-রামায়ণ প্রধানতঃ যে উদ্দেশ্যে রচিত—জাতির মানস-মুকুরে ভারতীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সত্যকার রূপটির প্রতিফলন এবং সেই সভ্যতা ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা-বর্ধন—আশা করি এই বঙ্গানুবাদখানিও সেই উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবেই সাধন করিবে। বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে গ্রন্থখানি সমাদৃত হইলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে এবং পরলোকগত গ্রন্থকারের প্রতি আমাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিব।

মহালয়া: ১৩৬৫
কলিকাতা

শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক

নিবেদন

বহু বৎসর পূর্বে বাল্মীকি-রামায়ণ পাঠকালে তাহার অনুপম কবিত্ব, রসমাধুর্য ও বিষয়বস্তুর সমৃদ্ধি দর্শনে বিমোহিত হই এবং মূল রামায়ণের সঠিক, সম্পূর্ণ ও বর্তমানকালোপযোগী বঙ্গানুবাদের অভাব লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ একখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা হয়। কিন্তু যথোচিত আত্ম-প্রত্যয় না থাকায় অনেক দিন পর্যন্ত সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করি নাই। অবশেষে প্রবল আগ্রহ বশতঃ উহার কয়েকটি সর্গ অনুবাদ করিয়া তৎকালীন সরকারী বেঙ্গল লাইব্রেরীর সুযোগ্য অধ্যক্ষ, বঙ্গদেশে প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তকের সরকারী সমালোচক ও আমার পূজনীয় অধ্যাপক অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত, এম. এ., কবিরত্ন মহাশয়কে দেখাই। তিনি তাহা সাগ্রহে পাঠ করিয়া আমাকে খুব উৎসাহিত করেন এবং মনঃস্থির করিয়া সেই কার্যে ব্রতী হইতে বলেন। পরে অনুবাদের কার্য অনেক দূর অগ্রসর হইলে সাহিত্যাচার্য ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে উহা দেখিতে দেই। আমার অনুরোধে তিনি সেই অনুবাদ মূলের সহিত মিলাইয়া পড়িয়া শুভেচ্ছা জানান এবং যথাসম্ভব শীঘ্র অনুবাদ সম্পূর্ণ করিতে ও তৎপর একটি পূর্ণাঙ্গ সারানুবাদ রচনা করিতে উপদেশ দেন। অনন্তর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে অনুবাদের কতকাংশ পাঠাইলে তাহা পাঠ করিয়া তিনিও বিশেষ পরিতোষ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের প্রেরণায় ও আশীর্বাদে প্রণোদিত হইয়া আমি বহুদিনে ও বহু পরিশ্রমে সমগ্র বাল্মীকি-রামায়ণ অনুবাদ করি।

আমি প্রথমে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে বাল্মীকি-রামায়ণের বিভিন্ন পাঠ (recension), নানা প্রাচীন টীকা ও প্রামাণ্য সংস্করণগুলির সন্ধান পাই। তদনুযায়ী রামায়ণতিলক, রামায়ণশিরোমণি ও রামায়ণভূষণ ইত্যাদি প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ টীকা অবলম্বনে বিশেষ সতর্কতা ও নিষ্ঠার সহিত মহর্ষিকৃত রামায়ণের মূলানুগ অনুবাদ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা

করিয়াছি। কোন স্থান নীরবে লঙ্ঘন করি নাই বা কোন স্থানে কোন গোঁজামিল দেই নাই।

কয়েক বৎসর পূর্বে অনুবাদের কাজ শেষ হইলেও নানাকারণে এ-পর্যন্ত সেই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশের কোন ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারি নাই এবং অদূর ভবিষ্যতেও তাহা প্রকাশের কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। অথচ বার্ধক্য সমাগত—সুতরাং পূর্ণাঙ্গ অনুবাদকে সংহত করিয়া প্রথমে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ সারানুবাদ প্রকাশেই সচেষ্ট হইলাম। ইহাতে মূল রামায়ণের জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই আছে। ইহার অনেক স্থানই মূলের একরূপ আক্ষরিক অনুবাদ। ইহা রামায়ণেব গল্পাংশমাত্র অথবা তথাকথিত সারানুবাদ বা সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ নহে।

বাল্মীকি-রামায়ণ আর্য-ভারতের আদিকাব্য—অমর কবির অমর অবদান। তৎকালীন সভ্যতার বহুমুখী বিকাশের কথা জানিতে ও বুঝিতে হইলে ঐ রামায়ণের সহিত পবিচিত হওয়া দরকার। কিন্তু চব্বিশ হাজারেরও অধিক সংস্কৃত শ্লোকের মহাকাব্য কয়জন বাঙ্গালীর পক্ষে পাঠ করা সম্ভব? আর উহার যথাযথ বঙ্গানুবাদ তো আরো প্রকাণ্ড গ্রন্থ। এই কর্মবাহুল্যের দিনে সেরূপ সুবৃহৎ গ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠের অবসর অনেকেরই নাই। কিন্তু ভারতীয় আর্য-সভ্যতার সমুজ্জ্বল নিদর্শন ও চিত্র এমন একখানি জগন্মান্য মহাকাব্যের সহিত শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেরই বিশেষ পরিচয় থাকা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। সেজন্যই সরল ও বিষয়োপযোগী গদ্যে বাল্মীকি রামায়ণের এই সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ সারানুবাদ রচনার প্রয়াস। ইহাতে মূল কাহিনী, বর্ণনা এবং পাত্রপাত্রীদের কথোপকথন ইত্যাদি কাব্যাংশে ও তত্ত্বাংশে আবশ্যক বিষয়গুলি খুব সতর্কতা, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত সঙ্কলিত হইয়াছে। যাঁহারা বাল্মীকি-রামায়ণেব নানা সৌন্দর্য উপভোগ করিতে এবং তত্ত্বাদির সহিত সুপরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, আশা করি এই সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ সারানুবাদ পাঠে তাঁহারাও আনন্দ লাভ করিবেন।

বহুকাল পূর্বে প্রকাশিত ও বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য বঙ্গানুবাদগুলির মধ্যে বর্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত ও পরে বঙ্গবাসী কার্যালয় দ্বারা পুনরায় মুদ্রিত গদ্যানুবাদ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের গদ্যানুবাদ এবং কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের পদ্যানুবাদই সমধিক প্রসিদ্ধ। বর্তমানের অনুপযোগী এবং স্থানবিশেষে দুর্বোধ্য বা অবোধ্য ও অনির্ভরযোগ্য হইলেও কেবল প্রথমোক্ত গ্রন্থখানিতেই সমগ্র রামায়ণের যথাযথ অনুবাদের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। অন্য দুইখানি রচনাহিসাবে অপূর্ব হইলেও বহুলাংশে মর্মানুবাদ মাত্র। তথাপি এই গ্রন্থ তিনখানি হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

সকলকেই আজ সশ্রদ্ধ ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

এ-স্থানে রামায়ণের বিভিন্ন তত্ত্বাদি সম্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক। ভূমিকায় তাহার যথোচিত আলোচনা করা যাইবে। সহৃদয় পাঠকগণকে মূলের আভাস দিবার জন্য পাদটীকায় মূল রামায়ণ হইতে কিছু কিছু শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহার সহিত অনুবাদ মিলাইয়া দেখিলে পাঠকেরা অনুবাদকের প্রচেষ্টার বিচারও করিতে পারিবেন। তাঁহাদের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে পাদটীকায় প্রসিদ্ধ টীকাকারগণের টীকা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত এবং নানারূপ টিপ্পনী সংযোজিত করা হইল। উদ্ধৃত শ্লোকগুলির সর্গ ও শ্লোক সংখ্যা বোম্বাই গুজরাতী পত্রিকায় প্রকাশিত ও কুট্টী শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সম্পাদিত বাল্মীকি-রামায়ণ অনুসরণে প্রদত্ত হইয়াছে। উহা রামায়ণের একটি অতিশয় প্রামাণ্য সংস্করণ। বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেসের প্রকাশিত সংস্করণের সর্গ ও শ্লোকসংখ্যাও প্রায় অনুরূপ।

... ...

"ভারতে আর্য সভ্যতার গৌরবময় যুগের মহাকাব্য রামায়ণ মনোযোগ-পূর্বক পাঠ করিলে হৃদয়ে বল, কার্যে উৎসাহ, সত্যে শ্রদ্ধা, প্রেমে গাঢ়তা,

প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়তা, মিত্রতায় মহাপ্রাণতা, গুরুজনে ভক্তি, ধর্মে প্রবৃত্তি, সমাজধর্মে কর্তব্যপালনের নিষ্ঠা, রাজধর্মে প্রজারঞ্জনের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইতে হয়। সুতরাং তাহা হইতে মঙ্গলের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী ইহাই রামায়ণের 'ফলশ্রুতি'।"

শিশিরকুমার নিয়োগী

রামায়ণ-পাঠের ভূমিকা

অনেকে আর্য রামায়ণকে বিশাল বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এ উপমা নানা দিক দিয়াই সার্থক। বনস্পতি শুধু পথশ্রান্ত পান্থকে ছায়া দান করে না, বনস্পতির বিরাট মহিমা আমাদের চিত্তসমুন্নতি ঘটায়। আবার বনস্পতির মূল ভূতলগর্ভে প্রোথিত হইলেও ইহার শাখা-প্রশাখা ঊর্দ্ধ দিকে প্রসৃত হয়। তীর্থসলিলের মত পাবনী রামায়ণী কথাও যুগ-যুগ ধরিয়া সংসার-দাবানলদগ্ধ নরনারীর হৃদয় শান্তিসলিলে অভিষিক্ত করিতেছে, আনন্দ-পরিবেষণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চরিত্রকে মহৎ, উন্নত, ও ত্যাগে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে। আবার এই অমর মহাকাব্য স্বর্গ ও মর্ত্যে সেতু রচনা করিয়াছে। মহর্ষি বাল্মীকি স্বর্গের দেবতাগণের যশোগাথা বর্ণনা করেন নাই, মানুষ কেমন করিয়া দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিভাবে সংসারকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিতে পারে, তাহাই দেখাইয়াছেন। তাই তো রামায়ণী কথার মহিমা আজও মন্দারমালার মত অম্লান রহিয়াছে। মহর্ষি বাল্মীকির পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে কত কবি, কত নাট্যকার অমরতা লাভ করিয়াছেন;—কালিদাস ও ভবভূতি, ভর্তৃহরি, ভাস ও মুরারি প্রভৃতি বাণীর বরপুত্রগণ মহর্ষির পদ-চিহ্ন ধ্যান করিয়াই ধন্য হইয়াছেন। রামচরিতের রচয়িতা রামপাল-দেবের গৌরবময় চরিত-বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে রামসীতার পুণ্য কাহিনী বর্ণনার লোভটুকু সংবরণ করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহাকে দুরূহ শ্লিষ্ট কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। 'রাঘব-পাণ্ডবীয়' কাব্যে একই সঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা-রামায়ণের রচয়িতাগণের মধ্যে কৃত্তিবাস সত্যই কীর্তিবাস নামে পরিচিত হইবার যোগ্য, কত যুগ ধরিয়া তিনি বাংলার কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ভক্ত কবি তুলসীদাসের 'রামচরিত-মানস' যুগ-যুগ ধরিয়া অগণিত নরনারীর হৃদয়কে স্নিগ্ধ, শ্যামল ও ভক্তিরসে আর্দ্র করিয়া তুলিতেছে।

রামায়ণকে যেমন বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করা হয়, মহাভারতকে তেমনই মহাসাগরের সঙ্গে তুলনা করা হইয়া থাকে। মহাসাগরের বক্ষে যখন কোন নদী আত্মবিসর্জন দেয়, তখন সে বিশেষ কোন নাম বা রূপের দ্বারা চিহ্নিত হয় না। ব্যাসদেব-রচিত মহাভারতে ভারতীয় সাধনা ও ঐতিহ্যের বহুবিচিত্র ধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। তাই বলা হইয়াছে, 'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে', 'যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ'। রামায়ণের ন্যায় মহাভারতের কাহিনী (অর্থাৎ কাহিনীর ক্ষুদ্রতম অংশ) অবলম্বনে ভারতে কত মহাকাব্য, নাটক প্রভৃতি রচিত হইয়াছে ;—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতের কত কবি যশস্বী হইয়াছেন। কিরাতার্জুনীয়ের রচয়িতা ভারবি, শিশুপালবধের প্রণেতা মাঘ, নৈষধীয় চরিতের কবি শ্রীহর্ষ, বেণীসংহার নাটকের রচয়িতা ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি কবিগণ তাঁহাদের কাব্য ও নাটকের বিষয়বস্তুর জন্য ব্যাসদেবের নিকট ঋণী। এ যুগেও রামায়ণী কথা ও ভারত-কথা অবলম্বনে কত মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, নাটক ও গীতিনাট্য রচিত হইয়াছে, এ যুগের বাঙালী কবিগণ প্রাচীন বিষয়বস্তুর মধ্যে নূতন তাৎপর্য আবিষ্কার করিয়া পুরাতনী কথাকে অল্পবিস্তর আধুনিক ছাঁচে ঢালাই করিয়াছেন। ফলে আমরা পাইয়াছি মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার, নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয় অর্থাৎ রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস।

এই রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের দেশে শুধু কাব্যরসিকগণেরই আস্বাদনের বস্তু হয় নাই, এই দুইখানি মহাকাব্য আমাদের জাতীয় জীবনকে কত বিচিত্রভাবে প্রভাবিত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই মহাকাব্য দুইখানি আবার ইতিহাসও বটে, কিন্তু যে অর্থে 'ইতিহাস' কথাটির প্রয়োগ হয়, সম্পূর্ণ সে অর্থে নহে। ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয় এই দুইখানি মহাকাব্যেই নিবদ্ধ। ভারতীয় জীবনাদর্শ, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজনীতি, প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, রাজা ও প্রজা, গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক, ভারতের তীর্থস্থান-

সমূহের মাহাত্ম্য, আপদ্ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে গভীর অভিনিবেশ সহকারে এই দুইখানি জাতীয় মহাকাব্য পাঠ করা প্রয়োজন। শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দর সত্যই বলিয়াছেন,—রামায়ণ ও মহাভারতকে যে অর্থে মহাকাব্য বলা যায়, পরবর্তী কোন কবির রচনাকে সে অর্থে মহাকাব্য আখ্যা দেওয়া যায় না।

মহর্ষি বাল্মীকি ও মহর্ষি বেদব্যাস উভয়েই মহাকবি, কিন্তু আদি কবির গৌরব শুধু বাল্মীকিরই প্রাপ্য। আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা বলেন,—তমসার তীরে ব্যাধশরে নিহত ক্রৌঞ্চকে দেখিয়া মহর্ষির মনে যে শোকের উদয় হইয়াছিল, উহা আমাদের শোকের মত লৌকিক বা পরিমিত ছিল না, তাই সে শোক অভিনব শ্লোকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাই উহা করুণরসে পর্যবসান লাভ করিয়াছিল। বাস্তবিক, মহর্ষি ভূতলে অতুল করুণরসাত্মক মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। অবশ্য যাঁহারা উত্তরকাণ্ডকে উত্তরকালের যোজনা বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের নিকট রামায়ণ বিয়োগান্ত নহে, মিলনান্ত মহাকাব্য।

আর্ষ রামায়ণ প্রসাদগুণভূয়িষ্ঠ। শব্দচিত্র-অঙ্কনে, শব্দ-সংগীত সৃষ্টিতে, সুষ্ঠু উপমার প্রয়োগে বাল্মীকি অদ্বিতীয়, ঋতু-বর্ণনায়ও তাঁহার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস কবিকুলশ্রেষ্ঠ বটেন কিন্তু তিনি মহর্ষির নিকট বহুলাংশে ঋণী। 'উপমা কালিদাসস্য'—উপমার প্রয়োগে কালিদাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু অনেক স্থলেই সে উপমার আস্বাদন অর্থবোধের অপেক্ষা রাখে, আর বাল্মীকির উপমা সহজে, বিনা আয়াসে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। অজস্র দৃষ্টান্তের মধ্যে দুই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব।

সীতা কুটীরমধ্যে একাকিনী বসিয়া আছেন। মারীচের ছলনায় তখন শ্রীরামচন্দ্রেরও বুদ্ধিভ্রম ঘটিয়াছে, সীতার তিরস্কারে উত্তেজিত লক্ষ্মণ সীতাকে রক্ষকহীন অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছেন, এমন সময় রাবণ পরিব্রাজকের বেশ ধারণ করিয়া সীতাহরণের উদ্দেশ্যে চলিয়াছেন। মহর্ষি বলিতেছেন, ঘোর অন্ধকার যেন সূর্যচন্দ্রবিহীনা সন্ধ্যাকে গ্রাস করিতে চলিয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডে

দেখি, রামচন্দ্রের মুখে তাঁহার নির্বাসন-বার্তা শুনিয়া কৌশল্যা পরশুর আঘাতে ছিন্ন শালযষ্টির ন্যায় অথবা স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট দেবতার মত ভূপতিত হইলেন। আবার সীতাবিরহে কাতর শ্রীরামচন্দ্র যখন সুরভি বায়ুর স্পর্শ লাভ করিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, এ যেন সীতাদেবীরই নিশ্বাস মহর্ষির ভাষায় 'নিশ্বাস ইব সীতায়া বাতি বায়ুর্মনোহরঃ'।

এইরূপ অজস্র উপমা উদ্ধার করা চলে। মুমূর্ষু জটায়ুর মুখে আমরা একটি চমৎকার কথা শুনিতে পাই। রাবণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

'ন হি সদ্যোঽবিনীতস্য দৃশ্যতে কর্মণঃ ফলম্।
কালোঽপ্যঙ্গীভবত্যত্র শস্যানামিব পক্তয়ে'॥

দুষ্ট কর্মের ফল তখন তখনই দেখা যায় না। শস্যের পাকিবার জন্য যেমন কালের প্রতীক্ষা করিতে হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই। (কাল এ বিষয়ে অঙ্গীভূত হয়।)

মহর্ষি বাল্মীকি মানব-মনের অন্তস্তলদর্শী মহাকবি। রামায়ণের রাক্ষস, বানর, ভল্লুক, বিহগ প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মানুষ, ইহাদের সভ্যতার আদর্শ স্বতন্ত্র। একদিকে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত, অপর দিকে সমগ্র প্রাণিজগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অতি নিবিড়, ঋষি-কবি হয়তো এই সত্যই উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

রামায়ণে যে সমাজ-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে সেকালে সভ্যতার তিনটি ধারা প্রবাহিত হইত। অযোধ্যা ও মিথিলার সভ্যতা ছিল দৈবী সভ্যতা, সে সভ্যতায় বাহ্য সম্পদ বা ধনুর্বিদ্যা উপেক্ষিত হয় নাই কিন্তু উহার মূল লক্ষ্য ছিল আত্মোৎকর্ষ বিধান। লঙ্কার সভ্যতা ছিল আসুরী সভ্যতা, বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড সেখানে অনুষ্ঠিত হইলেও সে সভ্যতার লক্ষ্য ভোগ—বাহ্যসম্পদ ও উপকরণবাহুল্যের উপরেই সে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। লঙ্কাপুরী স্বর্ণসৌধকিরীটিনী, আমরা রাবণের মুখে শুনিতে পাই, উহার তোরণ ছিল বৈদূর্যমণির দ্বারা নির্মিত। সেখানে

নানা বিদ্যার চর্চা হইত এবং জড়বিজ্ঞান ও রাজনীতি-চর্চায় রাক্ষসেরা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কিষ্কিন্ধ্যার সভ্যতা ছিল অনেকটা আদিম স্তরের, উহার সহিত বৈদিক সভ্যতার কোন যোগ ছিল না, সেখানকার সমাজ-ব্যবস্থাও ছিল স্বতন্ত্র। শ্রীরামচন্দ্র প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য বালীবধ করিয়াছেন ও সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু বালী ও সুগ্রীব উভয়ের চরিত্রই 'দোষে গুণে অসামান্য'। বালীর চরিত্র সম্পর্কে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরাও স্বীকার করি: 'সাহসী, পরাক্রান্ত, দূরদর্শী, রাজনীতিপ্রাজ্ঞ বালীকে বাল্মীকি অতি অল্প রেখাপাতে যেভাবে অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে উহা দোষে গুণে অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে' (রামায়ণী কথা)। কিন্তু সুগ্রীবের সচিব হনূমান শুধু পরিপূর্ণতার আদর্শ নন, তিনি শুধু শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ নন, তিনি নিষ্কাম কর্মী, অসাধারণ বুদ্ধিমান ও কার্যকুশলী, পরম জ্ঞানী, জিতেন্দ্রিয়, স্বার্থত্যাগী ও প্রভুর কার্যে আত্মসমর্পণকারী। তাই ভক্তিশাস্ত্রের রচয়িতাদের নিকট হনূমান দাস্যভক্তির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। ভক্ত হনূমান জানেন—

'শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ॥'

* * *

'রামায়ণী কথা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের একটি বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে'। বাস্তবিক, ভারতে গৃহধর্মের আদর্শ কত উদার, কত উন্নত, কত মহৎ ছিল, রামায়ণে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাভারতের বনপর্বেও ব্রাহ্মণ ও ধর্মব্যাধের আখ্যানে এই কথাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, যিনি অপ্রমত্ত ভাবে গৃহধর্ম পালন করেন ও স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জন দেন,

তিনি অক্লেশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। ভগবান মনু বলেন,—চারিটি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ (চতুর্ণাম্ আশ্রমানান্তু গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্), কারণ, মাতাকে আশ্রয় করিয়া যেমন সর্ব প্রাণী জীবিত থাকে, গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া তেমনই অন্যান্য আশ্রমী (ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি) প্রাণধারণ করে। অবশ্য, যুগে যুগে ভারত গৃহধর্মের কল্যাণময় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, অনধিকারী নরনারীর সন্ন্যাস-গ্রহণের ফলে সনাতন ধর্মে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। সম্ভবত এইরূপ গ্লানি দূর করিবার জন্যই মহানির্বাণ তন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে—'ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ'। এই প্রসিদ্ধ তন্ত্রটিতে আরও বলা হইয়াছে—

'মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্যাঞ্চৈব পতিব্রতাম্।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ ॥'

বৃদ্ধ মাতা-পিতা, পতিব্রতা ভার্যা ও শিশু পুত্রকে ত্যাগ করিয়া কখনও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কবিবে না।

আমরা প্রসঙ্গান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি। এবার মূল বিষয়ে ফিরিয়া আসা যাক। মহর্ষি বাল্মীকির মনে যে মহামানবের চরিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য বিপুল উৎকণ্ঠা জাগিয়াছিল, তাঁহার চরিত্র এত অধিক গুণে সমৃদ্ধ যে সমগ্র পৃথিবীতে তাহার তুলনা মিলে না। তিনি যদি দেবতা হইতেন, তাঁহার চরিত্রে যদি বজ্রের কাঠিন্যের সঙ্গে কুসুমের পেলবতার মিশ্রণ না ঘটিত, তবে আমরা তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিতাম, তাঁহাকে একান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না, রামায়ণী কথাও যুগ-যুগ ধরিয়া ভারতের অগণিত নরনারীর হৃদয়কে সমবেদনায় এমন আর্দ্র করিয়া তুলিত না। বাল্মীকিকে নারদ নরচন্দ্রমার কাহিনী শুনাইয়াছেন, এই 'নরচন্দ্রমা' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া আমার মনে হয়। চন্দ্রেরও কলঙ্ক আছে কিন্তু তাহাতে উহার সৌন্দর্যহানি ঘটে নাই। শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে যদি কোন কলঙ্কের স্পর্শ হইয়া থাকে, তবে উহাতে তাঁহার চরিত্রের লোকাতীত মহিমাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর শুধু রামচন্দ্র কেন, লক্ষ্মণ, ভরত, এমনকি, জগদ্বন্দ্যা সীতার

চরিত্রও সর্বাংশে অনবদ্য নহে। লক্ষ্মণ কখনও কখনও কোপন স্বভাব ও বিচারমূঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন, কৈকেয়ীর অপরাধ যত গুরুতর হউক তাঁহার প্রতি ভরতের উক্তি সম্পূর্ণ শোভন হয় নাই, বিশুদ্ধচিত্ত লক্ষ্মণের প্রতি সীতা একবার যে জঘন্য উক্তি করিয়াছিলেন তাহা প্রাকৃত নারীর পক্ষেই উপযুক্ত হইয়াছে। আমার মনে হয়, বাল্মীকি যে কোন চরিত্রকেই একেবারে সর্বাঙ্গসুন্দর করেন নাই তাহার কারণ তিনি ছিলেন একজন নিপুণ শিল্পী ও সত্যদর্শী ঋষি।

রামায়ণে রাক্ষসগণের মধ্যে আমরা যেমন বিচিত্র রণসম্ভার ও উৎকৃষ্ট রণকৌশল দেখিতে পাই, তেমনই তাহাদের জাগ্রত কর্তব্যবুদ্ধিরও পরিচয় পাই। রাবণের মাতামহ মাল্যবান, মন্ত্রী শুক ও সারণ, ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ সকলেই রাবণকে হিতোপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রবল পরাক্রান্ত লঙ্কেশকে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপনের অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাবণ কিছুতেই সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হন নাই। মেঘনাদবধ কাব্যে বিভীষণ বিশ্বাসঘাতকরূপে চিত্রিত হইয়াছেন, বাংলা দেশেও 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' কথাটি প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু আর্ষ রামায়ণে বিভীষণ পরম ধার্মিক, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াই তিনি রাঘবের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন, ধর্মরক্ষার্থে অত্যন্ত দুঃখের সহিত তিনি স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাবণ যে বহু গুণের অধিকারী এবং মেঘনাদ যে বীরত্বে অপরাজেয়, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার অন্তরে দ্বন্দ্ব ছিল এবং রাবণবধের পর তিনি যে বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত করুণ ও মর্মভেদী।

রামায়ণে সরমা সীতার হিতৈষিণী সখী, সীতার দুঃখে তাঁহার অন্তর স্নেহরসে বিগলিত হয়, তিনি সীতাকে সান্ত্বনা দান করেন, অভয় দান করেন। উত্তরকাণ্ডে সরমা বিভীষণের পত্নী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। মেঘনাদবধে দেখিতে পাই, সীতা স্নেহময়ী সরমার নিকট তাঁহার পূর্ব জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন। এটি অবশ্য মূল রামায়ণে নাই। কিন্তু সরমার চরিত্র-

মাহাত্ম্য মধুসূদন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। সরমা সত্যই যেন 'রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে'।

রামায়ণে বর্ণিত ত্রিজটা রাক্ষসীর চরিত্রও আমাদের মুগ্ধ করে। ত্রিজটা স্বপ্নে লঙ্কার ভাবী পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাই তিনি রাক্ষসীগণকে সীতাকে তর্জন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সীতার প্রতি তাঁহার হৃদয় সমবেদনায় আর্দ্র হইয়াছে। তিনি প্রভুর অন্যায় নির্দেশ কখনও নতমস্তকে গ্রহণ করেন নাই, ধর্মের আদর্শ হইতে তিনি বিচলিত বা প্রমত্ত হন নাই।

রামায়ণের চরিত্র-সমালোচনার কালে আমরা অনেক সময় মহর্ষি বাল্মীকির প্রতি অবিচার করিয়া থাকি। আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা ও রুচি প্রবৃত্তির ফলে আমাদের মনে কতকগুলি আদর্শ বদ্ধমূল হইয়াছে, আমরা সেই আদর্শের দ্বারা প্রাচীন মহাকাব্যের চরিত্রগুলির বিচার করি, আর বুঝি মনে করি, আমাদের বিচার-বুদ্ধিই অভ্রান্ত। একালের একজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকের মতে 'রামায়ণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র' (রামায়ণী কথা)। কিন্তু আমাদের এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে মহর্ষি বাল্মীকি একমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের আলেখ্যকেই সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন,—বিচিত্র সম্পর্কের মধ্য দিয়া তাঁহার চরিত্রটিকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। ভবভূতির দৃষ্টিতে লোকোত্তর পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র বজ্র অপেক্ষাও কঠোর অথচ কুসুমের চেয়েও কোমল, তাই তিনি দুষ্টের দমনকারী ও শিষ্টের পালনকর্তা। রামায়ণে রামচন্দ্র শুধু পিতৃভক্তির ও পিতৃসত্য-পালনের জন্য মহত্তম দুঃখবরণের আদর্শ নহেন, ভ্রাতৃ-বাৎসল্য, বন্ধু-প্রীতি ও শরণাগত-রক্ষণেরও তিনি আদর্শ,—সর্বোপরি তিনি আদর্শ পতি ও আদর্শ নৃপতি। কিন্তু ভরতের ত্যাগমহিমোজ্জ্বল চরিত্র প্রধানত অযোধ্যাকাণ্ডেই চিত্রিত হইয়াছে। 'অযত্নাগত রাজ্যের প্রত্যাখ্যান' ভরতের চরিত্রকে মহিম-মণ্ডিত করিয়াছে সত্য, ভরত যে চতুর্দশ বৎসর শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া রাজকোষে অর্থ বহুগুণ বর্ধিত করিয়াছিলেন, সে কথাও আমরা জানি, কিন্তু তাঁহার বন্ধু-বাৎসল্য, পত্নীপ্রেম প্রভৃতির কোন

পরিচয় রামায়ণে পাওয়া যায় না। চতুর্দশ বৎসর ভরত কিভাবে রাজ্যশাসন এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়াছেন, সে কথাও মহর্ষি আমাদের জানিতে দেন নাই। কারণ, রামায়ণ শ্রীরামচন্দ্রেরই কাহিনী; আর সেই কাহিনীর পক্ষে যাহা অবান্তর, মহাকবি কোথাও তাহার বর্ণনা করেন নাই; এই কারণেই উর্মিলা 'মহাকাব্যে উপেক্ষিতা' হইয়াছেন। অতএব, শ্রীরামচন্দ্রের সহিত ভরতের চরিত্রের তুলনা করা চলে কি না, তাহা বিবেচ্য। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মহর্ষি দেব-চরিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য রামায়ণ রচনা করেন নাই, তাঁহার রামচন্দ্র বহুগুণসমৃদ্ধ লোকোত্তর পুরুষ, এই নরচন্দ্রমার সম্পর্কে মহাকবি কালিদাসের ভাষায় আমরা বলি, 'মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি'।

চরিত্র-চিত্রণে মহর্ষি অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। কৌশল্যা কৈকেয়ী ও সুমিত্রা প্রত্যেকের চরিত্রই আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যে যুক্তি-পরম্পরার দ্বারা মন্থরা কৈকেয়ীকে দশরথের নিকট দুইটি বর-প্রার্থনায় প্ররোচিত করিয়াছেন, উহা যে কোন সন্তান-বৎসলা জননীকে বিপথ-গামিনী করিতে পারে। কুটিলা মন্থরা যে রাজনীতি-কুশলা ছিলেন, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কৌশল্যার চিত্রটি বড় করুণ, শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের সময় আমরা জানিতে পাই, তিনি স্বামীর অনুরাগ হইতে বঞ্চিতা ছিলেন। পুত্রের অভিষেক-বার্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দিতা মাতা যখন পুত্রেরই মঙ্গল-কামনায় পূজায় রতা, তখন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল, পুত্রের নির্বাসন-সংবাদ মাতা শুনিতে পাইলেন। অসহায় মাতৃহৃদয়ের গভীর বেদনা ও রিক্ত হাহাকার মহর্ষি যেন অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, তাই কৌশল্যার চিত্রটি এমন মর্মস্পর্শী হইয়াছে। কিন্তু কৌশল্যা যেখানে অখণ্ডনীয় বিধিলিপিকে স্বীকার করিয়া লইয়া রামচন্দ্রকে বনগমনের অনুমতি দিতেছেন, সেখানে তাঁহার স্থির প্রশান্তি আমাদিগকে অভিভূত করে।

কৈকেয়ী শুধু রূপে নয়, গুণের দ্বারাও দশরথের চিত্তকে জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে মহৎ গুণ ও মহৎ দোষের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। কোপনস্বভাবা

কৈকেয়ীর চরিত্রে একটা প্রবল আত্মগরিমা ছিল। স্বভাবত স্নেহপরায়ণা হইয়াও স্বার্থের জন্য তিনি কতখানি নিষ্ঠুর হইতে পারিতেন, রামায়ণকার আমাদিগকে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কৈকেয়ীর অপরাধ গুরুতর, তাহার প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর হইয়াছে। কৈকেয়ীর অপরাধের পরিণতির চিত্র মহর্ষি আমাদিগকে দেখান নাই। তবে কৈকেয়ী যে সর্বজনের নিন্দারূপ গরল গলাধঃকরণ করিয়া বিষে জর্জরিত-দেহ হইয়া ঋষির চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন,—এই দৃশ্য মহর্ষি আমাদিগকে দেখাইয়াছেন।

রামায়ণে সুমিত্রা যেন স্বর্গের দেবী, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মস্তক স্বভাবতই নত হয় কিন্তু তাঁহাকে আমাদেরই একজন বলিয়া মনে করিতে পারি না। এই মহীয়সী নারী যখন শুনিলেন, লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইলেন না, পুত্রের অপূর্ব ভ্রাতৃভক্তি-দর্শনে তিনি মনে মনে গর্ব অনুভব করিলেন, প্রসন্ন মনে তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন—

'রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥

'তুমি রামচন্দ্রকে দশরথ বলিয়া জানিও, জনকাত্মজাকে তোমার জননী বলিয়া জানিও, আর বনভূমিকে অযোধ্যা বলিয়া মনে করিও। হে বৎস! তুমি যথাসুখে গমন কর।'

আমরা বলিয়াছি, রামায়ণ যুগ-যুগ ধরিয়া ভারতবাসীকে কল্যাণের পন্থা নির্দেশ করিতেছে, রস-পরিবেষণের মধ্য দিয়া তাহাদের চরিত্রকে মহত্তর, উন্নততর ও সুন্দরতর করিয়া তুলিতেছে। আমাদের দেশের আলঙ্কারিক বলিয়াছেন—'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম্ ন তু রাবণাদিবৎ', রামচন্দ্র প্রভৃতির অনুসরণ করিবে, রাবণাদির ন্যায় অন্যায় কর্মে কখনও প্রবৃত্ত হইবে না, ইহাই রামায়ণের শিক্ষা। রামায়ণে লোকোত্তর পুরুষ ও জগৎপূজ্যা নারী লোকশিক্ষার জন্যই মহত্তম দুঃখকে 'সবিনয়ে সগৌরবে' শিরে ধারণ করিয়াছেন। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রণ-কোলাহল স্তব্ধ হইয়া একটা বৈরাগ্যের

স্বর ধ্বনিত হইতেছে। রামচন্দ্রের সুমহান্ বীর্য, লক্ষ্মণের দৃপ্ত পৌরুষ, সীতার অলোকসামান্য পাতিব্রত্য তাঁহাদিগকে দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই, কিন্তু এ নিয়তি গ্রীক নিয়তির মত ক্রূর, অন্ধ, নির্মম নহে, এ নিয়তি মানুষের কর্মফল বিধান করিয়া এবং মহাপুরুষগণকে দুঃখের অনলে দগ্ধ করিয়া জগতের স্থিতিবিধান করে, ইহা moral order of the universe.

আর্ষ রামায়ণ প্রসাদগুণবিশিষ্ট হইলেও সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক উহার রস আস্বাদন করিতে পারে না। তাহা ছাড়া রামায়ণ অতি বৃহৎ গ্রন্থ (যদিও মহাভারতের তুলনায় ইহা আকারে অনেক ক্ষুদ্র); সমগ্র রামায়ণ অথবা উহার অনুবাদ ধৈর্য সহকারে পাঠ করিতে পারেন, এমন পাঠকের সংখ্যা বর্তমান যুগে অল্প। কবি কৃত্তিবাস সুললিত ছন্দে রামায়ণ রচনা করিয়া বাঙ্গালীমাত্রেরই কি মহদুপকার সাধন করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। কৃত্তিবাস একাধারে ভক্ত ও কবি ছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি অনেক স্থলে বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই; ‘রত্নাকর দস্যুর উপাখ্যান’, ‘তরণীসেন-বধ’, ‘শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব’ প্রভৃতি কাহিনী কৃত্তিবাসে আছে, আর্ষ রামায়ণে নাই। আবার, কবিগুরু বাল্মীকির রচনায় যে বিচিত্র রসের আস্বাদন পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাহা পাওয়া যায় না। বাল্মীকি-রামায়ণের সার সংকলন করিতে গেলেও উহার রসবস্তু অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়। তাই, রামায়ণের এমন একখানি অনুবাদের প্রয়োজন আছে যাহা পাঠকদের নিকট সুবোধ্য হইবে, যাহা আকারে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত হইবে অথচ যাহাতে মূল রামায়ণের রস অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পরলোকগত শিশিরকুমার নিয়োগী মহাশয় এই দুরূহ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, তাঁহার ব্রত সফল হইয়াছে। ভাষার সরলতা ও প্রাঞ্জলতার দিকে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন, পাদটীকায় দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দাদির আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রয়োজনমত একজন খ্যাতনামা কবির গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের কৌতূহলকে জাগ্রত করিয়াছেন।

শিশিরবাবু এই গ্রন্থের অনুবাদে যে বিপুল শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি বাঙ্গালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন, সন্দেহ নাই।

রামায়ণী কথার প্রচার শিশিরবাবুর জীবনের প্রধান ব্রত ছিল, সে মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া তিনি দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দান যদি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারি, তবেই তাঁহার পরলোকবাসী আত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে। শিশিরবাবুর মহতী প্রচেষ্টাকে আমি অন্তরের সহিত অভিনন্দন জানাই। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক, রামায়ণী কথার পুণ্যসলিলে অবগাহন করিয়া বাঙ্গালী ধন্য হউক।

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী

সূচীপত্র

অযোধ্যাকাণ্ড ১৪৭-৪০১

অরণ্যকাণ্ড ৪০২-৫০৭

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ৫০৮—৬০৯

সুন্দরকাণ্ড ৬১০-৬৮৩

লঙ্কাকাণ্ড ৬৮৪-৮৩০

উত্তরকাণ্ড ৮৩১-১০০০

—:০:—

ওঁ নমো ভগবতে রঘুনাথায় নিত্যগোপালায় নমঃ।

বাল্মীকি-রামায়ণ

বালকাণ্ড

১

বাল্মীকির প্রশ্ন—নারদের সংক্ষেপে রামচরিত বর্ণনা—রামচরিত পাঠের ফল (১ সর্গ)

তপস্বী বাল্মীকি বেদপাঠনিরত তপোনিষ্ঠ বাগ্মিশ্রেষ্ঠ মুনিপুঙ্গব নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষি, এখন এই পৃথিবীতে এমন কে আছেন যিনি গুণবান, বীর্যবান, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, চরিত্রবান, সকলের হিতকারী, বিদ্বান, শক্তিমান, সর্বাপেক্ষা প্রিয়-দর্শন, সংযতচিত্ত, জিতক্রোধ, কান্তিমান ও হিংসাদ্বেষহীন এবং রণক্ষেত্রে যাঁহাকে রোষযুক্ত দেখিলে দেবতারাও ভীত হন? ইহা শুনিবার জন্য আমার যারপরনাই কৌতূহল হইতেছে। মহর্ষি, আপনারই এইরূপ ব্যক্তির বিষয় জানিবার সম্ভব।

বাল্মীকির এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া ত্রিলোকজ্ঞ নারদ তাঁহাকে বলিলেন, মুনিবর, তুমি যে-সকল গুণের কথা বলিলে সে-সকল গুণযুক্ত মানুষ দুর্লভ, তবে চিন্তা করিয়া ঐরূপ একজনমাত্র লোকের কথা আমার স্মরণ হইতেছে। তিনি ইক্ষ্বাকুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং রাম নামে বিখ্যাত। তিনি সংযতচিত্ত, মহাবীর, কান্তিমান, ধৈর্যশীল, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান, নীতিমান, বাগ্মী, শ্রীমান, শত্রুহন্তা, বিশালস্কন্ধ, মহাবাহু, কম্বুগ্রীব*, মাংসল-

---

* যাঁহার গ্রীবা শঙ্খের ন্যায় ত্রিবলি (তিনটি রেখা) বিশিষ্ট। কম্বু—শঙ্খ।

হনুবিশিষ্ট*, প্রশস্তবক্ষ, মহাধনুর্ধর, গূঢ়কণ্ঠাস্থিযুক্ত†, অরিন্দম, আজানুলম্বিত-বাহু, সুন্দর-মস্তক, সু-ললাট, শোভনগতি‡, নাতি-খর্ব-নাতি-দীর্ঘ-দেহ, সুসমঞ্জস অবয়বযুক্ত, স্নিগ্ধবর্ণ (শ্যামবর্ণ), প্রতাপী, উন্নতবক্ষ, আয়তলোচন, লক্ষ্মীবন্ত, সুলক্ষণ পুরুষ। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, প্রজাহিতৈষী, যশস্বী, জ্ঞানবান, শুদ্ধাচার, বিনয়ী, একাগ্রচিত্ত, সর্বৈশ্বর্যশালী, প্রজাপতিতুল্য লোকপালক, রিপুনিসূদন**, জীবলোক ও ধর্মের রক্ষক, স্বধর্ম ও স্বজনের পোষক, বেদবেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ, ধনুর্বেদদক্ষ, সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, স্মৃতিমান (স্মৃতি-শক্তিশালী), প্রতিভাবান, সর্বজনপ্রিয়, সজ্জন, নির্ভীক, বিচক্ষণ, লোকমান্য, সমদর্শী ও সদাপ্রিয়দর্শন। নদনদী যেরূপ সমুদ্রকে সেবা করে, সেইরূপ সজ্জনেরা সর্বদা তাঁহার সেবা করেন। মাতা কৌশল্যার আনন্দবর্ধন, সর্বগুণাধার রাম গাম্ভীর্যে সমুদ্রের ন্যায়, ধৈর্যে হিমালয়ের ন্যায়, বলবীর্যে বিষ্ণুর ন্যায়, সৌন্দর্যে চন্দ্রের ন্যায়, ক্রোধে কালাগ্নির ন্যায়, ক্ষমাপ্রদর্শনে পৃথিবীর ন্যায়, দানে কুবেরের ন্যায় এবং সত্যপালনে ধর্মের সমকক্ষ।—মহারাজ দশরথ এইরূপ মহাগুণশালী প্রাণপ্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে প্রজারঞ্জন কামনায় হৃষ্টমনে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন।

পূর্বে দশরথ তাঁহার দ্বিতীয়া মহিষী কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এখন রামের অভিষেকের আয়োজন

---

* হনু—গণ্ডের উপরিভাগ, চোয়াল।

† গূঢ়জত্রুঃ (মূল)—যাঁহার জত্রু (কণ্ঠাস্থি) গূঢ় (গুপ্ত বা অপ্রকাশিত)—অর্থাৎ মাংসাচ্ছাদিত।

‡ সুবিক্রমঃ (মূল)—যাঁহার বিক্রম (পদক্ষেপ, গতি, চলন) সুন্দর।

** আশ্রিতজনের শত্রুনাশক ও কামাদি রিপুজয়ী। (রামায়ণতিলক)

হইতেছে দেখিয়া কৈকেয়ী নৃপতির নিকট রামের নির্বাসন ও ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেকের বর প্রার্থনা করিলেন। সত্যনিষ্ঠ দশরথ ধর্মপাশে আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া প্রিয়পুত্র রামকে নির্বাসিত করিলেন। বীরবর রাম পিতৃসত্যপালন ও কৈকেয়ীর সন্তোষ-বিধানের জন্য বনবাসে গেলেন। তখন রামের অতিপ্রিয় বিনয়ী সুমিত্রানন্দবর্ধন লক্ষ্মণ ভ্রাতৃস্নেহবশে রামের অনুগমন করিলেন। রামের প্রাণপ্রিয়া ও হিতৈষিণী ভার্যা, সর্বসুলক্ষণা ও রমণীশ্রেষ্ঠা জনকনন্দিনী সীতাও, রোহিণী যেমন চন্দ্রকে অনুসরণ করেন, সেইরূপ রামের সহিত বনগমন করিলেন। পিতা দশরথ ও পুরবাসিগণ অনেকদূর পর্যন্ত রামের সহিত গেলেন।

ধর্মাত্মা রাম, সীতা ও লক্ষ্মণসহ, গঙ্গাতীরবর্তী শৃঙ্গবেরপুরে উপনীত হইয়া নিষাদাধিপতি বন্ধু গুহের সহিত মিলিত হইলেন এবং সারথিকে বিদায় দিলেন। তারপর তাঁহারা তিনজন অগাধ-সলিলা নদীসকল অতিক্রম করিয়া, বনে বনে চলিয়া চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন এবং ভরদ্বাজ-মুনির উপদেশে সেখানে রমণীয় কুটীর প্রস্তুত করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

রাম চিত্রকূটে গমন করিলে, পুত্রশোকাতুর দশরথ রামের জন্য বিলাপ করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিলেন। তখন বশিষ্ঠপ্রমুখ দ্বিজগণ ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু মহাবল ভরত তাহাতে অসম্মত হইয়া রামকে প্রসন্ন করিবার জন্য বনে গেলেন। তিনি বিনীতভাবে রামের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে রাজ্যগ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন, আপনি ধর্মজ্ঞ, সুতরাং আপনি জানেন, আপনিই রাজ্যাধিকারী। কিন্তু রাম পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য রাজ্যভারগ্রহণে সম্মত হইলেন না।

তখন ভরত বার বার রামকে রাজ্য গ্রহণ করিতে বলিলে, রাম রাজ্যশাসনের জন্য তাঁহার নিদর্শনস্বরূপ পাতুকাযুগল প্রদান করিয়া ভরতকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। অগত্যা ব্যর্থকাম ভরত রামের পদধূলি গ্রহণ করিয়া, নন্দিগ্রামে যাইয়া রামের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় রাজকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

ভরত ফিরিয়া গেলে, রাম অযোধ্যার লোকেরা আবার চিত্রকূটে আসিতে পারে বিবেচনায় সে-স্থান ত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই মহারণ্যে তিনি বিরাধ-রাক্ষসকে বধ করিলেন এবং শরভঙ্গ সুতীক্ষ্ণ অগস্ত্য ও অগস্ত্য-ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অগস্ত্যের আদেশে রাম ইন্দ্রধনু, অক্ষয়শরযুক্ত তূণদ্বয় ও উৎকৃষ্ট খড়্গ গ্রহণে আনন্দিত হইয়া দণ্ডকবনে মুনিগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তখন ঋষিগণ সকলে রামের নিকটে আসিয়া অসুর ও রাক্ষসগণের নিধন কামনা করিলেন। রামও তাহাদের বধ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

তারপর দণ্ডকবনবাসী রাম জনস্থাননিবাসিনী কামরূপিণী শূর্পণখা-রাক্ষসীকে তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া বিরূপ করিলেন। শূর্পণখার কথায় খর দূষণ ও ত্রিশিরা-রাক্ষস তাহাদের অনুচর রাক্ষসগণের সহিত সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিলে, রাম তাহাদিগকে নিহত করিলেন। সেখানে অবস্থানকালে রাম জনস্থাননিবাসী আরও চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করেন। পরে রাবণ জ্ঞাতিদের বধের সংবাদে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মারীচ নামক রাক্ষসকে রাম-নির্যাতনে তাহার সহায় হইতে বলিল। মারীচ রাবণকে বার বার মহাবীর রামের সহিত বিবাদ করিতে নিষেধ করিল, কিন্তু আসন্নমৃত্যু রাবণ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া

মারীচসহ রামের আশ্রমে গেল। পরে রাবণ মায়াবী মারীচের সাহায্যে রাম-লক্ষ্মণকে দূরে সরাইয়া এবং গৃধ্র জটায়ুকে আহত করিয়া সীতাকে হরণ করিল। আহত গৃধ্রকে দেখিয়া এবং তাহার মুখে সীতাহরণের কথা শুনিয়া, রাম শোকসন্তপ্ত ও আকুল হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি শোকভরে জটায়ুর অগ্নিসৎকার করিয়া বনে বনে সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে কবন্ধ নামক বিকৃতাকার ও ভীষণমূর্তি এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। রাম তাহাকে নিহত করিয়া দাহ করিলেন। সে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গে গমনকালে রামকে ধর্মজ্ঞা ও ধর্মশীলা সন্ন্যাসিনী শবরীর নিকটে যাইতে বলিল। তখন রাম শবরীর নিকটে গেলেন এবং শবরীও রামকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিল। পরে পম্পাতীরে হনুমান নামক বানরের সহিত রামের দেখা হইল। হনুমানের কথামত রাম সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাহার নিকটে নিজের জীবনের আদ্যোপান্ত ঘটনা—বিশেষ করিয়া সীতার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। সকল কথা শুনিয়া, বানররাজ সুগ্রীব অগ্নি সাক্ষী করিয়া সানন্দে রামের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল। অনন্তর রাজ্যচ্যুত ও পত্নীবিরহে দুঃখিত সুগ্রীব বন্ধু রামকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালীর সহিত নিজের শত্রুতার বিষয় বলিল এবং রাম বালীকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন বালীর পরাক্রমে সর্বদা সশঙ্কিত সুগ্রীব, রাম বীর্যে বালীর সমকক্ষ কিনা এইরূপ সন্দিহান হইয়া বালীর বলবীর্য বর্ণনা করিল এবং তাহাতে রামের বিশ্বাসের জন্য বালীর দ্বারা নিহত দুন্দুভি-দৈত্যের পর্বততুল্য বিশাল শরীর রামকে দেখাইল। রাম সেই অস্থি-দর্শনে ঈষৎ হাসিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা তাহা সম্পূর্ণ দশ যোজন দূরে

নিক্ষেপ করিলেন এবং এক মহাবাণে সাতটি তালবৃক্ষ, পর্বত ও রসাতল ভেদ করিয়া তাঁহার শক্তিতে সুগ্রীবের বিশ্বাস জন্মাইলেন। তখন সুগ্রীব রামের পরাক্রমে বিশ্বাস করিয়া প্রীতমনে তাঁহার সহিত কিষ্কিন্ধা নামক গুহায় গেলেন। পরে সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্গল-বর্ণ কপিবর সুগ্রীব গর্জন করিতে আরম্ভ করিলে, বানররাজ বালী সেই মহানাদ শুনিয়া, তাহার পত্নী তারাকে সান্ত্বনা দিয়া বাহিরে সুগ্রীবের নিকটে আসিল। তখন রাম এক বাণে বালীকে বধ করিয়া তাহার রাজ্যে সুগ্রীবকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সুগ্রীব সকল বানরকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে সীতার অন্বেষণে চারিদিকে পাঠাইল। পরে বলী হনুমান জটায়ুর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা গৃধ্র সম্পাতির উপদেশে শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া, রাবণশাসিত লঙ্কাপুরীতে উপনীত হইয়া অশোকবনে রামধ্যানমগ্না সীতাকে দেখিতে পাইল। হনুমান রামের অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দিয়া ও তাঁহার সকল বৃত্তান্ত বলিয়া সীতাকে আশ্বাস দিল এবং অশোকবনের তোরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পরে সে রাবণের পাঁচজন সেনাপতি ও সাতজন মন্ত্রীপুত্রকে বধ এবং বীরবর অক্ষকে নিষ্পেষিত করিয়া বন্ধন স্বীকার করিল। ব্রহ্মার বরে আপনাকে অস্ত্রের ক্ষমতার অতীত জানিয়া হনুমান যথেচ্ছ যন্ত্রণাদাতা রাক্ষস-গণকে মার্জনা করিল। তারপর সে সীতার আবাসস্থান ব্যতীত সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া রামকে সুসংবাদ জ্ঞাপনের জন্য ফিরিয়া আসিল এবং তাঁহাকে বলিল, সে রাবণের অশোকবনে সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছে। পরে রাম সুগ্রীবের সহিত মহাসমুদ্রের তীরে যাইয়া প্রখর বাণসমূহে সমুদ্রকে আকুল করিয়া তুলিলেন। তখন সরিৎপতি সমুদ্র নিজরূপ ধারণ করিয়া রামকে দেখা দিলেন এবং

তাঁহারই কথায় নল সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করিলেন। সেই সেতুর সাহায্যে লঙ্কায় যাইয়া রাম যুদ্ধে রাবণকে নিধন ও সীতাকে লাভ করিলেন। কিন্তু পরে রাম সীতার দীর্ঘদিন রাবণগৃহে বাসের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তিনি সকলের সাক্ষাতে সীতাকে অতি কঠোর কথা বলিলে, পতিব্রতা সীতা তাহা অসহ্য বোধ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। তখন রাম অগ্নির কথায় সীতা নিষ্কলঙ্কা জানিয়া সানন্দে তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন এবং দেবগণের দ্বারা অভিনন্দিত হইলেন। মহাত্মা রামের সেই মহৎকার্যে দেবতা ও ঋষিগণসহ স-চরাচর ত্রিলোক সন্তোষ লাভ করিল। পরে রাম বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং দেবতাদের বরে নিহত বানরগণকে পুনর্জীবিত করিয়া সুহৃদ্‌গণসহ পুষ্পকরথ আরোহণে অযোধ্যাভিমুখে রওনা হইলেন। ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে উপনীত হইয়া রাম হনুমানকে ভরতের নিকটে পাঠাইলেন। তারপর রাম আবার পুষ্পকে চড়িয়া সুগ্রীবের সহিত অতীত ঘটনাবলী সম্বন্ধে আলাপ করিতে করিতে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। রাম সেখানে ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং মস্তকের জটামুণ্ডন করিয়া, সীতাসহ অভিষিক্ত হইয়া পুনরায় রাজ্য লাভ করিলেন।

রাজা হইয়া রাম এখন তাঁহার প্রজাগণকে পিতার ন্যায় পালন করিতেছেন। তাঁহার রাজ্যে প্রজাগণ হৃষ্টপুষ্ট প্রফুল্ল সন্তুষ্ট সুধার্মিক ন্যায়পরায়ণ নীরোগ ও দুর্ভিক্ষভয়বর্জিত হইয়া বাস করিবে, কোন স্থানে কোন মনুষ্যকেই পুত্রের মৃত্যু দেখিতে হইবে না, নারীগণ বিধবা হইবে না—সর্বদা পতিব্রতা থাকিবে, কাহারও অগ্নিভয় বায়ুভয় বা তস্করের ভয় থাকিবে না, কোন

প্রাণীই জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে না, কেহ ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে না, রাষ্ট্র ও নগরসমূহ ধনধান্যে পূর্ণ হইবে এবং সকলে সর্বদা সত্যযুগের ন্যায় আনন্দে বাস করিবে। মহাযশা রাম অনেক অশ্বমেধ যজ্ঞ ও বহুসুবর্ণ নামক যজ্ঞ করিয়া বিদ্বান ব্রাহ্মণদিগকে অগণিত ধেনু ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে অসংখ্য ধন দান করিবেন। তিনি বহু রাজবংশ স্থাপন করিবেন এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণকে স্ব স্ব ধর্মে নিয়োজিত করিবেন। তিনি এগার হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া ব্রহ্মলোকে (বৈকুণ্ঠে) গমন করিবেন।*

যে এই পবিত্র পাপনাশক পুণ্যকর ও বেদতুল্য রামচরিত পাঠ করিবে, সে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। এই আয়ুষ্কর রামায়ণকথা পাঠ করিলে, লোকে ইহকালে পুত্রপৌত্র ও স্বজনাদির সহিত নানা সুখভোগ করিয়া, দেহান্তে স্বর্গে যাইয়া মহানন্দে বাস করিবে।† ব্রাহ্মণ ইহা পাঠ করিলে পরম পণ্ডিত হইবে, ক্ষত্রিয় পাঠ করিলে ভূপতি হইবে, বৈশ্য পাঠ করিলে বাণিজ্যে লাভবান হইবে এবং শূদ্র পাঠ করিলে মহত্ত্ব লাভ করিবে। (১ সর্গ)

২

বাল্মীকির তমসাতীরে গমন—ব্যাধকর্তৃক ক্রৌঞ্চবধ দর্শনে ব্যাধের প্রতি বাল্মীকির অভিশাপ প্রদান—ব্রহ্মার বাল্মীকির আশ্রমে আগমন এবং তাঁহাকে রামায়ণ-রচনার উপদেশ দান। (২ সর্গ)

ধর্মাত্মা মহর্ষি বাল্মীকি নারদের সেই কথা শুনিয়া শিষ্যগণসহ তাঁহাকে সংবর্ধনা করিলেন। নারদ বাল্মীকির দ্বারা যথাবিধি

---

* নারদের বিবরণে সীতার বনবাসাদির কথা কিছু নাই।

† রামায়ণতিলক।

পূজিত হইয়া, তাঁহাকে বিদায় সম্ভাষণাদি করিয়া ও তাঁহার অনুমতি লইয়া আকাশপথে দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। ক্ষণকাল পরে বাল্মীকি স্নান করিবার জন্য গঙ্গার অদূরস্থিতা তমসানদীর তীরে* গেলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া, নদীতে নামিবার ঘাট কর্দমহীন দেখিয়া পার্শ্বস্থ শিষ্যকে বলিলেন, ভরদ্বাজ, দেখ, এই কর্দমশূন্য স্বচ্ছসলিল রমণীয় স্নানের ঘাটটি সজ্জনের মনের মত নির্মল। বৎস, তুমি কলস রাখিয়া আমাকে আমার বল্কল দাও, আমি এখানেই অবগাহন করিব।

গুরুসেবাপর ভরদ্বাজ বাল্মীকির এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বল্কল দিলেন। বাল্মীকি বল্কল লইয়া, তমসাতীরবর্তী বিপুল বনের সকল স্থান দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি বনের সেই পার্শ্বে এক ক্রৌঞ্চদম্পতি মধুর শব্দ করিতে করিতে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে দেখিতে পাইলেন। ইতিমধ্যে পাপমতি অকারণবৈরী এক ব্যাধ মুনিবরের সম্মুখেই সেই ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে পুরুষটিকে বধ করিল। ক্রৌঞ্চী পতিকে শোণিতাক্ত কলেবরে ভূতলে বিলুণ্ঠিত ও নিহত হইতে দেখিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাম্রশীর্ষ† বিস্তৃতপক্ষ কামোন্মত্ত নিত্যসহচর ক্রৌঞ্চপতির সহিত চিরবিচ্ছেদ ঘটায় ক্রৌঞ্চবধূ শোকে অত্যন্ত কাতর হইল। নিষাদহস্তে নিহত ক্রৌঞ্চকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া এবং ক্রৌঞ্চীর বিলাপ শুনিয়া বাল্মীকির হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল। তিনি নিষাদের এই কার্যকে পাপকার্য বোধে তাহাকে বলিলেন—

---

* সরযূ ও গোমতী নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে তমসানদী প্রবাহিতা। ইহার ইংরেজী নাম টন্‌স্ (Tons)। ইহা গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে।

† তাম্রচূড়, যাহার মাথায় তামার বর্ণ অর্থাৎ লাল চূড়া বা ঝুঁটি।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥ (২।১৫)

রে নিষাদ, তুই এই ক্রৌঞ্চমিথুনের কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়াছিস্, সুতরাং তুই কোনদিনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি না। *

ব্যাধকে এই কথা বলিয়া বাল্মীকি ভাবিতে লাগিলেন, এই পক্ষীর শোকে কাতর হইয়া আমি ইহা কি বলিলাম!—এইরূপে চিন্তার দ্বারা সত্যনির্ণয় করিয়া তিনি শিষ্যকে বলিলেন, সমাক্ষর পাদবদ্ধ, তন্ত্রীলয়যুত এই বাক্য শোকের সময় আমার কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইয়াছে, সুতরাং ইহা শ্লোকনামে খ্যাত হইবে—তাহার অন্যথা হইবে না। † তখন ঐ অত্যুত্তম বাক্য শ্রবণে বিমোহিত শিষ্য সানন্দে গুরুর কথার অনুমোদন করিলেন এবং বাল্মীকিও শিষ্যের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তারপর তমসার জলে স্নানাদি সমাপন করিয়া ঐ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বাল্মীকি আশ্রমের দিকে চলিলেন। শিষ্য ভরদ্বাজও জলপূর্ণ কলস লইয়া গুরুর অনুসরণ করিলেন।

বাল্মীকি শিষ্যসহ আশ্রমে আসিয়া, সেখানে আসনে উপবেশন

---

* অর্থাৎ চিরদিন সমাজে অনাচরণীয় বা পতিত হইয়া থাকিবি।

† পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥ ২।১৮ (মূল)

পাদ—শ্লোকের চরণ। পাদবদ্ধ—ছন্দোবদ্ধ।

তন্ত্রীলয়যুত—বীণাদি যন্ত্রযোগে গানের যোগ্য।

শ্লোকের অর্থ যশ বা কীর্তিও হয়। সুতরাং 'শ্লোকো মে ভবতু'—ইহা বাল্মীকির কীর্তিস্বরূপ হইবে এইরূপ আভাসও দিতেছে।

করিয়া মুখে অন্য কথা বলিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে সেই শ্লোকের চিন্তাতেই নিমগ্ন রহিলেন। এমন সময়ে স্বয়ং ব্রহ্মা বাল্মীকিকে দর্শন করিবার জন্য সেখানে আসিলেন। বাল্মীকি ব্রহ্মাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিস্ময়ে নির্বাক্ ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পাদ্য অর্ঘ্য আসন ও স্তুতির দ্বারা ব্রহ্মার অর্চনা করিয়া তাঁহাকে যথাবিধি (সাষ্টাঙ্গে) প্রণাম করিলেন। ভগবান ব্রহ্মা পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া বাল্মীকিকে আসন গ্রহণ করিতে আদেশ করিলে, বাল্মীকিও আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন নিহত ক্রৌঞ্চের কথা পুনরায় স্মরণ হওয়ায় বাল্মীকি একমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, পাপাত্মা হিংস্রবুদ্ধি ব্যাধ অকারণে মধুরকণ্ঠ ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়া অতি জঘন্য কাজ করিয়াছে। ক্রৌঞ্চীর দুঃখে তাঁহার মন আবার শোকাকুল হইয়া উঠিল এবং তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া মনে মনে ঐ শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা হাসিতে হাসিতে বাল্মীকিকে বলিলেন, ব্রহ্মর্ষি, তোমার এই পাদবদ্ধ বাক্য শ্লোকনামেই বিখ্যাত হইবে, তুমি সেজন্য চিন্তা করিও না। আমার ইচ্ছাতেই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে। মুনিবর, তুমি ধর্মাত্মা গুণবান ধীমান ও লোকরঞ্জক রামের সমগ্র জীবনচরিত রচনা কর। তুমি নারদের মুখে রামের জীবনের প্রকাশ্য ও গোপন ঘটনাবলী যেরূপ শুনিয়াছ সে-সকল সেইরূপ বর্ণনা কর। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা ও রাক্ষসগণের গুপ্ত বা প্রকাশিত যে-সকল বৃত্তান্ত তোমার অবিদিত আছে সে-সমস্তই তুমি জানিতে পারিবে, তোমার রচিত এই কাব্যের একটি কথাও মিথ্যা হইবে না। তুমি

পবিত্র মনোরম রামচরিত শ্লোকে রচনা কর। যতদিন পৃথিবীতে পর্বত ও নদীসকল বর্তমান থাকিবে, ততদিন তোমার প্রণীত রামায়ণকথা সমগ্র জগতে প্রচলিত থাকিবে। যতকাল তোমার কৃত রামায়ণকথা প্রচারিত থাকিবে, ততকাল তুমি আমার জগতের ঊর্ধ্ব ও অধোলোকে বাস করিবে।*—এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা সেই আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই অন্তর্হিত হইলে, সশিষ্য বাল্মীকি বিস্মিত হইলেন। শিষ্যগণ আনন্দিত মনে বার বার সেই শ্লোক গান করিতে ও বলিতে লাগিলেন, শোকাকুল মহর্ষি বাল্মীকির মন হইতে যে সমানাক্ষর চতুষ্পাদযুক্ত গভীর শোকগাথা নির্গত হইয়াছিল তাহা শ্লোকপদবাচ্য হইল।

তারপর বাল্মীকি স্থির করিলেন, তিনি সমগ্র রামায়ণকাব্য এইরূপ শ্লোকে রচনা করিবেন। (২ সর্গ)

---

*অর্থাৎ তোমার যশ স্বর্গে ও মর্ত্যে বিঘোষিত হইবে।

রামস্য সহসৌমিত্রে রাক্ষসানাং চ সর্বশঃ।
বৈদেহ্যাশ্চৈব যদ্‌বৃত্তং প্রকাশং যদি বা রহঃ॥
তচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।
ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি॥
কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাম্।
যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে॥
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।
যাবদ্রামস্য চ কথা তৎকৃতা প্রচরিষ্যতি॥
তাবদূর্ধ্বমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি। ২।৩৪-৩৮ (মূল)

৩

বাল্মীকির রামায়ণ রচনা এবং কুশ ও লবকে রামায়ণ শিক্ষাদান—কুশ-লবের রামায়ণ গান (৩-৪ সর্গ)

বাল্মীকি রামের সমগ্র জীবনবৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে জানিতে প্রয়াসী হইলেন। তিনি কুশাসনে বসিয়া যথাবিধি আচমনপূর্বক কৃতাঞ্জলি ও যোগস্থ হইয়া রামায়ণ রচনার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তিনি যোগবলে সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারিলেন। ভবিষ্যতে যাহা যাহা ঘটিবে তাহাও করস্থিত আমলকী-ফলের মত দেখিতে পাইলেন। এইরূপে মহামতি বাল্মীকি রামের সমগ্র জীবনকথা সুস্পষ্টরূপে জানিয়া রামায়ণ রচনায় ব্রতী হইলেন। প্রথমে তিনি রামের জন্ম, মহাবীর্যবত্তা, লোকানুবর্তিতা, জনপ্রিয়তা, ক্ষমাশীলতা, সৌম্যতা ও সত্যনিষ্ঠার বিষয় বর্ণনা করিলেন। তারপর বিশ্বামিত্রের সহিত গমনকালে পথিমধ্যে রামের যে-সকল বিচিত্র কথা হইয়াছিল তাহা এবং তাঁহার হরধনু-ভঙ্গ, জানকীর সহিত বিবাহ, পরশুরামের সহিত বিবাদ ও নানা গুণের বিষয় বিবৃত করিলেন। অনন্তর রামের অভিষেকের আয়োজন, কৈকেয়ীর দুষ্ট-চিন্তা, অভিষেকে বাধাপ্রদান, রামের নির্বাসন, দশরথের শোক বিলাপ ও পরলোকগমন এবং প্রজাগণের দুঃখপ্রকাশ, রামের তাহাদিগকে বিদায়দান, নিষাদপতি গুহের সহিত আলাপ, সারথি সুমন্ত্রের প্রত্যাবর্তন, রামের গঙ্গার পরপারে গমন ও ভরদ্বাজ-ঋষির সহিত সাক্ষাৎ, তাঁহার আদেশে রামের চিত্রকূটগমন, সেখানে আশ্রমনির্মাণ, ভরতের আগমন, ভরতকর্তৃক রামের তুষ্টিবিধান, রামের পিতৃতর্পণ, ভরতকর্তৃক রামের পাদুকার অভিষেক ও ভরতের নন্দিগ্রামে বাসের কথা

উল্লিখিত হইল। তৎপর রামের দণ্ডকারণ্যে গমন, বিরাধ-নিধন, শরভঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ ও সুতীক্ষ্ণের সহিত মিলন, সীতা ও অনসূয়ার মিলন, অনসূয়ার সীতাকে অঙ্গরাগ-প্রদান বর্ণনা করিলেন। পরে রামের অগস্ত্য-সন্দর্শন, তাঁহার নিকট হইতে ধনু-গ্রহণ, সূর্পণখার সহিত কথোপকখন ও তাহাকে বিকৃতিকরণ, খর ও ত্রিশিরা বধ, রাবণের সীতাহরণের উদ্যোগ, রামের মারীচ-বধ, রাবণের সীতাহরণ, রামের বিলাপ, গৃধ্ররাজ জটায়ুর অগ্নিসৎকার, কবন্ধদর্শন, পম্পাতীরে গমন, শবরীর সহিত সাক্ষাৎ ও ফলমূলাদি ভক্ষণ, পম্পাতীরে বিলাপ ও তথায় হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ, ঋষ্যমূক-পর্বতে গমন ও সুগ্রীবের সহিত মিলন, রামকর্তৃক সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদন, সুগ্রীবসহ মিত্রতা, বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ, রামের বালী-নিধন ও কিষ্কিন্ধারাজ্যে সুগ্রীবের অভিষেক, বালীপত্নী তারার বিলাপ, সুগ্রীবের সীতান্বেষণ-সময়-সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা ও রাম প্রভৃতির কিষ্কিন্ধায় বর্ষাকাল যাপন বর্ণিত হইল। অতঃপর নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ায় সুগ্রীবের প্রতি রামের কোপ, সুগ্রীবের সৈন্যসংগ্রহ ও তাহাদিগকে চতুর্দিকে প্রেরণ, পৃথিবীস্থ দেশাদির বিবরণ, রামের হনুমানহস্তে অঙ্গুরীয়-প্রদান, বানরগণের ভল্লুক-গহ্বর দর্শন, তাহাদের সমুদ্রতীরে প্রায়োপবেশন ও সম্পাতির সহিত সাক্ষাৎ বর্ণনা করিলেন। অনন্তর বানরগণের পর্বতে আরোহণ, হনুমানের সাগর-লঙ্ঘন, সমুদ্রের বচনে উত্থিত মৈনাক-পর্বত দর্শন, রাক্ষসী-তর্জন শ্রবণ, ছায়াগ্রাহিণী সিংহিকাকে দর্শন, সিংহিকা-হনন, লঙ্কা ও মলয় দর্শন, রাত্রিতে লঙ্কা-প্রবেশ, একক বলিয়া চিন্তা, মদ্যপানভূমিতে গমন, রাবণের অন্তঃপুর রাবণ ও পুষ্পকরথ দর্শন, অশোকবনে

গমন ও সীতার দর্শনলাভ, তাঁহাকে রামের নিদর্শনস্বরূপ অঙ্গুরীয় প্রদান, সীতাদেবীর হনুমানের সহিত কথোপকথন ও হনুমানকে মস্তকমণি-প্রদান, ত্রিজটা-রাক্ষসীর স্বপ্নদর্শন, সীতার প্রতি প্রহরিণী রাক্ষসীদের তর্জন-গর্জন, হনুমানের বৃক্ষসমূহ ভগ্নকরণ, রাক্ষসীগণের পলায়ন, হনুমানের কিঙ্কর-রাক্ষসগণের নিধন, ইন্দ্রজিতের হনুমানকে বন্ধন, হনুমানের লঙ্কাদাহন ও গর্জন, পুনরায় সাগর-লঙ্ঘন, মধুপান, রামকে আশ্বাসদান ও তাঁহাকে সীতার মস্তকমণি অর্পণের বৃত্তান্ত কথিত হইল। তৎপর রামের সমুদ্রতীরে আগমন, নলের সমুদ্রে সেতুনির্মাণ, রাম প্রভৃতির সমুদ্র অতিক্রমণ, রাত্রিকালে লঙ্কা অবরোধ, রাম ও বিভীষণের মিলন, বিভীষণের রামকে রাবণবধের উপায় নিবেদন, কুম্ভকর্ণনিধন, মেঘনাদবধ, রাবণনিধন ও শত্রুপুরীতে সীতাপ্রাপ্তি বিবৃত হইল। পরে বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, পুষ্পকরথ দর্শন, অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, ভরদ্বাজ-মুনির সহিত মিলন, হনুমানকে নন্দিগ্রামে প্রেরণ, ভরতের সহিত সম্মিলন, রামের অভিষেক-উৎসব, সৈন্যগণকে বিদায়দান, প্রজারঞ্জন ও সীতাবিসর্জন বর্ণনা করিলেন। পরিশেষে ভগবান বাল্মীকি-মুনি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রামের ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ শেষ করিলেন। (৩ সর্গ)

তিনি বিচিত্র পদ ও অর্থযুক্ত বাক্যবিন্যাসে সমগ্র রামচরিত রচনা করিলেন। ইহাতে ছয়কাণ্ড, পাঁচশত সর্গ ও চব্বিশ হাজার শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়া উত্তরকাণ্ডও রচনা করিলেন।* রামের জীবনের ভূত ও ভবিষ্যৎ সকল বৃত্তান্ত সমন্বিত এই কাহিনী

* চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষি।
তথা সর্গশতান্ পঞ্চ ষট্‌কাণ্ডানি তথোত্তরম্ ॥ ৪।২ (মূল)

রচনা করিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কাহার দ্বারা ইহার প্রচার হইবে? এমন সময় মুনিবেশী রাজকুমার কুশ ও লব সেখানে আসিয়া বাল্মীকির পদবন্দনা করিলেন। বাল্মীকি সেই সুকণ্ঠ ও মেধাবী দুই ভাইয়ের সাহায্যে নিজকৃত রামায়ণ প্রচার করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। তিনি কুশ-লবকে সমগ্র রামায়ণ-কাব্য শিক্ষা দিলেন। এই রামায়ণ পাঠ করিতে ও গান করিতে মধুর। দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত—এই তিন প্রকার ধ্বনি ও ষড়জাদি সপ্তস্বরসমন্বিত*, তন্ত্রীলয়যুত এবং শৃঙ্গার করুণ হাস্য রৌদ্র ভয়ানক বীর ইত্যাদি সকল রসসংযুক্ত এই কাব্য কুশ ও লব গান করিতে লাগিলেন। স্থানমূর্ছনা ও গান্ধর্ববিদ্যায় (সঙ্গীত-বিদ্যায়) সুপণ্ডিত, গন্ধর্বের ন্যায় মধুরকণ্ঠ ও রূপসম্পন্ন, সর্বাঙ্গসুন্দর, সুলক্ষণ, মধুরভাষী সেই দুই ভ্রাতা একটি বিম্ব (জলবুদ্‌বুদ) হইতে উৎপন্ন দুইটি বিম্বের ন্যায় রামের দেহ হইতে তাঁহারই অনুরূপ

পরে স্বতন্ত্রভাবে উত্তরকাণ্ডের উল্লেখ বিশেষ লক্ষণীয়। এজন্য অনেকের মতে সমগ্র উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত এবং আদিকবির রচিত নয়।

পদ্মপুরাণ অনুযায়ীও বাল্মীকি-রামায়ণে ২৪,০০০ চব্বিশ হাজার শ্লোক।

সংক্ষেপতো ময়া তুভ্যমাখ্যাতং সুমনোহরম্।
চতুর্বিংশতি সাহস্রং ষট্‌কাণ্ডং পরিচিহ্নিতম্॥

—পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, ৯৪ অধ্যায়।

কিন্তু অদ্ভুত রামায়ণের মতে বাল্মীকি-রামায়ণে ২৫,০০০ পঁচিশ হাজার শ্লোক। (অদ্ভুত রামায়ণ, ১ সর্গ)

* ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—এই সপ্তস্বর। সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি—এই সাতটি ঐ সপ্তস্বরেরই সঙ্কেত-চিহ্ন।

দেহশালী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।* তাঁহারা এই উৎকৃষ্ট ধর্মকাহিনীরূপ কাব্য আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিলেন। মুনি ব্রাহ্মণ ও সাধুগণের সমাগম হইলে, তাঁহারা একমনে তাঁহাদের নিকটে এই কাব্য গান করিতেন। একদিন তাঁহারা সমবেত ঋষিগণের সভায় এই রামায়ণকাব্য গান করিলে, তাহা শুনিয়া মুনিরা পরম বিস্মিত হইলেন এবং অশ্রুপূর্ণলোচনে 'সাধু! সাধু!' বলিয়া তাঁহাদের (কুশ-লবের) সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। কোন মুনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে কলস দান করিলেন, কেহ বল্কল দিলেন, কেহ কৃষ্ণাজিন, কেহ বা যজ্ঞোপবীত, কেহ বা কমণ্ডলু, কোন মহামুনি মৌঞ্জী, কেহ বা কুশাসন এবং কোন মুনি বা তাঁহাদিগকে কৌপীন প্রদান করিলেন। কোন মুনি হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে কুঠার, কেহ কাষায় বসন, কোন মুনি বা চীরবস্ত্র, কেহ জটাবন্ধন-রজ্জু, কেহ বা কাষ্ঠাহরণ-রজ্জু, কোন ঋষি বা যজ্ঞভাণ্ড, কেহ বা কাষ্ঠভার, কেহ যজ্ঞডুমুরকাষ্ঠনির্মিত আসন উপহার দিলেন। পরে কেহ কেহ বা 'কল্যাণ হউক' এবং কোন কোন মহর্ষি বা 'দীর্ঘজীবী হও' বলিয়া কুশ-লবকে আশীর্বাদ করিলেন। পরে সেই মুনিগণ বলিলেন, মহামুনি বাল্মীকি রামচরিত বর্ণনা করিয়া কবিদের পরমসহায়-

* পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্॥
রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভী রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্॥
তৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ স্থানমূর্ছনকোবিদৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গন্ধর্বাবিব রূপিণৌ॥
রূপলক্ষণসম্পন্নৌ মধুরস্বরভাষিণৌ।
বিম্বাদিবোত্থিতৌ বিম্বৌ রামদেহাত্তথাপরৌ॥ (৪।৮-১১)

স্বরূপ* এই আশ্চর্য কাহিনী সমাপ্ত করিয়াছেন। পরম সঙ্গীতজ্ঞ কুশ-লব, তোমরা এই আয়ুষ্কর পুষ্টিকর ও সুমধুর গীতিকাব্য চমৎকার গাহিয়াছ।

এইরূপে রামচরিত গান করিয়া কুশ-লব সর্বত্র প্রশংসা লাভ করিলেন। তারপর একদিন তাঁহারা অযোধ্যার রাজপথে রামায়ণ গান করিবার সময় রাম তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাদের সমাদরে নিজগৃহে আনাইয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। পরে রাম দিব্য স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করিলে, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ও সচিবগণও তাঁহার সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম সেই রূপবান ও বিনয়নম্রপ্রকৃতি ভ্রাতৃ-যুগলকে দেখিয়া ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে বলিলেন, তোমরা দেবতুল্য কান্তিযুক্ত এই গায়কদ্বয়ের সুবিচিত্র অর্থপদযুত এই কাহিনী সমাহিতচিত্তে শোন। ইহা বলিয়া রাম সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে গান করিতে কহিলেন। তখন কুশ-লব তাঁহাদের যথাশক্তি উচ্চস্বরে বীণালয়বিশুদ্ধ সুমধুর কণ্ঠে রামায়ণগান আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীতের গুণে উহার অর্থ শ্রবণমাত্রেই শ্রোতৃবর্গের বোধগম্য হইল এবং আনন্দে তাঁহাদের দেহ রোমাঞ্চিত, হৃদয় ও মন পুলকিত হইল। এইরূপে কুশ-লবের মুখে রামায়ণগান শুনিয়া সভাস্থ সকলেই পরম সুখলাভ করিতে লাগিলেন।† রামও

---

* এই কথা খুবই সার্থক হইয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে কত কবি বাল্মীকি-রামায়ণ অবলম্বনে কত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও কতজন কত গ্রন্থ রচনা করিবেন।

† উত্তরকাণ্ডের ৯৩।৯৪ সর্গ দ্রষ্টব্য—তদনুযায়ী রাম অশ্বমেধযজ্ঞের সভায় রামায়ণগান শুনেন। গৌড়ীয় সংস্করণ বাল্মীকি-রামায়ণেও ঐরূপ কথাই আছে।

স্ব-চরিত পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হইবে আশা করিয়া ক্রমশঃ গানে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। (৪ সর্গ)

৪

কুশ-লবের রামায়ণগান আরম্ভ—অযোধ্যা—মহারাজ দশরথ ও অযোধ্যাবাসিগণ—পুরোহিত ও অমাত্যগণ (৫-৭ সর্গ)

এই পৃথিবী সর্বপ্রথমে প্রজাপতি বৈবস্বত মনু হইতে আরম্ভ করিয়া যে-সকল জয়শীল নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল, তাঁহারা ও যিনি সাগর খনন করিয়াছিলেন এবং ষাট হাজার পুত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিতেন, সেই সগর নরপতি যে-বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাত্মা ভূপতিগণের বংশেই রামায়ণ নামে বিখ্যাত এই মহৎ কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে। আমরা ধর্ম অর্থ ও কামপ্রদ এই রামায়ণ-কথা আদ্যন্ত গান করিব, আপনারা অসূয়াশূন্য হইয়া শুনুন।

সরযুনদীর তীরে কোশল নামে এক সুবিস্তীর্ণ, বিশেষ উন্নতিশীল, সদা-উৎসবময় ও প্রচুর ধনধান্যশালী জনপদ ছিল। সেখানে অযোধ্যা নামে এক জগদ্বিখ্যাত নগরী ছিল।* স্বয়ং মানবেন্দ্র মনু এই নগরী নির্মাণ করেন। পরম সৌন্দর্যময়ী এই মহানগরী দৈর্ঘ্যে বারো যোজন ও বিস্তারে তিন যোজন এবং বৃহৎ বৃহৎ পথসকলদ্বারা সুবিভক্ত ছিল। তাহার সুবিস্তীর্ণ

* অযোধ্যা বর্তমান আউড (Oudh) কোশল প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। কাশীর উত্তর অযোধ্যার সহিত সরযুনদীর তীরবর্তী সমস্ত ভূভাগকে কোশল প্রদেশ বলা হইত। (বিশ্বকোষ)

সুবিভক্ত রাজপথগুলি সর্বদা জলসিক্ত ও প্রস্ফুটিত পুষ্পে আকীর্ণ থাকিত বলিয়া অযোধ্যা বিশেষ সৌন্দর্যশোভিত হইত। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন ন্যায়ধর্মানুসারে দেবলোক পালন করেন, রাজা দশরথও সেইরূপ অযোধ্যানগরী পালন করিতেন। তাহা প্রশস্ত কপাট-তোরণযুক্ত, সুবিন্যস্ত ভবনমধ্যস্থ দোকানাদিপরিশোভিত, সর্ববিধ যন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্রসমন্বিত, অতুল প্রভাবিশিষ্ট ও দেখিতে অতিশয় সুন্দর ছিল। সকল শ্রেণীর শিল্পিগণ এবং অনেক সূত ও মাগধ * তথায় বাস করিত। পতাকাশোভিত বহু উচ্চ অট্টালিকা ও শত শত শতঘ্নী † সেখানে দৃষ্টিগোচর হইত। তাহার সর্বত্র পুরস্ত্রীগণের নাট্যশালা ‡ ছিল! বহু উদ্যান ও আম্রবনসমন্বিত সেই অযোধ্যাকে শালবৃক্ষের শ্রেণী মেখলার ন্যায় চারিদিকে বেষ্টন করিয়া বিরাজ করিত। তাহার চতুর্দিক সুগভীর ও সুদুর্গম পরিখায় বেষ্টিত থাকায়, শত্রু দূরে থাকুক, মিত্রগণের পক্ষেও তাহা দুষ্প্রবেশ্য ছিল। তাহা সতত হস্তী অশ্ব গো উষ্ট্র ও গর্দভে পরিপূর্ণ থাকিত। রাজকরপ্রদানে ব্যস্ত সামন্তরাজগণ ও নানা দেশবাসী বণিকগণ সেখানে আসিয়া

---

* সূত ও মাগধ—চারণ ও ভাটদের ন্যায় জাতিবিশেষ।

† শতঘ্নী—বর্তমান কালের কামানের ন্যায় আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ।

‡ অধুনা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দেখা যায়, পুরুষদের যেমন বহির্ব্বাটীর বৈঠকখানায় সঙ্গীতচর্চ্চা হইয়া থাকে, অন্দর মহলেও সেইরূপ সাংসারিক কার্য্যাদি সমাপনান্তে স্ত্রীলোকেরা ঢোলক, মন্দিরা লইয়া এক সঙ্গে বসিয়া নানাবিধ গান গাহিয়া থাকে। বাল্মীকি বর্ণিত বধূনাট্যশালাও বোধহয় সেই ধরণের ছিল।

—রাজকৃষ্ণ রায়।

বাস করিতেন। পর্বতের ন্যায় উচ্চ, রত্ননির্মিত প্রাসাদসমূহ সেই নগরীর শোভাবর্ধন করিত। ইন্দ্রের অমরাবতীতে নারীদের যেরূপ কেলি-গৃহ আছে, অযোধ্যায়ও ললনাগণের ঠিক সেইরূপ অনেক ক্রীড়াভবন ছিল। সেই সুবর্ণমণ্ডিত, সর্ববিধ মণি-মাণিক্যখচিত, সপ্ততলগৃহশোভিত, অপূর্ব অযোধ্যানগরীতে বহু সুন্দরী রমণী বাস করিতেন। সেই নগরী সমভূমিতে অবস্থিত ছিল এবং তাহার গৃহগুলি প্রায় গায়ে গায়ে সংলগ্ন ছিল; কোন স্থানই বসতিশূন্য ছিল না। তাহা ধান্য ও তণ্ডুলে পরিপূর্ণ এবং তথাকার জল ইক্ষুরসতুল্য সুমিষ্ট ছিল। সেখানে সর্বদা দুন্দুভি মৃদঙ্গ বীণা ও পণব * বাদিত হইত বলিয়া সে-স্থান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানরূপে গণ্য হইয়াছিল। সুবিন্যস্ত গৃহপূর্ণ ও সজ্জনপরিবৃত অযোধ্যা সিদ্ধগণের তপস্যালব্ধ স্বর্গীয় প্রাসাদ-সমষ্টির ন্যায় পরিলক্ষিত হইত। যাঁহারা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে সুনিপুণ ও ক্ষিপ্রহস্ত হইয়াও উদাসীন অসহায় লুক্কায়িত ও পলায়নপর ব্যক্তির প্রতি বাণ নিক্ষেপ করেন না এবং যাঁহারা বনে মত্ত গর্জনকারী সিংহ ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে বাহুবলে অথবা শাণিত অস্ত্রের দ্বারা বধ করিতে সক্ষম—সেইরূপ সহস্র সহস্র মহাবীরে অযোধ্যা নিয়ত পূর্ণ থাকিত। সেখানে অনেক সাগ্নিক গুণবান দ্বিজশ্রেষ্ঠ, বেদবেদাঙ্গবিৎ বহুদানশীল সত্যনিষ্ঠ মহর্ষি এবং তত্ত্ব-জ্ঞানী ও মহাত্মা ঋষি বাস করিতেন। (৫ সর্গ)

বেদবিৎ, অসংখ্য সৈন্যাদির অধিকারী, দূরদর্শী, মহাতেজা, নগরবাসী ও গ্রামবাসী উভয়ের প্রিয়, ইক্ষ্বাকুবংশের অতিরথ †,

* পণব—পাখোয়াজ।

† যিনি অসংখ্য যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম।

যাগযজ্ঞপরায়ণ, ধর্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, মহর্ষিকল্প, রাজর্ষি, ত্রিলোক-বিখ্যাত, চতুরঙ্গ* সৈন্যশালী, শত্রুহন্তা, মিত্রবান, ধনৈশ্বর্যে কুবের ও ইন্দ্রসদৃশ, মহাতেজা মনুর ন্যায় প্রজাপালক রাজা দশরথ সেই অযোধ্যাপুরীতে রাজত্ব করিতেন। ইন্দ্র যেমন অমরাবতী পালন করেন, সেইরূপ সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম অর্থ কাম—এই ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান-কারী রাজা দশরথ সেই নগরীশ্রেষ্ঠা অযোধ্যাকে পালন করিতেন। সেই রম্যা নগরীর সকল লোকই সন্তুষ্টচিত্ত, ধর্মপরায়ণ, বহুবিদ্যাপারদর্শী, নিজধনে পরিতুষ্ট, নির্লোভ ও সত্যবাদী ছিল। সেখানে সকলেই আত্মীয়স্বজনান্বিত ছিল; কেহই অল্পসঞ্চয়ী, অসন্তুষ্ট অথবা গো অশ্ব ও ধনধান্যহীন ছিল না। তথায় কামুক অর্থলোভী নির্মম মূর্খ বা নাস্তিক লোক দেখিতে পাওয়া যাইত না; স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ধর্মশীল, সংযতেন্দ্রিয়, হৃষ্টচিত্ত ও স্বভাব-চরিত্রে মহর্ষির ন্যায় নিষ্পাপ ছিল। সেখানে এমন কেহ ছিল না যে কুণ্ডল মুকুট অঙ্গদ বর্ম হস্তাভরণ ও মাল্য ধারণ এবং দেহে চন্দনাদি লেপন ও গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিত না। অল্পভোগী অপবিত্র কদন্নভোজী অ-দাতা তত্ত্বজ্ঞানহীন অনগ্নিক যাগযজ্ঞহীন সঙ্কীর্ণমনা চৌর্যপরায়ণ অসদাচারী বা বর্ণসঙ্কর কোন লোকও সেখানে থাকিত না। ব্রাহ্মণগণ সর্বদা স্বকর্মনিরত†, জিতেন্দ্রিয়, দান ও অধ্যয়নশীল এবং দান গ্রহণে সংযত ‡ ছিলেন; কেহ নাস্তিক, মিথ্যাবাদী, শাস্ত্রাদিতে স্বল্পজ্ঞান, ঈর্ষাবান, অসমর্থ, অল্প-বিদ্বান, বেদাঙ্গে অপারদর্শী, ব্রতনিয়মহীন, বহুদানবিমুখ, দীন, ক্ষিপ্তচিত্ত বা রুগ্ন

---

* হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতিক—এই চারি অঙ্গে পরিপূর্ণ সেনা।

† যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান ও প্রতিগ্রহ-নিরত।

‡ অর্থাৎ নিষিদ্ধ দানগ্রহণে বিরত।

ছিল না। অযোধ্যায় শ্রীহীন অসুন্দর বা রাজভক্তিহীন কোন নরনারী দেখিতে পাওয়া যাইত না। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের শৌর্যশালী প্রবলপরাক্রম কৃতজ্ঞ দানশীল দেবপূজক অতিথিসেবাপরায়ণ দীর্ঘায়ু নরগণ ধর্ম ও সত্য আশ্রয় করিয়া স্ত্রী-পুত্র-পৌত্রাদিসহ সর্বদা সেই নগরীতে বাস করিতেন। সেখানে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়ের আজ্ঞাবহ ছিল এবং শূদ্রগণ উচ্চ তিন বর্ণের পরিচর্যারূপ স্বকর্মে নিযুক্ত থাকিত। পূর্বে মানবেন্দ্র মনু কর্তৃক অযোধ্যা যেরূপ সুরক্ষিত হইত, ইক্ষ্বাকুনাথ দশরথও তাহাকে সেইরূপ রক্ষা করিতেন। সিংহেরা যেমন তাহাদের গুহা রক্ষা করে, রণবিচক্ষণ যোদ্ধৃকুলও সেইরূপ সতত অযোধ্যা রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। সে-স্থান কম্বোজ বাহ্লীক বনায়ু* ও সিন্ধুদেশজাত, ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবাতুল্য, উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহে পরিপূর্ণ থাকিত। অযোধ্যা বিন্ধ্যপর্বত ও হিমালয়জাত, পর্বততুল্য, অতিবল, মদস্রাবী মত্তমাতঙ্গদলে পূর্ণ ছিল।

ঐরাবত মহাপদ্ম অঞ্জন ও বামন বংশীয় ভদ্র মন্দ্র ও মৃগ কুলোৎপন্ন † এবং ভদ্রমন্দ্রমৃগ ভদ্রমন্দ্র ভদ্রমৃগ মৃগমন্দ্র—এইরূপ নানা মিশ্রজাতীয় করিকুলে সেই নগরী সতত পূর্ণ থাকিত। তাহার সীমানার বাহিরে আরও দুই যোজন পর্যন্ত স্থানকেও শত্রুগণ

---

* বাহ্লীক—বাল্‌খ্ (Balkh); তাতারের অন্তর্গত দেশবিশেষ। বনায়ু—পারস্য। কাহারও কাহারও মতে আরব।

† যে হস্তীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংক্ষিপ্ত, তাহা ভদ্র, যাহার দেহ স্থূল, লোল ও সংক্ষিপ্ত, তাহা মন্দ্র এবং যাহার আকার কৃশ ও দীর্ঘ, প্রায় তাহা মৃগজাতীয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। (রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণের পাদটীকার উদ্ধৃতি হইতে।)

অযোধ্যা বলিয়া মনে করিত এবং তাহারা উহাকে জয় করিতে বা তথায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না বলিয়া উহার অযোধ্যা (অ-যোধ্যা) নাম সার্থক হইয়াছিল। নক্ষত্রগণ যেরূপ চন্দ্রের শাসনাধীন থাকে, সেইরূপ সেই নগরী মহাতেজস্বী শত্রুদমনকারী মহারাজ দশরথের শাসনাধীন ছিল। (৬ সর্গ)

রাজা দশরথের গুণবান, মন্ত্রণাকুশল, ইঙ্গিতজ্ঞ, নিয়ত প্রিয় ও হিতসাধনে রত, শুদ্ধচিত্ত, সতত রাজকার্যে অনুরক্ত ও অর্থবিদ্ ধৃষ্টি জয়ন্ত বিজয় সুরাষ্ট্র রাষ্ট্রবর্ধন অকোপ ধর্মপাল ও সুমন্ত্র নামে আটজন অমাত্য ছিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও বামদেব—এই দুইজন রাজা দশরথের প্রিয় ও প্রধান পুরোহিত ছিলেন এবং সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন—এই দ্বিজগণ ছিলেন সাধারণ পুরোহিত। উপরন্তু বশিষ্ঠপ্রমুখ এই পুরোহিতগণ রাজাকে মন্ত্রণাও দিতেন। এই ব্রহ্মর্ষিগণ ব্যতীত রাজা দশরথের পুরুষানুগত আরও বহু পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার অমাত্যগণ শ্রীমান, মহাত্মা, অস্ত্রশস্ত্রজ্ঞ, প্রবলপরাক্রান্ত, রাজকার্যে বিশেষ সাবধান, রাজাজ্ঞানুবর্তী, তেজস্বী, ক্ষমাশীল, যশস্বী ও স্মিতভাষী ছিলেন; তাঁহারা ক্রোধ কাম বা অর্থের জন্য অসত্য কথা বলিতেন না। শত্রু বা মিত্রের কোন বিষয়ই তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকিত না। শত্রু ও মিত্রগণ যাহা করিয়াছে, যাহা করিতেছে ও ভবিষ্যতে যাহা করিতে ইচ্ছা করে—এ-সকল সংবাদই সেই অমাত্যগণ চরমুখে অবগত হইতেন। তাঁহারা ব্যবহার-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে রাজা দশরথের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পুত্রগণ অপরাধ করিলে তাহাদিগকেও তাঁহারা যথোচিত

দণ্ড দিতেন। রাজকোষ ধনে পূর্ণ করিতে ও সৈন্যসংগ্রহে তাঁহাদের সকলেরই বিশেষ যত্ন ছিল। শত্রু নির্দোষ হইলে তাহাকেও তাঁহারা হিংসা করিতেন না এবং তাঁহারা বীর চির-উৎসাহী নীতিশাস্ত্র-অনুসরণকারী ও সাধুলোকদিগের প্রতিপালক ছিলেন।

তাঁহাদের কার্যতৎপরতায় সেই নগর বা রাজ্যের কোথাও কোন মিথ্যাবাদী দুষ্টপ্রকৃতি বা পরদাররত মনুষ্য দৃষ্ট হইত না; সকলে পরম শান্তিতে সেখানে বাস করিত। সেই মন্ত্রিগণ রাজা দশরথের হিতের জন্য তাঁহাদের নীতি-রূপ নয়ন সর্বদা উন্মীলিত রাখিতেন। তাঁহারা বুদ্ধিবলে বিদেশের সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতেন এবং সন্ধি-বিগ্রহ-তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা মন্ত্র-গুপ্তি-সক্ষম, সূক্ষ্মবিচারপটু, নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও প্রিয়ভাষী ছিলেন। এইরূপ গুণশালী অমাত্যগণের সাহায্যে নিষ্পাপ রাজা দশরথ রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি অযোধ্যায় থাকিয়া ও চরমুখে সকল সংবাদ জানিয়া ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিতেন এবং তাহাদিগকে নিজ নিজ ধর্মে নিয়োজিত রাখিতেন। তাঁহার নিজের অধিক বা তুল্য বলশালী কোন শত্রু ছিল না। তিনি মিত্রবান ও সামন্তগণের দ্বারা পূজিত হইয়া, নিজ প্রতাপে দস্যুতস্করাদিরূপ সমস্ত কণ্টক বিনষ্ট করিয়া এই ধরণী শাসন করিতেন। (৭ সর্গ)

৫

পুত্রহীন দশরথের পুত্রলাভের জন্য অশ্বমেধযজ্ঞের কল্পনা—লোমপাদ ও ঋষ্যশৃঙ্গের বিবরণ—দশরথের ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায় আনয়ন—অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন (৮—১৩ সর্গ)

এইরূপ প্রভাবশালী রাজা দশরথের বংশধর পুত্র ছিল না বলিয়া তিনি সর্বদা মনস্তাপ ভোগ করিতেন। কি উপায়ে পুত্র-লাভ করিবেন—এই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, পুত্রের জন্য আমি কেন অশ্বমেধযজ্ঞ করি না! তখন তিনি তাঁহার মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সেই যজ্ঞ করা স্থির করিলেন। পরে তিনি মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্রকে বলিলেন, তুমি শীঘ্র আমার গুরু ও পুরোহিতগণকে লইয়া আইস। সুমন্ত্র শীঘ্র যাইয়া বশিষ্ঠ সুযজ্ঞ বামদেব জাবালি কাশ্যপ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান দ্বিজগণকে লইয়া আসিলেন। দশরথ তাঁহাদিগকে সংবর্ধনা করিয়া বলিলেন, পুত্রহীন বলিয়া আমি নিতান্ত মনোদুঃখে আছি —মনে কিছুমাত্র সুখ পাই না। সেজন্য আমি অশ্বমেধযজ্ঞ করিব মনস্থ করিয়াছি। কিরূপে আমার কামনা সফল হইবে আপনারা বিবেচনা করিয়া তাহা স্থির করুন।

রাজার কথায় পরম সন্তুষ্ট হইয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি 'সাধু! সাধু!' বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং বলিলেন, মহারাজ, আপনার যখন এইরূপ ধর্মবুদ্ধির উদয় হইয়াছে, তখন আপনি অবশ্য আপনার বাঞ্ছানুরূপ বহুপুত্র লাভ করিবেন। আপনি যজ্ঞের আয়োজন, যজ্ঞাশ্ববিমোচন ও সরযুনদীর উত্তরতীরে যজ্ঞ-ভূমি প্রস্তুত করুন।

দশরথ ব্রাহ্মণদিগের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন

এবং হর্ষোৎফুল্ললোচনে অমাত্যগণকে বলিলেন, তোমরা যজ্ঞের দ্রব্যাদি সংগ্রহ কর, অশ্বরক্ষায় সমর্থ বীরগণ ও উপাধ্যায়ের সহিত যজ্ঞের অশ্ব বিমোচন কর এবং সরযূনদীর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করিয়া যাহাতে যজ্ঞানুষ্ঠানে কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হয় তাহার ব্যবস্থা কর। যজ্ঞছিদ্রান্বেষী ব্রহ্মরাক্ষসেরা যজ্ঞের ত্রুটি অন্বেষণ করে বলিয়া তাহা প্রায়ই নানারূপে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে যজ্ঞকর্তা অচিরে বিনষ্ট হন। সুতরাং যাহাতে আমার এই যজ্ঞ যথাবিধি সম্পন্ন হইতে পারে তোমরা সেই উপায় অবলম্বন কর। তখন ব্রাহ্মণগণ দশরথকে আশীর্বাদ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। দশরথ তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া অন্তঃপুরে গেলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রেয়সী পত্নীদিগকে বলিলেন, আমি পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞ করিব—তোমরা দীক্ষিতা* হও। তাঁহার সেই মধুর কথা শুনিয়া সেই অতি রূপবতী রাণীগণের মুখমণ্ডল, শীতঋতুর অবসানে বসন্তসমাগমে পদ্মসকল যেরূপ শোভা পায়, সেইরূপ শোভা ধারণ করিল। (৮ সর্গ)

পরে সুমন্ত্র দশরথকে নির্জনে বলিলেন, মহারাজ, আপনার পুত্রলাভের জন্য পুরোহিতগণ যে-উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, আমি পুরাণে তাহার সম্বন্ধে আরও অধিক কিছু শুনিয়াছি। ভগবান সনৎকুমার পূর্বকালে মুনিগণের নিকটে আপনার পুত্রোৎপত্তি-সম্পার্কে এই কথা বলিয়াছিলেন।—কাশ্যপ-ঋষির বিভাণ্ডক নামে এক পুত্র আছেন। তাঁহার ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এক পুত্র জন্মিবে। তিনি বনেই পালিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবেন। সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ-মুনি

* ব্রতসাধনে যত্নবতী।

নিয়ত পিতার সহিত থাকিয়া মুখ্য ও গৌণ—এই দুই প্রকার ব্রহ্মচর্যই পালন করিবেন; তিনি অন্য কিছুই জানিবেন না। মহারাজ, তাঁহার এই প্রকৃতির কথা ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সর্বদা আলোচিত ও সর্বলোকে বিখ্যাত হইবে। তিনি এইরূপ তপোরত অবস্থায় থাকিয়া অগ্নি ও যশস্বী পিতার সেবায় কাল কাটাইবেন। সেই সময়ে অঙ্গদেশে* লোমপাদ নামক এক বিখ্যাত রাজা রাজত্ব করিবেন। সেই রাজার অধর্মাচরণের জন্য দারুণ অনাবৃষ্টি হইবে। তাহাতে দুঃখিত হইয়া লোমপাদ পরমবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া তাঁহাদিগকে বলিবেন, যে-প্রায়শ্চিত্ত করিলে এই অনাবৃষ্টি নিবারিত হইতে পারে, আপনারা আমাকে তাহার নিয়মাদি-সম্বন্ধে সবিশেষ উপদেশ দিন।—রাজার এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বলিবেন, নৃপবর, যে-কোন উপায়ে হউক আপনি বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে এখানে আনিবার ব্যবস্থা করুন। তাঁহাকে সসম্মানে আনাইয়া যথাবিধানে তাঁহার হস্তে নিজ কন্যা শান্তাকে সম্প্রদান করুন। তখন লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিবার জন্য পুরোহিত ও অমাত্যদিগকে নিয়োগ করিবেন। তাঁহারা অধোবদনে তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বলিবেন, আমরা বিভাণ্ডক-মুনির ভয়ে ভীত হইতেছি, আমরা যাইব না। পরে তাঁহারা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিবার নানা উপায় চিন্তা করিয়া লোমপাদকে বলিবেন, আমরা যে-প্রকারেই হউক, বিপ্রবর ঋষ্যশৃঙ্গকে এখানে আনিব, ইহাতে কোন দোষ হইবে না। তারপর তাঁহারা বেশ্যাগণের সাহায্যে সেই ঋষিপুত্রকে অঙ্গরাজ্যে আনিবেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র সেখানে

---

* বর্তমান বৈদ্যনাথ হইতে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত প্রদেশ। মোটামুটি ভাগলপুর জেলার কতকাংশ।

বারিবর্ষণ করিবেন। পরে লোমপাদ কন্যা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত বিবাহ দিবেন। জামাতা* ঋষ্যশৃঙ্গই রাজা দশরথের পুত্র-লাভের ব্যবস্থা করিবেন।—ইহা শুনিয়া দশরথ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন, যে-উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গ লোমপাদগৃহে আনীত হইয়াছিলেন তাহার বিষয় বল। (৯ সর্গ)

তখন সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন,—লোমপাদের পুরোহিত ও অমাত্যগণ তাঁহাকে বলিলেন, আমরা এক অব্যর্থ উপায় স্থির করিয়াছি। ঋষ্যশৃঙ্গ বেদপাঠ ও তপস্যানিরত এবং বনবাসী। তিনি রমণী ও বিষয়সুখ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সুতরাং তাঁহাকে নরহৃদয়-আকর্ষণকারী ও ইন্দ্রিয়-সুখকর বিষয়সকল-দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া আনা যাইতে পারে। রূপসী বারাঙ্গনারা সুসজ্জিতা হইয়া সেখানে যাক্। তাহারা সেই ঋষিকে নানা উপায়ে প্রলুব্ধ করিয়া এখানে আনিতে পারিবে।—রাজা ইহা শুনিয়া পুরোহিতকে তাহাই করিতে বলিলেন। তখন পুরোহিত মন্ত্রিগণকে সেইরূপ করিতে বলিলে, মন্ত্রীরা তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিলেন।

তারপর বারাঙ্গনাগণ সেই মহাবনে প্রবেশ করিয়া এবং বিভাণ্ডক-মুনির আশ্রমের নিকটে যাইয়া ঋষিতনয়ের সাক্ষাৎলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। শান্তপ্রকৃতি ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার দ্বারা পালিত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, সুতরাং তিনি সতত আশ্রমেই বাস করিতেন—কখনও আশ্রম ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতেন না। তিনি

* প্রকৃতপক্ষে ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথের জামাতা। দশরথ নিজ কন্যা শান্তাকে তাঁহার প্রিয় বন্ধু অঙ্গাধিপতি লোমপাদকে দান করেন এবং নিঃসন্তান লোমপাদও শান্তাকে আপন কন্যার ন্যায় বিবেচনা করিয়া পরম যত্নে পালন করিতে থাকেন।

জন্মাবধি কখনও স্ত্রী পুরুষ কিংবা নগর বা রাষ্ট্রজাত অন্য কিছু দেখেন নাই। এক সময়ে তিনি যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই সুন্দরী গণিকাদের দেখিতে পাইলেন। তখন সেই বিচিত্রবেশা রমণীরা মধুরস্বরে গান করিতে করিতে ঋষিপুত্রের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্রাহ্মণ, আপনি কে, কি কার্য করিয়া থাকেন এবং কেনই বা এই নির্জন দূর বনে একাকী বিচরণ করিতেছেন, আমরা তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

ঋষ্যশৃঙ্গ সেই অদৃষ্টপূর্বা মনোমোহিনীদের দেখিয়া নূতন বস্তু দর্শনজনিত আনন্দে বিভোর হইয়া বলিলেন, মুনিবর বিভাণ্ডক আমার পিতা ; আমার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ এবং আমার কার্য (তপানুষ্ঠান) পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছে। সুন্দরীগণ, নিকটেই আমাদের আশ্রম; সেখানে চল, আমি তোমাদিগকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিব।

ঋষিপুত্রের কথা শুনিয়া বারাঙ্গনাদের আশ্রম দেখিতে ইচ্ছা হইল এবং তাহারা সেখানে গেল। তখন ঋষ্যশৃঙ্গ পাদ্য-অর্ঘ্য ও ফলমূলদ্বারা তাহাদের সংবর্ধনা করিলেন। তাহারা সাগ্রহে সেই অভ্যর্থনা গ্রহণ করিয়া বিভাণ্ডক-মুনির ভয়ে শীঘ্র সে-স্থান ত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইল। তাহারা বলিল, দ্বিজ, আমাদের এই সকল উত্তম উত্তম ফল গ্রহণ ও অবিলম্বে ভক্ষণ করুন; আপনার মঙ্গল হউক! এই বলিয়া তাহারা সানন্দে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু মোদক (মোয়া) এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দিল। ইতিপূর্বে অনাস্বাদিত সেই মোদকাদি ভক্ষণ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ সেগুলিকে ফল বলিয়াই মনে করিলেন। তখন রমণীগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে বিদায় সম্ভাষণ করিয়া এবং

তাহাদের ব্রতচর্যার সময় হইয়াছে বলিয়া বিভাণ্ডক-মুনির ভয়ে ছলক্রমে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া গেলে, ঋষ্যশৃঙ্গ অস্থির ও দুঃখিত হইয়া একস্থানে স্থিরভাবে থাকিতে অসমর্থ হইলেন। পরদিন তিনি সেই বারাঙ্গনাদের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পূর্বদিন যেখানে তাহাদের দেখিয়াছিলেন, আবার সেখানে আসিলেন। সেই গণিকারা তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া প্রফুল্লমনে তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, প্রিয়দর্শন, আপনি আমাদের আশ্রমে চলুন; যদিও এখানে অনেক বিচিত্র ও সুস্বাদু ফলমূল আছে, তথাপি সেখানে আহারের ব্যবস্থা এখান হইতে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্টতর হইবে। এই কথা শুনিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাদের সহিত যাইতে উৎসুক হইলেন এবং তাহারাও তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গরাজ্যে আনীত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র সহসা জগৎকে পরিতৃপ্ত করিয়া বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য করজোড়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মৃত্তিকায় মস্তক স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পরে লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিয়া নিবেদন করিলেন, বিপ্রেন্দ্র, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। তারপর লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া, প্রশান্তচিত্তে ও যথাবিধানে তাঁহার হস্তে কন্যা শান্তাকে সমর্পণ করিয়া আনন্দলাভ করিলেন।—এইরূপে লোমপাদ কর্তৃক সকল প্রকার কাম্যবস্তু-দ্বারা সংবর্ধিত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গভার্যা শান্তাসহ অঙ্গরাজ্যে বাস করিতেছেন। (১০ সর্গ)

মহারাজ, আপনি সৈন্যাদি ও বাহনের সহিত স্বয়ং সেখানে যাইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে সমাদরপূর্বক লইয়া আস্থন।

সুমন্ত্রের কথা শুনিয়া দশরথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং বশিষ্ঠকে সকল বিষয় জানাইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে অন্তঃপুর-বাসিনীদের ও অমাত্যগণের সহিত অঙ্গরাজ্যে গেলেন। লোমপাদ দশরথকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং ঋষ্যশৃঙ্গকে দশরথের সহিত নিজের বান্ধবতা ও সম্বন্ধের বিষয় বলিলেন। তখন ঋষ্যশৃঙ্গও দশরথকে সংবর্ধনা করিলেন।

সাত-আট দিন সেখানে বাস করিবার পর দশরথ লোমপাদকে বলিলেন, নরপতি লোমপাদ, আমি এক যজ্ঞ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। সেজন্য তোমার কন্যা শান্তা স্বামীর সহিত অযোধ্যায় চলুক। তখন ঋষ্যশৃঙ্গ লোমপাদের নির্দেশানুসারে পত্নীর সহিত অযোধ্যায় চলিলেন। দশরথ বন্ধু লোমপাদকে আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ করিয়া সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। পরে তিনি দ্রুতগামী দূতগণকে অযোধ্যায় পাঠাইয়া নগরবাসীদিগকে শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত নগর পরিষ্কৃত, জলসিক্ত, ধূপগন্ধে সুবাসিত, পতাকাদ্বারা সজ্জিত ও সুশোভিত করিতে বলিলেন। নাগরিকেরাও রাজা আসিতেছেন শুনিয়া মহানন্দে তাঁহার আদেশানুযায়ী সকল কাজ করিল।

তারপর দশরথ শঙ্খ ও দুন্দুভি বাজাইয়া এবং দ্বিজোত্তম ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্মুখে করিয়া সুসজ্জিত অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। নাগরিকগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায় আসিতে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইল। দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গসহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিলেন। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলারাও শান্তা স্বামীর সহিত আসিয়াছেন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

রাজা ও রাজমহিলাদের আদরযত্নে সুখী হইয়া শান্তাও পতিসহ সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। (১১ সর্গ)

পরে বসন্তকাল সমাগত হইলে দশরথ অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইলেন। তখন তিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে নতমস্তকে প্রণাম করিয়া সন্তানলাভ ও বংশরক্ষার জন্য তাঁহাকে যজ্ঞার্থ বরণ করিলেন এবং ব্রহ্মবাদী পুরোহিত বশিষ্ঠ সুযজ্ঞ বামদেব জাবালি কাশ্যপ ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া যথাবিধি যজ্ঞ সম্পাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি 'সাধু! সাধু!' বলিয়া দশরথকে অভিনন্দিত করিলেন এবং ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রবর্তী করিয়া বলিলেন,—মহারাজ, আপনি যজ্ঞের আয়োজন, যজ্ঞাশ্ব বিমোচন ও সরযুনদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করুন। আপনি অবশ্য অমিতবিক্রম চারিটি পুত্র লাভ করিবেন, পুত্রলাভের জন্যই আপনার এইরূপ ধর্মবুদ্ধির উদয় হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগণের কথায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া দশরথ অমাত্যদিগকে সকল ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। অমাত্যগণও দশরথকে অভিনন্দন করিয়া তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য করিলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা ধর্মজ্ঞ রাজা দশরথের গুণকীর্তন করিয়া ও তাঁহার অনুমতি পাইয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। তখন দশরথ মন্ত্রীদিগকে বিদায় দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। (১২ সর্গ)

পুনরায় বসন্তকাল উপস্থিত হইলে এক বৎসর পূর্ণ হইল।* তখন পুত্রার্থী দশরথ বশিষ্ঠকে অভিবাদন ও যথাবিধি অর্চনা করিয়া সবিনয়ে বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনি যথাশাস্ত্র আমার যজ্ঞ সম্পন্ন

* অশ্বমেধের অশ্ববিমোচনের পর এক বৎসর পূর্ণ হইলে যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হয়।

করুন এবং যাহাতে যজ্ঞের কোন অঙ্গে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করুন। আপনি আমার পরম গুরু ও অকৃত্রিম স্নেহময় সুহৃদ্, সুতরাং আপনাকেই এই যজ্ঞের ভার লইতে হইবে। বশিষ্ঠ সম্মত হইয়া বলিলেন,—আমি সকল কাজই করিব।

তারপর বশিষ্ঠ যজ্ঞকর্মনিপুণ প্রবীণ ব্রাহ্মণ, স্থপতি, ভৃত্য, কারুকর (শিল্পী), সূত্রধর, খনক, গণক, চিত্রকরাদি, নট (অভিনেতা), নর্তক ও শুদ্ধস্বভাব শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষদিগকে বলিলেন,—তোমরা রাজার আদেশমত যজ্ঞের সকল কাজ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হও। শীঘ্র বহুসহস্র ইষ্টক আনাইয়া রাজাদিগের বাসোপযোগী গৃহসকল নির্মাণ কর এবং তাহা সুসজ্জিত করিয়া দেও। ব্রাহ্মণগণের জন্য ফলাদি ও অন্ন-পানীয়পূর্ণ শত শত সুদৃঢ় ও রমণীয় গৃহ প্রস্তুত কর। নাগরিকদের জন্য অনেক সুপ্রশস্ত বাসগৃহ, বহু-দূরদেশ হইতে সমাগত রাজাদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ শয়নঘর এবং অশ্ব ও হস্তিশালা, দেশীয় ও বিদেশীয় সৈন্যগণের জন্য বৃহৎ বৃহৎ বাসগৃহ এবং নিম্নশ্রেণীর নগরবাসীদের জন্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যাদিসমন্বিত ও সর্বপ্রকার কাম্যবস্তুপ্রপূরিত বহু সুশোভন গৃহ রচনা কর। তোমরা সকলকেই যথোচিত সমাদর করিয়া অন্নাদি প্রদান করিবে, কাহাকেও অনাদর করিবে না। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের লোকেরাই যেন সম্যক্ আদৃত হইয়া যথাবিধি সংবর্ধিত হন। কাম বা ক্রোধবশেও কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিও না। শিল্পী প্রভৃতি যে-সকল লোক যজ্ঞের কাজে ব্যস্ত* থাকিবে,

---

* যজ্ঞকর্মসু যে ব্যগ্রাঃ পুরুষাঃ শিল্পিনস্তথা॥
তেষামপি বিশেষেণ পূজা কার্যা যথাক্রমম্। ১৩।১৫-১৬
যথাক্রমম্—জ্যেষ্ঠানুক্রমে (রামায়ণতিলক)।

জ্যেষ্ঠানুক্রমে তাহাদিগকেও ধন ও ভোজ্যদ্রব্যাদি দানে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিবে। কারণ, যাহারা ধন ও ভোজ্যাদির দ্বারা সমাদৃত হয় তাহারা সমস্ত কার্যই সুসম্পন্ন করিয়া থাকে, কিছুমাত্র ক্রটি করে না। যাহাতে সকল কাজই সুনির্বাহিত হয়, কোন কাজই অঙ্গহীন না হয়, তোমরা প্রীতমনে তাহার ব্যবস্থা কর। তখন সকলে বশিষ্ঠকে বলিল,—আপনি যাহা বলিলেন, আমরা তাহাই করিব; তাহার কিছুমাত্র অন্যথা হইবে না।

তারপর বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে ডাকিয়া বলিলেন,—পৃথিবীতে যত ধার্মিক নৃপতি আছেন, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ কর। সকল দেশের সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং অন্যান্য মনুষ্যগণকে সাদরে আনয়ন কর। মিথিলাধিপতি জনককে তুমি স্বয়ং বিশেষ সংবর্ধনাসহকারে লইয়া আইস। তিনি আমাদের চিরন্তন সুহৃদ্ বলিয়া তাঁহাকে পূর্বে আনিতে বলিতেছি। সুচরিত কাশীপতি, রাজেন্দ্র দশরথের শ্বশুর সপুত্র কেকয়রাজ, রাজসখা অঙ্গাধিপতি সপুত্র লোমপাদ, কোশলরাজ ভানুমান এবং সর্বশাস্ত্রবিশারদ নরশ্রেষ্ঠ মগধরাজকে তুমি নিজে সংবর্ধনা করিয়া লইয়া আইস।* আর সদ্‌গুণসম্পন্ন দূতগণদ্বারা রাজাদেশ জ্ঞাপন করিয়া প্রাচ্য সিন্ধু সৌবীর সুরাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান ভূপতিগণকে এবং

---

* কেকয়—পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম অংশ। অঙ্গ—ভাগলপুর ও তাহার নিকটস্থ প্রদেশ। কোশল—কাশীর উত্তর হইতে অযোধ্যাপ্রদেশ সহ সমগ্র ভূভাগ। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত—উত্তর কোশল ও দক্ষিণ কোশল; রামের রাজধানী অযোধ্যা দক্ষিণ কোশলে অবস্থিত ছিল। মগধ—দক্ষিণ বেহার। সিন্ধু—বর্তমান সিন্ধু-প্রদেশের পশ্চিমাংশ। সৌবীর—রাজপুতানার দক্ষিণাংশ। সুরাষ্ট্র—সুরাট।

পৃথিবীতে আমাদের প্রিয় অন্যান্য যে-সকল নরপতি আছেন তাঁহাদিগকে অনুচর ও বান্ধবগণের সহিত শীঘ্র এখানে আনিবার ব্যবস্থা কর।

বশিষ্ঠের উপদেশানুযায়ী ভূপতিগণকে আনিবার জন্য কর্মনিপুণ পুরুষদিগকে পাঠাইয়া সুমন্ত্র নিজে রাজগণকে আনিবার জন্য দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই রাজা দশরথকে উপহার দিবার জন্য বহু ধনরত্ন লইয়া নৃপতিরা অযোধ্যায় আসিলেন। তখন বশিষ্ঠ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া দশরথকে বলিলেন,—মহারাজ, আপনার আদেশে ভূপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমিও তাঁহাদিগকে যথোচিত সংবর্ধনা করিয়াছি। কর্মীরা সযত্নে যজ্ঞের সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছে। আপনি যজ্ঞ করিবার জন্য যজ্ঞভূমিতে গমন করুন। তখন দশরথ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গ উভয়ের উপদেশানুসারে শুভনক্ষত্রযুক্ত দিনে যজ্ঞভূমি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে করিয়া যজ্ঞভূমিতে যাইয়া যথাশাস্ত্র যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। রাজা দশরথও পত্নীগণসহ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। (১৩ সর্গ)

৬

দশরথের অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপন ও পুত্রলাভের বরপ্রাপ্তি—বিষ্ণুর নরজন্মস্বীকার —দশরথের পুত্রেষ্টিযাগ—কৌশল্যা কৈকেয়ী সুমিত্রার পায়স ভক্ষণ ও গর্ভধারণ (১৪-১৬ সর্গ)

বৎসরান্তে অশ্ব ফিরিয়া আসিলে সরযুর উত্তর তীরে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে করিয়া যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন।

বেদপারগ যাজকগণ যথাবিধি যজ্ঞের কাজ করিতে লাগিলেন। দ্বিজগণ প্রবর্গ্য ও উপসদ-কর্ম* শেষ করিয়া শাস্ত্রানুসারে অন্যান্য সকল কর্মানুষ্ঠান করিলেন। তখন মুনিবরেরা দেবতাদিগকে পূজা করিয়া প্রীতমনে প্রাতঃসবনাদি† সমাপন করিলেন। ইন্দ্রকে আহুতি প্রদানের পর দশরথ অভিযুত‡ হইয়া নিষ্পাপ হইলেন। তৎপর ব্রাহ্মণগণ রাজার মধ্যাহ্ন-সবন ও সায়ং-সবন যথাক্রমে নিষ্পন্ন করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিলেন। হোতাগণ মধুর সামবেদ-গান ও স্নিগ্ধ আহ্বানমন্ত্র পাঠে সেই দেবতাগণকে আবাহন করিয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত হবির্ভাগ প্রদান করিলেন। সেই যজ্ঞে একটি আহুতিও স্খলিত বা ব্যর্থ না হওয়ায় যজ্ঞের সকল কাজই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে লাগিল। সেখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র তাপস সন্ন্যাসী বৃদ্ধ ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীলোক ও বালকগণ সর্বদা ভোজন করিত, কিন্তু রাত্রিদিন ভোজন করিয়াও কাহারও আহারে অরুচি হইত না। প্রতিদিন যথাবিধি-প্রস্তুত অন্নাদির পর্বতপ্রমাণ স্তূপরাশি দৃষ্টিগোচর হইত। নানাদেশ হইতে আগত পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ আহার্য ও পানীয় দ্রব্যাদি ভোজনে পরিতৃপ্ত হইত। এক সবন সমাপ্তির পর হইতে অন্য সবন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বাক্‌পটু বিপ্রগণ পরস্পরকে জয় করিতে অভিলাষী হইয়া কার্য-কারণ-বিচারসম্পর্কে নানারূপ তর্কবিতর্ক

---

* প্রবর্গ্য—ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রোক্ত কর্মবিশেষ। উপসদ—যজ্ঞবিশেষ।

† সবন—সোমরস নির্গত করিয়া তাহাদ্বারা হোমকরণ ও তাহা পান।

‡ অভিযুত—যিনি পেষিত সোমলতার রস আহুতি দিবার পর পান করিয়াছেন।

করিতেন। যূপ উত্তোলনের সময় উপস্থিত হইলে বিল্বকাষ্ঠে প্রস্তুত ছয়টি, খদির কাষ্ঠের ছয়টি, বিল্বকাষ্ঠনির্মিত যূপের নিকটে স্থাপনীয় পলাশকাষ্ঠের ছয়টি, শেওড়াকাষ্ঠের একটি ও দুইবাহু পরিমিত বিস্তৃত দেবদারুকাষ্ঠের দুইটি যূপের ব্যবস্থা করা হইল। সেই সকল যূপ শিল্পশাস্ত্রজ্ঞ ও যজ্ঞকর্মকুশল ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল এবং সেই যজ্ঞের শোভাবৃদ্ধির জন্য সেগুলিকে সুবর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত করা হইয়াছিল। একুশ অরত্নি * পরিমিত সেই একুশটি যূপের প্রত্যেকটিকে একুশখানি বসনদ্বারা সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। শিল্পিগণের দ্বারা সেই সকল সুদৃঢ় অষ্টকোণবিশিষ্ট মসৃণ সুন্দর যূপগুলি যথাবিধি বিন্যস্ত হইয়াছিল। সেই বস্ত্রাচ্ছাদিত যূপসকল গন্ধ ও পুষ্পদ্বারা পূজিত হইয়া, দীপ্তিমান সপ্তর্ষিগণ স্বর্গে যেরূপ বিরাজ করেন, সেইরূপ বিরাজ করিয়াছিল।

তারপর শিল্পকর্মকুশল ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রোক্ত পরিমাণ অনুযায়ী প্রস্তুত ইষ্টকের দ্বারা সেখানে এক অগ্নিকুণ্ড রচনা করিলেন। ত্রিকোণাকৃতি ও অষ্টাদশ-হস্ত-পরিমিত সেই অগ্নিকুণ্ডে বহ্নি স্থাপিত হইলে তাহা স্বর্ণপক্ষ গরুড়ের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইল। পরে যজ্ঞের শামিত্রকর্মের† সময় উপস্থিত হইলে পুরোহিতেরা শাস্ত্রে যে-যে দেবতার জন্য যে-যে বলির নির্দেশ আছে, সেই সেই দেবতার উদ্দেশে সেই সেই পশু পক্ষী সর্প জলচর অশ্ব প্রভৃতি বলির ব্যবস্থা করিলেন। যূপগুলিতে তিনশত পশু ও দশরথের শ্রেষ্ঠ অশ্বরত্নকে বন্ধন করা হইল। কৌশল্যা সর্বপ্রকারে সেই অশ্বের

---

* অরত্নি—২৪ আঙ্গুল বা এক হাত। কেহ কেহ কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভিন্ন মুষ্টিকেও অরত্নি বলেন।

† পশুবন্ধন ও বলির।

সেবা করিয়া পরমানন্দে তিন খড়্গাঘাতে তাহাকে বধ করিলেন। অনন্তর তিনি ধর্মকামনায় সুস্থিরচিত্তে সেই পক্ষযুক্ত অশ্বের সহিত একরাত্রি বাস করিলেন। পরে হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্গাতারা * দশরথের অন্যান্য মহিষী পরিবৃত্তি ও বাবাতাদিগকে † সেই অশ্বের সহিত সংযোজিত করিলেন।‡ শেষে বেদবিহিত কর্মে সুনিপুণ জিতেন্দ্রিয় পুরোহিত সেই অশ্বের বসা (চর্বি) লইয়া হোম করিলেন। দশরথ আত্মপাপ বিনাশের জন্য যথাকালে ও যথাবিধি সেই বসার ধূমগন্ধ আঘ্রাণ করিলেন। তখন ষোল জন পুরোহিত

---

* হোতা—ঋক্‌বেদজ্ঞ পুরোহিত। অধ্বর্যু—যজুর্বেদজ্ঞ পুরোহিত। উদ্গাতা—সামবেদজ্ঞ পুরোহিত।

† ক্ষত্রিয় রাজাদের ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতীয়া পত্নীই থাকিতেন। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়া স্ত্রী মহিষী, বৈশ্যা বাবাতা ও শূদ্রা পরিবৃত্তি নামে কথিত হইতেন। (রামায়ণতিলক)

‡ কৌশল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্য সমন্ততঃ।
কৃপাণৈর্বিশশাসৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা॥
পতত্রিণা তদা সার্ধং সুস্থিতেন চ চেতসা।
অবসদ্রজনীমেকাং কৌশল্যা ধর্মকাম্যয়া॥
হোতাধ্বর্যুস্তথোদ্গাতা হয়েন সমযোজয়ন্।
মহিষ্যা পরিবৃত্ত্যাথ বাবাতামপরাং তথা॥ (১৪।৩৩-৩৫)

ত্রিভিঃ কৃপাণৈঃ—তিনবার খড়্গাঘাত করিয়া। (?)

পতত্রি—পক্ষবিশিষ্ট অশ্ব (রামায়ণশিরোমণি)। 'পতত্রীপক্ষিতুরগৌ' (অমরকোষ)। পূর্বে ঘোড়ার পাখা ছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে (রামায়ণতিলক)। পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা স্মরণীয়।

হয়েন সমযোজয়ন্—অশ্বাঙ্গসংযোজনরূপবিধিং কারয়ামাসুরিত্যর্থঃ (রামায়ণশিরোমণি)।

একত্র হইয়া অশ্বের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শাস্ত্রানুসারে অগ্নিতে আহুতি দিলেন। অন্যান্য যজ্ঞে অশ্বত্থশাখায় করিয়া হবিদান করিতে হয়, কিন্তু অশ্বমেধযজ্ঞে বেত্রদণ্ডদ্বারা হবি গ্রহণপূর্বক হোম করা হইতে লাগিল। কল্পসূত্রের* নির্দেশমত অশ্বমেধযজ্ঞ তিন দিনে সমাপ্ত হইল। জ্যোতিষ্টোম আয়ুষ্টোম অতিরাত্র অভিজিৎ বিশ্বজিৎ ও আপ্তোর্যাম—এই শাস্ত্রবিহিত মহাযজ্ঞসকল যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন। তখন দশরথ হোতাকে পূর্বদিক্, অধ্বর্যুকে পশ্চিমদিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিক্ ও উদ্গাতাকে উত্তরদিক্ দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিলেন। পূর্বকালে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে এই প্রকার দক্ষিণারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দশরথ শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞ সমাপনপূর্বক এইরূপে পুরোহিত প্রভৃতিকে সমগ্র ধরণী দান করিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন। তখন পুরোহিতগণ সকলে বিগতপাপ দশরথকে বলিলেন,—মহারাজ, একমাত্র আপনিই সমগ্র পৃথিবী রক্ষা করিতে পারেন ; আপনিই তাহা পালন করুন। আমাদের পৃথিবী লইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; আমরা ইহা পালন করিতেও সমর্থ নই। আমরা সর্বদা বেদপাঠ ইত্যাদিতে রত থাকি। আপনি আমাদিগকে পৃথিবীর পরিবর্তে সামান্য কিছু মূল্য দিন। মণি রত্ন সুবর্ণ ধেনু অথবা অন্য যাহা-কিছু সঞ্চিত আছে, আপনি তাহাই দিন। দশরথ তাঁহাদিগকে দশ লক্ষ ধেনু, দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ও তাহার চারিগুণ (চল্লিশ কোটি) রৌপ্যমুদ্রা দিলেন। তখন পুরোহিতেরা সম্মিলিত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গ ও বশিষ্ঠকে সেই ধনাদি অর্পণ করিলেন। পরে

---

* কল্পসূত্র—ইহাতে দৈনিক ক্রিয়াবিধি ও বৈদিক ক্রিয়াপদ্ধতি· বেদের মর্মানুযায়ী ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠরা ঋষ্যশৃঙ্গ ও বশিষ্ঠের দ্বারা তাহা ন্যায়মত বিভাগ করাইয়া লইলেন এবং অতিশয় প্রীতমনে দশরথকে বলিলেন,—আমরা পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি।

অতঃপর দশরথ সুস্থিরচিত্তে অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগকেও কোটি-সংখ্যক সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। পরে তিনি একজন প্রার্থী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে নিজের উৎকৃষ্ট হস্তাভরণ দান করিলেন। তখন দ্বিজগণ যথোচিত প্রীতিলাভ করিলে, দশরথ আনন্দবিহ্বল হইয়া তাঁহাদের প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণরাও দশরথের প্রতি বিবিধ আশীর্বাদ উচ্চারণ করিলেন। তারপর দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে বলিলেন,—সুব্রত, যাহাতে আমার বংশবৃদ্ধি হয় আপনি তাহাই করুন। ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাতে সম্মত হইয়া দশরথকে বলিলেন,—মহারাজ, আপনার চারিটি বংশধর পুত্র জন্মিবে। দশরথ তাহা শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। (১৪ সর্গ)

ঋষ্যশৃঙ্গ কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া কর্তব্য স্থির করিলেন। তারপর তিনি দশরথকে বলিলেন,—মহারাজ, আমি আপনার পুত্রলাভের জন্য অথর্ববেদোক্ত মন্ত্রে পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিব। পরে তিনি পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। তখন দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ ও পরম ঋষিগণ* নিজ নিজ যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য সমবেত হইলেন। দেবগণ লোককর্তা ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ভগবান, আপনার অনুগ্রহে রাক্ষস রাবণ বীর্যোদ্ধত হইয়া আমাদের সকলের উপর অত্যাচার করিতেছে। আমরা তাহাকে দমন করিতে পারিতেছি না। আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর দিয়াছেন, সুতরাং আমরা সর্বদা তাহাকে

* বেদব্যাস প্রভৃতি।

মানিয়া চলিতেছি, তাহার সকল অত্যাচার-অনাচার সহ্য করিতেছি। দুর্মতি ত্রিলোকের উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। আপনার বরে দুর্ধর্ষ রাবণ মোহান্ধ হইয়া ঋষি ব্রাহ্মণ যক্ষ গন্ধর্ব অসুর—কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। সূর্য তাহাকে সন্তাপিত করিতে পারেন না; বায়ু তাহার পার্শ্বে ইচ্ছামত প্রবাহিত হইতে পারেন না। চিরচঞ্চল-তরঙ্গাকুল সমুদ্রও তাহাকে দেখিলে স্তব্ধভাব ধারণ করেন। ভগবান, আমরা সেই রাক্ষসের ভয়ে মহাভীত হইয়াছি, আপনি তাহার বধের উপায় নির্ধারণ করুন।

তখন ব্রহ্মা চিন্তা করিয়া বলিলেন,—আমি সেই দুরাত্মার বধের উপায় স্থির করিয়াছি এবং কে তাহাকে বিনাশ করিবেন তাহাও অবগত হইয়াছি। সে দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইবার বর প্রার্থনা করিয়াছিল; আমিও তাহাকে সেই বরই দিয়াছিলাম। সে অবজ্ঞা করিয়া তখন মানুষের কথা উল্লেখ করে নাই। সুতরাং সে মানুষের হস্তেই নিহত হইবে। তাহার মৃত্যুর অন্য উপায় নাই।—দেবতা ও মহর্ষিগণ ইহা শুনিয়া অতিশয় হরষিত হইলেন।

ইতিমধ্যে মহাজ্যোতির্ময় পীতবসন তপ্তকাঞ্চনকেয়ূরধারী শঙ্খ-চক্রগদাপাণি জগৎপতি বিষ্ণু মেঘপৃষ্ঠে উদিত সূর্যের ন্যায় গরুড়-আরোহণে সেখানে আসিলেন। দেবগণ তাঁহার স্তুতি করিয়া পরম বিনীতভাবে বলিলেন,—বিষ্ণু, আমরা লোকহিতের জন্য আপনাকে নিযুক্ত করিতেছি। প্রভু, আপনি চারি অংশে বিভক্ত হইয়া ধর্মজ্ঞ দানশীল ও মহর্ষিতুল্য তেজস্বী অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের হ্রী শ্রী ও কীর্তিতুল্য তিন ভার্যার গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করুন। মানবদেহ ধারণ করিয়া আপনি দেবগণের অবধ্য,

অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, লোককণ্টক রাবণকে সমরে সংহার করুন। তাহার বধের জন্য আমরা সকলে আপনার শরণ লইতেছি। অরিন্দম, আপনিই আমাদের পরমগতি। দেবশত্রুগণের বধের জন্য আপনি নরলোকে অবতীর্ণ হউন।

এইরূপে স্তুত হইয়া দেবেশ বিষ্ণু ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণকে বলিলেন,—আপনারা ভয় ত্যাগ করুন; আপনাদের মঙ্গল হউক। আপনাদের হিতের জন্য আমি দেব ও ঋষিগণের ভয়ের কারণ, ক্রূরপ্রকৃতি ও দুর্ধর্ষ রাবণকে পুত্র পৌত্র সহচর মন্ত্রী জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত নিধন এবং পৃথিবী পালন করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর নরলোকে বাস করিব। দেবতাদিগকে এইরূপ বর দিয়া বিষ্ণু আপনাকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া দশরথকে পিতৃরূপে গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। (১৫ সর্গ)

তারপর তিনি ব্রহ্মাকে সম্ভাষণ করিয়া এবং দেবতা ও মহর্ষিগণের দ্বারা পূজিত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে অপুত্রক দশরথও তখন পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিতেছিলেন। এমন সময় সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে অতুল প্রভাশালী, মহাবীর্য, মহাবল, কৃষ্ণকায়, রক্তাম্বরধারী, রক্তিমবদন, দুন্দুভিধ্বনিতুল্য কণ্ঠস্বরযুক্ত, সিংহের ন্যায় মসৃণশ্মশ্রুকেশ- ও গাত্রলোম-সমন্বিত, সুলক্ষণ, দিব্যালঙ্কারভূষিত, পর্বতশৃঙ্গতুল্য উন্নতদেহ, দৃপ্তসিংহতুল্য গতিশালী, সূর্যের ন্যায় প্রখরদেহ, প্রদীপ্তঅনলশিখাতুল্য এক মহাপুরুষ তাঁহার দুই বিশাল হস্তে তপ্তকাঞ্চননির্মিত, রজতান্ত আচ্ছাদনযুক্ত, সাক্ষাৎ-ইন্দ্রজাল-রচিত দিব্যপায়সপূর্ণ একটি পাত্র, প্রেয়সী পত্নীকে দুই হস্তে ধারণ করার ন্যায় ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইলেন। তিনি দশরথকে বলিলেন,—

মহারাজ, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার দ্বারা প্রেরিত হইয়া এখানে আসিয়াছি, জানিবেন। আপনি দেবপ্রস্তুত, সন্তানপ্রদ, ধন ও স্বাস্থ্য-বর্ধক এই পায়স গ্রহণ করিয়া আপনার যোগ্যা ভার্যাদিগকে ভোজন করিতে দিন। তাহা হইলে আপনি যেজন্য যজ্ঞ করিতেছেন তাহা সিদ্ধ হইবে—সেই মহিষীদের গর্ভে আপনি পুত্র লাভ করিবেন।

দশরথ প্রীতমনে সেই দেবান্নপূর্ণ দেবদত্ত হিরণ্ময় পাত্র মস্তকে ধারণ করিলেন এবং নির্ধন ব্যক্তির ধনলাভের ন্যায় দেবপায়স পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। সেই অদ্ভুতদর্শন পরমতেজোময় পুরুষ স্বকার্য সাধন করিয়া যজ্ঞাগ্নিতে অন্তর্হিত হইলেন।

তখন দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কৌশল্যাকে বলিলেন,—তুমি পুত্রোৎপত্তির জন্য এই পায়স গ্রহণ কর। তারপর তিনি কৌশল্যাকে পায়সের অর্ধভাগ প্রদান করিলেন। অপর অর্ধের অর্ধেক তিনি সুমিত্রাকে দিলেন। অবশিষ্ট পায়সের অর্ধেক তিনি পুত্রলাভার্থ কৈকেয়ীকে দিলেন। পরে বিশেষ চিন্তা করিয়া তিনি বাকী পায়স পুনরায় সুমিত্রাকে দিলেন। এইরূপে রাজা দশরথ তাঁহার সেই পত্নীদিগকে পৃথক্ পৃথক্ পায়সভাগ দিলেন।*

---

* কৌশল্যায়ৈ নরপতিঃ পায়সার্ধং দদৌ তদা।
অর্ধাদর্ধং দদৌ চাপি সুমিত্রায়ৈ নরাধিপঃ॥
কৈকেয্যৈ চাবশিষ্টার্ধং দদৌ পুত্রার্থকারণাৎ।
প্রদদৌ চাবশিষ্টার্ধং পায়সস্যামৃতোপমম্॥
অনুচিন্ত্য সুমিত্রায়ৈ পুনরেব মহামতিঃ।
এবং তাসাং দদৌ রাজা ভার্যাণাং পায়সং পৃথক্॥ (১৬।২৭-২৯)

অর্থাৎ কৌশল্যা ৷৷০, সুমিত্রা ৷০+৵০=৷৵০, কৈকেয়ী ৵০ পাইলেন। (রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ)

সেই শ্রেষ্ঠা মহিষীরাও পায়স পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং আপনাদিগকে সম্মানিত বোধ করিলেন। তারপর তাঁহারা সেই উৎকৃষ্ট পায়স ভক্ষণ করিয়া অচিরে গর্ভধারণ করিলেন। রাজা দশরথ তাঁহাদিগকে গর্ভবতী দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। (১৬ সর্গ)

৭

বানরগণের জন্ম (১৭ সর্গ)

বিষ্ণু দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন,—তোমরা আমাদের হিতৈষী বিষ্ণুর সহায়তার জন্য কামরূপী*, বলী, মায়াবী, শৌর্যশালী, বায়ুতুল্য বেগবান, নীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমী, অজেয়, উপায়জ্ঞ †, দিব্যদেহধারী, সর্বাস্ত্রবিশারদ ও অমৃতভোজী দেবগণের সমকক্ষ সাহায্যকারিগণকে সৃজন কর। তোমরা শ্রেষ্ঠা অপ্সরী গন্ধর্বী যক্ষী পন্নগী ভল্লুকী বিদ্যাধরী কিন্নরী ও বানরীগণের গর্ভে নিজ নিজ তুল্য পরাক্রমশালী বানররূপী পুত্রগণ উৎপন্ন কর। ভল্লুকশ্রেষ্ঠ জাম্ববানকে আমি পূর্বেই সৃষ্টি করিয়াছি। হাই তুলিবার সময় আমার মুখ হইতে সহসা তাহার জন্ম হইয়াছে।

ভগবান ব্রহ্মার আদেশে দেবগণ ঐ-প্রকারে বানররূপী পুত্রদিগকে জন্মাইলেন। মহাত্মা ঋষিগণ এবং সিদ্ধ বিদ্যাধর নাগ ও চারণগণও বীর বনচারী পুত্রসকল সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্র নিজতুল্য

---

* কামরূপী—ইচ্ছামত রূপ ধারণে সমর্থ।

† সন্ধি-বিগ্রহাদি উপায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।

পরাক্রান্ত বানরেন্দ্র বালীর এবং সূর্য সুগ্রীবের জন্ম দিলেন। বৃহস্পতি বানরপ্রধানগণের মধ্যে অত্যুত্তম বুদ্ধিশালী মহাকপি তারকে সৃজন করিলেন। কুবেরের গন্ধমাদন নামে এক শ্রীমান বানর পুত্র জন্মিল এবং বিশ্বকর্মা নল নামে মহাকপিকে জন্ম দিলেন। অগ্নির তত্তুল্য প্রভাশালী নীল নামে একটি বীর পুত্র হইল। অশ্বিনীকুমারদ্বয় নিজানুরূপ মৈন্দ ও দ্বিবিদকে উৎপন্ন করিলেন। বরুণ সুষেণের এবং মহাবল পর্জন্য শরবের জন্ম দিলেন। পবনের ঔরসে বজ্রবৎ অভেদ্যদেহ, গরুড়তুল্য বেগবান, বানরপ্রধানগণের মধ্যে পরম বুদ্ধিমান ও বলবান হনুমান জন্মগ্রহণ করিলেন। যে দেবতার যেমন রূপ বেশ ও পরাক্রম সে দেবতার তেমন রূপ- বেশ- ও পরাক্রমশালী পুত্র হইল। গোলাঙ্গুলী-বানরী* ও কিন্নরীগর্ভে যে-সকল বানর এবং ভল্লুকী হইতে যে-সকল ভল্লুক জন্মিল, তাহারা নিজ নিজ পিতা হইতে কিছু অধিক বিক্রমশালী হইল। তখন বিখ্যাত দেব মহর্ষি গন্ধর্ব যক্ষ নাগ কিন্নর সিদ্ধ বিদ্যাধর উরগ প্রভৃতি অনেকে হৃষ্টচিত্তে সহস্র সহস্র পুত্রের জন্ম দিলেন। বনচারী চারণেরা৩† প্রধান প্রধান অপ্সরা বিদ্যাধরী নাগকন্যা ও গন্ধর্বীগণ হইতে ভীমকায় বনচর বীর বানর পুত্রসকল উৎপন্ন করিলেন।

এইরূপে কামরূপী, ইচ্ছানুরূপ বলশালী, যথেচ্ছ বিচরণক্ষম নখদন্তে রণপটু, সর্বাস্ত্রবিশারদ এক কোটি যূথপতি মহাত্মা বানর জন্মগ্রহণ করিল। তাহারা বানরদের প্রধান প্রধান যূথের যূথপতি হইল ও অনেক শ্রেষ্ঠ যূথপতি বীর বানরের জন্ম দিল। তাহাদের

---

* গোলাঙ্গুল—কৃষ্ণমুখ বানর, মুখপোড়া হনুমান।

† দেবযোনি বিশেষ। "দেবানাং গায়না স্তেচ চারণাঃ স্তুতিপাঠকাঃ।"

মধ্যে সহস্র সহস্র বানর ঋক্ষবান-পর্বতের সানুদেশে এবং অপর অনেকে নানা পর্বতে ও কাননে বাস করিতে লাগিল। তাহারা সূর্যের পুত্র সুগ্রীব ও ইন্দ্রের পুত্র বালী—এই দুই ভ্রাতার এবং নল নীল হনুমান ও অন্যান্য বানর যূথপতির আশ্রয়ে রহিল। তাহারা সিংহ ব্যাঘ্র ও মহাসর্পদিগকে পীড়ন করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। সেই নানা আকৃতি ও নানা লক্ষণ সম্পন্ন বীর বানরগণের দ্বারা পর্বতবনসমন্বিতা সসাগরা পৃথিবী পরিবৃত হইল। (১৭ সর্গ)

৮

রাম ভরত প্রভৃতির জন্ম—বাল্যলীলা— বিশ্বামিত্রের আগমন (১৮-২১ সর্গ)

দশরথের অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে দেবগণ নিজ নিজ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। যজ্ঞে দীক্ষার নিয়ম পালন শেষ করিয়া দশরথও পত্নীগণ এবং ভৃত্য সৈন্য ও বাহনাদির সহিত নিজ পুরীতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। নিমন্ত্রিত ভূপতিগণও দশরথ কর্তৃক যথাযোগ্য সংবর্ধিত হইয়া ও মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম করিয়া সানন্দে নিজ নিজ রাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

তখন দশরথ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে অগ্রে করিয়া পুনরায় নিজ পুরীতে প্রবেশ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ বিশেষ অভ্যার্থিত হইয়া শান্তাসহ অঙ্গদেশে ফিরিলেন। সকলকে বিদায় দিয়া সফলমনোরথ দশরথ সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

ছয় ঋতুর অবসানে বৎসরের দ্বাদশ মাস চৈত্রের নবমী তিথিতে, পুনর্বসু নক্ষত্রে, কর্কটলগ্নে এবং পাঁচটি গ্রহ উচ্চস্থ ও লগ্নে বৃহস্পতিচন্দ্রসহ অবস্থিত এইরূপ সময়ে কৌশল্যা দিব্যলক্ষণসংযুত, সর্বলোকপূজ্য জগন্নাথ বিষ্ণুর অর্ধাংশস্বরূপ, মহাভাগ, লোহিতলোচন, মহাবাহু, রক্তাধর, দুন্দুভিতুল্য-গম্ভীর-কণ্ঠ, ইক্ষ্বাকু-কুলনন্দন পুত্র রামকে প্রসব করিলেন। বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রসব করিয়া অদিতি যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন, অমিততেজা পুত্র রামকে প্রসব করিয়া কৌশল্যাও সেইরূপ শোভা পাইলেন। কৈকেয়ী সাক্ষাৎ বিষ্ণু রামের চতুর্থাংশস্বরূপ*, সর্বগুণসম্পন্ন, সত্যপরাক্রম ভরতকে প্রসব করিলেন। তারপর সুমিত্রা সর্বাস্ত্রকুশল বীর ও বিষ্ণুর অংশস্বরূপ (চতুর্থাংশ ও অষ্টমাংশ স্বরূপ) লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করিলেন। পুষ্যানক্ষত্রে ও মীনলগ্নে নির্মলচিত্ত ভরতের জন্ম হইল। অশ্লেষা নক্ষত্রে কর্কটলগ্নে ও উচ্চস্থ রবিতে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম হইল।

এইরূপে মহাত্মা রাজা দশরথের চারিটি পুত্র জন্মিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই অসাধারণ গুণবান ও রূপবান এবং কান্তিতে পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের তুল্য হইলেন। তাঁহাদের জন্ম হইলে গন্ধর্বেরা মধুরকণ্ঠে গান ও অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল, দেব-দুন্দুভি-ধ্বনি ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অযোধ্যায় মহোৎসব আরম্ভ হইল এবং জনসাধারণ তাহাতে যোগদান করিল। রাস্তাগুলি লোকে লোকারণ্য এবং নট (অভিনেতা) ও নর্তককুলে পরিপূর্ণ হইল। উহা গায়ক ও বাদকগণের গীতবাদ্যে মুখরিত হইয়া উঠিল এবং তাহাদিগকে

* অর্থাৎ বিষ্ণুর অষ্টমাংশস্বরূপ।

পুরস্কারস্বরূপ প্রদত্ত বিবিধ রত্নে আকীর্ণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। দশরথ সূত মাগধ ও বন্দনাপাঠকদিগকে* বহু পুরস্কার প্রদান এবং ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ধনসম্পত্তি ও সহস্র সহস্র গোধন দান করিলেন।

একাদশ দিন অতীত হইলে দশরথ পুত্রদের নামকরণ করাইলেন। বশিষ্ঠ পরম প্রীতমনে কৌশল্যাতনয় জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের নাম রাম, কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত এবং সুমিত্রানন্দনদ্বয়ের একজনের নাম লক্ষ্মণ ও অপরের নাম শত্রুঘ্ন রাখিলেন। দশরথ ব্রাহ্মণ এবং নাগরিক ও গ্রামীণদিগকে ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত বহুমূল্য রত্নরাজি দান করিলেন। পরে তিনি পুত্রদের জাতকর্মাদি সকল কার্য সম্পন্ন করাইলেন। রাম ইক্ষ্বাকুকুলের কেতনস্বরূপ ও পিতার পরম প্রিয়পাত্র হইলেন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা যেমন প্রাণীমাত্রেরই প্রিয়, রামও সেইরূপ সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। সকল ভ্রাতাই বেদজ্ঞ, বীর, লোকহিতে রত, জ্ঞানবান ও সর্বগুণসম্পন্ন হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহাতেজা সত্যপরাক্রম রামই নির্মল শশধরের ন্যায় সকলের সমধিক প্রিয় হইলেন। তিনি হস্তী অশ্ব ও রথ আরোহণে সুপটু, ধনুর্বেদ-পারদর্শী এবং পিতৃসেবাপরায়ণ হইলেন। বাল্যকাল হইতেই লক্ষ্মীবর্ধন লক্ষ্মণ সতত রামের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি রামের সকল প্রকার প্রিয়কার্য সাধনের জন্য নিজের দেহপাত করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি যেন রামের বহিঃস্থ দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ ছিলেন।†

---

* সূত—পৌরাণিক। মাগধ—বংশাবলীকীর্তক। বন্দনাপাঠক—বন্দী, বন্দনাকারী, স্তুতিপাঠক।

† অর্থাৎ লক্ষ্মণ রামের প্রাণতুল্য প্রিয় ছিলেন।

পুরুষোত্তম রাম লক্ষ্মণকে ছাড়িয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন না এবং কোনরূপ ভাল খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দিলে তাহাও লক্ষ্মণকে না দিয়া খাইতেন না। রাম যখন অশ্বারোহণে মৃগয়ায় যাইতেন তখন লক্ষ্মণ ধনুহস্তে রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ সহোদর শত্রুঘ্ন ভরতের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর ছিলেন এবং ভরতও শত্রুঘ্নের সেইরূপ প্রিয় ছিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ দেবগণ হইতে পরম প্রীতিলাভ করেন, সেইরূপ রাজা দশরথও তাঁহার প্রিয় চারিপুত্র হইতে অতীব সন্তোষলাভ করিলেন। তাঁহারা যখন জ্ঞানবান সর্বগুণবিভূষিত লজ্জাশীল কীর্তিমান সর্বজ্ঞ ও দূরদর্শী হইয়া উঠিলেন তখন তাহা দেখিয়া পিতা দশরথ, লোকপতি ব্রহ্মা সর্বদা যেরূপ আনন্দে বাস করেন, সেইরূপ আনন্দিত হইলেন।

একদিন দশরথ পুরোহিত ও স্বজনগণের সহিত সেই কুমার-গণের বিবাহের বিষয় পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময় মহাতেজা মহামুনি বিশ্বামিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারীরা শশব্যস্তে তাঁহার আগমনবার্তা দশরথের নিকট নিবেদন করিল। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র তাহা যথারীতি গ্রহণ করিয়া কুশলপ্রশ্নাদির পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহারাজ, আপনার সামন্ত-রাজগণ সম্পূর্ণ অনুগত আছেন তো ? শত্রুগণ পরাজিত হইয়াছে তো ? আপনার দৈব ও মানসিক কর্ম সুসম্পাদিত হইতেছে তো ? তারপর তিনি বশিষ্ঠের নিকটে আসিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া অন্যান্য ঋষিদিগকে যথোচিত কুশলপ্রশ্নাদি করিলেন।

পরে তাঁহারা সকলে হৃষ্টচিত্তে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন এবং রাজার দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন।

তখন দশরথ হৃষ্টমনে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মহামুনি, অমৃত-প্রাপ্তি, অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি, অপুত্রকের যোগ্য স্ত্রী হইতে পুত্রলাভ, বিনষ্ট রত্নাদির পুনঃপ্রাপ্তি, অথবা পুত্রজন্ম ও বিবাহাদি উৎসবে* যেরূপ আনন্দ হয়, আপনার শুভাগমনেও আমার সেইরূপ আনন্দ হইয়াছে। আমাকে আপনার পরম বাঞ্ছিত কি কাজ করিতে হইবে বলুন। আমি সানন্দে তাহা করিব। ব্রহ্মর্ষি, আপনি আমার সর্বপ্রকার সেবালাভের যোগ্যপাত্র। মানদ, আমার সৌভাগ্যবশে আপনি এখানে আসিয়াছেন। আপনার বাঞ্ছা পূরণ করিতে পারিলে আমি অনুগৃহীত হইব। (১৮ সর্গ)

বিশ্বামিত্র দশরথের কথায় পরম আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—নরবর, আমি একটি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি। তাহাতে মারীচ ও সুবাহু নামে দুইটি কামরূপী বীর্যবান রাক্ষস নানারূপে বিঘ্ন জন্মাইতেছে। বহুবার যজ্ঞ-সমাপ্তির সময়ে তাহারা যজ্ঞবেদীর উপর রক্ত ও মাংস বর্ষণ করিয়াছে। আমার ব্রতসঙ্কল্প ঐরূপে নষ্ট হওয়ায় আমি পণ্ডশ্রম ও নিরুৎসাহ হইয়া সে-স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। মহারাজ, আমার তাহাদের উপর রোষ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় না, কারণ যজ্ঞানুষ্ঠানকালে কাহাকেও অভিশাপ দেওয়া উচিত নয়। নৃপশ্রেষ্ঠ, আপনি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র

---

* মহোদয়ঃ (মূল)। মহঃ পুত্রজন্মাদ্যুৎসবঃ (রামায়ণতিলক); পুত্র-বিবাহাদ্যুৎসবঃ (রামায়ণভূষণ ও রামায়ণশিরোমণি)। 'মহ উদ্ধব উৎসবঃ'—অমরকোষ।

কাকপক্ষধর* সত্যপরাক্রম বীর রামকে আমায় দিন। তিনি আমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া স্বীয় দিব্যতেজে যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে পারিবেন। আমি রামের নানারূপ হিতসাধন করিব এবং তাহাতে নিশ্চয়ই তিনি ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবেন। মহারাজ, আপনি পুত্রস্নেহে বিহ্বল হইবেন না—যজ্ঞের দশ রাত্রির জন্য রামকে আমার সহিত যাইতে দিন। (১৯ সর্গ)

বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া দশরথ ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞাহীনের ন্যায় হইলেন। তারপর সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি বলিলেন,—মুনিবর, আমার রামের এখনও ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, সুতরাং সে রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। আমি এক অক্ষৌহিণী* সেনার অধীশ্বর। এই সেনার সহিত যাইয়া আমিই সেই রাক্ষসদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। আমি ধনুর্ধারণ করিয়া প্রাণপণে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যজ্ঞ রক্ষা করিব। রাম বালক ও অকৃতবিদ্য, শত্রুর বলাবল বিচারের শক্তিও তাহার জন্মে নাই। সে তেমন অস্ত্রবলযুত বা রণবিচক্ষণও নয়। সুতরাং কূটযোদ্ধা (কপটযোদ্ধা) রাক্ষসদের সহিত যুদ্ধ করিবার সামর্থ্যও তাহার নাই। রাম-ছাড়া হইয়া আমি এক মুহূর্তও বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। ব্রহ্মর্ষি, নিতান্তই যদি আপনি রামকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাকে ও আমার চতুরঙ্গ সৈন্যদলকেও রামের সহিত লইয়া চলুন। কৌশিক, আমার ষাট হাজার বৎসর বয়স হইয়াছে। আমার অনেক কৃচ্ছ্রসাধনের পর

---

* কাকপক্ষ—গালপাট্টা, জুল্‌ফি।

* যে সৈন্যদলে ২১৮৭০ রথ, ২১৮৭০ হস্তী, ৬৫৬১০ অশ্ব ও ১০৯৩৫০ পদাতিক—মোট ২১৮৭০০ সৈন্য থাকে, তাহাকে এক অক্ষৌহিণী বলে।

রাম জন্মিয়াছে। আমার চারি পুত্রের মধ্যে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ পুত্র রামের প্রতিই আমার সমধিক স্নেহ, অতএব রামকে লইয়া যাওয়া আপনার উচিত হইবে না। মুনিবর, সেই রাক্ষসেরা কিরূপ বীর্যশালী, তাহারা কে, কাহার পুত্র, আর কে-ই বা তাহাদের রক্ষা করিয়া থাকে, বলুন।

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—শুনিতে পাই পুলস্ত্যমুনির বংশে রাবণ নামে এক রাক্ষস জন্মিয়াছে। মহাবল মহাবীর্য সেই রাবণ ব্রহ্মার বর লাভ করিয়া, বহু রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া ত্রিলোককে অতিশয় উৎপীড়ন করিতেছে। মহারাজ, রাক্ষসপতি রাবণ বিশ্রবা-মুনির পুত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা। যখন সে নিজে যজ্ঞের বিঘ্ন করে না, তখন তাহার আদেশে মারীচ ও সুবাহু নামে দুই মহাবল রাক্ষস যজ্ঞের বিঘ্ন করিয়া থাকে।

দশরথ বলিলেন,—ধর্মজ্ঞ, আমার সাধ্য নাই যে, আমি দুরাত্মা রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারি। দেব দানব গন্ধর্ব যক্ষ পক্ষী ও নাগগণ—কেহই যুদ্ধে রাবণের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না, মানুষের কথা আর কি বলিব? রাবণ যুদ্ধকালে বীর্যবানদিগের বীর্য নাশ করিয়া থাকে। সুতরাং মুনিবর, আমি সসৈন্যে বা আমার পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়াও রাবণ বা তাহার সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহি। এরূপ স্থলে সংগ্রামে অনভিজ্ঞ বালক রামকে কিরূপে আপনাকে দিতে পারি? আমি ও আমার বান্ধবেরা আপনাকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি, আপনি রামকে আপনার সহিত যাইতে দিবার জন্য আদেশ করিবেন না। (২০ সর্গ)

বিশ্বামিত্র দশরথের এইরূপ স্নেহবিহ্বল ও অসঙ্গত কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন,—মহারাজ,

আপনি পূর্বে আমার প্রার্থনা পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া এখন সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে চাহিতেছেন। ইহা রঘুবংশীয়দের অযোগ্য ও রঘুকুলের সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ। ইহাই যদি আপনার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি এবং আপনিও মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ প্রতিপন্ন হইয়া স্বজন-গণের সহিত সুখে বাস করুন।

বিশ্বামিত্র এইরূপ ক্রোধান্বিত হইলে সমগ্র বসুধা বিকম্পিত এবং দেবগণ অতিশয় ভীত হইলেন। তখন বশিষ্ঠ দশরথকে বলিলেন,—মহারাজ, আপনি ইক্ষ্বাকু-কুলে জন্মিয়াছেন, আপনি ধীরস্থির ও সুব্রত, আপনি ধর্মাত্মা বলিয়া বিখ্যাত, সুতরাং আপনি স্বধর্ম রক্ষা (প্রতিজ্ঞাপালন) করুন; আপনার অধর্মের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। আপনি রামকে বিশ্বামিত্রের সহিত যাইতে দিন। রাম অস্ত্রপ্রয়োগ শিক্ষা করিয়া থাকুন বা না থাকুন, রাক্ষসেরা তাঁহার সহিত বিরোধে পারিয়া উঠিবে না, কারণ অগ্নি যেমন অমৃত রক্ষা করেন, বিশ্বামিত্র সেইরূপ রামকে রক্ষা করিবেন। বিশ্বামিত্র মূর্তিমান ধর্মস্বরূপ, ইনি বীর্যবানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইঁহার ন্যায় বিদ্বান ও পরমতপস্বী জগতে আর কেহ নাই। ইনি বিবিধ অস্ত্রের প্রয়োগ অবগত আছেন, সে-সকল স-চরাচর ত্রিলোকের অন্য কেহই জানেন না এবং কেহ কখনও জানিবেনও না। তাহা ছাড়া ইনি অনেক অপূর্ব অস্ত্রাদি সৃষ্টি করিতে পারেন। ভূত বা ভবিষ্যৎ কিছুই এই মহাত্মার অবিদিত নাই। অতএব মহারাজ, রামকে মহাতেজা বিশ্বামিত্রের সহিত গমনের অনুমতি দিতে আপনি সংশয় বোধ করিবেন না। বিশ্বামিত্র নিজেই সেই রাক্ষসদিগকে শাসন করিতে পারেন,

কেবল আপনার পুত্রের হিতের জন্যই আপনার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে চাহিতেছেন।

বশিষ্ঠের কথা শুনিয়া দশরথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রসন্নচিত্তে বিশ্বামিত্রের সহিত রামের গমনে সম্মতি দিলেন। (২১ সর্গ)

৯

রাম-লক্ষ্মণের বিশ্বামিত্রের সহিত গমন—রামের বলা ও অতিবলা মন্ত্রলাভ—তাড়কাবধ (২২-২৬ সর্গ)

দশরথ প্রফুল্লমনে রাম ও লক্ষ্মণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পরে কৌশল্যা ও দশরথ রামের স্বস্ত্যয়নাদি মঙ্গলাচরণ করিলে পুরোহিত বশিষ্ঠও মাঙ্গল্য-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া রামকে আশীর্বাদ করিলেন। তখন দশরথ পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া পরম প্রীতমনে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের হস্তে অর্পণ করিলেন। রাম বিশ্বামিত্রের সহিত যাত্রা করিলে সুখস্পর্শ নির্মল বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল, স্বর্গ হইতে সুপ্রচুর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেব-দুন্দুভি নিনাদিত হইল। অযোধ্যায়ও শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল।

বিশ্বামিত্র অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহার পিছনে রাম এবং রামের পিছনে লক্ষ্মণ যাইতে লাগিলেন। এইরূপে ধনুষ্পাণি, পৃষ্ঠে মস্তকের দুই পার্শ্বে দীর্ঘ যুগল তূণীরধারী, গোসাপের চর্মে নির্মিত অঙ্গুলিত্রাণপরিহিত, খড়্গাধারী, মহাদ্যুতিমান, চারু-কলেবর রাম-লক্ষ্মণ রূপে দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিলেন।

অর্ধযোজনেরও* অধিক পথ যাইবার পর সরযুর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাম, আর কালবিলম্ব করিও না, জল লইয়া আচমন করিয়া সমন্ত্র বলা ও অতিবলা বিদ্যা গ্রহণ কর। বলা ও অতিবলা মন্ত্র পাঠ করিলে তোমার পরিশ্রম জ্বর বা রূপ-বিকৃতি হইবে না, তুমি সুপ্ত বা অসতর্ক থাকিলেও রাক্ষসেরা তোমাকে পরাভূত করিতে পারিবে না, এই পৃথিবীতে কেহ বাহুবলে তোমার তুল্য হইবে না এবং ত্রিলোকেও তোমার তুল্য বীর কেহ থাকিবে না। বলা ও অতিবলা সর্বজ্ঞানের জননীস্বরূপিণী। এই দুই বিদ্যা লাভ করিলে ভূমণ্ডলে সৌভাগ্যে উদারতায় জ্ঞানে কর্তব্যনির্ধারণে উত্তর-প্রত্যুত্তরদানে বা অন্য কোন প্রকারে কেহ তোমার মত হইতে পারিবে না। নরোত্তম, বলা ও অতিবলা মন্ত্র পাঠ করিলে পথিমধ্যে তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা পাইবে না। এই দুই বিদ্যার বলে তুমি ভূতলে যশস্বী হইবে। কাকুৎস্থ, তুমি-ই ইহা গ্রহণের যোগ্যপাত্র।

তখন রাম আচমনান্তে শুচি হইয়া প্রহৃষ্টমনে বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে সেই দুই বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। তাহাতে কৃতবিদ্য হইয়া তিনি শরৎকালীন দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে রাত্রি হইলে রাম গুরু বিশ্বামিত্রের প্রতি শিষ্যের করণীয় সকল কাজ শেষ করিলেন। তারপর তাঁহারা তিনজন সেই রাত্রি সরযূতীরে কাটাইলেন। রাম-লক্ষ্মণ তৃণশয্যায় শয়নে অনভ্যস্ত হইলেও তাহাতে শয়ন করিয়া কোনরূপ কষ্ট বোধ করিলেন না, বিশ্বামিত্রের সস্নেহ আলাপে সেই রজনী তাঁহাদের সুখে অতিবাহিত হইল। (২২ সর্গ)

* যোজন—চারি ক্রোশ।

রজনী প্রভাত হইলে বিশ্বামিত্র পর্ণশয্যাশায়ী রামকে বলিলেন,—রাম, প্রাতঃসন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইয়াছে, গাত্রোত্থান কর।

রাম-লক্ষ্মণ উঠিয়া স্নান ও তর্পণাদি করিয়া গায়ত্রী জপ করিলেন। তারপর তাঁহারা বিশ্বামিত্রের সহিত পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা সরযূ ও গঙ্গার পবিত্র সঙ্গমস্থলে উপনীত হইয়া ত্রিপথগামিনী* দিব্যা গঙ্গানদী দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন সেখানে ঋষিগণের এক পুণ্য আশ্রম রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া রাম-লক্ষ্মণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবান, এই পুণ্য আশ্রম কাহার? কে-ই বা এখানে বাস করেন?— তাহা শুনিবার জন্য আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, —রাম, এই আশ্রম পূর্বে যাঁহার ছিল, তাঁহার বিষয় বলিতেছি, শুন।—জ্ঞানিগণ যাঁহাকে কাম নামে অভিহিত করেন, সেই কন্দর্প পূর্বে মূর্তিমান বা দেহধারী ছিলেন। দেবদেব মহাদেব যথানিয়মে সমাধিস্থ হইয়া এখানে তপস্যা করিতেন। বিবাহ করিবার পর একদা তিনি দেবগণের সহিত যাইতেছেন, এমন সময় দুষ্টবুদ্ধি কন্দর্প মহাদেবকে পীড়ন করিলেন। তখন রুদ্রদেব হুঙ্কার করিয়া সক্রোধে মদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই তাঁহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দগ্ধ হইয়া গেল এবং তিনি অশরীর হইলেন। সেই হইতে কন্দর্প অনঙ্গ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং এখানে তিনি অঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া এই দেশের নাম অঙ্গদেশ হইয়াছে। এই আশ্রম পূর্বে তাঁহারই ছিল এবং এখানকার এই মুনিরাও বংশপরম্পরায় তাঁহারই শিষ্য ছিলেন।

* স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্যে গঙ্গা, পাতালে ভোগবতী।

আমরা আজ রাত্রিতে এখানে বাস করিয়া কাল নদী পার হইয়া যাইব। চল, আমরা স্নান জপ ও হোমাদি সমাপন করিয়া পবিত্র হইয়া এই পুণ্য আশ্রমে প্রবেশ করি।

তাঁহারা এইরূপ আলাপ করিতেছেন, এমন সময় সেই আশ্রমের মুনিরা বিশ্বামিত্র প্রভৃতি আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং সেখানে আসিয়া প্রথমে বিশ্বামিত্রকে পাদ্য অর্ঘ্য ও অতিথি-সৎকারের দ্রব্যাদি নিবেদন করিয়া পরে রাম-লক্ষ্মণের আতিথ্য করিলেন। তৎপর সেই ঋষিগণ রামাদির দ্বারা প্রতিপূজিত হইয়া নানারূপ কথায় তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করিলেন।

তারপর সন্ধ্যাকালে সেই ঋষিগণ সমাহিতচিত্তে যথোচিত সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণ সেই আশ্রমবাসী মুনিগণ কর্তৃক অনঙ্গ-আশ্রমে নীত হইয়া তাঁহাদের সহিত সেখানে পরম সুখে অবস্থান করিতে থাকিলেন। তখন বিশ্বামিত্র নানা কথায় রাজকুমারদ্বয়ের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। (২৩ সর্গ)

পরদিন রাম-লক্ষ্মণ আহ্নিকাদি সমাপনান্তে বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তখন মুনিরা একখানি সুন্দর নৌকা আনিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মুনিবর, আপনি কালবিলম্ব না করিয়া রাজপুত্রদ্বয়ের সহিত নৌকায় আরোহণ করুন। আপনার যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন হউক।

বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণের সহিত নৌকারোহণে সাগরগামিনী গঙ্গানদী পার হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। নদীর মধ্যস্থলে আসিয়া তরঙ্গ-বেগজনিত শব্দ শ্রবণে রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নদীর জল ভেদ করিয়া এই যে তুমুল ধ্বনি উঠিতেছে, ইহা কি ?

বিশ্বামিত্র বলিলেন—রাম, ব্রহ্মা নিজ মানস বা ইচ্ছাশক্তি বলে কৈলাস-পর্বতে একটি সরোবর সৃষ্টি করেন। মানস-নির্মিত বলিয়া সেই সরোবর মানস-সরোবর নামে বিখ্যাত। সেই সরোবর হইতে একটি নদী নির্গত হইয়া অযোধ্যার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সরোবর হইতে উৎপন্ন বলিয়া সেই পুণ্যসলিলা নদীর নাম সরযূ। তাহার জলরাশি জাহ্নবীর সহিত মিলিত হওয়ায় উভয়ের জলসংঘর্ষ-জনিত এই অতুলনীয় শব্দ উৎপন্ন হইতেছে। রাম, তোমরা সংযতচিত্তে এই নদীদ্বয়কে প্রণাম কর।

তখন রাম-লক্ষ্মণ সেই দুই নদীকে প্রণাম করিলেন এবং গঙ্গার দক্ষিণতীরে আসিয়া দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে এক মনুষ্য-চলাচল-চিহ্নশূন্য ও শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ বন দেখিয়া রাম বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইহা যে একটি দুর্গম বন দেখিতেছি। এই ভীষণ বন কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে ?

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—বৎস, পূর্বে এখানে মলদ ও করূষ নামে দুইটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাজনিত মল বা পাপে বিজড়িত ও ক্ষুধার্ত হইয়াছিলেন। তখন দেব- ও ঋষি-গণ সেই মলাকীর্ণ বা পাপগ্রস্ত ইন্দ্রকে বহু কলসী গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া তাঁহার মল বা পাপ মোচন করেন। এইস্থানেই দেবতারা ইন্দ্রের শরীরের মল ও কারূষ (ক্ষুধা) দূর করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। পরে নির্মল ও ক্ষুধাশূন্য হইয়া বিশুদ্ধ ইন্দ্র এই দেশের উপর পরম প্রীত হন এবং ইহাকে বর দেন যে, তাঁহার দেহের মলধারণ ও ক্ষুধানিবারণ করায় এই স্থান সমৃদ্ধ দুইটি জনপদে পরিণত হইয়া মলদ ও করূষ নামে খ্যাতি লাভ করিবে।—রাম, মলদ ও করূষ নামক ধনধান্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী

সেই দুইটি জনপদ বহুকাল বর্তমান ছিল। পরে সুন্দের ভার্যা সহস্র হস্তীর বলধারিণী, কামরূপিণী তাড়কা-নাম্নী এক যক্ষিণী সবই নষ্ট করিয়াছে। তাহার মারীচ নামে এক রাক্ষস পুত্র আছে। মারীচ নিয়ত এই প্রদেশের অধিবাসীদিগের ভয়োৎপাদন করে। দুরাচারিণী তাড়কা এখান হইতে অর্ধযোজনের কিছু অধিক দূরে পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। সে যে বনে বাস করে, ইহার পর আমাদিগকে সেই বনের ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে। রাম, তুমি আমার আদেশে সেই পাপীয়সীকে বধ করিয়া এই প্রদেশকে পুনরায় নিষ্কণ্টক কর। সেই যক্ষিণীর জন্য কাহারও এখানে আসিবার সাধ্য নাই। (২৪ সর্গ)

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনিবর, শুনিয়া থাকি যক্ষীরা অল্পবল হয়, তবে তাড়কা কিরূপে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করে?

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—তাড়কা অবলা স্ত্রীলোক হইয়াও বর-প্রভাবে এইরূপ শক্তি ধারণ করে। পূর্বকালে সুকেতু নামে বীর্যবান এক মহাযক্ষ ছিল। নিঃসন্তান ছিল বলিয়া সে সন্তান-কামনায় অতি কঠোর তপস্যা করে। তখন ব্রহ্মা সেই যক্ষবরের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তাহাকে তাড়কা নামে এক কন্যারত্ন দান করেন। ব্রহ্মা ঐ কন্যাকে সহস্র হস্তীর বল দিলেন, কিন্তু তথাপি সুকেতুকে পুত্র-সন্তান দিলেন না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাড়কা রূপযৌবনশালিনী হইয়া উঠিল। তখন সুকেতু তাহাকে জম্ভপুত্র সুন্দের হস্তে ভার্যারূপে অর্পণ করিল। কিছুদিন পরে ঐ যক্ষী মারীচ নামে এক দুর্ধর্ষ পুত্র প্রসব করিল। এই মারীচ শাপ-প্রভাবে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়। রাম, অগস্ত্যের শাপে সুন্দ নিহত হইলে, তাড়কা পুত্র মারীচের সহিত সক্রোধে গর্জন করিতে

করিতে অগস্ত্যকে ভক্ষণ করিবার জন্য তাঁহার দিকে মহাবেগে ধাবিত হইল। তখন অগস্ত্য মারীচকে 'তুই রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হ' বলিয়া শাপ দিলেন। তারপর মহাক্রুদ্ধ হইয়া তিনি তাড়কাকেও অভিশাপ দিয়া বলিলেন,—'তোর এই রূপ পরিত্যাগ করিয়া তুই শীঘ্র ভীষণ রূপ ধারণ কর্ এবং বিকৃতরূপা ও বিকৃতবদনা হইয়া মনুষ্য-ভোজিনী মহাযক্ষীতে পরিণত হ'।—এইরূপে শাপগ্রস্তা হইয়া ক্রোধাবিষ্টা তাড়কা অগস্ত্যের এই পবিত্র আশ্রম উৎসন্ন করিতেছে। রাঘব, তুমি গো-ব্রাহ্মণের হিতের জন্য এই দুর্বৃত্তা, অতি ভয়ঙ্করী যক্ষীকে বধ কর। তুমি ভিন্ন এই ত্রিলোকমধ্যে এমন কেহ নাই, যে এই শাপগ্রস্তা যক্ষীকে বিনাশ করিতে সাহস করে। নরোত্তম, এই স্ত্রী-বধে তুমি ঘৃণা করিও না। রাজপুত্রের চতুর্বর্ণের হিতকর সকল কাজই করা কর্তব্য। যিনি লোকরক্ষক, প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য নিষ্ঠুর কি অনিষ্ঠুর, পাপজনক কি দোষদুষ্ট সর্বপ্রকার কর্মই তাঁহাকে সর্বদা করিতে হয়। যাঁহারা রাজ্যশাসনে নিযুক্ত থাকেন প্রজাপালন তাঁহাদের সনাতন ধর্ম। সুতরাং কাকুৎস্থ, তুমি এই অধর্মচারিণীকে বধ কর; ইহার কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান নাই!* রাজকুমার, জনশ্রুতি আছে যে, পুরাকালে বিরোচন-নন্দিনী মন্থরা পৃথিবী নাশ করিতে উদ্যত হইলে, ইন্দ্র তাহাকে বধ করেন।

---

* ন হি তে স্ত্রীবধকৃতে ঘৃণা কার্যা নরোত্তম।
চাতুর্বর্ণহিতার্থং হি কর্তব্যং রাজসূনুনা॥
নৃশংসমনৃশংসম্ বা প্রজারক্ষণকারণাৎ।
পাতকং বা সদোষং বা কর্তব্যং রক্ষতা সদা॥
রাজ্যভারনিযুক্তানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
অধর্ম্যাং জহি কাকুৎস্থ ধর্মো হ্যস্যাং ন বিদ্যতে॥ ২৫।১৭-১৯

রাম, পুরাকালে শুক্র-জননী পতিব্রতা ভৃগুপত্নী 'ত্রিলোক ইন্দ্রশূন্য হউক' এইরূপ কামনা করিলে, বিষ্ণু শুক্র-জননীকে নিহত করেন। ইঁহারা এবং আরও অনেক মহাত্মা রাজপুত্র অধর্মচারিণী নারীদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। অতএব নৃপনন্দন, তুমি আমার নির্দেশে স্ত্রী-বধের ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া এই যক্ষিণী তাড়কাকে বধ কর। (২৫ সর্গ)

রাম করজোড়ে উত্তর করিলেন,—ভগবান, অযোধ্যা হইতে আসিবার সময় বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনের মধ্যে পিতা আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমি যেন নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার কথামত কাজ করি—তাহাতে কিছুমাত্র অবহেলা না করি। সুতরাং পিতৃ-আজ্ঞায় আমি ব্রহ্মবাদী আপনার আদেশ পালনের এবং গো-ব্রাহ্মণ ও দেশের মঙ্গলের জন্য অবশ্য তাড়কাকে বধ করিব।

ইহা বলিয়া রাম দৃঢ়মুষ্টিতে ধনুর্ধারণপূর্বক সকল দিক্ নিনাদিত করিয়া ভীষণ টঙ্কারধ্বনি করিলেন। সেই শব্দে তাড়কাবনবাসী প্রাণিগণ অতিশয় ভীত হইল এবং তাড়কাও যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া শব্দের দিকে বেগে ধাবিত হইল। তখন সেই বিকটাকার বিকৃতবদন অতিবিশালদেহ ও ক্রুদ্ধ রাক্ষসীকে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ, দেখ, এই যক্ষিণীর কি ভীষণ ও বিপুল শরীর। ইহাকে দেখিলে ভীরুদের—এমন কি অভীরুদেরও* হৃদয় ভয়ে বিদীর্ণ হয়। দেখ, এখনই আমি এই দুর্ধর্ষা মায়াবিনী রাক্ষসীর কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিয়া ইহাকে নিরস্ত করিতেছি। এ স্ত্রীজাতি—অবধ্য, অতএব ইহাকে আমি বধ করিতে ইচ্ছা করি না; ইহার বলবীর্য ও গতিশক্তি বিনষ্ট করাই আমার ইচ্ছা।

* রামায়ণতিলক।

রাম এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় তাড়কা ক্রোধে অধীর হইয়া বাহু উত্তোলন করিয়া গর্জন করিতে করিতে রামের দিকে ছুটিয়া আসিল। তখন ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র হুঙ্কার দিয়া সেই রাক্ষসীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—রঘুকুলনন্দন রাম-লক্ষ্মণের মঙ্গল ও জয় হউক। তাড়কা মুহূর্তমধ্যে ভীষণ ধূলি উড়াইয়া রাম-লক্ষ্মণকে অভিভূত করিল। তারপর মায়াবলে সুপ্রচুর শিলাবর্ষণে তাঁহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রাম ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সেই প্রবল শিলাবর্ষণ শরবর্ষণে প্রতিহত করিয়া তাড়কার দুই হাত বাণ দিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। আর লক্ষ্মণ সেই রাক্ষসীর কর্ণ ও নাসিকার অগ্রভাগ কাটিলেন। তথাপি সেই কামরূপিণী যক্ষী নানা রূপ ধরিয়া অথবা অন্তর্হিত হইয়া রাম-লক্ষ্মণকে মায়াবলে বিমোহিত করিয়া ভয়ঙ্কর শিলাবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন—রাম, এই পাপীয়সী যজ্ঞবিঘ্নকারিণী যক্ষীকে—ইহার মায়াবল বৃদ্ধির আগেই—সন্ধ্যার পূর্বেই বিনাশ কর, নারী বলিয়া ইহাকে বধ করিতে ঘৃণাবোধ করিও না, কারণ সন্ধ্যাকালেই রাক্ষসেরা দুর্ধর্ষ হইয়া থাকে।

বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে, রাম তাড়কাকে শরজালে বেষ্টিত করিয়া নিজের শব্দবেধিত্ব* প্রদর্শন করিলেন। সে ভীষণ শব্দ করিতে করিতে রাম-লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল। তখন রাম, তাহার বক্ষ বাণে বিদ্ধ করিলে সে ভূপতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। আকাশ হইতে ইহা দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ 'সাধু! সাধু!' বলিয়া রামকে সংবর্ধিত করিলেন। পরে তাঁহারা বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মুনিবর, আপনার মঙ্গল হউক, আমরা সকলেই রামের

* শব্দ অনুসরণ করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা।

এই কাজে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ব্রহ্মর্ষি, প্রজাপতি কৃশাশ্বের পুত্রস্বরূপ তপোবলসম্ভূত অমোঘ অস্ত্রগুলি রামকে প্রদান করিয়া আপনি তাঁহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করুন। রাম আপনার অত্যন্ত অনুগত, আর তাঁহার দ্বারা দেবগণেরও সুমহৎ কার্য সাধিত হইবে, সুতরাং তিনি ঐ-সকল অস্ত্রলাভের যোগ্যপাত্র। এই বলিয়া দেবগণ বিশ্বামিত্রকে সংবর্ধনা করিয়া হৃষ্টমনে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। তারপর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন তাড়কাবধে পরম প্রীত বিশ্বামিত্র রামের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন,—রাম, আজ আমরা এখানেই রাত্রিযাপন করিব। কাল প্রাতে আমার আশ্রমে যাইব। তাঁহারা সে রাত্রি সেই বনে সুখে অতিবাহিত করিলেন। (২৬ সর্গ)

১০

বিশ্বামিত্রের রামকে বিবিধ অস্ত্রদান—সিদ্ধাশ্রম—বামন-অবতারের কাহিনী—বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে দীক্ষা (২৭—২৯ সর্গ)

পরদিন প্রাতে বিশ্বামিত্র হাসিমুখে রামকে বলিলেন,—রাজকুমার, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমাকে মহাবল-সম্পন্ন দিব্যাস্ত্রসকল দিতেছি। তুমি ইহাদের দ্বারা দেব অসুর গন্ধর্ব ও নাগগণকে অনায়াসে পরাজিত করিতে পারিবে। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি শীঘ্র এই অত্যুৎকৃষ্ট অস্ত্রগুলি লও।—এই বলিয়া বিশ্বামিত্র পূর্বমুখে বসিয়া পরম প্রসন্নমনে রামকে দণ্ডচক্র, ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, ইন্দ্রচক্র, বজ্রাস্ত্র, শূলবতনামে শৈবাস্ত্র, ব্রহ্মশির-অস্ত্র, ঐষিকাস্ত্র, শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাস্ত্র, মোদকী ও শিখরী নাম্নী

গদাযুগল, ধর্মপাশ, কালপাশ, বারুণ-পাশ, শুষ্ক ও আর্দ্র নামক বজ্রদ্বয়, পাশুপতাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, শিখর নামক আগ্নেয়াস্ত্র, প্রথমনামে বায়ব্যাস্ত্র, হয়শির-অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, দুইটি শক্তি, কঙ্কাল নামক ভয়ঙ্কর মুষল, কপাল ও কিঙ্কিণী-অস্ত্র, বৈদ্যাধর মহাস্ত্র, নন্দন নামক শ্রেষ্ঠ অসি, মোহন ও মানব নামক গান্ধর্বাস্ত্র, প্রস্বাপন ও প্রশমন-অস্ত্র, চন্দ্রাস্ত্র, বর্ষণ শোষণ সন্তাপন ও বিলাপন-অস্ত্র, দুর্ধর্ষ মদনাস্ত্র, মোহন নামক পৈশাচাস্ত্র, তামসাস্ত্র, সৌমনাস্ত্র, দুর্বার সংবর্তক ও মৌষলাস্ত্র, সত্যাস্ত্র, মায়াময়-অস্ত্র, তেজপ্রভ নামক সৌরাস্ত্র, শিশির নামক চন্দ্রাস্ত্র, অতি ভয়ানক ত্বাষ্ট্র-অস্ত্র ও শীলেষু নামক সূর্যদেবেরও ভীতিকর অস্ত্রের অত্যুত্তম মন্ত্রসকল প্রদান করিলেন। দেবগণের পক্ষেও যে-সকল অস্ত্র একযোগে সংগ্রহ করা সুদুষ্কর বিশ্বামিত্র সেই সমুদয় অস্ত্র রামকে দিলেন। বিশ্বামিত্র সেই সকল অস্ত্রের মন্ত্র জপ করিলে তাহারা রামের নিকট আসিয়া সানন্দে ও করজোড়ে বলিল,—রাম, আপনার মঙ্গল হউক। আমরা আপনার কিঙ্কর, আপনি যাহা আদেশ করিবেন আমরা তাহাই করিব।

তখন রাম প্রীতমনে সেই সকল অস্ত্রকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা আমার স্মরণ-পথে জাগরূক থাক।*

তারপর রাম পুলকিতমনে বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিয়া গমনে উদ্যত হইলেন। (২৭ সর্গ)

যাইতে যাইতে রাম বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ভগবান, এই সকল অস্ত্র লাভ করিয়া আমি দেবগণেরও দুর্জেয় হইয়াছি।

* অর্থাৎ—"মনে আমি তোমাদিগে করিলে স্মরণ,
অবিলম্বে মম পাশে কর' আগমন।"—রাজকৃষ্ণ রায়

ইহাদের কিরূপে সংবরণ করিতে হয় তাহা আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বিশ্বামিত্র সেই অস্ত্রসমূহের সংবরণ-কৌশল বর্ণনা করিলেন। পরে তিনি প্রজাপতি কৃশাশ্বের পুত্রস্বরূপ বহু কামরূপী দীপ্তিমান অস্ত্র রামকে দিয়া বলিলেন,—রাম, তুমি এই অস্ত্রসকল গ্রহণ কর, তুমিই এগুলি গ্রহণ করিবার যোগ্যপাত্র। তোমার মঙ্গল হউক।

রাম সানন্দে সেই সকল অস্ত্র গ্রহণ করিলে তাহারা করজোড়ে রামকে বলিল,—পুরুষোত্তম, আমরা উপস্থিত, আপনার কি কাজ করিতে হইবে আদেশ করুন। তখন রাম তাহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা এখন যেখানে খুশি যাও, কার্যকালে আমার স্মরণে আসিয়া আমাকে সাহায্য করিও। তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

পরে রাম বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ভগবান, পর্বতের অদূরস্থিত নিবিড় বৃক্ষরাজিশোভিত ঐ স্থান এখান হইতে মেঘের ন্যায় বোধ হইতেছে। উহা কোন্ প্রদেশ জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। মৃগসমাকুল ও নানাবিধ কলকণ্ঠ পক্ষিগণে সুশোভিত ঐ স্থান অতি মনোহর ও দর্শনীয় বলিয়া মনে হইতেছে। উহার আনন্দে বোধ হইতেছে, যেন আমরা সেই লোমহর্ষণ মহারণ্য অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। ভগবান, আমরা যেখানে আসিয়াছি, ইহা কাহার আশ্রম? সেই রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া যেখানে আপনার যাগযজ্ঞ রক্ষা করিতে হইবে, সে স্থানই বা কোথায়? প্রভু, আমি এই সকল শুনিতে ইচ্ছা করি। (২৮ সর্গ)

তখন বিশ্বামিত্র বলিতে লাগিলেন—রাম, দেবপূজ্য মহাতপা বিষ্ণু তপস্যা করিবার জন্য বহু বহু বৎসর এখানে বাস করিয়াছিলেন।

ইহাই মহাত্মা বামনের (বিষ্ণুর বামনাবতারের) পূর্বতন আশ্রম। ইহা সিদ্ধাশ্রম নামে বিখ্যাত, এখানেই বিষ্ণু তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। সেই সময়ে বিরোচন-নন্দন বলি-রাজা ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাজিত করিয়া দেবলোকে রাজত্ব করিতেছিলেন। সেই মহাবল অসুররাজ একটি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন। তখন অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ এই আশ্রমে আসিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন,—বিষ্ণু, বলি-রাজা একটি উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিতেছেন। তাঁহার যজ্ঞ শেষ হইবার পূর্বেই আপনি দেবগণকে রক্ষা করিয়া স্বকার্য উদ্ধার করুন। নানাদিক হইতে প্রার্থিগণ আসিয়া বলির নিকটে যাহা চাহিতেছে, তিনি তাহাদিগকে তাহাই দিতেছেন। আপনি দেবতাদের হিতের জন্য মায়াবলে বামনরূপ ধারণ করিয়া এই সুযোগে আমাদের পরম কল্যাণ সাধন করুন।

রাম, এ দিকে ভগবান কশ্যপমুনি দেবী অদিতির সহিত দিব্য সহস্র-বর্ষব্যাপী একটি ব্রত করিয়া বরদাতা মধুসূদন বিষ্ণুকে এইরূপ স্তব করিতেছিলেন—দেব, আপনি তপোময় তপোরাশি তপোমূর্তি তপঃস্বরূপ ও পুরুষোত্তম। প্রভু, আপনি অনাদি ও অনির্দেশ্য এবং আপনার শরীরে আমি সমস্ত জগৎকেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

কশ্যপমুনির স্তবে প্রীত হইয়া হরি তাঁহাকে বলিলেন,—মুনিবর, তুমি বর প্রার্থনা কর। তখন মরীচিতনয় কশ্যপ বলিলেন,—ভগবান, আপনি অদিতি ও আমার পুত্র এবং ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে আবির্ভূত হইয়া শোকার্ত দেবগণের সাহায্য করুন।

তখন বিষ্ণু অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। পরে তিনি বলি-রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া, ত্রিপাদ ভূমি

প্রার্থনার ছলে ত্রিলোক অধিকার করিয়া উহা পুনরায় ইন্দ্রকে দিলেন। রাম, পূর্বে সেই বামনদেব এই আশ্রমে থাকিতেন। তাঁহার প্রতি ভক্তিবশে এখন আমি এখানে বাস করিতেছি। নরবর, রাক্ষসেরা এই আশ্রমে আসিয়া যজ্ঞের বিঘ্ন করিয়া থাকে। সেই দুষ্টদিগকে তোমার বধ করিতে হইবে।

এই বলিয়া বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমের ভিতরে গেলেন। সিদ্ধাশ্রমবাসী মুনিগণ তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া রাম-লক্ষ্মণ করজোড়ে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মুনিবর, আজই আপনি যজ্ঞে দীক্ষিত হউন। আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া সিদ্ধাশ্রমের নাম সার্থক হউক, আপনার কথা সত্য হউক।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেইদিনই যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। (২৯ সর্গ)

১১

সুবাহু ও মারীচ—রামের মারীচ-নির্যাতন এবং সুবাহু ও অন্যান্য রাক্ষস বধ (৩০ সর্গ)

পরদিন প্রাতে রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ভগবান, বলুন, কোন্ সময়ে নিশাচরদের * দমন করিয়া যজ্ঞ রক্ষা করিতে হইবে; সে সময় যেন অতীত না হয়।—তাঁহারা এইরূপ বলিলে আশ্রমস্থ মুনিগণ প্রীত হইয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিলেন। পরে তাঁহারা বলিলেন,—রাম-লক্ষ্মণ, মুনিবর বিশ্বামিত্র যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন। আজ হইতে ছয়দিন তিনি মৌনী থাকিবেন। এই সময় তোমরা

* মারীচ ও সুবাহু প্রভৃতি।

তাঁহাকে রক্ষা কর।—ইহা শুনিয়া দুই ভাই দিবারাত্র তপোবন রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে ষষ্ঠ দিন উপস্থিত হইলে রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ, এখন তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রস্তুত থাক।

রাম এইরূপ বলিলে পুরোহিতগণ ও উপাধ্যায় বিশ্বামিত্র বেদীস্থ অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। তখন দর্ভ চমস্ স্রুক্ সমিধ * এবং পুষ্পরাজিসমন্বিত সেই বেদী পুরোহিতগণ ও বিশ্বামিত্রের সহিত জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল। মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক যথাবিধি সেই যজ্ঞ আরম্ভ হইলে আকাশে ভয়ঙ্কর ও প্রচণ্ড শব্দ হইতে লাগিল এবং মারীচ সুবাহু ও তাহাদের ভীষণাকৃতি অনুচরসকল সেখানে আসিয়া রুধির বর্ষণ করিতে থাকিল। সহসা রুধির বর্ষণে যজ্ঞবেদী সিক্ত হইতে দেখিয়া রাম দ্রুত সেই দিকে অগ্রসর হইলেন এবং আকাশে সেই রাক্ষসদিগকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুতে অত্যুত্তম মানবাস্ত্র জুড়িয়া মারীচের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার আঘাতে অচেতন হইয়া মারীচ ঘুরিতে ঘুরিতে শতযোজন দূরে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। পরে রাম তৎপরতা সহকারে বিশাল আগ্নেয়াস্ত্রে সুবাহুকে এবং বায়ব্যাস্ত্রে অবশিষ্ট রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া মুনিদিগের সন্তোষবিধান করিলেন।

যজ্ঞ শেষ হইলে বিশ্বামিত্র সকল দিক নির্বিঘ্ন দেখিয়া রামকে বলিলেন,—মহাবাহু, আমি কৃতার্থ হইয়াছি; তুমি গুরুর আদেশ পালন করিয়াছ। বীর, আমাদের যজ্ঞ সফল করিয়া তুমি এই সিদ্ধাশ্রমের নামও সার্থক করিয়াছ। (৩০ সর্গ)

* দর্ভ—কুশ কাশ ইত্যাদি। চমস্—হাতাবিশেষ। স্রুক্—যজ্ঞের পাত্রবিশেষ। সমিধ—যজ্ঞকাষ্ঠ।

১২

সিদ্ধাশ্রমত্যাগ—মিথিলাযাত্রা—কুশবংশের বিবরণ (৩১-৩৪ সর্গ)

রাম-লক্ষ্মণ সানন্দে সেই রজনী সিদ্ধাশ্রমে অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া তাঁহারা বিশ্বামিত্রের নিকট গেলেন। তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া রাম-লক্ষ্মণ মধুর বচনে বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনার কিঙ্করদ্বয় উপস্থিত। আমাদের কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

তখন বিশ্বামিত্রপ্রমুখ মহর্ষিরা রামকে বলিলেন,—নরবর, মিথিলাপতি জনক-রাজা এক মহাপুণ্যদায়ক যজ্ঞ করিবেন, আমরা সেই যজ্ঞে যাইব, তোমাদেরও আমাদের সহিত সেখানে যাইতে হইবে। সেখানে সুনাভনামে একটি অত্যাশ্চর্য ও উৎকৃষ্ট ধনু আছে, তাহা তোমার দেখা উচিত। নরশ্রেষ্ঠ, পুরাকালে যজ্ঞসভায় দেবগণ এই ধনু জনককে * দিয়াছিলেন। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেব গন্ধর্ব অসুর বা রাক্ষসেরাও এই ধনুতে গুণ দিতে পারেন না। বহু রাজা ও রাজপুত্র এই ধনুর শক্তি পরীক্ষার জন্য আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ইহাতে গুণ-সংযোগ করিতে পারেন নাই। রাঘব, জনক-রাজার গৃহে ঐ ধনু ধূপ ও নানারূপ গন্ধদ্রব্যদ্বারা আরাধ্য দেবতার ন্যায় অর্চিত হইয়া থাকে।

তারপর বিশ্বামিত্র বনদেবতাগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,— আমি সিদ্ধাশ্রম হইতে সিদ্ধকাম হইয়া জাহ্নবীর উত্তরতীরে হিমালয় পর্বতে যাইতেছি; তোমাদের মঙ্গল হউক।—ইহা বলিয়া তিনি রাম-লক্ষ্মণের সহিত উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন। ঋষিগণ

* জনকের পূর্বপুরুষকে

বহু শকটে অগ্নিহোত্রাদির দ্রব্যজাত লইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সিদ্ধাশ্রমবাসী মৃগপক্ষীরাও তপোধন বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিল। পরে মুনিগণ সেই পক্ষী প্রভৃতিকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

বহুদূর যাইয়া সূর্য অস্তমিতপ্রায় হইলে সেই মুনিগণ শোণা নদীর তীরে উপনীত হইলেন। সূর্যাস্তের পর স্নান ও অগ্নিহোত্র সমাপন করিয়া তাঁহারা বিশ্বামিত্রের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। রাম-লক্ষ্মণও সেখানে আসিয়া বসিলেন। তখন রাম কৌতূহলপরবশ হইয়া বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবান, রমণীয়-বনশোভিত এই স্থান কোন্ দেশ, আপনি তাহা যথাযথভাবে বলুন। (৩১ সর্গ)

বিশ্বামিত্র বলিতে লাগিলেন,—পূর্বকালে ব্রহ্মার কুশনামে এক মহাতপা ধর্মশীল ও সজ্জনসেবক পুত্র ছিলেন। তিনি বৈদর্ভী-নাম্নী সদ্বংশসম্ভূতা যোগ্যা পত্নীর গর্ভে কুশাম্ব কুশনাভ অমূর্তরজা ও বসু নামে চারিটি আত্মতুল্য পুত্রের জন্ম দেন। ক্ষাত্রধর্ম প্রসারের জন্য কুশ সেই পুত্রদিগকে বলিলেন,—পুত্রগণ, তোমরা প্রজাপালন কর, তাহাতে বিপুল ধর্মলাভ করিতে পারিবে।

তখন কুশতনয়েরা সকলেই নগর স্থাপন করিলেন। কুশাম্ব কৌশাম্বী, কুশনাভ মহোদয়, অমূর্তরজা ধর্মারণ্য এবং বসু-রাজা গিরিব্রজ নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। বসু কর্তৃক সংস্থাপিত বলিয়া গিরিব্রজের অন্য নাম বসুমতী। ইহার চারিদিকে পাঁচটি উচ্চ পর্বত বিরাজ করিতেছে। রমণীয় সুমাগধী নদী * এই

* শোণা বা শোণ নদী। মগধদেশে প্রবাহিত বলিয়া শোণা নদীর অপর নাম মাগধী।

পাঁচটি পর্বতের মধ্যে মালার ন্যায় শোভিত হইয়া মগধদেশে প্রবাহিত হইতেছে। রাম, এই মাগধী নদী মহাত্মা বসুর নগরের পূর্বদিক দিয়া প্রবাহিত। রঘুনন্দন, রাজর্ষি কুশনাভ ঘৃতাচীর গর্ভে একশত অত্যুত্তম কন্যার জন্মদান করেন। ক্রমে সেই কন্যারা যৌবনশালিনী হইয়া উঠিল এবং একদিন উৎকৃষ্ট অলঙ্কারাদিতে ভূষিত হইয়া, বর্ষাকালের বিদ্যুৎ-মালা প্রকাশের ন্যায় উদ্যানে আসিয়া নৃত্যগীত-বাদ্যাদি করিতে লাগিল। তখন সর্বব্যাপী বায়ু তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন,—তোমরা আমার ভার্যা হও এবং মনুষ্যভাব ত্যাগ করিয়া দীর্ঘজীবন ও অক্ষয়যৌবন লাভ কর।

এই কথা শুনিয়া সেই শতকন্যা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বায়ুকে বলিল,—সুরশ্রেষ্ঠ, তুমি সকল প্রাণীর অন্তরে বিচরণ করে (মনের ভাব জান) এবং আমরাও তোমার প্রভাব অবগত আছি, তথাপি তুমি কেন আমাদিগকে অপমান করিতেছ? আমরা সকলেই কুশনাভের কন্যা, আমরা তোমাকে বায়ুপদ হইতে বিচ্যুত করিতে পারি, কিন্তু আমাদের তপস্যা রক্ষার জন্য আমরা তাহা করিতেছি না। দুষ্টবুদ্ধি, সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা করিয়া আমরা নিজেরাই যে স্বেচ্ছাক্রমে পতি গ্রহণ করিব, এরূপ দিন যেন কখনও না আসে। পিতাই আমাদের প্রভু ও পরমদেবতা, পিতা আমাদের যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন তিনিই আমাদের পতি হইবেন।

ইহা শুনিয়া পবনদেব যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাদের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবেশ করিয়া তাহা ভগ্ন করিয়া দিলেন। (৩২ সর্গ)

পরে কন্যাদের মুখে সকল কথা শুনিয়া কুশনাভ তাহাদিগকে

বলিলেন,—কন্যাগণ, ক্ষমাবান ব্যক্তিগণের ক্ষমা করাই কর্তব্য ; তোমরা সকলে একমত হইয়া যে আমার কুলগৌরবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছ এবং বায়ুকে ক্ষমা করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের পক্ষে সুমহৎ কাজই করা হইয়াছে। ক্ষমা স্ত্রী ও পুরুষ সকলের পক্ষেই অলঙ্কারস্বরূপ। বিশেষতঃ তোমরা সকলেই যেরূপ ক্ষমা-প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা দেবগণের পক্ষেও দুষ্কর। কন্যাগণ, ক্ষমাই দান, ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই যশ, ক্ষমাই ধর্ম এবং ক্ষমার উপরই জগৎ প্রতিষ্ঠিত।* রাম, রাজা কুশনাভ এই কথা বলিয়া কন্যাদিগকে বিদায় দিলেন এবং মন্ত্রিগণের সহিত কন্যা-সম্প্রদান বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, কারণ দেশকাল বিবেচনা করিয়া যোগ্য পাত্রে কন্যা-সম্প্রদান করাই পিতার কর্তব্য।

গন্ধর্বী সোমদা চূলীনামে এক সদাচারী ঊর্ধ্বরেতা ঋষিকে সেবায় পরিতুষ্ট করিলে তিনি তাহাকে সর্বগুণসম্পন্ন ও ব্রহ্মনিষ্ঠ একটি পুত্র প্রদান করেন। ব্রহ্মর্ষি চূলীর এই মানসপুত্র ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত। তিনি কাম্পিল্যানগরে রাজত্ব করিতেন। কুশনাভ ব্রহ্মদত্তকে আহ্বান করিয়া সানন্দে তাঁহাকে শতকন্যা সম্প্রদান করিলেন। ব্রহ্মদত্ত সেই কন্যাদের হস্ত স্পর্শ করিবামাত্র তাহাদের কুব্জতা ও

---

* ক্ষান্তং ক্ষমাবতাং পুত্র্যঃ কর্তব্যং সুমহৎ কৃতম্।
ঐকমত্যমুপাগম্য কুলং চাবেক্ষিতং মম ॥
অলংকারো হি নারীণাং ক্ষমা তু পুরুষস্য বা।
দুষ্করং তচ্চ বৈ ক্ষান্তং ত্রিদশেষু বিশেষতঃ ॥
যাদৃশী বঃ ক্ষমা পুত্র্যঃ সর্বাসামবিশেষতঃ।
ক্ষমা দানং ক্ষমা সত্যং ক্ষমা যজ্ঞাশ্চ পুত্রিকাঃ ॥
ক্ষমা যশঃ ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমায়াং বিষ্ঠিতং জগৎ। ৩৩।৬-৯

অসুস্থতা বিদূরিত হইল এবং তাহারা আবার পরম রূপবতী হইয়া উঠিল। কুশনাভ কন্যাদিগকে বায়ুর প্রভাব হইতে মুক্ত দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। পরে তিনি রাজা ব্রহ্মদত্তকে এবং তাঁহার পত্নী ও উপাধ্যায়গণকে কাম্পিল্যায় পাঠাইয়া দিলেন। গন্ধর্বী সোমদাও পুত্রের উপযুক্ত বিবাহ হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং পুত্রবধূদিগকে সাদরে বরণ করিয়া লইল। (৩৩ সর্গ)

রাম, ব্রহ্মদত্ত প্রস্থান করিলে অপুত্রক কুশনাভ পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সেই যজ্ঞকালে ব্রহ্মতনয় কুশ আসিয়া কুশনাভকে বলিলেন,—পুত্র, তুমি নিজের অনুরূপ অতিধার্মিক গাধি নামে এক পুত্র লাভ করিবে এবং সেই পুত্রের দ্বারা ইহলোকে তোমার কীর্তি অক্ষয় হইবে।

কিছুদিন পরে গাধি জন্মগ্রহণ করিলেন। রাম, এই গাধিই আমার পিতা। আমি কুশের বংশে জন্মিয়াছি বলিয়া আমার নাম কৌশিক। সত্যবতী নামে আমার এক সুব্রতচারিণী জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন। তাঁহাকে ঋচীকের হস্তে সম্প্রদান করা হয়। সেই পরম উদারচরিতা কৌশিকী (সত্যবতী) স্বামীর অনুসরণে সশরীরে স্বর্গে যাইয়া মহানদীতে পরিণত হইয়াছেন। এখন আমার সেই ভগ্নী জগতের মঙ্গলের জন্য হিমালয় পর্বতকে আশ্রয় করিয়া দিব্য নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছেন। ভগিনী কৌশিকীর প্রতি স্নেহবশে আমি হিমালয়ের পার্শ্বে সতত সুখে বাস করি। সেই পুণ্যবতী, সত্য ও ধর্মনিরতা, পতিব্রতা, মহাভাগ্যবতী সত্যবতীই নদীশ্রেষ্ঠা কৌশিকী *। যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াছিলাম, তোমার প্রভাবে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ

* কুশী—বিহার প্রদেশে।

হইয়াছে। রাম, এই আমার বংশের ও আমার উৎপত্তির বিবরণ এবং তুমি যে এই দেশের বৃত্তান্ত জানিতে চাহিয়াছিলে তাহাও বলিলাম। অর্ধরাত্র অতীত হইয়াছে, এখন তুমি নিদ্রা যাও, তোমার মঙ্গল হউক। রঘুনন্দন, বৃক্ষসকল এখন নিস্পন্দ, মৃগ ও পক্ষিগণ নিজ নিজ আবাসে লুক্কায়িত, সকল দিক্ই নৈশ অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত। ক্রমশঃ আরও অর্ধপ্রহর অতীত হইতে চলিল; অসংখ্য নক্ষত্রতারকাখচিত নভোমণ্ডল যেন অগণিত নেত্ররাজিতে পরিপূর্ণ হইয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইতেছে। জগতের তিমিরহারী শীতাংশু চন্দ্র স্বীয় আলোকচ্ছটায় পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের মন হর্ষোৎফুল্ল করিয়া উদিত হইতেছেন। যক্ষ ও রাক্ষস প্রভৃতি উগ্রস্বভাবসম্পন্ন মাংসাশী নিশাচর প্রাণীরা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে।

এই বলিয়া বিশ্বামিত্র নীরব হইলেন। তখন মুনিগণ তাঁহাকে 'সাধু! সাধু!' বলিয়া সংবর্ধনা করিলেন। তাঁহাদের দ্বারা প্রশংসিত হইতে হইতে বিশ্বামিত্রের নিদ্রাকর্ষণ হইল। রাম-লক্ষ্মণও কিছু বিস্মিত হইয়া বিশ্বামিত্রের প্রশংসা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলেন। (৩৪ সর্গ)

১৩

গঙ্গার ও উমার বিবরণ—কার্ত্তিকেয়ের জন্মকথা (৩৫-৩৭ সর্গ)

এইরূপে শোণা নদীর তীরে সে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রাতে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা মুনিগণের সহিত তাহা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলেন। বহুদূর যাইয়া মধ্যাহ্নে তাঁহারা মুনিগণসেবিতা নদীশ্রেষ্ঠা

জাহ্নবীর নিকট আসিলেন। সেই হংস-সারস-সমাকুলা পুণ্যসলিলা জাহ্নবীকে দেখিয়া সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পরে মুনিগণ স্নানান্তে যথাবিধি দেবতর্পণ পিতৃতর্পণ ও অগ্নিহোত্র-হোমাদি সমাপন এবং অমৃততুল্য হবি* ভোজন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে জাহ্নবীতীরে বিশ্বামিত্রকে ঘিরিয়া যথারীতি উপবেশন করিলেন। রাম-লক্ষ্মণও যথাযোগ্য স্থানে বসিলেন। তখন রাম বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ভগবান, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা কিরূপে ত্রিলোকে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছেন তাহা আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বিশ্বামিত্র গঙ্গার উৎপত্তি ও বৃদ্ধির† কথা বলিতে লাগিলেন—রাম, সকল ধাতুর আকর পর্বতরাজ হিমালয়ের অনুপমরূপশালিনী দুইটি কন্যা ছিলেন। হিমালয়ের প্রিয়া পত্নী মেরুদুহিতা মেনা ঐ কন্যাদ্বয়ের জননী। এই গঙ্গা জ্যেষ্ঠা কন্যা, কনিষ্ঠার নাম উমা। এক সময়ে সুরগণ তাঁহাদের কোন কার্য সাধনের জন্য হিমালয়ের নিকট গঙ্গাকে চাহিলে ত্রিলোকের মঙ্গলকামনা করিয়া হিমালয় ত্রিলোকপাবনী ও স্বচ্ছন্দগামিনী গঙ্গাকে ধর্মানুসারে দেবতাদের হস্তে প্রদান করেন। দেবগণও ত্রিলোকের হিতের জন্য গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন এবং তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করেন। রাম, হিমালয়ের অপর দুহিতা উমা ব্রতচারিণী হইয়া কঠোর তপস্যা করিতে থাকেন। পরে হিমালয় সেই সর্বলোকপূজ্যা উমাকে অতুলরূপশালী রুদ্রদেবের হস্তে সম্প্রদান করেন। (৩৫ সর্গ)

বিবাহের পর মহাতপা ভগবান নীলকণ্ঠদেব এক সময়ে উমা দেবীকে দেখিয়া কামাসক্ত হইলেন। নীলকণ্ঠদেবের সেই

* অগ্নিতে উৎসর্গীকৃত অন্নাদি। † ত্রিলোক ব্যাপিয়া গমনের।

রতিক্রীড়াসক্ত অবস্থায় একশত দিব্য বৎসর অতীত হইল, তথাপি উমাদেবীর গর্ভে কোন পুত্র জন্মিল না। তখন পিতামহ ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতারা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মহাদেবের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ত্রিলোক আপনার তেজধারণে সমর্থ হইবে না, আপনি উমাদেবীর সহিত তপস্যায় প্রবৃত্ত হউন। ত্রিলোকের মঙ্গলের জন্য আপনি স্বীয় তেজে তেজ ধারণ করিয়া সমগ্র জগৎ রক্ষা করুন।

মহেশ্বর তাহাতে সম্মত হইয়া বলিলেন,—উমার সহিত আমি নিজের তেজেই তেজ ধারণ করিব, দেবগণ ও পৃথিবী শান্তিলাভ করুন। কিন্তু আমার যে অত্যুত্তম তেজ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইয়াছে তাহা কে ধারণ করিবে? দেবতারা বলিলেন,—ধরণী তাহা ধারণ করিবেন।

তখন মহেশ্বর বীর্য ত্যাগ করিলেন এবং সেই বীর্যে পর্বত ও অরণ্যের সহিত পৃথিবী ব্যাপ্ত হইল। পরে দেবতারা অগ্নিকে বলিলেন,—আপনি বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া রুদ্রদেবের এই মহাতেজে প্রবেশ করুন। এইরূপে সেই তেজ অগ্নির দ্বারা পুনরায় পরিব্যাপ্ত হইয়া শ্বেত পর্বতে পরিণত এবং সেখানে দিব্য শরবন উৎপন্ন হইল। এই শরবনেই অগ্নিসম্ভূত* মহাতেজা কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করেন। তারপর দেবতা ও ঋষিগণ একত্র হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত মনে উমা ও মহেশ্বরকে বিশেষরূপে পূজা করিলেন।

* কার্ত্তিকেয়োঽগ্নিসংভবঃ (মূল)—অগ্নি কিছুকাল মহাদেবের পরিত্যক্ত তেজ ধারণ করিবার পর কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হওয়ায় তাঁহাকে 'অগ্নিসম্ভব' (অগ্নিসম্ভূত) বলা হইয়াছে। [রামায়ণতিলক] শর—খাকড়াগাছ।

রাম, সেই সময়ে উমা সক্রোধে দেবগণকে এই বলিয়া অভিসম্পাত দিলেন—আমি পুত্রকামনায় স্বামিসহবাসে ছিলাম, তোমরা যখন তাহাতে বাধা দিয়াছ তখন তোমরাও নিজ নিজ পত্নীতে পুত্র উৎপাদন করিতে পারিবে না এবং এখন হইতে তোমাদের পত্নীরা বন্ধ্যা হইবে। আর তিনি পৃথিবীকেও এইরূপ অভিশাপ দিলেন—অতি-দুষ্টবুদ্ধি পৃথিবী, তুমি যখন আমার পুত্র হওয়া চাহিলে না, তখন তুমি আমার শাপে পুত্রলাভের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে না এবং বহুরূপা ও বহুভোগ্যা হইবে।

মহাদেব দেবগণকে উমার শাপে দুঃখিত দেখিয়া বরুণ-দেবরক্ষিত পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন। হিমালয় পর্বতের উত্তর-পার্শ্বস্থ একটি শিখরে যাইয়া তিনি উমাদেবীর সহিত তপস্যা করিতে লাগিলেন। (৩৬ সর্গ)

তখন দেবগণ সেনাপতি লাভের ইচ্ছায় ব্রহ্মার নিকট যাইয়া বলিলেন,—দেব, ভগবান রুদ্রদেব পূর্বে আমাদিগকে সেনাপতির জন্মের বীজ দিয়াছিলেন, তিনি এখন উমার সহিত সুকঠোর তপস্যা করিতেছেন। বিধানজ্ঞ, এখন লোকহিতের জন্য যাহা কর্তব্য করুন।

ব্রহ্মা দেবতাদের কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—উমার কথা নিশ্চয় সত্য হইবে। কিন্তু এই স্বর্গ-গঙ্গা মন্দাকিনীতে অগ্নি যে শত্রুজয়ী পুত্রের জন্ম দিবেন, তিনি দেবসেনাপতি হইবেন। রাম, এই কথা শুনিয়া দেবগণ কৃতার্থ হইলেন। পরে তাঁহারা কৈলাস পর্বতে যাইয়া অগ্নিকে পুত্র উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—হুতাশন, আপনি শিবের বীর্য গঙ্গায় ত্যাগ করুন।

দেবতাদের কথায় সম্মত হইয়া অগ্নি গঙ্গার নিকট গিয়া

বলিলেন,—দেবী, তুমি দেবগণের প্রীতিকর এই গর্ভ ধারণ কর। তখন গঙ্গা দিব্য রূপ ধারণ করিলে অগ্নি তাঁহাকে সেই রুদ্র-তেজে সর্বতোভাবে অভিষিক্ত করিলেন। গঙ্গা সেই তেজে দগ্ধ ও ব্যথিত হইয়া অগ্নিকে বলিলেন,—দেব, আমি তোমার অত্যুগ্র তেজ ধারণ করিতে পারিতেছি না। অগ্নি তখন গঙ্গাকে বলিলেন,—তুমি হিমালয়ের এই পার্শ্বদেশে গর্ভ পরিত্যাগ কর। গঙ্গা তাহাই করিলেন। গঙ্গার গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই তেজ তপ্তকাঞ্চনতুল্য প্রভা বিকিরণ করিতে লাগিল। ইহাতে সে স্থানের সকল বস্তু কাঞ্চনে পরিণত হইল। তাহার নিকটবর্তী স্থানের দ্রব্যাদি অতুল প্রভাবিশিষ্ট রজতে রূপান্তরিত হইল। তাহা হইতে দূরবর্তী স্থানের বস্তুরাশি তাম্রের ও উৎকৃষ্ট লৌহের রূপ ধারণ করিল। সেই গর্ভের মলভাগ হইতে রাঙ্ ও সীসার উৎপত্তি হইল। পরে ঐ গর্ভ হইতে কুমার জন্মগ্রহণ করিলে, ইন্দ্র ও মরুদ্‌গণের আদেশে কৃত্তিকাগণ সেই সদ্যোজাত কুমারকে দুগ্ধ প্রদান করিলেন। তখন দেবতারা বলিলেন,—এই পুত্র কার্ত্তিকেয় নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবে। গঙ্গাগর্ভ হইতে নিঃসৃত ও মহেশ্বরের স্কন্ন বা স্খলিত বীর্যে উৎপন্ন বলিয়া কার্ত্তিকেয়ের অপর নাম হইল স্কন্দ। কুমার কার্ত্তিকেয় ষড়ানন হইয়া সেই ছয় কৃত্তিকার স্তনদুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন। পরে দেবগণ তাঁহাকে দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি নিজ পরাক্রমে দৈত্যসেনাকে জয় করেন। কাকুৎস্থ, যে মানুষ কার্ত্তিকেয়ের ভক্ত হইবে, সে পুত্রপৌত্রাদিসমন্বিত হইয়া ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া, মৃত্যুর পর স্কন্দলোকে যাইবে। (৩৭ সর্গ)

১৪

সগর-রাজার কাহিনী (৩৮-৪১ সর্গ)

তারপর বিশ্বামিত্র অন্য একটি কাহিনী বলিতে লাগিলেন।—পূর্বকালে অযোধ্যায় সগর নামে এক বীর ও ধার্মিক নরপতি ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং সতত সন্তান কামনা করিতেন। বিদর্ভরাজনন্দিনী ধর্মশীলা কেশিনী সগর-রাজার জ্যেষ্ঠা পত্নী ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর নাম সুমতি। তিনি অরিষ্টনেমির (কশ্যপের) কন্যা ও সুপর্ণের (গরুড়ের) ভগিনী। অপুত্রক সগর পুত্রলাভের জন্য তাঁহার পত্নীদ্বয়ের সহিত হিমালয়ে যাইয়া ভৃগুপ্রস্রবণ নামক স্থানে তপস্যা করিতে লাগিলেন। পরে একশত বৎসর পূর্ণ হইলে, তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভৃগু-মুনি সগরকে এইরূপ বর দিলেন—নিষ্পাপ পুরুষশ্রেষ্ঠ সগর, তুমি অতি প্রশংসনীয় সন্তান ও অতুল কীর্তি লাভ করিবে। তোমার এক পত্নীর একটি কুলবর্ধন পুত্র হইবে এবং অন্য পত্নী মহাবল মহোৎসাহী কীর্তিমান ষাট হাজার* পুত্র প্রসব করিবেন। কাহার কোন্ বর লইতে ইচ্ছা হয়, বলুন। কেশিনী একটি কুলবর্ধন পুত্র এবং সুমতি ষাট হাজার পুত্রলাভের বর লইলেন। পরে ভৃগু-মুনিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া রাজা সগর ভার্যাদ্বয়ের সহিত স্বপুরে ফিরিলেন। যথাকালে কেশিনীর অসমঞ্জ নামে বিখ্যাত এক পুত্র জন্মিল এবং সুমতি তুম্বাকৃতি† একটি গর্ভপিণ্ড প্রসব করিলেন। সেই তুম্ব ভেদ করিয়া ষাট হাজার পুত্র বিনির্গত হইল। ধাত্রীরা তাহাদিগকে ঘৃতপূর্ণ বহু কুম্ভে রাখিয়া

* অর্থাৎ বহু। † তুম্ব—অলাবু, লাউ।

সংবর্ধিত করিতে লাগিল। এইরূপে দীর্ঘকাল পরে তাহারা রূপযৌবনশালী হইয়া উঠিল। তাহাদের বাল্যকালে সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জ প্রতিদিন সেই বালকদিগকে সরযুর জলে নিক্ষেপ করিত এবং তাহাদিগকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া হাসিত। এইরূপে সে অতিশয় পাপাচারী ও সজ্জনবিদ্বেষী হইয়া উঠিল। তখন সগর অসমঞ্জকে নগর হইতে নির্বাসিত করিলেন। সেই অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান বীর্যবান জনপ্রিয় ও প্রিয়ভাষী ছিলেন।

অনন্তর বহুকাল গত হইলে সগর যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিয়া বেদজ্ঞ উপাধ্যায়গণের সহিত যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী প্রদেশে (আর্যাবর্তে) সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই স্থানই যজ্ঞের পক্ষে প্রশস্ত। সগরের আদেশে মহারথ অংশুমান যজ্ঞের অশ্ব রক্ষার জন্য তাহার অনুসরণ করেন। যজ্ঞের পর্বকাল (অশ্ববধের সময়) উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র রাক্ষসমূর্তি ধরিয়া সেই অশ্ব অপহরণ করিলেন। তখন উপাধ্যায়গণ সগরকে বলিলেন,—আজ যজ্ঞের পর্বদিন, কিন্তু কে যেন সহসা যজ্ঞের অশ্ব হরণ করিয়াছে। রাজা, অশ্বহরণকারীকে বধ করিয়া শীঘ্র সেই অশ্ব আনয়ন করুন। এই যজ্ঞ-বিঘ্ন আমাদের সকলেরই অমঙ্গলের কারণ হইবে, সুতরাং যাহাতে এই যজ্ঞ বিঘ্নশূন্য হয় তাহা করুন।

তখন সগর তাঁহার ষাট হাজার পুত্রকে বলিলেন,—পুত্রগণ, তোমরা পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া যজ্ঞাশ্ব অন্বেষণ কর। সেখানে অশ্বের সন্ধান না পাইলে রসাতলে অন্বেষণের জন্য প্রত্যেকে এক এক যোজন পরিমিত ভূমি খনন করিও। তাহাতেও যজ্ঞাশ্ব না মিলিলে, যে পর্যন্ত তোমরা সেই অশ্ব দেখিতে না পাও, সে পর্যন্ত পৃথিবী খনন করিবে। আমি যজ্ঞে দীক্ষিত

হইয়াছি, সুতরাং যজ্ঞের অশ্ব না দেখিতে পাওয়া পর্যন্ত পৌত্র অংশুমান ও উপাধ্যায়গণের সহিত এখানে অপেক্ষা করিব। তোমাদের মঙ্গল হউক।

রাম, সেই মহাবলশালী রাজপুত্রগণ সানন্দে পৃথিবী অন্বেষণে গেলেন। সেখানে অশ্বহরণকারীকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা প্রত্যেকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে এক এক যোজন পরিমিত ভূমি খনন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বজ্রতুল্য শূল ও দারুণ হলের দ্বারা বিদীর্ণ হওয়ায় পৃথিবী হইতে ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। আহত নাগ, অসুর, রাক্ষস ও অন্যান্য প্রাণীরা তুমুল চীৎকার করিতে থাকিল। এইরূপে রসাতল অন্বেষণের জন্য সগরপুত্রগণ পর্বতসমাকীর্ণ জম্বুদ্বীপ* খনন করিতে করিতে সর্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন গন্ধর্ব অসুর ও নাগগণের সহিত দেবগণ পরম ভীত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে গিয়া তাঁহাকে সকল সংবাদ জানাইলে তিনি বলিলেন,—এই বসুমতী যাঁহার মহিষী (অর্থাৎ অধীন), সেই ভগবান বাসুদেব কপিলরূপ ধরিয়া এই পৃথিবীকে সতত ধারণ করিয়া আছেন। সগরপুত্রগণ তাঁহার ক্রোধবহ্নিতে দগ্ধ হইবে।—ইহা শুনিয়া সেই তেত্রিশ দেবতা মহানন্দে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সগরপুত্রগণ সমগ্র পৃথিবী খনন ও প্রদক্ষিণ করিয়া পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন,—আমরা সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া দেব দানব রাক্ষস পিশাচ উরগ পন্নগ প্রভৃতি বলশালী

* প্রাচীনকালের পৃথিবীর সপ্তদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপবিশেষ। উত্তরে, হিমালয় ও দক্ষিণে সমুদ্র এই দুইয়ের মধ্যে অবস্থিত বৃহৎ ভূখণ্ড—ভারতবর্ষ, পারস্য প্রভৃতি দেশ জম্বুদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রাণিগণকে বিনাশ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও সেই অশ্ব কিংবা অশ্বহরণকারীকে দেখিতে পাই নাই।

সগর সক্রোধে বলিলেন,—তোমরা আবার রসাতল খনন কর, সেই অশ্বাপহারককে ধরিতে হইবে। তখন সেই ষাট হাজার সগরপুত্র পুনরায় রসাতল বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। খনন করিতে করিতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, পর্বততুল্য অতিকায় দিগ্‌গজ বিরূপাক্ষ পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। রঘুনন্দন, মহাগজ বিরূপাক্ষ তাঁহার শিরে সবনপর্বত সমগ্র পৃথিবী ধারণ করেন। যখন তিনি ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামলাভের জন্য মস্তক সঞ্চালন করেন, তখনই ভূমিকম্প হয়। সগরপুত্রগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও সম্মান-প্রদর্শন করিয়া রসাতল ভেদ করিয়া চলিলেন। পূর্বদিক বিদীর্ণ করিয়া তাঁহারা দক্ষিণদিক খনন করিতে লাগিলেন এবং সেদিকে দিগ্‌গজ মহাপদ্ম মস্তকে পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। মহাপদ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহারা পশ্চিমদিক খনন করিতে থাকিলেন এবং সেদিকে দিগ্‌গজ সৌমনসকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা উত্তরদিক খনন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, সেদিকেও হিমতুল্য শ্বেতবর্ণ দিগ্‌গজ ভদ্র তাঁহার শোভন বপুর দ্বারা পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে স্পর্শ ও প্রদক্ষিণ করিয়া সগরপুত্রেরা আবার রসাতল বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা উত্তর-পূর্বদিকে যাইয়া সক্রোধে পৃথিবী খননে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে তাঁহারা সেখানে কপিলরূপী সনাতন বাসুদেবকে দেখিতে পাইলেন। রাম, যজ্ঞের অশ্বটিকে কপিলদেবের নিকটে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাঁহারা

যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। তাঁহাকেই যজ্ঞবিঘ্নকারী মনে করিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সগরপুত্রগণ খনিত্র (খন্তা), লাঙ্গল, নানারূপ বৃক্ষ ও প্রস্তরখণ্ড লইয়া, 'রে দুর্মতি, তুই-ই আমাদের যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করিয়াছিস্—দাঁড়া, দাঁড়া ; তুই জানিয়া রাখ্ যে, আমরা সগরের পুত্রগণ এখানে আসিয়াছি।'—এই কথা বলিতে বলিতে রোষারুণ নয়নে সেদিকে ছুটিলেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া অমিতপ্রভাব মহাত্মা কপিলমুনি মহা-হুঙ্কারধ্বনি করিলেন এবং তাহাতে সগরপুত্রগণ ভস্মীভূত হইলেন। (৩৯-৪০ সর্গ)

পুত্রেরা বহুদিন হয় অশ্বের সন্ধানে গিয়াছে, কিন্তু এখনও ফিরিতেছে না—এইরূপ চিন্তা করিয়া সগর পৌত্র অংশুমানকে বলিলেন,—তুমি বীর, কৃতবিদ্য ও পূর্বপুরুষগণের ন্যায় তেজস্বী, তুমি তোমার পিতৃব্যদের এবং অশ্বাপহারীর অন্বেষণে যাও। তুমি যজ্ঞ-বিঘ্নকারীদের বধ করিয়া, এখানে ফিরিয়া আমার যজ্ঞ সম্পন্ন করাও।

অংশুমান ধনু ও খড়্গ লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন। চলিতে চলিতে তাঁহার ভূতলমধ্যে পিতৃব্যগণের প্রস্তুত একটি পথ নজরে পড়িল। সেই পথে যাইয়া তিনি দেব দানব রাক্ষস পিশাচ পক্ষী ও নাগগণের দ্বারা পূজিত এক দিগ্‌গজকে দেখিতে পাইলেন। সেই দিগ্‌গজকে প্রদক্ষিণ ও কুশল-প্রশ্ন করিয়া অংশুমান তাঁহাকে পিতৃব্যদের এবং অশ্বাপহারীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই মহামতি দিগ্‌গজ বলিলেন,—অসমঞ্জপুত্র, তুমি কৃতকার্য হইয়া শীঘ্রই অশ্বসহ ফিরিয়া আসিতে পারিবে।—দিগ্‌গজের সেই কথা শুনিয়া অংশুমান যথাক্রমে সকল দিগ্‌গজকেই যথারীতি ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও ঐ একই উত্তর দিলেন।

তাহা শুনিয়া অংশুমান যেখানে তাঁহার পিতৃব্যেরা ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছিলেন, সত্বর সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পিতৃব্যদের মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত ও শোকাকুল হইলেন। পরে তিনি নিকটেই অশ্বটিকে বিচরণ করিতে দেখিলেন। মৃত রাজপুত্রগণের তর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি জল অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও জলাশয় দেখিতে পাইলেন না। তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া তিনি তাঁহার পিতৃব্যগণের মাতুল পক্ষিরাজ সুপর্ণকে (গরুড়কে) দেখিতে পাইলেন। গরুড় অংশুমানকে বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি শোক করিও না, জগতের কল্যাণের জন্যই তোমার পিতৃব্যেরা এইরূপে বিনষ্ট হইয়াছেন। অমিতপ্রভাব কপিল-মুনি মহাবল সগরপুত্রগণকে ভস্মীভূত করিয়াছেন। সাধারণ জলদ্বারা ইঁহাদের তর্পণ করা উচিত নয়। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা দুহিতা গঙ্গা, তুমি তাঁহার জলে পিতৃব্যগণের তর্পণ কর। লোকপাবনী গঙ্গা ভস্মস্তূপে পরিণত সগরপুত্রগণকে প্লাবিত করিলে তাঁহারা স্বর্গে যাইবেন। বীর অংশুমান, তুমি অশ্ব লইয়া এখান হইতে বহির্গত হও। তোমাকে পিতামহের যজ্ঞ নির্বাহ করিতে হইবে।

অংশুমান সেই অশ্ব লইয়া সত্বর যজ্ঞস্থলে ফিরিলেন। পরে তিনি রাজা সগরকে পিতৃব্যগণের বৃত্তান্ত ও গরুড়ের উপদেশের কথা বলিলেন। সগর সেই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া যথাবিধি যজ্ঞ শেষ করিলেন। তারপর তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া গঙ্গা আনয়নের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। এইরূপে ত্রিশ হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। (৪১ সর্গ)

১৫

ভগীরথের তপস্যা ও বরলাভ—গঙ্গার পাতাল-প্রবেশ ও সগরপুত্রগণের উদ্ধার—ভগীরথ কর্তৃক সগরপুত্রগণের তর্পণ (৪২-৪৪ সর্গ)

সগরের মৃত্যুতে প্রজারা পরমধার্মিক অংশুমানকে রাজা করিলেন। কিছুদিন পরে অংশুমান তাঁহার পুত্র দিলীপের উপর রাজ্যভার দিয়া হিমালয়শিখরে গেলেন এবং সেখানে সুকঠোর তপস্যা করিয়া স্বর্গলাভ করিলেন। দিলীপও পিতামহদের মৃত্যুর কথা শুনিয়া খুব দুঃখিত হইলেন, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়াও তাঁহাদের উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। দিলীপ পুত্র পরমধার্মিক ভগীরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজ কর্মফলে ইন্দ্রলোকে গেলেন। রাম, রাজর্ষি ভগীরথ অপুত্রক ছিলেন। তিনি পুত্রলাভ ও ভূতলে গঙ্গা আনয়ন করিবার জন্য রাজ্যের ভার মন্ত্রিগণের উপর দিয়া গোকর্ণ নামক স্থানে কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। তিনি ঊর্ধ্ববাহু হইয়া, পঞ্চাগ্নির* মধ্যে থাকিয়া, মাসান্তে একবার আহার করিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহু বৎসর কাটিলে, ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সেখানে আসিয়া ভগীরথকে বলিলেন,—মহারাজ, আমি তোমার কঠোর তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি। সুব্রত, তুমি বর প্রার্থনা কর।

ভগীরথ করজোড়ে বলিলেন,—ভগবান, আপনি যদি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং এই তপস্যার কিছু ফল থাকে, তবে এই বর দিন, যেন আমার দ্বারা গঙ্গাজলে তর্পিত হইয়া

---

* চারিপাশে অগ্নি ও উপরে সূর্যের।

প্রপিতামহগণ স্বর্গে যান। আর আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা, আমি যেন সন্তান লাভ করি।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগীরথ, তোমার মঙ্গল হউক; তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু গঙ্গার পতনবেগ পৃথিবী সহ্য করিতে পারিবে না। শূলপাণি মহাদেব ভিন্ন আর কেহ গঙ্গার বেগ ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং তুমি তাঁহাকে এই কাজে নিয়োজিত কর। (৪২ সর্গ)

রাম, ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে, ভগীরথ অঙ্গুষ্ঠের উপর সমস্ত শরীরের ভার স্থাপন করিয়া এক বৎসর কাল মহাদেবের উপাসনা করিলেন। তখন পশুপতি সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তারপর গঙ্গা বিশাল আকার ধারণ করিয়া অতি দুঃসহ বেগে আকাশ হইতে শিবের মস্তকে পড়িতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, স্রোতের বেগে শঙ্করকে লইয়াই পাতালে প্রবেশ করিবেন। গঙ্গার অহঙ্কারের কথা বুঝিতে পারিয়া রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার গর্ব দূর করিবেন মনস্থ করিলেন। গঙ্গা রুদ্রদেবের হিমালয়তুল্য মস্তকের জটামণ্ডলরূপ গহ্বরে পড়িয়া বহু চেষ্টা করিয়াও ভূতলে আসিতে পারিলেন না। তিনি বহুকাল সেখানে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

গঙ্গাকে ভূতলে দেখিতে না পাইয়া ভগীরথ আবার কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব গঙ্গাকে বিন্দু-সরোবরে* বিমুক্ত করিলেন। তখন গঙ্গা সপ্তধারায় প্রবাহিত হইলেন। হ্লাদিনী পাবনী ও নলিনী নামে গঙ্গার তিনটি ধারা পূর্বদিকে এবং সুচক্ষু সীতা ও সিন্ধু নামে তিনটি ধারা পশ্চিমদিকে

* তিব্বতের অন্তর্গত সরোবরবিশেষ।

প্রবাহিত হইল। সপ্তম ধারাটি ভগীরথের রথানুসরণ করিল। ভগীরথ দিব্যরথে অগ্রে অগ্রে চলিলেন আর গঙ্গাদেবী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ভূতলে গঙ্গার জল মৎস্য কচ্ছপ ও শিশুমার (শিশুক) ইত্যাদিকে লইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে চলিল। সেই পতিত ও পতনশীল জলধারায় পৃথিবী পরম শোভিত হইল। তখন দেবর্ষি গন্ধর্ব যক্ষ ও সিদ্ধগণ গঙ্গার ভূতলে আগমন দেখিতে লাগিলেন। বিশাল বিমানে, মহাকায় গজে, অশ্বে ও শিবিকাদিতে আরোহণ করিয়া দেবতারা পৃথিবীতে অপূর্ব গঙ্গাবতরণ দেখিতে আসিলেন। তাঁহাদের ভূষণাদির আভায় মেঘশূন্য আকাশ যেন শতসূর্যসমন্বিত হইয়া শোভা পাইতে থাকিল। চঞ্চল শিশুমার, জলচর সর্প ও মৎস্য-সকলের উল্লম্ফনে আকাশ যেন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎ-মালায় পরিব্যাপ্ত হইল। গঙ্গার জলপ্রবাহে শুভ্রবর্ণ ফেনরাশি ও হংসসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় মনে হইতে লাগিল, যেন গগনমণ্ডল শরৎকালীন মেঘদলে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। গঙ্গাস্রোত কোথাও দ্রুততর বেগে, কোথাও বক্রগতিতে, কোথাও বিস্তৃতভাবে, কখনও নিম্নমুখী, কখনও ঊর্ধ্বমুখী হইয়া এবং কখনও বা ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কোথাও বা আবার জলের দ্বারা জল প্রতিহত হওয়ায় বারংবার ঊর্ধ্বদিকে গমন করিয়া গঙ্গাদেবী পুনরায় ভূতলে অবতরণ করিলেন। শিবের অঙ্গ হইতে পতিত গঙ্গার জল পবিত্র মনে করিয়া ঋষি গন্ধর্ব ও পৃথিবীবাসীরা তাহা স্পর্শ করিলেন। অভিশাপগ্রস্ত হইয়া যাঁহারা স্বর্গ হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও এই গঙ্গাজলে স্নানে পাপমুক্ত হইয়া আবার স্বর্গে নিজ নিজ লোক প্রাপ্ত হইলেন। মর্ত্যবাসিগণ গঙ্গার

নির্মল সলিল দর্শনে আনন্দিত এবং তাহাতে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইল। রাজর্ষি ভগীরথ দিব্যরথে চড়িয়া অগ্রে অগ্রে এবং গঙ্গা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। দেব ঋষি দৈত্য দানব রাক্ষস গন্ধর্ব যক্ষ কিন্নর মহাসর্প ও অপ্সরাগণ ভগীরথের রথের অনুসরণ করিলেন। জলচর প্রাণীরাও প্রীতমনে গঙ্গার অনুবর্তী হইল।

এইরূপে যাইতে যাইতে গঙ্গা যজ্ঞে দীক্ষিত অদ্ভুতকর্মা জহ্নুমুনির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করিলেন। রাঘব, গঙ্গার এই অহঙ্কার দেখিয়া জহ্নুমুনি ক্রোধে তাঁহার সমস্ত জল পান করিয়া ফেলিলেন। তখন দেবতা গন্ধর্ব ও ঋষিগণ মহাত্মা জহ্নুকে সংবর্ধনা করিয়া গঙ্গাকে তাঁহার কন্যা বলিয়া মানিয়া লইলেন। জহ্নু ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া নিজের কর্ণদ্বয়ের দ্বারা গঙ্গাকে নির্গত করিলেন। এই জন্যই গঙ্গা জহ্নুমুনির কন্যা জাহ্নবী নামে কথিত হইয়া থাকেন।

তারপর গঙ্গা পুনরায় ভগীরথের রথানুসরণে চলিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হইলেন। রাজর্ষি ভগীরথও তাঁহার কার্যসিদ্ধির জন্য সযত্নে গঙ্গাকে লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে প্রপিতামহদিগকে ভস্মস্তূপে পরিণত দেখিয়া অচেতনপ্রায় হইলেন। পরে পবিত্র গঙ্গাজল সেই ভস্মরাশি প্লাবিত করিলে সগরপুত্রগণ পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ করিলেন। (৪৩ সর্গ)

তখন ব্রহ্মা ভগীরথকে বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি মহাত্মা সগরের ষাট হাজার পুত্রকে উদ্ধার করিলে, এই পৃথিবীতে যতদিন সমুদ্রে জল থাকিবে ততদিন তাঁহারা সকলেই দেবগণের ন্যায় দেবলোকে বাস করিবেন। এই গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠাকন্যারূপে গণ্য হইবেন। তুমি ইঁহাকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছ বলিয়া ইনি তোমার নামানুসারে ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হইবেন। ইনি তিন

পথে স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালে প্রবাহিত হইয়াছেন বলিয়া ত্রিপথগা নামেও অভিহিত হইবেন। নরাধিপ, তুমি এখানে তোমার প্রপিতামহগণের তর্পণ কর। তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিয়া তুমি পৃথিবীতে অতুল যশ লাভ করিলে এবং বিপুল ধর্মের অধিকারী হইলে। নরবর, তুমি সর্বদা স্নানযোগ্য * এই গঙ্গাজলে স্নান করিয়া পবিত্র ও পুণ্যফলভোগী হও। তোমার মঙ্গল হউক—আমি স্বলোকে যাই।

ব্রহ্মা স্বস্থানে প্রস্থান করিলে ভগীরথ যথাবিধি গঙ্গাজলে সগরপুত্রগণের তর্পণ করিলেন। তারপর তিনি নিজরাজ্যে ফিরিলেন। তাঁহার প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে ফিরিয়া পাইয়া পরম আনন্দিত হইল। রাম, এই আমি গঙ্গার বিস্তারিত বৃত্তান্ত তোমাকে বলিলাম; তোমার মঙ্গল হউক। সৌভাগ্যজনক যশস্কর আয়ুবর্ধক পুত্রদায়ক ও স্বর্গপ্রদ এই গঙ্গাবতরণ কাহিনী যিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য জাতিকে শ্রবণ করান তাঁহার উপর পিতৃগণ সন্তুষ্ট এবং দেবগণ প্রসন্ন হন। কাকুৎস্থ, আয়ুবর্ধক মঙ্গলদায়ক এই গঙ্গাবতরণের কথা যিনি শ্রবণ করেন তাঁহার সকল অভিলাষই পূর্ণ হয়। তাঁহার সকল পাপ বিনষ্ট এবং আয়ু ও কীর্তি বর্ধিত হয়। (৪৪ সর্গ)

* গঙ্গাস্নানে মাস তিথি ইত্যাদি বিবেচনা করিবার প্রয়োজন হয় না, গঙ্গা সর্বদাই পবিত্র। কিন্তু অন্যান্য নদী সেরূপ নহে।

১৬

সমুদ্রমন্থন—ইন্দ্রের দিতির গর্ভচ্ছেদন—মারুতগণ—বিশ্বামিত্রের বিশালা-প্রবেশ (৪৫-৪৭ সর্গ)

বিশ্বামিত্রের মুখে গঙ্গাবতরণের অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া রাম-লক্ষ্মণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং সেই পুণ্যকথা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের সে রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃসন্ধ্যা শেষ করিয়া রাম বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ভগবান, আপনি এখানে আসিয়াছেন জানিয়া পুণ্যকর্মা ঋষিরা তাড়াতাড়ি এই সুখাস্তীর্ণ (সুখপ্রদ আস্তরণযুক্ত) নৌকা লইয়া পার করিতে আসিয়াছেন। চলুন, ইহাতে চড়িয়া আমরা গঙ্গা পার হই। তখন বিশ্বামিত্র তাঁহাদের সহিত গঙ্গা পার হইলেন।

এইরূপে গঙ্গার উত্তরতীরে আসিয়া তাঁহারা সেখান হইতে বিশালা নগরী * দেখিতে পাইলেন। পরে বিশ্বামিত্র রাম প্রভৃতির সহিত দ্রুত সেই স্বর্গতুল্য রমণীয় দিব্য বিশালার দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহামুনি, এই বিশালা নগরীতে কোন্ রাজবংশ রাজত্ব করিতেছেন ?

তখন বিশ্বামিত্র বিশালার পুরাতন কাহিনী বলিতে লাগিলেন। —রাম, ইন্দ্রের মুখে এই নগরীর কথা যেরূপ শুনিয়াছি তাহা শোন। পূর্বে সত্যযুগে এক সময়ে দিতির পুত্রগণ (দৈত্যগণ) ও অদিতির পুত্রগণ (দেবগণ) কিরূপে অজর অমর ও নীরোগ হইবেন, এই চিন্তা করিতে থাকেন। ঐরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন

* বিশালা—বর্তমানের বিশারা পরগণা। ইহা হাজিপুর ও মজঃফরপুরের মধ্যে অবস্থিত।

যে, ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিয়া রস (অমৃত) লাভ করিবেন। পরে তাঁহারা বাসুকিকে * মন্থনরজ্জু ও মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সহস্র বৎসর অতীত হইল। বাসুকি তীব্র বিষ উদ্গীরণ এবং মন্দর পর্বতের শিলা দংশন করিতে লাগিলেন। তখন অগ্নিতুল্য হলাহল† মহাবিষ উত্থিত হইল এবং তাহাতে দেবতা অসুর ও মনুষ্যসহিত সমস্ত জগৎ জ্বলিতে লাগিল। পরে দেবগণ মহাদেবের শরণার্থী হইয়া 'রক্ষা করুন! রক্ষা করুন!' বলিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহাদেব সেখানে আবির্ভূত হইলেন এবং পরে শঙ্খচক্রধারী হরিও সেখানে আসিলেন। বিষ্ণু ঈষৎ হাসিয়া মহেশ্বরকে বলিলেন,—সুরশ্রেষ্ঠ, আপনি সুরগণের অগ্রগণ্য, সুতরাং দেবগণের এই সমুদ্রমন্থনে যাহা প্রথমে উত্থিত হইয়াছে তাহা আপনারই প্রাপ্য—আপনি অগ্রপূজাস্বরূপ (সর্বাগ্রে উত্থিত) এই বিষ গ্রহণ করুন।—এই কথা বলিয়া সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। তখন দেবগণকে ভীত দেখিয়া ও শার্ঙ্গ (শৃঙ্গনির্মিত) ধনুর্ধারী বিষ্ণুর কথা শুনিয়া ভগবান হর অমৃত জ্ঞান করিয়া সেই ভয়ঙ্কর হলাহল পান করিলেন এবং দেবগণকে বিদায় দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

তারপর দেবতা ও অসুরগণ আবার সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন এবং মন্থনদণ্ডস্বরূপ মন্দর পাতালে প্রবেশ করিল। তখন দেব- ও গন্ধর্বগণ মধুসূদন বিষ্ণুকে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন—আপনি সকল প্রাণীর, বিশেষতঃ দেবগণের আশ্রয়স্থল।

* বাসুকি—সর্পরাজ। যাঁহার মস্তকে বসু (মণি) আছে।

† কালকূট, অতি তীব্র বিষবিশেষ।

মহাবাহু, আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং এই মন্দর পর্বতকে তুলিয়া দিন। তখন হৃষীকেশ বিষ্ণু এক অংশে কূর্মরূপ ধরিয়া, ক্ষীরোদ-সমুদ্রগর্ভে যাইয়া মন্দরকে পৃষ্ঠে লইলেন। অপর অংশে তিনি দেবগণের মধ্যে থাকিয়া, পর্বতের অগ্রভাগ ধরিয়া সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সহস্র বৎসর অতীত হইলে, ধন্বন্তরি নামে পরমধার্মিক ও আয়ুর্বেদজ্ঞ একজন পুরুষ দণ্ড ও কমণ্ডলু হস্তে সেই সমুদ্র হইতে উঠিলেন। পরে সুন্দরী অপ্সরাগণ উত্থিত হইল। রাম, অপ্ বা জল মন্থনের ফলে তাহার রস বা সারাংশ হইতে এই সুন্দরীরা উৎপন্ন হওয়ায় তাহাদের নাম অপ্সরা হইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা ষাট কোটি। তাহাদের পরিচারিকারা অসংখ্য। দেব ও দানবগণ কেহ সেই অপ্সরাদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ না করায় তাহারা সাধারণের ভোগ্যা বলিয়া পরিগণিত হইল। অনন্তর বরুণের কন্যা মহাভাগ্যবতী বারুণী (সুরাদেবী) কে তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন তাহার অন্বেষণে উত্থিত হইলেন। দিতির পুত্রগণ বরুণতনয়াকে গ্রহণ করিলেন না। অদিতির পুত্রগণ সেই অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যাকে গ্রহণ করিলেন। সুরাদেবীকে গ্রহণ না করায় দিতির পুত্রগণ অসুর নামে এবং সুরাদেবীকে গ্রহণ করায় অদিতির পুত্রগণ সুর নামে পরিচিত হইলেন। দেবগণ বারুণীকে গ্রহণ করিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন।

তারপর অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, মণিরত্ন কৌস্তুভ ও উৎকৃষ্ট অমৃত উত্থিত হইল। সেই অমৃতের জন্য অদিতির পুত্রগণ ও দিতির পুত্রগণের মধ্যে মহাকুলক্ষয়কর সংগ্রাম বাধিল। অসুরগণ রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং সর্বলোকবিস্ময়কর এক

অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে যখন সকলে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইলেন তখন মহাবল বিষ্ণু মোহিনীমূর্তি ধরিয়া তাড়াতাড়ি সেই অমৃত হরণ করিলেন। যাঁহারা তখন পুরুষোত্তম বিষ্ণুর দিকে ধাবিত হইলেন তাঁহারা যুদ্ধে বিষ্ণুকর্তৃক সম্পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত হইলেন। দেবাসুরগণের এই ঘোর মহাযুদ্ধে অদিতিপুত্রগণ (দেবগণ) দিতিপুত্রগণকে বধ করিলেন। তখন ইন্দ্র রাজ্যলাভ করিয়া সানন্দে ত্রিলোক শাসন করিতে লাগিলেন। (৪৫ সর্গ)

রাম, পুত্রগণ নিহত হইলে দিতি পরম দুঃখিত হইয়া তাঁহার স্বামী কশ্যপকে বলিলেন,—ভগবান, আমি ইন্দ্রনিধনে সমর্থ একটি পুত্র লাভ করিতে চাই।

কশ্যপ বলিলেন,—তাহাই হইবে। তুমি যদি পূর্ণ সহস্র বৎসর শুচিভাবে থাকিতে পার, তবে আমার অনুগ্রহে তোমার ইন্দ্রকে নিহত করিতে সমর্থ একটি পুত্র জন্মিবে।—এই বলিয়া কশ্যপ দিতির গায়ে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে পবিত্র করিলেন।* পরে কশ্যপ দিতিকে হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া, 'তোমার কল্যাণ হউক' বলিয়া তপস্যা করিতে গেলেন।

কশ্যপ চলিয়া গেলে দিতি পরমানন্দে কুশপ্লবে † যাইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তখন ইন্দ্র নানারূপে দিতির পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র দিতিকে অগ্নি কুশ কাষ্ঠ জল ও ফলমূলাদি আনিয়া দিতেন এবং গা টিপিয়া ও বাতাস দিয়া

* কশ্যপ দিতির ঐরূপ পুত্রলাভের প্রতিবন্ধকস্বরূপ পাপ ক্ষয়ের জন্য তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। (রামায়ণতিলক ও রামায়ণশিরোমণি)

† পূর্বদেশের বিশালাক্ষ নামে একটি তপোবন। (রামায়ণতিলক) বিশালার পূর্বে অবস্থিত স্থান। (রামায়ণভূষণ)

তাঁহার শ্রম দূর করিতেন। এইরূপে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইতে যখন মাত্র দশ বৎসর বাকী তখন দিতি যারপরনাই আনন্দিত হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন,—বীরবর, তোমার মঙ্গল হউক। আমার তপস্যার আর দশ বৎসর বাকী আছে, তাহার পরই তুমি তোমার ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবে। পুত্র, তোমার নিধনের জন্য আমি যে পুত্র কামনা করিয়াছিলাম, তাহাকে তোমারই জয়াকাঙ্ক্ষী করিয়া দিব ; তুমি তাহার সহিত নিশ্চিন্তমনে ত্রিলোক-বিজয়ের সুখ ভোগ করিবে।

তারপর মধ্যাহ্নকালে দিতি মস্তক রাখিবার স্থানে পদদ্বয় এবং পদদ্বয়ের স্থানে মস্তক রাখিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। ইন্দ্র দিতিকে এইরূপ অশুচি অবস্থায় দেখিয়া আনন্দে হাসিলেন এবং খুব সাবধানে দিতির দেহরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া বজ্রে তাঁহার গর্ভ সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে গর্ভের শিশু উচ্চ-স্বরে কাঁদিতে লাগিল। তখন দিতি জাগরিত হইলেন। ইন্দ্র সেই শিশুকে 'মা রুদঃ, মা রুদঃ' (কাঁদিও না, কাঁদিও না) বলিয়া তাহাকে আরও বিভক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দিতি ইন্দ্রকে 'হত্যা করিও না, হত্যা করিও না' বলিতে লাগিলেন। তখন মাতৃবাক্যের গৌরবরক্ষার জন্য ইন্দ্র বাহিরে আসিয়া করজোড়ে দিতিকে বলিলেন,—দেবী, আপনি অশুচিভাবে ঘুমাইয়া ছিলেন। সেই সুযোগে আমি আপনার গর্ভকে সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছি। দেবী, আপনি আমার অপরাধ মার্জনা করুন। (৪৬ সর্গ)

দিতি ইন্দ্রকে বলিলেন,—দেবরাজ, আমার দোষেই গর্ভ সপ্তখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, তোমার কোন দোষ নাই। আমার

ইচ্ছা যে, এই সপ্ত মরুদ্ * সপ্ত লোকপাল হউক। পুত্র, এই সপ্ত মরুদ্ বায়ুস্কন্ধ হইয়া (অর্থাৎ আবহ প্রবহ সংবহ উদ্বহ বিবহ পরিবহ পরাবহ নামক সপ্ত বায়ুর অধিপতি হইয়া) আকাশে বিচরণ করুন। তুমি ইহাদিগকে 'মা রুদঃ' (রোদন করিও না) বলিয়াছিলে, সুতরাং তোমারই নির্দেশে ইহারা দেবরূপ ধারণ করিয়া মারুত নামে বিখ্যাত হউক।—ইন্দ্র করজোড়ে বলিলেন,—তাহাই হইবে। তারপর মাতা ও পুত্র (বিমাতা দিতি ও ইন্দ্র) স্বর্গে গেলেন।

রাম, এই সেই দেশ যেখানে মহেন্দ্র তপঃসিদ্ধা দিতির পরিচর্যা করিয়াছিলেন। তাহার বহুকাল পরে অলম্বুষার গর্ভে ইক্ষ্বাকুর বিশাল নামে এক পুত্র জন্মে। তিনিই এইস্থানে বিশালা নগরী নির্মাণ করেন। বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র। তাঁহার পুত্র সুচন্দ্র। সুচন্দ্রের পুত্র ধূম্রাশ্ব। তাঁহার পুত্র সৃঞ্জয়। সৃঞ্জয়ের পুত্র সহদেব। তাঁহার পুত্র কুশাশ্ব। কুশাশ্বের পুত্র সোমদত্ত। তাঁহার পুত্র কাকুৎস্থ। কাকুৎস্থের পুত্র সুমতি এখন এই নগরে রাজত্ব করিতেছেন। ইক্ষ্বাকুর কৃপায় বিশালা নগরীর রাজগণ সকলেই

* ইন্দ্র দিতির গর্ভকে প্রথমতঃ সাতটি ভাগে বিভক্ত করেন। পরে ঐ সাতটি ভাগের প্রত্যেকটিকে পুনরায় সাতটি করিয়া ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করেন। এই ক্ষুদ্রতর অংশগুলির মোট সংখ্যা উনপঞ্চাশ। ইহারাই 'উনপঞ্চাশ পবন' বা মরুৎ। আর ইহাদের সাত সাতটির সমষ্টিস্বরূপ বৃহত্তর অংশগুলির নাম 'মরুদ্গণ' (গণ—সমষ্টি)। সুতরাং 'মরুদ্গণ' সংখ্যায় সাতটি। সমগ্র গগনমণ্ডল বা বায়ুমণ্ডল আবার সাতটি অংশে বিভক্ত। এই সাত অংশের প্রত্যেকটিতে আবহ প্রবহ ইত্যাদি সপ্ত বায়ুর এক, একটি বিরাজমান। সপ্ত 'মরুদ্গণ' এই সপ্ত বায়ুর অধিপতি।

দীর্ঘায়ু মহাত্মা বীর্যবান ও সুধার্মিক। আজ রজনীতে আমরা এইখানেই সুখে নিদ্রা যাইব। কাল প্রাতে তুমি জনক-রাজার নগরে যাইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।

মহারাজ সুমতি, বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন শুনিয়া, স্বজনগণের সহিত সেখানে আসিয়া বিশ্বামিত্রের সংবর্ধনা ও করজোড়ে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—মুনিবর, আপনি আমার রাজ্যে সমুপস্থিত হওয়ায় আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইয়াছি। আপনার দর্শনলাভ করায় আমা অপেক্ষা অধিকতর ভাগ্যবান আর কেহই নাই। (৪৭ সর্গ)

১৭

মিথিলায় গমন—ইন্দ্র ও অহল্যার কথা—অহল্যার শাপমোচন (৪৮-৪৯ সর্গ)

পরস্পর কুশল প্রশ্নাদির পরে সুমতি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনিবর, দেবতুল্য পরাক্রমশালী ও পরমরূপবান এই দুইটি কুমার কাহারা? ইঁহারা কেন পদব্রজে এই দুর্গম পথে এখানে আসিয়াছেন?

তখন বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণের সম্বন্ধে সকল কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া সুমতি পরম বিস্মিত হইলেন এবং দশরথের সেই পুত্রদ্বয়কে যথোচিত সংবর্ধনা করিলেন। সে রাত্রি বিশালায় কাটাইয়া পরদিন তাঁহারা মিথিলার দিকে চলিলেন। মিথিলার সন্নিকটস্থ বনে একটি পুরাতন জনশূন্য ও রমণীয় আশ্রম দেখিয়া রাম বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবান, এই স্থানটিকে

আশ্রমের ন্যায় বোধ হইতেছে, কিন্তু ইহা মুনিগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে কেন ? ইহা কাহার আশ্রম ছিল ?

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—দেবাশ্রমতুল্য এই আশ্রম পূর্বে মহাত্মা গৌতমের ছিল। দেবতারাও এই আশ্রমের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। গৌতম এই আশ্রমে বহু বৎসর অহল্যার সহিত তপস্যা করিয়াছিলেন। একদিন গৌতম আশ্রমে নাই জানিয়া ইন্দ্র সেই মুনির বেশে অহল্যার নিকটে আসিয়া বলিলেন, —সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, রতিপ্রার্থী ব্যক্তি কখনও বিহিতকালের প্রতীক্ষা করে না। সুমধ্যমা, আমি তোমার সহিত মিলন কামনা করি। মুনিবেশধারী ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াও দুর্বুদ্ধি অহল্যা দিব্যরমণে কৌতূহলী হইয়া দেবরাজের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অনন্তর মনস্কাম পূর্ণ হইলে অহল্যা ইন্দ্রকে বলিলেন,—সুরশ্রেষ্ঠ, আমি কৃতার্থ হইয়াছি, তুমি শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাও এবং নিজকে ও আমাকে গৌতমের কোপ হইতে সর্বপ্রকারে রক্ষা কর। তখন ইন্দ্র মৃদু হাসিয়া অহল্যাকে বলিলেন,—সুনিতম্বিনী, আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি এবং যথাস্থানে যাইতেছি। এই বলিয়া ইন্দ্র সেই কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

গৌতমের আগমন-ভয়ে ভীত ইন্দ্র ব্যস্তভাবে সেখান হইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময় তিনি অগ্নিতুল্য দীপ্তিশালী মহামুনি গৌতমকে স্নানান্তে সমিধ ও কুশ হস্তে আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভয়ে বিষণ্ণ হইলেন। তখন গৌতম সক্রোধে মুনিবেশধারী ইন্দ্রকে বলিলেন,—দুর্মতি, তুই আমার রূপ ধরিয়া অকাজ করিয়াছিস্, সেজন্য তুই বি-ফল (অণ্ডকোষহীন বা নপুংসক) হইবি। ইন্দ্রের অণ্ডদ্বয় তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল।

তারপর গৌতম ভার্যাকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন,—দুষ্টচারিণী, তুই বহুসহস্র বৎসর বায়ুভক্ষ্যা, নিরাহারা, অনুতাপগ্রস্তা, ভস্মশায়িনী ও সকল প্রাণীর অদৃশ্যা হইয়া এই আশ্রমে বাস করিবি। দশরথতনয় রাম যখন এই ঘোর বনে আসিবেন, তখন তুই পবিত্র হইবি। লোভ ও মোহশূন্য হইয়া রামের আতিথ্য করিলে, তুই নিজের পূর্বরূপ ফিরিয়া পাইবি এবং হৃষ্টচিত্তে আবার আমার সহিত মিলিত হইতে পারিবি।—গৌতম এইরূপ বলিয়া এই আশ্রম ত্যাগ করিলেন এবং হিমালয়শিখরে যাইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। (৪৮ সর্গ)

তখন কোষহীন ইন্দ্র অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণদিগকে বলিলেন,—আমি গৌতমের ক্রোধ জন্মাইয়া, তাঁহার তপস্যায় বিঘ্ন করিয়া দেবকার্য সাধন করিলে,* তিনি রুষ্ট হইয়া আমাকে অণ্ডহীন করিয়াছেন এবং তাঁহার ভার্যা অহল্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাকে কঠোর শাপ প্রদান করাইয়া আমি তাঁহার তপোবল হরণ করিয়াছি। অতএব আপনারা আমাকে কোষযুক্ত করুন।

ইহা শুনিয়া অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ ও মরুদ্‌গণ পিতৃদেবতাদের নিকটে গিয়া বলিলেন,—ইন্দ্র অণ্ডহীন হইয়াছেন, আপনাদের এই মেষটির অণ্ডদ্বয় শীঘ্র ইন্দ্রকে দিন। অণ্ডহীন হইলেও এই মেষ আপনাদিগকে পরম আনন্দ প্রদান করিবে। আর আপনাদের তুষ্টির জন্য যে-সকল মনুষ্য আপনাদের উদ্দেশে কোষশূন্য মেষ† উৎসর্গ করিবে, তাহাদিগকে আপনারা অক্ষয় ও প্রচুর ফল প্রদান করিবেন।—তখন সমাগত পিতৃগণ সেই মেষের বৃষণদ্বয় উৎপাটন

---

* নতুবা গৌতম তপোবলে দেবলোক অধিকার করিতেন। † খাসি।

করিয়া ইন্দ্রের দেহে সংযুক্ত করিলেন। তদবধি পিতৃদেবগণ সম্মিলিত হইয়া অণ্ডহীন মেষ ভক্ষণ করেন এবং মেষদাতাদিগকে প্রচুর ফল প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব রাম, তুমি গৌতমের আশ্রমে আসিয়া অহল্যাকে উদ্ধার কর।

রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। সেখানে রাম মহাভাগা, তপোজ্জ্বলকান্তি, সমীপাগত হইলেও দেব অসুর ও মনুষ্যগণেরও দুর্নিরীক্ষ্যা, বিধাতার দ্বারা বিশেষ যত্নে দিব্যপ্রতিমারূপে সৃষ্টা, মায়াময়ী, ধূমাচ্ছন্ন দীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায়, তুষারাবৃত ও মেঘযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের প্রভাতুল্য, জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত দুরাধর্ষ* প্রদীপ্ত সূর্যপ্রভা-সদৃশ অহল্যাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি গৌতমের শাপে রামের দর্শনলাভের পূর্ব পর্যন্ত ত্রিলোকের সকলের দুর্নিরীক্ষ্যা হইয়া ছিলেন। অভিশাপের অবসানে সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তখন রাম-লক্ষ্মণ সানন্দে তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন এবং অহল্যাও গৌতমের কথামত তাঁহাদিগকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়া সুসমাহিতচিত্তে পাদ্য ও অর্ঘ্যদানে তাঁহাদের সৎকার করিলেন। পরে দেবগণ তপোবলে বিশুদ্ধাঙ্গী অহল্যাকে 'সাধু, সাধু' বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন। মহাতেজা মহাতপা গৌতমও পুনরায় অহল্যার সহিত মিলিত হইয়া সুখী হইলেন।† রাম গৌতমের নিকট হইতে যথাবিধি সংবর্ধনা লাভ করিয়া মিথিলায় চলিলেন। (৪৯ সর্গ)

---

* দুরাধর্ষ (মূল)—যাহাকে স্পর্শ করা যায় না। (রামায়ণতিলক)

† উত্তরকাণ্ডে অহল্যার কাহিনী কিছু অন্যরূপ আছে। অহল্যার পাষাণী হওয়ার ও রামের চরণস্পর্শে উদ্ধারলাভের কথা বাংলা রামায়ণের ব্যাপার—উহা বাল্মীকি-রামায়ণে নাই।

১৮

বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণাদির মিথিলায় জনকের যজ্ঞভূমিতে আগমন—বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিরোধের কাহিনী (৫০-৫৬ সর্গ)

তারপর বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া রাম-লক্ষ্মণ উত্তর-পূর্বদিকে যাইতে যাইতে রাজর্ষি জনকের যজ্ঞভূমিতে উপনীত হইলেন। তখন রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মহাত্মা জনকের যজ্ঞের আয়োজন অতি উত্তম হইয়াছে। নানাদেশবাসী বহুসহস্র বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ এখানে আসিয়াছেন। অগ্নিহোত্রাদির দ্রব্যাদি বহনকারী শত শত শকটে সমাকীর্ণ ঋষিগণের আবাসসমূহ দৃষ্ট হইতেছে। ব্রহ্মর্ষি, আমাদের বাসস্থান নিরূপণ করুন। বিশ্বামিত্র জলসমন্বিত একটি নির্জন স্থানে বাসস্থান নির্বাচন করিলেন।

বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন শুনিয়া, জনক তাঁহার পুরোহিত শতানন্দ ও অন্যান্য ঋত্বিক্‌গণকে অগ্রে করিয়া সত্বর সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে যথাবিধি বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা করিলেন। বিশ্বামিত্র জনককে তাঁহার নিজের মঙ্গল ও যজ্ঞের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র মুনিগণকে কুশলপ্রশ্ন করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। সকলে যথারীতি আসন গ্রহণ করিলে জনক বিশ্বামিত্রকে রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—ইঁহারা রাজা দশরথের পুত্র।—পরে তিনি রাম-লক্ষ্মণের সিদ্ধাশ্রমে বাস ও রাক্ষসদিগের নিধন, রাক্ষসবহুল পথে নির্ভীকভাবে আগমন, বিশালানগরী দর্শন, অহল্যাসন্দর্শন,

গৌতমের সহিত সাক্ষাৎ এবং মহাধনু পরীক্ষার্থ মিথিলায় আগমন —এই সকল বৃত্তান্ত জনককে বলিলেন। (৫০ সর্গ)

তাহা শুনিয়া গৌতমের জ্যেষ্ঠপুত্র মহাতপা শতানন্দ পুলকিত হইলেন। তিনি বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মুনিবর, আপনি কি রামকে দীর্ঘকাল তপস্যানিরতা আমার যশস্বিনী জননীকে দেখাইয়াছেন? মহর্ষি, আমার মহাভাগ্যবতী জননী কি রামকে বন্য ফলমূল-পুষ্পাদির দ্বারা সংবর্ধনা করিয়াছেন? রামদর্শনে শাপমুক্তা আমার জননী পিতার সহিত মিলিত হইয়াছেন তো? রাম আমার পিতা-কর্তৃক সংবর্ধিত হইয়াছেন তো?

বিশ্বামিত্র প্রত্যুত্তরে শতানন্দকে বলিলেন,—মুনিবর, সকল কাজই যথোচিতভাবে করা হইয়াছে এবং তোমার জননী অহল্যাও গৌতমের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

তখন শতানন্দ রামকে বলিলেন,—নরবর, তোমার শুভাগমন হউক। আমাদের সৌভাগ্যবশে তুমি অজেয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত এখানে আসিয়াছ। অচিন্ত্য অমিতপ্রভাব মহাতেজা বিশ্বামিত্র তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মর্ষি হইয়াছেন। ইঁহাকে জগতের পরম আশ্রয়স্থল বলিয়া জানিবে। রাম, পৃথিবীতে তোমার অপেক্ষা অধিকতর ভাগ্যবান ব্যক্তি আর কেহ নাই, কারণ মহাতপা বিশ্বামিত্র তোমার রক্ষক। আমি তাঁহার বৃত্তান্ত বলিতেছি, শোন।

বিশ্বামিত্র দীর্ঘকাল রাজা ছিলেন। কুশ নামক এক নৃপতি ছিলেন। তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র। কুশের পুত্র কুশনাভ। কুশনাভের পুত্র গাধি। গাধির পুত্র মহাতেজা মহামুনি বিশ্বামিত্র। ইনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। এক সময়ে রাজা বিশ্বামিত্র চতুরঙ্গ সৈন্য সমন্বিত এক অক্ষৌহিণী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পৃথিবী

পরিভ্রমণে বাহির হইলেন। ক্রমে বহু নগর রাজ্য নদী মহাপর্বত ও আশ্রমে বিচরণ করিয়া অবশেষে তিনি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। (৫১ সর্গ)

দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকতুল্য সেই আশ্রম দেখিয়া বিশ্বামিত্র পরম-প্রীত হইলেন। তিনি বিনীতভাবে বশিষ্ঠকে প্রণাম করিলেন। বশিষ্ঠ 'আপনার শুভাগমন হউক' বলিয়া বিশ্বামিত্রকে যথারীতি আসন ও ফলমূল প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের অভ্যর্থনা গ্রহণ এবং তাঁহার তপস্যা অগ্নিহোত্র ও শিষ্যদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পরে বনস্পতিগণেরও কুশলপ্রশ্ন করিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—সব কুশল। তারপর তিনি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—রাজা, আপনার কুশল তো ? আপনি ধর্মানুসারে প্রজারঞ্জন এবং অন্যান্য রাজোচিত কর্তব্যসাধন করিয়া প্রজাপালন করিতেছেন তো ? আপনার ভৃত্যগণকে বেতনাদি দানে প্রতিপালন করিতেছেন তো ? তাহারা আপনার আজ্ঞাধীন আছে তো ? আপনার সকল শত্রু পরাজিত হইয়াছে তো ? আপনার পুত্র পৌত্র মিত্র সৈন্য ও রাজকোষের কুশল তো ?

রাজা বিশ্বামিত্র সবিনয়ে বশিষ্ঠকে সকল বিষয়েরই কুশল বলিলেন। তখন বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—রাজা, আমি এই সৈন্যদলের ও আপনার যথাযোগ্য আতিথ্য করিতে চাই, তাহা গ্রহণ করুন। আপনি অতিথিশ্রেষ্ঠ, সযত্নে পূজনীয়।

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—আপনার অভ্যর্থনাসূচক কথায়ই আমার আতিথ্য করা হইয়াছে। ভগবান, আপনার আশ্রমের ফলমূল পাদ্য ও আচমনীয়ের এবং আপনার দর্শনের দ্বারা আমি সর্বপ্রকারে সংবর্ধিত হইয়াছি। আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আমি এখন

প্রস্থান করিব, আপনি আমাকে সস্নেহদৃষ্টিতে অবলোকন করুন।—রাজা বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে, বশিষ্ঠ বার বার তাঁহাকে আতিথ্য গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।

বশিষ্ঠ প্রীত হইয়া তাঁহার নিখুঁত (বা সুপরিচ্ছন্না) ও বিচিত্রবর্ণা* হোমধেনুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—শবলা,† শোন। আমি উৎকৃষ্ট ভোজ্যবস্তুদ্বারা সৈন্যদলের সহিত এই রাজর্ষির আতিথ্য করিতে চাই, তুমি সে-সকল দিয়া আমার সঙ্কল্প সুসিদ্ধ কর। কামদায়িনী, ষড়্‌রসের‡ মধ্যে যাহার যে যে রসে অভিরুচি, আমার তৃপ্তির জন্য তুমি তাহাকে সেই সকল রস প্রচুর পরিমাণে দাও। শবলা, তুমি শীঘ্র সুস্বাদু অন্ন, পানীয়, লেহ্য ও চোষ্য-বস্তু সমন্বিত সকল প্রকার ভোজ্যরাশি সৃষ্টি কর। (৫২ সর্গ)

রাম, বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে, কামধেনু শবলা যাহার যাহা বাঞ্ছিত তাহার জন্য সেই সেই কাম্যবস্তু উৎপাদন করিতে লাগিল। ইক্ষু, মধু, লাজ (খই), নানারূপ মৈরেয় মদ্য, উত্তম উত্তম আসব, বহুবিধ মহামূল্য পানীয়, নানাপ্রকার ভক্ষ্যবস্তু, পর্বতপ্রমাণ উষ্ণ অন্নরাশি, নানাবিধ পায়স, বিবিধ সূপ (ব্যঞ্জন), অনেক দধিকুল্যা,§

---

* কল্মাষীং ধূতকল্মষাম্ (মূল)। কল্মষ—মালিন্য, দোষ, খুঁত। কল্মাষীং—চিত্রবর্ণাং হোমধেনুম্ (রামায়ণতিলক)। 'চিত্রং কির্মীর-কল্মাষ—' (অমরকোষ)। ধূতকল্মষাম্—প্রক্ষালিতপঙ্কাদিকাং (রামায়ণশিরোমণি)।

† বশিষ্ঠের কামধেনুর অপর নাম সুরভি।

‡ মধুর কটু কষায় লবণ অম্ল তিক্ত—খাদ্যের এই ছয় রকম রস বা স্বাদ।

§ দধিকুল্যা—দধিপূর্ণ কৃত্রিম ক্ষুদ্র নদী—অর্থাৎ দধিপূর্ণ সুবৃহৎ পাত্র।

বহুপ্রকার স্বাদু ও রসাল খাণ্ডবে* পরিপূর্ণ রজতনির্মিত সহস্র সহস্র ভোজনপাত্র উৎপন্ন হইল। বিশ্বামিত্রের সৈন্যদল বশিষ্ঠের দ্বারা এইরূপে সুসংকৃত হইয়া অতিশয় তৃপ্ত হইল। বিশ্বামিত্র তাঁহার পুরোহিত, অমাত্য, মন্ত্রী ও ভৃত্যাদির সহিত সংবর্ধিত হইয়া সানন্দে বশিষ্ঠকে বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষি, আপনি পূজনীয়, আপনার দ্বারা আমি অভ্যর্থিত ও সুসংকৃত হইয়াছি। বাক্য-বিশারদ, আপনি আমার একটি কথা শুনুন। এক লক্ষ গাভীর বিনিময়ে শবলাকে আমায় দিন। এই শবলা রত্নস্বরূপা এবং রাজাই সকল রত্নের অধিকারী—সেজন্য রাজা বলপূর্বকও রত্ন লইয়া থাকেন। শবলা ধর্মানুসারে আমারই প্রাপ্য, অতএব আপনি শবলাকে আমায় দিন।

বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—রাজা, শতসহস্র বা শতকোটি গাভীর অথবা রাশীকৃত রজতের বিনিময়েও আমি শবলাকে দিব না। আমি শবলাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। মনস্বী ব্যক্তির কীর্তির ন্যায় এই শবলা আমার চিরসহচরী। আমার হব্য (দেবোদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন), কব্য (পিতৃপুরুষের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন), জীবনযাত্রা, অগ্নিহোত্র, পূজা ও হোম এই শবলার সাহায্যেই নির্বাহিত হয়। রাজর্ষি, শপথ করিয়া বলিতেছি, এই গাভী-ই আমার সর্বস্ব এবং ইহাই আমার সন্তোষের মূলকারণ। এই সকল কারণে আমি শবলাকে দিতে পারি না।

বিশ্বামিত্র শবলাকে পাইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া বশিষ্ঠকে বলিলেন,—সুব্রত, আমি আপনাকে সুবর্ণনির্মিত ঘণ্টাযুক্ত মধ্যবন্ধন-শৃঙ্খল, সুবর্ণের গ্রীবাবন্ধনশৃঙ্খল ও সুবর্ণময় অঙ্কুশে ভূষিত চতুর্দশ

* খাণ্ডব—মিছরি বা ইক্ষু-গুড় ইত্যাদিতে প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ।

সহস্র হস্তী, শ্বেত অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত ও কিঙ্কিণী (ক্ষুদ্র ঘণ্টা)-বিভূষিত অষ্টশত স্বর্ণরথ, কম্বোজ বাহ্লীক প্রভৃতি সু-দেশে উৎপন্ন ও সৎজাতীয় মহাতেজস্বী একসহস্র দশটি অশ্ব এবং নানাবর্ণের ও প্রাপ্তবয়স্কা (তরুণী) এক কোটি গাভী দিতেছি, আপনি শবলাকে আমায় দিন। দ্বিজোত্তম, আপনি যে পরিমাণ রত্ন কিংবা স্বর্ণ চাহিবেন, আমি আপনাকে তাহাই দিব, আপনি শবলাকে আমায় দিন।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাজা, অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই— আমি কিছুতেই শবলাকে দিতে পারিব না। (৫৩ সর্গ)

রাম, বশিষ্ঠ যখন কোনরূপেই কামধেনু শবলাকে দিলেন না, তখন বিশ্বামিত্র বলপূর্বক তাহাকে লইয়া চলিলেন। শবলা বশিষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় শোকে কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিল। পরে সে বিশ্বামিত্রের শত শত ভৃত্যকে অতিক্রম করিয়া চীৎকার করিতে করিতে বায়ুবেগে বশিষ্ঠের পাদমূলে আসিয়া পড়িল এবং সরোষে মেঘগম্ভীর স্বরে বলিল,—ভগবান, আপনি কি আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, যে রাজসৈন্যগণ আমাকে লইয়া যাইতেছে ?

তখন বশিষ্ঠ বলিলেন,—শবলা, আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই, আর তুমি আমার কোন অপকারও কর নাই। বলোন্মত্ত রাজা বিশ্বামিত্র আমার নিকট হইতে তোমাকে সবলে লইয়া যাইতেছেন। বিশ্বামিত্রের তুল্য বল আমার নাই, বিশেষতঃ ইনি রাজা এবং আজ আমার অতিথি। আর অশ্ব গজ ও রথসমাকুল এক অক্ষৌহিণী সৈন্য ও ইঁহার সহিত রহিয়াছে, সুতরাং ইনি অতিশয় বলসম্পন্ন।

শবলা বলিল, ক্ষত্রিয়ের বল ব্রাহ্মণের বল হইতে অধিক—মনীষীরা এরূপ বলেন না। দিব্য ব্রহ্মবল ক্ষত্রিয়বল হইতে বলবত্তর। আপনার বল অপরিমেয়; বিশ্বামিত্র মহাবীর্যবান বটেন, কিন্তু আপনার ব্রহ্মতেজ অসহনীয়। আপনি আমাকে আজ্ঞা দিন, আমি ব্রহ্মবলে পুষ্ট হইয়া এই দুরাত্মার বল দর্প ও প্রচেষ্টা বিনষ্ট করি।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—শবলা, তুমি শত্রুসৈন্য বিনাশের জন্য সৈন্য সৃষ্টি কর। তখন সেই কামধেনু সৈন্য সৃষ্টি করিল। তাহার হাম্বারবে শত শত পহ্লব সৈন্য সৃষ্ট হইয়া বিশ্বামিত্রের সম্মুখেই তাঁহার সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র পরমক্রোধাবিষ্ট হইয়া নানারূপ অস্ত্রাদির দ্বারা সেই পহ্লব সৈন্যদিগকে বধ করিলেন। তাহা দেখিয়া শবলা পুনরায় ভয়ঙ্কর শক ও যবন সেনা সৃষ্টি করিল। তাহারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যদিগকে বিধ্বস্ত করিতে থাকিলে, বিশ্বামিত্র বিবিধ অস্ত্র প্রয়োগে সেই যবন কাম্বোজ ও বর্বর সৈন্যগণকে আকুল করিয়া তুলিলেন। (৫৪ সর্গ)

তখন বশিষ্ঠ শবলাকে বলিলেন,—কামদা, তুমি যোগবলে আবার সৈন্য সৃষ্টি কর। সেই কামধেনুর হুঙ্কারে তেজস্বী কাম্বোজগণ, স্তন হইতে সশস্ত্র বর্বরগণ, যোনি হইতে যবনগণ, মলদ্বার হইতে শকগণ এবং লোমকূপ হইতে বহু হারীত ও কিরাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণ উৎপন্ন হইল। এই সৈন্যেরা বিশ্বামিত্রের অশ্ব, গজ, রথ ও পদাতিক সৈন্যসমূহকে একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। তখন বিশ্বামিত্রের শতপুত্র যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া ও নানা অস্ত্র হাতে লইয়া ছুটিল। বশিষ্ঠ হুঙ্কারে তাহাদের ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র লজ্জিত ও চিন্তাবিষ্ট হইলেন।

তিনি নিস্তরঙ্গ সমুদ্র, ভগ্নদন্ত সর্প ও রাহুগ্রস্ত সূর্যের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন এবং নিজকে ছিন্নপক্ষ পক্ষীর মত নিঃসহায় বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে ক্ষত্রধর্মানুসারে রাজ্যপালনে নিযুক্ত করিয়া, মহাদেবকে প্রসন্ন করিবার জন্য হিমালয়ে যাইয়া দারুণ তপস্যা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে দেবদেব মহাদেব বিশ্বামিত্রকে দেখা দিয়া বলিলেন,—রাজা, তুমি কিজন্য তপস্যা করিতেছ? তুমি কি বর চাও বল। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—মহাদেব, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অঙ্গ (প্রয়োগ), উপাঙ্গ (প্রত্যাহার), উপনিষৎ (মন্ত্র) ও রহস্য (গূঢ় তাৎপর্য)-সহ ধনুর্বেদ (অস্ত্রবিদ্যা) আমাকে দান করুন। দেব দানব মহর্ষি গন্ধর্ব যক্ষ ও রাক্ষসদিগের মধ্যে যে-সকল অস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহা আমার নিকট প্রকাশিত হউক।—মহাদেব 'তাহাই হউক' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

বিশ্বামিত্র সেই অস্ত্রসকল লাভ করিয়া অতিশয় গর্বিত হইলেন এবং বশিষ্ঠকে নিহত বলিয়াই মনে করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের আশ্রমে আসিয়া নানা অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ-সকল অস্ত্রের তেজে সেই তপোবন দগ্ধ হইতে থাকিল। আশ্রম-বাসী মুনিরা ও মৃগপক্ষিগণ নানা দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। আশ্রম জনপ্রাণিশূন্য ও নিঃশব্দ হইয়া মরুভূমির ন্যায় হইল। তখন বশিষ্ঠ বার বার বলিতে লাগিলেন,—তোমরা ভীত হইও না, সূর্যের নীহার বিনাশের ন্যায় আমি এখনই গাধিনন্দন বিশ্বামিত্রকে বিনাশ করিতেছি। আর তিনি সক্রোধে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—

দুরাচার, তুই এই চিরসমৃদ্ধ আশ্রম বিনষ্ট করিয়াছিস্, তুই আর জীবিত থাকিতে পারিবি না।—এই বলিয়া পরমক্রুদ্ধ বশিষ্ঠ তাঁহার দ্বিতীয়যমদণ্ডতুল্য ব্রহ্মদণ্ড উত্তোলন করিলেন এবং ধূমরহিত কালাগ্নির ন্যায় প্রতীত হইলেন। (৫৫ সর্গ)

বশিষ্ঠের কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র 'তিষ্ঠ, তিষ্ঠ' বলিয়া আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধান করিলেন। তখন বশিষ্ঠ কালদণ্ডসদৃশ ব্রহ্মদণ্ড তুলিয়া সক্রোধে বলিলেন,—ক্ষত্রিয়াধম, এই আমি দাঁড়াইয়া আছি, তোর যত শক্তি আছে তাহা দেখা। আমি এখনই তোর অস্ত্রলাভের গর্ব খর্ব করিতেছি। কোথায়-বা মহান ব্রহ্মবল, আর কোথায়-বা তোর ক্ষত্রিয়বল। তুই আমার দিব্য ব্রহ্মবল দেখ্।—জলের দ্বারা অগ্নির বেগ যেমন প্রশমিত হয়, বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা বিশ্বামিত্রের ভয়ঙ্কর আগ্নেয়াস্ত্রও সেইরূপ প্রশমিত হইল। তখন বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বারুণাস্ত্র রৌদ্রাস্ত্র ঐন্দ্রাস্ত্র পাশুপতাস্ত্র ও ঐষিকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। পরে তিনি মানবাস্ত্র, মোহন নামক গান্ধর্বাস্ত্র, স্বাপনাস্ত্র, জৃম্ভণাস্ত্র, মোহনাস্ত্র, সন্তাপন ও বিলাপনাস্ত্র, শোষণাস্ত্র, দারুণাস্ত্র, সুদুর্জয় বজ্রাস্ত্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বারুণপাশ, পৈনাকাস্ত্র, শুষ্ক ও আর্দ্র নামক বজ্রদ্বয়, দণ্ডাস্ত্র, পৈশাচাস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ব্যাস্ত্র, মথনাস্ত্র, হয়শির নামক অস্ত্র, কঙ্কাল ও মুষল নামক শক্তিদ্বয়, বৈদ্যাধর মহাস্ত্র, দারুণ কালাস্ত্র, ভয়ঙ্কর ত্রিশূলাস্ত্র, কাপালাস্ত্র এবং কিঙ্কিণী-অস্ত্র—এই সকল অস্ত্র বশিষ্ঠের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বশিষ্ঠ সেই অস্ত্রসমূহ তাঁহার ব্রহ্মদণ্ডদ্বারা গ্রাস (প্রতিহত) করিলেন; এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল।

সেই অস্ত্রসকল ব্যর্থ হইলে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন।

তাহা দেখিয়া দেবগণ দেবর্ষিগণ গন্ধর্বগণ মহাসর্পগণ ও ত্রিলোকের অন্যান্য সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। রাম, সেই অতি ভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্রও বশিষ্ঠ তাঁহার ব্রহ্মতেজপ্রভাবে ব্রহ্মদণ্ডদ্বারা প্রতিহত করিলেন। তখন বশিষ্ঠ ত্রিলোকমোহকর ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত লোমকূপ হইতে সধূম অগ্নিশিখার ন্যায় শিখাসকল নির্গত হইতেছিল। ব্রহ্মদণ্ডও নির্ধূম কালাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন মুনিগণ বশিষ্ঠকে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন,—ব্রহ্মর্ষি, আপনার বল অব্যর্থ, আপনি স্বীয় তেজে এই তেজ সংবরণ করুন; ত্রিলোকের ক্লেশ দূর হউক। বিশ্বামিত্র আপনার দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছেন, সুতরাং আপনার বলই (ব্রহ্মবলই) অমোঘ ও শ্রেষ্ঠ।

ইহা শুনিয়া বশিষ্ঠ শান্তভাব ধারণ করিলেন। বিশ্বামিত্র দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—ক্ষত্রিয়বলে ধিক্, ব্রহ্মবলই প্রকৃষ্ট বল। একমাত্র ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারাই আমার সকল অস্ত্র বিনষ্ট হইল। ইহা দেখিয়া আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন ক্ষত্রিয়সুলভ উগ্রভাব ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন হইয়াছে। যাহাতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়, এখন আমি সেইরূপ মহাতপস্যা করিব। (৫৬ সর্গ)

১৯

বিশ্বামিত্রের তপস্যা—ত্রিশঙ্কু (৫৭-৬০ সর্গ)

রাম, তারপর বিশ্বামিত্র মহিষীর সহিত দক্ষিণদিকে যাইয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেখানে তাঁহার হবিষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ, দৃঢ়নেত্র ও মহারথ নামে সত্য ও ধর্মপরায়ণ চারিটি পুত্র

জন্মিল। পরে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন,—কুশিকপুত্র, তুমি তপোবলে রাজর্ষিলোক জয় করিয়াছ, সুতরাং আমরা তোমাকে রাজর্ষি জ্ঞান করিতেছি। এই বলিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গেলেন। ব্রহ্মার কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোবদন হইলেন এবং মহাদুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—আমি অতি কঠোর তপস্যা করিলাম, তবু আমি কেবল রাজর্ষি বিবেচিত হইলাম ; বোধ হয় আমার তপস্যায় কোন ফল হয় নাই।—এইরূপ স্থির করিয়া তিনি পুনরায় তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ত্রিশঙ্কু নামে ইক্ষ্বাকু-কুলের একজন জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী রাজা ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞ করিয়া সশরীরে স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা হইল। তিনি বশিষ্ঠকে নিজের ইচ্ছার কথা বলিলে বশিষ্ঠ বলিলেন,—আমি সেরূপ যজ্ঞ করিতে পারিব না।—ত্রিশঙ্কু তখন দক্ষিণদিকে বশিষ্ঠের শতপুত্র যেখানে তপস্যা করিতেছিলেন, সেখানে গেলেন। তিনি গুরুপুত্রগণকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিলেন,—আমি যাহাতে সশরীরে দেবলোকে যাইতে পারি আপনারা সেজন্য যজ্ঞ করুন। গুরু বশিষ্ঠ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া আমি আপনারা ছাড়া এই যজ্ঞানুষ্ঠানের অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না। পুরোহিত বশিষ্ঠই ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের পরম গতি (প্রধানতম আশ্রয়), তাঁহার পর আপনারাই আমার ইষ্টদেবতাস্বরূপ। (৫৭ সর্গ)

তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশঙ্কুকে বলিলেন,—দুর্বুদ্ধি, বশিষ্ঠ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তবু কেন তুমি অন্যের শরণাপন্ন হইতেছ ? তোমার তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করা উচিত নয়। তিনি যে যজ্ঞ করিতে পারিবেন না বলিয়াছেন, আমরা কিরূপে

তাহা করিব? নরশ্রেষ্ঠ, তুমি বুদ্ধিহীন হইয়াছ; তুমি স্বগৃহে ফিরিয়া যাও। ভগবান বশিষ্ঠ ত্রিলোকের সকল যজ্ঞই করাইতে সমর্থ, সুতরাং তাঁহার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত তোমার যজ্ঞ করিয়া আমরা কিরূপে তাঁহার অপমান করিতে পারি?

তখন ত্রিশঙ্কু বলিলেন,—আমি পূর্বে ভগবান বশিষ্ঠের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, এখন গুরুপুত্র আপনারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, সুতরাং এই যজ্ঞ নির্বাহের জন্য আমি অন্য উপায় অবলম্বন করিব। তপোধনগণ, আপনাদের মঙ্গল হউক।— ঋষিপুত্রেরা ত্রিশঙ্কুর সেই দুরভিসন্ধিপূর্ণ কথায় পরম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'তুমি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে' এইরূপ অভিশাপ দিলেন।

অনন্তর রাত্রি অবসানে ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি নীলবস্ত্র-পরিহিত, নীলবর্ণ, রুক্ষদেহ, খর্বকেশ, শ্মশানজাত পুষ্পের মাল্যে ভূষিত, চিতাভস্মে বিলেপিত-দেহ ও লৌহ-আভরণধারী হইলেন। তখন তাঁহার মন্ত্রিগণ ও পুরবাসীরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ত্রিশঙ্কু সেই দুঃখে দিবানিশি দগ্ধ হইয়া একাকীই বিশ্বামিত্রের নিকট গেলেন। রাম, বিফলমনোরথ ও চণ্ডালরূপী সেই রাজাকে দেখিয়া বিশ্বামিত্রের মনে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন,—রাজা, তোমার মঙ্গল হউক; তুমি কি জন্য আমার নিকট আসিয়াছ, বল। ত্রিশঙ্কু করজোড়ে বিশ্বামিত্রকে সকল কথা জানাইয়া বলিলেন,—আমি এক শত যজ্ঞ করিয়াছি, কিন্তু কাম্যফল লাভ করিতে পারি নাই। ক্ষত্রধর্মের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি পূর্বে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই এবং মহাকষ্টে পড়িলেও ভবিষ্যতেও বলিব না। আমি বহুবিধ

যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্মানুসারে প্রজাপালন এবং গুরুজনদিগকে সদ্গুণ ও সদাচারের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছি। মুনিশ্রেষ্ঠ, আমি ধর্মানুষ্ঠানে যত্নশীল ও যজ্ঞানুষ্ঠানে ইচ্ছুক হইলেও বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুগণ আমার উপর পরিতুষ্ট হইতেছেন না। এরূপ অবস্থায় পুরুষকারকে নিরর্থক এবং দৈবকেই (অদৃষ্টকেই) অধিকতর বলবান বলিয়া মনে হয়। মুনিবর, ভাগ্যদোষে বিনষ্টকর্মা ও একান্ত বিপন্ন হইয়া আমি আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি; আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন। (৫৮ সর্গ)

বিশ্বামিত্র কৃপাপরবশ হইয়া মধুর বচনে ত্রিশঙ্কুকে বলিলেন,—বৎস, তুমি যে পরমধার্মিক তাহা আমি জানি। আমি তোমাকে আশ্রয় দিব, তুমি ভীত হইও না। তোমার যজ্ঞকার্যে সাহায্য করিবার জন্য আমি পুণ্যকর্মা মহর্ষিদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি, তাহা হইলেই তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া যজ্ঞ করিতে পারিবে। গুরুর শাপে তোমার এই যে রূপ হইয়াছে, এই রূপ লইয়াই তুমি সশরীরে স্বর্গে যাইবে। এইরূপ বলিয়া বিশ্বামিত্র তাঁহার পুত্রদিগকে যজ্ঞের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। পরে তিনি শিষ্যদের ডাকিয়া বলিলেন,—তোমরা ঋত্বিক ও বশিষ্ঠের পুত্রগণকে এবং অন্যান্য বহুদর্শী ঋষিদিগকে সুহৃৎ ও শিষ্যগণের সহিত লইয়া আইস। শিষ্যগণ সকল দিকে গেলেন।

তারপর সকল দেশ হইতে ব্রহ্মবাদী ঋষিরা সেখানে আসিতে লাগিলেন, শুধু মহোদয়-ঋষি ও বশিষ্ঠের পুত্রেরা আসিলেন না। তাঁহারা বলিলেন,—যাহার যাজক (পুরোহিত) ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ যে নিজে চণ্ডাল, তাহার যজ্ঞসভায় দেবতা ও ঋষিগণ কেমন করিয়া হবি ভোজন করিবেন? ব্রাহ্মণগণই বা চণ্ডালের অন্ন

ভোজন করিয়া কিরূপে স্বর্গে যাইবেন? তাঁহারা কি বিশ্বামিত্র কর্তৃক রক্ষিত হইয়া স্বর্গে যাইবেন?

শিষ্যদের মুখে সেই কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র সরোষে বলিলেন,—যে দুরাত্মারা এইরূপ দোষারোপ করিয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই ভস্মীভূত হইবে। আজই তাহারা কালপাশে বদ্ধ হইয়া যমালয়ে নীত হইবে এবং সাত শত জন্ম পর্যন্ত বিকৃতাকার, বিরূপ, ঘৃণাহীন, কুকুরমাংসভোজী ও শববস্ত্রাদিহারী মুষ্টিক (ডোম) জাতিরূপে জন্মিয়া সর্বত্র বিচরণ করিবে। দুর্বুদ্ধি মহোদয় লোকনিন্দিত হইয়া নিষাদত্ব (ব্যাধত্ব) প্রাপ্ত হইবে এবং নিষ্ঠুর ও জীবহিংসানিরত হইয়া দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করিবে। (৫৯ সর্গ)

বিশ্বামিত্রের তপোবলে বশিষ্ঠপুত্রগণ ও মহোদয় নিহত হইয়াছেন, ইহা যোগবলে জানিতে পারিয়া বিশ্বামিত্র, ত্রিশঙ্কু যাহাতে সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে পারেন তজ্জন্য ঋষিদিগকে তাঁহার সহিত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতে বলিলেন। ঋষিগণ নিজ নিজ কর্তব্য কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বয়ং বিশ্বামিত্র যাজক হইয়া যথাবিধি যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দীর্ঘকাল অতীত হইলে বিশ্বামিত্র যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য দেবগণকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু দেবতারা যজ্ঞভাগ লইতে আসিলেন না।

তখন বিশ্বামিত্র সক্রোধে স্রুব* তুলিয়া ত্রিশঙ্কুকে বলিলেন,—নরেশ্বর, আমার তপোবল দেখ। আমি তোমাকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাইতেছি। সশরীরে স্বর্গে গমন অতি কঠোর ব্যাপার হইলেও, আমার তপস্যার ফল যাহা-কিছু সঞ্চিত আছে তাহার

* যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতপ্রক্ষেপের জন্য খয়ের ইত্যাদি কাঠের তৈয়ারী পাত্রবিশেষ। (হাতা?)

প্রভাবে তুমি সশরীরে স্বর্গে যাও।—রাম, বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে ত্রিশঙ্কু মুনিগণের সমক্ষে তখনই সশরীরে স্বর্গে গেলেন। তখন ত্রিশঙ্কুকে দেখিয়া দেবগণপরিবৃত ইন্দ্র বলিলেন,—ত্রিশঙ্কু, তুমি মর্ত্যে ফিরিয়া যাও; তুমি গুরুর অভিশাপগ্রস্ত, সুতরাং স্বর্গে বাস করিবার যোগ্য নও। মূঢ়, তুমি অধোমস্তকে ভূতলে পতিত হও।

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের উদ্দেশে 'আমাকে রক্ষা করুন! আমাকে রক্ষা করুন!' উচ্চ-স্বরে এই কথা বলিতে বলিতে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পড়িতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'ঐখানেই থাক! ঐখানেই থাক!' বলিলেন। পরে বিশ্বামিত্র ঋষিগণের মধ্যে থাকিয়াই দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় আকাশের দক্ষিণদিকে অপর এক সপ্তর্ষিমণ্ডল ও নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—আমার সৃষ্ট এই লোকের জন্য আমি অন্য ইন্দ্র সৃষ্টি করিব, অথবা এই লোক ইন্দ্রহীনই থাকিবে।* ইহা বলিয়া ক্রোধবশে তিনি অন্যান্য দেবতাদিগকেও সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন।

তখন সুরাসুর ও ঋষিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া বিশ্বামিত্রের নিকট আসিয়া সানুনয়ে তাঁহাকে বলিলেন,—তপোধন, রাজা ত্রিশঙ্কু গুরুর শাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব ইনি সশরীরে স্বর্গে যাইবার যোগ্য নহেন। তাহা শুনিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন,—দেবগণ, আপনাদের মঙ্গল হউক; আমি এই ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গারোহণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, তাহা মিথ্যা হয় ইহা আমি চাই না। ইনি সশরীরে চিরকাল স্বর্গবাসী হউন এবং আমার সৃষ্ট এই

* অর্থাৎ ত্রিশঙ্কুই সেখানকার ইন্দ্র হইবেন। (রামায়ণতিলক)

নক্ষত্রনিচয়ও ইহার চতুর্দিকে চিরস্থায়ী হইয়া থাকুক। দেবগণ, আপনারা ইহা অনুমোদন করুন।

দেবগণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—মুনিবর, আপনি যাহা বলিলেন তাহাই হইবে, আপনার সৃষ্ট এই নক্ষত্রসকল আকাশে বৈশ্বানর-পথের* বাহিরে বিরাজিত থাকিবে এবং ত্রিশঙ্কু তাহাদের মধ্যে দেবতুল্য দেদীপ্যমান হইয়া অধোমস্তকে অবস্থান করিবেন। আর নক্ষত্রগণ যেরূপ স্বর্গত ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার সৃষ্ট এই জ্যোতিষ্কেরা সর্বদা এই সিদ্ধকাম ও কীর্তিমান ত্রিশঙ্কুর অনুগমন করিবে।† বিশ্বামিত্র 'তাহাই হউক' বলিয়া দেবগণের কথায় সম্মত হইলেন। পরে দেবগণ ও ঋষিবৃন্দ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। (৬০ সর্গ)

২০

অম্বরীষের কাহিনী—শুনঃশেপ (৬১-৬২ সর্গ)

তারপর বিশ্বামিত্র নিজ তপোবনবাসী মুনিদিগকে বলিলেন,—এই দক্ষিণদিকে অবস্থানে আমার তপস্যায় মহাবিঘ্ন‡ উপস্থিত

---

* 'জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ অনাদি জ্যোতিশ্চক্রমার্গের'—অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ইত্যাদি চিরন্তন জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিপথের। (রামায়ণভূষণ)

† অর্থাৎ আপনার সৃষ্ট নক্ষত্রগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিয়াই ত্রিশঙ্কু স্বর্গ-সুখ ভোগ করিবেন এবং তাঁহার স্বর্গলাভের বাসনাও পূর্ণ হইবে।

‡ 'ত্রিশঙ্কুযাজনমূলক ক্রোধাবেশরূপ মহাবিঘ্ন'—অর্থাৎ ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিবার সময়ে ক্রোধের উদ্রেক হওয়ায় বিশ্বামিত্রের নিজের তপস্যায় যে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। (রামায়ণশিরোমণি)

হইয়াছে, সুতরাং আমি এ-স্থান ছাড়িয়া পশ্চিমাঞ্চলে সুখকর (শান্তিপূর্ণ) পুষ্করতীর্থে যাইয়া সুখে (শান্তিতে) তপস্যা করিব। এই বলিয়া বিশ্বামিত্র পুষ্করতীর্থে আসিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অযোধ্যাপতি অম্বরীষ একটি যজ্ঞ করিতেছিলেন। ইন্দ্র সেই যজ্ঞের পশু হরণ করিলেন। তখন পুরোহিত অম্বরীষকে বলিলেন,—মহারাজ, আপনার দোষেই যজ্ঞের পশু অপহৃত হইয়াছে। যে রাজা প্রজা, যজ্ঞীয় পশু ইত্যাদির রক্ষণে অসমর্থ হন, তিনি সেই দোষে বিনষ্ট হইয়া থাকেন। যজ্ঞের অন্যান্য কাজ হইতে হইতে আপনি শীঘ্র খোঁজ করিয়া সেই পশুকে কিংবা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কোন মনুষ্যকে বলিরূপে আনিয়া দিন

অম্বরীষ সেই উদ্দেশ্যে নানা দেশ, জনপদ, নগর, বন ও পুণ্য আশ্রমে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভৃগুতুঙ্গ নামক পর্বতশিখরে পত্নী ও পুত্রগণের সহিত উপবিষ্ট ঋচীককে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে প্রণাম ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া অম্বরীষ বলিলেন,—মহাভাগ, যজ্ঞে বলিপ্রদানের উপযোগী একটি মনুষ্যের জন্য আমি সকল দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু তাহা পাই নাই। আপনি যদি এক লক্ষ গাভীর বিনিময়ে আপনার একটি পুত্রকে আমার নিকট বিক্রয় করেন, তবে আমি কৃতার্থ হই। ঋচীক বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ, আমি জ্যেষ্ঠপুত্রকে কিছুতেই বিক্রয় করিতে পারিব না। ঋচীকের পত্নী বলিলেন,—রাজা, স্বামী জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিক্রয় করিবেন না, আমারও এই কনিষ্ঠপুত্র শুনক অতিশয় প্রিয়, আমিও তাহাকে দিতে পারি না। নরশ্রেষ্ঠ, প্রায়ই জ্যেষ্ঠপুত্রেরা পিতাদের ও

কনিষ্ঠপুত্রেরা মাতাদের প্রিয় হয়, অতএব আমি কনিষ্ঠপুত্রকে রক্ষা করিতে চাই।

রাম, তখন ঋচীকের মধ্যমপুত্র শুনঃশেপ বলিলেন,—রাজা, পিতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে ও মাতা কনিষ্ঠকে বিক্রয় করিবেন না বলিলেন, সুতরাং মনে হইতেছে যে, মধ্যমপুত্র আমিই বিক্রেয়। আপনি আমাকে লইয়া চলুন।—অম্বরীষ বহু স্বর্ণ রৌপ্য রত্ন ও গাভীর বিনিময়ে শুনঃশেপকে লইয়া পরমানন্দে চলিলেন। (৬১ সর্গ)

যাইতে যাইতে মধ্যাহ্নকালে তাঁহারা পুষ্করতীর্থে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এমন সময় তৃষ্ণা ও শ্রমে কাতর, পরমশোকাতুর, বিষণ্ণবদন শুনঃশেপ তাঁহার তপস্যারত জ্যেষ্ঠমাতুল বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইলেন। তিনি বিশ্বামিত্রের ক্রোড়ে পতিত হইয়া বলিলেন,—মুনিবর, আমার মাতা পিতা জ্ঞাতি ও বান্ধব সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনি ধর্মের দিকে চাহিয়া আমাকে রক্ষা করুন।* আপনি শরণাগতপালক ও সকলের অভীষ্টদাতা, সুতরাং যাহাতে রাজা অম্বরীষ কৃতকার্য হন এবং আমিও দীর্ঘায়ু হইয়া তপস্যার দ্বারা স্বর্গলাভ করিতে পারি সেইরূপ ব্যবস্থা করুন।

বিশ্বামিত্র শুনঃশেপকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া নিজের পুত্রদিগকে বলিলেন,—এই বালক মুনিপুত্র আমার শরণাগত হইয়াছে, তোমরা কেহ অম্বরীষের যজ্ঞের বলি হইয়া ইহার

* অর্থাৎ আপনি মাতুল বলিয়া আমার পিতৃতুল্য; পিতার যেরূপ সন্তানকে রক্ষা করা ধর্ম, আপনারও সেইরূপ সন্তানতুল্য আমাকে রক্ষা করা ধর্ম। উপরন্তু শরণাগত বলিয়াও আমাকে রক্ষা করা আপনার ধর্ম। সুতরাং আপনি আমাকে রক্ষা করিয়া আপনার ধর্ম পালন করুন।

জীবন রক্ষা কর। ইহা শুনিয়া বিশ্বামিত্রের পুত্রেরা অভিমানভরে ও উপহাস করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—ভগবান, নিজের পুত্রগণকে ত্যাগ করিয়া আপনি কেন অন্যের পুত্রকে রক্ষা করিতে চাহিতেছেন ? ইহা কুকুর-ভোজনের ন্যায় গর্হিত কাজ বলিয়াই আমরা বিবেচনা করি। তখন ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া তোরা যে এরূপ ধর্মবিগর্হিত ও নিদারুণ কথা বলিলি, সেজন্য তোরা বশিষ্ঠের পুত্রগণের মত কুকুরমাংসভোজী মুষ্টিকজাতি (ডোম) হইয়া সহস্র বৎসর এই পৃথিবীতে বাস করিবি।

পুত্রদিগকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া বিশ্বামিত্র প্রাণভয়ে ভীত শুনঃশেপকে নির্বিঘ্নে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া * বলিলেন,—মুনিপুত্র, অম্বরীষের যজ্ঞে কুশপাশে বদ্ধ, রক্তমাল্য ও চন্দনে ভূষিত হইয়া যখন তুমি বৈষ্ণবযূপে† আবদ্ধ হইবে, তখন তুমি অগ্নিমন্ত্রে অগ্নির স্তুতি এবং আমার প্রদত্ত এই দুইটি দিব্য গাথা (স্তোত্র) ‡ গান করিবে, তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

শুনঃশেপ পরম অভিনিবেশ সহকারে সেই স্তোত্র দুইটি শিখিয়া তাড়াতাড়ি অম্বরীষের নিকটে আসিয়া বলিলেন,—নৃপবর, চলুন আমরা যাই। অম্বরীষ আলস্য ত্যাগ করিয়া দ্রুত যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

---

* কৃত্বা রক্ষাং নিরাময়াম্ (মূল)। রক্ষাং—মন্ত্রিত ভস্ম ও ধূলি ইত্যাদি প্রক্ষেপরূপ। (রামায়ণভূষণ)

† যে যূপের অধিপতি বিষ্ণু।

‡ একটি ইন্দ্র-বিষয়ক এবং অপরটি বিষ্ণু-বিষয়ক। (রামায়ণতিলক)

তৎপর সদস্যগণের সম্মতিক্রমে অম্বরীষ কুশরজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ ও যজ্ঞীয় পশুর স্থলাভিষিক্ত শুনঃশেপকে রক্তবস্ত্র পরাইয়া যূপে বন্ধন করিলেন। তখন শুনঃশেপ অগ্নিমন্ত্রে অগ্নির স্তুতি করিয়া বিশ্বামিত্রপ্রদত্ত স্তোত্র দুইটির দ্বারা ইন্দ্র ও বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ও বিষ্ণু প্রীত হইয়া শুনঃশেপকে দীর্ঘায়ু প্রদান করিলেন। অম্বরীষও যজ্ঞ শেষ করিয়া ইন্দ্র ও বিষ্ণুর কৃপায় বহুগুণ ফল পাইলেন। এদিকে বিশ্বামিত্রও পুষ্করতীর্থে বাস করিয়া আবার সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। (৬২ সর্গ)

২১

বিশ্বামিত্রের ঋষিত্ব ও মহর্ষিত্ব লাভ—রম্ভাকে অভিশাপ —ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ (৬৩-৬৫ সর্গ)

সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে বিশ্বামিত্র যখন ব্রতান্তে স্নান করিলেন, তখন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সেখানে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি তোমার শুভকর্মের দ্বারা ঋষি হইলে; তোমার মঙ্গল হউক। এই বলিয়া ব্রহ্মা স্বর্গে ফিরিলেন। বিশ্বামিত্র পুনরায় কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বহুকাল অতীত হইলে একদিন অপ্সরাশ্রেষ্ঠা মেনকা পুষ্কর-তীর্থে স্নান করিতে আসিলেন। মেনকাকে দেখিয়া কামাতুর হইয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন,—অপ্সরা, তোমার শুভাগমন হউক। তুমি আমার এই আশ্রমে বাস করিয়া আমাকে অনুগৃহীত কর। মেনকা তদবধি সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন এবং ইহাতে বিশ্বামিত্রের তপস্যায় এক মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইল। ক্রমে

তাঁহাদের দশ বৎসর কাল সুখে কাটিয়া গেল। তখন বিশ্বামিত্র যারপরনাই লজ্জিত ও পরিতপ্ত হইলেন। তিনি দেবগণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবিলেন যে, ইহা তাঁহাদেরই কাজ—তাঁহারাই তাঁহার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইয়াছেন। তিনি অনুতপ্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তখন, মেনকা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখিয়া বিশ্বামিত্র মধুরবচনে তাঁহাকে বিদায় দিলেন এবং নিজে উত্তরস্থিত হিমালয় পর্বতে গেলেন। কামজয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া তিনি কৌশিকী নদীর তীরে অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুসহস্র বৎসর গত হইলে দেবগণ ভীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মাকে বলিলেন,—বিশ্বামিত্র নির্বিবাদে মহর্ষি আখ্যা লাভ করুন। তখন ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস, আমি তোমার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমাকে মহর্ষিত্ব দিলাম। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিলেন,—ভগবান, আপনি যখন আমাকে সর্বোত্তম ব্রহ্মর্ষি আখ্যায় অভিহিত করিলেন না, তখনই বুঝিয়াছি, আপনি আমাকে এখনও জিতেন্দ্রিয় মনে করেন না। ব্রহ্মা বলিলেন,—যতদিন তুমি জিতেন্দ্রিয় না হইতেছ ততদিন মনে করিব না। মুনি, তুমি চেষ্টা করিতে থাক। এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণের সহিত প্রস্থান করিলেন।

তখন বিশ্বামিত্র ঊর্ধ্ববাহু, নিরালম্ব (গৃহাদি আশ্রয়শূন্য) ও বায়ুভুক্ হইয়া তপস্যায় রত হইলেন। তিনি গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির (চতুর্দিকে অগ্নি ও ঊর্ধ্বে সূর্যের) মধ্যে, বর্ষাকালে

অনাবৃত স্থলে এবং শীতকালে জলে অবস্থান করিয়া দিবারাত্র তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি সহস্র বৎসর ঘোর তপস্যা করিলেন। ইন্দ্র ও দেবগণের মনে যারপরনাই ভয়ের উদ্রেক হইল। (৬৩ সর্গ)

তখন ইন্দ্র অপ্সরা রম্ভাকে বলিলেন,—রম্ভা, তুমি বিশ্বামিত্রকে প্রলুব্ধ করিয়া সুমহৎ দেবকার্য সম্পন্ন কর। রম্ভা লজ্জিত হইয়া করজোড়ে বলিলেন,—সুরপতি, মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতিশয় উগ্রপ্রকৃতি, তিনি নিশ্চয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে নিদারুণ অভিশাপ দিবেন; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অব্যাহতি দিন। ইন্দ্র বলিলেন,—রম্ভা, তুমি ভয় করিও না, তোমার মঙ্গল হইবে, আমার আদেশ পালন কর। এখন বসন্তকাল, এই বসন্তকালে আমি মনোহর কোকিলরূপে কামদেবের সহিত তোমার পার্শ্বে রমণীয় বৃক্ষে থাকিব। ভদ্রে, তুমিও নানাপ্রকার হাব-ভাব-কটাক্ষাদি-সমন্বিত পরম উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়া তপস্বী বিশ্বামিত্রের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত কর।

রম্ভা পরমরমণীয় রূপ ধরিয়া মৃদুমধুর হাসিতে হাসিতে বিশ্বামিত্রের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই কোকিল কূজন করিতে লাগিল এবং তাহার মনোহর ধ্বনি শ্রবণে পরম পুলকিত বিশ্বামিত্র রম্ভাকে দেখিতে পাইলেন। কোকিলের মধুর রব ও রম্ভার অনুপম সঙ্গীত শুনিয়া এবং তাঁহাকে দেখিয়া মুনিবরের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি সে-সকলই ইন্দ্রের কাজ বুঝিতে পারিলেন এবং সক্রোধে রম্ভাকে এইরূপ অভিশাপ দিলেন—দুর্ভাগিনী রম্ভা, তুই যখন কামক্রোধজয়ে ইচ্ছুক আমাকে প্রলোভিত

করিতে চেষ্টা করিতেছিস্, তখন তুই দশ সহস্র বৎসর পাষাণময়ী হইয়া থাকিবি। পরে কোন তপোবলসম্পন্ন সুমহাতেজা ব্রাহ্মণ* তোকে উদ্ধার করিবেন। বিশ্বামিত্র ক্রোধ-সংবরণে অসমর্থ হইয়া এইরূপ বলিয়া যারপরনাই অনুতপ্ত হইলেন। তাঁহার অভিশাপে রম্ভা তখনই প্রস্তরময়ী হইয়া গেলেন এবং ইন্দ্র ও কামদেব ভয়ে সেখান হইতে পলায়ন করিলেন।

রাম, ক্রোধের জন্য বিশ্বামিত্রের তপোনাশ হওয়ায় তিনি মনে শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—আমি আর কখনও এরূপ রাগের বশবর্তী হইব না এবং কিছুতেই অভিশাপ দিব না। ইন্দ্রিয় জয়ের জন্য আমি দীর্ঘকাল নিশ্বাস রোধ করিয়া শরীর শোষণ করিব। তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করা পর্যন্ত আমি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া অনাহারে থাকিয়া তপস্যা করিব। (৬৪ সর্গ)

রাম, তারপর বিশ্বামিত্র উত্তর দিক ছাড়িয়া পূর্বদিকে যাইয়া অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া এবং দৃঢ়সঙ্কল্প ও কাষ্ঠতুল্য নির্বিকার হইয়া তিনি এরূপ তপস্যা করিতে লাগিলেন যে, সহস্র বৎসর অতীত এবং সে সময়ের মধ্যে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও তাঁহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল না। পরে সেই ব্রত পূর্ণ হইলে তিনি অন্নভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন, এমন সময় ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার নিকটে আসিয়া অন্ন চাহিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে সমস্ত অন্ন দিয়া নিজে অভুক্ত রহিলেন। মৌনাবলম্বনে ছিলেন বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে কিছুই বলিলেন না এবং অনাহারে নিশ্বাস রোধ

---

* বশিষ্ঠ।

করিয়া পুনরায় সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। তাঁহার মস্তক হইতে ধূম নির্গত হইতে লাগিল। তাহাতে ত্রিলোকের সকলে উৎকণ্ঠিত ও সন্তাপিত হইয়া উঠিলেন। তখন দেব ঋষি গন্ধর্ব পন্নগ উরগ ও রাক্ষসগণ ব্রহ্মার নিকটে গিয়া বলিলেন,—দেব, মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বহু প্রকারে প্রলোভিত ও রাগান্বিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই, উপরন্তু তপোবলে তাঁহার প্রভাব সংবর্ধিতই হইতেছে। তাঁহার কিছুমাত্র পাপও দেখা যাইতেছে না। অভিলাষ পূর্ণ না করিলে তিনি তপোবলে ত্রিলোক বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। তাহার পূর্বেই তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত বস্তু প্রদান করুন—এমন কি তিনি দেবরাজ্য চাহিলে, তাহাই তাঁহাকে দিন।

ব্রহ্মা দেবগণের সহিত বিশ্বামিত্রের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে মধুরবচনে বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষি, আমরা তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি উগ্র তপস্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছ। আমি তোমাকে দীর্ঘায়ু প্রদান করিতেছি। সৌম্য, তুমি শান্তি লাভ কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যথা ইচ্ছা যাও। ব্রহ্মা ও দেবগণের এই কথা শ্রবণে আনন্দিত হইয়া বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া সানন্দে বলিলেন,—আমি যদি ব্রাহ্মণত্ব ও দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া থাকি, তবে ওঙ্কার বষট্‌কার* ও বেদসকলে আমার ব্রাহ্মণের ন্যায় অধিকার হউক এবং ধনুর্বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মবেদজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ আমাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া আহ্বান করুন (স্বীকার করুন)।

পরে দেবগণের কথায় বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সহিত মিত্রতা স্থাপন

* দেবতাদের উদ্দেশে ঘৃতাহুতি প্রদানরূপ যজ্ঞ।

করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া মানিয়া লইলেন। তখন দেবতারাও আবার বিশ্বামিত্রকে 'তুমি ব্রহ্মর্ষি এবং ব্রাহ্মণের সকল সংস্কারই তোমার হইয়াছে' বলিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্রও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া তপস্বিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে সংবর্ধনা করিলেন। এইরূপে সফলকাম হইয়া বিশ্বামিত্র সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাম, ইনি মুনিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মূর্তিমান তপস্যাস্বরূপ, সর্বদা ধর্মরত ও মহাপরাক্রমশালী।—দ্বিজবর শতানন্দ এইরূপ বলিয়া নীরব হইলেন।

তারপর জনক করজোড়ে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনি যে রাম-লক্ষ্মণের সহিত আমার যজ্ঞস্থলে আসিয়াছেন, ইহাতে আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইয়াছি। ব্রহ্মর্ষি, সূর্য অস্ত-গমনোন্মুখ হইয়াছেন, সায়ংসন্ধ্যাদি ক্রিয়ার কাল উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং আমাকে তাহা সম্পাদনের অনুমতি দিন। কাল প্রাতে পুনরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। আপনার এখানে আগমন শুভ হউক।

তখন বিশ্বামিত্র জনকের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন এবং রাম-লক্ষ্মণের সহিত নিজের বাসস্থানে ফিরিলেন। (৬৫ সর্গ)

২২

রামের হরধনুর্ভঙ্গ (৬৬-৬৭ সর্গ)

পরদিন প্রাতে জনক বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ভগবান, আপনার কি কার্য সাধন করিতে হইবে আদেশ করুন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাজা দশরথের এই পুত্রদ্বয় আপনার গৃহে যে শ্রেষ্ঠ

ধনু আছে, তাহা দেখিবার ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছেন। আপনি ইঁহাদিগকে সেই ধনু দেখান।

জনক বলিলেন,—মহর্ষি, আমি যেরূপে সেই ধনু পাইয়াছি তাহা শুনুন। পূর্বকালে দক্ষযজ্ঞ নাশের সময় মহাদেব এই ধনু আকর্ষণে দেবগণকে বিধ্বস্ত করিয়া সক্রোধে বলিয়াছিলেন,—দেবগণ, আমি যজ্ঞভাগার্থী হইলেও তোমরা আমার যজ্ঞভাগ দিতেছ না, সেজন্য আমি এই ধনুর দ্বারা তোমাদের মস্তক ছেদন করিব। —মুনিশ্রেষ্ঠ, তখন দেবগণ বিনীতভাবে স্তবস্তুতির দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিলে, তিনি এই ধনু তাঁহাদের দেন। তাঁহারা এই ধনুরত্ন (শ্রেষ্ঠ ধনু) আমাদের পূর্বপুরুষ দেবরাতের নিকট গচ্ছিত রাখেন। পরে একদিন আমার যজ্ঞভূমি কর্ষণের সময় লাঙ্গলের অগ্রভাগ হইতে* এক কন্যা উঠে। ক্ষেত্রশোধনকালে† সীতা‡ হইতে উঠিয়াছে বলিয়া সে সীতা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ভূতল হইতে উত্থিতা সেই কন্যা আমার নিজের কন্যারূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে। অযোনিসম্ভবা সেই কন্যাকে আমি বীর্যশুল্কা করিয়া রাখি।** মুনিশ্রেষ্ঠ, সীতা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, অনেক রাজা আসিয়া তাহার পাণিপ্রার্থনা করিলেন। তখন সেই নরপতিগণের নিকট শিবধনু উপস্থিত করা হইল, কিন্তু তাঁহারা কেহই

* অর্থাৎ লাঙ্গল-ফলক মৃত্তিকা বিদীর্ণ করায় সেখান হইতে লাঙ্গলের মুখে।

† ক্ষেত্রের তৃণাদি অপসারণের সময়।

‡ হলরেখা, ভূমিতে লাঙ্গলে কাটা খাত।

** অর্থাৎ যিনি বীর্যরূপ শুল্ক বা মূল্য দিবেন—যিনি জনকের গৃহের হরধনুতে গুণপ্রদানাদি করিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করিবেন, তাঁহাকেই এই কন্যা সম্প্রদান করা হইবে, জনক এইরূপ পণ করিলেন।

ঐ ধনু ধারণ করিতে বা উত্তোলন করিতে পারিলেন না। সেই নৃপতিগণকে অল্পবীর্য জানিয়া আমি তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম। তখন তাঁহারা পরম ক্রুদ্ধ হইয়া মিথিলা অবরোধ করিলেন। পরে এক বৎসরে আমার সকল যুদ্ধোপকরণ নিঃশেষিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তখন আমি তপস্যায় দেবগণকে প্রসন্ন করিলে, তাঁহারা আমাকে চতুরঙ্গ সৈন্যদল প্রদান করিলেন। অবশেষে সেই নৃপতিরা এবং তাঁহাদের অমাত্যগণ আহত ও পরাজিত হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিলেন। মুনিবর, আমি সেই পরমদীপ্তিমান ধনু রাম-লক্ষ্মণকে দেখাইতেছি। রাম তাহাতে গুণসংযোগ করিতে পারিলে আমি তাঁহাকেই সীতা সমর্পণ করিব। (৬৬ সর্গ)

জনক সানন্দে তাঁহার সচিবগণকে সেই গন্ধলিপ্ত ও মাল্য-বিভূষিত দিব্য ধনু আনাইতে বলিলেন। পাঁচ হাজার দীর্ঘকায় ও মহাবল পুরুষ, অষ্টচক্রবিশিষ্ট যে লৌহনির্মিত শোভন মঞ্জুষায় (সিন্দুকে) ঐ ধনু রক্ষিত ছিল তাহা কোন প্রকারে টানিয়া আনিল।

জনক করজোড়ে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষি, এই ধনু আমার পূর্ববর্তী জনকগণের* দ্বারা বিশেষরূপে পূজিত হইয়াছে। মনুষ্য দূরের কথা, দেব অসুর রাক্ষস গন্ধর্ব কিন্নর ও মহানাগ-গণও এই ধনু অবনমনে, ইহাতে গুণসংযোগে বা শরযোজনায়, ইহার গুণ আকর্ষণে বা ইহাকে ভার-পরীক্ষার্থ কম্পনে

* জনক-রাজার পূর্বপুরুষ মিথির পুত্রের নাম ছিল জনক। তাঁহার নামানুসারে পরবর্তী রাজারা 'জনক' এই সাধারণ নামে (বা উপাধিতে) অভিহিত হইতেন (৭১ সর্গ দ্রষ্টব্য)। প্রকৃতপক্ষে 'জনক' একটি উপাধি বা পদবীবিশেষ।

সমর্থ হন না।—মুনিবর, আপনি ইহা এই রাজপুত্রদ্বয়কে দেখান।

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—বৎস রাম, এই ধনু দেখ। রাম মঞ্জুষা খুলিয়া ধনু দেখিয়া বলিলেন,—আমি এই দিব্য মহাধনু হাত দিয়া স্পর্শ করিতেছি; আমি কি এখন ইহা তুলিবার ও নোয়াইবার চেষ্টা করিব? জনক ও বিশ্বামিত্র বলিলেন,—বেশ, তাহাই কর। তখন রাম অনায়াসেই সেই ধনুর মধ্যস্থলে ধরিয়া তাহা তুলিলেন। পরে তিনি বহু সহস্র লোকের সম্মুখে অবলীলাক্রমে সেই ধনুতে গুণসংযোগ করিয়া তাহা আকর্ষণ করিলেন এবং সেই ধনু মধ্যভাগে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ইহাতে বজ্রপতনের ন্যায় তুমুল শব্দ হইল এবং পর্বত বিদীর্ণ হইলে তাহার নিকটবর্তী স্থানসমূহে যেরূপ ভূমিকম্প হয়, সেই প্রদেশেও সেইরূপ অতি ভীষণ ভূমিকম্প হইল। বিশ্বামিত্র জনক ও রাম-লক্ষ্মণ ভিন্ন সেখানকার সকলেই সেই শব্দে মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

সকলে প্রকৃতিস্থ হইলে, জনক করজোড়ে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ভগবান, রামের পরাক্রম দেখিলাম। তাঁহার এই ধনুতে গুণসংযোগ ইত্যাদি অতি অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় ব্যাপার। আমার কন্যা সীতা রামকে পতিরূপে লাভ করিয়া জনক-কুলে কীর্তি সংস্থাপন করিবে। কুশিকনন্দন, 'সীতা বীর্যশুল্কা' আমার এই প্রতিজ্ঞা সত্য হইয়াছে। আপনার অনুমতি হইলে, আমার মন্ত্রীরা সত্বর রথারোহণে অযোধ্যায় যাইয়া এবং রাজা দশরথকে সকল সংবাদ জানাইয়া বিনয়বচনে তাঁহাকে এখানে লইয়া আসুন।

বিশ্বামিত্র ইহাতে সম্মতি দিলে জনক মন্ত্রিগণকে পত্রাদিসহ অযোধ্যায় পাঠাইলেন। (৬৭ সর্গ)

২৩

দশরথের মিথিলায় আগমন—রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির বিবাহ (৬৮-৭৩ সর্গ)

জনকের দৌত্যকার্যে নিযুক্ত সেই মন্ত্রীরা, তাঁহাদের বাহনগণ ক্লান্ত হওয়ায়, পথে তিন রাত্রি কাটাইয়া অযোধ্যায় আসিলেন। তাঁহাদের নিকট সকল কথা শুনিয়া দশরথ পরম আনন্দিত হইলেন। পরে বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিরা ও মন্ত্রিগণ জনকের প্রস্তাব অনুমোদন করিলে দশরথ বলিলেন, কাল আমরা মিথিলা যাত্রা করিব। (৬৮ সর্গ)

রাত্রি প্রভাতে দশরথের আদেশে ধনাধ্যক্ষগণ সৈন্যাদির দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া, প্রচুর ধনরত্নাদি লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। বশিষ্ঠ বামদেব জাবালি কাশ্যপ মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন-ঋষি অশ্বাদি-বাহিত অত্যুত্তম যানে এবং দশরথ রথারোহণে যাত্রা করিলেন। চতুরঙ্গ বাহিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। চারিদিন পথ চলিয়া তাঁহারা বিদেহ-প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। জনকও দশরথের আগমনের সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের সংবর্ধনার আয়োজন করিলেন।

পরে জনক দশরথের নিকটে আসিয়া সানন্দে তাঁহাকে বলিলেন,—নরবর, আপনার শুভাগমন হউক; আমার সৌভাগ্য যে আমি আপনার দর্শনলাভ করিলাম। দেবগণ-পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় আপনি ভগবান বশিষ্ঠ ও দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের সহিত আমার সৌভাগ্যক্রমেই এখানে আসিয়াছেন। সৌভাগ্যবশে আমার কন্যাদানের সকল প্রতিবন্ধক দূর হইয়াছে এবং মহাবল রঘুবংশীয়-দিগের সহিত সম্বন্ধ (আত্মীয়তা) স্থাপিত হওয়ায় আমার কুল গৌরবান্বিত হইয়াছে। নরেন্দ্র, কাল প্রাতে যজ্ঞান্তে ঋষিশ্রেষ্ঠগণের সহিত আপনি আপনার পুত্রদ্বয়ের বিবাহ সম্পন্ন করুন।

দশরথ বলিলেন,—ধর্মজ্ঞ, প্রতিগ্রহ (দানগ্রহণ) দাতার ইচ্ছাধীন ব্যাপার,* অতএব আপনি যাহা বলিবেন, আমরা তাহাই করিব। জনক দশরথের কথা শুনিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। † অনন্তর পরস্পরের সহিত সম্মিলনে মহা আনন্দিত মুনিগণ সুখে সেই রজনী সেখানে অতিবাহিত করিলেন। দশরথও রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং জনকের দ্বারা সংবর্ধিত হইয়া পরমানন্দে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। তত্ত্বজ্ঞ জনকও যজ্ঞের অবশিষ্ট ক্রিয়াদি ও কন্যাদ্বয়ের ‡ বিবাহ-সম্পর্কে করণীয় সকল কার্যের ব্যবস্থা করিয়া নিদ্রা গেলেন। (৬৯ সর্গ)

পরদিন প্রাতে জনক প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে বলিলেন,—ইক্ষুমতী নদীর তীরে সাঙ্কাশ্যা ** নামে একটি মনোরম নগরী আছে। শত্রুসৈন্য নিবারণের জন্য তাহার প্রাচীরের উপর যন্ত্রফলক স্থাপিত হইয়াছে। আমার ভ্রাতা কুশধ্বজ সেখানে বাস করেন। তিনি সেখান হইতে আমার যজ্ঞ রক্ষা করিয়া থাকেন।*** আমি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি, কারণ তিনি আমার সহিত সীতার বিবাহের আনন্দ উপভোগ করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

এইরূপ বলিয়া জনক কয়েকজন ধীরস্বভাব দূতকে কুশধ্বজকে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। সেই দূতগণের মুখে সকল

---

* অর্থাৎ দাতা দান করিলেই দান গ্রহণ করা সম্ভব হয়, নতুবা সম্ভব হয় না।

† রাম বীর্যশুল্কে সীতাকে লাভ করিয়াছেন, তথাপি দশরথ এইরূপ বিনয় প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া জনক পরম বিস্মিত হইলেন।

‡ সীতা ও উর্মিলার।

**সাঙ্কাশ্যা আধুনিক ফারাক্কাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

*** অর্থাৎ যজ্ঞের দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়া যজ্ঞসম্পাদনে সাহায্য করেন।

কথা শুনিয়া নৃপতি কুশধ্বজ মিথিলায় আসিয়া জনকের সহিত দেখা করিলেন।

ভ্রাতৃযুগল দিব্য আসনে উপবেশন করিয়া মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুদামনকে বলিলেন,—তুমি শীঘ্র রাজা দশরথ এবং তাঁহার পুত্র ও মন্ত্রিগণকে এখানে লইয়া আইস। সুদামনের নিকটে সংবাদ পাইয়া দশরথ, ঋষিগণ ও স্বজনবর্গের সহিত, তখনই সেখানে আসিলেন। পরে তিনি জনককে বলিলেন,—মহারাজ, আপনি জানেন যে, ইক্ষ্বাকু-কুলের কুলদেবতাস্বরূপ ভগবান বশিষ্ঠই তাঁহাদের সকল কার্যে যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়া থাকেন। বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য মহর্ষিগণের সম্মতি অনুসারে বশিষ্ঠদেবই আমাদের কুলের পরিচয় দিবেন।

তখন বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন,—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা হইতে মরীচি জন্মগ্রহণ করেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ হইতে বিবস্বান্ (সূর্য)। বিবস্বানের পুত্র মনু। মনু পূর্বকালে প্রজাপতি (রাজা) ছিলেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকু অযোধ্যার আদিরাজা। ইক্ষ্বাকুর পুত্র কুক্ষি। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি। বিকুক্ষির পুত্র বাণ। বাণের পুত্র অনরণ্য। অনরণ্য হইতে পৃথু। পৃথু হইতে ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কুর পুত্র ধুন্ধুমার। ধুন্ধুমার হইতে যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি। সুসন্ধির দুই পুত্র—ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। ধ্রুবসন্ধি হইতে ভরত। ভরত হইতে অসিত। অসিত তাঁহার শত্রু হৈহয় তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দু নরপতিগণের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত ও রাজ্য হইতে নির্বাসিত হন। তিনি তাঁহার দুই ভার্যার সহিত হিমালয়ে গমন করেন এবং কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন তাঁহার দুই পত্নীই গর্ভবতী ছিলেন। এক পত্নী তাঁহার সপত্নী কালিন্দীর গর্ভনাশের জন্য

তাঁহাকে বিষমিশ্রিত খাদ্য দেন। সেই সময় ভৃগুবংশসম্ভূত চ্যবন-মুনি হিমালয়ে তপস্যায় নিরত ছিলেন। কালিন্দী চ্যবন-মুনির নিকট যাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি বলিলেন,—মহাভাগ্যবতী, তোমার গর্ভে মহাবীর্যবান এক পুত্র আছেন। সেই পুত্র তুমি যে বিষ ভক্ষণ করিয়াছ, সেই বিষের সহিত শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করিবেন ; তুমি শোক করিও না।

যথাসময়ে কালিন্দী এক পুত্র প্রসব করিলেন। গর্ভ নাশ করিবার জন্য তাঁহার সপত্নী তাঁহাকে যে 'গর' (গরল বা বিষ) প্রদান করিয়াছিলেন, সেই 'গরের' সহিত জন্মগ্রহণ করায় তাঁহার পুত্র সগর নামে অভিহিত হন। সগরের পুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান। অংশুমানের পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ভগীরথ হইতে ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘু। রঘুর পুত্র প্রবৃদ্ধ। বশিষ্ঠের অভিশাপে রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়া প্রতিশাপ প্রদানের জন্য গৃহীত জল ভার্যার অনুরোধে নিজ পদে নিক্ষেপ করায় প্রবৃদ্ধ পরে কল্মাষপাদ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।* কল্মাষপাদ হইতে শঙ্খণ। শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন। সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ। শীঘ্রগের পুত্র মরু। মরু হইতে প্রশুশ্রুক। প্রশুশ্রুক হইতে অম্বরীষ। অম্বরীষের পুত্র নহুষ। নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতি হইতে নাভাগ।† নাভাগের

---

* রামায়ণতিলক।

† বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে নহুষ ও যযাতি চন্দ্রবংশসম্ভূত। (৪র্থ অংশ—৯ম ও ১০ম অধ্যায়)। মহাভারতেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দুই গ্রন্থে এবং খিল হরিবংশ প্রভৃতিতে যযাতির পঞ্চ পুত্রের—যদু তুর্বসু দ্রুহ্য অণু ও পুরুর—উল্লেখ আছে। কিন্তু বাল্মীকি যযাতিকে সূর্যবংশীয় রাজারূপে এবং নাভাগকে যযাতির পুত্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

পুত্র অজ। অজ হইতে দশরথের জন্ম হইয়াছে। এই দশরথ হইতে রাম ও লক্ষ্মণ ভ্রাতৃযুগল জন্মলাভ করিয়াছেন। নৃপতি জনক, এই রাম ও লক্ষ্মণের জন্য আপনার কন্যাদ্বয়কে প্রার্থনা করিতেছি। নরশ্রেষ্ঠ, আপনি এই যোগ্য পাত্রযুগলে কুলশীলে ইঁহাদেরই তুল্য আপনার কন্যাদ্বয়কে সম্প্রদান করুন। (৭০ সর্গ)

বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে জনক করজোড়ে বলিলেন,—মুনিবর, আপনার মঙ্গল হউক; আমি আমাদের কুলের পরিচয় দিতেছি, শুনুন। নিমি নামে ত্রিলোকবিখ্যাত ও পরমধার্মিক এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র মিথি। মিথির পুত্র জনক; তিনিই প্রথম রাজা জনক।* জনক হইতে উদাবসু। উদাবসু হইতে নন্দিবর্ধন। নন্দিবর্ধনের পুত্র সুকেতু। সুকেতু হইতে দেবরাত। দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ। বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীর। মহাবীরের পুত্র সুধৃতি। সুধৃতি হইতে ধৃষ্টকেতু। ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্যশ্ব। হর্যশ্বের পুত্র মরু। মরুর পুত্র প্রতীন্ধক। প্রতীন্ধকের পুত্র কীর্তিরথ। কীর্তিরথের পুত্র দেবমীঢ়। দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ। বিবুধের পুত্র মহীধ্রক। মহীধ্রকের পুত্র কীর্তিরাত। কীর্তিরাতের পুত্র মহারোমা। মহারোমা হইতে স্বর্ণরোমা। স্বর্ণরোমা হইতে হ্রস্বরোমা। তাঁহার দুই পুত্র—আমি জ্যেষ্ঠ এবং কুশধ্বজ কনিষ্ঠ। আমি জ্যেষ্ঠ বলিয়া আমার পিতা আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং কুশধ্বজের ভার আমার উপর দিয়া বনে যান। কিছুদিন পরে সাঙ্কাশ্যার

* তাঁহার নামানুসারেই মিথিলার পরবর্তী সকল রাজাই 'জনক' নামে খ্যাত হইয়াছেন। 'জনক' মিথিলার রাজাদের কৌলিক উপাধিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সীতা ও ঊর্মিলার পিতার প্রকৃত নাম ছিল সীরধ্বজ—সীর (লাঙ্গল) ধ্বজা (চিহ্ন) যাঁহার।

রাজা সুধন্বা আসিয়া মিথিলা অবরোধ করিলেন এবং দূতমুখে আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন,—আপনার অত্যুত্তম হরধনু ও কমললোচনা কন্যা সীতাকে আমায় দিন। ব্রহ্মর্ষি, আমি তাহা না দেওয়ায় আমার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। সুধন্বা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আমার হস্তে নিহত হন। পরে আমি সাঙ্কাশ্যা নগরীতে আমার ভ্রাতা কুশধ্বজকে অভিষিক্ত করি। এই আমার সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজ। মুনিবর, আমি পরম প্রীতিভরে রূপ ও গুণে দেবকন্যাসদৃশা আমার তনয়া বীর্যশুল্কা সীতাকে রামের হস্তে এবং আমার দ্বিতীয়া কন্যা উর্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে সমর্পণ করিব।

তারপর জনক দশরথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—মহারাজ, আপনার মঙ্গল হউক; আপনি রাম-লক্ষ্মণের গোদান-কর্ম * সমাধা করুন, পরে বিবাহাদিতে কর্তব্য পিতৃকার্য † সম্পন্ন করিবেন। আজ মঘানক্ষত্র, সুতরাং আপনি পরশ্বদিবস উত্তর-ফাল্গুনীনক্ষত্রে আপনার পুত্রদ্বয়ের বিবাহ নিষ্পন্ন করিবেন। রাম-লক্ষ্মণের মঙ্গলের জন্য আপনি গো ভূমি ও স্বর্ণাদি দান করুন। (৭১ সর্গ)

তখন বশিষ্ঠের সম্মতিক্রমে বিশ্বামিত্র জনককে বলিলেন,—নরবর, ইক্ষ্বাকু ও বিদেহ-কুলের তুল্য অন্য কোন কুল নাই। রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সীতা ও উর্মিলার বিবাহ-সম্বন্ধ পরস্পরের উপযুক্তই

* গোদান—[গো (কেশ)—দো (ছেদন করা)+অন] কেশ ছেদন করা হয় যে সংস্কারে; বিবাহের পূর্বে করণীয় কেশান্ত বা মস্তকমুণ্ডন সংস্কার। ইহা এখনও পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত আছে।—আধুনিক 'বরকামান'।

† নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ।

হইয়াছে; রূপেও ইঁহারা পরস্পরের অনুরূপ। এখন আমার একটি কথা শুনুন। আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা কুশধ্বজের অনুপম রূপবতী দুইটি কন্যা আছেন। আমি তাঁহাদের রাজকুমার ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্য চাহিতেছি। রাজা দশরথের সকল পুত্রই রূপযৌবনশালী, লোকপালসদৃশ ও দেবতুল্য পরাক্রান্ত। রাজেন্দ্র, এই উভয় সম্বন্ধদ্বারা ইক্ষ্বাকুকুলকে দৃঢ় আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত হউন।

তখন জনক করজোড়ে বলিলেন,—স্বয়ং আপনারাই যখন আমাকে এইরূপ তুল্য বংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আদেশ করিতেছেন, তখন আমাদের কুল ধন্য হইয়াছে। তাহাই হইবে—কুশধ্বজের কন্যাদ্বয় ভরত ও শত্রুঘ্নের পত্নী হইয়া তাঁহাদের সেবা করিবে। একদিনেই এই চারি রাজপুত্র এই রাজকন্যা চারিটির পাণিগ্রহণ করুন।

তারপর দশরথ নিজের বাসস্থানে যাইয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি করিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি পুত্রদিগের গোদানকর্ম শেষ করিয়া তাঁহাদের মঙ্গলার্থ ব্রাহ্মণগণকে বহু বহু স্বর্ণশৃঙ্গা* সবৎসা ধেনু, কাংস্যনির্মিত দোহনপাত্র ও সুপ্রচুর ধনাদি দান করিলেন। (৭২ সর্গ)

সেই দিনই ভরতের মাতুল কেকয়রাজপুত্র যুধাজিৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দশরথকে দর্শন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসার পর বলিলেন,—রাজেন্দ্র, কেকয়রাজ ভরতকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সেজন্য আমি অযোধ্যায় আসিয়াছিলাম। আপনারা এখানে আসিয়াছেন শুনিয়া আমি দ্রুত এখানে

* স্বর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গশালিনী।

আসিয়াছি। দশরথ প্রিয় অতিথি যুধাজিৎকে সাদরে সংবর্ধনা করিলেন।

পরে বিবাহের দিন দশরথ ঋষিগণকে অগ্রে করিয়া যজ্ঞশালার* দ্বারে উপস্থিত হইলেন। রামাদিও কৌতুকমঙ্গল† শেষ করিয়া এবং সর্বপ্রকার আভরণে ভূষিত হইয়া বিবাহযোগ্য বিজয়-মুহূর্তে‡ বশিষ্ঠ প্রভৃতিকে অনুসরণ করিয়া সেখানে আসিলেন। তখন বশিষ্ঠ জনকের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—রাজা, নরপতি দশরথ পুত্রগণের সহিত এই গৃহে প্রবেশের জন্য আপনার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন। দাতা ও গ্রহীতা একত্র হইলেই দান ও দানগ্রহণ সম্পর্কীয় সকল ব্যাপাব নিষ্পন্ন হইতে পারে। জনক বলিলেন,—রাজা দশরথ কাহার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন? এই রাজ্য যেমন আমার তেমনি আপনাদেরও, সুতরাং নিজগৃহে প্রবেশে আবার ইতস্ততঃ কেন? মুনিশ্রেষ্ঠ, আমার কন্যারাও কৌতুকমঙ্গল শেষ করিয়া বেদীর নিকটে আসিয়াছে এবং আমিও আপনাদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি, অতএব যাহাতে সকল কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তাহা করুন। আর বিলম্ব করিতেছেন কেন? তখন দশরথ প্রভৃতি যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন।

তাবপর জনক বশিষ্ঠকে বলিলেন,—প্রভু, আপনি ও ঋষিগণ বিবাহের সকল কার্য সম্পন্ন করুন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও শতানন্দ মণ্ডপমধ্যে যথাবিধি বেদী প্রস্তুত করিয়া তাহার চারিদিকে

---

* উৎসবশালার। (রামায়ণভূষণ)

† হস্তে বিবাহসূত্র বন্ধনরূপ মঙ্গলাচার।

‡ বিজয় নামক মুহূর্তে। (রামায়ণতিলক)

গন্ধপুষ্প, যবাঙ্কুরযুক্ত স্বর্ণপালিকা,* চিত্রকুম্ভ, যবাঙ্কুরপূর্ণ শরাব (শরা); সধূপ ধূপপাত্র, শঙ্খসহ শঙ্খাধার, স্রুব, স্রুক,† অর্ঘ্যাদিযুক্ত পাত্র, লাজপূর্ণ পাত্র ও হরিদ্রা-লেপনাদির দ্বারা শোধিত আতপ-তণ্ডুল স্থাপন করিয়া সেই বেদী সজ্জিত করিলেন। পরে বশিষ্ঠ মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে বেদীতে কুশ বিছাইয়া যথাবিধি অগ্নিস্থাপন এবং সেই অগ্নিতে হোম করিলেন।

তখন জনক সর্বাভরণভূষিতা সীতাকে আনিয়া, রামের দিকে মুখ করিয়া অগ্নির সম্মুখে স্থাপন করিলেন এবং রামকে বলিলেন,—রাম, এই আমার কন্যা সীতা, তোমার সহধর্মিণী। তুমি ইহাকে লও—তোমার পাণিদ্বারা ইহার পাণিগ্রহণ কর; তোমার কল্যাণ হউক। এই সর্বগুণযুতা পতিব্রতা সীতা ছায়ার ন্যায় সর্বদা তোমার অনুসরণ করিবে।‡—এই কথা বলিয়া জনক কন্যাদানের মন্ত্রপূত জল রামের হস্তে নিক্ষেপ করিলেন। তখন আকাশস্থ দেবতারা ও ঋষিগণ 'সাধু! সাধু!' বলিলেন এবং দেবগণের দুন্দুভিধ্বনির সহিত প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি হইল।

সীতাকে সম্প্রদান করিয়া হর্ষোৎফুল্ল রাজা জনক লক্ষ্মণকে বলিলেন,—এস লক্ষ্মণ, তোমার মঙ্গল হউক—আমি উর্মিলাকে সম্প্রদান করিতেছি, তুমি তাহার পাণিগ্রহণ কর। পরে জনক ভরতকে বলিলেন,—রঘুনন্দন, তুমি পাণিদ্বারা মাণ্ডবীর পাণিগ্রহণ

---

* স্বর্ণঘট। † স্রুব, স্রুক—হোমপাত্রবিশেষ।

‡ অব্রবীজ্জনকো রাজা কৌশল্যানন্দবর্ধনম্।
ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্মচরী তব॥
প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্ণীষ্ব পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা চ্ছায়েবানুগতা সদা॥ (৭৩।২৬-২৭)

কর। শেষে জনক শত্রুঘ্নকে বলিলেন,—মহাবাহু, তুমি পাণিদ্বারা শ্রুতকীর্তির পাণিগ্রহণ কর। তারপর তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ককুৎস্থবংশধরগণ, তোমরা সকলেই সৌম্য-দর্শন এবং সকলেই ব্রহ্মচর্যাদি পালন করিয়াছ, এখন তোমরা পত্নীদিগের সহিত মিলিত হও। তখন সেই চারি ভ্রাতা বশিষ্ঠের সম্মতিক্রমে সেই চারি ভগিনীর পাণি স্পর্শ করিলেন। পরে তাঁহারা, তাঁহাদের ভার্যাদিগের সহিত, অগ্নি বিবাহ-বেদী জনক ও ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া যথাবিধি বিবাহকার্য শেষ করিলেন। * তখন আকাশ হইতে প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবতাদিগের দুন্দুভিধ্বনি ও গীতবাদ্য শ্রুত হইল। অপ্সরাকুল নৃত্য এবং গন্ধর্বগণ সুমধুর গান করিতে লাগিল।

এইরূপে বিবাহ শেষ হইলে, তূর্য নিনাদিত হইতে লাগিল এবং ভ্রাতৃগণ ভার্যাদিগের সহিত তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া নিজেদের শিবিরে ফিরিলেন। ঋষি ও স্বজনগণের সহিত রাজা দশরথও পুত্র ও পুত্রবধূদিগকে দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। (৭৩ সর্গ)।

২৪

দশরথের অযোধ্যাযাত্রা—পরশুরামের আবির্ভাব—রামকর্তৃক পরশুরামের দর্পচূর্ণ (৭৪-৭৬ সর্গ)

পরদিন প্রাতে বিশ্বামিত্র জনক ও দশরথের নিকট বিদায় লইয়া হিমালয় পর্বতে প্রস্থান করিলেন। তারপর দশরথও জনকের

* অর্থাৎ বিবাহের অবশিষ্ট ক্রিয়াসকল—হোমাদি সম্পন্ন করিলেন।

নিকট বিদায় লইয়া অযোধ্যায় ফিরিতে উদ্যোগী হইলেন। তখন জনক কন্যাদিগকে যৌতুকস্বরূপ বহু গাভী, অনেক উৎকৃষ্ট কম্বল ও ক্ষৌমবসন (রেশমী বস্ত্র), অনেকানেক সাধারণ বস্ত্র এবং সুন্দর ও সু-অলঙ্কৃত বহু হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্য দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক কন্যাকে সখীরূপে একশত অতি উত্তম কন্যা, বহু দাসদাসী, স্বর্ণ রৌপ্য মুক্তা ও প্রবালও দিলেন। দশরথ মুনিগণকে অগ্রে করিয়া পুত্রগণ সৈন্যদল ও অনুচরবর্গের সহিত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা চলিয়াছেন, এমন সময় আকাশে চারিদিকে বিকটাকার পক্ষিসকল কলরব করিতে এবং ভূমিতে মৃগগণ তাঁহাদের দক্ষিণদিক দিয়া যাইতে লাগিল। দশরথ ভীত ও বিষণ্ণ হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বশিষ্ঠ বলিলেন,—মহারাজ, আকাশস্থ পক্ষীদিগের কলরব জানাইতেছে যে, ভীষণ ভয়ের কারণ উপস্থিত হইবে এবং এই দক্ষিণগামী মৃগেরা সেই ভয় দূর করিতেছে, সুতরাং আপনি দুশ্চিন্তা করিবেন না।

এমন সময় পৃথিবী কম্পিত ও বৃক্ষসকলকে পাতিত করিয়া বায়ু প্রবলবেগে বহিতে আরম্ভ করিল, সূর্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ও সকলে দিঙ্‌নির্ণয়ে অসমর্থ হইল এবং দশরথের সৈন্যগণ ভস্মের ন্যায় ধূলিতে আবৃত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় হইল। তখন দশরথ প্রভৃতি ভীষণদর্শন, জটামণ্ডলধারী, ক্ষত্রিয়কুলান্তক, কৈলাস পর্বতের ন্যায় দুর্ধর্ষ, কালাগ্নির ন্যায় দুঃসহ, স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত, সাধারণ মনুষ্যের দুর্নিরীক্ষ, ভৃগুবংশধর, জমদগ্নিপুত্র পরশুরামকে স্কন্ধে পরশু * এবং হস্তে বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় প্রভাশালী ধনু ও একটি

---

* অর্ধচন্দ্রাকার লৌহফলকযুক্ত কুঠারাস্ত্রবিশেষ।

ভয়ঙ্কর শর ধারণ করিয়া ত্রিপুরবিনাশী শিবের ন্যায় সেদিকে আসিতে দেখিলেন। বশিষ্ঠপ্রমুখ মুনিগণ জল্পনা করিতে লাগিলেন, পিতৃবধের জন্য * ক্রোধান্বিত হইলেও পরশুরাম নিশ্চয় পুনরায় ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিবেন না, কারণ ইনি তো পূর্বেই ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিয়া বিগতক্রোধ হইয়াছেন।—এইরূপ বলাবলি করিয়া ঋষিগণ পরশুরামকে অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিলেন। (৭৪ সর্গ)

পরশুরাম পূজা গ্রহণ করিয়া রামকে বলিলেন,—রাম, তোমার অদ্ভুত বীরত্বের ও হরধনুভঙ্গের কথা সমস্তই শুনিয়াছি। আমি অন্য একটি পবিত্র ধনু লইয়া এখানে আসিয়াছি। তুমি সেই মহাধনুতে শরসংযোগ ও তাহা আকর্ষণ করিয়া নিজের শক্তি প্রদর্শন কর। তুমি তাহা পারিলে আমি তোমার সহিত বীর্যশ্লাঘ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে † প্রবৃত্ত হইব।

ইহা শুনিয়া দশরথ দুঃখিত ও বিষণ্ণবদন হইয়া করজোড়ে পরশুরামকে বলিলেন,—ক্ষত্রিয়ের প্রতি আপনার যে ক্রোধ জন্মিয়াছিল তাহা হইতে মুক্ত হইয়া আপনি এখন প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছেন, আপনি মহাতপস্বী ব্রাহ্মণ, সুতরাং আপনি আমার বালকপুত্রগণকে অভয় দিন। আপনি অধ্যয়ন- ও ব্রত-পরায়ণ ভৃগুকুলে জন্মিয়াছেন, ইন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন এবং কশ্যপকে পৃথিবী দান করিয়া তপস্যার জন্য বনে যাইয়া মহেন্দ্র পর্বতে বাস করিতেছেন—মহামুনি, তবে কেন

---

* অর্থাৎ ক্ষত্রিয় রাজা কার্ত্তবীর্যার্জুন পরশুরামের পিতা জমদগ্নিকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া।

† দ্বন্দ্বযুদ্ধ, যাহা উভয়পক্ষের বীরত্ব-প্রদর্শনের সুযোগ দান করে বলিয়া প্রশংসনীয়।

আমার সর্বনাশের জন্য আপনি এখানে আসিয়াছেন? রাম নিহত হইলে আমরা কেহই বাঁচিব না।

পরশুরাম দশরথের কথা উপেক্ষা করিয়া রামকে বলিলেন,—বিশ্বকর্মা সযত্নে এই দুইখানি দিব্য ধনু* প্রস্তুত করিয়াছিলেন। একখানি দেবগণ ত্রিপুরাসুরকে বিনাশের জন্য মহাদেবকে দিয়াছিলেন। কাকুৎস্থ, তুমি সেই হরধনু ভাঙ্গিয়াছ। আর এই দ্বিতীয় ধনুটি দেবগণ বিষ্ণুকে দিয়াছিলেন। এই ধনু দৃঢ়তায় হরধনুরই তুল্য। ত্রিপুরবিজয়ের পর দেবগণ মহাদেব ও বিষ্ণুর বলাবল জানিবার জন্য ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করেন। ব্রহ্মা দেবগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে বিরোধ জন্মাইয়া দেন। এইরূপে শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধকালে বিষ্ণুর হুঙ্কারে হরধনু শিথিল হইয়া পড়ে এবং মহাদেবও স্তম্ভিত হন। তখন দেবতারা ঋষি ও চারণগণের সহিত সেখানে আসিয়া শান্তি প্রার্থনা করিলে, বিষ্ণু ও শিব শান্ত হন এবং বিষ্ণুর পরাক্রমে হরধনু শিথিল হওয়ায় দেব ও ঋষিগণ বিষ্ণুকেই অধিকতর শক্তিমান বলিয়া বিবেচনা করেন।† রুদ্রদেব পরে সেই ধনু মিথিলাধিপতি দেবরাতকে বাণসহ দেন‡ আর এই বিষ্ণুধনু বিষ্ণু ভৃগুবংশীয়

* জনকগৃহের হরধনু ও পরশুরামের বিষ্ণুধনু।

† পরশুরামের এই সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, শিব ও বিষ্ণুর যুদ্ধকালেই হরধনু শিথিল হইয়াছিল, সুতরাং সেই শিথিল ধনু ভগ্ন করায় রামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় নাই—পরশুরামের বিষ্ণুধনুতে শরসংযোগ ইত্যাদি করিতে পারিলেই রামের বীরত্বের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে। (রামায়ণ-তিলক টীকার মর্মার্থ)

‡ মিথিলার রাজাদিগের হরধনু লাভের সম্বন্ধে রামায়ণের তিন স্থানের তিনটি উক্তি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলিয়া বোধ হয়—(১) পূর্বে জনক

ঋচীককে ন্যাসরূপে অর্পণ করেন। ঋচীক এই দিব্যধনু তাঁহার পুত্র আমার পিতা জমদগ্নিকে দেন। এক সময় আমার পিতা যখন ধনুহীন অবস্থায় ছিলেন তখন কার্ত্তবীর্যার্জুন নীচবুদ্ধিবশে তাঁহাকে বিনাশ করেন। সেজন্য আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বহুবার * ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিয়াছি। এইরূপে সমস্ত পৃথিবী লাভ করিয়া আমি ক্ষত্রিয়বধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যজ্ঞ করি এবং এই পৃথিবী মহাত্মা কশ্যপকে দক্ষিণাস্বরূপ দেই। পরে আমি মহেন্দ্র পর্বতে যাইয়া তপস্যা করিতেছিলাম। সম্প্রতি হরধনুভঙ্গের কথা শুনিয়া আমি দ্রুত এখানে আসিয়াছি। অতএব রাম, তুমি আমার পিতৃপিতামহক্রমে প্রাপ্ত এই বিষ্ণুধনু লইয়া ইহাতে শরযোজনা কর। তুমি তাহাতে সমর্থ হইলে আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব। (৭৫ সর্গ)

বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছেন যে, দক্ষযজ্ঞনাশের পর শিব এই ধনু দেবগণকে প্রদান করেন এবং তাঁহাদের দ্বারা ইহা ন্যাসরূপে জনকের পূর্বপুরুষ দেবরাতের হস্তে প্রদত্ত হয়; (২) এখন পরশুরাম বলিতেছেন যে, বিষ্ণু ও শিবের বলাবল পরীক্ষার্থ যুদ্ধের অবসানে শিব দেবরাতের হস্তে এই ধনু অর্পণ করেন; (৩) অন্যস্থানে সীতা কথাপ্রসঙ্গে অনসূয়াকে বলেন যে, বরুণ এই ধনু জনককে দেন। নিম্নলিখিত প্রকারে এই আপাতবিরুদ্ধ উক্তি তিনটির অর্থের সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে—

ত্রিপুরনিধন, দক্ষযজ্ঞনাশ এবং বিষ্ণু ও শিবের যুদ্ধের পর শিব এই ধনু দেবতাদিগকে প্রদান করেন। তৎপর দেবরাত যুদ্ধার্থ ধনু প্রার্থনা করিলে, দেবতারা একত্র হইয়া (তন্মধ্যে শিবও অবশ্য ছিলেন) দেবরাতকে এই ধনু দেন। এই সময় বরুণ দেবগণের প্রতিনিধিরূপে ধনুটি 'জনক' এই সাধারণ নাম বা উপাধিতে অভিহিত দেবরাতের হস্তে প্রদান করেন।—(রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ-টীকা অনুসরণে লিখিত।)

* একুশবার।

পিতার প্রতি সম্মানবশে রাম সংযতকণ্ঠে * পরশুরামকে বলিলেন,—ভার্গব, আমি আপনার কীর্তির কথা শুনিয়াছি এবং আপনার সে কাজ বীরোচিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু আপনি যে আমাকে বীর্যহীন ও ধনুগ্রহণে অসমর্থ মনে করিয়া অবজ্ঞা করিতেছেন, তাহা আমি সহ্য করিব না। আপনি আমার পরাক্রম দেখুন। এই বলিয়া রাম ক্রোধভরে অতি অল্প বল-প্রয়োগেই পরশুরামের হাত হইতে ধনু ও শর লইয়া সেই ধনুতে গুণসংযোগ ও শরযোজনা করিলেন। তারপর তিনি পরশুরামকে বলিলেন,—আপনি ব্রাহ্মণ ও বিশ্বামিত্রের আত্মীয় † বলিয়া আমার পূজনীয়। অতএব আমি আপনার প্রতি এই প্রাণসংহারক শর নিক্ষেপ করিতে পারি না। আমার ইচ্ছা যে, এই শরের দ্বারা আমি আপনার আকাশাদি স্থানে যথেচ্ছ বিচরণশক্তি অথবা আপনার তপোবলে অর্জিত অনুপম লোকসকল‡ বিনষ্ট করি, কারণ এই দিব্য বৈষ্ণব শরের সন্ধান কখনও ব্যর্থ হয় না।

তখন সেই ধনুর্ধারী রামকে দেখিবার জন্য দেবতা ও ঋষিগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সেখানে আসিয়া সমবেত হইলেন। গন্ধর্ব অপ্সরা সিদ্ধ চারণ কিন্নর যক্ষ রাক্ষস ও নাগগণও সেই মহা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে সেখানে আসিলেন। তখন পরশুরামের তেজ রামে সংক্রমিত হইল এবং পরশুরাম জড়বৎ নির্বীর্য হইয়া একদৃষ্টে

---

* অর্থাৎ তিনি নিকটে থাকায় মৃদুস্বরে।

† বিশ্বামিত্রের ভগিনীর পৌত্র।

‡ লোকান্ (মূল)—লোকপ্রাপ্তিসাধনং ধর্মং (রামায়ণতিলক); স্বনিবাসান্ (রামায়ণশিরোমণি)। বিভিন্ন লোকপ্রাপ্তিরূপ অর্থাৎ তথায় বাসের অধিকার লাভরূপ ধর্ম। ব্রহ্মলোকাদিতে বাসের অধিকার।

রামকে দেখিতে লাগিলেন। পরে তিনি ধীরে ধীরে রামকে বলিলেন,—পূর্বে আমি যখন কশ্যপকে পৃথিবী দান করি তখন কশ্যপ বলিয়াছিলেন, তুমি আমার অধিকারভুক্ত স্থানে বাস করিও না। আমিও কশ্যপের নিকট রাত্রিতে সেখানে বাস করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি এবং সেই অবধি আমি রাত্রিতে পৃথিবীতে বাস করি না। সুতরাং রাঘব, তুমি আমার আকাশাদি স্থানে ইচ্ছানুরূপ বিচরণের শক্তি বিনষ্ট করিও না, কারণ মনের ন্যায় দ্রুতগমনে আমাকে মহেন্দ্র পর্বতে যাইতে হইবে। * তুমি শরের দ্বারা আমার তপার্জিত লোকসকল বিনাশ কর। তুমি এই ধনু গ্রহণ ও তাহা আকর্ষণ করায় আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমিই সুরেশ্বর মধুসূদন। শত্রুপীড়ক, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি ত্রৈলোক্যনাথ, আমি যে তোমার নিকট পরাজিত হইয়াছি, ইহা আমার পক্ষে লজ্জাকর নয়। সুব্রত, তুমি এই অনুপম শর নিক্ষেপ কর; এই শর নিক্ষিপ্ত হইলে আমি মহেন্দ্র পর্বতে যাইব।

তখন রাম শর নিক্ষেপ করিলেন। পরে রামের দ্বারা সংবর্ধিত হইয়া এবং রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরশুরাম স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন দিক ও উপদিকসকল অন্ধকারশূন্য হইল এবং দেবতারা ও ঋষিগণ রামকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। (৭৬ সর্গ)

---

* কশ্যপ সমুদ্রকে মহেন্দ্র পর্বত দান করিয়াছিলেন; সুতরাং রাত্রিতে সেখানে বাস করিয়া পরশুরাম গুরু কশ্যপের নিকট রাত্রিতে তাঁহার অধিকার-ভুক্ত স্থানের বাহিরে থাকিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিতেন।

২৫

দশরথাদির অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন—ভরতের মাতুলালয়ে গমন (৭৭ সর্গ)

রাম সেই ধনু ন্যাসরূপে বরুণকে দিলেন। পরশুরাম প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার ভয়ে বিকল দশরথ প্রফুল্ল হইলেন এবং নিজের ও রামের পুনর্জন্ম হইল বলিয়া মনে করিলেন। পরে তিনি অযোধ্যায় ফিরিয়া পুত্রগণের সহিত নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন।

তখন দশরথ স্বজনগণের দ্বারা বিশেষরূপে অভ্যর্থিত হইলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাজমহিষীরা বধূবরণ করিলেন। পরে আশীর্বাদ ও হোম * শেষে রাজস্ত্রীগণ পট্টবস্ত্র-ধারিণী সীতা, উর্মিলা ও কুশধ্বজের কন্যাদ্বয়কে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া গৃহদেবতাগণের মন্দিরসমূহে প্রণাম করাইলেন। তৎপর সেই রাজনন্দিনীরা গুরুজনদিগকে অভিবাদন করিয়া সানন্দে নিজ নিজ পতির সহিত নিভৃতে বিহার করিতে লাগিলেন। রামাদিও ভার্যা অস্ত্র ধন ও পরিজনাদি লাভ করিয়া পিতার সেবা করিতে থাকিলেন। কিছুদিন পরে ভরত শত্রুঘ্নকে সঙ্গে লইয়া মাতুল যুধাজিতের সহিত মাতুলালয়ে গেলেন। কেকয়রাজ তাঁহাদিগকে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন।

পিতার আদেশে রাম সকল প্রকার পৌরকার্য পরিচালনা এবং পুরবাসিগণের অন্যান্য প্রিয় ও হিতকর কার্যসকলও সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি সময়ে সময়ে মাতৃগণের ও অপরাপর গুরুজন-দিগের প্রতি কর্তব্য কার্যসকলও বিশেষ বিবেচনার সহিত নিষ্পন্ন

* গৃহপ্রবেশের পূর্বে করণীয় হোম। (রামায়ণতিলক)

করিতেন। এইরূপে রাজ্যের সকলেই রামের চরিত্রে ও ব্যবহারে প্রীত হইলেন। মনস্বী সীতাগতপ্রাণ রাম, পতিপ্রাণা সীতার সহিত বহুকাল* সুখে কাটাইলেন। ব্রাহ্ম-বিবাহের বিধান অনুযায়ী রাজা জনক কর্তৃক প্রদত্ত ভার্যা বলিয়া সীতা রামের প্রিয়া ছিলেন; তাহার উপর সীতার রূপ ও গুণে তাঁহার প্রতি রামের অনুরাগ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল। সীতার হৃদয়েও স্বামী রাম তাঁহার রূপ ও গুণে দ্বিগুণ প্রেমউদ্দীপিত করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ের দ্বারা তাঁহারা পরস্পরের মনোগত ভাব অবগত হইতেন। কিন্তু লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাই রামের অন্তরের কথা বেশী বেশী বুঝিতে পারিতেন। সুরেশ্বর ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ পরিতুষ্ট ও শোভিত হইয়াছিলেন, রাজর্ষি দশরথের পুত্র রামও মনোমতা ও অনুপমা রাজতনয়া সীতার সহিত মিলিত হইয়া সেইরূপ পরিতুষ্ট ও শোভিত হইলেন। (৭৭ সর্গ)

বালকাণ্ড সমাপ্ত

* বার বৎসর।

অযোধ্যাকাণ্ড

১

দশরথের রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেকের প্রস্তাব—প্রজাগণের অনুমোদন (১-২ সর্গ)

মাতুলালয়ে বাস করিবার সময় পুত্রবৎ স্নেহে লালিত ও সকল প্রকার কাম্যবস্তুলাভে পরিতৃপ্ত হইলেও ভরত ও শত্রুঘ্নের সর্বদা বৃদ্ধ রাজা দশরথকে মনে পড়িত। দশরথও সর্বদা সেই প্রবাসী পুত্রদ্বয়কে স্মরণ করিতেন। নিজের শরীর হইতে নির্গত চারিটি বাহুর ন্যায় দশরথের চারিপুত্রই তাঁহার প্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সমধিক গুণবান বলিয়া রামই পিতার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। রাম সনাতন বিষ্ণু, বলোদ্ধত রাবণের বধাকাঙ্ক্ষী দেবগণের প্রার্থনায় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। দেবরাজ ইন্দ্রকে লাভ করিয়া অদিতি যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, অমিতপরাক্রমশালী পুত্র রামকে লাভ করিয়া কৌশল্যাও সেইরূপ সন্তুষ্ট হন।

পরমরূপবান, বীর্যবান, অসূয়াহীন* ও পৃথিবীমধ্যে অনুপম† কৌশল্যাতনয় রাম গুণে দশরথের তুল্য ছিলেন। তিনি সতত প্রশান্তচিত্ত ছিলেন, শান্তভাবে কথা বলিতেন, কেহ তাঁহাকে রূঢ়

---

* অনসূয়কঃ (মূল)—অসূয়াশূন্য। অসূয়া—পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা, পরের সৌভাগ্য বা সদ্‌গুণ সহ্য করিতে না পারা।

† অর্থাৎ একমাত্র কৌশল্যা ব্যতীত পৃথিবীমধ্যে অতুলনীয় এরূপ পুত্র আর কাহারও ছিল না। (রামায়ণভূষণ)

কথা বলিলেও তিনি উত্তরে তাহাকে রূঢ় কথা বলিতেন না। তিনি এরূপ উদারপ্রকৃতি ছিলেন যে, কেহ একটু উপকার করিলেই তিনি তুষ্ট হইতেন, কিন্তু শত অপকার করিলেও তাহার কথা তিনি মনে রাখিতেন না। তিনি সর্বদা জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ ও সদাচারসম্পন্ন সজ্জনদিগের সহিত যথাযোগ্য আলাপ করিতেন। তিনি বুদ্ধিমান মধুরালাপী ও প্রিয়বাদী ছিলেন এবং সকলের সহিতই নিজে অগ্রে কথা বলিতেন। বীর্যবান হইলেও তিনি সেজন্য গর্বিত ছিলেন না। তিনি বিদ্বান ছিলেন, মিথ্যা কথা বলিতেন না এবং বৃদ্ধদিগকে* অত্যন্ত সম্মান করিতেন। তিনি প্রজাদিগের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং প্রজারাও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল। তিনি জিতক্রোধ ও দয়াবান ছিলেন—বিশেষ করিয়া দরিদ্রদিগের প্রতি তাঁহার সমধিক দয়া ছিল; তিনি ব্রাহ্মণদিগকে অতিশয় সম্মান করিতেন। তিনি ধর্মজ্ঞ ছিলেন, সর্বদা দুষ্টের দমন ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিতেন এবং শুচি থাকিতেন। স্বকুলোচিত-বুদ্ধিসম্পন্ন† রাম নিজধর্ম ক্ষাত্রধর্মকেই (প্রজা-পালনাদিকেই) শ্রেষ্ঠধর্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে, ক্ষাত্রধর্মপালনের দ্বারাই মহান স্বর্গফল লাভ করা যায়। তিনি কখনও অমঙ্গলকর কার্যে লিপ্ত হইতেন না এবং ধর্মবিরুদ্ধ আলাপ-আলোচনায়ও তাঁহার রুচি ছিল না। কিন্তু বাদানুবাদের সময় ক্রমাগত যুক্তি-প্রদর্শনে তিনি বৃহস্পতির ন্যায়

* পূর্বোক্ত তিন প্রকারের বৃদ্ধদিগকে (রামায়ণভূষণ)—অর্থাৎ জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ ও শীলবৃদ্ধ (সদাচারসম্পন্ন)-দিগকে।

† ইক্ষ্বাকু-কুলোচিত দয়া দাক্ষিণ্য শরণাগতপালন ইত্যাদি রূপ ধর্ম-প্রবণ-বুদ্ধিবিশিষ্ট। (রামায়ণতিলক)

অপ্রতিহত বক্তা ছিলেন। নীরোগ তরুণ বলিষ্ঠ সুবক্তা দেশকালজ্ঞ ও লোকচরিত্রাভিজ্ঞ রাম পৃথিবীতে এক অদ্বিতীয় সাধুপুরুষরূপে* সৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় গুণে প্রজাদিগের বহিশ্চর প্রাণের তুল্য প্রিয় হইয়াছিলেন।† সকল বিদ্যায় পারদর্শী রাম সমন্ত্র ও অমন্ত্র অস্ত্রজ্ঞানে পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি ধর্মার্থকামতত্ত্বজ্ঞ এবং লৌকিক ব্যবহারে ও সময়োচিত আচার পালনে সুনিপুণ ছিলেন। তিনি বিনয়ী ছিলেন, তাঁহার মনোভাব ও মন্ত্রণা গোপন থাকিত। তিনি বৃথা ক্রোধ বা আনন্দ প্রকাশ করিতেন না। তিনি গুরুজনের প্রতি দৃঢ়ভক্তিমান, স্থিরবুদ্ধি, আলস্যহীন ও ধীরপ্রকৃতি ছিলেন এবং কি নিজের, কি পরের সকল দোষই বুঝিতে পারিতেন। তিনি লোকদিগকে যথোচিত অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিতেন। তিনি অর্থসংগ্রহের কৌশল‡ এবং শাস্ত্রানুসারে অর্থব্যয়ের প্রণালী অবগত ছিলেন। তিনি বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রসমূহে এবং প্রাকৃতাদি ভাষা মিশ্রিত সংস্কৃতে রচিত

---

* সাধু—সর্বগুণযুক্ত (রামায়ণতিলক); পরকার্যসাধনশীল (রামায়ণ-শিরোমণি); অপকারীর সহিতও যিনি সদ্ব্যবহার করেন, তিনিই সাধু (রামায়ণভূষণ)।

† অর্থাৎ রাম তাঁহার গুণের জন্য প্রজাদের এরূপ প্রিয় হইয়াছিলেন যে, তিনি যেন তাহাদের বহিশ্চর (দেহের বাহিরে বিচরণশীল অপর এক) প্রাণস্বরূপ ছিলেন।—তাহারা যেন রামকে প্রাণের তুল্য ভালবাসিত।

‡ অর্থাৎ—পুষ্প হইতে মধুকর কর্তৃক মধুসংগ্রহের ন্যায় কিরূপে বিনা পীড়নে প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে হয়; সে বিষয়ে তিনি চতুর (বিলক্ষণ নিপুণ) ছিলেন। (রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ)

নাটকাদিতে উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আনন্দজনক শিল্পাদিতে (গীতবাদ্যচিত্রকর্মাদিতে) বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি শাস্ত্রানুযায়ী ধনাদি বিভাগ* করিতে জানিতেন। তিনি ব্যূহ রচনা করিয়া সৈন্য সন্নিবেশ করিতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি যুদ্ধে ক্রোধাবিষ্ট দেবাসুরেরও অজেয় ছিলেন। তাঁহার অনুচরেরা তাঁহার একান্ত বশবর্তী ছিল। এই সকল উৎকৃষ্ট গুণশালী, ত্রিলোকের সকলের প্রিয় রাম ক্ষমা গুণে ধরণীর, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ও বীর্যে শচীপতির (ইন্দ্রের) তুল্য ছিলেন। এইরূপ চরিত্রসম্পন্ন, অজেয়পরাক্রম ও লোকনাথতুল্য সেই রামকে পৃথিবী† তাঁহার প্রভুরূপে পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।‡

রামের এই সকল অনুপম গুণরাশির জন্য বৃদ্ধ রাজা দশরথের ইচ্ছা হইল যে, তিনি জীবিত থাকিতেই রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। তখন সূক্ষ্মদর্শী দশরথ তাঁহার মন্ত্রীদিগকে বলিলেন,—স্বর্গে (আকাশে), অন্তরীক্ষে (বায়ুমণ্ডলে) ও পৃথিবীতে ঘোর উৎপাতজনিত ভয়ের লক্ষণ** এবং আমার শরীরেও জরার

---

* 'ধর্মায় যশসেঽর্থায় আত্মনে স্বজনায় চ।
পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তমিহামুত্র চ শোভতে॥'—অর্থাৎ ধনাদি পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া ব্যয় করা উচিত—(১) ধর্মের জন্য, (২) যশের জন্য, (৩) অর্থের জন্য (অর্থের সাহায্যে অর্থ উপার্জনের জন্য), (৪) নিজের জন্য ও (৫) স্বজনের জন্য।

† তদ্দেবতা তদ্বর্তিপ্রজাশ্চ (রামায়ণতিলক)—ধরিত্রীদেবী ও সেখানকার প্রাণিগণ।

‡ অর্থাৎ রাম পৃথিবীর অধিপতি হইবার যোগ্য ছিলেন। (রামায়ণভূষণ)

** আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র পতনাদি, অন্তরীক্ষে মহাবাত্যাদি ও পৃথিবীতে ভূমিকম্পাদিরূপ ঘোর উৎপাত। (রামায়ণতিলক ও রামায়ণশিরোমণি)

চিহ্ন দেখা যাইতেছে, সুতরাং রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করা উচিত হইবে না। তাহা শুনিয়া মন্ত্রীরা জানাইলেন যে, মহাত্মা রামের অভিষেক সকলের পক্ষেই বিশেষ আনন্দের কারণ হইবে।

তখন দশরথ রামের অভিষেকে তৎপর হইয়া নানা নগর ও বিভিন্ন জনপদবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে অযোধ্যায় আনাইলেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি অভিষেক করিতে হওয়ায় তিনি কেকয়রাজ বা জনককে তখন আনাইলেন না; মনে করিলেন, তাঁহারা এই প্রিয় সংবাদ পরে শুনিতে পারিবেন। (১ সর্গ)

তারপর সকলে রাজসভায় সমবেত হইলে, দশরথ তাঁহাদিগকে রাজোচিত মহাগম্ভীর ও কমনীয় কণ্ঠে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আপনারা অবগত আছেন যে, এই রাজ্য আমার পূর্ববর্তী ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজেন্দ্রগণ কর্তৃক পুত্রবৎ ও যথাবিধি পরিপালিত হইয়াছে। এখন আমি এই রাজ্যের বিশেষ কল্যাণসাধনের ইচ্ছা করিয়াছি। আমি আমার পূর্বপুরুষদিগের আচরিত পন্থা অনুসরণ করিয়া সর্বদা কর্তব্যসম্বন্ধে জাগরূক (সতর্ক) থাকিয়া যথাশক্তি প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছি। আমি এই শ্বেতছত্রের (রাজছত্রের) ছায়ায় অবস্থান করিয়া রাজ্যের সকলের হিতসাধনে আমার শরীর জীর্ণ করিয়াছি। বহু সহস্র বৎসর পরমায়ু লাভ করায় আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু রাজ্যপালনের গুরুভার বহনে আমি বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছি। সুতরাং আমি আমার হিতকারী দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের অনুমতিক্রমে পুত্র রামকে প্রজাবর্গের হিতসাধনে নিযুক্ত করিয়া বিশ্রাম

লাভের ইচ্ছা করিতেছি। রাম আমার সকল গুণবিশিষ্ট, তিনি বীর্যে ইন্দ্রের তুল্য। সেই ধার্মিকপ্রবর, পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে আমি কাল প্রভাতে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাই। তাহাতে সকলেই অত্যুত্তম প্রভু লাভ করিবে। আমার এই প্রস্তাব আপনারা ধর্মসঙ্গত ও ভাল মনে করিলে, আমাকে এ বিষয়ে অনুমতি দিন এবং আমি কি প্রকারে এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিব তাহাও বলুন। আর যদি এই প্রস্তাব কেবল আমার পক্ষেই প্রীতিকর হয়, তবে আপনারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া সকলের হিতকর অন্য কোন উপায় নির্ধারণ করুন, কারণ নিরপেক্ষ মধ্যস্থ ব্যক্তিদের বিচারফলই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

দশরথ এইরূপ বলিলে, বর্ষণশীল মহামেঘ দর্শনে কেকারবকারী ময়ূরগণের ন্যায় আনন্দিত সেই সভাস্থিত নৃপতিরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তখন সেই সভাগৃহে সামন্তগণের সানন্দ বাক্যালাপের মৃদু গুঞ্জন উঠিল এবং বাহিরে জনসাধারণের উচ্চনিনাদ যেন পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া তুলিল। পরে সকলে একমত হইয়া দশরথকে বলিলেন,—মহারাজ, আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং আপনি রাজ্যশাসনে সমর্থ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। রঘুবীর রাম মহাগজারোহণে রাজছত্রাবৃত হইয়া গমন করেন (অর্থাৎ তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন), ইহা আমরাও দেখিতে ইচ্ছা করি।

ইহা শুনিয়া দশরথ, যেন তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে পারেন নাই, এইরূপ ভান করিয়া বলিলেন,—আমার কথা শুনিবামাত্র আপনারা রামকে রাজারূপে লাভ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, তবে কি আমি ধর্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতেছি

না? কেন আপনারা রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে চাহিতেছেন, সত্য করিয়া বলুন।

তখন সকলে বলিলেন,—মহারাজ, আপনার পুত্র বহু-গুণশালী। তিনি তাঁহার অলৌকিক গুণরাশিতে ইন্দ্রের তুল্য এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় সকল নৃপতি হইতে শ্রেষ্ঠ। তিনি প্রকৃত সজ্জন। তিনি আমাদের ধর্ম ও অর্থলাভের মূল কারণ। তিনি প্রজাদিগের সুখসম্পাদনে চন্দ্রের*, ক্ষমাদি গুণে পৃথিবীর, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির এবং বীর্যে শচীপতির তুল্য। রাজ্যের সকলেই এইরূপ গুণসম্পন্ন সত্যপরাক্রম ও লোকপালতুল্য রামকে প্রভুরূপে লাভ করিবার কামনা করিতেছেন। আপনার ভাগ্যবশেই সকলের কল্যাণের জন্য রাম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং মরীচিনন্দন কশ্যপের ন্যায় পুত্রোচিত সকল গুণশালী হইয়াছেন। দেব অসুর মনুষ্য গন্ধর্ব ও উরগেরা এবং এই রাজ্যের সকলেই রামের বল আরোগ্য (স্বাস্থ্য) ও দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া থাকেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সকাল ও সন্ধ্যাবেলা একমনে দেবতাদিগকে নমস্কার করিয়া তাঁহাদের নিকট রামের মঙ্গল প্রার্থনা করেন। দেব, আপনার প্রসাদে সকলের মনোবাসনা পূর্ণ হউক। নৃপশ্রেষ্ঠ, আমরা সকলেই রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে চাই। আপনি আমাদের কল্যাণের জন্য সকলের হিতসাধনে রত, উদারপ্রকৃতি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। (২ সর্গ)

* অর্থাৎ চন্দ্র যেমন ভেদাভেদ জ্ঞান না করিয়া সকলকেই আলোকদানে সুখী করেন, রামও সেইরূপ সকলেরই সুখবিধান করেন।

২

রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের আয়োজন (৩-৬ সর্গ)

জনগণ করজোড়ে ঐরূপ প্রার্থনা করিলে, দশরথ তাহাদিগকে যথাযোগ্য প্রতিনমস্কারাদি করিয়া বলিলেন,— তোমরা যে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ, ইহাতে আমি পরম আনন্দিত হইয়াছি এবং আমার প্রভাবের যে তুলনা নাই তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। পরে তিনি বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রভৃতিকে বলিলেন,—এই রমণীয় ও পবিত্র চৈত্রমাসেই যাহাতে রামের যৌবরাজ্যাভিষেক হইতে পারে আপনারা তাহার আয়োজন করুন। তাঁহার কথায় জনগণের মধ্যে মহাকোলাহল উত্থিত হইল। ক্রমে তাহা শান্ত হইলে দশরথ বশিষ্ঠকে বলিলেন,—ভগবান, রামের অভিষেকের উপকরণ-সংগ্রহের জন্য আপনারা আজই আদেশ করুন।

তখন বশিষ্ঠ মন্ত্রীদিগকে বলিলেন,— তোমরা কাল প্রাতেই রাজার অগ্নিহোত্রগৃহে সুবর্ণাদি রত্ন, পূজার দ্রব্যাদি, সর্বৌষধি, শুক্লমাল্য, লাজ (খই), মধু, ঘৃত, নববস্ত্র*, রথ, সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্র, চতুরঙ্গ সৈন্য, সু-লক্ষণ হস্তী, চমরীপুচ্ছনির্মিত দুইটি ব্যজন, ধ্বজা, শ্বেতছত্র, একশত স্বর্ণকুম্ভ, স্বর্ণমণ্ডিত-শৃঙ্গ-বিশিষ্ট একটি বৃষ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম ও গন্ধপুষ্পাদি অন্যান্য যাহা-কিছু অবশ্য-প্রয়োজন দ্রব্য—সে-সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। রাজপ্রাসাদের এবং নগরের দ্বারসকল তোমরা চন্দনচর্চিত মাল্যদ্বারা

* অহতানি বাসাংসি (মূল)—দশা বা ছিলাযুক্ত সদ্যোজাত বস্ত্রসমূহ; নূতন বস্ত্রসকল।

সুশোভিত ও অতিসুগন্ধি ধূপের দ্বারা সুবাসিত করিবে। প্রভাতে তোমরা লক্ষ ব্রাহ্মণকে সসম্মানে ঘৃত, দধি, লাজ ও প্রচুর দক্ষিণা দিবে। সূর্যোদয় হইলেই রামের অভিষেকের স্বস্তিবাচন করা হইবে, অতএব আজই তোমরা ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ কর এবং তাঁহাদের বসিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখ। রাজপথ জলসিক্ত ও পতাকাসকল উত্তোলনের ব্যবস্থা কর। নৃত্যগীতাদিনিপুণ গণিকাগণ অলঙ্কারে সুশোভিত হইয়া রাজপ্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষে (মহলে) অবস্থান করুক। দেবালয় ও চৈত্যসমূহে * দেবতাদিগকে অন্ন, অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য, গন্ধপুষ্পাদি ও দক্ষিণার সহিত পৃথক্ পৃথক্ রূপে পূজা দিতে হইবে।† পরিষ্কৃত বস্ত্রাদি পরিহিত, দীর্ঘ অসি ও গোধাচর্মধারী (গো-সাপের চর্মনির্মিত ঢালধারী), বর্মাবৃত বীর-পুরুষেরা মহারাজের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করুন —মন্ত্রীদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া বশিষ্ঠ ও বামদেব আর যাহা যাহা করণীয় ছিল, দশরথকে জানাইয়া সে-সকলও সম্পন্ন করিলেন।

তারপর দশরথের আদেশে রথিশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্র রামকে রথে আরোহণ করাইয়া সেখানে লইয়া আসিলেন। রাম করজোড়ে পিতার নিকট আসিয়া, 'আমি রাম আপনাকে প্রণাম করিতেছি'—এইরূপ বলিয়া তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন।‡ দশরথ রামের অঞ্জলি ধারণ ও আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে তিনি

* চৈত্য—যে মন্দিরে চিতাভস্ম অস্থি ইত্যাদি রক্ষিত হয়।

† অর্থাৎ সেখানকার দেবতাগণকে অর্চনাপূর্বক সেই সকল স্থানে ব্রাহ্মণভোজনাদি করাইতে হইবে। (রামায়ণতিলক)

‡ প্রণামপূর্বক পার্শ্বে অবস্থান করা পুত্রের ধর্ম। (রামায়ণতিলক)

রামকে নিকটে স্থাপিত মণিকাঞ্চনভূষিত একখানি সিংহাসনে বসিতে আদেশ করিলে রাম তাহাতে উপবেশন করিলেন। তখন নিজকে বেশভূষায় সজ্জিত অবস্থায় দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতে দেখিলে লোকে যেরূপ তুষ্ট হয়, দশরথও তাঁহার প্রিয়পুত্র রামকে দেখিয়া সেইরূপ আনন্দিত হইলেন।* তিনি রামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,— রাম, তুমি আমার জ্যেষ্ঠা ও যোগ্যা পত্নীর পুত্র, সর্বাংশে আমার তুল্য, আমার পুত্রগণের মধ্যে গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার সমধিক প্রিয় এবং নিজগুণে প্রজাদিগকেও অনুরঞ্জিত (তোমার প্রতি অনুরক্ত) করিয়াছ—সুতরাং তুমি পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুভদিনে যৌবরাজ্যের ভার গ্রহণ কর। পুত্র, তুমি স্বভাবতঃ অত্যন্ত গুণবান হইলেও আমি স্নেহবশে তোমাকে কয়েকটি হিতকর কথা বলিতেছি। যদিও তুমি স্বভাবতঃই বিনয়ী, তথাপি তুমি আরও বিনয়ী হইয়া সর্বদা ইন্দ্রিয়দমন এবং কাম ও ক্রোধজ ব্যসনগুলি† ত্যাগ করিবে। পরোক্ষ (চরমুখে) ও প্রত্যক্ষভাবে (নিজে) সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অমাত্য প্রভৃতি ও প্রজাবৃন্দকে অনুরঞ্জন করিবে।‡

---

* ইহাতে রাম ও দশরথের চেহারার সাদৃশ্য সূচিত হইতেছে। (রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ)

† এখানে কাম ও ক্রোধজনিত দোষকে 'ব্যসন' বলা হইয়াছে। এই ব্যসন মোট অষ্টাদশ প্রকার। তাহার মধ্যে কামজ ব্যসন দশ প্রকার—মৃগয়া, দ্যূত, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, নৃত্য, গীত, ক্রীড়া, বৃথা-ভ্রমণ, বেশ্যা ও মদ্য। ক্রোধজ ব্যসন আট প্রকার—খলতা, দৌরাত্ম্য, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া, প্রতারণা, বাক্‌-পারুষ্য (কঠোর কথা) ও দণ্ডপারুষ্য (কঠোর দণ্ড প্রদান)।

‡ চরমুখে নিজরাজ্য ও পররাজ্য সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা পরোক্ষ জ্ঞান এবং রাজসভায় থাকিয়া নিজে প্রত্যক্ষভাবে যে-সকল বিষয় জানা যায় তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

যে নরপতি শস্যাগার ধনাগার ও অস্ত্রাগার প্রভৃত ধনধান্য ও অস্ত্রাদি সঞ্চয়ের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া প্রিয় প্রজাবর্গকে অনুরঞ্জন ও রাজ্যপালন করেন, তাঁহার মিত্রগণ অমৃতলাভে দেবগণের ন্যায় আনন্দিত হইয়া থাকেন।

ইহা শুনিয়া রামের সুহৃদেরা দ্রুত কৌশল্যার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে এই সুসংবাদ দিলেন। রমণীশ্রেষ্ঠা কৌশল্যাও তাঁহা-দিগকে সুবর্ণ, বিবিধ রত্ন ও বহু গাভী পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিলেন। পরে রাম দশরথকে প্রণাম করিয়া রথে চড়িয়া ও জনগণের দ্বারা সংবর্ধিত হইয়া নিজের সুশোভন বাসভবনে ফিরিলেন। পুরবাসীরাও দশরথের কথা শুনিয়া তাঁহাদের ইষ্ট (কল্যাণ) লাভ হইল মনে করিয়া দশরথকে সম্ভাষণান্তে পরম প্রফুল্লচিত্তে শীঘ্র শীঘ্র গৃহে ফিরিয়া রামের অভিষেক যাহাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সেজন্য স্ব স্ব ইষ্টদেবতার পূজা করিতে লাগিলেন। (৩ সর্গ)

পুরবাসিগণ প্রস্থান করিলে দশরথ পুনরায় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন,—আগামী কাল পুষ্যানক্ষত্রের সঞ্চার হইবে, কালই রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা কর্তব্য। তৎপর তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রামকে আবার সেখানে লইয়া আসিবার জন্য সুমন্ত্রকে আদেশ করিলেন। সারথি পুনরায় রামের ভবনে যাইয়া রাজাদেশ জানাইলে রাম শঙ্কিত হইয়া সত্বর রাজভবনে আসিলেন। তখন দশরথ রামকে বলিলেন,—রাম, আমি দীর্ঘায়ু লাভ ও ইচ্ছানুরূপ বিষয়সুখ ভোগ করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছি। শত শত যজ্ঞ করিয়া প্রচুর দক্ষিণা দিয়াছি ও অন্নাদি দান করিয়াছি। আজ এই পৃথিবীতে যাহার তুলনা নাই, এইরূপ

তোমাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছি। আমি প্রার্থীদিগকে তাহাদের প্রার্থিত বস্তু প্রদান এবং শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছি। সুতরাং আমি দেব ঋষি পিতৃ ব্রাহ্মণ ও আত্ম-ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছি।* এখন তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা ভিন্ন আমার আর কোন কর্তব্য অসম্পূর্ণ নাই। পুত্র, এখন তুমি রাজা হও, ইহাই প্রজাগণের অভিপ্রেত; সুতরাং আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। দৈবজ্ঞেরা বলিয়াছেন যে, আমার জন্মনক্ষত্র রবি মঙ্গল ও রাহু এই তিনটি দারুণ গ্রহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। আর আমি আজ বহু অশুভ স্বপ্ন দেখিয়াছি—যেন দিবাভাগেই বজ্রপতনের সহিত মহাশব্দে উল্কাসকল পতিত হইতেছে। এইরূপ দুর্লক্ষণ দেখা গেলে প্রায়ই রাজা ঘোর বিপদে পতিত হন এবং তাঁহার মৃত্যু হয়। বিশেষতঃ প্রাণীদিগের মতিও সর্বদা একরূপ থাকে না, অতএব রাম, তোমার অভিষেক সম্বন্ধে আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইবার পূর্বেই তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। সেজন্য আমার মন একান্ত ব্যগ্র হইয়াছে। কালই আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। সুতরাং এখন হইতেই তুমি ও বধূ সীতা আজ সংযতভাবে থাকিবে† এবং রাত্রিতে উপবাস করিয়া কুশ-শয্যায় শয়ন করিবে। তোমার সুহৃদেরা আজ তোমার

* যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা দেবঋণ হইতে, বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া ঋষিঋণ হইতে, পুত্রোৎপাদন করিয়া পিতৃঋণ হইতে, দানদ্বারা ব্রাহ্মণ-ঋণ হইতে এবং সুখাদি উপভোগের দ্বারা আত্ম-ঋণ হইতে মুক্ত হইতে হয়। (রামায়ণতিলক ও রামায়ণশিরোমণি)

† অর্থাৎ ব্রতাদির পূর্বদিন পালনীয় 'সংযম' অবলম্বন (একাহার ইত্যাদি নিয়ম পালন) করিয়া থাকিবে।

নিকটে থাকিয়া সাবধানে তোমাকে রক্ষা করুন, কারণ এইরূপ কার্যে (অভিষেকাদিতে) বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। ভরত যতদিন বিদেশে আছে, আমার মতে তাহাই তোমার অভিষেকের যোগ্যকাল।* ইহা খুব সত্য যে, তোমার ভ্রাতা ভরত ধর্মাত্মা, জ্যেষ্ঠের অনুগত, দয়ালু ও জিতেন্দ্রিয়। কিন্তু রাম, আমি বেশ জানি, মনুষ্যের চিত্ত পরিবর্তনশীল এবং ধর্মপরায়ণ সজ্জনগণের চিত্তও রাগ-দ্বেষাদির প্রভাবে বিকৃত হয়।

দশরথ এইরূপ বলিলে রাম সীতাকে তাহা জানাইবার জন্য নিজভবনে গমন করিলেন, কিন্তু সীতাকে সেখানে দেখিতে পাইলেন না। তিনি তখনই সেখান হইতে বাহির হইয়া মাতার অন্তঃপুরে গেলেন। তিনি দেখিলেন, কৌশল্যা ক্ষৌমবসন (রেশমী বস্ত্র) পরিয়া তাঁহার (রামের) শ্রীবৃদ্ধি (বা রাজৈশ্বর্য) কামনায় মৌনাবলম্বনে ও নিমীলিত-নয়নে পরমপুরুষ জনার্দনের (বিষ্ণুর) ধ্যান করিতেছেন। সুমিত্রা ও লক্ষ্মণ পূর্বেই সেখানে আসিয়াছিলেন এবং রামের অভিষেকের প্রিয়-সংবাদ শ্রবণে কৌশল্যা সীতাকেও সেখানে আনাইয়াছিলেন। রাম মাতার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—মা, পিতা আদেশ করিয়াছেন যে, কালই আমার

---

* দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ করিবার সময়ে তাঁহার পিতা কেকয়রাজের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, কৈকেয়ীর পুত্রকেই তিনি রাজ্য প্রদান করিবেন। সেই জন্যই ভরতের অনুপস্থিতিতে দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাহিতেছেন। —এই সম্পর্কে ১০৭ সর্গের ৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। সেখানে রাম ভরতকে বলিতেছেন—ভাই, পূর্বকালে আমাদের পিতা যখন তোমার জননীকে বিবাহ করেন, তখন তিনি তোমার মাতামহের নিকট এই রাজ্যরূপ উত্তম শুল্ক প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

অভিষেক হইবে। আজ রাত্রিতে আমাকে ও সীতাকে উপবাস করিয়া থাকিতে হইবে। অভিষেকের পূর্বদিন যে-সকল মাঙ্গলিক কার্যাদি করিতে হয়, আপনি আমার ও সীতার জন্য আজই তাহা সম্পন্ন করুন।

কৌশল্যা আনন্দাশ্রুপূর্ণ-কণ্ঠে রামকে বলিলেন,—বৎস রাম, তুমি চিরজীবী হও, তোমার শত্রুসকল বিনষ্ট হউক। তুমি রাজসম্পদ লাভ করিয়া আমার ও সুমিত্রার স্বজনগণের আনন্দ বর্ধন কর। পুত্র, পরমপুরুষ বিষ্ণুর কৃপালাভের জন্য আমি যে-সকল ব্রত উপবাস ইত্যাদি করিয়াছি, তাহা আজ সফল হইল, কারণ এই ইক্ষ্বাকু-কুল-রাজলক্ষ্মী কাল তোমাকে আশ্রয় করিবেন।

কৌশল্যা এইরূপ বলিলে, রাম করজোড়ে ও বিনীতভাবে অবস্থিত লক্ষ্মণকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—লক্ষ্মণ, তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মাস্বরূপ, সুতরাং রাজশ্রী (রাজলক্ষ্মী) তোমাকেও আশ্রয় করিয়াছেন, তুমিও আমার সহিত এই রাজ্য শাসন কর। * তুমি তোমার অভিলষিত ভোগ্যবস্তুসকল ভোগ এবং রাজ্যফলস্বরূপ ধর্ম অর্থ ও যশ লাভ কর।† আমি তোমার

---

* অর্থাৎ তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণতুল্য প্রিয়—আমি এই রাজ্য লাভ করায় তোমারও তাহাতে অধিকার জন্মিয়াছে, সুতরাং তুমিও আমার সহিত এই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ কর।

† রাজ্যফল—ধর্ম ও অর্থ (রামায়ণতিলক); 'অতিদানাদি জনিত যশ ইত্যাদি'। (রামায়ণশিরোমণি)

অথবা সাধারণভাবে এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে—তুমি রাজ্যফল-স্বরূপ তোমার মনোমত বিষয় (ভোগ্যবস্তু)-সকল ভোগ কর। (রামায়ণ-তিলক)

জন্যই জীবন ও রাজ্য কামনা করি।—রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া এবং মাতৃদ্বয়কে (কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে) অভিবাদন করিয়া ও তাঁহাদের অনুমতি লইয়া সীতার সহিত নিজগৃহে ফিরিলেন। (৪ সর্গ)

তারপর দশরথ বশিষ্ঠকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন,—তপোধন, আপনি রামের নিকট যাইয়া বধূ সীতার সহিত তাহাকে উপবাস করাইবার ব্যবস্থা করুন। বশিষ্ঠ রথারোহণে রামের ভবনে গেলেন এবং রাম ও সীতাকে যথাবিধি উপবাসে ব্রতী করিলেন। পরে তিনি রামের দ্বারা অর্চিত (সংবর্ধিত) হইয়া সেখান হইতে বহির্গত হইলেন। তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, রাজপথ কৌতূহলী জনগণে পূর্ণ হইয়াছে এবং তাহাদের আনন্দ-কোলাহলে, তরঙ্গমালার সংঘাতে সমুদ্রে যেরূপ তুমুল শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দ হইতেছে।

সে দিন অযোধ্যাকে বনমালায় বিভূষিত, তাহার পথগুলিকে সুপরিষ্কৃত ও জলসিক্ত এবং গৃহসকলে ধ্বজা উত্তোলিত করা হইল। অযোধ্যাবাসী স্ত্রী পুরুষ বালক প্রভৃতি সকলেই রামের দর্শনের বাসনায় পরম আগ্রহে পরদিনের সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। (৫ সর্গ)

বশিষ্ঠ প্রস্থান করিলে রাম ও সীতা স্নান করিয়া সংযতচিত্তে নারায়ণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। উপাসনাশেষে রাম প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন। তিনি সেই ঘৃতের অবশিষ্টাংশ (হোমশেষ) ভক্ষণ ও দেব নারায়ণকে স্মরণ করিয়া সেই বিষ্ণুমন্দিরে মৌনভাবে ও সংযতচিত্তে সীতার সহিত স্বরচিত কুশশয্যায় শয়ন করিলেন। অবশেষে এক প্রহর রাত্রি থাকিতে জাগরিত হইয়া তিনি সূত

(পৌরাণিক), মাগধ (বংশাবলীকীর্তক) ও বন্দীদিগের (স্তুতিপাঠক-দিগের) শ্রুতিমধুর বাক্যাবলী শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার গৃহ উত্তমরূপে সজ্জিত করিবার ব্যবস্থা করাইলেন। পরে সুসমাহিত ভাবে প্রাতঃসন্ধ্যার (সন্ধ্যাধিদেবতা সূর্যের) উপাসনা (ধ্যান) করিয়া গায়ত্রী জপ করিলেন। তারপর তিনি অবনত মস্তকে মধুসূদনের* স্তব করিয়া নির্মল ক্ষৌমবসন পরিধান করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা স্বস্তিবচন পাঠ ও পুণ্যাহ করাইলেন।

রাম সীতার সহিত উপবাস করিয়াছেন শুনিয়া অযোধ্যাবাসী সকলেই পরম আনন্দিত হইল। রজনী প্রভাত হইলে তাহারা অযোধ্যাপুরী সুসজ্জিত করিতে লাগিল। দেবমন্দির অট্টালক† চৈত্য চতুষ্পথ ও রাজপথগুলিতে, বিবিধ পণ্যদ্রব্যে সুশোভিত বণিক্‌দিগের বিপণি-সকলে, গৃহস্থদিগের সুশোভন ও সমৃদ্ধ ভবন-সমূহে এবং সভাগৃহ ও অত্যুচ্চ বৃক্ষরাজিতে সুদৃশ্য ধ্বজা ও পতাকাসকল ‡ উত্তোলিত হইল। নট (অভিনেতা) নর্তক ও গায়কগণের শ্রুতিমধুর ও মনোহর নৃত্যগীতাদিতে সকলে প্রীতি-লাভ করিতে লাগিল। রামের অভিষেকের সময় নিকটবর্তী হইলে, জনগণ গৃহে ও চত্বরে মিলিত হইয়া অভিষেকের বিষয়ে আলাপ করিতে থাকিল। বালকেরাও গৃহদ্বারে দলবদ্ধ হইয়া খেলা করিতে করিতে রামের অভিষেকের কথাই আলোচনা করিতে লাগিল। পুরবাসীরা রাজপথগুলিকে পুষ্পোপহারে সজ্জিত ও ধূপ-

* মধুসূদন—সূর্যের অন্তর্বর্তী নারায়ণ। (রামায়ণভূষণ)

† প্রাকার-পরিবেষ্টিত যুদ্ধস্থানবিশেষ। (রা-তিলক ও রা-শিরোমণি)

‡ ধ্বজাঃ সচিহ্নাঃ পতাকাঃ চিহ্নরহিতাঃ। (রা-তিলক ও রা-ভূষণ)
ধ্বজা—সচিহ্ন নিশান। পতাকা—অচিহ্ন নিশান।

গন্ধে সুবাসিত করিয়া অতিশয় শ্রীসম্পন্ন (সুন্দর) করিয়া তুলিল। অভিষেকোৎসব শেষ হইবার পূর্বেই যদি রাত্রি হয়, এই আশঙ্কায় রাত্রিকালে অযোধ্যানগরী আলোকিত করিবার জন্য তাহারা সর্বত্র রাস্তার ধারে ধারে দীপবৃক্ষসকল* স্থাপন করিল। পরে তাহারা সকলে রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের প্রতীক্ষায় দলে দলে চত্বরে ও সভাগৃহসমূহে সম্মিলিত হইল এবং দশরথ ও রামের প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিল—আহা, রাজা দশরথ কিরূপ মহৎপ্রকৃতি! বৃদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া তিনি রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ রাম চিরদিনের জন্য আমাদের রক্ষক হইবেন। ধর্মাত্মা রাম তাঁহার ভ্রাতৃগণকে যেরূপ স্নেহ করিয়া থাকেন, আমাদিগকেও সেইরূপ স্নেহ করেন। যাঁহার প্রসাদে আমরা রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিব, সেই নিষ্পাপ ও ধর্মপরায়ণ রাজা দশরথ চিরজীবী হউন। এইরূপে সেখানে পর্বকালের† অতি বেগশালী সমুদ্রের শব্দের ন্যায় তুমুল শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। (৬ সর্গ)

৩

মন্থরার কৈকেয়ীকে কু-পরামর্শ দান—
কৈকেয়ীর ক্রোধ (৭-৯ সর্গ)

এদিকে কৈকেয়ীর পিতৃগৃহ হইতে আনীতা মন্থরা নামে একজন কুব্জা দাসী তাঁহার সহিত বাস করিত। কেহই এই দাসীর জন্ম-

* বৃক্ষাকার দীপস্তম্ভসকল।

† পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথির।

স্থান বা মাতাপিতার পরিচয় জানিত না। রামের অভিষেকের পূর্বদিন এই মন্থরা প্রাসাদ হইতে দেখিতে পাইল যে, রাজপথগুলি চন্দনজলসিক্ত, কমল ও উৎপলে* সমাকীর্ণ এবং সমস্ত নগরী ধ্বজা-পতাকায় সুশোভিত হইয়াছে। সুস্নাত ব্যক্তিরা সর্বত্র বিচরণ করিতেছেন, সকলদিকেই দানপ্রাপ্ত মাল্য ও মোদকধারী দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের স্তুতিবাদাদি জনিত কোলাহল উত্থিত হইতেছে, শ্বেতচন্দনাদি লেপনে দেবমন্দির সমূহের দ্বারগুলি শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, সর্বপ্রকার বাদ্যধ্বনিতে চারিদিক নিনাদিত হইতেছে, সমগ্র নগরী পরম আনন্দিত জনগণে পূর্ণ ও বেদধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, হস্তী ও অশ্বগণের মনেও যেন মহাপুলকের সঞ্চার হইয়াছে, গাভী ও বৃষকুল উল্লাসে আনন্দধ্বনি করিতেছে এবং পুরবাসীরা পুলকিত হইয়া মাল্যজড়িত ধ্বজা হস্তে পথে চলিতেছে। ইহা দেখিয়া মন্থরা যারপরনাই বিস্মিত হইল। সে অনতিদূরে† হর্ষোৎফুল্লনয়না ও পাণ্ডুর-ক্ষৌমবসনা রামধাত্রীকে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,— রামজননী লোকদিগকে ধনদান করিতেছেন কেন? আর লোকেরাই বা কি জন্য এত আনন্দিত হইয়াছে? ইহার উত্তরে রামের ধাত্রী যেন হর্ষে ফাটিয়া গিয়া বলিল,—কাল পুষ্যানক্ষত্রে রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।

তখন পাপদর্শিনী‡ মন্থরা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দ্রুত কৈকেয়ীর শয়নাগারে যাইয়া তাঁহাকে বলিল,—মূঢ়া, তুমি শুইয়া রহিয়াছ কেন? উঠ। তোমার যে ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে

* উৎপল—শ্বেতপদ্ম।

† অর্থাৎ নিকটস্থ প্রাসাদের উপরে।

‡ পাপপ্রদর্শিকা (রা-তিলক); পাপকর্মে উপদেষ্ট্রী (রা-শিরোমণি)।

এবং তুমি যে নানা দুঃখে বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছ, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? তুমি অনিষ্টকারী স্বামীকে হিতকারী মনে করিয়া সৌভাগ্যের গর্ব করিয়া থাক, কিন্তু তোমার সৌভাগ্য গ্রীষ্মকালীন নদীস্রোতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। কুব্জা মন্থরা এইরূপ বলিলে, কৈকেয়ী পরম দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মন্থরা, তোমাকে খুব বিষণ্ণ ও দুঃখিত দেখিতেছি, কোন অমঙ্গল ঘটে নাই তো?

মন্থরা বলিল,—দেবী, তোমার মহাসর্বনাশের উপক্রম হইয়াছে, রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে যাইতেছেন। তোমার স্বামী কেবল মুখেই ধর্মের কথা বলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শঠ; তিনি বাহিরেই মিষ্টভাষী, কিন্তু অন্তরে অতিশয় ক্রূর; তাঁহাকে শুদ্ধস্বভাব মনে কর বলিয়াই তুমি বঞ্চিত হইতেছ। তিনি ভরতকে তোমার পিত্রালয়ে সরাইয়া দিয়াছেন, কালই তিনি রামকে এই নিষ্কণ্টক রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। কৈকেয়ী, তুমি সর্বদা সুখভোগেই অভ্যস্ত, কিন্তু এখন রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পাপমতি দশরথ পুত্রাদি পরিজনের সহিত তোমার সর্বনাশ করিতে যাইতেছেন। কৈকেয়ী, এখনও তোমার প্রতিকার চেষ্টার সময় আছে, তুমি শীঘ্র নিজের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হও এবং নিজকে, পুত্র ভরতকে ও আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা কর।

সুবদনী কৈকেয়ী শারদীয় চন্দ্রকলার ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া শয্যাত্যাগ করিলেন। রামের অভিষেকের সংবাদে অতিশয় বিস্মিত ও পরিতুষ্ট হইয়া, তিনি পুরস্কারস্বরূপ কুব্জাকে দিব্য অলঙ্কার প্রদান করিয়া সানন্দে বলিলেন,—মন্থরা, তুমি আমাকে পরম প্রীতিকর সংবাদ দিলে, ইহার জন্য আমি তোমার আর কি উপকার করিতে

পারি? রাম ও ভরতে আমি কোন প্রভেদ দেখি না, সুতরাং রাজা যে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তাহাতে আমি তুষ্টই হইয়াছি। (৭ সর্গ)

তখন মন্থরা ক্রোধে ও দুঃখে কৈকেয়ী-প্রদত্ত অলঙ্কার ফেলিয়া দিয়া তাঁহাকে বলিল,—নির্বোধ, তুমি অসময়ে আনন্দ প্রকাশ করিতেছ কেন? তুমি যে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইতেছ, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? দেবী, মহাবিপদে পতিত হইয়াও যে তুমি আনন্দিত হইয়াছ, ইহাতে অতি দুঃখেও আমার হাসি পাইতেছে। সপত্নী-পুত্রের শ্রীবৃদ্ধি মৃত্যুতুল্য, তাহাতে কোন্ বুদ্ধিমতী নারী আনন্দিত হয়? তোমার দুর্মতির জন্য আমার দুঃখ হইতেছে। রাজ্য সকল ভ্রাতারই সাধারণ সম্পত্তি (রাজ্যে সকল ভ্রাতারই সমান অধিকার), সুতরাং রাম ভরতের ভয়ে ভয়ে থাকিবে, আর ভীত ব্যক্তি হইতেই ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়া থাকে।* লক্ষ্মণ মনঃপ্রাণে রামের অনুগত এবং শত্রুঘ্নও ভরতের সেইরূপ অনুগত। অতএব রামের লক্ষ্মণ হইতে এবং ভরতের শত্রুঘ্ন হইতে ভয়ের কারণ নাই। ভামিনী†, রামের পরেই ভরতের জন্ম হইয়াছে বলিয়া রামের পর ভরতেরই রাজ্যে অধিকার, কিন্তু কনিষ্ঠ বলিয়া লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সে অধিকার হইতে দূরে অবস্থিত এবং তাঁহাদের হইতে রামের কোন ভয় নাই। তোমার পুত্রের জন্য আমার খুব ভয় হইতেছে। কৌশল্যা ভাগ্যবতী,

* অর্থাৎ যে লোকের যাহার হইতে ভয়ের কারণ থাকে, নিষ্কণ্টক হইবার জন্য সে তাহাকে বিনষ্ট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে, সুতরাং রামও নিষ্কণ্টক হইবার জন্য ভরতকে বিনাশ করিতে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিবেন।

† শোভনা, সুন্দরী।

তাঁহার পুত্র রাম কাল যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। কৌশল্যা রাজমাতা হইয়া প্রীতি লাভ করিবেন, আর তোমাকে দাসীর ন্যায় করজোড়ে তাঁহার নিকটে থাকিতে হইবে। তোমার পুত্রও রামের দাসত্ব করিবেন। রামের পত্নী সীতা ও তাঁহার সখীরা* অতীব আনন্দিত হইবেন এবং ভরতের প্রভাব নষ্ট হওয়ায় তাঁহার পত্নী প্রভৃতি দুঃখিত হইবেন।

মন্থরা এইরূপ বলিলে, দেবী (পুণ্যস্বভাবা) কৈকেয়ী বলিলেন,—রাম শিক্ষিত গুণবান কৃতজ্ঞ সত্যপরায়ণ বিশুদ্ধচরিত্র ও ধর্মজ্ঞ এবং রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র, অতএব তাঁহারই যুবরাজ হওয়া উচিত। রাম ভ্রাতাদিগকে ও ভৃত্যদিকে পিতার ন্যায় পালন করিবেন। কুব্জা, তুমি রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদে দুঃখিত হইতেছ কেন? রামের বহু বৎসর রাজত্বের পর ভরতও অবশ্য পৈতৃক রাজ্য লাভ করিবেন। মন্থরা, আমি ভরতের যেরূপ মঙ্গলকামনা করি, রামেরও সেইরূপ বা তাহার অধিক কল্যাণকামনা করিয়া থাকি, কারণ রাম কৌশল্যা অপেক্ষাও আমার অধিক সেবা করিয়া থাকেন। রাজ্য যদি রামের হয়, তবে তাহা ভরতেরও হইবে, কারণ রাম নিজের ও ভ্রাতাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য বোধ করেন না।

মন্থরা বলিল,—অনর্থদর্শিনী†, নির্বুদ্ধিতাবশে তুমি যে অশেষ দুঃখ ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে চলিয়াছ, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। রাম রাজা হইলে তাঁহার পরে রামের পুত্রই রাজা হইবেন। ভামিনী, রাজার সকল পুত্র কখনও রাজ্য লাভ করেন না, তাহা

* রামস্য স্ত্রিয়ঃ (মূল)—রামের একপত্নীত্ব হেতু টীকাকারেরা ঐ স্থানের 'সীতা ও তাঁহার সখীগণ বা পরিচারিকাগণ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

† অমঙ্গলকে মঙ্গল বিবেচনাকারিণী।

করিলে মহা অনর্থ উপস্থিত হয়। সেজন্য নৃপতিরা জ্যেষ্ঠপুত্রের উপরই রাজ্যপালনাদির ভার অর্পণ করিয়া থাকেন। সুতরাং তোমার পুত্র ভরত রাজবংশ হইতে বিচ্ছিন্ন ও সকল সুখভোগে বঞ্চিত হইয়া অনাথের ন্যায় হইবেন। রাম নিষ্কণ্টকে (নির্বিঘ্নে) রাজ্য লাভ করিয়া নিশ্চয়ই ভরতকে দেশান্তরে বা লোকান্তরে পাঠাইবেন (নির্বাসিত কিংবা নিহত করিবেন)। লক্ষ্মণ রামকে রক্ষা করেন এবং রামও লক্ষ্মণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ ত্রিলোকে বিখ্যাত। অতএব রাম লক্ষ্মণের সহিত কিছুমাত্র অধর্মাচরণ করিবেন না, কিন্তু তিনি যে ভরতের প্রতি পাপাচরণ (ভরতকে বধ)* করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ভরত মাতুলালয় রাজগৃহ হইতেই বনে গমন করুন। ইহাই আমার ভাল বোধ হয় এবং তোমার পক্ষেও ইহা হিতকর হইবে। পরে ভরত যদি কখনও ধর্মানুসারে পিতৃরাজ্য লাভ করেন, তাহা হইলেই তোমার স্বজনগণেরও কল্যাণ হইবে। ভরত রামের স্বাভাবিক শত্রু, রাম রাজা হইলে রাজ্যভ্রষ্ট ভরত কিরূপে সমৃদ্ধিশালী (রাজ্যপ্রাপ্ত) রামের আজ্ঞাধীন হইয়া জীবনধারণ করিবেন? রামের অভিষেক নিবারণ করিয়া তোমার ভরতকে রক্ষা করা উচিত। তুমি পূর্বে স্বামীর অত্যধিক আদরলাভের সৌভাগ্যে গর্বিত হইয়া তোমার সপত্নী রামমাতা কৌশল্যার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছ, এখন রাম রাজা হইলে কৌশল্যা কি তাহার প্রতিশোধ লইবেন না? ভামিনী, রাম রাজ্যলাভ করিলে, তোমাকে ও ভরতকে রামের নিকট অকল্যাণকর পরাভব (অর্থাৎ দাসত্ব) স্বীকার করিয়া দীনভাবে

* পাপং (মূল)—বধম্ (রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ)।

থাকিতে হইবে। রাম রাজা হইলে ভরত নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন, অতএব তুমি ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির এবং তাঁহার শত্রু রামের বনবাসের উপায় উত্তমরূপে চিন্তা কর। (৮ সর্গ)

মন্থরার কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর মুখ ক্রোধে অগ্নিবর্ণ (আরক্ত) হইয়া উঠিল এবং তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—আমি আজই রামকে বনে পাঠাইব এবং শীঘ্রই ভরতকেও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। মন্থরা, তুমি তাহার উপায় স্থির কর।

মন্থরা বলিল,—বেশ, ভরত যে উপায়ে রাজ্যলাভ করিতে পারেন তাহা শোন। তুমি নিজের হিতসাধনের যে উপায়ের কথা বহুবার আমাকে বলিয়াছ, তাহা কি তোমার স্মরণ হইতেছে না? পূর্বকালে দক্ষিণদিকে দণ্ডকপ্রদেশে বৈজয়ন্ত নামে একটি নগর ছিল। সেখানে তিমিধ্বজ নামে একজন অতিশয় মায়াবী মহা-অসুর রাজত্ব করিত। তাহার অন্য নাম শম্বর। সে দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং ইন্দ্র ও দেবগণ তাহাকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হন। তখন দেবরাজকে সাহায্য করিবার জন্য তোমার স্বামী অন্যান্য রাজর্ষিগণের সহিত সেই দেবাসুরযুদ্ধে যান। তখন তুমিও স্বামীর সহিত গিয়াছিলে। তিনি সেখানে অসুরদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন এবং তাহাদের অস্ত্রাঘাতে তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়। দেবী, তখন তুমি তোমার অচেতন পতিকে যুদ্ধস্থল হইতে দূরে লইয়া গিয়া রক্ষা করিয়াছিলে। তাহাতে তুষ্ট হইয়া তিনি তোমাকে দুইটি বর দিতে চাহিলে তুমি বলিয়াছিলে যে, পরে যখন তোমার ইচ্ছা হইবে তখন বর দুইটি লইবে। সেই দুইটি বরের বলে তোমার পতির নিকট ভরতের রাজ্যাভিষেক-

এবং রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস প্রার্থনা কর। রাম চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনে গেলে ভরত প্রজাদিগের স্নেহভাজন হইয়া রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন। তুমি এখন ক্রোধের ভান করিয়া, মলিনবসনে ক্রোধাগারে যাইয়া, বিনা শয্যায় ভূতলে শয়ন করিয়া থাক। রাজা সেখানে গেলে তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিও না, তাঁহার সহিত কথা বলিও না, শুধু কাঁদিও এবং ভূতলেই শয়ন করিয়া থাকিও। তুমি যে তোমার পতির প্রিয়তমা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তোমার জন্য তিনি অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারেন। তিনি তোমাকে রাগাইতে বা তোমাকে ক্রুদ্ধা দেখিতে পারেন না। তিনি তোমার প্রিয়কার্য সাধনের জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন। তিনি তোমার কথা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তিনি তোমাকে মণিমুক্তা ও সুবর্ণাদি দিতে চাহিবেন, কিন্তু তুমি তাহা লইও না। তুমি তাঁহাকে বর দুইটির কথা স্মরণ করাইয়া দিও। যখন তিনি নিজে তোমাকে ভূমিশয্যা হইতে তুলিয়া বর দিতে চাহিবেন তখন তাঁহাকে প্রথমে সত্যে আবদ্ধ করিয়া পরে বর চাহিবে। আমার মতে এখনই তোমার বর চাহিবার উপযুক্ত সময়। নির্ভয়ে রাজাকে পীড়াপীড়ি করিয়া রামের অভিষেক নিবারণ কর।

এইরূপে মন্থরা অনর্থকর (অকল্যাণকর) ব্যাপারকে কল্যাণকর বলিয়া বুঝাইয়া দিলে, অতিশয় জ্ঞানবতী হইলেও কৈকেয়ী তাহা বিশ্বাস করিলেন এবং আনন্দিত হইয়া পরম বিস্মিতভাবে মন্থরাকে বলিলেন,—মন্থরা, পৃথিবীতে যত কুব্জা আছে, তুমি বুদ্ধিতে ও কার্যাকার্য বিবেচনায় তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং তুমি আমার হিতৈষিণী ও সতত আমার স্বার্থরক্ষায় নিযুক্তা—সুতরাং আমি

তোমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারি না। আমি পূর্বে রাজার অভিপ্রায় বুঝিতে পারি নাই। তুমি বায়ুভরে অবনত কমলের ন্যায় প্রিয়দর্শনা।* তোমার বক্ষঃস্থল সুবিন্যস্ত ও স্কন্ধদেশ পর্যন্ত সমুন্নত।† তাহার উচ্চতা দর্শনে তোমার চারু-নাভিযুক্ত সুন্দর উদর যেন লজ্জায় অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আছে।‡ তোমার জঘন সুবিস্তীর্ণ এবং স্তনযুগল অতীব স্থূল। তোমার মুখমণ্ডল বিমল শশধরের ন্যায়। আহা মন্থরা, তোমার জঘন রশনাদামে (কাঞ্চীদামে)** বিভূষিত হওয়ায় তোমাকে কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। তোমার জঙ্ঘা‖ দুইটি সুবিন্যস্ত (সুদৃঢ়), পদদ্বয়ও বেশ বড়। সুন্দরী মন্থরা, পট্টবস্ত্র পরিয়া ও তোমার বিস্তৃত উরুযুগল পরিচালনা করিয়া তুমি যখন আমার অগ্রে অগ্রে চল, তখন তোমাকে খুব সুন্দর দেখায়। অসুররাজ শম্বর বহু মায়া জানিত, কিন্তু তুমি তাহা হইতেও অনেক বেশী মায়া জান। তোমার বক্ষের বিস্তৃত মাংসপিণ্ডই নানারূপ বুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞান ও মায়ার আবাসস্থল। কুব্জা, ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে এবং রাম বনে গেলে আমি তোমার এই মাংস-পিণ্ড সুবর্ণের মালায় (হারে) সাজাইয়া দিব। সুন্দরী, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে, আমি সানন্দে উৎকৃষ্ট ও অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণনির্মিত ভূষণে (কাঁচুলিতে) তোমার এই মাংসপিণ্ডটি মণ্ডিত করিয়া

---

* অর্থাৎ কমল যেমন বায়ুভরে অবনত হইলেও দেখিতে সুন্দরই থাকে সেইরূপ তুমি কুব্জভরে অবনতা—কুব্জা হইলেও সুরূপা।

† অর্থাৎ—তোমার বক্ষস্থল স্কন্ধদেশ পর্যন্ত একটি সমুন্নত মাংসপিণ্ডে পরিব্যাপ্ত। (রামায়ণতিলক)

‡ অর্থাৎ তোমার উদর অত্যন্ত ক্ষীণ।

** মেখলা, চন্দ্রহার বা গোট। ‖ হাঁটু হইতে গোড়ালি পর্যন্ত।

দিব।* কুব্জা, তোমার ললাটে পরিবার জন্য আমি একটি বিচিত্র (রত্নাদিখচিত বা নক্সাদার) ও সুন্দর স্বর্ণতিলক (তিলকাকার টিপ) এবং অন্যান্য নানারূপ শোভন অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া দিব। তুমি সেই সকল অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া ও উত্তম বসন পরিয়া দেবীর ন্যায় বিচরণ করিবে। তখন তোমার অতুলনীয় মুখমণ্ডলের নিকট চন্দ্রও পরাজিত হইবেন (তোমার মুখ চন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দর দেখাইবে) এবং তুমি শ্রেষ্ঠত্ব (প্রাধান্য) লাভ করিয়া শত্রুদিগের নিকট গর্ব প্রকাশ করিতে পারিবে। কুব্জা, তুমি যেরূপ আমার পদসেবা করিয়া থাক, সেইরূপ সর্বালঙ্কারে ভূষিতা অন্যান্য কুব্জাগণ তোমার পদসেবা করিবে।

কৈকেয়ীর দ্বারা এইরূপে প্রশংসিত হইয়া মন্থরা বলিল,—কল্যাণী, জল চলিয়া গেলে বাঁধ বাঁধিলে যেমন কোন ফল হয় না, সেইরূপ রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে তোমার ভরতকে রাজ্য-প্রদানের সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইবে—সুতরাং তুমি গাত্রোত্থান করিয়া নিজের কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত হও এবং ক্রোধাগারে প্রবেশ ও কোপপ্রদর্শন করিয়া রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ কর।

তখন কৈকেয়ী মন্থরার সহিত ক্রোধাগারে গেলেন। তিনি তাঁহার মুক্তাহার ও অন্যান্য অলঙ্কারাদি খুলিয়া ফেলিয়া ভূতলে শয়ন করিয়া মন্থরাকে বলিলেন,—কুব্জা, হয় রাম বনে যাইবেন ও ভরত রাজ্যলাভ করিবেন, নতুবা আমি এই ক্রোধাগারেই প্রাণত্যাগ

---

* অর্থাৎ—'সোনার কাঁচুলিতে সুশোভিত করিব' (সোনার কাঁচুলি উপহার দিব)। (রামায়ণভূষণ)

অথবা—আমি সানন্দে তোমার মাংসপিণ্ডে (কুব্জে) চন্দন লেপন করিয়া তাহা উৎকৃষ্ট ও অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া দিব।

করিব এবং তুমি রাজাকে সে সংবাদ জানাইবে। রাম বনে না গেলে, আমি শয্যা মাল্য চন্দন অঞ্জন (কজ্জল বা কাজল) পানীয় বা ভোজ্যদ্রব্যাদি কিছুই চাই না—এমন কি, আর বাঁচিয়া থাকিতেও ইচ্ছা করি না। এই নিদারুণ কথা বলিবার পর কৈকেয়ীর মুখমণ্ডল উৎকট অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। (৯ সর্গ)

৪

দশরথ ও কৈকেয়ী (১০-১৪ সর্গ)

এদিকে দশরথ রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের প্রিয়সংবাদ জানাইবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কৈকেয়ীর গৃহে আসিলেন। তাহা শুকপক্ষী ও ময়ূরকুলে সমাকুল, ক্রৌঞ্চ ও হংসরবে মুখরিত, নানাবাদ্যধ্বনিনিনাদিত, কুব্জা ও বামনীদলযুত, লতাগৃহ চম্পক ও অশোকবৃক্ষে শোভিত, চিত্রগৃহ (নানাবিধ চিত্রযুক্ত গৃহ) এবং গজদন্ত রজত ও সুবর্ণরচিত বেদিসমূহে সমাযুক্ত, পুষ্প ও ফলসম্পন্ন বৃক্ষের এবং সরোবরের দ্বারা সুশোভিত, গজদন্ত রজত ও সুবর্ণ-নির্মিত উৎকৃষ্ট আসনসকলে সমাবৃত, নানাবিধ অন্ন পানীয় ভক্ষ্যদ্রব্য ও মহামূল্য অলঙ্কারে ভূষিত। সেই সুসমৃদ্ধ ও স্বর্গতুল্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, কামাতুর দশরথ প্রিয়া কৈকেয়ীকে তাঁহার শয়নাগারে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি একজন প্রতিহারিণীকে (দ্বাররক্ষিণীকে) কৈকেয়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সন্ত্রস্ত হইয়া করজোড়ে বলিল,—দেব, দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধাগারে গিয়াছেন।

দশরথ পরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত হইয়া ক্রোধাগারে গেলেন। সেখানে তিনি কৈকেয়ীকে ভূতলে শায়িতা দেখিয়া

যারপরনাই দুঃখিত হইলেন।—সেই বৃদ্ধ নিষ্পাপ দশরথ তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়া তরুণী ভার্যা পাপসঙ্কল্পা* কৈকেয়ীকে ছিন্নলতার ন্যায়, ভূপতিতা দেবাঙ্গনার ন্যায়, পুণ্যক্ষয়ে স্বলোকভ্রষ্টা কিন্নরীর ন্যায়, স্বর্গচ্যুতা অপ্সরার ন্যায়, সুরলোকপরিভ্রষ্টা মূর্তিমতী মায়ার ন্যায়, জালবদ্ধা হরিণীর ন্যায় এবং বনে ব্যাধকর্তৃক বিষলিপ্ত-বাণবিদ্ধা হস্তিনীর ন্যায় ভূতলে শয়ানা দেখিতে পাইলেন। তখন অরণ্যে মহাগজ যেরূপ ব্যাধের বিষাক্ত শরে আহতা হস্তিনীর গাত্র স্নেহভরে মার্জনা করে†, কামার্ত দশরথও পরম ভীতমনে সেইরূপ সুদুঃখিতা কমললোচনা কৈকেয়ীর গাত্রে সস্নেহে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—দেবী, আমি এমন কিছু করিয়াছি বলিয়া তো মনে হয় না, যাহাতে আমার উপর তোমার ক্রোধ হইতে পারে। কল্যাণী, কে তোমার প্রতি দোষারোপ (বা তোমাকে তিরস্কার) করিয়াছে? অথবা তুমি কাহার দ্বারা অপমানিত হইয়াছ যে, আমাকে দুঃখ দিবার জন্য ধূলিতে শয়ন করিয়া আছ? চিত্তোন্মাদিনী, আমি তোমার কল্যাণসাধনে তৎপর থাকিতে তুমি ভূতগ্রস্তার ন্যায় ধূলিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ কেন? ভামিনী, তোমার কোনরূপ ব্যাধি হইয়া থাকিলে বল, আমার প্রদত্ত বেতনাদি লাভে পরিতুষ্ট সুদক্ষ বৈদ্যগণ তোমাকে রোগমুক্ত করিয়া সুস্থ করিবেন। বল, কে তোমার প্রিয়কার্য করিয়াছে এবং কাহার প্রত্যুপকার করিতে না পারিয়া তুমি মনে ব্যথা পাইয়াছ—আমি তাহার অভীষ্ট পূরণ করিব। অথবা কে তোমার অপ্রিয় কার্য করিয়াছে এবং সেজন্য আজ আমি কাহারই

* রামের অভিষেক নিবারণাদিরূপ পাপসঙ্কল্প সাধনে যত্নশীলা।

† সস্নেহে গাত্রে শুঁড় বুলায়।

বা ঘোর অপকার সাধন করিয়া তাহাকে সমুচিত প্রতিফল দিব? দেবী, তুমি রোদন করিও না এবং অনর্থক শরীরকে কষ্ট দিয়া ক্ষীণ করিও না। বল, কোন্ অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিতে হইবে, অথবা কোন্ বধ্য ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে—কোন্ দরিদ্র ব্যক্তিকে অর্থদানে সমৃদ্ধিশালী করিতে হইবে, বা কোন্ সমৃদ্ধ ব্যক্তিকে তাহার সর্বস্ব হরণ করিয়া নির্ধন করিতে হইবে। আমি ও আমার অনুচরগণ সকলেই তোমার বশীভূত—আমার জীবন দিয়াও আমি তোমার সকল ইচ্ছা পূরণ করিতে প্রস্তুত। সুতরাং তোমার মনের কথা খুলিয়া বল। আমি যে তোমার একান্ত অনুরক্ত তাহা তুমি জান, অতএব আমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করিব না, তুমি এরূপ আশঙ্কা করিও না।—আমি আমার সুকৃতির (পুণ্যের) নামে শপথ করিতেছি যে, তোমার মনস্তুষ্টিসাধন করিব। (১০ সর্গ)

তখন কৈকেয়ী দশরথকে বলিলেন,—দেব, আমি রোগগ্রস্ত হই নাই বা কেহ আমাকে অপমানও করে নাই; কিন্তু আমার একটি বাসনা আছে এবং তুমি তাহা পূর্ণ কর, ইহাই আমি চাই। যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে তাহা পূরণ করিবে, তবেই আমি তাহার কথা তোমাকে বলিব।

দশরথ ঈষৎ হাসিয়া কৈকেয়ীর মস্তক হস্তদ্বারা উত্তোলন ও নিজের ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বলিলেন,—সৌভাগ্যগর্বিতা, তুমি কি জান না যে, রাম ভিন্ন তোমার অপেক্ষা প্রিয়তর আর আমার কেহই নাই? আমি আমার সেই প্রাণাধিক (বা প্রাণধন) রামের শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব—তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। তোমার মনোভাব প্রকাশ করিয়া আমাকে সংশয়মুক্ত কর।

কৈকেয়ী যারপরনাই আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—রাজা, তুমি যে শপথ করিয়া আমাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইলে, তাহা ইন্দ্রাদি তেত্রিশ দেবতা* শুনুন। চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, গ্রহ, রাত্রি, দিবা, দিক্‌সকল, জগৎ, পৃথিবী†, গন্ধর্ব ও রাক্ষসগণ, নিশাচর প্রাণিসকল, অন্যান্য যে-সকল প্রাণী আছে তাহারা এবং গৃহদেবতারা তোমার এই প্রতিজ্ঞার কথা জানিয়া রাখুন। মহাতেজা ধর্মজ্ঞ সত্যবাদী ও শুদ্ধস্বভাব রাজা দশরথ আমাকে বর দিতেছেন, সকল দেবতাই ইহা শুনুন (ইহাব সাক্ষী থাকুন)। কৈকেয়ী এই প্রকারে দশরথকে ধর্মপাশে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন,—রাজা, পূর্বকালের সেই দেবাসুর-যুদ্ধের কথা স্মরণ কর। যখন শত্রু শম্বর তোমাকে আহত করিয়া এমন শক্তিহীন করিয়াছিল যে, তোমার জীবনমাত্র অবশিষ্ট ছিল। দেব, তখন আমিই সযত্নে তোমাকে রক্ষা করি এবং সেজন্য তুমি আমাকে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলে। এখন আমি তাহা চাহিতেছি। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা না কর, তবে তোমার এই অপমানে আজই আমি প্রাণত্যাগ করিব।

মৃগ যেমন নিজের বিনাশের জন্য শিকারীর পাশের নিকটে যাইয়া তাহাতে আবদ্ধ হয়, দশরথও সেইরূপ নিজের সর্বনাশের জন্য কৈকেয়ীকে বর দিবার অঙ্গীকার করিলেন। তখন কৈকেয়ী সেই কামবিমোহিত ও বরদানে উদ্যত দশরথকে বলিলেন,—দেব, আমি দুইটি বর চাহিতেছি, শোন। রামের অভিষেকের জন্য যে-সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত

---

* বেদেও তেত্রিশ দেবতার কথাই পাওয়া যায়।

† জগৎ—স্বর্গাদি পরোক্ষ ভুবনের দেবতা। পৃথিবী—প্রত্যক্ষ ভুবনের দেবতা। (রামায়ণতিলক)

কর। আর দ্বিতীয় বরে রাম বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণে চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া তপস্বীর জীবন যাপন এবং ভরত নিষ্কণ্টকে যৌবরাজ্য লাভ করুন—ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। রাম আজই বনে যান ইহাই আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। রাজাধিরাজ, ঋষিরা বলেন যে, সত্যরক্ষা করিলে পরলোকে মানুষের পরম মঙ্গল লাভ হয়, সুতরাং তুমি সত্যপালন করিয়া কুল শীল ও ভাবী-জন্মের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই কর। (১১ সর্গ)

কৈকেয়ীর নিদারুণ কথা শুনিয়া দশরথ ক্ষণকালের জন্য চিন্তাকুল ও সন্তাপিত হইলেন। পরে তিনি ভাবিলেন, আমি কি দিবাস্বপ্ন দেখিতেছি? না আমার চিত্তবিভ্রম ঘটিয়াছে?—আমার অনুভূতি কি লোপ পাইয়াছে? না আমি উন্মাদ হইয়াছি? কিন্তু তিনি তাঁহার ভ্রম হইবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না এবং অতি দুঃখে মূর্ছিত হইলেন। * তারপর পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া কৈকেয়ীর বাক্যস্মরণে সন্তাপিত দশরথ, মৃগ যেমন ব্যাঘ্রীকে দেখিয়া ব্যথিত ও বিহ্বল হয়, কৈকেয়ীকে দেখিয়া সেইরূপ ব্যথিত ও বিহ্বল হইলেন এবং 'হায়, আমাকে ধিক!' বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার মূর্ছিত হইলেন। বহুক্ষণ পরে চেতনালাভ করিয়া দুঃখিত ও ক্রোধাবিষ্ট দশরথ যেন নিজ তেজে কৈকেয়ীকে দগ্ধ করিয়া বলিলেন,—রে নিষ্ঠুরা, দুষ্টপ্রকৃতি, ইক্ষ্বাকু-কুল-বিনাশিনী, রাম তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছেন, আর আমিই বা তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি? রাম সর্বদা তোমাকে জননীর ন্যায় সেবা করিয়া থাকেন, তবে তুমি কেন তাঁহার অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ? তুমি যে তীব্র বিষধারিণী সর্পিণীর ন্যায়,

* রামায়ণতিলক।

ইহা না জানিয়া আমি তোমাকে রাজকন্যা বোধে আমার সর্বনাশের জন্য নিজগৃহে স্থান দিয়াছিলাম। সকলেই রামের প্রশংসা করিয়া থাকে, আমি কোন্ অপরাধে আমার সেই প্রিয়পুত্রকে ত্যাগ করিব? আমি কৌশল্যা, সুমিত্রা, এমন কি রাজ্যও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু পিতৃবৎসল ও আমার প্রাণধন রামকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। সে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, তাহাকে দেখিলে আমার পরম আনন্দ হয় এবং তাহাকে না দেখিলে আমার চেতনা বিলুপ্ত হয়। হয়তো সূর্য বিনা জীবলোক এবং জল বিনা ধান্যাদি বৃক্ষ জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু রাম ব্যতীত আমার দেহে কিছুতেই প্রাণ থাকিবে না। অতএব পাপাভিলাষিণী, তুমি অবিলম্বে রামের নির্বাসনের সঙ্কল্প ত্যাগ কর। এই আমি মস্তক-দ্বারা তোমার চরণযুগল স্পর্শ করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। পাপিনী, তুমি কি জন্য এই নিদারুণ সঙ্কল্প করিয়াছ? ভরত আমার প্রিয় কি অপ্রিয়, ইহাই যদি তোমার জিজ্ঞাস্য হয় (অর্থাৎ ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তিই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়), তাহা হইলে তুমি পূর্বে ভরতের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ, তাহাই হউক (অর্থাৎ ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হউন, কিন্তু তুমি রামের নির্বাসনের প্রার্থনা করিও না)। 'রাম আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, তিনি শ্রীমান ও পরম ধার্মিক'—এইরূপ যে-সকল কথা তুমি পূর্বে আমাকে বলিয়াছ, তাহা কেবল আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই বলিয়াছ, প্রকৃতপক্ষে তাহা তোমার অন্তরের কথা নয়—নতুবা রামের অভিষেকের কথা শুনিয়া তুমি শোকাকুল হইতে না এবং আমাকেও রামের নির্বাসনের ও ভরতের রাজ্যাভিষেকের বরদানে প্ররোচিত করিয়া সন্তাপিত করিতে না। নির্জন ক্রোধাগারে থাকায় তুমি ভূতাবিষ্ট হইয়াছ

এবং সেজন্য তোমার মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছে। * নীতিজ্ঞান-শালিনী, তোমার বুদ্ধিবিকৃতি ঘটিয়াছে বলিয়াই ইক্ষ্বাকু-কুলে এই মহান্ অনর্থ † সংঘটিত হইতে চলিয়াছে। বিশালাক্ষী, তুমি পূর্বে কখনও কোন অনুচিত বা আমার অপ্রিয় কাজ কর নাই, সুতরাং আমি তোমার এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না ‡ তরুণী, তুমি আমাকে বহুবার বলিয়াছ যে, ভরত ও রাম তোমার নিকট সমান প্রিয়, তবে ধর্মাত্মা যশস্বী রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস কিরূপে তোমার মনোমত হইল? নিতান্ত সুকুমার ও ধর্মপরায়ণ রামের অতি ভীষণ অরণ্যে বাস কিরূপে তোমার অভিপ্রেত হইল? সুলোচনা, তোমার সেবারত লোকপ্রিয় রামের বনবাস তুমি কেন কামনা করিতেছ? ভরত অপেক্ষা রাম সর্বদাই তোমার অধিক সেবা করিয়া থাকেন; তোমার প্রতি রাম অপেক্ষা ভরতের ভক্তিরও কিছু আধিক্য লক্ষ্য করি না। রাম অপেক্ষা আর কে তোমার অধিকতর সেবা, সম্মান ও আদেশ-পালন করিয়া থাকে? আমার বহুসংখ্যক স্ত্রী ও অনেকানেক ভৃত্যাদির মধ্যে কেহই রামের নিন্দা করে না। রামের নির্মল মন ও মধুর ব্যবহারে দেশবাসী সকলেই সন্তুষ্ট ও তাঁহার বশীভূত। রাম সত্যনিষ্ঠায় সকল লোককে, ধনদানে ব্রাহ্মণগণকে, সেবায়

---

* সা ত্বং পরবশং গতা (মূল)। পরবশ—মনোবিকারের অধীন, মনোবিকারগ্রস্ত।—অর্থাৎ তোমার নিজস্ব সুবুদ্ধি লোপ পাইয়াছে।

† নীতিবিরুদ্ধ কাজ—জ্যেষ্ঠ বর্তমানে মধ্যমের রাজ্যাভিষেক।

‡ অর্থাৎ তুমি যে স্বাভাবিক অবস্থায় ভরতের রাজ্যাভিষেক ও রামের নির্বাসনরূপ নীতিবিরুদ্ধ প্রস্তাব করিতেছ, তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না—নিশ্চয়ই তুমি ভূতাবিষ্ট হইয়াছ।

গুরুজনদিগকে এবং যুদ্ধে ধনুদ্বারা শত্রুগণকে জয় (বশীভূত) করিয়া থাকেন। সত্যবাদিতা দান তপস্যা ত্যাগ (লোভশূন্যতা) মিত্রতা পবিত্রতা সরলতা বিদ্যা ও গুরুসেবা—এই সকল রামে সর্বদা বিদ্যমান। দেবী, তুমি কিরূপে সেই সরলপ্রকৃতি, দেবতুল্য ও মহর্ষিসদৃশ তেজস্বী রামের অনিষ্টসাধনের ইচ্ছা করিয়াছ? রাম সকলের প্রতি প্রিয়ভাষী, তিনি কখনও কাহাকেও অপ্রিয় কথা বলিয়াছেন এরূপ আমার স্মরণ হয় না, তবে আমি কেমন করিয়া তোমার অনুরোধে সেই প্রিয় রামকে অপ্রিয় কথা বলিব? রাম বিনা আমার কি গতি হইবে? কৈকেয়ী, আমি বৃদ্ধ, আমার অন্তিমকাল ও শোচনীয় দশা উপস্থিত, আমি সকাতরে তোমার নিকট বিলাপ করিতেছি, তুমি আমার প্রতি দয়া কর। এই সসাগরা পৃথিবীতে যাহা-কিছু পাওয়া যায়, আমি সে-সমস্তই তোমাকে দিব, তুমি আমার মৃত্যুরূপ এই পাপ অভিলাষ (সঙ্কল্প) পরিত্যাগ কর। কৈকেয়ী, আমি তোমার নিকট হাতজোড় করিতেছি এবং তোমার চরণযুগল স্পর্শ করিতেছি (তোমার পায়ে ধরিতেছি), তুমি রামকে এই অমঙ্গল হইতে রক্ষা কর—আমাকে যেন জ্যেষ্ঠ ও নিরপরাধ রামের নির্বাসনের ও কনিষ্ঠ ভরতের রাজ্যাভিষেকের অধর্ম স্পর্শ করে না (আমাকে যেন এই অধর্মে লিপ্ত হইতে না হয়)।

দশরথ দুঃখে অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি কখনও মূর্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন, কখনও তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, কখনও তিনি শোকে যার-পরনাই অভিভূত হইয়া সেই শোকসমুদ্র হইতে শীঘ্র উদ্ধার পাইবার জন্য বারবার কৈকেয়ীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু রূঢ়ভাষিণী কৈকেয়ী প্রত্যুত্তরে দশরথকে কঠোরতর ভাষায় বলিলেন,—রাজা, পূর্বে প্রতিশ্রুত হইয়াও যখন তুমি বরদানের সময় অনুতাপ করিতেছ, তখন তুমি পৃথিবীতে কিরূপে ধার্মিক বলিয়া নিজের পরিচয় দিবে? ধর্মজ্ঞ, তোমার নিকট সমাগত রাজর্ষিগণ যখন কথাপ্রসঙ্গে এই বরদানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তুমি কি প্রত্যুত্তর করিবে? তখন কি তুমি, 'যাঁহার অনুগ্রহে আমি জীবিত আছি এবং যিনি আমাকে সেবাশুশ্রূষায় রক্ষা করিয়াছেন, সেই কৈকেয়ীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি তাহা পালন করি নাই'—এই উত্তর দিবে? নরাধিপ, তুমি এইমাত্র বরদানে প্রতিশ্রুত হইয়া আবার অন্যরূপ কথা বলিতেছ, সুতরাং তুমি রাজকুলে কলঙ্ক লেপন করিবে। শ্যেন* ও কপোতে বিরোধ উপস্থিত হইলে, শৈব্য (শিবি) সত্যপালনের জন্য শ্যেনকে নিজের মাংস দিয়া কপোতকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং অলর্ক প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য অন্ধ ব্রাহ্মণকে নিজের নয়নযুগল প্রদান করিয়া উত্তম গতি লাভ করিয়াছিলেন। সাগরও দেবগণের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া কখনও বেলাভূমি (তীর) অতিক্রম করেন না। তুমিও এই সকল পুরাতন কাহিনী স্মরণ করিয়া তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিও না। দুর্মতি, তুমি ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া, রামকে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিত্য কৌশল্যার সহিত বিহারের ইচ্ছা করিতেছ। তুমি আমাকে যাহা দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তাহা ধর্ম বা অধর্ম, সঙ্গত বা অসঙ্গত, যাহাই হউক†, তাহার অন্যথা

* বাজপাখী।

† সত্যংবা যদিবানৃতম্ (মূল)। সত্য—সমীচীন; অনৃত—অসত্য, অসমীচীন। (রামায়ণভূষণ)

হইতে পারে না। যদি রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন, তবে আমি এখনই প্রচুর বিষ পান করিয়া তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব। যদি আমি একদিনের জন্যও রামের জননী কৌশল্যাকে রাজমাতা-রূপে সকলের যুক্তকরে নমস্কার গ্রহণ করিতে দেখি, তবে আমার মরণই শ্রেয়। রাজা, আমি তোমার নিকট ভরতের ও আমার নিজের শপথ (দিব্য) করিয়া বলিতেছি যে, রামের বনবাস বিনা আমি আর কিছুতেই তুষ্ট হইব না।

এই পরম অশোভন * কথা শুনিয়া দশরথ কিছুকালের জন্য কিছুই বলিতে পারিলেন না, কেবল অনিমেষলোচনে কৈকেয়ীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি কৈকেয়ীর দারুণ সঙ্কল্প ও নিজের শপথের কথা স্মরণ করিয়া, 'হা রাম!' বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে পড়িলেন। পরে তিনি করুণ ও কাতর বচনে কৈকেয়ীকে বলিলেন,—কে তোমাকে এই অমঙ্গলকর ব্যাপার মঙ্গলকর বলিয়া বুঝাইয়াছে? তুমি ভূতাবিষ্টার ন্যায় আমাকে ইহা বলিতেও কি লজ্জা বোধ করিতেছ না? কেন তোমার এমন ভয় উপস্থিত হইয়াছে যে, তুমি ভরতের রাজ্যাভিষেকের ও রামের বনবাসের বর চাহিতেছ? তোমার স্বামীর, জনসাধারণের ও ভরতের প্রিয়কার্য করিতে ইচ্ছা করিলে, তুমি এই অন্যায় সঙ্কল্প হইতে বিরত হও। নিষ্ঠুরা, পাপসঙ্কল্পা, নীচান্তঃকরণা, পাপকারিণী, আমি ও রাম তোমার নিকট কি অপরাধ (অথবা তোমার কি অপ্রিয়-কাজ)† করিয়াছি? আমি জানি যে, ভরত রামের অপেক্ষাও

---

* পরমশোভনম্ (মূল)—পরম্+অশোভনম্=পরমশোভনম্।

† অলীকং (মূল)—অপরাধং (রামায়ণতিলক ও রামায়ণশিরোমণি); অপ্রিয়ম্ 'অলীকং ত্বপ্রিয়েঽনৃতে' ইত্যমরঃ (রামায়ণভূষণ)।

অধিকতর ধর্মপরায়ণ, সুতরাং রামকে অতিক্রম করিয়া ভরত কোন প্রকারেই রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। তুমি কেমন করিয়া রামকে বনে যাইতে বলিবে ?* আমি সুহৃদ্গণের সহিত বিশেষ মন্ত্রণা করিয়া যে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা শত্রুগণ কর্তৃক বিনষ্ট সৈন্যদলের ন্যায় কি প্রকারে তোমার দ্বারা প্রতিহত হইতে দেখিব ? হায় ! নানাদিক্ হইতে সমাগত নৃপতিগণই বা আমাকে কি বলিবেন ? তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন,—এই বালবুদ্ধি দশরথ কিরূপে এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছেন ? যখন বহুশ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞ) ও সদ্গুণশালী বৃদ্ধেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'রাম কোথায় ?' তখন যদি আমি এই সত্য কথাও বলি যে, কৈকেয়ীকে পূর্বপ্রতিশ্রুত বরদানের জন্য তাঁহার পীড়াপীড়িতে রামকে বনবাসে পাঠাইয়াছি, তথাপি তাহা অসত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।† রাম বনে গেলে কৌশল্যা আমাকে কি বলিবেন এবং এইরূপ অপ্রিয়কাজ করিয়া আমিই বা প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে কি বলিব ? কৌশল্যা দাসীর ন্যায়, সখীর ন্যায়, ভার্যার ন্যায়, ভগিনীর ন্যায় এবং মাতার ন্যায়‡—যখন যেরূপ উচিত তখন সেইরূপ ভাবে আমার সেবা করিয়া থাকেন। আমার প্রিয় পুত্রের জননী, প্রিয়বাদিনী কৌশল্যা-দেবী সতত আমার মঙ্গল

---

* অর্থাৎ রাম তোমারও অতিশয় প্রিয়, সুতরাং তুমি তাঁহাকে ঐরূপ কথা বলিতে পারিবে না। (রামায়ণতিলক ও রামায়ণশিরোমণি)

† অর্থাৎ লোকে আমার ঐ সত্য কথাও বিশ্বাস না করিয়া বলিবে যে, আমি তোমার প্রতি কামাসক্ত বলিয়াই তোমার কথায় রামকে বনবাসে পাঠাইয়াছি। (রামায়ণতিলক)

‡ সেবায় দাসীর ন্যায়, রহস্যালাপে সখীর ন্যায়, ধর্মাচরণে ভার্যার ন্যায়, হিতকামনায় ভগিনীর ন্যায় এবং ভোজনদানে ও স্নেহপ্রদর্শনে মাতার ন্যায়।

কামনা করেন, সুতরাং তাঁহাকে আমার সমাদর করা উচিত—কিন্তু তোমার জন্য (তোমার ভয়ে) আমি তাঁহাকে সমাদর করিতে পারি নাই।* কুপথ্য অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিলে রুগ্ন ব্যক্তি যেরূপ কষ্ট পায়, তোমার প্রতি আমি পূর্বে যে সদ্ব্যবহার করিয়াছি তাহাই এখন আমাকে সেইরূপ কষ্ট দিতেছে। রামের অভিষেক নিবারণরূপ বিপরীত ঘটনা ও তাঁহার বনগমন দর্শনে ভীত হইয়া সুমিত্রাই বা কিরূপে আমাকে বিশ্বাস করিবেন? (সুমিত্রাও আর আমাকে বিশ্বাস করিবেন না।) হায়! বৈদেহী রামের বনবাস ও আমার মৃত্যু—এই দুই অপ্রিয় (অশুভ) ও দারুণ সংবাদ শীঘ্রই শুনিতে পাইবেন। হায়! রামের জন্য† শোক করিতে করিতে তিনি হিমালয়ের পার্শ্বে কিন্নরহীনা কিন্নরীর ন্যায় প্রাণত্যাগ করিবেন। রামকে মহাবনে বাস করিতে এবং মৈথিলীকে সেজন্য রোদন করিতে দেখিয়া আমিও অধিক কাল বাঁচিতে ইচ্ছা করি না (আমিও শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিব)। সুতরাং তোমাকে বিধবা হইয়া পুত্রের সহিত রাজত্ব করিতে হইবে। লোকে বিষাক্ত সুন্দর মদিরা পান করিয়া পরে যেমন তাহাকে বিষাক্ত বলিয়া বুঝিতে পারে, সেইরূপ তুমি অসতী (অসৎপ্রকৃতি) হইলেও আমি পূর্বে

---

* কিং মাং বক্ষ্যতি কৌশল্যা রাঘবে বনমাস্থিতে ॥
কিং চৈনাং প্রতিবক্ষ্যামি কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্।
যদা যদা চ কৌশল্যা দাসীব চ সখীব চ ॥
ভার্যাবদ্ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতি।
সততং প্রিয়কামা মে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ংবদা ॥
ন ময়া সংকৃতা দেবী সংকারার্হা কৃতে তব। (১২।৬৭-৭০)

† মে (মূল)—মদর্থম্ উপলক্ষণমেতৎ রামার্থং। (রামায়ণতিলক)

তোমাকে সতী (সৎস্বভাবা) বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন তোমাকে নিতান্ত অসতী বলিয়াই বুঝিতে পারিতেছি। * হায়! ব্যাধ যেমন মৃগকে গীতরবে আকৃষ্ট করিয়া বধ করে, তুমিও তেমনি আমাকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে তুষ্ট করিয়া বিনাশ করিলে। পথিমধ্যে মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণকে দেখিলে লোকে যেরূপ তাহার নিন্দা করে, পুত্রবিক্রেতা (পুত্রের বিনিময়ে স্ত্রীসুখক্রয়কারী)† আমাকেও ভদ্রসমাজ নিশ্চয়ই সেইরূপ অনার্য (অভদ্র বা পাপীঞ্চ) বলিয়া নিন্দা করিবেন (অর্থাৎ আমি তোমার অনুরোধে রামকে বনবাসে পাঠাইলে ভদ্রসমাজ আমাকে অত্যন্ত কামুক ও নীচপ্রকৃতি বলিয়া নিন্দা করিবেন)। হায় কি দুঃখ! হায় কি কষ্ট! যে, তোমার এই সকল কথা আমাকে ক্ষমা করিতে (সহ্য করিতে) হইতেছে।** বোধহয় পূর্বে আমি কোন অশুভ কাজ (পাপকাজ) করিয়াছিলাম এবং তাহারই

* অর্থাৎ লোকে যেমন বিষাক্ত অথচ বাহ্যতঃ সুন্দর মদ্যের বাহ্যরূপে মুগ্ধ হইয়া উপাদেয় বোধে তাহা পান করে, কিন্তু পরে তাহার কুফলে তাহাকে বিষাক্ত বলিয়া বুঝিতে পারে—সেইরূপ তোমার বাহ্যসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া প্রকৃতপক্ষে অসৎপ্রকৃতি হইলেও তোমাকে সৎস্বভাবা মনে করিয়া আমি এতদিন তোমার সহিত বাস করিয়াছি, কিন্তু এখন তোমার দারুণ ব্যবহারে বেশই বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমি অত্যন্ত অসৎপ্রকৃতি!

† পুত্রবিক্রায়কং (মূল)—পুত্রমূল্যেন স্ত্রীসুখক্রেতারং (রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ); রাজ্যাদিসুখমূল্যেন পুত্রবিক্রয়কর্তারং (রাময়ণশিরোমণি)।

ঞ্চ "স্ত্রীসুখ কিনিনু আমি পুত্রের বদলে।"—রাজকৃষ্ণ রায়
রামায়ণতিলক।

** অর্থাৎ তোমাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি বলিয়াই তোমার এই সকল নিদারুণ কথাও আমাকে সহ্য করিতে হইতেছে।

ফলস্বরূপ এখন এরূপ দুঃখ পাইলাম। পাপিনী, পাপী আমি অজ্ঞানতা বশে উদ্বন্ধনী রজ্জুর (ফাঁসির দড়ির) ন্যায় তোমাকে বহু-কাল কণ্ঠলগ্ন করিয়া রাখিয়াছি (অর্থাৎ তোমার যথার্থ প্রকৃতি বুঝিতে না পারিয়া আমি তোমাকে এতদিন পরম আদরে পালন করিয়াছি এবং এখন তুমি আমার বিনাশের কারণস্বরূপ হইতেছ)। বালক যেরূপ অজ্ঞানতাবশে ক্রীড়াচ্ছলে নির্জন স্থানে কৃষ্ণসর্পকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আমিও সেইরূপ তোমাকে মৃত্যুস্বরূপিণী বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া তোমাতে আসক্ত হইয়া-ছিলাম। আমি দুরাত্মা—আমি আমার মহাত্মা পুত্র রামকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিলাম (অথবা রক্ষা করিতে বিরত হইলাম—অর্থাৎ পিতার কর্তব্য পুত্রকে রক্ষণাবেক্ষণাদি করা, আমি তাহা করিলাম না)*। সুতরাং নিশ্চয় সকলে আমাকে নিন্দা করিবে। হায়! তাহারা আরও বলিবে যে, 'রাজা দশরথ অতিশয় নির্বোধ ও কামুক—তিনি স্ত্রীর জন্য প্রিয়পুত্র রামকে বনে পাঠাইলেন।' রাম বাল্যাবধি বেদাদি অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্যাদি পালন ও গুরুসেবাদির দ্বারা কৃশ হইয়াছেন, এখন সুখভোগের কালেও তাঁহাকে আবার বনবাসের মহাক্লেশ সহ্য করিতে হইবে! আমি রামকে বনে যাইতে বলিলে, তিনি কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া আমার আদেশ পালন করিবেন। আর যদি রাম আমার কথার বিরুদ্ধাচরণ করেন (বনে না যান), তবে তাহা আমার নিকট প্রিয়ই হইবে, কিন্তু রাম তাহা করিবেন না। রাম বনে গেলে সকলেই আমাকে ধিক্কার দিবে এবং আমি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মারা যাইব। রাম

* অপিতৃকঃ (মূল)—পিতৃপ্রযুক্তরাজ্যরহিতঃ (রামায়ণতিলক); পিতৃ-কৃতরক্ষণাদিরহিতঃ। (রামায়ণশিরোমণি)

বনে গেলে এবং আমার মৃত্যু হইলে, না জানি আমার অবশিষ্ট প্রিয়জনের প্রতি তুমি কি পাপ (অন্যায়) আচরণ করিবে! কৌশল্যা যদি আমাকে ও রামকে এবং সুমিত্রা-দেবী যদি তাঁহার পুত্রদ্বয়কে (লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে), রামকে ও আমাকে হারান, তবে সে দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারা (কৌশল্যা ও সুমিত্রা) আমার অনুগমন করিবেন। সুতরাং কৈকেয়ী, তুমি রাম লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন—এই তিন পুত্রের সহিত কৌশল্যা সুমিত্রা ও আমাকে নরকতুল্য দুঃখে নিমজ্জিত করিয়া সুখী হও। এই চিরন্তন, গুণ-গৌরবান্বিত ও প্রশান্ত (শান্তিপূর্ণ) ইক্ষ্বাকু-কুল আমার ও রামের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া অশান্তিপূর্ণ হইলে তুমিই তাহা পালন করিবে!* রামের বনগমন (বনবাস) ভরতের প্রীতিকর হইলে, আমার মৃত্যুর পর ভরত যেন আমার প্রেতকৃত্য (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) না করেন। রাজনন্দিনী, আমার দুর্ভাগ্যবশে তুমি আমার গৃহে আসিয়াছিলে ; সেজন্য আমাকে নিশ্চয় জগতে অতুল অপযশ ও নিন্দা এবং পাপীর ন্যায় সকলের অবজ্ঞা সহ্য করিতে হইবে। সর্বদা রথ হস্তী ও অশ্ব আরোহণে প্রভুর ন্যায় চলিয়া এখন বাছা রাম আমার কিরূপে মহারণ্যে পদব্রজে বিচরণ করিবেন? যাঁহার আহারের সময় উপস্থিত হইলে কুণ্ডলধারী পাচকেরা বিশেষ ব্যস্ত হইয়া প্রসন্নমনে পানীয় ও ভক্ষ্যদ্রব্য রন্ধন করে, আমার পুত্র সেই রাম এখন কি প্রকারে কটু তিক্ত ও কষায় বন্য ফলমূলাদি ভক্ষণে জীবন কাটাইবেন? চিরকাল সুখভোগে অভ্যস্ত রাম সর্বদা মহামূল্য পরিচ্ছদে দেহ আচ্ছাদিত (ভূষিত) করিয়া, এখন কিরূপে কাষায় (গেরুয়া) বসন পরিধান করিবেন? রামের বনে গমন ও ভরতের

---

* ব্যঙ্গোক্তি। (রামায়ণতিলক)

রাজ্যাভিষেক—এই দারুণ কথা কাহার? কাহার পরামর্শে তুমি এরূপ কথা বলিতেছ? স্ত্রীলোকেরা শঠ ও স্বার্থপর বলিয়া প্রসিদ্ধ—তাহাদিগকে ধিক্! না, আমি সকল স্ত্রীলোক সম্বন্ধে একথা বলিতেছি না, কেবল ভরতের জননী কৈকেয়ীর সম্বন্ধেই ইহা বলিতেছি।* স্বার্থপর ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি কৈকেয়ী, আমি তোমার কি অপ্রিয়কাজ করিয়াছি এবং লোকের হিতকারী রামই বা তোমার কি অপ্রিয়কাজ করিয়াছেন যে, আমাকে দুঃখ দিবার জন্য তুমি হৃদয়ে অনর্থভাব (অনিষ্টকর সঙ্কল্প) পোষণ করিতেছ? রামকে বনে যাইতে দেখিলে হয়তো পিতারা পুত্রদিগকে এবং অনুরাগিণী ভার্যারাও নিজ নিজ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া রামের অনুগমন করিবেন এবং তাহাতে অনর্থ উপস্থিত হইবে। আমি যখন শুনিতে পাই যে, আমার সেই দেবকুমারতুল্য রূপবান পুত্র রাম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আমার নিকট আসিতেছেন, তখন আমি যেন তাঁহাকে চাক্ষুষ দর্শনের আনন্দ লাভ করি এবং যখন তাঁহাকে চক্ষে দেখিতে পাই, তখন অতিশয় বৃদ্ধ হইলেও আমি যেন আবার যুবার ন্যায় হইয়া উঠি (অন্তরে ও বাহিরে যুবকের ন্যায় প্রফুল্ল ও সজীব হই)।† হয়তো সূর্য উদিত না হইলেও বা বজ্রধর ইন্দ্র বৃষ্টি বর্ষণ না করিলেও এই জগৎ বর্তমান থাকিতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, রামকে অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতে দেখিলে

* কৈকেয়ীর উপর বিরক্ত হইয়া দুঃখে অভিভূত দশরথ প্রথমে স্ত্রীলোক-মাত্রকেই নিন্দা করিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার এইরূপ উক্তি অসঙ্গত বোধে তিনি তাহা সংশোধন করিলেন। (রামায়ণতিলক)

† রামায়ণতিলক।

অযোধ্যাবাসী কেহই জীবনধারণ করিবে না।* হায়! আমার বিনাশার্থিনী, অহিতাকাঙ্ক্ষিণী, শত্রু ও মৃত্যুস্বরূপিণী তোমাকে আমি স্বগৃহে স্থান দিয়াছি—মোহবশে দীর্ঘকাল মহাবিষধরী সর্পীর ন্যায় তোমাকে অঙ্গে ধারণ করিয়াছি, সেজন্য আজ আমি বিনষ্ট হইলাম। রাম লক্ষ্মণ ও আমার সহিত সংস্রবশূন্য হইয়া ভরত তোমার সহিত রাজ্য পালন করুন এবং তুমি নগর ও জনপদ-বাসিগণকে ও আমার স্বজনদিগকে নাশ করিয়া আমার শত্রুগণের সম্ভাষণীয়া (মিত্রস্থানীয়া) হও। নিষ্ঠুরা, আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া তুমি আজ আমাকে যে নিদারুণ কথা বলিতেছ, তাহাতেও কেন তোমার দন্তসকল সহস্রখণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভূতলে পড়িতেছে না?† রাম তোমাকে কোন অহিতকর বা অপ্রিয় কথা বলেন নাই—তিনি কঠোর কথা বলিতেই জানেন না, নিজ গুণে তিনি সকলেরই প্রিয়, তবে কিরূপে তুমি সেই মিষ্টভাষী রামের দোষ-কীর্তন করিতেছ? কেকয়রাজ-কুল-কলঙ্কিনী, তুমি বিশেষ ক্লেশই পাও, বা অগ্নিতে ভস্মীভূতই হও, বা বিষাদি পানে জীবনই নষ্ট কর, অথবা তুমি অস্ত্রাদির দ্বারা বহু বহু বার বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগই কর, আমি তোমার সেই নিদারুণ ও অহিতকর কথামত কাজ করিব না। ক্ষুরতুল্য ভীষণপ্রকৃতি, স্বকুলবিনাশিনী, আমার মনঃপ্রাণদগ্ধকারিণী কৈকেয়ী, আমি তোমার মৃত্যুই কামনা করি। আমার আর বাঁচিবার আশা নাই, সুতরাং আমার সুখের সম্ভাবনা কোথায়? আত্মজেরা পুত্র বিনা আর কিছুতে সুখলাভ

* প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকিবে না। (রামায়ণশিরোমণি)

† অর্থাৎ ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না (রামায়ণতিলক); ইহাই আশ্চর্য (রামায়ণশিরোমণি)।

করিতে পারেন না। দেবী, তুমি আমার অহিতাচরণ করিও না, আমি তোমার চরণযুগল স্পর্শ করিতেছি (পায়ে ধরিতেছি), তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।—দশরথ কৈকেয়ীর কথায় অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া অনাথের ন্যায় ঐরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং রুগ্ন ব্যক্তি যেমন কোন-কিছু গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেও দুর্বলতার জন্য তাহা গ্রহণের পূর্বেই ভূতলে পতিত হয়, দশরথও তেমনি কৈকেয়ীর চরণযুগল স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলেও তাহা স্পর্শ করিবার পূর্বেই ভূপতিত হইলেন। (১২ সর্গ)

তখন ইক্ষ্বাকু-কুলের অনর্থরূপিণী, লোকাপবাদ-ভয়বিহীনা ও রাম হইতে ভরতের অনিষ্টাশঙ্কাকারিণী কৈকেয়ী দশরথকে বলিলেন,—মহারাজ, তুমি সত্যবাদী ও দৃঢ়সঙ্কল্প বলিয়া আত্মগৌরব করিয়া থাক, তবে কেন আমাকে প্রতিশ্রুত এই বর দিতে চাহিতেছ না?—এই কথা শুনিয়া দশরথ ক্ষণকাল বিহ্বলের মত থাকিয়া পরে সক্রোধে বলিলেন,—"হায় অনার্যা (অভদ্রা বা পাপিনী)! হায় আমার শত্রুরূপিণী! পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম বনে গেলে এবং আমি মরিলে, তুমি পূর্ণমনস্কাম ও সুখী হইতে পার। হায়! স্বর্গেও যখন দেবগণ রামের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কি বলিব? তাঁহারা আমার উত্তর শুনিয়া আমাকে ধিক্কার দিয়া যাহা বলিবেন, তাহা আমি কিরূপে সহ্য করিব? আমি অপুত্রক ছিলাম, পরে বহু কষ্টে রামকে লাভ করিয়াছি, এখন কেমন করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব? সেই কমললোচন কৃতবিদ্য বীর জিতক্রোধ ও ক্ষমাশীল রামকে আমি কিরূপে নির্বাসিত করিব? ইন্দীবরশ্যাম* দীর্ঘবাহু মহাবল ও লোকপ্রিয় রামকে আমি কেমন

* নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ।

করিয়া দণ্ডকারণ্যে পাঠাইব ? হায় ! সুখভোগের যোগ্য ও দুঃখ-ভোগের অযোগ্য ধীমান রামের বনবাসের দুঃখ আমি কিরূপে সহ্য করিব ? তাহার পূর্বে আমার মৃত্যু হইলেই আমি সুখী হই। পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী, তুমি কেন আমার প্রিয় সত্যপরাক্রম রামকে বনে পাঠাইতে চাহিতেছ ? ইহাতে নিশ্চয়ই জগতে অতুল অখ্যাতি হইবে।

উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত দশরথ ঐরূপ বিলাপ করিতে করিতে সূর্য অস্তমিত হইলেন এবং রাত্রি উপস্থিত হইল। সেই চন্দ্রমাশালিনী ত্রিযামা* যামিনীও তাহার শোভা প্রকাশ করিয়া দুঃখার্ত ও বিলাপ-নিরত রাজা দশরথকে সুখী করিতে পারিল না। তখন তিনি উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন—হে নক্ষত্র-ভূষিতা রজনী, আমি তোমার প্রভাত (অবসান) কামনা করি না। তুমি দয়া করিয়া প্রভাত হইও না। অথবা শীঘ্রই তোমার অবসান হউক—যে কৈকেয়ীর জন্য আমি এই দুঃখ ভোগ করিতেছি, আমি আর সেই নির্লজ্জাকে দেখিতে চাই না।

পরে রাজধর্মজ্ঞ দশরথ কৈকেয়ীকে প্রসন্ন করিবার জন্য করজোড়ে আবার তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—দেবী, আমি তোমার সহিত উত্তম ব্যবহার করিয়া থাকি, আমি দুঃখভারগ্রস্ত ও তোমার একান্ত অনুরক্ত, আমি আর অল্পদিনই বাঁচিব, বিশেষতঃ আমি তোমার রাজা, তুমি আমাকে দয়া কর।† সুনিতম্বিনী, অতি দুঃখে বিবেচনাশূন্য হইয়াই আমি তোমাকে ঐ-সকল কটুকথা বলিয়াছি। তরুণী, তুমি উদারহৃদয়া, তুমি আমার সহিত সদ্ব্যবহার

* ত্রিযামা—যাহার তিন যাম বা প্রহর আছে।

† অর্থাৎ তুমি তোমার অন্যায় সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

কর। দেবী, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং রাম তোমার প্রদত্ত * অক্ষয় রাজ্য লাভ করুন। তাহা হইলে তুমি পরম খ্যাতিলাভ করিবে। সুবদনী, সুনয়না, ইহা আমার, রামের, জনসাধারণের, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনের ও ভরতের প্রীতিকর হইবে—তুমি ইহা কর।

কিন্তু কৈকেয়ী স্বামীর কথানুযায়ী কাজ করিলেন না। তিনি অসন্তুষ্টই রহিলেন এবং রামের নির্বাসনের কথাই বলিতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি শেষ হইল। তখন দশরথকে জাগরিত করিবার জন্য বৈতালিকগণ স্তুতিপাঠাদি করিতে থাকিলে, তিনি তাহা করিতে নিষেধ করিলেন। (১৩ সর্গ)

তখন কৈকেয়ী বলিলেন,—মহারাজ, তুমি আমাকে তোমার পূর্বপ্রতিশ্রুতিমত বর দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া যেন কোন পাপকাজ করিয়াছ এবং সেজন্য দুঃখিত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছ। ইহা কি উচিত হইতেছে? ধর্মজ্ঞেরা বলেন, সত্যরক্ষাই পরমধর্ম এবং আমি তোমাকে সত্যপালনের জন্যই প্রণোদিত করিতেছি। সত্যই একপদ (ওঙ্কাররূপ) ব্রহ্ম, সত্যপালনের দ্বারাই ধর্মলাভ হয়, সত্যই বেদসকলের প্রতিপাদ্য এবং সত্যের দ্বারাই পরমপদ (ব্রহ্মত্ব) লাভ করা যায়। সুতরাং তোমার ধর্মে দৃঢ়মতি থাকিলে তুমি সত্যপালন কর। সজ্জনশ্রেষ্ঠ, তুমি সকলের প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাক, আমাকেও সেই প্রতিশ্রুত বর প্রদান কর। তুমি ধর্মরক্ষার জন্য আমার কথামত রামকে নির্বাসিত কর—আমি তিন

*অর্থাৎ আমার বর দিবার প্রতিশ্রুতিতে রাজ্য প্রকৃতপক্ষে তোমারই হইয়াছে—এখন তুমি আমার প্রীতিসাধনের জন্য তাহা রামকে দান কর। (রামায়ণতিলক)

বার বিশেষ করিয়া তোমাকে এই কথা বলিতেছি।* তুমি তাহা না করিলে, আমি তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব।

কৈকেয়ী নিঃশঙ্কচিত্তে এইরূপ বলিলে, দৈত্যরাজ বলি যেরূপ ইন্দ্রপ্রেরিত বামনরূপী বিষ্ণুর সত্যপাশ হইতে† মুক্ত হইতে পারেন নাই, দশরথও সেইরূপ কৈকেয়ীকে বরদানের প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত ও মলিন-বদন হইলেন। পরে অতিকষ্টে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন,—পাপিনী, অগ্নির সম্মুখে মন্ত্র পড়িয়া (অগ্নিসাক্ষী করিয়া) তোমার যে পাণি গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা আমি পরিত্যাগ করিলাম এবং আমার ঔরসজাত তোমার পুত্র ভরতকেও তোমার সহিত ত্যাগ করিলাম। দেবী, রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, সূর্যোদয় হইলেই জনগণ (অথবা বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজন আসিয়া)‡ নিশ্চয় আমাকে রামের অভিষেকের জন্য ত্বরান্বিত করিবে (বা করিবেন)। অমঙ্গলকারিণী, তুমি রামের অভিষেকে বাধা দিলে আমি নিশ্চয় মরিব। তখন রামের অভিষেকের জন্য যে-সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার দ্বারা রাম আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবেন—তুমি ও তোমার পুত্র ভরত তাহা করিতে পারিবে না।

---

* অর্থাৎ তুমি কোন প্রকারেই আমাকে বরগ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। (রামায়ণতিলক)

† বামনকে ত্রিপাদপরিমিত ভূমিদানের প্রতিশ্রুতি হইতে।

‡ অভিষেকায় হি জনস্ত্বরয়িষ্যতি মাং ধ্রুবম্ (মূল)।—যেমন আছে ঠিক সেই ভাবে 'জন'-এর অর্থ 'জন'ই করিতে হয়, কিন্তু পরবর্তী ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া 'বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজন' এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে এবং তাহাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

পূর্বে রামের অভিষেকের সংবাদ শ্রবণে প্রফুল্লবদন জনগণকে দেখিয়া এখন আমি পুনরায় রামের নির্বাসনের জন্য তাহাদিগকে নিরানন্দ অতৃপ্ত ও অধোবদন দেখিতে পারিব না।*

দশরথ এইরূপ বলিতে বলিতে রাত্রি প্রভাত হইল। তখন কৈকেয়ী ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন,—রাজা, তুমি বিষবৎ ও শূলাদি রোগতুল্য যন্ত্রণাদায়ক এ কি কথা বলিতেছ?† তুমি এখনই রামকে এখানে আনাও এবং তাঁহাকে বনে পাঠাইয়া ও ভরতকে রাজ্য দিয়া তোমার কর্তব্য শেষ কর।

উৎকৃষ্ট অশ্ব যেমন তীব্র কশাঘাতে বশবর্তী হয়, দশরথ তেমনি কৈকেয়ীর কঠোর কথার বশীভূত হইয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, —আমি ধর্মপাশে (সত্যপাশে) বদ্ধ হইয়াছি, আমার চেতনাও বিলুপ্ত হইতেছে, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর—কিন্তু তাহার পূর্বে আমি একবার আমার প্রিয় ও জ্যেষ্ঠপুত্র ধার্মিক রামকে দেখিতে চাই।‡

এদিকে রজনী প্রভাতে সূর্য উদিত হইলেন। পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুভক্ষণ উপস্থিত দেখিয়া, বশিষ্ঠ শীঘ্র অভিষেকের দ্রব্যাদি লইয়া

---

* অর্থাৎ আমার পক্ষে এইরূপ দেখার চেয়ে মরণই ভাল এবং আমার মৃত্যুই হইবে। (রামায়ণতিলক)

† অর্থাৎ তুমি বৃথা এই সকল কথা বলিতেছ—তুমি আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবে না। (রামায়ণতিলক)

‡ অথবা—আমি সত্যপাশে বদ্ধ হইয়াছি, আমার বুদ্ধিশক্তিও লোপ পাইয়াছে—কি কর্তব্য বা কি অকর্তব্য তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, সুতরাং আমি আমার প্রিয় ও জ্যেষ্ঠপুত্র ধার্মিক রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি—সে আসিয়া যাহা উচিত হয় করিবে। (রামায়ণশিরোমণি)

সানন্দে রাজান্তঃপুরের দ্বারে আসিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সুমন্ত্র অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতেছেন। তিনি সুমন্ত্রকে বলিলেন,—তুমি শীঘ্র যাইয়া রাজাকে বল যে, আমি আসিয়াছি, —রামের অভিষেকের সকল আয়োজন করা হইয়াছে এবং নগর ও জনপদের প্রধান প্রধান লোকেরা, বণিক্‌গণ, রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য অনেকে রামের অভিষেক দেখিবার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছেন। তুমি মহারাজকে ত্বরান্বিত কর (তাগিদ দাও)।

তখন সুমন্ত্র পুনরায় রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজার আদেশে সর্বত্রই বৃদ্ধ সুমন্ত্রের অবারিতদ্বার, সুতরাং দ্বারবানেরা তাঁহাকে বাধা দিল না। সুমন্ত্র রাজার তৎকালীন অবস্থার কথা কিছুই জানিতেন না, তিনি দশরথের নিকটে যাইয়া করজোড়ে তাঁহার স্তুতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—সূর্যোদয়ের কালে সূর্যকিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া সাগর যেরূপ সকলকে আনন্দিত করেন, সেইরূপ এখন এই সূর্যোদয়ের সময়ে আমাদের প্রতি প্রীতি-সম্পন্ন হইয়া আপনি আমাদিগকে আনন্দিত করুন। এইরূপ সূর্যোদয়ের সময়েই ইন্দ্র-সারথি মাতলি ইন্দ্রের স্তব (মহিমাকীর্তন) করিয়াছিলেন এবং তিনিও তাহাতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া দানবগণকে জয় করিয়াছিলেন; আমিও সেইরূপ আপনাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য আপনার গুণকীর্তন করিতেছি, আপনিও জাগরিত হইয়া জয়যুক্ত হউন। মহারাজাধিরাজ, সূর্য যেরূপ সুমেরু পর্বত হইতে উদিত হন, আপনিও সেইরূপ অভিষেক-উৎসবের উপযোগী বিচিত্র বস্ত্র ও আভরণ-ধারণাদিরূপ* মঙ্গলাচারসম্পন্ন হইয়া সমুজ্জ্বল দেহে গাত্রোত্থান করুন। রামের অভিষেকের সকল আয়োজন করা

* রামায়ণতিলক।

হইয়াছে এবং সকলে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন, আপনি শীঘ্র রামের অভিষেকের আদেশ দিন। রক্ষকহীন পশুগণের, সেনাপতি-হীন সৈন্যগণের, চন্দ্র বিনা রজনীর এবং বৃষ বিনা গাভীসকলের যেরূপ অবস্থা হয়, যে-রাজ্যে রাজার দর্শন মিলে না সে-রাজ্যেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে; সুতরাং আপনি শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন।* সুমন্ত্রের কথা শুনিয়া দশরথ আবার শোকে অভিভূত হইলেন। পরে সেই নিরানন্দ ও শোকে রক্তলোচন† রাজা সুমন্ত্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—সুমন্ত্র, তোমার স্তুতিবাক্যে তুমি আমার হৃদয় আরও বিদ্ধ করিতেছ।

সুমন্ত্র রাজার এই করুণ কথা শুনিয়া ও তাঁহাকে দুঃখিত দেখিয়া করজোড়ে সেখান হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। দশরথ যখন দুঃখাতিশয্যে নিজে সুমন্ত্রকে কিছু বলিতে পারিলেন না, তখন স্বার্থসাধনে নিপুণা কৈকেয়ী বলিলেন,—সুমন্ত্র, রাজা রামের রাজ্যাভিষেকের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন এবং সেজন্য পরিশ্রান্ত হইয়া এখন নিদ্রালু হইয়াছেন, তুমি শীঘ্র রামকে এখানে লইয়া আইস। সুমন্ত্র বলিলেন,—ভামিনী, রাজার আদেশ বিনা আমি কিরূপে যাইব? তখন দশরথ বলিলেন,—সুমন্ত্র, আমি রামকে দেখিতে চাই; তুমি শীঘ্র তাঁহাকে লইয়া আইস।—সুমন্ত্র রামকে আনিবার জন্য পরমানন্দে দ্রুত অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন। (১৪ সর্গ)

---

* রামায়ণতিলক।

† শোকরক্তেক্ষণঃ (মূল)—শোকজনিত রোদনে রক্তনেত্র। (রা-তিলক)

৫

রামের পিতৃসত্যপালনের ও বনগমনের সঙ্কল্প—লক্ষ্মণের সহিত মাতার নিকটে গমন (১৫-১৯ সর্গ)

এদিকে দশরথকে না দেখিয়া রাজদ্বারে সমবেত সকলে বলাবলি করিতে লাগিলেন,—সূর্য উদিত হইয়াছেন, রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের সমস্তই প্রস্তুত, কিন্তু রাজা দশরথকে তো দেখিতেছি না! এমন সময় সুমন্ত্র আসিয়া সকলকে বলিলেন,—রাজার আদেশে আমি রামকে আনিতে যাইতেছি, কিন্তু আপনারা রাজার ও রামের বিশেষ সম্মানার্হ, সুতরাং আপনাদের কথানুসারে এখনই আমি রাজার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে জাগরিত হইয়াও বাহিরে না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি।—এই বলিয়া সুমন্ত্র আবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি দশরথের শয়নকক্ষের অতি নিকটে গেলেন এবং যবনিকার (পর্দার) বাহিরে থাকিয়া মঙ্গলাশীর্বাদপূর্বক দশরথের এইরূপ স্তুতি করিতে লাগিলেন,—কাকুৎস্থ, চন্দ্র সূর্য শিব কুবের বরুণ অগ্নি ও ইন্দ্র আপনাকে বিজয়ী করুন! রজনী-দেবী অতীত হইয়াছেন, শুভদিন উপস্থিত হইয়াছে, অতএব রাজসিংহ, আপনি জাগরিত হউন—সকলে দ্বারদেশে আসিয়া আপনাকে দর্শনের জন্য বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন।

তখন দশরথ সুমন্ত্র আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—সারথি, আমি রামকে আনিতে বলিয়াছিলাম, তুমি কেন সে আদেশ অমান্য করিতেছ? আমি নিদ্রিত নই, তুমি শীঘ্র রামকে এখানে লইয়া আইস।

সুমন্ত্র রাজাকে অবনতমস্তকে নমস্কার করিয়া রামকে আনিবার

জন্য প্রীতমনে রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি ধ্বজ-পতাকাশোভিত ও আনন্দকোলাহলে মুখরিত রাজপথের শোভা দেখিতে দেখিতে দ্রুত রথ চালাইয়া রামের সুন্দর ভবনে আসিলেন। তাহা কৈলাস পর্বতের ন্যায় দ্যুতিমান ও ইন্দ্রালয়তুল্য প্রভাবিশিষ্ট, সুবৃহৎ কপাটযুক্ত, বহু বেদীদ্বারা শোভিত এবং তাহার চূড়ায় বহু স্বর্ণপ্রতিমা স্থাপিত ও তোরণ (বহির্দ্বার) মণি-প্রবালে খচিত। সেখান হইতে চন্দন ও অগুরুর মনোরম গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। সেই গৃহ নিয়ত-কলরবকারী সারস ও ময়ূরগণে বিরাজিত, স্বর্ণাদি-ধাতু-নির্মিত ব্যাঘ্রাদির প্রতিমূর্তিসমূহে সমাকীর্ণ ও শিল্পিগণের দ্বারা ক্ষোদিত সূক্ষ্ম শিল্পকার্য-সকলে পরিব্যাপ্ত। কুবের-ভবনতুল্য সেই রামভবন সকলের মন ও চক্ষুর তৃপ্তিবিধান করে। সুমন্ত্র দেখিলেন যে, তাহার দ্বারদেশ নানাস্থান হইতে আগত ও রামকে নমস্কারের জন্য করজোড়ে অবস্থিত জনগণে পূর্ণ হইয়াছে, উপহারাদি সহ সমুপস্থিত এবং রামের অভিষেক দর্শনের জন্য উন্মুখ ও প্রফুল্লবদন জনপদবাসিগণ তাহার সবিশেষ শোভাবর্ধন করিতেছে। জন-কোলাহলে মুখর সেই বিশাল ও সুশোভন ভবন নানারত্নে পূর্ণ এবং কুব্জ দাসগণে পরিবৃত রহিয়াছে। সুমন্ত্র রথারোহণে সেখানে প্রবেশ এবং তাহার সু-উচ্চ ও সুদৃশ্য তিনটি দ্বার অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরের নিকটে উপস্থিত হইলেন।* তিনি দেখিলেন, সেখানে রামের অভিষেক-সংক্রান্ত কার্যে নিযুক্ত ও অন্যান্য লোকেরা আনন্দ-ব্যঞ্জক ও হর্ষোদ্দীপক বাক্যালাপ করিতেছে। রামের বাহন শত্রুঞ্জয় নামক মহাকায়, মদমত্ত, দুর্নিবার, অতি অসহনীয় পরাক্রমশালী ও

*অর্থাৎ দুইটি মহল অতিক্রম করিয়া তৃতীয় মহলে (অন্তঃপুরে) উপস্থিত হইলেন।

সুন্দর হস্তীটি সেখানে রহিয়াছে। রামের প্রধান অমাত্যগণ বেশ-ভূষায় বিভূষিত হইয়া অশ্বযুক্ত রথে ও হস্তিপৃষ্ঠে অবস্থান করিতেছেন। সুমন্ত্র তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া পর্বতশিখরে অবস্থিত নিশ্চল মেঘতুল্য অত্যুচ্চ ও মহাবিমান নামক উত্তম গৃহসমূহের ন্যায় গৃহ-সকল সমন্বিত* রামের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। (১৫ সর্গ)

তিনি অন্তঃপুরের জনবহুল দ্বারদেশ পার হইয়া রামের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত এবং প্রাস ও কার্মুকধারী † যুবা রক্ষিগণে পরিবৃত এক জনবিরল মহলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি কাষায়বসন (রক্তবস্ত্র) পরিহিত, সু-অলঙ্কৃত, অতি সাবধান ও বৃদ্ধ অন্তঃপুর-রক্ষকগণকে বেত্রহস্তে দ্বারদেশে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। তাহারা সুমন্ত্রকে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সুমন্ত্রের আদেশে দ্রুত সস্ত্রীক রামকে সুমন্ত্রের আগমনের সংবাদ জানাইল। পরে সুমন্ত্র রামের নিকটে যাইয়া দেখিলেন, তিনি সু-অলঙ্কৃত হইয়া উত্তম আস্তরণযুক্ত সুবর্ণ-পালঙ্কে বসিয়া আছেন। তাঁহার দেহ বরাহ-রুধির-তুল্য পবিত্র, অত্যুৎকৃষ্ট ও সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত এবং তাঁহার পার্শ্বে চামর হস্তে সীতা উপবিষ্টা, যেন চিত্রানক্ষত্র চন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন। সুমন্ত্র এইরূপ শোভমান রামকে বার বার দেখিতে লাগিলেন।* পরে তিনি বিনীতভাবে রামকে বন্দনা করিয়া

---

* রামায়ণতিলক। বিমান—সপ্ততল প্রাসাদ।

† প্রাস—বর্শার ন্যায় প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ। কার্মুক—ধনু।

* অর্থাৎ—চিত্রানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রকে বারে বারে দেখিয়াও যেমন লোকে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, সেইরূপ পার্শ্বে উপবিষ্টা সীতাসহ রামকে বারে বারে দেখিয়াও সুমন্ত্র পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না।

করজোড়ে বলিলেন,—রাম, আপনার পিতা ও মহিষী কৈকেয়ী আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, আপনি শীঘ্র সেখানে চলুন।

রাম তাহাতে পরম আনন্দিত হইয়া সীতাকে বলিলেন,—দেবী, নিশ্চয়ই আমার মঙ্গলের জন্য পিতৃদেব ও কৈকেয়ী-দেবী অভিষেকের বিষয়ে কোন মন্ত্রণা করিতেছেন। মহারাজ ও তাঁহার প্রিয়মহিষী যে আমার হিতসাধনে ও অভিলাষপূরণে তৎপর সুমন্ত্রকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন, ইহা আমার সৌভাগ্যের বিষয়। আমি মহারাজের সহিত দেখা করিতে যাইতেছি, তুমি সখীদের লইয়া আমোদপ্রমোদ কর।—এই বলিয়া রাম সুমন্ত্রের সঙ্গে চলিলেন। 'লোককর্তা ব্রহ্মা যেরূপ ইন্দ্রকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, রাজা দশরথও সেইরূপ তোমাকে এখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পরে দ্বিজগণনিষেবিত এই মহারাজ্যে অভিষিক্ত করুন।* আমি যেন তোমাকে রাজসূয়ে† দীক্ষিত, ব্রতচারী, শুচি, উত্তম-মৃগচর্ম-পরিহিত ও মৃগশৃঙ্গধারী দেখিয়া তোমার সেবা করিতে পারি। বজ্রধর ইন্দ্র তোমার পূর্বদিক্, যম দক্ষিণদিক্, বরুণ পশ্চিমদিক্ ও ধনাধিকারী কুবের উত্তরদিক্ রক্ষা করুন।'

---

* রাজ্যং দ্বিজাতিভির্জুষ্টং রাজসূয়াভিষেচনম্।
কর্তুমর্হতি তে রাজা বাসবস্যেব লোককৃৎ॥ (১৬।২২)

রাজা দশরথও সেইরূপ তোমাকে ব্রাহ্মণগণসেবিত (এই) রাজ্যে রাজসূয়ে (রাজসূয়-যজ্ঞে) অভিষেকের ন্যায় অভিষিক্ত করুন। (আক্ষরিক অনুবাদ)।

অন্যান্য সকল রাজাকে জয় করিতে (অর্থাৎ মহারাজ হইতে—মহারাজ্যের অধিকারী হইতে) পারিলেই রাজসূয়-যজ্ঞে অভিষেকগ্রহণ সার্থক হয়। সুতরাং 'রাজ্যে রাজসূয়ে অভিষেকের ন্যায় অভিষিক্ত করুন' অর্থ রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণের মর্মানুযায়ী 'মহারাজ্যে অভিষিক্ত করুন' এইরূপ করা হইয়াছে।

† রামায়ণতিলক ও রামায়ণশিরোমণি।

—মনে মনে পতির এইরূপ মঙ্গল কামনা করিতে করিতে কৃষ্ণনয়না সীতা দ্বার পর্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন।

রাম অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন। পরে মধ্যমহলে আসিয়া তিনি সুহৃদ্‌বর্গের সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং তাঁহার অন্যান্য দর্শনপ্রার্থীদের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া তিনিও তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিলেন। তারপর তিনি লক্ষ্মণের সহিত সুমন্ত্রের রথে চড়িয়া রাজভবনে চলিলেন। তখন রাজপথে জনগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। পথিপার্শ্বস্থ প্রাসাদসমূহের বাতায়নস্থিতা পুরনারীরা রামের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন ১৬ সর্গ)

রাম চতুষ্পথ দেবালয় চৈত্য ও আয়তন (যজ্ঞস্থান) সকল প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি রাজগৃহের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন। (১৭ সর্গ)

পিতার গৃহে প্রবেশ করিয়া রাম দেখিতে পাইলেন যে, পিতা বিষণ্ণভাবে ও শুষ্কমুখে কৈকেয়ীর সহিত একটি সুন্দর আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি প্রথমে বিনীতভাবে পিতাকে প্রণাম করিয়া পরে পরম ভক্তিভরে কৈকেয়ীর চরণবন্দনা করিলেন। তখন দুঃখকাতর দশরথ রামকে 'রাম!' এই কথামাত্র বলিয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না এবং অশ্রুতে তাঁহার দৃষ্টিরোধ হইল। রাম দেখিলেন, মহারাজের চক্ষু কর্ণ হস্ত ও পদাদি যেন নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে—তিনি ব্যথিত ও ব্যাকুলচিত্ত এবং শোক ও দুঃখে অভিভূত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার অবস্থা রাহুগ্রস্ত সূর্যের ন্যায় ম্লান, মিথ্যাভাষী ঋষির ন্যায় তেজোহীন এবং তরঙ্গশালী অক্ষোভ্য সাগর ক্ষুভিত (আলোড়িত) হইলে

যেরূপ হয়, সেইরূপ হইয়াছে। তাঁহার সেই অদৃষ্টপূর্ব ও ভয়াবহ রূপ দেখিয়া রাম, সর্পকে পদদ্বারা স্পর্শ করিলে মানুষ যেরূপ ভীত হয়, সেইরূপ ভীত হইলেন। তিনি রাজার সেই অভাবনীয় শোকের কারণ চিন্তা করিয়া পর্বকালের সমুদ্রের ন্যায় অধিকতর ক্ষুব্ধ (বিচলিত) হইলেন। পরে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—নৃপতি কেন আজ আমাকে প্রত্যভিনন্দন করিতেছেন না? * অন্য দিন ক্রুদ্ধ থাকিলেও পিতা আমাকে দেখিলে প্রসন্ন হন, কিন্তু আজ আমাকে দেখিয়া তাঁহার দুঃখ উপস্থিত হইতেছে কেন?—রাম এইরূপ চিন্তায় দুঃখিত হইলেন, তাঁহার মুখশ্রী ম্লান হইল এবং তিনি শোকার্তভাবে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা, আমি না বুঝিয়া পিতার নিকট তো কোন অপরাধ করি নাই যে, পিতা আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? পিতা আমার প্রতি সর্বদা স্নেহশীল, কিন্তু আজ আমাকে দেখিয়াও তিনি কি জন্য অপ্রসন্ন রহিয়াছেন? তিনি সর্বদাই আমার সহিত কথাবার্তা বলিয়া থাকেন, কিন্তু আজ তাঁহাকে বিষণ্ণ ও দুঃখিত দেখিতেছি কেন?† কোনরূপ শারীরিক ব্যাধি বা মানসিক অশান্তি হইতে তো পিতা কষ্ট পাইতেছেন না?

---

* অর্থাৎ রাম দশরথকে অভিবাদন করিলে তিনি কেন সানন্দে তাঁহাকে আদর করিতেছেন না?

† বিষণ্ণবদনো দীনো সদা মাং প্রতি ভাষতে (মূল)। রামায়ণশিরোমণি-টীকাকার ও রামায়ণভূষণ-টীকাকার (গোবিন্দরাজ) অনুসৃত পাঠ অন্যরূপ—'বিষণ্ণবদনো দীনো ন হি মাং প্রতি ভাষতে'। তখন সমগ্র শ্লোকের অর্থ এইরূপ করা যাইতে পারে—'পিতা আমার প্রতি সর্বদা স্নেহশীল, কিন্তু আজ আমাকে দেখিয়া তিনি কি জন্য অপ্রসন্নচিত্ত, বিষণ্ণবদন ও দুঃখিত হইয়া রহিয়াছেন?—আমার সহিত কথাই বা বলিতেছেন না কেন?'

ভরত বা শত্রুঘ্নের কিংবা মাতৃগণের কোন অমঙ্গল ঘটে নাই তো? পিতার অসন্তোষভাজন হইলে বা তাঁহার আদেশ পালন করিতে না পারিলে, অথবা তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিলে আমি ক্ষণকালও বাঁচিয়া থাকিতে চাই না। মানব যাঁহাকে এই পৃথিবীতে নিজের প্রাদুর্ভাবের (জন্মলাভের) কারণ বলিয়া জানিতে পারে, তিনি তাহার নিকট প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ—সে তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবে না কেন? আপনি কি ক্রোধে ও অভিমানে পিতাকে কোন কঠোর কথা বলিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহার মন বিকৃত হইয়াছে? দেবী, কি জন্য নরপতির এরূপ অভূতপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমাকে বলুন।

নির্লজ্জা কৈকেয়ী বলিলেন,—রাম, রাজা ক্রুদ্ধ হন নাই এবং ইঁহার ব্যাধি ইত্যাদি জনিত কোন দুঃখের কারণও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু ইঁহার কিছু মনোগত অভিপ্রায় আছে, তোমার ভয়ে তাহা ইনি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। তুমি ইঁহার প্রিয় বলিয়া ইনি তোমাকে অপ্রিয় কথা বলিতে পারিতেছেন না। ইনি আমার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তোমার অবশ্য পালন করা উচিত। পূর্বে আমাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া এখন বরদানের সময় ইনি অসত্যপ্রতিজ্ঞ সাধারণ লোকের মত অনুতাপ করিতেছেন। রাম, সত্যই ধর্মের মূল, সুতরাং তোমার জন্য* রাজা যাহাতে আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সত্যপালনে বিমুখ না হন, তুমি তাহার ব্যবস্থা কর। শুভই হউক বা অশুভই হউক, রাজা তোমাকে যাহা বলিবেন, তুমি যদি তাহা কর, তবেই আমি তোমাকে সকল কথা বলিব।

---

* অর্থাৎ কৈকেয়ী রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের অন্তরায় বলিয়া।

রাম ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—দেবী, আমাকে এমন কথা বলিবেন না। আমি রাজার কথায় অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারি। ইনি আমার গুরু পিতা রাজা ও হিতকারী—ইঁহার আদেশে আমি তীব্র বিষ পান করিতে এবং সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেও পারি। অতএব, দেবী, রাজার কি অভিপ্রায় আমাকে বলুন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহাই করিব। ঠিক জানিবেন, রাম কখনও দুই রকম কথা বলে না।

তখন পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী সরলপ্রকৃতি সত্যবাদী রামকে এই নিদারুণ কথা বলিলেন,—রাম, পূর্বে দেবাসুরযুদ্ধে তোমার পিতা আহত হইলে, আমিই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম এবং সেজন্য তিনি আমাকে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন। এখন আমি তাঁহার নিকট সেই দুই বর চাহিয়াছি—ভরতের রাজ্যে অভিষেক এবং আজই তোমার দণ্ডকারণ্যে* গমন। নরশ্রেষ্ঠ, যদি তুমি পিতাকে ও নিজকে সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রতিপন্ন করিতে চাও, তবে অভিষেক ত্যাগ করিয়া জটাচীরধারী হইয়া চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস কর—আর ভরত তোমার অভিষেকের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যাদির দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া এই রাজ্য শাসন করুন। আমাকে এই দুই বর দিয়া রাজা পরম দুঃখিত ও শোকাকুল হওয়ায় তোমার দিকে ভাল করিয়া তাকাইতে পারিতেছেন না। তুমি রাজার কথামত কাজ কর, তাঁহার মহাসত্য পালন করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার কর। কৈকেয়ী এইরূপ কঠোর কথা বলিলেও রাম কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না, কিন্তু দশরথ পুত্রের বিপদে যারপরনাই ব্যথিত হইলেন। (১৮ সর্গ)

---

* ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের দণ্ডক নামক রাজ্য শুক্রের অভিশাপে বনে পরিণত হইয়া দণ্ডকারণ্য নামে বিখ্যাত হয়।

কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া রাম বলিলেন,—দেবী, আপনি যাহা বলিলেন তাহাই হইবে, রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আমি জটাচীর ধারণ করিয়া বনবাসী হইব। কিন্তু রাজা কেন আমাকে পূর্বের ন্যায় সস্নেহ-সম্ভাষণ করিতেছেন না, ইহাই আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। দেবী, আমার এই প্রশ্নে আপনি রাগ করিবেন না। রাজার আদেশে আমি নিঃশঙ্কচিত্তে* তাঁহার প্রিয় কোন্ কাজ না করিতে পারি? কিন্তু রাজা যে স্বয়ং আমাকে ভরতের অভিষেকের কথা বলিতেছেন না, এই দুঃখে আমার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে। আমি নিজ হইতেই সানন্দে ভরতকে আমার সমস্ত ধন ও রাজ্য—এমন কি সীতা ও নিজের অতিপ্রিয় প্রাণ পর্যন্তও দিতে পারি, তাহার উপর পিতার আদেশে প্রতিজ্ঞাপালনের ও আপনার প্রীতিসাধনের জন্য আমি যে ভরতকে রাজ্য দিব তাহাতে আর সন্দেহ কি? রাজা লজ্জিত হইয়াছেন, আপনি তাঁহাকে আশ্বাস দিন তিনি কেন অধোদৃষ্টিতে অশ্রু ত্যাগ করিতেছেন? রাজাজ্ঞায় দূতেরা আজই দ্রুতগামী অশ্বে চড়িয়া ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিতে যাক এবং আমিও নির্বিচারে পিতার আদেশ মানিয়া লইয়া চতুর্দশ বৎসর বনে বাস করিবার জন্য শীঘ্রই দণ্ডকারণ্যে যাইতেছি।

কৈকেয়ী রামের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি রামকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য বলিলেন,—তাহাই হইবে, দূতেরা ভরতকে আনিতে যাইবে। আর তুমি যখন বনে যাইতে উৎসুক, তখন তোমারও দেরী করা উচিত নয়, তুমি শীঘ্র বনে যাও। রাজা লজ্জাবোধ করিতেছেন বলিয়াই তোমাকে নিজে কিছু বলিতেছেন না, ইহার অন্য কোন কারণ নাই; তুমি এজন্য দুঃখ

* বিস্রব্ধঃ (মূল)—নিবিশঙ্কঃ। (রামায়ণতিলক)

করিও না। রাম, তুমি এই নগর পরিত্যাগ করিয়া বনে না যাওয়া পর্যন্ত তোমার পিতা স্নানাহার করিবেন না।

তখন শোকাকুল দশরথ 'হায়, কি কষ্ট!' বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া পালঙ্কের উপর মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাম রাজাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং কশাঘাতে অশ্ব যেরূপ দ্রুত অগ্রসর হয়, সেইরূপ কৈকেয়ীর পীড়াপীড়িতে বনে যাইবার জন্য ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—দেবী, আমি স্বার্থপর নই, আমাকে ঋষিদিগের ন্যায় প্রকৃত ধর্মপরায়ণ বলিয়া জানিবেন। আমি প্রাণ দিয়াও পিতার প্রিয়সাধন করিব, কারণ পিতার সেবা বা তাঁহার আজ্ঞা পালন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কাজ কিছুই নাই। পিতা নিজে আমাকে না বলিলেও, আপনার কথাতেই আমি চতুর্দশ বৎসর বিজন বনে বাস করিব। জননী কৌশল্যার অনুমতি লইয়া ও সীতাকে প্রবোধ দিয়া আজই আমি দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। এখন ভরত যাহাতে রাজ্যপালন ও পিতার সেবা করেন, আপনি তাহাই করিবেন।

রামের কথা শুনিয়া দশরথ শোকে কিছুই বলিতে পারিলেন না, তিনি উচ্চ-স্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। রাম পিতা ও কৈকেয়ীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া সেখান হইতে বাহির হইলেন। তখন রামের নিকট সকল কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ পরমক্রুদ্ধমনে ও অশ্রুপূর্ণ-নয়নে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাম অভিষেকের দ্রব্যাদি প্রদক্ষিণ করিয়া, কিন্তু তাহার দিকে চাহিয়া না দেখিয়াই মৃদুগতিতে মাতার ভবনে চলিলেন। জীবন্মুক্তপুরুষের ন্যায় তাঁহার কোনরূপ চিত্তবিকার লক্ষিত হইল না। কিন্তু তিনি যখন মাতার উৎসবপূর্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার বিরহে কৌশল্যা ও দশরথ প্রভৃতি প্রিয়জনের প্রাণহানির আশঙ্কায় আকুল হইলেন। (১৯ সর্গ)

৬

কৌশল্যার বিলাপ—লক্ষ্মণের ক্রোধ—কৌশল্যার রামকে বনগমনে নিষেধ—কৌশল্যা ও লক্ষ্মণকে রামের ধর্মোপদেশ—রাম ও কৌশল্যার কথোপকথন—কৌশল্যার মঙ্গলাচরণ—রামের নিজগৃহে গমন (২০-২৫ সর্গ)

এদিকে রাম করজোড়ে বিদায় লইতে আসিলে রাজান্তঃপুরে মহা আর্তনাদ উত্থিত হইল। রাজমহিষীরা পতির নিন্দা করিতে ও বৎসহীনা গাভীর ন্যায় উচ্চ-স্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রশোকাতুর দশরথ সেই ভীষণ আর্তনাদ শুনিয়া যেন আসনে বিলীন হইয়া গেলেন (শয্যার সহিত মিশিয়া গেলেন)। রাম স্বজনগণের দুঃখে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করিয়া বদ্ধ হস্তীর ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত মাতার অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন।

কৌশল্যা তখন সংযতভাবে রাত্রিযাপন করিয়া পুত্রের হিত-কামনায় প্রভাতে বিষ্ণুর পূজা শেষ করিয়াছেন। তারপর তিনি মঙ্গলাচার সম্পন্ন করিয়া হোম করিতেছিলেন। এমন সময় রাম সেখানে আসিলেন। কৌশল্যা রামকে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইয়া ঘোটকী যেরূপ অশ্ব-শাবকের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ রামের দিকে অগ্রসর হইলেন। মাতা নিকটে আসিলে রাম তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন এবং কৌশল্যাও রামকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। তারপর তিনি বলিলেন,—রাম, তুমি ধর্মশীল মহাত্মা বৃদ্ধ রাজর্ষিদিগের আয়ু ও কীর্তিলাভ এবং কুলোচিত ধর্মপালন কর। দেখ, তোমার পিতা কেমন সত্যপ্রতিজ্ঞ, সেই ধর্মাত্মা আজই তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।— এইরূপ বলিয়া তিনি রামকে উপবেশনের জন্য আসন দিলেন এবং

আদর করিয়া তাঁহাকে ভোজন করিতে বলিলেন। স্বভাব-বিনয়ী রাম মাতার কথা রক্ষার জন্য হাত বাড়াইয়া সেই আসন একটু স্পর্শ করিলেন এবং নতমুখে তাঁহাকে বলিলেন,—দেবী, আপনার বৈদেহীর ও লক্ষ্মণের যে মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি নিশ্চয়ই জানেন না। আমি দণ্ডকারণ্যে যাইব, আমার আর এ আসনের প্রয়োজন কি? আমার এখন কুশাসনে বসিবার সময় আসিয়াছে, কারণ আমাকে এখন মুনিদিগের ন্যায় আমিষ* ছাড়িয়া কন্দ† ও ফলমূল আহারে জীবনধারণ করিয়া চতুর্দশ বৎসর বিজন বনে বাস করিতে হইবে। মহারাজ ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদান এবং আমাকে তপস্বিরূপে দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত করিতেছেন।

ইহা শুনিয়া কৌশল্যা, বনে কুঠারদ্বারা কর্তিত শালবৃক্ষের শাখার ন্যায়, হঠাৎ মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। রাম তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। গুরুভার বহনে অতিরিক্ত পরিশ্রান্তা ঘোটকী ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া উঠিলে যেরূপ হয়, দুঃখিনী কৌশল্যার সর্বাঙ্গ সেইরূপ ধূলিতে আচ্ছন্ন হওয়ায় রাম হস্তদ্বারা তাহা মার্জনা করিতে লাগিলেন। তখন কৌশল্যা চেতনা লাভ করিয়া বলিলেন, —পুত্র, তুমি না জন্মিলে আমার পক্ষে দুঃখের কারণ হইত বটে, কিন্তু তাহাই ছিল ভাল, কারণ পুত্রহীনতাই বন্ধ্যার একমাত্র দুঃখ— আর তোমাকে লাভ করিয়া আমি তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী

---

*সূদৈর্বিশিষ্টসংস্কারসংস্কৃতং মাংসম্ (রামায়ণতিলক)।—পাচকদের দ্বারা তেল-ঘি-মশলা ইত্যাদি সহযোগে বিশেষভাবে রান্না করা মাংস।

মৃগয়ালব্ধ মাংস আহারে কোন বাধা ছিল না, রাম বনবাসের সময় তাহা খাইতেন।

† ফলাকার উদ্ভিদ্-মূল—ওল, কচু ইত্যাদি।

দুঃখ ভোগ করিতেছি। রাম, আমি পূর্বে স্বামীর অনুরাগ বা সৌভাগ্য* লাভ করি নাই, কিন্তু পুত্র জন্মিলে তাহা বিশেষরূপে লাভ করিব আশায় জীবনধারণ করিয়াছি। আমি প্রধানা মহিষী হইলেও এখন আমাকে কনিষ্ঠা সপত্নীদিগের অনেক মর্মান্তিক কথা শুনিতে হইবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহার অপেক্ষা বেশী দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? বৎস, তুমি নিকটে থাকিতেই আমি এইরূপ লাঞ্ছিত হইতেছি, তুমি বনবাসী হইলে যাহা ঘটিবে তাহা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে মরণতুল্য হইবে। আমি চিরদিনই পতির অপ্রিয়, এবং পতির দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছি—আমি কৈকেয়ীর দাসীর সমান অথবা তাহার অপেক্ষাও হীন হইয়া আছি। যাহারা আমার সেবা করিয়া থাকে বা অনুগত হইয়া চলে, কখনও কৈকেয়ীর পুত্রকে আসিতে দেখিলে, তাহারাও আমার সহিত কথা বলে না। পুত্র, তোমার বিরহে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া আমি কিরূপে সেই নিয়ত ক্রোধপরায়ণা ও কটুভাষিণী কৈকেয়ীর মুখদর্শন করিব? রাম, আমি তোমার উপনয়নের পর হইতে সপ্তদশ বৎসর† আমার দুঃখ অবসানের প্রতীক্ষায় কাটাইয়াছি। এখন তোমার রাজ্যনাশ ও বনবাসজনিত অশেষ ও মহা দুঃখ আমি আর দীর্ঘকাল সহ্য করিতে পারিব না। আমি এরূপ বৃদ্ধা হইয়াছি যে, সপত্নীদিগের দুর্ব্যবহারও

* কল্যাণং (মূল)—উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও আভরণাদি লাভজনিত অতিশয় সৌভাগ্য। (রামায়ণতিলক)

† দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্য তব রাঘব (মূল)—উপনয়নাখ্য দ্বিতীয়জন্মনেতি শেষঃ (রামায়ণতিলক)। উপনয়ন নামক দ্বিতীয় জন্মের পর হইতে। দশ বৎসরে উপনয়ন, তাহার পর সতের বৎসর অতীত হইয়াছে—সুতরাং বনে যাইবার সময় রামের বয়স সাতাশ বৎসর।

আমার আর অধিক দিন সহ্য হইবে না। তোমার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখ না দেখিয়া দুঃখিনী আমি কিরূপে আমার শোচনীয় জীবন যাপন করিব? আমি বহু কষ্টে তোমাকে বড় করিয়া তুলিয়াছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশে সকলই বিফল হইল। আমার হৃদয় অতিশয় কঠিন বলিয়াই বিদীর্ণ হইতেছে না। যম যখন এখনই আমাকে লইয়া যাইতেছেন না তখন নিশ্চয়ই আমার মরণ নাই। আমার ইহাই দুঃখ যে, আমার ব্রত দান ও সংযম (নিয়মপালন)—সমস্তই বৃথা হইল। সন্তানকামনায় আমি যে তপস্যা করিয়াছি তাহাও ঊষর ভূমিতে (অনুর্বর স্থানে) বীজবপনের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হইল। যদি কেহ মহাদুঃখে প্রপীড়িত হইয়া স্বেচ্ছায় অকালে প্রাণত্যাগ করিতে পারিত, তবে আমি আজই যমালয়ে যাইতাম। তোমার অভাবে আমার দশা বৎসহারা গাভীর মত হইবে। রাম, তোমার অভাবে আর আমার জীবনের প্রয়োজন কি?—উহা বৃথা। অতিশয় দুর্বল হইলেও স্নেহবশে গাভী যেরূপ বৎসের অনুগমন করে, আমিও সেইরূপ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনে যাইব। (২০ সর্গ)

কৌশল্যা এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—আর্যা, রাম যে রাজ্যৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইবেন, ইহা আমারও ভাল লাগিতেছে না। বৃদ্ধ স্ত্রৈণ বিপরীতবুদ্ধি বিষয়াসক্ত ও কামাতুর রাজা কৈকেয়ীর প্ররোচনায় কি না বলিতে পারেন? রাম এমন কোন অপরাধ বা দোষ করেন নাই যাহার জন্য তিনি বনে নির্বাসিত হইতে পারেন। কেহ পরোক্ষেও তাঁহার নিন্দা করে না। কোন্ ধার্মিক ব্যক্তি* দেবতুল্য, সরলপ্রকৃতি, জিতেন্দ্রিয় ও শত্রুদিগের প্রতিও স্নেহশীল পুত্রকে

বিনাদোষে ত্যাগ করিতে পারেন ? কোন্ রাজনীতিজ্ঞ পুত্র পুনরায় বালভাবাপন্ন রাজার এই আদেশ প্রতিপালনে ইচ্ছুক হইতে পারেন ? সুতরাং রাঘব, এ-বিষয় অন্য কেহ জানিবার পূর্বেই আপনি আমার সাহায্যে এই রাজ্য অধিকার করুন। আমি ধনুহস্তে পার্শ্বে থাকিয়া আপনার রক্ষায় নিযুক্ত থাকিলে, কৃতান্ত-তুল্য আপনাকে কে পরাভূত করিতে পারিবে ? নরশ্রেষ্ঠ, আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিলে, আমি তীক্ষ্ণ শরসকলের দ্বারা এই অযোধ্যা-নগরী জনশূন্য করিব। যাহারা ভরতের পক্ষ বা যাহারা তাঁহার হিতকামনা করে, আমি তাহাদের সকলকেই বধ করিব—শান্তস্বভাব ব্যক্তিই পরাজিত হয়, সুতরাং শান্তভাব অবলম্বন করা উচিত নয়।+ কৈকেয়ীর প্ররোচনায় পিতা যদি শত্রুতাচরণ করেন, তবে তিনি বন্ধন—এমন কি, বধেরও যোগ্য। গুরুও যদি অহঙ্কারবশে কার্যাকার্যজ্ঞানহীন হইয়া বিপথে যান, তবে তাঁহাকেও শাসন করা উচিত। পুরুষশ্রেষ্ঠ, পিতা কোন্ বলে বা কি কারণে আপনার প্রাপ্য এই রাজ্য কৈকেয়ীকে দিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? অরিন্দম, আপনার ও আমার সহিত নিতান্ত শত্রুতা করিয়া পিতার ভরতকে রাজ্য দিবার কি ক্ষমতা আছে ?

তারপর লক্ষ্মণ কৌশল্যাকে বলিলেন,—দেবী, আমি সত্য এবং আমার ধনু, দানাদি ও দেবার্চনাদির নামে আপনার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি যথার্থই ভ্রাতা রামের প্রতি মনঃপ্রাণে অনুরক্ত। রাম যদি জ্বলন্ত অনলে কিংবা অরণ্যে প্রবেশ করেন, তবে আমি তাঁহার পূর্বেই তাহাতে প্রবেশ করিব, ইহা আপনি নিশ্চয় জানিবেন। সূর্য উদিত হইয়া যেমন অন্ধকার দূর করেন,

---

*ধর্মমবেক্ষমাণঃ (মূল)—ধার্মিকঃ (রামায়ণভূষণ)। +রামায়ণতিলক।

আমি তেমনি নিজ শক্তিতে আপনার দুঃখ দূর করিব। দেবী, আপনি আমার পরাক্রম দেখুন, রাঘবও দেখুন—আমি বৃদ্ধ, কৈকেয়ীর প্রতি আসক্ত, হীনমতি, বার্ধক্যহেতু বালভাবাপন্ন ও অন্যায়কারী পিতাকে বধ করিব।*

তখন শোকাতুরা কৌশল্যা কাঁদিতে কাঁদিতে রামকে বলিলেন,—পুত্র, তোমার ভ্রাতা লক্ষ্মণের কথা তো শুনিলে, উচিত বোধ করিলে তাহাই কর। কৈকেয়ীর ধর্মবিরুদ্ধ কথায় তুমি তোমার শোকসন্তপ্তা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। তুমি ধর্মজ্ঞ, যদি তোমার ধর্মাচরণের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে এখানে থাকিয়া আমার সেবা কর, তাহাতেই তোমার শ্রেষ্ঠধর্ম পালন করা হইবে। পুত্র, স্বগৃহে থাকিয়া নিবিষ্টচিত্তে মাতৃসেবা করিয়া কাশ্যপ সেই মাতৃসেবারূপ শ্রেষ্ঠ তপস্যার বলে স্বর্গে গিয়াছিলেন। রাজা তোমার যেরূপ পূজনীয় আমিও তোমার সেইরূপ পূজনীয়া, অতএব আমি যখন তোমাকে বনে যাইবার অনুমতি দিতেছি না তখন তোমার বনে যাওয়া উচিত নয়। তোমাকে ছাড়িয়া আমার জীবনধারণের বা সুখভোগের কোন প্রয়োজন নাই;

---

*অনুরক্তোঽস্মি ভাবেন ভ্রাতরং দেবি তত্ত্বতঃ।
সত্যেন ধনুষা চৈব দত্তেনেষ্টেন তে শপে॥
দীপ্তমগ্নিমরণং বা যদি রামঃ প্রবেক্ষ্যতি।
প্রবিষ্টং তত্র মাং দেবি ত্বং পূর্বমবধারয়॥
হরামি বীর্যাদ্দুঃখং তে তমঃ সূর্য ইবোদিতঃ।
দেবী পশ্যতু মে বীর্যং রাঘবশ্চৈব পশ্যতু॥
হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্।
কৃপণং চ স্থিতে বাল্যে বৃদ্ধভাবেন গর্হিতম্॥ (২।২১।১৬-১৯)

দত্তেন—দানেন। ইষ্টেন—দেবার্চনাদিনা। (রামায়ণভূষণ)

তোমার সহিত থাকিয়া তৃণভোজনও আমার পক্ষে মঙ্গলকর। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া বনে গেলে আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না—এখানে প্রায়োপবেশনে* প্রাণত্যাগ করিব। পুত্র, সরিৎপতি সমুদ্র মাতাকে দুঃখ দিয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্মহত্যাতুল্য সেই পাপে নরক ভোগ করিয়াছিলেন ; আমাকে দুঃখ দিলে তুমিও নরকে যাইবে।

রাম বলিলেন,—মা, পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিবার শক্তি আমার নাই—আমি বনেই যাইতে চাই। সুপণ্ডিত কণ্ডু-ঋষি পিতৃবাক্য পালনের নিমিত্ত অধর্ম জানিয়াও গো-বধ করিয়াছিলেন। আমাদের বংশেও সগরের আদেশে সগরপুত্রগণ পৃথিবী খনন করিতে করিতে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। পিতৃবাক্য পালনের জন্য জমদগ্নিপুত্র রাম (পরশুরাম) জননী রেণুকাকে পরশুদ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন। আমিও পিতার প্রিয়কার্য করিব। পিতার আদেশ পালন করিলে কেহই ধর্মভ্রষ্ট হয় না।

রাম জননীকে এইরূপ বলিয়া পরে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ, আমার প্রতি তোমার অকৃত্রিম স্নেহ ও তোমার বলবিক্রমের কথা আমি জানি। বীর, পিতা মাতা বা ব্রাহ্মণের কথানুযায়ী কাজ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহার অন্যথা করা ধার্মিক লোকের পক্ষে অনুচিত। অতএব তুমি এই অনার্য (হীন) ক্ষত্রবুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং উগ্রভাবাপন্ন না হইয়া প্রকৃত ধর্মাবলম্বনে আমার মতানুবর্তী হও।

রাম সস্নেহে লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া নতমস্তকে ও করজোড়ে পুনরায় কৌশল্যাকে বলিলেন,—দেবী, আমার প্রাণের দিব্য—

*প্রায়োপবেশন—অনাহারে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় উপবেশন।

আপনি আমাকে বনে যাইবার অনুমতি দিন এবং আমার জন্য স্বস্ত্যয়নাদির (মাঙ্গলিক কর্মাদির) ব্যবস্থা করুন। আমি পিতার আদেশ পালন করিয়া বনবাস হইতে আবার এখানে ফিরিয়া আসিব। আপনার আমার বৈদেহীর লক্ষ্মণের ও মাতা সুমিত্রার পিতার নির্দেশ অনুসারে চলা উচিত—ইহাই সনাতন ধর্ম। সুতরাং মা, অভিষেকের দ্রব্যাদি সরাইয়া ফেলিয়া, হৃদয়ের দুঃখ চাপিয়া আমার বনবাসেচ্ছা সমর্থন করুন।

রামের অতিশয় ধর্মসঙ্গত এবং ব্যাকুলতা ও কাতরতাশূন্য এই কথা শুনিয়া কৌশল্যা মূর্ছিত হইলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি রামকে বলিতে লাগিলেন,—পুত্র, তোমার পিতা তোমার যেরূপ পূজনীয় আমিও সেইরূপ পূজনীয়া, আমি তোমাকে বনে যাইবার অনুমতি দিতেছি না, তুমি দুঃখকাতরা আমাকে ফেলিয়া বনে যাইও না। তুমি বিনা আমার জীবনধারণে, আত্মীয়-স্বজনে, পিত্রাদি বা দেব-আরাধনায়, অথবা মুক্তিতে* কোন প্রয়োজন নাই।

অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া মহাগজ যেরূপ মনুষ্যগণের উল্কা (মশাল) দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ জননী কৌশল্যার করুণ বিলাপ শ্রবণে রাম আরও উদ্দীপিত (অর্থাৎ বনগমনে অধিকতর দৃঢ়সঙ্কল্প) হইলেন। তিনি বলিলেন,—ভাই লক্ষ্মণ, আমি তোমার পরাক্রম এবং আমার প্রতি অবিচল ভক্তির কথা জানি, কিন্তু তুমিও মাতার ন্যায় আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়া আমাকে অত্যন্ত দুঃখ দিতেছ। আমি পিতার প্রতিশ্রুতি পালন না করিয়া পারিব না, কারণ তিনি

*স্বধয়া অমৃতেন (মূল)। স্বধয়া—পিতৃপূজনেন ইদমুপলক্ষণং দেবপূজাদেরপি। (রামায়ণতিলক) অমৃতম্—মুক্তিঃ। (মেদিনী ও শব্দকল্পদ্রুম)

আমাদিগের গুরুজন ও প্রভু এবং দেবী কৌশল্যারও স্বামী গতি ও ধর্মস্বরূপ।

তারপর রাম কৌশল্যাকে বলিলেন,—দেবী, আপনি আমাকে বনে যাইবার অনুমতি দিন এবং স্বস্ত্যয়নাদি করুন, যেন বনবাস-কাল অতীত হইলে আমি ফিরিয়া আসিতে পারি। রাজ্যের জন্য আমি যশ উপেক্ষা করিতে পারি না; জীবন অচিরস্থায়ী, আমি অধর্মানুসারে এই তুচ্ছ রাজ্য পাইতে চাই না। (২১ সর্গ)

লক্ষ্মণ রোষাবিষ্ট নাগরাজের (বাসুকির) ন্যায় ক্রোধে বিস্ফারিত লোচনে আছেন দেখিয়া সংযতাত্মা রাম তাঁহাকে হাতে ধরিয়া সম্মুখে আনিয়া বলিলেন,—লক্ষ্মণ, তুমি ক্রোধ ও দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য ধর এবং আমার এই অবমাননা বিস্মৃত হইয়া উৎফুল্ল হও। অভিষেকের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যাদি শীঘ্র সরাইয়া নির্বিকারচিত্তে আমার বনগমনের ব্যবস্থা কর। আমার অভিষেকের আয়োজনে তুমি যেরূপ উৎসাহী হইয়াছিলে, এখন অভিষেক-নিবৃত্তির জন্যও সেইরূপ উৎসাহী হও। আমার অভিষেকের কথায় যিনি ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, সেই মাতা কৈকেয়ী যাহাতে শঙ্কিত না হন, তাহাই কর। আমি জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কখনও যে মাতাদিগের কিংবা পিতার কিছুমাত্রও অপ্রিয়কার্য করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না। সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা সত্যচ্যুতির আশঙ্কায় পরলোকভয়ে ভীত হইয়াছেন, তিনি নির্ভয় হউন।* অতএব লক্ষ্মণ, অভিষেকে নিবৃত্ত হইয়া আমি অবিলম্বে বনে যাইতে চাই। আমি বনে গেলে কৈকেয়ীর মনস্কাম পূর্ণ হইবে এবং তিনি নিশ্চিন্তমনে ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারিবেন। আমি বল্কল মৃগচর্ম ও জটা

* অর্থাৎ রাম সত্যপালন করিলে দশরথের পরলোকভয় দূর হইবে।

ধারণ করিয়া বনে গেলেই কৈকেয়ী আনন্দিত হইবেন। যিনি কৈকেয়ীকে সে-বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন, তাঁহাকে (সেই বিধাতাকে) আমি অতিক্রম করিতে পারি না, সুতরাং আমি অবিলম্বে বনে যাইব। সুমিত্রানন্দন, দৈবকেই আমার প্রাপ্তরাজ্যের পুনরায় প্রত্যাহরণের ও বনগমনের কারণ বলিয়া জানিবে। যদি কৈকেয়ীর এইরূপ ইচ্ছা দৈবের বিধানই না হইবে, তবে আমাকে কষ্ট দিবার প্রবৃত্তি তাঁহার কিরূপে হইতে পারে? সৌম্য, তুমি জান যে, আমি যেরূপ মাতাদিগের প্রতি ব্যবহারে কোনরূপ তারতম্য করি না, কৈকেয়ীও সেইরূপ পূর্বে কখনও আমাকে ও ভরতকে ভিন্নভাবে দেখেন নাই। সুতরাং আমার অভিষেক-নিবৃত্তি ও বনগমনের জন্য কৈকেয়ী রাজাকে যে-সকল কঠোর ও কটু কথা বলিয়াছেন, দৈবই তাহার কারণ। নতুবা সৎস্বভাবা ও গুণসম্পন্না রাজনন্দিনী কৈকেয়ী কিরূপে স্বামীর সম্মুখে সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় আমাকে দুঃখজনক কথা বলিতে পারেন? যাহা অচিন্তনীয় এবং যাহাকে কোন প্রাণীই প্রতিহত করিতে পারে না, তাহাই দৈব। আমার ও কৈকেয়ীর বিপর্যয়ে দৈবই প্রকটিত হইয়াছে।* কর্মফলভোগ ভিন্ন যাহাকে জানিবার অন্য কোন উপায় নাই, কে সেই দৈবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে? সুখ দুঃখ ভয় ক্রোধ লাভ ক্ষতি উৎপত্তি বিনাশ এবং যাহা-কিছু ঘটিয়া থাকে, সে-সকল দৈবেরই কাজ। উগ্রতপা ঋষিগণও দৈবের প্রেরণায় কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া তপঃভ্রষ্ট হন। এই পৃথিবীতে যত্নের সহিত আরব্ধ কার্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া লোকে যে অকস্মাৎ

*অর্থাৎ দৈবের প্রভাবেই কৈকেয়ীর মনোভাবের পরিবর্তন এবং আমার রাজ্যনাশাদিরূপ অবস্থার বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছে।

অসঙ্কল্পিত কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা দৈবেরই কর্ম। এই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা আমি চিত্তকে সুস্থির করিয়াছি বলিয়া রাজ্যাভিষেকে বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও আমার কোন দুঃখ হইতেছে না। সুতরাং তুমিও আমার ন্যায় দুঃখিত না হইয়া অবিলম্বে অভিষেকের কার্যাদি স্থগিত কর। তুমি দৈবের দ্বারা অভিভূতা কনিষ্ঠা জননী কৈকেয়ীকে ও পিতাকে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না। (২২ সর্গ)

রাম এইরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ নতমস্তকে রামের কথার তাৎপর্য চিন্তা করিয়া সহসা যেন সুখ ও দুঃখের মধ্যাবস্থায় উপনীত হইলেন। তারপর তিনি ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া গর্তে অবরুদ্ধ ক্রুদ্ধ মহাসর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডল ক্রুদ্ধ সিংহের মুখের ন্যায় হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার গ্রীবা ক্রোধভরে নানাদিকে সঞ্চালন এবং হস্তাগ্র কম্পন করিয়া বক্রকটাক্ষে রামের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—পিতার আদেশ পালন না করিলে আপনি ধর্মচ্যুত হইবেন এবং অপর লোকেও আপনার দৃষ্টান্তে ধর্মভ্রষ্ট হইবে আশঙ্কায় বনগমনের জন্য আপনার অত্যধিক ব্যগ্র হওয়া উচিত নয়। আপনি ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ, আপনি কেন শক্তিহীনের ন্যায় তুচ্ছ দৈবের প্রশংসা করিতেছেন? দশরথ ও কৈকেয়ীর মনে কোনরূপ পাপ নাই, এই ধারণা আপনার কিরূপে হইল? ধর্মাত্মা, এই সংসারে অনেকেই যে কপটধার্মিক তাহা আপনি বুঝিতেছেন না কেন? তাঁহারা দুইজনে স্বার্থসিদ্ধির জন্য শঠতা অবলম্বনে আপনাকে নির্বাসিত করিতে চাহিতেছেন। আপনাকে বনে পাঠাইয়া ভরতের অভিষেকের জন্য যে আয়োজন হইতেছে, তাহা লোকনিন্দিত।

আমি উহা সহ্য করিতে পারিতেছি না; আপনি সেজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। যাহাকে ধর্ম বিবেচনা করিয়া আপনার মনে দ্বৈধভাব (সংশয়) উপস্থিত হইয়াছে এবং যাহা হইতে আপনি বিশেষ মোহাচ্ছন্ন হইয়াছেন, সেই ধর্মও আমার বিদ্বেষের বস্তু। আপনি কর্মক্ষম হইয়া কিরূপে কৈকেয়ীর বশীভূত পিতার ধর্মবিরুদ্ধ ও নিন্দিত কথানুযায়ী কাজ করিবেন? এই কপটাচরণে আপনার অভিষেক নিবারিত হইল, ইহাও যে আপনি বুঝিতেছেন না, তাহাতে আমার দুঃখ হইতেছে। ঐরূপ ধর্মের প্রতি আসক্তি নিন্দার্হ। আপনার এইরূপ ধর্মের জন্য বনগমন অযোধ্যাবাসীরাও নিন্দনীয় বলিয়া মনে করে। সেই স্বেচ্ছাচারী, পিতামাতানামধারী শত্রুদ্বয়ের অভিলাষপূরণের কথা আপনি ভিন্ন আর কেহ মনেও স্থান দেয় না। দৈবের প্রভাবেই তাঁহাদের এই প্রকার বুদ্ধি হইয়াছে, আপনার ইহা মনে করা উচিত নয়। আমি এই দৈবে বিশ্বাস করি না। যে নিস্তেজ ও বীর্যহীন সে-ই দৈবের অনুগামী হইয়া থাকে (দৈবের উপর নির্ভর করে); শৌর্যবীর্যে লোকবিখ্যাত (অথবা দৃঢ়চিত্ত) বীরেরা কখনও দৈবের উপাসনা করেন না (দৈবের মুখাপেক্ষী হন না)। যিনি পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে বাধা দিতে পারেন, সেই পুরুষ দৈবক্রমে বিপন্ন হইলেও অবসন্ন হন না। আজ লোকে দৈবের বল ও মানুষের পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিবে; আজ দৈবের ও পুরুষকারের বলাবল প্রকাশ পাইবে। যাহারা আজ দৈবের প্রভাবে আপনার রাজ্যাভিষেক প্রতিহত হইতে দেখিয়াছে, সেই জনগণ আজ আমার পরাক্রমে দৈবের পরাজয় দেখিতে পাইবে। অঙ্কুশ-উপেক্ষাকারী, উদ্দাম, মদোদ্ধত হস্তীর ন্যায় ধাবমান দৈবকে আমি পৌরুষের দ্বারা নিরস্ত

করিব।* কেহই আপনার রাজ্যাভিষেক নিবারণ করিতে পারিবে না। যাহারা আপনার বনবাসের সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহাদিগকেই চতুর্দশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে। আমি যাহাকে বিশেষ শত্রু বলিয়া বিবেচনা করি সে এ-জগতে বিদ্যমান থাকে, ইহা আমি চাই না। রঘুনন্দন, আমি আপনার কিঙ্কর (সেবক), যাহা করিলে এই রাজ্য আপনার অধীন হইবে, সে-বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন।

রাম লক্ষ্মণের অশ্রু মুছাইয়া ও বার বার তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—সৌম্য, আমাকে পিতামাতার আজ্ঞাধীন বলিয়া জানিবে, ইহাই সৎপথ। (২৩ সর্গ)

কৌশল্যা রামকে পিতার আদেশপালনে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—যিনি কখনও দুঃখের মুখ দেখেন নাই, সেই ধর্মাত্মা ও সকলের প্রতি প্রিয়ভাষী রাম কিরূপে

* বিক্লবো বীর্যহীনো যঃ স দৈবমনুবর্ততে।
বীরাঃ সংভাবিতাত্মানো ন দৈবং পর্যুপাসতে॥
দৈবং পুরুষকারেণ যঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুম্।
ন দৈবেন বিপন্নার্থঃ পুরুষঃ সোঽবসীদতি॥
দ্রক্ষ্যন্তি ত্বদ্য দৈবস্য পৌরুষং পুরুষস্য চ।
দৈবমানুষয়োরদ্য ব্যক্তা ব্যক্তির্ভবিষ্যতি॥
অদ্য মে পৌরুষহতং দৈবং দ্রক্ষ্যন্তি বৈ জনাঃ।
যৈর্দৈবাদাহতং তেঽদ্য দৃষ্টং রাজ্যাভিষেচনম্॥
অত্যঙ্কুশমিবোদ্দামং গজং মদজলোদ্ধতম্।
প্রধাবিতমহং দৈবং পৌরুষেণ নিবর্তয়ে॥ (২৩।১৬-২০)

সংভাবিতাত্মানো—সর্বলোকশ্লাঘ্যশৌর্যাদিমন্তঃ (রা-তিলক)। সংভাবিতঃ সম্যক্ প্রাপিতঃ দৃঢ় ইতি যাবৎ আত্মা মনো যেষাং তে (রা-ভূষণ)।

প্রধাবিতং—দুর্নিবারং, স্বচ্ছন্দগমনং (রা-ভূষণ)।

উঞ্ছবৃত্তির* দ্বারা জীবনধারণ করিবেন? যাঁহার পোষ্যবর্গ ও ভৃত্যেরাও সুপরিষ্কৃত (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট) অন্ন ভোজন করিয়া থাকে, সেই রাম কি প্রকারে বনে ফলমূল ভোজন করিবেন? রাজার প্রিয়পুত্র গুণবান রাম নির্বাসিত হইতেছেন, ইহা শুনিলে কে বিশ্বাস করিবে? এবং বিশ্বাস করিলেও কাহারই বা ভয় না হইবে? রাম, গাভী যেমন নিজের বৎস কোথাও গেলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, সেইরূপ তুমি যেখানে যাইবে আমিও তোমার অনুসরণে সেখানে যাইব।

রাম বলিলেন,—মা, রাজা কৈকেয়ীর দ্বারা প্রতারিত হইয়াছেন, তাহার উপর আমি বনে গেলে এবং আপনিও তাঁহাকে ত্যাগ করিলে, তিনি নিশ্চয়ই জীবিত থাকিবেন না। আর স্ত্রীলোকের স্বামীকে পরিত্যাগ করা যে নৃশংস কাজ তাহাতে সন্দেহ নাই, সুতরাং ঐরূপ কিছুকে আপনার মনে স্থান দেওয়াও উচিত নয়। পিতা যে-পর্যন্ত জীবিত থাকেন, সে-পর্যন্ত আপনি তাঁহার সেবা করুন, তাহাই সনাতন ধর্ম।

তখন কৌশল্যা প্রীতমনে বলিলেন,—তাহাই হইবে। মাতার কথা শুনিয়া রাম বলিলেন,—রাজা আপনার স্বামী, আমার পরম গুরু পিতা এবং সকলেরই প্রভু ও অধীশ্বর†, সুতরাং আপনার ও আমার পিতার আদেশ পালন করা উচিত। আমি চতুর্দশ বৎসর সানন্দে মহারণ্যে বিচরণ করিয়া, আবার এখানে ফিরিয়া পরম প্রীতমনে আপনার আদেশ পালনে নিরত হইব।

* উঞ্ছ—ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাদি কুড়াইয়া লওয়া। উঞ্ছবৃত্তি—উঞ্ছের দ্বারা জীবিকানির্বাহ।—এখানে ফলমূলাদি আহারে জীবনধারণ। (রামায়ণভূষণ)

† অর্থাৎ পূজ্য। (রামায়ণশিরোমণি)

তখন কৌশল্যা সজলনয়নে বলিলেন,—পুত্র, তুমি বনগমনে নিতান্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, তাহা হইতে আমি তোমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলাম না, দৈব যে দুর্লঙ্ঘনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি নিশ্চিন্ত মনে বনে যাও; তোমার কল্যাণ হউক। তুমি ফিরিয়া আসিলেই আমার দুঃখ দূর হইবে। এই কথা বলিয়া কৌশল্যা রামের জন্য মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। (২৪ সর্গ)

তারপর কৌশল্যা মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে রামের মস্তক আঘ্রাণ ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—রাম, তুমি এখন যেখানে ইচ্ছা যাও; তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। বৎস, তুমি সকল কর্তব্য শেষ করিয়া সুস্থদেহে অযোধ্যায় ফিরিলে, তোমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আমি সুখী হইতে চাই। তখন তুমি সতত আমার ও বধূ সীতার বাসনা পূর্ণ করিও।

রাম বার বার মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া সীতার গৃহে চলিলেন। (২৫ সর্গ)

৭

সীতার রামের সহিত বনগমনের সঙ্কল্প—রামের অনুমতি (২৬—৩০ সর্গ)

এদিকে ব্রতপরায়ণা সীতা রামের বনগমনের বিষয় কিছুই শুনেন নাই। তিনি কৃতজ্ঞহৃদয়ে দেবপূজা শেষ করিয়া হৃষ্টচিত্তে রামের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এই সময়ে লজ্জায় কিঞ্চিৎ আনতবদনে রাম নিজভবনে প্রবেশ করিলেন। সীতা আসন হইতে উঠিয়া স্বামীকে সেইরূপ চিন্তাকুল ও শোকসন্তপ্ত দেখিয়া কাঁপিতে

লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাম আর তাঁহার মনোগত শোক গোপন করিতে পারিলেন না, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সীতা অত্যন্ত দুঃখিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আজ এই শুভদিনে তুমি এমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছ কেন? তুমি শতশলাকাবিশিষ্ট শ্বেতছত্রে শোভিত হইতেছ না কেন? তোমাকে চন্দ্র ও হংসের ন্যায় আভাসম্পন্ন (অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ) উৎকৃষ্ট চামরযুগলের দ্বারা ব্যজন করা হইতেছে না কেন? নরশ্রেষ্ঠ, আজ সূত মাগধ ও বন্দনাকারিগণ মঙ্গলবাক্যে তোমার স্তুতিবাদ করিতেছে না কেন? তোমার অবগাহন স্নানান্তে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তোমার মস্তকে যথাবিধি মধু ও দধি প্রদান করেন নাই কেন? নানা শ্রেণীর প্রধান ব্যক্তিগণ, অমাত্য প্রভৃতি এবং নগর ও জনপদবাসীরা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তোমার অনুগমন করিতেছেন না কেন? স্বর্ণালঙ্কারভূষিত চারিটি বেগবান অশ্বযুক্ত অত্যুৎকৃষ্ট পুষ্পরথ* কেন তোমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছে না? বীর, কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, পর্বততুল্য, সর্বসুলক্ষণাক্রান্ত সুদৃশ্য হস্তীও তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে দেখা যাইতেছে না কেন? প্রিয়দর্শন, কাহাকেও স্বর্ণখচিত সিংহাসন শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিয়া † তোমার অগ্রে অগ্রে চলিতে দেখিতেছি না কেন? তোমার অভিষেকের সমস্তই প্রস্তুত, অথচ তোমার মুখের বর্ণ ম্লান এবং তোমাকে নিতান্ত নিরানন্দ দেখাইতেছে কেন?

রাম বলিলেন,—সীতা, পূজনীয় পিতা আমাকে চতুর্দশ বৎসরের

---

* প্রচুর পুষ্পভূষিত রথবিশেষ (রামায়ণশিরোমণি); অর্থাৎ উৎসবাদির জন্য রচিত রথ (রামায়ণভূষণ)।

† পুরস্কৃত্য (মূল)—পূজাযুক্তং যথা ভবতি তথা গৃহীত্বা। (রামায়ণতিলক)

জন্য বনে নির্বাসিত এবং ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন। পরে সকল কথা জানাইয়া বলিলেন,—সীতা, আমি বিজন বনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। সমৃদ্ধিশালীরা অন্যের সুখ্যাতি সহ্য করিতে পারেন না, অতএব তুমি কখনও ভরতের সম্মুখে আমার প্রশংসা করিও না। তুমি কখনও আমার সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু না বলিয়া তাঁহার অনুকূল আচরণ করিলেই তাঁহার নিকটে থাকিতে পারিবে। তুমি ভরত ও নৃপতিকে প্রসন্ন রাখিবে। মনস্বিনী, তুমি আমার বনগমনে অধীর হইও না। কল্যাণী, পাপশূন্যা, আমি বনে গেলে তুমি ব্রতোপবাসপরায়ণা হইয়া থাকিও। তুমি প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোত্থানের পর যথাবিধি দেবগণের পূজা করিয়া পিতা নরপতি দশরথকে বন্দনা করিবে। জননী কৌশল্যা-দেবীও বৃদ্ধা ও শোকাকুলা হইয়াছেন, ধর্মের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করিবে। আমার অন্যান্য মাতারাও তোমার বন্দনীয়া, কারণ স্নেহ ও প্রীতি ইত্যাদিতে আমার সকল মাতাই সমান। ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়েই আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তুমি তাঁহাদিগকে ভ্রাতা ও পুত্রের ন্যায় দেখিবে (মনে করিবে)। বৈদেহী, ভরতই এখন এই দেশের ও আমাদের বংশের কর্তা, সুতরাং তুমি কখনও তাঁহার অপ্রিয় কিছু করিবে না। কারণ সৌজন্যের সহিত মনোরঞ্জন ও সযত্নে সেবা করিলেই রাজারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং তাহার বিপরীত কিছু ঘটিলেই কুপিত হন। অতএব কল্যাণী, তুমি ধর্মরত, সত্যব্রতপরায়ণ এবং রাজা ভরতের একান্ত অনুগত হইয়া এখানে থাক। প্রিয়া, ভামিনী, যাহাতে কাহারও অনিষ্ট না হয়, তুমি তাহাই করিবে। (২৬ সর্গ)

তখন সীতা প্রণয় ও অভিমানভরে বলিলেন,—নরোত্তম, তুমি লঘুচিত্ততার বশে এ কি বলিতেছ ? তোমার কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত হাসি পাইতেছে। অস্ত্রশস্ত্রবিৎ বীর রাজপুত্রগণের পক্ষে অনুচিত ও অখ্যাতিজনক তোমার এই কথা শ্রবণেরও যোগ্য নয়। আর্যপুত্র, পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র ও পুত্রবধূ—ইঁহারা স্বীয় পাপ-পুণ্যের ফলস্বরূপ নিজ নিজ অদৃষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। একমাত্র স্ত্রী-ই স্বামীর অদৃষ্টের ভাগিনী হন। অতএব আমার প্রতিও তোমার সহিত বনবাসের আদেশ হইয়াছে। রঘুনন্দন, তুমি যদি আজ দুর্গম বনে যাও, তবে পথের কুশকণ্টকসকল পদদলিত করিয়া আমিও তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। বীর, অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধ * দূর করিয়া পথিক যেমন ভুক্তাবশিষ্ট জলও সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে তোমার সহিত লইয়া চল—তাহাতে কোনরূপ পাপ হইবে না। স্বামী যে-অবস্থায়ই থাকুন না কেন, তাঁহার পদচ্ছায়াই স্ত্রীর পক্ষে প্রাসাদশিখরে, বিমানে বা যোগসিদ্ধির দ্বারা আকাশে অবস্থান অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। আমি মাতাপিতার নিকট হইতে নানাপ্রকার উপদেশ লাভ করিয়াছি ; আমার কিরূপ জীবন যাপন করা কর্তব্য, তোমার এখন আমাকে সে-বিষয়ে কিছু বলিতে হইবে না। আমি তোমার সহিত নানারূপ মৃগকুলে পূর্ণ, ব্যাঘ্রগণনিষেবিত, মনুষ্যবর্জিত, দুর্গম বনে যাইব। আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্যও অবহেলা করিয়া পতিসেবারূপ ব্রত অবলম্বনে বনেও, পিতৃভবনে যেরূপ সুখে

* ঈর্ষ্যা রোষং বহিষ্কৃত্য (মূল)। ঈর্ষ্যা—অসহিষ্ণুতা। 'স্ত্রীলোকের বনগমনের সাহস কেন ?'—এইরূপ অসহিষ্ণুতা। রোষ—আদেশ লঙ্ঘন করার জন্য রোষ। (রামায়ণতিলক)

ছিলাম, সেইরূপ সুখে বাস করিব। আমি তপস্বিনী* হইয়াও নিয়ত তোমার সেবা করিয়া তোমার সহিত পুষ্পের মধুগন্ধে সুরভিত বনে বিচরণ করিব। মানদ, তুমি বনে বাস করিলেও সকলকে প্রতিপালন করিতে পার, সুতরাং আমাকে যে প্রতিপালন (রক্ষা) করিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাভাগ, আমি আজ নিশ্চয়ই তোমার সহিত বনে যাইব—তুমি আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। আমি ফলমূল খাইয়া থাকিব, কখনও তোমার কষ্টের কারণ হইব না। আমি তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব এবং তুমি আহার করিলে আহার করিব। নাথ, আমি সর্বত্র তোমার সঙ্গে থাকিয়া নির্ভয়ে অন্যান্য দেশে যে-সকল পর্বত এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলাশয় আছে তাহা দেখিতে ইচ্ছা করি। আমি তোমার সহিত মিলিত হইয়া সুখে হংস ও কারণ্ডবগণে† পূর্ণ এবং প্রস্ফুটিত পদ্মশোভিত সরোবরসকল দেখিতে চাই। আমি তোমার অনুগামিনী হইয়া সেই সকল সরোবরে প্রতিদিন স্নান এবং পরমানন্দে তোমার সহিত বিহার করিব। এইরূপে তোমার সহিত বাসে শত বা সহস্র বৎসর অতীত হইলেও আমি তাহা বুঝিতে পারিব না। তোমাকে ছাড়িয়া স্বর্গও আমার পক্ষে রুচিকর হইবে না। আমি অনন্য-পরায়ণা ও তোমার প্রতি আসক্তচিত্তা, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর—আমাকে লইয়া চল, ইহাতে তোমার কিছুমাত্র ভারবৃদ্ধি হইবে না। (২৭ সর্গ)

---

* ব্রহ্মচারিণী (মূল)—তপশ্চরণশীলা। (রামায়ণতিলক)

† কারণ্ডব—জলকুক্কুট (রামায়ণতিলক); বালিহাঁস।

সীতা এইরূপ বলিলেও রাম বনবাসের দুঃখকষ্টের বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন না বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি সীতাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিলেন,—সীতা, তুমি মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং সর্বদা ধর্মকর্মেও নিরত আছ, সুতরাং তুমি এখানে থাকিয়াই ধর্মাচরণ কর, তাহাতেই আমি মনে সুখ পাইব। বনে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয়, অতএব তুমি বনবাসের সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। বনে হিংস্র জন্তুগণ উন্মত্ত হইয়া নির্ভয়ে ক্রীড়া করে এবং কাহাকেও দেখিলেই আক্রমণ করিয়া থাকে। সেখানকার নদীগুলি হাঙ্গরাদিতে পূর্ণ ও পঙ্কযুক্ত বলিয়া মদমত্ত হস্তীদের পক্ষেও দুস্তর। পথগুলি লতা ও কণ্টকে সমাকীর্ণ, বন্য কুক্কুটের ধ্বনিতে মুখরিত, জলশূন্য ও অতিশয় দুর্গম। সেখানে রাত্রিতে শ্রমকাতর দেহে বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত পত্রের শয্যায় শয়ন করিতে হয়, নিত্য বৃক্ষচ্যুত ফলভোজনেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, সাধ্যমত উপবাস করিতে হয়, বল্কলবসন পরিধান ও জটাভার ধারণ করিতে হয়। প্রতিদিন যথাবিধি দেবতা ও পিতৃগণের পূজা এবং সমাগত অতিথিদিগের সৎকার করিতে হয়। সেখানে নিয়মনিষ্ঠ হইয়া প্রত্যহ যথাসময়ে তিনবার স্নান* করিতে হয়। সেখানে সর্বদাই বায়ু প্রবল বেগে বহে, অত্যন্ত অন্ধকার বিরাজ করে ও লোকে ক্ষুধায় প্রপীড়িত হয় এবং মহাভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। নানাপ্রকার সরীসৃপ সদর্পে লোকের চলিবার পথে বিচরণ করে। কীট পতঙ্গ বৃশ্চিক দংশ (বন-মক্ষিকা) ও মশকেরা নিয়ত কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। অতএব বনবাসিগণের ক্রোধ ও লোভবিমুক্ত হইয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে হয় এবং ভয়ের কারণ সত্ত্বেও

* প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় ত্রিকালীন স্নান

ভীত হইতে হয় না। আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, বন বহুদোষের আকর, বনে গেলে তোমার মঙ্গলও হইবে না, সুতরাং তোমার বনে যাওয়া উচিত নয়। (২৮ সর্গ)

রামের কথায় দুঃখিত হইয়া ও অবিরল অশ্রুধারে মুখমণ্ডল সিক্ত করিয়া সীতা ধীরে ধীরে বলিলেন,—নাথ, তোমার স্নেহে বনবাসের দোষগুলিকে আমি গুণ বলিয়াই মনে করিব। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ, শরভ*, চমর, সৃমর† ও অন্যান্য বনচর প্রাণীরা তোমাকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিবে। আমি তোমার নিকটে থাকিলে, দেবরাজও আমার উপর অত্যাচার করিতে পারিবেন না। পূর্বে পিত্রালয়ে বাস করিবার সময় আমি ব্রাহ্মণগণের মুখে শুনিয়াছি যে, আমাকে বনে বাস করিতে হইবে। সেই অবধি আমি বনবাসের জন্য নিয়ত আগ্রহ বোধ করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণদিগের কথা সত্য হউক, আমি তোমার সহিত বনে যাইব। বীর, আমি বেশ জানি যে, বনবাসে বহুদুঃখ ভোগ করিতে হয়, কিন্তু অনাত্মবশী লোকেরাই তাহা ভোগ করিয়া থাকে। কাকুৎস্থ, তোমাতে ভক্তিমতী, সুখদুঃখে সমান অনুরাগিণী, পতিব্রতা, তোমার সুখদুঃখভাগিনী ও দুঃখিনী আমাকে তোমার সহিত লইয়া চল। তুমি ইহাতে সম্মত না হইলে, আমি বিষপানে অথবা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া বা জলে ডুবিয়া মরিব। (২৯ সর্গ)

তখন রাম সীতাকে নানারূপ সান্ত্বনা দিলেও পরম-উদ্বিগ্না সীতা প্রণয় ও অভিমানভরে বীর রামকে উপহাস ও ভর্ৎসনার ভাবে বলিলেন,—রঘুনন্দন, আমার পিতা মিথিলাধিপতি জনক তোমাকে যখন জামাতারূপে পাইয়াছিলেন, তখন কি তিনি

---

* অষ্টপদ মৃগ। † গবয়, গলকম্বলশূন্য গোজাতীয় বন্যজন্তুবিশেষ।

ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, তুমি কেবল আকারেই পুরুষ কিন্তু কাজে স্ত্রীলোক ? তুমি কি ভাবিয়া বিষণ্ণ হইয়াছ এবং তোমার ভয়ই বা কিসের যে, তুমি অনন্যপরায়ণা আমাকে পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছ ? সাবিত্রী যেমন দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানের অনুবর্তিনী ছিলেন, তুমি আমাকে সেইরূপ তোমার বশবর্তিনী বলিয়া জানিবে। রঘুনন্দন, আমি নীচ কুলকলঙ্কিনীর ন্যায় মনেও কখন তুমি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষকে চিন্তা করি নাই, সুতরাং আমি তোমার সহিতই যাইব। কুমারী অবস্থায় পরিণীতা এবং বহুকাল তোমার সহবাসিনী সতী স্ত্রী আমাকে তুমি কেন শৈলূষের (নটের) ন্যায় স্বয়ং পরের হস্তে দিতে চাহিতেছ ?*† তুমি আমাকে যাহার হিতসাধন করিতে বলিতেছ এবং যাহার জন্য তোমার রাজ্যা-

* অর্থাৎ নর্তনকালে নট যেমন নিজের স্ত্রীকে স্বয়ং অন্য পুরুষের নিকটে (পাশে) রাখে, তুমি কেন সেইরূপ আমাকে অপরের নিকট রাখিয়া যাইতে চাহিতেছ ? (রামায়ণশিরোমণি)

† কিং ত্বামন্যত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
রাম জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহম্॥ (৩০।৩)
কিং হি কৃত্বা বিষণ্ণস্ত্বং কুতো বা ভয়মস্তি তে।
যৎ পরিত্যক্তুকামস্ত্বং মামনন্যপরায়ণাম্॥
দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবন্তমনুব্রতাম্।
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবর্তিনীম্॥
ন ত্বহং মনসা ত্বন্যং দ্রষ্টাস্মি ত্বদৃতেঽনঘ।
ত্বয়া রাঘব গচ্ছেয়ং যথান্যা কুলপাংসনী॥
স্বয়ং তু ভার্যাং কৌমারীং চিরমধ্যুষিতাং সতীম্।
শৈলূষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি॥ (৩০।৫-৮)

ভিষেকে বাধা পড়িল, তুমিই সেই ভরতের বশীভূত ও আজ্ঞাধীন হইয়া থাক। তপস্যাই হউক অথবা অরণ্যবাস বা স্বর্গে গমনই হউক, তাহা আমার তোমার সহিতই করা কর্তব্য—সুতরাং আমাকে সঙ্গে না লইয়া তুমি বনে যাইও না। বিহারশয্যায় শয়নের ন্যায় তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনপথে চলিতেও আমার কোন পরিশ্রম হইবে না। তোমার সহিত যাইবার সময় পথের কুশ কাশ শর ও ইষীকা* ইত্যাদি কন্টকবৃক্ষের স্পর্শ আমার নিকট তুলা ও অজিনের স্পর্শের ন্যায় বোধ হইবে। প্রিয়, প্রবল বায়ুবেগে উৎপন্ন যে ধূলিজাল আমাকে আচ্ছন্ন করিবে, তাহাকে আমি অত্যুত্তম চন্দনরেণু বলিয়া মনে করিব। বনে আমি তোমার সহিত নবীন তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে শয়ন করিব, বিচিত্র কম্বলে আস্তীর্ণ শয্যায় শয়ন কি তাহার অপেক্ষা অধিকতর সুখকর হইতে পারে?†

---

* কাশতৃণবিশেষ।

† যস্য পথ্যংচরামাত্থ যস্য চার্থেঽবরুধ্যসে।
ত্বং তস্য ভব বশ্যশ্চ বিধেয়শ্চ সদানঘ॥
স মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থিতুমর্হসি।
তপো বা যদি বারণ্যং স্বর্গো বা স্যাত্ত্বয়া সহ॥
ন চ মে ভবিতা তত্র কশ্চিৎ পথি পরিশ্রমঃ।
পৃষ্ঠতস্তব গচ্ছন্ত্যা বিহারশয়নেষ্বিব॥
কুশকাশশরেষীকা যে চ কণ্টকিনো দ্রুমাঃ।
তূলাজিনসমস্পর্শা মার্গে মম সহ ত্বয়া॥
মহাবাতসমুদ্ভূতং যন্মামবকরিষ্যতি।
রজো রমণ তন্মন্যে পরার্ধ্যমিব চন্দনম্॥
শাদ্বলেষু যদা শিশ্যে বনান্তর্বনগোচরা।
কুথাস্তরণযুক্তেষু কিং স্যাৎ সুখতরং ততঃ॥ (৩০।৯-১৪)

তুমি স্বয়ং আহরণ করিয়া পত্র ফল মূল—যাহা-কিছু আমাকে দিবে, অল্পই হউক বা বিস্তরই হউক, তাহাই আমার নিকট অমৃততুল্য বোধ হইবে। বনে যে ঋতুতে যে ফুল ও ফল উৎপন্ন হয়, সেই ঋতুতে সেই ফুল ও ফল উপভোগ করিয়াই আমি মাতা পিতা ও গৃহের কথা ভুলিয়া থাকিব। সেখানে এইরূপে থাকিব বলিয়া তুমি আমাকে কোন অপ্রিয় আচরণ করিতে দেখিতে পাইবে না, আমার জন্য তোমাকে কোন দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না এবং আমাকে ভরণপোষণ করিতেও তোমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। রাম, তুমি যেখানে আছ তাহাই আমার স্বর্গ এবং তুমি যেখানে নাই তাহাই নরক—তোমার প্রতি আমার এই নিরতিশয় প্রেমের কথা তুমি বেশ জান, সুতরাং তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।* আমি বনগমনে কিছুমাত্র ভীত নহি †; তথাপি তুমি যদি আমাকে বনে লইয়া না যাও, তবে আমি আজই বিষ পান করিব—আমি আমাদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের বশবর্তিনী হইয়া থাকিব না। তোমার বিরহ

* পত্রং মূলং ফলং যত্তু অল্পং বা যদি বা বহু।
দাস্যসে স্বয়মাহৃত্য তন্মেঽমৃতরসোপমম্॥
ন মাতুর্ন পিতুস্তত্র স্মরিষ্যামি ন বেশ্মনঃ।
আর্তবান্যুপভুঞ্জানা পুষ্পাণি চ ফলানি চ॥
ন চ তত্র ততঃ কিঞ্চিদ্‌দ্রষ্টুমর্হসি বিপ্রিয়ম্।
মৎকৃতে ন চ তে শোকো ন ভবিষ্যামি দুর্ভরা॥
যস্ত্বয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যস্ত্বয়া বিনা।
ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ॥ (৩০।১৫-১৮)

† অব্যগ্রাং (মূল)—বনগমনবিষয়ভীতিরহিতাম্। (রামায়ণভূষণ)

আমি ক্ষণকালও সহ্য করিতে পারি না—চতুর্দশ বৎসর তো দূরের কথা।*

শোকসন্তপ্তা সীতা এইরূপ করুণভাবে বহু বিলাপ করিয়া শ্রান্তদেহে † স্বামীকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক উচ্চ-স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নির্মল পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল জলোদ্ধৃত পঙ্কজের ন্যায় নিতান্ত ম্লান হইয়া উঠিল। তখন রাম সেই দুঃখিতা ও সংজ্ঞাহীনার ন্যায় সীতাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া ও আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—দেবী, তোমাকে দুঃখ দিয়া আমি স্বর্গও কামনা করি না। আমার কোন স্থানেই কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। শুভাননা, আমি তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেও তোমার অভিপ্রায় সবিশেষ না জানিয়া তোমাকে বনে লইয়া যাইতে চাই নাই। মৈথিলী, তুমি যখন আমার সহিত বনবাসেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, তখন আত্মস্থ ব্যক্তি যেমন সন্তোষ (বা ভগবৎ-প্রেম) পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সেইরূপ আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। পুরাকালে সজ্জনেরা বানপ্রস্থধর্ম ‡ পালন করিয়া গিয়াছেন, আমিও সুবর্চলা *† কর্তৃক সূর্যের অনুগমনের ন্যায় তোমার দ্বারা অনুসৃত হইয়া সেই ধর্মেরই অনুসরণ করিব। জানকী, আমি বনে যাইব না ইহা হইতেই পারে

---

* অথ মামেবমব্যগ্রাং বনং নৈব নয়িষ্যসে।
বিষমদ্যৈব পাস্যামি মা বশং দ্বিষতাং গমম্॥ (৩০।১৯)
ইমং হি সহিতুং শোকং মুহূর্তমপি নোৎসহে।
কিং পুনর্দশবর্ষাণি ত্রীণি চৈকং চ দুঃখিতা॥ (৩০।২১)

† আয়স্তা (মূল)—আয়াসং প্রাপ্তা প্রশিথিলগাত্রীত্যর্থঃ। (রামায়ণভূষণ)

‡ রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ। *† সূর্যের পত্নী।

না, কারণ পিতার আদেশেই আমি সেখানে যাইতেছি এবং সত্যে আবদ্ধতা হেতু উহার গুরুত্ব বর্ধিত হইয়াছে।* পিতামাতার বশ্যতাই ধর্ম, অতএব তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না। অনবদ্যাঙ্গী, আমি তোমাকে বনে যাইবার অনুমতি দিতেছি, তুমি আমার অনুগমন করিয়া আমার সহধর্মচারিণী হও।† প্রিয়া, তুমি অতি সাধুসঙ্কল্প করিয়াছ—ইহা সকল রকমেই আমাদের উভয় কুলের যোগ্য হইয়াছে। বনগমনের পূর্বে তুমি প্রার্থী ব্রাহ্মণগণকে রত্নাদি ও ভিক্ষুকদিগকে আহার্য প্রদান কর—বিলম্ব করিও না। মহামূল্য ভূষণ, উৎকৃষ্ট বসনাদি, মনোরম ক্রীড়োপকরণ, শয্যা, যান এবং আমার অন্যান্য যাহা-কিছু আছে তাহা ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যগণকে দাও।

তখন দেবী জানকী তাঁহার বনগমনে স্বামীর সম্মতি আছে বুঝিতে পারিয়া প্রফুল্লচিত্তে দানে প্রবৃত্ত হইলেন। (৩০ সর্গ)

৮

রামের লক্ষ্মণকে বনানুগমনে অনুমতি দান—ধনাদি বিতরণ
(৩১—৩২ সর্গ)

লক্ষ্মণ পূর্বেই সেখানে আসিয়াছিলেন। তিনি রাম ও সীতার কথাবার্তা শুনিয়া শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার মুখমণ্ডল অশ্রুপ্লাবিত হইল এবং তিনি ভ্রাতার চরণযুগল দৃঢ়ভাবে

---

*পিতা সত্যে আবদ্ধ হইয়া ঐরূপ আদেশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সেই আদেশের গুরুত্ব বর্ধিত হইয়াছে।

† সহধর্মচরী (মূল)—অর্থাৎ বানপ্রস্থাবলম্বিনী।

ধারণ করিয়া বলিলেন,—রাঘব, আপনি যখন বনে যাইবেন বলিয়াই স্থির করিয়াছেন, তখন আমি ধনুহস্তে আপনার অগ্রে অগ্রে যাইব। আপনাকে ছাড়িয়া আমি দেবলোকে গমন অথবা অমরত্ব লাভ করিতেও চাই না এবং ত্রিলোকের ঐশ্বর্যও কামনা করি না।

রাম বলিলেন,— সুমিত্রানন্দন, তুমি স্নেহশীল, ধর্মপরায়ণ, ধীর-স্বভাব, সৎপথাবলম্বী, আমার প্রাণতুল্য প্রিয়, আজ্ঞাধীন ও সখা। তুমি বনে গেলে কে যশস্বিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রার সেবা করিবে? মহীপতি দশরথ এখন কৈকেয়ীর কামপাশে আবদ্ধ, কৈকেয়ীও রাজ্যলাভ করিয়া সপত্নীদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন না, ভরতও কৈকেয়ীর মতানুবর্তী হইয়া বিমাতাদিগকে প্রতিপালনে বিরত থাকিবেন। তুমি এখানে থাকিয়া, নিজের ক্ষমতায় অথবা রাজার অনুগ্রহে সেই পূজনীয়াদের প্রতিপালন কর।

লক্ষ্মণ বলিলেন,—বীর, আপনার প্রভাবে ভরতই সংযত হইয়া কৌশল্যা ও সুমিত্রার সেবা করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি দুর্বুদ্ধিবশে বা গর্বভরে তিনি তাঁহাদিগকে পালন না করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে বধ করিব। কিন্তু যাঁহার নিকট হইতে তাঁহার উপজীবিগণ বহু গ্রাম লাভ করিয়াছে, সেই পূজনীয়া কৌশল্যা নিজেই আমার ন্যায় বহু বহু লোকের ভরণপোষণ করিতে পারেন। তাঁহার নিজকে ও আমার মাতাকে পালন করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। অতএব আপনি আমাকে সাথী করুন। ইহা ধর্মবিগর্হিত হইবে না, বরং আমি কৃতার্থ হইব এবং আপনারও প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। আমি ধনু খনিত্র ও পেটিকা* লইয়া আপনাকে পথ দেখাইতে দেখাইতে আগে আগে যাইব। আমি প্রত্যহ আপনার

* খনিত্র—খন্তা। পেটিকা—ছোট পেটরা বা ঝাঁপি।

জন্য বন্য ফলমূল ও তপস্বিগণের হোমের উপযোগী অন্যান্য দ্রব্য আহরণ করিয়া আনিব। আপনি বৈদেহীর সহিত পর্বতের সানুদেশে* আনন্দে বিচরণ করিবেন ; আপনি জাগরিতই থাকুন বা নিদ্রিতই থাকুন, সকল সময়েই আমি সকল কাজ সম্পন্ন করিব।

রাম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—সৌমিত্রি, তুমি আত্মীয়-স্বজনের সম্মতি লইয়া আমার সহিত চল। বরুণ রাজা জনকের মহাযজ্ঞের সময়ে জনককে যে দুইখানি দিব্যধনু, দুইটি দিব্য অভেদ্য বর্ম, অক্ষয় শরে পূর্ণ দুইটি তূণ ও সূর্যের ন্যায় বিমল আভাবিশিষ্ট স্বর্ণখচিত দুইখানি খড়্গ প্রদান করিয়াছিলেন এবং যাহা জনক বিবাহকালে আমাদিগকে যৌতুক দিয়াছিলেন†, আমি সেই সকল অস্ত্রের পূজা করিয়া তাহা আচার্যের গৃহে রাখিয়াছি, তুমি শীঘ্র সেগুলি লইয়া আইস।

লক্ষ্মণ বশিষ্ঠের নিকট হইতে সেই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিলে আত্মস্থ রাম সস্নেহে তাঁহাকে বলিলেন,—সৌম্য, এখন আমি তোমার সহিত একত্র হইয়া আমার যাহা-কিছু ধনসম্পত্তি আছে, তাহা ব্রাহ্মণ ও তপস্বিগণকে এবং আমার আশ্রিতদিগকে দান করিব। তুমি বশিষ্ঠপুত্র পূজনীয় সুযজ্ঞকে ও অন্যান্য দ্বিজগণকে শীঘ্র এখানে লইয়া আইস, আমি সকলকে অর্চনা করিয়া বনে যাইব। (৩১ সর্গ)

সুযজ্ঞ আসিলে রাম ও সীতা করজোড়ে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর রাম সুযজ্ঞকে স্বর্ণ-অঙ্গদ, কুণ্ডল, স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত মণিহার, কেয়ূর, বলয় ও অন্যান্য বহুপ্রকার রত্নাদি দিলেন। পরে

* সানুদেশ—গিরিতট, অধিত্যকা, পর্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি।

† রামায়ণতিলক।

সীতার অনুরোধে তিনি সুযজ্ঞকে বলিলেন,—সখা, তোমাদের সখী সীতা বনে চলিয়াছেন, তিনি তোমার স্ত্রীকে এই স্বর্ণসূত্র*, মেখলা, অঙ্গদ, কেয়ূর এবং নানারত্নে বিভূষিত ও উৎকৃষ্ট আস্তরণে আবৃত পালঙ্ক দিতেছেন। দ্বিজবর, আমার মাতুল আমাকে শত্রুঞ্জয় নামে যে হস্তীটি দিয়াছিলেন, আমি তাহা এক সহস্র নিষ্ক† দক্ষিণার সহিত তোমাকে দিতেছি। সুযজ্ঞ সে-সকল গ্রহণ করিয়া রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে শুভাশীর্বাদ করিলেন।

তারপর রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সৌমিত্রি, তুমি অগস্ত্য ও বিশ্বামিত্র—এই দুই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে এখানে আনিয়া তাঁহাদিগকে বহু গাভী স্বর্ণ রৌপ্য ও মণিরত্নাদি দানে পরিতৃপ্ত কর। উপনিষদের তৈত্তিরীয় শাখা অধ্যয়নকারিগণের আচার্য যে ভক্তিমান বেদবিৎ ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণ প্রতিদিন কৌশল্যা-দেবীকে আশীর্বাদ করিয়া থাকেন, তিনি যত যান দাসী ও কৌশেয় বস্ত্র পাইলে সন্তুষ্ট হন, তাঁহাকে তাহাই দাও। আর্য চিত্ররথ আমাদের মন্ত্রী ও সারথি, তাঁহাকে ধনরত্ন, বস্ত্র, অজমহিষাদি পশু ও সহস্র গাভী প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট কর। আমার আশ্রয়ে বহু দণ্ডধারী (ব্রহ্মচারী) এবং উপনিষদের কঠ ও কলাপ-শাখা অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা নিয়ত বেদ অধ্যয়নে নিরত বলিয়া অন্য কিছুই করেন না, যাঁহারা অলসপ্রকৃতি‡ কিন্তু সুস্বাদু দ্রব্যাদি ভোজনাভিলাষী, তুমি তাঁহাদিগের জন্য রত্নপূর্ণ আশিটি উষ্ট্র** প্রেরণ কর এবং তাঁহা-

* স্বর্ণময় কণ্ঠসূত্র (রামায়ণভূষণ); সোনার সরু হার (?)।

† স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ।

‡ অর্থাৎ উদরান্নের জন্য চেষ্টারহিত।

** যানানি (মূল)—উষ্ট্রাঃ (রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ)

দিগকে শালিধান্য-বহনকারী সহস্র বৃষ, দুইশত হস্তী ও দধি-দুগ্ধ-ঘৃতের জন্য সহস্র গাভী দান কর। কৌশল্যা-দেবীর নিকটও বহু মেখলাধারী* ব্রহ্মচারী আসিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাদের প্রত্যেককে সহস্র গাভী প্রদান কর। লক্ষ্মণ, আমি যেরূপ দক্ষিণা দিলে জননী কৌশল্যা সন্তুষ্ট হন, ঐ ব্রাহ্মণগণকে সেইরূপ দক্ষিণা দানে সংবর্ধিত কর। লক্ষ্মণ তাহাই করিলেন।

পরে রাম বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে অবস্থিত অনুচরগণকে তাহাদের জীবিকানির্বাহের উপযোগী বহু দ্রব্য দিয়া বলিলেন,—আমি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত লক্ষ্মণের ভবন ও আমার এই গৃহ যাহাতে শূন্য না থাকে তোমরা পালাক্রমে তাহার ব্যবস্থা করিবে।

তখন সে দেশে ত্রিজট নামে গর্গবংশীয় এক পিঙ্গলবর্ণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি প্রত্যহ ফাল কোদাল ও লাঙ্গলের দ্বারা বন হইতে কন্দ ও মূলাদি সংগ্রহ করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেন। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তরুণী ভার্যা তাঁহার শিশুসন্তানগুলিকে স্বামীর সম্মুখে আনিয়া বলিলেন,—তুমি ফাল ও কোদাল ছাড়িয়া আমার কথামত কাজ কর, ধর্মজ্ঞ রামকে নিজের অবস্থা জানাও, হয়তো কিছু পাইবে। স্ত্রীর কথা শুনিয়া ত্রিজট একখানা জীর্ণ শাড়িতে দেহ আবৃত করিয়া, স্ত্রীপুত্রাদিসহ রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইলেন।

রাম ত্রিজটকে পরিহাস করিয়া বলিলেন,—এখনও আমার বহু গাভী আছে, আপনি যতদূর পর্যন্ত দণ্ড নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, ততদূর পর্যন্ত সকল গাভী পাইবেন। তখন ত্রিজট তাড়াতাড়ি শাড়িখানি কোমরে জড়াইয়া, দণ্ড ঘুরাইয়া আপ্রাণ শক্তিতে তাহা

* উপনয়নকালে ধারণীয় মুঞ্জনির্মিত সূত্রত্রয়ধারী।

নিক্ষেপ করিলেন। সেই দণ্ড সরযুর অপর তীরস্থ গোষ্ঠে* পড়িল। রাম ত্রিজটকে আলিঙ্গন করিয়া সে স্থান পর্যন্ত সকল ধেনু তাঁহার আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। তারপর রাম ত্রিজটকে বলিলেন,—আপনি রাগ করিবেন না, আপনার শক্তি বুঝিবার জন্যই আমি আপনাকে যষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিয়াছিলাম।—সস্ত্রীক ত্রিজট সানন্দে রামকে আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে রাম তাঁহার বিপুল ধনরাশি অচিরকালমধ্যেই দান করিয়া ফেলিলেন। (৩২ সর্গ)

৯

রামের পিতৃদর্শনে গমন—দশরথের বিলাপ—সুমন্ত্রের কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা—
কৈকেয়ী ও দশরথের উক্তি-প্রত্যুক্তি—রাম-লক্ষ্মণ-সীতার
বল্কল পরিধান—কৌশল্যার সীতাকে উপদেশ—
রামাদির বনযাত্রা (৩৩—৪১ সর্গ)

রাম-লক্ষ্মণ সীতাকে সঙ্গে লইয়া পিতৃসন্দর্শনে চলিলেন। দুইজন পরিচারিকা সীতার দ্বারা মাল্যাদিতে বিভূষিত রাম-লক্ষ্মণের অস্ত্রাদি লইয়া তাঁহাদের সহিত চলিল। রাজপথ জনসমাকুল হওয়ায় দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। ধনী ব্যক্তিরা প্রাসাদ হর্ম্য ও বিমান-শিখরে† আরোহণ করিয়া উদাসভাবে রাম প্রভৃতিকে দেখিতে লাগিলেন।

* গোষ্ঠ—গোচারণ-ভূমি, গরু চরাইবার মাঠ।

† প্রাসাদ—রাজভবন, দেবালয়; হর্ম্য—ধনীদিগের গৃহ; বিমান—সপ্ততল গৃহ।

পরে রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে পদব্রজে যাইতে দেখিয়া জনগণের অনেকে শোকাকুলচিত্তে বলিতে লাগিলেন,—হায়, যিনি কোথাও গেলে বিশাল চতুরঙ্গ বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে যাইত, আজ কিনা কেবল সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগমন করিতেছেন! পূর্বে খেচরগণও যে সীতাকে দেখিতে পায় নাই, আজ রাজপথের সাধারণ লোকেরাও তাঁহাকে দেখিতেছে! নিশ্চয়ই রাজা দশরথ আজ ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন, নতুবা তিনি কখনও প্রিয়পুত্র রামকে নির্বাসিত করিতে পারিতেন না। যে পুত্র চরিত্রবলে সকলকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহার কথা দূরে থাকুক, নির্গুণ পুত্রকেই বা কিরূপে নির্বাসিত করা সম্ভব হইতে পারে? চল, পত্নী ও স্বজনগণের সহিত আমরা উদ্যান ক্ষেত্র ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, ধার্মিক রামের সুখ-দুঃখের ভাগী হইয়া তাঁহার অনুসরণ করি। আমরা এখান হইতে চলিয়া গেলে আমাদের গৃহের ভূগর্ভে নিহিত ধনাদি উত্তোলিত হইবে, প্রাঙ্গণগুলি বিনষ্ট হইয়া যাইবে, ধনধান্যাদি অপসারিত হইবে, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বস্তুসকলও অপহৃত হইবে, সকল স্থান ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে, গৃহদেবতারা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, মূষিককুল গর্ত হইতে বহির্গত হইয়া সর্বত্র ছুটাছুটি করিবে, গৃহসকল জল ও রন্ধনের ধূমশূন্য হইবে এবং সম্মার্জনীর দ্বারা পরিষ্কৃত হইবে না, পূজা যজ্ঞ মন্ত্রপাঠ হোম ও জপ ইত্যাদি বিলুপ্ত হইবে, রাষ্ট্রবিপ্লব ও দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে যেরূপ হয় আমাদের গৃহ ও তন্মধ্যস্থিত পাত্রগুলিও সেইরূপ ভগ্ন হইবে—কৈকেয়ী আমাদের পরিত্যক্ত এইরূপ গৃহসকল লাভ করুন। রাম যে বনের উদ্দেশে যাইতেছেন তাহা নগরে পরিণত হউক এবং আমাদের পরিত্যক্ত এই অযোধ্যানগরী বন হইয়া উঠুক। কৈকেয়ী

তাঁহার পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত এইরূপ দেশই ভোগ করুন; আমরা রামের সহিত বনেই সুখে বাস করিব।

রাম নানাজনের মুখে এইরূপ নানাকথা শুনিলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তের কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হইল না। তিনি রাজভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, সুমন্ত্র দুঃখিতভাবে অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সারথি, নৃপতিকে আমার আগমনের সংবাদ দাও। (৩৩ সর্গ)

সুমন্ত্র দ্রুত রাজভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, সন্তাপে বিকলেন্দ্রিয় রাজা ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তিনি রাজাকে সম্ভাষণ করিয়া করজোড়ে বলিলেন,—মহারাজ, আপনার পুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ব্রাহ্মণ ও আশ্রিতদিগকে তাঁহার ধনাদি দান করিয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন।

দশরথ বলিলেন,—সুমন্ত্র, তুমি আমার পত্নীদিগকে এখানে লইয়া আইস, আমি ভার্যাগণে পরিবৃত হইয়া রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি। রাজাজ্ঞানুযায়ী সাড়ে তিন শত ব্রতপরায়ণা রাজপত্নী কৌশল্যাকে বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে রাজসমীপে উপনীত হইলেন। তখন রাজাদেশে সুমন্ত্র রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে সেখানে লইয়া আসিলেন। রাম করজোড়ে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া, দশরথ তাড়াতাড়ি আসন হইতে উঠিয়া রামের দিকে ধাবিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার নিকটে পৌঁছিবার পূর্বেই দুঃখে কাতর ও মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তখন রাম-লক্ষ্মণ দ্রুত রাজার নিকট ছুটিয়া গেলেন এবং রাজভবনে সহসা বহুসংখ্যক রমণীর ভূষণধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া 'হা রাম! হা রাম!' নিনাদ সমুত্থিত হইল। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা রোদন করিতে করিতে

রাজাকে তুলিয়া পালঙ্কে রাখিলেন। ক্ষণকাল পরে দশরথ সংজ্ঞা লাভ করিলে রাম করজোড়ে বলিলেন,—মহারাজ, আপনি আমাদের সকলেরই প্রভু, আমি দণ্ডকারণ্যগমনে উদ্যত হইয়া আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি শুভদৃষ্টিপাতে আমাকে অবলোকন করুন। আমি সীতা ও লক্ষ্মণকে বহু সদ্‌যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আমার সহিত বনে যাইতে নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই এখানে থাকিতে ইচ্ছুক নহেন। আপনি শোক পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে বনে যাইবার অনুমতি দিন।

দশরথ রামের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—রাম, কৈকেয়ীকে বর দিয়া আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া আজই অযোধ্যার রাজা হও। রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্তর করিলেন,—মহারাজ, আপনি আরও বহুবৎসর রাজত্ব করুন, আমি অরণ্যেই বাস করিব—আমি রাজ্য চাই না। নরাধিপ, আমি চতুর্দশ বৎসর বনবাসে কাটাইয়া প্রতিজ্ঞা-পালনান্তে পুনরায় আপনার চরণযুগল বন্দনা করিব।

তখন সত্যপাশে আবদ্ধ দশরথ কৈকেয়ীর গোপন প্ররোচনায় কাতরভাবে রোদন করিতে করিতে রামকে বলিলেন,— বৎস, তুমি নিশ্চিন্ত মনে, নির্বিঘ্নে ও অকুতোভয়ে তোমার গন্তব্য পথে যাও এবং কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া ফিরিয়া আইস। তুমি সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ, তোমার মত পরিবর্তন করাইবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু পুত্র, তুমি আজ রাত্রে কিছুতেই যাইও না, তোমাকে আর একদিন দেখিতে পাইলে আমি সে পর্যন্ত সুখে থাকিতে পারিব। তোমার মাতা ও আমার মুখ চাহিয়া, সকল প্রকার কাম্যবস্তু ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া তুমি আজিকার রাত্রি

এখানে থাক, কাল প্রাতে বনে যাইও। পুত্র, আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই তুমি বনে যাইতেছ, কিন্তু আমি সত্যের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহা আমার প্রীতিকর নয়—এই ছন্নমতি ও ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিতুল্যা কৈকেয়ীর দ্বারাই আমি চালিত হইয়াছি। এই কুলধর্মনাশিনী আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে, আর ইহার প্রেরণায় তুমি সেই বঞ্চনার ফলভোগ করিতে চাহিতেছ। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুমি যে পিতাকে সত্যবাদী প্রতিপন্ন করিতে চাহিবে, ইহা বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়।

শোককাতর পিতার এই কথা শুনিয়া রাম দুঃখিতভাবে তাঁহাকে বলিলেন,—আমি আজ যে-সকল সুখাদ্য লাভ করিব, কাল কে আমাকে তাহা দিবে? সুতরাং আমি সর্বান্তঃকরণে আজই এখান হইতে প্রস্থানের প্রার্থনা করি। নিষ্পাপ, আপনি আমার জন্য চিন্তিত হইলেও আমি আপনাকে মিথ্যাবাদী করিয়া রাজ্য, সর্বপ্রকার কাম্যবস্তু, পৃথিবী বা মৈথিলীকেও কামনা করি না; আপনার সত্যব্রত সফল হউক, কেবল ইহাই কামনা করি। আমি বিচিত্র বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ বনে যাইয়া সেখানে ফলমূলাদি আহারে এবং পর্বত নদী ও সরোবরসকল দর্শনে সুখে থাকিব, আপনি স্থির হউন।

রাম এইরূপ বলিলে, দুঃখশোকে প্রপীড়িত দশরথ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াই নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় ভূতলে পড়িলেন। তখন কৈকেয়ী ব্যতীত অন্যান্য রাজমহিষীরা রোদন করিতে লাগিলেন, সুমন্ত্রও কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্ছিত হইলেন এবং সে স্থান হাহাকারে পূর্ণ হইল। (৩৪ সর্গ)

এদিকে সুমন্ত্র সংজ্ঞালাভ করিয়া, দশরথের মনোভাব বুঝিতে

পারিয়া দুঃখে ও ক্রোধে অভিভূত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার নয়নদ্বয় আরক্ত ও দেহের বর্ণ বিবর্ণ হইল। তিনি শিরকম্পন, ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ, হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ ও দন্ত কটমটপূর্বক সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে কৈকেয়ীর হৃদয় বিদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—দেবী, আপনি যখন আপনার স্বামী রাজা দশরথকেই পরিত্যাগ করিতেছেন, তখন গর্হিততম এমন কোন কাজই নাই যাহা আপনি না করিতে পারেন। আপনি পতিঘাতিনী ও কুলনাশিনী। আপনি আপনার পতির অবমাননা করিবেন না, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে কোটি পুত্রের ইচ্ছানুসারে চলা অপেক্ষাও স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী কার্য করা অধিক-তর প্রশংসার বিষয়। কোন নৃপতির মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্রগণ জ্যেষ্ঠানুক্রমেই রাজ্যলাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইক্ষ্বাকুকুলনাথ দশরথ জীবিত থাকিতেই আপনি এই নিয়ম লোপ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আপনার পুত্র ভরত রাজা হইয়া এই রাজ্য শাসন করুন, রাম যেখানে যাইবেন আমরা সেখানেই যাইব। আপনি আজ এমন অসম্ভ্রমকর কাজ করিতেছেন যে, আপনার রাজ্যে কোন ব্রাহ্মণেরই বাস করা উচিত নয়। বন্ধুবান্ধব ব্রাহ্মণগণ ও সজ্জন-দিগের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া এই রাজ্যলাভে আপনার কি সুখ হইবে? আপনার আচরণে পৃথিবী যে এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না এবং মহাব্রহ্মর্ষিগণের* ধিক্কার আপনাকে যে বিনষ্ট করিতেছে না, ইহাই আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আমগাছ কাটিয়া ফেলিয়া কে নিমগাছের পরিচর্যা† করিয়া থাকে? নিমগাছে জলসেচন করিলেও সে কখনও মিষ্টফল দেয় না। আমার বোধ

* বশিষ্ঠ প্রভৃতির।

† অর্থাৎ রোপণ ও জলসেচন ইত্যাদির দ্বারা পালন ও বর্ধন।

হয়, আপনার স্বভাব আপনার মাতার স্বভাবেরই অনুরূপ। আপনার মাতার কথা যেরূপ শুনিয়াছি তাহা বলিতেছি। আপনার পিতা বরপ্রভাবে সকল প্রাণীর কথাই বুঝিতে পারিতেন। একদিন তিনি শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় স্বর্ণকান্তি একটি জৃম্ভ-পক্ষীর স্বর হইতে তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। তাহাতে আপনার জননী ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পিতাকে বলিলেন,—রাজা, আমি তোমার হাসির কারণ জানিতে ইচ্ছা করি। তাহা না বলিলে আমি নিজের প্রাণনাশ করিব। তখন রাজা রাণীকে বলিলেন,—তাহা বলিলে এখনই আমার মৃত্যু হইবে। ইহা শুনিয়া আপনার জননী পুনরায় কেকয়-রাজকে বলিলেন,—তুমি বাঁচ আর না বাঁচ, আমাকে উহা বলিতেই হইবে। তখন রাজা বরদাতার নিকট যাইয়া তাঁহাকে সকল কথা জানাইলেন। তিনি বলিলেন,—রাজা, তোমার পত্নী প্রাণত্যাগই করুন বা উৎসন্নই যান, তুমি কিছুতেই তাঁহাকে এ-কথা বলিও না। সেই সাধু পুরুষের কথা শুনিয়া কেকয়রাজ তখনই আপনার মাতাকে পরিত্যাগ করিলেন। পাপদর্শিনী, আপনিও সেইরূপ মোহবশে দুর্জনগণের অনুসৃত পথ অবলম্বনে নরপতি দশরথকে অসৎকার্যে প্রবর্তিত করিতেছেন। পুরুষেরা পিতার ও স্ত্রীলোকেরা মাতার স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এইরূপ লৌকিক প্রবাদ আছে, তাহা এখন আমার নিকট সত্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। আপনি এইরূপ আচরণ করিবেন না, রাজা যাহা বলেন তাহাই করুন, তাঁহাকে অধর্মের পথে পরিচালিত করিবেন না। নিষ্পাপ রাজা দশরথ আপনার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তিনি তাহার অন্যথা করিতে পারেন না, অথচ রাম বনে গেলে

আপনার মহাকলঙ্ক রটিবে। সুতরাং রামকেই তাঁহার প্রাপ্য রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। আপনি নিশ্চিন্ত হউন, রামের মত আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী অযোধ্যায় আর কেহ নাই।

সুমন্ত্র রাজার সমক্ষেই কৈকেয়ীকে শান্ত ও তীব্র ভাষায় এইরূপ ভৎর্সনা করিলেও কৈকেয়ী ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হইলেন না—অথবা তাঁহার মুখের বর্ণেরও কোনরূপ বিকৃতি লক্ষিত হইল না। (৩৫ সর্গ)

দশরথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সজলনয়নে সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সারথি, যাহাতে প্রচুর ধনরত্নাদিসহ চতুরঙ্গ বাহিনী রামের সহিত যায়, তুমি শীঘ্র তাহার ব্যবস্থা কর। যাহারা রামের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছে এবং যাহারা বীরত্বপ্রদর্শনে তাঁহাকে আনন্দদান করে*, তাহাদিগকে বহুধন দিয়া তাঁহার সহিত পাঠাও। উত্তম অস্ত্রাদি ও শকটসকল তাঁহার সহিত প্রেরিত হউক এবং নাগরিকেরা ও অরণ্যবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যাধগণ তাঁহার অনুসরণ করুক। রাম মৃগ ও হস্তীদিগকে হনন, অরণ্যজাত মধু পান এবং নানা নদনদী দর্শন করিয়া এই রাজ্যের কথা আর স্মরণ করিবেন না। আমার শস্যশালায় ও ধনাগারে যাহা-কিছু সঞ্চিত আছে তাহাও রামের সহিত পাঠাও, যেন তিনি পুণ্যস্থানসমূহে যজ্ঞ করিয়া ও যথাবিধি দক্ষিণা দিয়া ঋষিগণের সহবাসে সুখে বাস করিতে পারেন। মহাবাহু ভরত অযোধ্যারাজ্য পালন করিবেন, এখন তুমি সকলপ্রকার কাম্যবস্তু সঙ্গে দিয়া শ্রীমান রামের প্রস্থানের ব্যবস্থা কর।

দশরথ এইরূপ বলিলে কৈকেয়ী ভীত হইলেন এবং তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল ও কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি বিষণ্ণ ও

---

* অর্থাৎ মল্লাদি।

সন্ত্রস্তভাবে রাজাকে বলিলেন,—হে সাধুপুরুষ*, ভরত এই ধনশূন্য, পীতসার † সুরার ন্যায় একান্ত অনুপভোগ্য, শূন্য রাজ্য গ্রহণ করিবেন না।

কৈকেয়ী লজ্জা ত্যাগ করিয়া এইরূপ বলিলে দশরথ তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি আমাকে যে ভারবহনে নিযুক্ত করিয়াছ, আমি তাহাই বহন করিতেছি, তবে আবার কেন আমাকে দুঃখ দিতেছ? অনার্য্যা, আমি এখন যাহা করিতে যাইতেছি, তুমি পূর্বেই কেন আমাকে তাহা করিতে নিষেধ কর নাই?

তখন কৈকেয়ী দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—রাজা, তোমারই বংশের সগর-রাজা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জকে রাজ্যভোগে বঞ্চিত করিয়া নির্বাসিত করিয়াছিলেন; রামেরও সেইরূপ নির্বাসনে যাওয়া উচিত।

ইহা শুনিয়া দশরথ 'ধিক্!' কেবল এই কথা বলিলেন এবং সেখানকার অন্যান্য সকলে লজ্জিত হইলেন, কিন্তু কৈকেয়ী তাহার মর্ম বুঝিতে পারিলেন না ‡।

তখন সিদ্ধার্থ নামে একজন প্রধান মহামাত্র (অমাত্য) ‡ কৈকেয়ীকে বলিলেন,—দুর্মতি অসমঞ্জ পথে যে-সকল বালকেরা খেলা করিত, তাহাদিগকে সরযুর জলে নিক্ষেপ করিয়া আমোদ উপভোগ

---

* উপহাসে। † যাহার সারাংশ পান করা হইয়াছে।

‡ নাববুধ্যত—(মূল) ক্রোধবশাৎ ইতি ভাবঃ (রামায়ণতিলক)।—অর্থাৎ ক্রোধের বশবর্তিনী হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার মর্ম বুঝিতে পারিলেন না।

‡ মহামাত্র (মহৎ—মাত্রা ধন বা হস্তী ও অশ্বাদি যাহার)।

'মন্ত্রে কর্মণি ভূষায়াং বিত্তে মানে পরিচ্ছদে।
মাত্রা চ মহতী যেষাং মহামাত্রাস্ত তে স্মৃতাঃ।'

করিত। নাগরিকদিগের কথায় নরপতি সগর তাঁহাদের প্রিয় সাধনের জন্য তাঁহার সেই অহিতকারী পুত্রকে সস্ত্রীক যাবজ্জীবনের জন্য নির্বাসিত করেন। কিন্তু রাম কি পাপ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে এই প্রকারে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে? দেবী, আপনি রামের কোন দোষ দেখিয়া থাকিলে বলুন, দোষী হইলে তিনি অবশ্যই নির্বাসিত হইবেন। শিষ্ট ও সৎপথে নিরত ব্যক্তিকে ধর্মবিরুদ্ধভাবে পরিত্যাগ করিলে ইন্দ্রেরও প্রভাব নষ্ট হয়।

সিদ্ধার্থের কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত শ্রান্তস্বরে ও শোকাকুল-বচনে কৈকেয়ীকে বলিলেন,—পাপরূপিণী, সিদ্ধার্থের কথা তোমার ভাল বোধ হইতেছে না এবং কিসে আমার বা তোমার নিজেরও মঙ্গল হইবে, তাহাও তুমি বুঝিতেছ না—জঘন্য উপায় অবলম্বনে কুচেষ্টাই করিতেছ। আমি আজ রাজ্য সুখ ও সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া রামের সহিত যাইব, তুমি রাজা ভরত ও অন্যান্য সকলের সহিত সুখে দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ কর। (৩৬ সর্গ)

তখন রাম বিনীতভাবে বলিলেন,—মহারাজ, আমাকে ভোগ-সুখ ও লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে বন্য ফলমূলাদি আহারে জীবনধারণ করিতে হইবে, সুতরাং আমার অনুচরের প্রয়োজন কি? যে গজবর (উত্তম হস্তী) দান করিয়াছে, সে কি আর হস্তিবন্ধন-রজ্জুর বিষয় চিন্তা করে? আমি সকলই ভরতকে দিতে সম্মত হইয়াছি, আমার আর সৈন্যের প্রয়োজন কি? আমার জন্য চীরবসনই আনিতে বলুন। পরে রাম পরিচারিকাদিগকে বলিলেন, —আমাকে চতুর্দশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে, তোমরা শীঘ্র আমার জন্য খনিত্র ও পেটরা লইয়া আইস।

কৈকেয়ী স্বয়ংই চীর সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং নির্লজ্জভাবে

সেই সকল লোকের মধ্যেই রামকে তাহা পরিতে বলিলেন। রাম সূক্ষ্ম বসন পরিত্যাগ করিয়া চীর পরিধান করিলেন। লক্ষ্মণও তাঁহার সুন্দর বসনযুগল ত্যাগ করিয়া পিতার সম্মুখেই তপস্বীর বেশ ধরিলেন। কৌশেয়বসনা সীতা তাঁহার জন্য আনীত চীর দেখিয়া জালদর্শনে মৃগীর ন্যায় ভীত হইলেন। তিনি লজ্জিতভাবে কৈকেয়ীর নিকট হইতে চীর লইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বনবাসী মুনিরা কিরূপে চীর বন্ধন করেন? ইহা বলিয়া চীরপরিধানে অপটু সীতা বার বার চেষ্টায়ও কোথায় চীর বন্ধন করিতে হইবে, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। পরে তিনি একখানা চীর কণ্ঠে রাখিয়া ও আর একখানা হাতে লইয়া সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন রাম তাড়াতাড়ি সীতার নিকটে আসিয়া তাঁহার কৌশেয়বসনের উপরেই চীর বাঁধিয়া দিলেন।

রাম সীতাকে চীর পরাইতেছেন দেখিয়া অন্তঃপুরিকারা অশ্রু-মোচন করিতে করিতে রামকে বলিলেন,—বৎস, সীতাকে তোমার মত বনে যাইতে বলা হয় নাই, সুতরাং তিনি এখানেই থাকুন।

তখন বশিষ্ঠ সজলনয়নে সীতাকে চীর ধারণ করিতে নিষেধ করিয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন,—সকল-সীমা-লঙ্ঘনকারিণী কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী, তুমি রাজাকে বঞ্চনা করিতেছ এবং কোন বিধিনিষেধই মানিতেছ না। সীতা বনে যাইবেন না, তিনি রামের ন্যায়তঃ প্রাপ্য সিংহাসন অধিকার করিয়া এখানেই থাকিবেন। পত্নী সকল গৃহস্থেরই আত্মাস্বরূপ, সীতাও রামের আত্মা—ইনিই রাজ্য পালন করিবেন। আর যদি ইনি রামের সহিত বনে যান, তবে আমরা সকলেই ইঁহার সহিত যাইব। ভরত শত্রুঘ্নও চীর ধারণ করিয়া রামের সহিত বনে বাস করিবেন। ভরত

যদি রাজা দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি কখনই পিতার অদত্ত এই রাজ্য শাসন করিতে চাহিবেন না এবং তোমার সহিতও পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবেন না। সত্য কথা বলিতে কি, পুত্রের হিত করিতে যাইয়া তুমি তাঁহার অনিষ্টই করিলে। দেবী, তুমি পুত্রবধূ সীতার চীর অপসারণ করিয়া তাঁহাকে উৎকৃষ্ট আভরণাদি দাও—ইঁহার চীর পরিধান করা বিধেয় নয়। কেকয়রাজতনয়া, তুমি একমাত্র রামেরই বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলে, সুতরাং রাজকুমারী সীতা উত্তম উত্তম বস্ত্রাদি, যান ও পরিচারকবর্গ সঙ্গে লইয়া রামের সহিত গমন করুন। কিন্তু বশিষ্ঠ ঐরূপ বলিলেও সর্বপ্রকারে প্রিয়পতির অনুকরণে অভিলাষিণী সীতার মনোভাবের পরিবর্তন হইল না, তিনি চীর পরিয়াই থাকিলেন। (৩৭ সর্গ)

তখন সেখানকার সকলে 'ধিক্ দশরথ !' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। দশরথ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন,—সুকুমারী ও নিয়ত সুখভোগে অভ্যস্তা সীতা কাহার এমন কি করিয়াছেন যে, ইঁহাকে চীর ধারণ করিয়া বনে যাইতে হইবে? এই রাজপুত্রী চীর পরিয়া রামের সহিত বনে যাইবেন, আমি তো তোমার নিকট এরূপ প্রতিশ্রুত হই নাই, অতএব ইনি চীর ত্যাগ করিয়া ও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সকলপ্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি সহ বনে যাইতে পারেন। পাপিনী, রাম না হয় তোমার সহিত কোন অশোভন ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু বৈদেহী তোমার কি অপকার করিয়াছেন? রামের নির্বাসনই তো যথেষ্ট হইয়াছে, তাহার উপর তুমি আবার কি জন্য এই ইতরজনোচিত দুষ্কার্য করিতেছ? সীতাকে যে তুমি চীরধারিণী করিতে চাহিতেছ, ইহাতে তুমি আমার প্রতিশ্রুতির সীমা লঙ্ঘন করিয়া নরকে যাইবার উপক্রম করিতেছ।

পিতা এই কথা বলিয়া নতমুখে থাকিলে, রাম তাঁহাকে বলিলেন,—দেব, আমার বৃদ্ধা মাতা উদারস্বভাবা কৌশল্যা আপনার কোনরূপ নিন্দাবাদ করিতেছেন না। ইনি পূর্বে কখনও দুঃখের মুখ দেখেন নাই, কিন্তু এখন আমার বিরহে শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। আপনি ইঁহাকে বিশেষ সম্মানে রাখিবেন। আর দেখিবেন, ইনি যেন আমার শোকে প্রাণত্যাগ না করেন। (৩৮ সর্গ)

রামের এই কথা শুনিয়া এবং তাঁহাকে মুনিবেশ-পরিহিত দেখিয়া দশরথ ক্ষণকাল সংজ্ঞাহীনের ন্যায় থাকিলেন। পরে তিনি বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—বোধ হয় আমি পূর্বে বহু প্রাণীকে সন্তানহীন বা হিংসা করিয়াছি এবং সেজন্যই এখন দুঃখ পাইতেছি। সময় না হইলে প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হয় না বলিয়াই কৈকেয়ী আমাকে কষ্ট দিলেও আমার মৃত্যু হইতেছে না। স্বার্থসাধনে তৎপরা কৈকেয়ীর জন্যই সকলে দুঃখ পাইতেছে। এই বলিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ দশরথ 'রাম!' একবারমাত্র এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। পরে তিনি সজলনয়নে সুমন্ত্রকে বলিলেন,—তুমি উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথে করিয়া রামকে এখান হইতে জনপদের বাহিরে লইয়া যাও। সচ্চরিত্র বীর পুত্র পিতামাতার দ্বারা বনে নির্বাসিত হইতেছেন, ইহাতে মনে হয়, গুণবানদিগের তাঁহাদের গুণের জন্য এইরূপ ফলভোগ করাই বিধি।

রাজার আদেশে সুমন্ত্র সত্বর রথ লইয়া আসিলেন। তখন দশরথ ধনাধ্যক্ষকে ডাকিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—তুমি শীঘ্র বৈদেহীর জন্য চতুর্দশ বৎসরের উপযোগী উৎকৃষ্ট বসন ও মহামূল্য ভূষণসকল লইয়া আইস। তিনি দ্রুত কোষাগার হইতে সে-সকল আনিয়া সীতাকে দিলেন। সীতা তাঁহার সুলক্ষণ দেহ সেই সকল বিচিত্র

অলঙ্কারে ভূষিত করিলেন। কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন,—মৈথিলী, যে-সকল স্ত্রীলোক স্বামীর দ্বারা সর্বদা সমাদৃত হইয়া স্বামী দুর্দশাগ্রস্ত হইলে তাঁহাকে গ্রাহ্য করে না, সকলে তাহাদিগকে অসতী বলিয়া থাকে। এইরূপ নারীদিগের স্বভাবই এই যে, তাহারা পূর্বে সুখভোগ করিয়া পরে অল্পমাত্র দুঃখভোগ করিলেই স্বামীর প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে—এমন কি, তাঁহাকে পরিত্যাগও করে। অসতীরা সর্বদা মিথ্যা কথা বলে, লোকের মনে বিকার জন্মায়, তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারা যায় না, তাহারা হৃদয়হীনা ও পাপমতি হয় এবং সামান্য কারণেই ক্ষণকালমধ্যে স্বামীর প্রতি অনুরাগহীনা হইয়া থাকে। কিন্তু সতী, সচ্চরিত্রা, সত্যবাদিনী, গুরুজনের আদেশানু-বর্তিনী ও স্বকুলোচিত-মর্যাদাসম্পন্না স্ত্রীলোকেরা পতিকেই পরম পুণ্যসাধন বিবেচনা করেন। সুতরাং তুমি আমার বনে নির্বাসিত পুত্রের অবমাননা করিবে না; ইনি, ধনীই হউন বা নির্ধনই হউন, তোমার নিকট দেবতুল্য।

সীতা করজোড়ে বলিলেন,—আর্যা, আমি আপনার সকল উপদেশই পালন করিব। স্বামীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয় আমি তাহা জানি এবং পূর্বেও শুনিয়াছি। আপনি আমাকে অসৎপ্রকৃতি স্ত্রীলোকদিগের সহিত তুলনা করিবেন না—চন্দ্র হইতে তাঁহার কিরণ যেরূপ বিচ্ছিন্ন হয় না, আমিও সেইরূপ ধর্ম হইতে বিচলিত হইব না। তন্ত্রীহীনা বীণা যেমন বাজে না, চক্রহীন রথ যেরূপ চলিতে পারে না, পতিহীনা নারীও সেইরূপ শতপুত্রের জননী হইলেও সুখলাভে সমর্থ হয় না। পিতা ভ্রাতা পুত্র যে সুখ দিয়া থাকেন তাহা পরিমিত, কিন্তু একমাত্র স্বামীই অপরিমিত সুখ দিতে

পারেন ; সুতরাং তাঁহাকে কোন্ স্ত্রী পূজা না করিবে ? আর্যা, আমি গুরুজনের মুখে সতী-স্ত্রীর সামান্য ও বিশেষ ধর্মের কথা শুনিয়াছি এবং নারীগণের পতিই দেবতা ইহাও জানি, অতএব আমি কি স্বামীর অবমাননা করিতে পারি ?*

সীতার এই মনোরম কথা শুনিয়া শুদ্ধহৃদয়া কৌশল্যা যুগপৎ দুঃখ ও হর্ষে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। রাম করজোড়ে তাঁহাকে বলিলেন,—মা, আপনি দুঃখিত না হইয়া আমার পিতাকে দেখিবেন। চতুর্দশ বৎসর ঘুমে কাটিবার ন্যায় কাটিয়া যাইবে, তখন আপনি আমাকে কুশলে এখানে প্রত্যাগত ও সুহৃদ্‌বর্গে পরিবৃত দেখিতে পাইবেন।

তারপর রাম অন্যান্য সাড়ে তিন শত মাতার দিকে তাকাইয়া করজোড়ে বলিলেন,—একত্র বাসের সময়ে অজ্ঞাতসারে আমি আপনাদের সহিত যাহা-কিছু রূঢ় ব্যবহার করিয়াছি, আমাকে সেজন্য ক্ষমা করিবেন। রামের এই কথা শুনিয়া সেই রাজপত্নীরা শোকাকুল হইয়া বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। (৩৯ সর্গ)

রাম সীতা ও লক্ষ্মণ রাজাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন।

---

* ন মামসজ্জনেনার্যা সমানয়িতুমর্হতি।
ধর্মাদ্বিচলিতং নাহমলং চন্দ্রাদিব প্রভা॥
নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা॥
মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ॥
সাহমেবংগতা শ্রেষ্ঠা শ্রুতধর্মপরা বরা।
আর্যে কিমবমন্যেয়ং স্ত্রিয়া ভর্তা হি দৈবতম্॥ (৩৯।২৮-৩১)

পরে রাম ও সীতা শোকাকুলচিত্তে কৌশল্যাকে প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মণ কৌশল্যাকে প্রণাম করিয়া পরে স্বীয় জননী সুমিত্রার চরণ-বন্দনা করিলেন। সুমিত্রা কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন,— পুত্র, তুমি স্বজনের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইলেও আমি তোমাকে বনবাসের অনুমতি দিতেছি—তুমি কখনও তোমার ভ্রাতা রামের সেবায় অমনোযোগী হইও না। রাম বিপন্নই হউন বা সমৃদ্ধই হউন, তিনিই তোমার আশ্রয় ; জ্যেষ্ঠের বশবর্তী হওয়াই সজ্জনের ধর্ম। এইরূপ কার্য এবং দান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও যুদ্ধে দেহত্যাগ এই বংশের যোগ্য ও চিরাচরিত রীতি। বৎস, তুমি রামকে দশরথের (অর্থাৎ পিতার) ন্যায়, জানকীকে আমার (অর্থাৎ মাতার) ন্যায় এবং বনকে অযোধ্যার ন্যায় মনে করিবে। বৎস, তুমি স্বচ্ছন্দে যাও। পরে তিনি বনগমনে কৃতসঙ্কল্প প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণকে বার বার 'যাও! যাও!' বলিতে লাগিলেন।*

সুমন্ত্র করজোড়ে রামকে বলিলেন,—রাজপুত্র, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি রথে আরোহণ করুন। আপনি যেখানে যাইতে বলিবেন, আমি দ্রুত আপনাকে সেখানে লইয়া যাইব। কৈকেয়ী-দেবীর নির্দেশে আপনাকে যে চতুর্দশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে, আজ হইতেই তাহার আরম্ভ।

সীতা প্রীতমনে রথে আরোহণ করিলেন। পরে সীতার বস্ত্রালঙ্কার এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম, চর্মাচ্ছাদিত পেটক

* লক্ষ্মণং ত্বেবমুক্ত্বাসৌ সংসিদ্ধং প্রিয়রাঘবম্।
সুমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃ পুনরুবাচ তম্॥
রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥ (৪০।৮-৯)

(পেটরা) ও খনিত্র রথের ভিতরে রাখিয়া রাম-লক্ষ্মণ তাহাতে চড়িলেন। তখন সুমন্ত্র রথের বায়ুগামী উৎকৃষ্ট অশ্বদিগকে চালনা করিলেন। রাম দীর্ঘকালের জন্য মহারণ্যে যাইতেছেন দেখিয়া অযোধ্যার সকলে মুহ্যমান হইল। পরে গ্রীষ্মে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেমন জলের দিকে ছুটিয়া যায়, সেই নগরীর বালক বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলে যারপরনাই ব্যথিত হইয়া সেইরূপ রামের পশ্চাতে ছুটিল। অনেকে রথের পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে লম্বমান হইয়া* চলিল এবং অশ্রুপ্লাবিত-বদনে সুমন্ত্রের দিকে চাহিয়া উচ্চ-স্বরে বলিতে লাগিল,—সারথি, ধীরে ধীরে চলুন, আমরা রামের মুখ দেখিব, পরে তাহা দেখা আমাদের পক্ষে দুষ্কর হইবে। রামের মাতার হৃদয় নিশ্চয়ই লৌহনির্মিত এবং সেজন্যই দেবকুমারসদৃশ পুত্রের বনগমনেও তাহা বিদীর্ণ হইতেছে না। সূর্যকিরণ যেমন মেরুকে পরিত্যাগ করে না, ধর্মিষ্ঠা বৈদেহীও সেইরূপ স্বামীকে পরিত্যাগ না করিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্তিনী হইতেছেন—তিনি ধন্য। লক্ষ্মণ, আপনিও ধন্য, কারণ আপনি সতত দেবোপম ভ্রাতার পরিচর্যা করিতে পারিবেন।—লোকপ্রিয় রামের অনুগামী লোকেরা এইরূপ বলিতে বলিতে আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না।

এদিকে ব্যথিতচিত্ত দশরথ তাঁহার দুঃখিত ও ক্রন্দনরত স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া 'আমার প্রিয় পুত্রকে দেখিব' বলিতে বলিতে গৃহের বাহির হইলেন। তিনি যেন রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন।

অসীম ধৈর্যশালী রাম সারথিকে দ্রুত রথ চালাইতে বলিতে লাগিলেন। রাম বলিতে লাগিলেন, 'যাও! যাও!' এবং

*অর্থাৎ ঝুলিতে ঝুলিতে।

জনগণ বলিতে লাগিল, 'রাখ ! রাখ !' সারথি এই দুইয়ের কোন কথাই রাখিতে পারিলেন না।*

রাম অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া চলিতে থাকিলে পুরবাসীদের চোখের জল ভূতলের ধূলি নাশ করিল। দশরথ নগরের সকলকে রামগতচিত্ত দেখিয়া দুঃখভরে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পড়িলেন। তাঁহাকে মূর্ছিত হইতে দেখিয়া জনগণের মধ্যে মহাকোলাহল উত্থিত হইল। জ্ঞানলাভের পর দশরথকে অন্তঃপুরিকাদের সহিত রোদন করিতে দেখিয়া কেহ কেহ 'হায় রাম !'—কেহ কেহ বা 'হায় রাম-মাতা !' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। তখন রাম পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন,—পিতামাতা উদ্‌ভ্রান্তভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। তিনি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সারথিকে শীঘ্র যাইতে বলিলেন। বৎসকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতে থাকিলে বৎসবতী গাভী যেমন বৎসের পশ্চাতে ধাবিত হয়, রামজননীও সেইরূপ রামের পিছনে ছুটিলেন। তিনি 'হায় রাম ! হায় সীতা ! হায় লক্ষ্মণ !' বলিয়া চীৎকার ও অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন, আর রাম বার বার পিছন ফিরিয়া ধাবমানা মাতাকে দেখিতে লাগিলেন। একদিকে রাজা সুমন্ত্রকে 'থাম ! থাম !' এবং অন্যদিকে রাম তাঁহাকে উচ্চ-স্বরে 'যাও ! যাও !' বলায় সুমন্ত্র কর্তব্যনিরূপণে অক্ষম হইলেন। তাহা দেখিয়া রাম বলিলেন,—সারথি, রথ না থামাইবার জন্য পরে রাজা তোমাকে তিরস্কার করিলে তুমি বলিবে যে, লোকের কোলাহলে তাঁহার আদেশ শুনিতে পাও নাই। এখন বিলম্ব করিলে আমার দুঃখ অতিশয় দুঃসহ হইয়া উঠিবে।

* অর্থাৎ তিনি নাতিমন্দ নাতিদ্রুত রথ চালাইতে লাগিলেন। (রা-তিলক)

সুমন্ত্র সকলকে বলিয়া-কহিয়া রামের কথামত দ্রুত রথ চালাইলেন। তখন রাজপরিবারের লোকেরা ফিরিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মন রামের দিক হইতে ফিরিল না এবং জনসাধারণও রামের অনুগমনে বিরত হইল না। অমাত্যগণ দশরথকে বলিলেন, —যাঁহার পুনরাগমন কামনা করা যায়, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অধিক দূর পর্যন্ত যাইতে নাই।* তাহা শুনিয়া সস্ত্রীক রাজা দশরথ ঘর্মাক্ত দেহে ও নিতান্ত বিষণ্ণভাবে রামের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সেখানেই রহিলেন। (৪১ সর্গ)

১০

দশরথ ও কৌশল্যার বিলাপ—সুমিত্রার কৌশল্যাকে সান্ত্বনাদান (৪২-৪৪ সর্গ)

যে-পর্যন্ত রথের ধূলি দেখা গেল, সে-পর্যন্ত দশরথ সেদিক হইতে চক্ষু ফিরাইলেন না। পরে তিনি দুঃখে অভিভূত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তখন কৌশল্যা সেই ধূলিধূসর নরপতিকে তুলিয়া, তাঁহার দক্ষিণহস্ত ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কৈকেয়ী রাজার অপর (বাম) পার্শ্বে থাকিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি কৈকেয়ীকে দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে বলিলেন,—পাপসঙ্কল্পা, তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও না, আমি তোমাকে দেখিতে চাই না। তুমি আমার স্ত্রী নও, আত্মীয়াও নও; যাহারা তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া জীবনযাপন করে, আমি তাহাদের কেহ নই এবং তাহারাও আমার কেহ নয়। তুমি ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্বার্থসাধনে রত

---

* যমিচ্ছেৎ পুনরায়ান্তং নৈব দূরম্ অনুব্রজেৎ। (মূল)

হইয়াছ, আমি তোমাকে ত্যাগ করিতেছি। ভরত যদি এই রাজ্য লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হয়, তবে সে আমার মৃত্যুর পর পিতৃ-উদ্দেশে যাহা নিবেদন করিবে তাহার কিছুই যেন আমার নিকট না পৌঁছে।

গৃহে ফিরিতে ফিরিতে দশরথ রামের রথচিহ্ন দেখিয়া বার বার শোকমগ্ন হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার দেহকান্তি রাহুগ্রস্ত সূর্যের ন্যায় মলিন হইল। পরে, রাম এতক্ষণ নগরপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, মনে করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—যে-সকল উৎকৃষ্ট বাহন (অশ্ব) রামকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে পথে তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু সেই মহাত্মাকে তো দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না! হায়, যিনি চন্দনে চর্চিত হইয়া উপাধানে মস্তক রাখিয়া সুখে শয়ন করিতেন এবং যাঁহাকে উত্তম বসনভূষণে সজ্জিতা স্ত্রীলোকেরা (পরিচারিকারা) ব্যজন করিত, আমার সেই পুত্রশ্রেষ্ঠ রাম এখন নিশ্চয়ই কাষ্ঠ বা প্রস্তর-খণ্ডে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবেন! বনচর লোকেরা নিশ্চয়ই লোকনাথ রামকে অনাথের ন্যায় যাইতে দেখিবে। হায়, সর্বদা সুখভোগে অভ্যস্তা, জনকের প্রিয় দুহিতা সীতাও আজ নিশ্চয়ই কণ্টকাঘাতে ক্লান্ত হইয়া বনপথে চলিবেন। তিনি বনসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, শ্বাপদগণের লোমহর্ষণ গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়া নিশ্চয়ই ভীত হইবেন। কৈকেয়ী, তোমার কামনা পূর্ণ হউক, তুমি বিধবা হইয়া রাজ্য ভোগ কর, আমি পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে ছাড়িয়া বাঁচিতে চাই না।

জনগণে পরিবৃত রাজা দশরথ এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে শবদাহকারী ব্যক্তি যেমন স্নানান্তে গৃহে প্রবেশ করে, সেইরূপ দুঃখময় প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যার চত্বর ও গৃহদ্বার-

গুলি জনশূন্য, পণ্যবেদীগুলি আবৃত, লোকসমূহ ক্লান্ত দুর্বল ও দুঃখকাতর হইয়াছে এবং রাজপথগুলি জনবিরল হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া রামের চিন্তায় আকুল দশরথ বিলাপ করিতে করিতে সূর্যের মেঘান্তরালে গমনের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিলেন। গরুড়ের দ্বারা মহাহ্রদের সর্পসকল অপহৃত হইলে তাহা যেরূপ স্থিরভাব ধারণ করে, রাম সীতা ও লক্ষ্মণের অভাবে তখন রাজভবনের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছিল। দশরথ গদ্‌গদস্বরে ও অস্ফুটবচনে দ্বাররক্ষকদিগকে বলিলেন,—তোমরা আমাকে শীঘ্র রামমাতা কৌশল্যার গৃহে লইয়া চল, এখন আর আমি অন্য কোথাও মনের শান্তি পাইব না। দ্বাররক্ষকেরা তাঁহাকে কৌশল্যার গৃহে লইয়া গিয়া পালঙ্কে উপবেশন করাইল, কিন্তু তিনি স্থির হইতে পারিলেন না। পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূবিহীন সেই গৃহ তাঁহার নিকট চন্দ্রশূন্য আকাশের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি দুই বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া 'হায় রাম, তুমি আমাদের ছাড়িয়া গেলে!' বলিয়া উচ্চ-স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন,—আহা, যাঁহারা রামের প্রত্যাগমনকাল পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া তিনি ফিরিলে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও দর্শন করিতে পারিবেন, তাঁহারাই সুখী—তাঁহারাই মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তারপর সেই কালরাত্রির মাঝামাঝি সময়ে তিনি কৌশল্যাকে বলিলেন,—কৌশল্যা, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি আমাকে হাত দিয়া স্পর্শ কর—আমার দৃষ্টি রামের সহিত গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই।* দশরথ রামের বিষয়ই চিন্তা করিতেছেন বুঝিয়া কৌশল্যা

* ন ত্বাং পশ্যামি কৌশল্যে সাধু মাং পাণিনা স্পৃশ।
রামং মেহনুগতা দৃষ্টিরদ্যাপি ন নিবর্ততে॥ (৪২।৩৪)

শয্যায় তাঁহার নিকট উপবেশন করিলেন এবং সকাতরে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। (৪২ সর্গ)

কৌশল্যা শোকাতুর মহীপতি দশরথকে সবিলাপে বলিতে লাগিলেন,—সর্পের ন্যায় কুটিলপ্রকৃতি কৈকেয়ী নরশ্রেষ্ঠ রামের উপর বিষ উদ্গারণ করিয়া এখন নিশ্চয়ই নির্মোকমুক্তা (খোলস-মুক্তা) সর্পীর ন্যায় বিচরণ করিবে। সেই সৌভাগ্যবতী ও স্বকার্যসাধনে অবহিতা কৈকেয়ী রামকে নির্বাসিত করিয়া নিজের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছে, এখন সে গৃহস্থিত দুষ্ট সর্পের ন্যায় আমার অধিকতর ভীতি উৎপাদন করিবে। রাম যদি এই নগরে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া গৃহে বাস করিতেন, তবে আমি তাঁহাকে কৈকেয়ীর দাসত্বে নিযুক্ত করাও বনবাস অপেক্ষা শ্রেয় মনে করিতাম। রাম নিশ্চয়ই এতক্ষণ সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে প্রবেশ করিয়াছেন। রাজা, কৈকেয়ীর কথায় তুমি তাঁহাদিগকে বনবাসে পাঠাইলে, তাঁহারা কখনও বনবাসের দুঃখ ভোগ করেন নাই, এখন তাঁহাদের কি দুর্দশাই না হইবে। সেই তরুণেরা উপভোগের সময়েই ধনরত্নহীন অবস্থায় নির্বাসিত হইলেন, তাঁহারা কিরূপে ফলমূল আহারে দীনভাবে জীবনযাপন করিবেন? যখন ভার্যা ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে এখানে ফিরিতে দেখিয়া আমার শোক দূর হইবে, এখনই যদি সেই শুভকাল উপস্থিত হইত! আমি একমাত্র পুত্রের মাতা, আমার সেই সর্বগুণসম্পন্ন ও সর্বশাস্ত্র-বিশারদ পুত্র বিনা বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। (৪৩ সর্গ)

ধর্মশীলা সুমিত্রা কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—আর্যা আপনার পুত্র রাম নানাসদ্‌গুণশালী পুরুষোত্তম, তাঁহার জন্য এরূপ দীনভাবে বিলাপ ও রোদন করিতেছেন কেন? তিনি তাঁহার

সত্যবাদী পিতার সত্যরক্ষার জন্য রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গিয়াছেন, তাঁহার জন্য শোক করা উচিত নয়। সর্বভূতে দয়াবান, নিষ্পাপ লক্ষ্মণ পুত্রের ন্যায় নিয়ত রামের সেবায় রত আছেন* এবং তাহা রামের পক্ষেও সুখকর হইতেছে। সুখভোগে অভ্যস্তা সীতা অরণ্যবাসে যে-সকল দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা জানিয়াই রামের অনুগামিনী হইয়াছেন। রামের নির্মল প্রকৃতি ও শ্রেষ্ঠত্ব অবগত হইয়া সূর্য কখনই তাঁহাকে কিরণজালে সন্তাপিত করিবেন না, বনের সুমঙ্গল নাতিশীতোষ্ণ ও সুখস্পর্শ বায়ু সর্বদা তাঁহার সেবা করিবে, রাত্রিতে শয়ন করিলে চন্দ্র শীতল করস্পর্শে পিতার ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিবেন। যুদ্ধে তিমিধ্বজের (সম্বরের) পুত্র দানবরাজ সুবাহুকে বধ করিয়া যিনি ব্রহ্মার নিকট হইতে দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর নরশ্রেষ্ঠ রাম নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়াই অরণ্যেও গৃহের ন্যায় নির্ভয়ে বাস করিবেন। তিনি বনেই থাকুন অথবা গৃহেই থাকুন, কে তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারে ? তাঁহার পক্ষে কিছুই দুর্লভ নয়। দেবী, আমি আপনাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আপনি রামকে বনবাসান্তে এখানে ফিরিতে দেখিবেন—সুতরাং আপনি শোক ও মোহ ত্যাগ করুন। এখন আপনার সকলকে আশ্বাস দিতে হইবে, আপনি বিহ্বল হইতেছেন কেন ? আপনার পুত্র শীঘ্রই অযোধ্যায় ফিরিয়া তাঁহার কোমল করযুগলের দ্বারা আপনার চরণযুগল বন্দনা করিবেন। তখন আপনি, মেঘরাজির দ্বারা পর্বতোপরি জলধারা বর্ষণের ন্যায়, আপনার পুত্রকে আনন্দাশ্রু বর্ষণে অভিষিক্ত করিবেন।

সুমিত্রার কথা শুনিয়া কৌশল্যার শোক দূর হইল। (৪৪ সর্গ)

---

*বর্ততে উত্তমাং বৃত্তিং (মূল)—পিতৃতুল্য শুশ্রূষাব্যাপারং করোতি। (রা-তিলক)

১১

পুরবাসীদের গৃহে ফিরিবার জন্য রামের অনুরোধ—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের রামকে ফিরিবার জন্য অনুনয়—তমসাতীরে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বনবাসের প্রথম রাত্রি যাপন—তমসার পরপারে গমন (৪৫—৪৬ সর্গ)

এদিকে রাম বনের দিকে যাইতে থাকিলে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত জনগণ রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহারা তাঁহাকে ফিরিতে বলিলেও তিনি সে কথা শুনিলেন না। তিনি পুত্রতুল্য সেই প্রজাদিগকে স্নেহপূর্ণ সাগ্রহ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সস্নেহে বলিলেন,—অযোধ্যাবাসিগণ, তোমরা আমাকে যেরূপ প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাক, আমার সন্তুষ্টির জন্য ভরতকে তাহা হইতে বেশী করিবে। কৈকেয়ীর আনন্দবর্ধন, শিষ্টপ্রকৃতি ভরত অবশ্য তোমাদের যথোচিত প্রিয় ও হিতকর কার্য করিবেন। তিনি বয়সে বালক হইলেও বৃদ্ধোচিত জ্ঞানবান, বীর্যগুণসম্পন্ন হইলেও কোমলপ্রকৃতি, সুতরাং তিনি তোমাদের যোগ্য প্রতিপালক ও ভয়হারী হইবেন। তিনি আমার অপেক্ষাও সমধিক রাজগুণসম্পন্ন, তাহার উপর তিনি রাজা দশরথ কর্তৃক যুবরাজরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন, অতএব তোমাদের সেই যুবরাজ ভরতের আদেশ পালন করা কর্তব্য। আমি বনে গেলে মহারাজ দশরথ যাহাতে সন্তাপিত না হন, আমার প্রিয়সাধনের জন্য তোমরা তাহাই করিবে।

রাম যতই বনগমনে বিরত হইতে চাহিলেন না প্রজাবৃন্দ ততই তাঁহাকে রাজারূপে পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিল। রাম-লক্ষ্মণ যেন তাহাদিগকে তাঁহাদের গুণাবলীর দ্বারা

আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, তপোবল-সমন্বিত ও বার্ধক্যবশতঃ কম্পিতমস্তক ব্রাহ্মণেরা দূর হইতে রামের রথের অশ্বদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে রামবাহী দ্রুতগামী শ্রেষ্ঠজাতীয় অশ্বগণ, তোমরা নিবৃত্ত হও, আর যাইও না—তোমাদের প্রভুর হিতাচরণ কর। প্রাণীমাত্রেরই শ্রবণশক্তি আছে—বিশেষ করিয়া অশ্বগণের শ্রবণশক্তি অতি প্রখর, সুতরাং তোমরা আমাদের প্রার্থনা শুনিয়া গমনে বিরত হও। তোমাদের প্রভু রাম বিশুদ্ধস্বভাব বীর ও মঙ্গলব্রত, সুতরাং ধর্মতঃ তাঁহাকে বাহির হইতে নগরে বহন করিয়া আনাই তোমাদের কর্তব্য—নগর হইতে বহিয়া লইয়া যাওয়া কর্তব্য নয়।

সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে এইরূপ কাতরভাবে বিলাপ করিতে শুনিয়া রাম লক্ষ্মণ ও সীতা রথ হইতে নামিয়া পদব্রজে মৃদুমন্দ-গতিতে বনের দিকে চলিলেন—তাঁহারা পদব্রজে গমনকারী ব্রাহ্মণ-দিগকে রথারোহণে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলেন না।

রাম বনের দিকেই যাইতেছেন দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণেরা পরম দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—রাম, তুমি ব্রাহ্মণগণের হিতকারী বলিয়া এই সকল ব্রাহ্মণ তোমার অনুসরণ করিতেছেন এবং অগ্নিসমূহও ব্রাহ্মণদিগের স্কন্ধারোহণে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন।* দেখ, বাজপেয়যজ্ঞে প্রাপ্ত, শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শুভ্র আমাদের পৃষ্ঠস্থিত এই ছত্রসকল তোমার সহিত চলিয়াছে। তুমি রাজছত্র পাও নাই, যখন সূর্যকিরণে সন্তাপিত হইবে তখন আমরা তোমাকে আমাদের এই ছত্রসকলের দ্বারা ছায়া দান করিব। বৎস, বেদমন্ত্রাভ্যাসেই আমাদের সতত মতি ছিল, এখন

* অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের যজ্ঞাগ্নি লইয়া রামের পিছু পিছু চলিতেছেন।

আমাদের সেই মতি তোমার জন্য বনবাসের দিকে ধাবিত হইতেছে।* আমরা তোমার সহিত যাইব বলিয়াই দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি। তথাপি আমরা হংসের ন্যায় শুভ্রকেশবিশিষ্ট আমাদের মস্তকসকল ভূলুণ্ঠিত ও ধূলিধূসরিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি বনগমনে নিবৃত্ত হও। যে-সকল ব্রাহ্মণ এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সে-সকল যজ্ঞের পরিসমাপ্তি তোমার বনগমন হইতে নিবৃত্তির উপরই নির্ভর করিতেছে। সকল প্রাণীই তোমাকে ভক্তি করিয়া থাকে, তুমি বনগমনে নিবৃত্ত হইয়া তোমার প্রত্যাবর্তন প্রার্থনাকারী সেই সকল ভক্তের প্রতি স্নেহপ্রদর্শন কর। দেখ, মৃত্তিকায় বদ্ধমূল বলিয়া গতিহীন ও তোমার অনুগমনে অসমর্থ উন্নত বৃক্ষসকল বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইয়া যেন রোদন করিতেছে এবং পক্ষিকুলও যেন আহার অন্বেষণের নিমিত্ত সঞ্চরণে বিরত হইয়া, স্থিরভাবে বৃক্ষে বসিয়া সকল প্রাণীর প্রতি তোমার দয়া ভিক্ষা করিতেছে।

ব্রাহ্মণগণ রামকে ফিরাইবার জন্য উচ্চ-স্বরে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় তমসা নদী যেন তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্যই অদূরে দেখা দিল। তখন সুমন্ত্র শ্রান্ত অশ্বদিগকে সত্বর রথ হইতে খুলিয়া, তাহাদের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য কিয়ৎক্ষণ ঘুরাইলেন। পরে তিনি তাহাদিগকে জলপান ও স্নান করাইয়া তমসার তীরে চরাইতে লাগিলেন। (৪৫ সর্গ)

রাম সেই রমণীয় তমসাতীরে উপবেশন করিয়া সীতার দিকে চাহিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সৌমিত্রি, আজই আমরা বনে নির্বাসিত

* অর্থাৎ আমরাও বেদমন্ত্রের চর্চা পরিত্যাগ করিয়া তোমার জন্য বনগমনে উৎসুক হইয়াছি।

হইয়াছি, এই আমাদের বনবাসের প্রথম রাত্রি। তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না, তোমার কল্যাণ হউক। দেখ, মৃগ ও পক্ষীরা বনের সকল দিকে নিজ নিজ আবাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কলরব করায় মনে হইতেছে, যেন বিজন বন আমাদিগকে দেখিয়া দুঃখে কাঁদিতেছে।* আজ যে অযোধ্যার স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আমাদের জন্য শোকপ্রকাশ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পিতা ও মাতার জন্য আমার দুঃখ হইতেছে, তাঁহারা আমাদের জন্য ক্রমাগত রোদন করিতে করিতে অন্ধ না হন। ভরত ধর্মাত্মা, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিবেন। ভরত নির্দয়প্রকৃতি নহেন, সুতরাং আমি পিতা ও মাতার জন্য বিশেষ দুঃখ বোধ করিতেছি না। নরশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার সহিত আসিয়া উচিত কাজই করিয়াছ, নতুবা বৈদেহীর রক্ষার জন্য আমাকে নিশ্চয়ই অন্যের সাহায্যের সন্ধান করিতে হইত। এখানে নানারূপ ফলমূল থাকা সত্ত্বেও আজ আমি কেবল জলপান করিয়াই থাকিব, ইহাই আমার ইচ্ছা। পরে রাম সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সৌম্য, তুমি অশ্বদিগকে সাবধানে রক্ষা কর।

সূর্য অস্ত গেলে সুমন্ত্র অশ্বদিগকে বাঁধিয়া ও প্রচুর তৃণাদি দিয়া রামের নিকট ফিরিলেন। সন্ধ্যাবন্দনাদির পর সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ রামের জন্য পর্ণশয্যা রচনা করিলেন। রাম ও সীতা তাহাতে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলে, লক্ষ্মণ জাগ্রত থাকিয়া সুমন্ত্রের নিকট রামের নানাগুণের কথা বলিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই গোষ্ঠব্যাপ্ত তমসাতীরে রাম প্রজাগণের সহিত সে রাত্রি কাটাইলেন।

গাত্রোত্থানের পর রাম প্রজাগণকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—দেখ, ইহারা গৃহাদির প্রতি উদাসীন হইয়া আমাদের

* রামায়ণতিলক।

অপেক্ষায়* বৃক্ষমূলে নিদ্রিত রহিয়াছে। ইহারা প্রাণত্যাগ করিবে, কিন্তু আমাদিগকে অযোধ্যায় ফিরাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিবে না। সুতরাং ইহারা ঘুমাইয়া থাকিতে থাকিতেই চল, আমরা শীঘ্র রথারোহণে গন্তব্যপথে অগ্রসর হই। ইহাদিগকে আমাদের দুঃখের সহিত জড়িত করা কোনরূপেই উচিত নয়। লক্ষ্মণ বলিলেন,—আমারও তাহাই উচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। তখন রাম সুমন্ত্রকে শীঘ্র রথ যোজনা করিতে বলিলেন।

তারপর রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সেই রথারোহণে খরস্রোতা তমসা নদী পার হইয়া এক নিরাপদ ও সুপ্রশস্ত পথে উপনীত হইলেন। তখন পুরবাসীদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য রাম সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সারথি, আমরা হাঁটিয়া অগ্রসর হইতেছি, তুমি রথ লইয়া উত্তরদিকে কিছুক্ষণ দ্রুত চলিয়া ফিরিয়া আইস, যাহাতে পুরবাসীরা আমরা কোন্ পথে গিয়াছি তাহা বুঝিতে না পারে।

সুমন্ত্র তাহাই করিলে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা আবার রথে চড়িলেন। তখন সুমন্ত্র মঙ্গলের জন্য রথখানিকে একবার উত্তরমুখী করিয়া পরে তপোবনের পথে চলিলেন। (৪৬ সর্গ)

১২

পুরবাসীদের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন—পুরনারীদের বিষাদ (৪৭-৪৮ সর্গ)

এদিকে প্রভাতে পুরবাসীরা রামকে দেখিতে না পাইয়া শোকাকুল হইল। তাহারা নানাদিকে ভাল করিয়া দেখিয়া রামের কোন

* অর্থাৎ তাঁহাদের সঙ্গে যাইবে বলিয়া।

সন্ধানই পাইল না। তখন তাহারা বলিতে লাগিল,—আমরা যে নিদ্রার জন্য রামকে দেখিতে পাইতেছি না, তাহাকে ধিক্। রাম কিরূপে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গেলেন? আমরা এখানেই প্রাণত্যাগ করিব—অথবা মহাপ্রস্থান* করিব, রামবিনা আমাদের জীবনে কি হিত হইবে? এখানে প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ রহিয়াছে, তাহার দ্বারা চিতা প্রজ্বলিত করিয়া আমরা তাহাতে প্রবেশ করিব। কেহ রামের কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কি বলিব? আমরা রামকে বনবাসে দিয়া আসিলাম—ইহা আমরা কিরূপে বলিতে পারিব? এইরূপ নানাকথা বলিয়া তাহারা বিলাপ করিতে লাগিল। পরে ক্লান্তমনে ও ব্যথিতচিত্তে অযোধ্যায় ফিরিয়া তাহারা দেখিল যে, সেই নিরানন্দ নগরের অবস্থা চন্দ্রহীন আকাশ ও জলহীন সমুদ্রের ন্যায় হইয়াছে। (৪৭ সর্গ)

তাহারা স্ব স্ব গৃহে আসিয়া স্ত্রীপুত্রগণে পরিবৃত হইয়া অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিল, কেহই মনে আনন্দলাভ করিতে পারিল না। তাহাদের পত্নীরা তাহাদিগকে ভৎ´সনা করিয়া বলিতে লাগিল,—যাহারা রামকে দেখিতে পাইল না, তাহাদের গৃহ স্ত্রী পুত্র ধন ও সুখে কি প্রয়োজন? লক্ষ্মণই একমাত্র সজ্জন, যিনি সীতার সহিত রামের পরিচর্যা করিবার জন্য তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন। রাম যাইতে যাইতে যে-সকল নদী পুষ্করিণী ও সরোবরের নির্মল জলে অবগাহন করিবেন তাহারাই ধন্য হইবে। বন বা পর্বত যেখানেই রাম যাইবেন, তাহাই তাঁহাকে উৎকৃষ্ট ফলফুল প্রদানে প্রিয় অতিথির ন্যায় অর্চনা করিবে। মহীধরসকল তাঁহাকে বহু বিচিত্র নির্ঝর প্রদর্শন করাইয়া নির্মল জল ঢালিয়া দিবে। পর্বতের শিখর-

* মৃত্যুর সঙ্কল্প করিয়া উত্তরদিকে গমন।

স্থিত বৃক্ষসকল রামের চিত্তবিনোদন করিবে। রাম শৌর্যশালী, তিনি যেখানে বাস করেন সেখানে কোন ভয়ের কারণ নাই, সুতরাং তিনি আমাদের নিকট হইতে বেশী দূরে চলিয়া যাইবার পূর্বেই আমরা তাঁহার অনুগমন করিব। তাঁহার পদছায়া (চরণপ্রান্তে অবস্থিতি) আমাদের পক্ষে সুখকর হইবে। আমরা সীতার পরিচর্যা করিব এবং তোমরা (পুরুষেরা) রামের পরিচর্যা করিবে। কৈকেয়ী এই রাজ্য লাভ করিলে ইহা অধর্মাক্রান্ত ও অরাজক হইয়া উঠিবে। যে ঐশ্বর্যলাভের জন্য পতি ও পুত্রকে ত্যাগ করিল, সেই কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী আর কাহাকে না ত্যাগ করিতে পারে? আমরা পুত্রের নামে শপথ করিতেছি, কৈকেয়ীর আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া এ রাজ্যে বাস করিব না। যে নির্লজ্জা অধার্মিকা ও দুষ্টচারিণী রামকে নির্বাসিত করিল, তাহার আশ্রয়ে কে সুখে থাকিতে পারে? কৈকেয়ীর জন্য সকলই বিনষ্ট হইবে। পশুঘাতকের কাছে পশুর ন্যায় আমরা ভরতের হস্তে অর্পিত হইয়াছি। সেই পুরস্ত্রীরা দুঃখে কাতর হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মৃত্যুভয়ভীতার মত রোদন করিতে লাগিল। (৪৮ সর্গ)

১৩

রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বেদশ্রুতি ও গোমতী তরণ—গুহ-সম্মিলন—গুহ ও লক্ষ্মণের আলাপ (৪৯-৫১ সর্গ)

এদিকে রাম পিতার আদেশ স্মরণ করিয়া সেই রাত্রিশেষেই বহুদূর গেলেন। তারপর প্রাতে শুভ সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিয়া তিনি পুনরায় নানাদেশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি কর্ষিত

সীমান্তসমন্বিত* বহুগ্রাম ও কুসুমিত অরণ্যসকল দেখিতে দেখিতে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এইরূপে রাম কোশলদেশ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পরে পুণ্যসলিলা বেদশ্রুতি নদী পার হইয়া তিনি দক্ষিণদিকে যাইতে লাগিলেন। বহুক্ষণ যাইয়া তিনি শীতলজলবাহিনী, গোপূর্ণ-কচ্ছদেশ-সমন্বিতা†, সাগরগামিনী গোমতী নদী পার হইলেন। তারপর তিনি ময়ূর ও হংসগণের দ্বারা মুখরিত স্যন্দিকা নদী অতিক্রম করিলেন। তখন তিনি হংসের ন্যায় মত্ত (ভগ্ন) স্বরে সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সারথি, আবার কবে আমি দেশে ফিরিয়া মাতাপিতার সহিত মিলিত হইব এবং সরযুতীরে পুষ্পিত বনে মৃগয়া করিব! কিন্তু এই অতুলনীয় ক্রীড়া (মৃগয়া) রাজর্ষিগণের অনুমোদিত হইলেও আমি যে সরযুতীরস্থিত বনে মৃগয়া করিতে অত্যন্ত অভিলাষী, তাহা নহে।‡ এইরূপে রাম সুমন্ত্রকে ঐরূপ নানাকথা বলিতে বলিতে সেই পথে যাইতে লাগিলেন। (৪৯ সর্গ)

কোশলরাজ্যের প্রান্তদেশে যাইয়া, অযোধ্যাভিমুখী হইয়া রাম করজোড়ে বলিলেন,—হে কাকুৎস্থ-কুল-পরিপালিতা নগরীশ্রেষ্ঠা, আমি তোমার এবং তোমার অধিষ্ঠাতা ও রক্ষক দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যেন মহীপতি দশরথকে ঋণমুক্ত

---

* অর্থাৎ যাহার প্রান্তদেশে কর্ষিত ক্ষেত্রসকল রহিয়াছে এইরূপ।

† কচ্ছদেশ—জলা অঞ্চল।

‡ স্ত্রী, দ্যূত, মৃগয়া, মদ্য, বাক্‌পারুষ্য (কঠোর বাক্যব্যবহার), উগ্রদণ্ডতা (অতি কঠোর শাস্তিপ্রদান), অর্থের অপব্যবহার—এই সাতটি রাজাদিগের ব্যসন। ইহাদের প্রতি অতিশয় আসক্তি দূষণীয়, সেজন্য রাম মৃগয়া সম্বন্ধে ঐরূপ বলিতেছেন।

করিয়া বনবাস হইতে ফিরিয়া ও মাতাপিতার সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় তোমাকে দর্শন করিতে পারি। পরে তিনি দক্ষিণবাহু তুলিয়া অশ্রুপূর্ণমুখে ও কাতরভাবে সমবেত জনপদবাসীদিগকে বলিলেন,—তোমরা আমার প্রতি যথাযোগ্য আদর ও দয়া প্রদর্শন করিয়াছ, আর কষ্টভোগ করিও না, নিজ নিজ কাজে যাও। তখন সেই বিলপমান জনগণ রামকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতে ফিরিতে তাঁহাকে দেখিবার জন্য স্থানে স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু রাম শীঘ্রই তাহাদের চক্ষুর অগোচর হইলেন।

ক্রমে রাম কোশলরাজ্যের বহু গ্রাম অতিক্রম করিলেন। তার-পর তিনি সামন্ত রাজগণের রাজ্যের মধ্য দিয়া চলিলেন এবং অবশেষে অনতিদূরে ত্রিপথগামিনী রমণীয়া গঙ্গা নদী দেখিতে পাইলেন। সেই সতত শুভদায়িনী নদীর তীরে ঋষিগণের বহু আশ্রম এবং দেবগণের শত শত ক্রীড়াস্থল ও উদ্যান রহিয়াছে। দেব দানব গন্ধর্ব ও কিন্নরাদি সেখানে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। নদীর জল কোথাও বেণীর আকারে প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও বা আবর্তরূপে শোভা পাইতেছে, কোথাও স্থিরগম্ভীর এবং কোথাও বা অতি বেগসমন্বিত। তাহা হইতে কোনস্থানে গম্ভীর ধ্বনি এবং কোনস্থানে ভীষণ ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তটভূমি কোথাও অতিশয় বিস্তৃত এবং কোথাও বা নির্মল বালুকারাশিতে সমাচ্ছন্ন। হংস ও সারসগণের রবে মুখরিত এবং চক্রবাকসমূহে সুশোভিত সেই অনিন্দিতা নদী সতত মত্ত পক্ষিকুলে পূর্ণ, কোনস্থলে তীরস্থিত বৃক্ষরাজির দ্বারা মালার ন্যায় শোভিত, কোথাও প্রস্ফুটিত নীলকমলে আচ্ছন্ন, কোথাও বা পদ্মবনে পরিবৃত, কোনস্থানে কুমুদ-কোরক-সমূহে পরিশোভিত, কোনস্থানে নানারূপ পুষ্পের রেণুতে সমাবৃত

হইয়া মদমত্তা প্রমদার ন্যায় বিরাজিত। আবার কোথাও তাহা ফলফুল কিশলয় (নবপল্লব) গুল্ম ও পক্ষিগণে পরিবৃত হইয়া সযত্নে উৎকৃষ্ট ভূষণে ভূষিতা রমণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। এইরূপে রাম শৃঙ্গবেরপুরের সমীপস্থ গঙ্গাতীরে আসিয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সারথি, নদীর অদূরে ঐ-যে পুষ্পপল্লবময় সুবৃহৎ ইঙ্গুদীবৃক্ষ রহিয়াছে, আজ আমরা তাহারই কাছে থাকিয়া দেব মানব গন্ধর্ব মৃগ সর্প ও পক্ষিগণের পূজ্যা, সুখদায়িনী, নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাকে দর্শন করিব। তখন সুমন্ত্র অশ্বচালনা করিয়া সেই ইঙ্গুদীবৃক্ষের নিকট গেলেন। রাম সীতা ও লক্ষ্মণ রথ হইতে নামিলেন। সুমন্ত্রও নামিয়া অশ্বদিগকে মোচন করিয়া রামের নিকট রহিলেন।

সেখানে রামের প্রাণতুল্য প্রিয়সখা, নিষাদজাতির অধিপতি গুহ নামে এক বীর্যশালী রাজা বাস করিতেন। রাম গুহের দেশে আসিয়াছেন শুনিয়া, তিনি বৃদ্ধ, অমাত্যবর্গ ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া রামের নিকট আসিলেন। তখন রাম দূর হইতে গুহকে আসিতে দেখিয়া, লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া গুহের অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রামের অবস্থাদর্শনে কাতর হইয়া গুহ রামকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—রাম, অযোধ্যার মত এ রাজ্যও তোমারই—বল, তোমার জন্য কি করিতে হইবে। কে এমন প্রিয় অতিথি পাইয়া থাকে?

তারপর গুহ রামের জন্য শীঘ্র নানারূপ অন্নব্যঞ্জনাদির আয়োজন ও তাহা তাঁহাকে নিবেদন করিয়া বলিলেন,—মহাবাহু, তোমার শুভাগমন হউক, আমার সমগ্র রাজ্য তোমারই। সুজন, আমরা তোমার আজ্ঞাবহ, তুমি আমাদের প্রভু; তুমি আমাদের এই রাজ্য শাসন কর। তোমার জন্য এই সকল

ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় ও উৎকৃষ্ট শয্যাদি এবং অশ্বগণের জন্য তাহাদের খাদ্য তৃণাদি আনীত হইয়াছে।

রাম বলিলেন,—গুহ, তুমি যে পদব্রজে এতদূর আসিয়াছ এবং আমাদের প্রতি স্নেহপ্রদর্শন করিতেছ, ইহাতেই আমরা সর্বপ্রকারে সংকৃত ও আনন্দিত হইয়াছি। এই বলিয়া রাম তাঁহার সুগোল বাহুযুগলের দ্বারা গুহকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আবার বলিলেন, —গুহ, আমি ভাগ্যক্রমে তোমাকে ও তোমার স্বজনদিগকে সুস্থ দেখিতে পাইলাম। তোমার রাজ্যের, মিত্রবর্গের ও বনপ্রদেশের কুশল তো? তুমি প্রীতিভরে যাহাকিছু আয়োজন করিয়াছ সে-সকলই আমি স্বীকার করিতেছি, কিন্তু আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। আমাকে এখন কুশচীর ও অজিনধারী এবং ফল-মূলাহারী বনচারী তপস্বী বলিয়া জানিবে। আমার এখন অশ্বগণের খাদ্য ভিন্ন আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। এই অশ্বগুলি আমার পিতা রাজা দশরথের অতি প্রিয়, তুমি ইহাদের আহারের সুব্যবস্থা করিলেই আমি আপ্যায়িত হইব। গুহ তখনই তাঁহার লোকদিগকে অশ্বগণের জন্য খাদ্য ও পানীয় দিতে বলিলেন।

তারপর চীর-উত্তরীয়ধারী রাম সায়ংসন্ধ্যা শেষ করিয়া লক্ষ্মণের আনীত জলমাত্র পান করিলেন। পরে তিনি সীতার সহিত ভূতলে শয়ন করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহার পদযুগল ধৌত করিয়া দিলেন এবং সেখান হইতে কিছুদূরে এক তরুতলে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। (৫০ সর্গ)

লক্ষ্মণ রামের রক্ষার জন্য রাত্রি জাগরণ করিতেছেন দেখিয়া গুহ বলিলেন,—রাজকুমার, তোমার জন্য এই সুখশয্যা রচিত হইয়াছে, তুমি ইহাতে নিশ্চিন্তমনে ও সুখে বিশ্রাম কর। আমরা

অরণ্যচারী, সকলেই ক্লেশ সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তুমি সুখভোগে অভ্যস্ত, সুতরাং রামের রক্ষার্থ আমরাই রাত্রি জাগরণ করিব। আমি তোমার নিকট সত্যের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, এই পৃথিবীতে আমার রাম অপেক্ষা প্রিয়তর আর কেহ নাই। তাঁহার অনুগ্রহে আমি সুমহান যশ, বিপুল ধর্ম এবং প্রচুর অর্থ ও কাম্যবস্তু লাভের প্রত্যাশা করি। অতএব আমি জ্ঞাতিগণসহ ধনুর্হস্তে সীতাদেবীর সহিত শয়ান আমার প্রিয়সখা রামকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করিব। আমি সর্বদা এই বনে বিচরণ করিয়া থাকি, ইহার কিছুই আমার অবিদিত নাই, এখানে আমি অতিপরাক্রান্ত সুবিশাল চতুরঙ্গ সৈন্যদলকেও অনায়াসে পরাজিত করিতে পারি।

তখন লক্ষ্মণ বলিলেন,—নিষ্পাপ, তুমি ধর্মদর্শী, তোমার দ্বারা রক্ষিত হইলে এখানে আমাদের কাহারও কোন ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু রাম সীতার সহিত ভূতলে শয়ন করিয়া থাকিতে আমি কিরূপে আহার, নিদ্রা বা অন্যপ্রকার সুখ ভোগ করিতে পারি? দেবাসুর মিলিত হইয়াও যুদ্ধে যাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারেন না, দেখ, সেই রাম সীতার সহিত তৃণশয্যায় সুখে নিদ্রাভিভূত রহিয়াছেন। ইনি নির্বাসিত হওয়ায় রাজা দশরথ আর অধিক দিন বাঁচিবেন না। আমার মাতা শত্রুঘ্নকে দেখিয়া বাঁচিয়া থাকিতেও পারেন, কিন্তু বীরপুত্র-প্রসবিনী কৌশল্যার যদি মৃত্যু হয়, তবে দুঃখের বিষয় হইবে। জ্যেষ্ঠপুত্র মহাত্মা রামকে না দেখিয়া কিরূপে মহাত্মা রাজা দশরথের দেহে প্রাণ থাকিবে? নৃপতির মৃত্যু হইলে কৌশল্যা প্রাণত্যাগ করিবেন এবং পরে আমার মাতারও মৃত্যু হইবে। রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে না পারিয়া, আমার পিতা তাঁহার অভীষ্টলাভে অসমর্থ হইয়া 'সর্বনাশ হইল! সর্বনাশ

হইল!' বলিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যাঁহারা তাঁহার প্রেতকার্যাদি করিতে পারিবেন, তাঁহারাই কৃতার্থ হইবেন। পিতা দশরথ কি জীবিত থাকিবেন? আমরা বনবাস হইতে ফিরিয়া কি পুনরায় সেই সুব্রতকে দেখিতে পাইব? আমাদের এই বনবাস-কাল অতীত হইলে আমরা কি আবার অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে পারিব?—এইরূপ বিলাপ করিতে করিতেই লক্ষ্মণের সেই রাত্রি কাটিয়া গেল। তাঁহাদের দুঃখে অতিশয় দুঃখিত হইয়া গুহ অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন। (৫১ সর্গ)

১৪

রাম লক্ষ্মণ ও সীতার গঙ্গাতরণ—বৎসদেশে প্রবেশ (৫২ সর্গ)

রাত্রি প্রভাত হইলে রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—বৎস, চল, আমরা এখন খরস্রোতা সাগরগামিনী জাহ্নবী পার হই।

লক্ষ্মণ গুহ ও সুমন্ত্রকে ডাকিয়া আনিলেন। রামের কথা শুনিয়া গুহ তাঁহার অমাত্যদিগকে ডাকিয়া শীঘ্র একখানা দৃঢ় ও মনোহর নৌকা আনিতে বলিলেন। নৌকা আনীত হইলে গুহ করজোড়ে রামকে তাহাতে আরোহণ করিতে বলিলেন।

রাম-লক্ষ্মণ যথাস্থানে তূণীর সন্নিবেশ, খড়্গ বন্ধন ও ধনু গ্রহণ করিয়া, সীতার সহিত গঙ্গায় অবতরণের পথ দিয়া চলিলেন। তখন সুমন্ত্র রামের নিকট আসিয়া করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি এখন কি করিব? রাম তাঁহাকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—সুমন্ত্র, তুমি সত্বর রাজার নিকট ফিরিয়া যাও, আমরা এখন পদব্রজেই মহারণ্যে যাইব। ইক্ষ্বাকু-কুলের

তোমার ন্যায় সুহৃৎ আর কেহ নাই, রাজা যাহাতে আমার জন্য শোকাতুর না হন তুমি তাহাই করিবে। আমার হইয়া তুমি তাঁহাকে বলিবে,—অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত হইয়া বনে আসিয়াছি বলিয়া আমরা দুঃখিত নই। চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলেই আমরা অযোধ্যায় ফিরিব এবং তিনি আবার আমাদিগকে দেখিতে পাইবেন। তুমি আমার জননী, কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাণীদিগকেও এই কথা বলিবে। কৌশল্যাকে আমাদের প্রণাম ও কুশল জানাইবে। মহারাজকে আরও বলিবে যে, তিনি যেন সত্বর ভরতকে আনাইয়া তাঁহাকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর ভরতকে বলিবে, তিনি তাঁহার মাতার প্রতি যেমন ব্যবহার করিবেন, সুমিত্রা ও কৌশল্যার সহিতও যেন সেইরূপ ব্যবহার করেন। তিনি পিতার প্রিয়সাধনের জন্য যৌবরাজ্য গ্রহণ করিলে ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভ করিতে পারিবেন।

সুমন্ত্র বলিলেন,—রাম, আমি এখন স্নেহবশে শিষ্টাচার অতিক্রম করিয়া ধৃষ্টের ন্যায় যাহা বলিব, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনাকে ছাড়িয়া আমি কিরূপে আপনার অভাবে পুত্র-শোকাতুরার ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত সেই অযোধ্যানগরীতে ফিরিব? আপনার নির্বাসনের সময়ে পুরবাসীরা যেরূপ আর্তনাদ করিয়াছিল, আমাকে এখন শূন্য রথ লইয়া ফিরিতে দেখিলে, তাহারা নিশ্চয়ই তাহার অপেক্ষা শতগুণ অধিক আর্তনাদ করিবে। আমি কি কৌশল্যাদেবীকে বলিব, আপনার পুত্রকে তাঁহার মাতুলালয়ে রাখিয়া আসিলাম, আপনি শোক করিবেন না? এমন অসত্য কথা তো তাঁহাকে বলিতে পারিব না। আবার অপ্রিয় সত্য কথাই বা কিরূপে বলিব? নিষ্পাপ, আমি আপনাকে ছাড়িয়া

অযোধ্যায় যাইতে পারিব না, আমাকে আপনার সহিত বনবাসের অনুমতি দিন। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমি এখানেই রথের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিব। রঘুনন্দন, আমি আপনার জন্য রথ পরিচালনা করিয়া সুখলাভ করিয়াছি, এখন বনে আপনার সেবা করিয়া সুখলাভ করিবার আশা করি। আপনি প্রীতমনে আমাকে আপনার নিকট থাকিতে দিন। আমার বাসনা এই যে, বনবাসকাল অতীত হইলে আমি এই রথেই আপনাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইব।

রাম বলিলেন,—প্রভুবৎসল সুমন্ত্র, আমার প্রতি তোমার ভক্তির কথা আমি জানি, কিন্তু তোমাকে যে-জন্য অযোধ্যায় পাঠাইতেছি, তাহা শোন। তোমাকে ফিরিতে দেখিলে কনিষ্ঠা জননী কৈকেয়ী বিশ্বাস করিবেন যে রাম বনে গিয়াছে, নতুবা তাঁহার মনস্তুষ্টি হইবে না এবং তিনি রাজাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সন্দেহ করিবেন। তিনি ভরতের রাজ্যলাভজনিত সুখ লাভ করেন, ইহাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এইরূপে সারথিকে বার বার সান্ত্বনা দিয়া রাম গুহকে বলিলেন,—গুহ, এখন আমার আর এই সজন বনে বাস করা উচিত নয়—আশ্রমে বাস এবং তাহার উপযুক্ত বিধি পালন করাই আমার অবশ্য কর্তব্য। তুমি বটবৃক্ষের ক্ষীর* আনাইয়া দাও, আমি জটা প্রস্তুত করিব।

গুহ অচিরে তাহা আনিয়া দিলে রাম তাহার দ্বারা লক্ষ্মণের ও নিজের জটা প্রস্তুত করিলেন। তখন সেই চীরপরিহিত ও জটাজূট-ধারী ভ্রাতৃযুগল ঋষিযুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে

* নির্যাস বা আঠা।

রাম গুহকে বলিলেন,—গুহ, রাজ্য রক্ষা করা বড় কঠিন কাজ, তুমি বল* কোষ† দুর্গ ও জনপদ সম্বন্ধে সতর্ক থাকিবে। তারপর তিনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দ্রুতগমনে অগ্রসর হইয়া নৌকার নিকটে আসিলেন এবং লক্ষ্মণকে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ, তুমি সীতাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে নৌকায় তোল এবং পরে নিজেও উঠ। লক্ষ্মণ তাহাই করিলেন। তারপর রাম নিজে নৌকায় উঠিলেন। তখন তিনি সুমন্ত্র ও সসৈন্য নিষাদপতি গুহকে ফিরিয়া যাইতে বলিয়া নাবিক-দিগকে নৌকা চালনা করিতে বলিলেন। কর্ণধারদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নাবিকগণকর্তৃক বাহিত হইয়া নৌকা গঙ্গার জল ভেদ করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

নৌকা ভাগীরথীর মধ্যস্থলে আসিলে অনিন্দিতা সীতা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—গঙ্গা, মহারাজ দশরথের পুত্র রাম পিতার আদেশ পালন করিতে যাইতেছেন, তুমি ইঁহাকে রক্ষা কর। সর্বকামপ্রদায়িনী, চতুর্দশ বৎসর বনে বাস করিয়া যখন ইনি ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও আমার সহিত আবার মঙ্গলমত ফিরিয়া আসিবেন, তখন আমি সানন্দে তোমাকে পূজা করিব। আমি তোমাকে প্রণাম ও স্তুতি করিতেছি। নরশ্রেষ্ঠ রাম কুশলে ফিরিয়া রাজ্যলাভ করিলে, আমি তোমার প্রীতিকামনায় ব্রাহ্মণদিগকে শত সহস্র গো, নানারূপ বস্ত্র ও মনোজ্ঞ অন্ন দান করিব। দেবী, আমি অযোধ্যায় ফিরিয়া সহস্র কলসী সুরা ও পলান্নদ্বারা‡ তোমার অর্চনা করিব, তোমার তীরের সকল তীর্থে ও দেবালয়ে পূজা দিব।

---

* সৈন্যাদি।

† ভাণ্ডার অর্থাৎ ধনরত্নাদি।

‡ পলান্ন—মাংসের সহিত পক্ক অন্ন।

সীতা গঙ্গাকে এইরূপ বলিতে বলিতে গঙ্গার দক্ষিণতীরে উপনীত হইলেন। তখন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা নৌকা পরিত্যাগ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। পরে রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,— লক্ষ্মণ, সজন বা বিজন সকল স্থানেই সীতাকে সাবধানে রক্ষা করিবে। তুমি অগ্রে অগ্রে চল, সীতা তোমার অনুসরণ করুন, আমি সীতাকে ও তোমাকে রক্ষা করিয়া তোমাদের অনুগমন করি। পুরুষশ্রেষ্ঠ, এখন আমাদের পরস্পরকে রক্ষা করিতে হইবে। এ-পর্যন্ত আমাদিগকে কোন দুষ্কর কাজ করিতে হয় নাই, কিন্তু আজ সীতা বনবাসের দুঃখ বুঝিতে পারিবেন। তিনি আজ জন-সমাগমশূন্য, ক্ষেত্র ও উদ্যানাদি বিবর্জিত, বন্ধুর ও গভীর গর্তাদি-বিশিষ্ট বনে প্রবেশ করিবেন। তখন লক্ষ্মণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন এবং তাঁহার পশ্চাতে সীতা ও সীতার পশ্চাতে রাম যাইতে লাগিলেন।

এদিকে রাম গঙ্গার পরপারে গেলেও সুমন্ত্র সর্বক্ষণ তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি পথের দূরত্ব হেতু তাঁহাকে আর দেখিতে না পাইয়া ব্যথিত ও সন্তাপিত চিত্তে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা অচিরে রমণীয় শস্য-শোভিত, আনন্দপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বৎসদেশে* উপস্থিত হইলেন। সেখানে রাম-লক্ষ্মণ বরাহ ঋষ্য পৃষত ও মহারুরু† এই চারি প্রকার মহামৃগ বধ করিলেন এবং তাহাদের পবিত্র মাংস লইয়া ক্ষুধার্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে রাত্রিবাসের জন্য এক বনস্পতির তলে আসিলেন। (৫২ সর্গ)

* যমুনার উত্তরতীরে প্রয়াগের (এলাহাবাদের) কাছে।

† ঋষ্য—শ্বেতপদযুক্ত হরিণ। পৃষত—শ্বেতবিন্দুযুক্ত মৃগ। মহারুরু—বৃহৎ শৃঙ্গবিশিষ্ট হরিণ।

১৫

রামের বিলাপ ও লক্ষ্মণের আশ্বাসদান—প্রয়াগ—ভরদ্বাজ-সম্মিলন—যমুনা অতিক্রমণ ও চিত্রকূট গমন (৫৩– ৫৬ সর্গ)

সেই বৃক্ষতলে সায়ংসন্ধ্যা শেষ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, —সুমিত্রানন্দন, জনপদের (লোকালয়ের) বাহিরে আজ আমাদের এই প্রথম রাত্রি, আর সুমন্ত্রও এখন আমাদের নিকটে নাই, কিন্তু সেজন্য তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। আজ হইতে আমাদের নিরলস হইয়া সীতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিরাত্রেই জাগিয়া থাকিতে হইবে। আইস, ভূমিতলে পর্ণশয্যা রচনা করিয়া কোনরূপে আমরা এই রাত্রি অতিবাহিত করি।

তারপর মহামূল্য শয্যায় শয়নে অভ্যস্ত রাম ভূমিতে উপবেশন করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ, এখন নিশ্চয়ই মহারাজ দুঃখিত মনে শয়ন করিয়া আছেন এবং কৈকেয়ী তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এখন কৈকেয়ীদেবী ভরত অযোধ্যায় আসিলে রাজ্যলাভের জন্য মহারাজের প্রাণনাশ না করিলেই হয়। নরপতি একে বৃদ্ধ, কামাসক্ত ও কৈকেয়ীর বশীভূত, তাহার উপর আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসায় তিনি অসহায় হইয়াছেন, সুতরাং তিনি আর কি করিতে পারিবেন ? রাজার এই বিপদ্ ও মতিভ্রম দেখিয়া বোধ হয় যে, ধর্ম ও অর্থ হইতে কামই সমধিক বলবান। লক্ষ্মণ, পিতা যেমন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কোন মূর্খ ব্যক্তিও কি স্ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য তাহার আজ্ঞাকারী পুত্রকে তেমন ত্যাগ করিয়া থাকে ? এখন যিনি একাকী রাজাধিরাজের ন্যায় সমৃদ্ধ কোশলরাজ্য ভোগ করিবেন, সস্ত্রীক সেই ভরতই সুখী।

পিতা অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং আমিও বনবাসী হইয়াছি, সুতরাং এখন ভরতই নিখিলরাজ্যভোগের অতুলনীয় সুখ উপভোগ করিবেন। ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে কেবল কামের বশবর্তী হয়, সে শীঘ্রই রাজা দশরথের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে। প্রিয়দর্শন, আমার মনে হয় যে, দশরথের মৃত্যু, আমার নির্বাসন ও ভরতের রাজ্যলাভের জন্যই কৈকেয়ী আমাদের কুলে আসিয়াছেন এবং তিনি এখন সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া আমার দুঃখের কারণ জন্মাইবার জন্য কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে উৎপীড়ন করিবেন। লক্ষ্মণ, জননী সুমিত্রাদেবী আমাদের জন্য দুঃখ পাইবেন, সুতরাং তুমি কাল প্রাতেই অযোধ্যায় চলিয়া যাও। তুমি অনাথা কৌশল্যার রক্ষক হইও, আমি একাকীই সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে যাইব, নীচ-কার্যানুরক্তা কৈকেয়ী বিদ্বেষবশে তোমার জননী ও আমার জননীকে বিষপ্রদানও করিতে পারেন। বৎস, আমার জননী নিশ্চয়ই জন্মান্তরে অনেক স্ত্রীলোককে পুত্রহীন করিয়াছিলেন, সেই জন্যই এখন তিনি এরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছেন। তিনি আমাকে দীর্ঘকাল লালনপালন করিয়াছেন এবং নানা দুঃখ সহিয়া বড় করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু আমা হইতে সুখভোগের সময়েই আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলাম—আমাকে ধিক্! সৌমিত্রি, আমি জননীকে অসীম দুঃখ দিলাম, কোন রমণীই যেন আমার মত দুঃখদাতা পুত্রের জন্ম না দেন। অরিন্দম, আমি সেই শোকাতুরা, মন্দভাগিনী ও পুত্র থাকিতেও পুত্র-বিরহিতার কিছুমাত্র উপকার করিতে পারিলাম না, আমার ন্যায় পুত্রের দ্বারা তাঁহার কি কাজ হইবে? তিনি এখন নিশ্চয়ই শোকাকুল হইয়া শয়ন করিয়া আছেন।* লক্ষ্মণ, আমি ক্রুদ্ধ হইলে, একাকীই বাণদ্বারা অযোধ্যা, এমন কি পৃথিবীও

নিঃশত্রু করিতে পারি, কিন্তু আমার এই বীরত্ব এখন কোন কাজে লাগিতেছে না। নিষ্পাপ লক্ষ্মণ, আমি অধর্মের ও পরলোকের ভয়ে ভীত হইয়াই এখন নিজকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি না।—বিজন বনে রাত্রিকালে এইরূপ নানা বিলাপ করিয়া রাম অশ্রুপূর্ণ মুখে ও কাতরভাবে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

তখন লক্ষ্মণ রামকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ, আপনি যে সীতা ও আমাকে বিষাদিত করিয়া এইরূপ পরিতাপ করিতেছেন, ইহা উচিত হইতেছে না। রঘুনন্দন, আপনার বিরহে সীতা বা আমি, জল হইতে উত্তোলিত মৎস্যের ন্যায় ক্ষণকালও বাঁচিব না। আপনাকে ছাড়িয়া আমি এখন পিতা, শত্রুঘ্ন বা জননী সুমিত্রাকে—এমন কি স্বর্গ পর্যন্তও দর্শনের ইচ্ছা করি না।

তখন রাম সাদরে লক্ষ্মণকে বনবাসের অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি ও সীতা সেই বটবৃক্ষমূলে অনতিদূরে লক্ষ্মণের দ্বারা সুরচিত শয্যা দেখিয়া সেখানে গিয়া শয়ন করিলেন। (৫৩ সর্গ)

পরদিন সূর্যোদয়ে তাঁহারা সুবিশাল বনের মধ্য দিয়া গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের দিকে চলিলেন। নানা অদৃষ্টপূর্ব ও মনোহর স্থান এবং বিবিধ পুষ্পরাজিসমন্বিত বৃক্ষসকল দেখিতে দেখিতে সানন্দে যাইতে যাইতে দিবা অবসান হইয়া আসিলে রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সৌমিত্রি, ঐ দেখ প্রয়াগের দিক হইতে হোমাগ্নির ধূম উত্থিত হইতেছে, বোধ হয় সেখানে কোন মুনি আছেন। আমরা নিশ্চয়ই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে আসিয়াছি, কারণ জলে জলে সংঘর্ষের শব্দ শুনিতে পাইতেছি। দেখ, ঋষিগণের দ্বারা ছিন্ন বিবিধ আশ্রমবৃক্ষ ও বিদারিত কাষ্ঠখণ্ডসমূহ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

তারপর অল্পকাল চলিয়া সূর্যাস্তের সময়ে তাঁহারা ভরদ্বাজমুনির

আশ্রমে আসিলেন। মুনি তখন অগ্নিহোত্র সমাপনান্তে শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া বসিয়াছিলেন। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সেখানে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে মুনিকে অভিবাদন করিলেন। পরে রাম আত্ম-পরিচয় দিলে উগ্রতপা ভরদ্বাজমুনি রামকে 'তোমার শুভাগমন হউক!' বলিয়া গো অর্ঘ্য ও জল প্রদানে সংবর্ধনা করিলেন। তারপর তিনি তাঁহাদিগকে বন্যফলমূলাদিরচিত নানারূপ ভোজ্য ও পানীয় দিয়া তাঁহাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করিলেন। রাম সেই অভ্যর্থনা গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিলে ভরদ্বাজ বলিলেন,—কাকুৎস্থ, তোমাকে এখানে আসিতে দেখিয়া আমার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হইল। তোমার অকারণে নির্বাসনের কথাও আমি শুনিয়াছি। দুই মহানদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই স্থান নির্জন পবিত্র ও রমণীয়, তুমি এখানে সুখে বাস কর।

রাম বলিলেন,—ভগবান, এ আশ্রমের সন্নিকটেই নগর ও জন-পদবাসীরা বাস করে, আমরা এখানে থাকিলে তাহারা বৈদেহী ও আমাকে দেখিতে আসিবে, সেজন্য আমি এখানে বাস করিতে চাই না। আপনি আমাদের আশ্রমের জন্য এমন একটি নির্জন স্থান নির্বাচন করিয়া দিন, যেখানে বাস করিয়া সুখাভ্যস্তা জনক-নন্দিনী সীতা আনন্দ লাভ করিতে পারেন।

মহামুনি ভরদ্বাজ বলিলেন,—বৎস, এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে চিত্রকূট* নামে খ্যাত ও গন্ধমাদন তুল্য এক পবিত্র ও সুদর্শন

* ইহার কূট বা শিখরে নানাবর্ণের প্রস্তর থাকার জন্য নাম চিত্রকূট। ইহা বুন্দেলখণ্ডের বান্দা শহরের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। চিত্রকূট নামে একটি রেল ষ্টেশনও আছে। সেখান হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণপূর্বে চিত্রকূট পর্বত। এখন ইহাকে কামতানাথ বা কামদানাথ বলে।

পর্বত আছে, সেখানে অনেক মহর্ষি বাস করেন এবং বানর ঋক্ষ ও গোলাঙ্গুল থাকে, তুমি সেই পর্বতে যাইয়া বাস কর। সেই চিত্র-কূটের শৃঙ্গগুলি দেখিলে নানারূপ কল্যাণ লাভ হয় এবং মনের মোহ কাটে। বহু ঋষি সেখানে তপস্যায় শত বৎসর অতিবাহিত করিয়া, বিশুষ্ক নরকপালের ন্যায় * মস্তকবিশিষ্ট হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। রাম, আমার বোধ হয় যে, তুমি সেই সুনির্জন স্থানে সুখে বাস করিতে পারিবে,—অথবা তুমি এখানেও আমার সহিত তোমার বনবাসকাল কাটাইতে পার। এই বলিয়া ভরদ্বাজ সকল প্রকার কাম্যবস্তু দ্বারা প্রিয় অতিথি রাম এবং তাঁহার ভার্যা ও ভ্রাতাকে সংবর্ধনা করিলেন। এইরূপে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সে রাত্রি প্রয়াগে ভরদ্বাজের রমণীয় আশ্রমে সুখে অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রাতে রাম ভরদ্বাজকে বলিলেন,—ভগবান, এখন আপনি আমাদিগকে চিত্রকূটে যাইবার অনুমতি দিন। (৫৪ সর্গ)

পিতা যেমন পুত্রদিগের জন্য স্বস্ত্যয়ন (কল্যাণ কামনা) করিয়া থাকেন, মহর্ষি ভরদ্বাজও রাম-লক্ষ্মণকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া তাঁহাদের জন্য সেইরূপ স্বস্ত্যয়ন করিলেন। তারপর তিনি রামকে বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইয়া বিপরীতবাহিনী † কালিন্দী (যমুনা) নদীর অনুসরণ করিবে। পরে কালিন্দী যেখানে বিপরীতবাহিনী হইয়াছে, সেখানে যাইয়া

* মৃত মনুষ্যের মাথার খুলির ন্যায়।

† পশ্চান্মুখাশ্রিতাম্ (মূল)—অর্থাৎ গঙ্গার প্রচণ্ড জলস্রোতের আঘাতে কালিন্দী (যমুনা) কিছুদূর পর্যন্ত পশ্চাদ্বাহিনী (বিপরীতবাহিনী) হইয়াছেন—উজান বহিয়াছেন।

লোকের বহুল গমনাগমনের দ্বারা চিহ্নিত তাহার একটি ঘাট দেখিতে পাইবে। সেখান হইতে ভেলা করিয়া অংশুমতী (যমুনা) ক নদী পার হইবে। অনন্তর বহুবৃক্ষ পরিবৃত সিদ্ধগণসেবিত হরিদ্বর্ণ-পত্রবিশিষ্ট শ্যাম নামক সুবৃহৎ বটবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে, সীতা যেন করজোড়ে তাহার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। ইচ্ছা হইলে তোমরা সেখানে থাকিবে—নতুবা তাহা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবে। রাম, সেখান হইতে এক ক্রোশ যাইয়াই তুমি শল্লকী (বাব্‌লা) ও বদরীমিশ্রিত, যমুনাতীরজ নানারূপ বৃক্ষে পূর্ণ এক নীলবর্ণ অরণ্য দেখিতে পাইবে। উহাই চিত্রকূটে যাইবার পথ, আমি বহুবার ঐ পথে গিয়াছি।

মহর্ষি ভরদ্বাজ এইরূপে পথনির্দেশ করিলে, রাম 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া অনুগমনে নিবৃত্ত করিলেন। ভরদ্বাজ ফিরিয়া গেলে রাম-লক্ষ্মণ সীতাকে অগ্রে করিয়া যমুনার দিকে চলিলেন। তারপর সেই নদীর তীরে আসিয়া তাঁহারা কাষ্ঠসমূহের দ্বারা এক সুবৃহৎ ভেলা প্রস্তুত করিয়া তাহা শুষ্ক বনজ তৃণাদির দ্বারা সমাকীর্ণ ও বেনার মূলে সমাচ্ছাদিত করিলেন। পরে লক্ষ্মণ বেতসশাখা ও জম্বুশাখা ছেদন করিয়া তাহার দ্বারা সীতার জন্য সুখে উপবেশনযোগ্য একটি আসন প্রস্তুত করিলেন। তখন রাম ঈষৎ লজ্জিতা সীতাকে ভেলায় তুলিয়া তাঁহার পার্শ্বে সীতার বসন-ভূষণ এবং খনিত্র ও ছাগচর্মাচ্ছাদিত পেটক রাখিলেন। রাম-লক্ষ্মণ সযত্নে ভেলা লইয়া যমুনা পার হইতে লাগিলেন। যমুনার মধ্যস্থলে আসিলে সীতা তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন,—দেবী, আমি তোমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, আমাদের মঙ্গল কর, আমার

ক যমুনা অংশুমান অর্থাৎ সূর্যের কন্যা বলিয়া অংশুমতী নামে খ্যাত।

স্বামী যেন তাঁহার ব্রতপালন করিতে পারেন। তিনি কুশলে অযোধ্যায় ফিরিলে, আমি সহস্র গাভী ও একশত কলসী সুরার দ্বারা তোমার পূজা করিব।

এইরূপে তাঁহারা খরস্রোতা, তরঙ্গময়ী ও তীরজ নানারূপ বৃক্ষরাজি-সমন্বিতা অংশুমতী (সূর্যতনয়া) যমুনানদী পার হইলেন। তখন তাঁহারা ভেলা হইতে নামিয়া, যমুনার তীরস্থিত বন অতিক্রম করিয়া হরিদ্বর্ণ পত্রে আচ্ছাদিত শ্যাম নামক শীতল বটবৃক্ষের নিকট আসিলেন। সীতা সেই বৃক্ষকে বন্দনা করিয়া বলিলেন,—মহাবৃক্ষ, আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি, আমার স্বামী যেন তাঁহার ব্রত পালন করিতে পারেন এবং আমি যেন আবার যশস্বিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে দেখিতে পাই।—এইরূপ বলিয়া তিনি করজোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

তারপর রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ, তুমি সীতাকে লইয়া আগে আগে চল, আমি সশস্ত্র হইয়া তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। সীতা যে যে ফল ও ফুল চাহেন এবং যাহা যাহা পাইলে তাঁহার মন প্রফুল্ল হয়, তুমি তাঁহাকে সে-সকল দিবে।

যাইতে যাইতে সীতা এক একটি বৃক্ষ, গুল্ম বা পুষ্পশোভিত অদৃষ্টপূর্ব লতা দেখিয়া রামকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও সীতার ইচ্ছামত তাঁহাকে কুসুমস্তবকে ভূষিত নানারূপ রমণীয় বৃক্ষশাখা আনিয়া দিতে থাকিলেন। এইরূপে এক ক্রোশ যাইয়া দুই ভ্রাতা যমুনার তীরস্থিত বনে বহু পবিত্র মৃগ* বধ করিয়া আহার সমাপন করিলেন। তাঁহারা ময়ূরগণে নিনাদিত এবং হস্তী ও বানরগণে পূর্ণ সেই মনোহর বনে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়া

* অর্থাৎ যাহাদের মাংস পবিত্র এইরূপ মৃগ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দ্রুত নদীতীরবর্ত্তী এক রমণীয় ও সমতল স্থানে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। (৫৫ সর্গ)

রাত্রি অবসানে গাত্রোত্থান ও যমুনার পবিত্র জল স্পর্শ করিয়া* তাঁহারা চিত্রকূটের পথে চলিলেন। যাইতে যাইতে রাম বলিলেন,—বৈদেহী, দেখ, শীত অবসানে পুষ্পিত কিংশুক তরুগণ† যেন তাহাদের কুসুমদলে মাল্য ভূষিত হইয়া চারিদিক আলোকিত করিতেছে। ভল্লাতক‡ ও বিল্ববৃক্ষ সকল ফলপুষ্পভারে অবনত হইয়া আছে, কেহই উহাদের ফল খায় নাই—আমরা নিশ্চয়ই উহার দ্বারা জীবনধারণ করিতে পারিব। লক্ষ্মণ, দেখ, প্রতি বৃক্ষে মধুকরগণের সঞ্চিত মধুতে পূর্ণ মধুচক্র কলসীর মত ঝুলিতেছে। পুষ্পরাজিসমাকীর্ণ এই রমণীয় বনপ্রদেশে ডাহুক উচ্চস্বরে ডাকিতেছে এবং ময়ূর তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছে। ঐ দেখ, সু-উচ্চ শৃঙ্গবিশিষ্ট চিত্রকূটপর্বত। সেখানে হস্তিগণ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে এবং তাহা পক্ষিকুলের কলরবে মুখরিত। বৎস, আমরা ঐ চিত্রকূটের সমতল ভূমিতে অবস্থিত, নানা বৃক্ষে আবৃত, রমণীয় পুণ্যকাননে আনন্দে বাস ও বিচরণ করিব।

তারপর তাঁহারা সেই নানাপক্ষিসমাকুল, বিবিধ ফলমূলপূর্ণ, সুস্বাদু জলসম্পন্ন পর্বতে উপনীত হইলে রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—প্রিয়দর্শন, আমরা এখানে সুখে জীবনধারণ করিতে পারিব। মহাত্মা মুনিগণও এখানে বাস করিয়া থাকেন, সুতরাং ইহাই আমাদের বাসের উপযুক্ত স্থান—আমরা এখানেই বাস করিব।

---

* অর্থাৎ যমুনার জলে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া।

† পলাশবৃক্ষসকল।

‡ ভেলা।

পরে তাঁহারা মহর্ষি বাল্মীকির * আশ্রমে প্রবেশ করিয়া করজোড়ে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। বাল্মীকি অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং স্বাগত সম্ভাষণ† করিয়া তাঁহাদিগকে বসিতে বলিলেন। তখন রাম বাল্মীকিকে যথারীতি নিজের পরিচয়াদি নিবেদন করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ, তুমি দৃঢ় ও উৎকৃষ্ট কাষ্ঠসকল আনিয়া গৃহ নির্মাণ কর।

লক্ষ্মণ নানারূপ বৃক্ষাদি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং তাহার দ্বারা একটি সুদৃশ্য পর্ণশালা প্রস্তুত করিলেন। তখন রাম বলিলেন,—সুমিত্রানন্দন, যাঁহারা দীর্ঘজীবন কামনা করেন তাঁহাদের বাস্তুশান্তি (বাস্তুযাগ) করা উচিত, সুতরাং আমাদিগকে হরিণের মাংস সংগ্রহ করিয়া বাস্তুপূজা করিতে হইবে। তুমি শীঘ্র একটি মৃগ বধ করিয়া আন। লক্ষ্মণ তাহাই করিলেন। তখন রাম পুনরায়

---

* এই সময়ে বাল্মীকি চিত্রকূটে ছিলেন, পরে রামের রাজ্যপ্রাপ্তিসময়ে তিনি তমসাতীরে গমন করেন—ইহাই কোন কোন প্রাচীন টীকাকারের মত। কিন্তু রামায়ণতিলক টীকাকারের মতে চিত্রকূটের বাল্মীকি এবং তমসাতীরবাসী ও রামায়ণপ্রণেতা প্রচেতস বাল্মীকি বিভিন্ন ব্যক্তি।

বেদব্যাসী মহাভারতের নানা স্থানে মহর্ষি বাল্মীকির কথা আছে। তিনি মাঝে মাঝে অন্যান্য ঋষিদের সহিত ভীষ্মদেব ও যুধিষ্ঠিরের কাছে আসিয়া তাঁহাদের সহিত নানারূপ আলাপ করিতেন।

ভক্তমাল গ্রন্থে রামায়ণপ্রণেতা বাল্মীকি এবং দ্বিতীয় এক বাল্মীকির কথা আছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে দ্বিতীয় বাল্মীকির কথা লিখিত হইয়াছে।

† 'তোমাদের শুভাগমন হউক'—অর্থাৎ 'তোমরা তো কুশলে আসিয়াছ?' এইরূপ সম্ভাষণ।

তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি এই মৃগের মাংস রন্ধন কর, উহার দ্বারা আমরা বাস্তুযাগ করিব। শুভ মুহূর্ত উপস্থিত এবং আজিকার দিনও ধ্রুবনক্ষত্রযুত, সুতরাং তুমি ত্বরান্বিত হও।

তখন লক্ষ্মণ যে পবিত্র কৃষ্ণমৃগ বধ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহা উত্তপ্ত ও শোণিতশূন্য হইয়া পক্ক হইলে রামকে দিলেন। রাম স্নানান্তে সংযত হইয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া হোম করিলেন। পরে রাম সকল দেবতার পূজা করিয়া পবিত্রভাবে গৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহার মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন তিনি বিশ্বদেব রুদ্র ও বিষ্ণুর পূজা করিয়া বাস্তুশান্তিকর মাঙ্গলিক কার্যাদির অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর নদীতে স্নান ও যথাবিধি মন্ত্র জপ করিয়া উত্তমরূপে পাপশান্তিকর পূজা করিলেন। শেষে তিনি আশ্রমের উপযুক্ত বেদিস্থলসমূহের ব্যবস্থা এবং চৈত্য ও আয়তনসকল* স্থাপন করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে একত্র সেই বৃক্ষপত্রে আচ্ছাদিত, মনোজ্ঞ, উপযুক্ত স্থানে সুনির্মিত ও বায়ুনিরোধে সমর্থ কুটীরে বাসের জন্য প্রবেশ করিলেন। সেই সুরম্য চিত্রকূট পর্বত, মৃগপক্ষিসমাকুল বন ও সুদৃশ্য-তীর্থ-যুক্ত† মাল্যবতী নদী লাভ করিয়া তাঁহারা অযোধ্যা হইতে নির্বাসনের দুঃখ ভুলিয়া হৃষ্ট ও আনন্দিত‡ হইলেন। (৫৬ সর্গ)

---

* চৈত্য—দেবতাস্থান। বেদি—পরিষ্কৃত ভূমি। আয়তন—যজ্ঞশালা।

† তীর্থ—ঘাট।

‡ ননন্দ হৃষ্টো (মূল)। হর্ষ দেহজ; আনন্দ মানসিক।

১৬

সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন—রামের বৃত্তান্ত কথন—দশরথ ও কৌশল্যার বিলাপ—সুমন্ত্রের সান্ত্বনাদান (৫৭—৬০ সর্গ)

এদিকে রাম গঙ্গার দক্ষিণতীরে উপনীত হইলে দুঃখার্ত গুহ বহুক্ষণ সুমন্ত্রের সহিত কথাবার্তা বলিয়া, পরে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্বগৃহে গেলেন। সেখানে তাঁহারা লোকজনের মুখে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার প্রয়াগে ভরদ্বাজের নিকট গমন, সংবর্ধনালাভ ও চিত্রকূটে গমন পর্যন্ত সকল সংবাদই জানিতে পারিলেন। তারপর গুহের নিকট বিদায় লইয়া সুমন্ত্র দুঃখিতমনে অযোধ্যার দিকে যাত্রা করিলেন। দ্রুতগমনে চলিয়া তিনি পরদিন সন্ধ্যাকালে অযোধ্যায় ফিরিয়া দেখিলেন, সমস্ত পুরী নিরানন্দ ও নিঃশব্দ। শত শত সহস্র সহস্র লোক 'রাম কোথায়?' জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সুমন্ত্রের দিকে ছুটিল। তিনি বলিলেন,—আমি রামের আদেশে গঙ্গাতীর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। রাম গঙ্গা পার হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া সেই জনগণ 'হায় রাম!' বলিয়া উচ্চ-স্বরে রোদন করিতে লাগিল। সুমন্ত্র যাইতে যাইতে বাতায়নস্থিতা, রামের শোকে সন্তাপিতা রমণীগণের বিলাপ শুনিতে পাইলেন। তখন সুমন্ত্র মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রাজভবনের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সত্বর রথ হইতে অবতরণ ও রাজভবনে প্রবেশ করিয়া সুমন্ত্র বহুজনপূর্ণ সাতটি কক্ষ্যা (মহল) অতিক্রম করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া হর্ম্য বিমান ও প্রাসাদস্থিতা মহিলারা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তারপর সুমন্ত্র অষ্টম কক্ষ্যায় প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, পুত্রশোকে বিষণ্ণ রাজা দশরথ দীন ও শোকাতুর-

ভাবে একটি শ্রীহীন গৃহে বসিয়া আছেন। সুমন্ত্র তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া রাম যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা যথাযথভাবে নিবেদন করিলেন। দশরথ নীরবে তাহা শুনিয়া শোকে অভিভূত ও মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তাহা দেখিয়া অন্তঃপুরিকারা শোকাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে কৌশল্যা সুমিত্রার সাহায্যে পতিকে তুলিয়া বলিলেন,—মহাভাগ, এই সুমন্ত্র দুষ্করকার্যকারী রামের দূতরূপে বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তুমি ইঁহার সহিত আলাপ করিতেছ না কেন? রঘুনন্দন, অন্যায় কাজ করিয়া তুমি কি এখন লজ্জিত হইতেছ? তুমি উঠ, তোমার পুণ্যলাভ * হউক, তুমি শোকাকুল হইলে তোমার পরিজনেরা বিনষ্ট হইবে।† দেব, তুমি যাহার ভয়ে সারথিকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ না, সেই কৈকেয়ী এখানে উপস্থিত নাই, সুতরাং নিঃশঙ্কচিত্তে সারথির সহিত বাক্যালাপ কর। শোকাভিভূতা কৌশল্যা বাষ্পগদ্‌গদস্বরে দশরথকে এই কথা বলিয়াই ভূপতিত হইলেন। কৌশল্যাকে ভূতলে পতিত এবং স্বামীকে তদবস্থ দেখিয়া অন্যান্য রাজস্ত্রীরা রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন অন্তঃপুর হইতে উত্থিত সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া চতুর্দিকে নরনারী সকলেই রোদন করিতে

---

* সত্যপালনজনিত। (রামায়ণতিলক)

† শোকে ন স্যাৎ সহায়তা (মূল)—তব সহায়তা সহায়সমূহঃ পরিজনঃ সর্বোঽপি ন স্যাৎ ত্বচ্ছোকেন সর্বোঽপি নশ্যেদিত্যর্থঃ (রামায়ণতিলক)। তে শোকে সতি সহায়তা সহায়সমূহঃ মন্ত্র্যাদিরিত্যর্থঃ ন স্যাৎ বিনশ্যেদিত্যর্থঃ (রামায়ণশিরোমণি)। অথবা—শোকে বিষয়ে সহায়তা ন স্যাৎ শোকানুবর্তনং মা কৃথা ইত্যর্থঃ—অর্থাৎ শোক করিয়া কোন সহায়তা বা লাভ হইবে না, সুতরাং শোক করা উচিত নয়। (রামায়ণভূষণ)

লাগিল এবং অন্তঃপুর পুনরায় রোদনধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। (৫৭ সর্গ)

মূর্ছাভঙ্গে দশরথ কাতরস্বরে রামাদির বিষয়ে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র স্খলিতবচনে ও বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠে সকল সংবাদ জানাইলেন। (৫৮ সর্গ)

সারথির কথা শুনিয়া দশরথ অতিশয় দুঃখিতভাবে ও বাষ্পাকুলকণ্ঠে বলিলেন,—সুমন্ত্র, আমি পাপকুলোদ্ভবা ও পাপমতি কৈকেয়ীর প্রেরণায় মন্ত্রণাকুশল বৃদ্ধগণের, সুহৃদ্‌বর্গের ও শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন অমাত্যগণের * সহিত আলোচনা না করিয়াই সহসা রামকে বনবাসে পাঠাইয়াছি। দৈববশেই ইক্ষ্বাকু-কুলের বিনাশের জন্য এই মহা অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। সারথি, আমি তোমার কিছুমাত্র উপকার করিয়া থাকিলে, তুমি আমাকে শীঘ্র রামের কাছে লইয়া চল—আমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে। হায় রাম! হায় রামানুজ লক্ষ্মণ! হায় তপস্বিনী বৈদেহী! আমি যে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া অনাথের ন্যায় রহিয়াছি তাহা তোমরা জানিতে পারিতেছ না। তারপর তিনি যারপরনাই শোকাকুল হইয়া কৌশল্যাকে বলিলেন,—কৌশল্যা, আমি রামের বিরহে যে শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, রামের বিচ্ছেদজনিত শোক তাহার মহাবেগ (খরস্রোত), সীতার বিরহ প্রান্তদেশ, দীর্ঘনিশ্বাস তরঙ্গময় মহা আবর্ত, অশ্রু † পঙ্কিল জল, বাহুবিক্ষেপ মৎস্য, রোদনধ্বনি মহাগর্জন, বিক্ষিপ্ত কেশরাশি শৈবাল, কৈকেয়ী বড়বানল‡, আমার অশ্রুধারা তাহার সৃষ্টির কারণ, কুব্জার মন্ত্রণা মহাগ্রহ (ভীষণ

* অমাত্যৈঃ সনৈগমৈঃ (মূল)—শাস্ত্রসম্পন্নৈরমাত্যৈঃ। (রা-শিরোমণি)

† কৌশল্যাদির অশ্রু। (রা-শিরোমণি) ‡ সমুদ্র হইতে উত্থিত অগ্নি।

জলজন্তু), নিষ্ঠুরপ্রকৃতি কৈকেয়ীর বর বেলাভূমি এবং রামের নির্বাসন বিস্তার। দেবী, জীবিতাবস্থায় আমার পক্ষে এ শোক-সাগর পার হওয়া দুষ্কর ব্যাপার। (৫৯ সর্গ)

তখন কৌশল্যা ভূতাবিষ্টার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সারথি, রাম সীতা ও লক্ষ্মণ যেখানে আছেন আমাকে সেখানে লইয়া চল, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমি আর ক্ষণকালও বাঁচিয়া থাকিতে চাই না।

সুমন্ত্র করজোড়ে ও স্খলিতবচনে বলিলেন,—দেবী, আপনি শোক মোহ ও চিত্তব্যাকুলতা দূর করুন, রাম অসন্তপ্ত মনে বনে বাস করিতেছেন। জিতেন্দ্রিয় ধর্মজ্ঞ লক্ষ্মণ রামের চরণসেবা করিয়া পরলোকের সাধনা করিতেছেন। পতিপ্রাণা নির্ভীকা সীতা বিজন বনে বাস করিয়াও গৃহবাসের ন্যায় আনন্দে আছেন। সীতা পূর্বে এই নগরের উপবনে যেমন আনন্দ লাভ করিতেন, নির্জন বনেও সেইরূপ আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। তিনি রাম-সহবাসে বালিকার ন্যায় আনন্দে আছেন। তিনি গ্রাম, নগর, নদীধারা ও নানারূপ বৃক্ষ দেখিয়া রাম-লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল বিষয় জানিয়া লন। তিনি যেন অযোধ্যার ক্রোশমাত্র দূরস্থিত প্রমোদকাননে রহিয়াছেন। সীতার বিষয় আমার এই পর্যন্তই স্মরণ হইতেছে, আর তিনি হঠাৎ কৈকেয়ীর সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা এখন আমার স্মরণ হইতেছে না।

সারথি অসাবধানতাবশতঃ তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত সেই কথা ঐরূপে শেষ করিয়া (অর্থাৎ চাপিয়া যাইয়া) কৌশল্যাকে আনন্দপ্রদ মধুরবাক্যে বলিলেন,—জানকীর চন্দ্রকরতুল্য মুখকান্তি পথশ্রম, বায়ুবেগ, চিত্তের ব্যাকুলতা ও রৌদ্রতাপে বিকৃত বা

মলিন হয় নাই। তাঁহার স্বভাবতঃ অলক্তরাগতুল্য রক্তিম চরণযুগল এখন অলক্তরাগহীন হইয়াও পদ্মকোশের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিতেছে। তিনি রামের প্রতি অনুরাগবশতঃ এখনও অলঙ্কার পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি নূপুর পরিয়া লীলাচ্ছলে বিলাসভরে চলিয়া থাকেন। রামের বাহুর আশ্রয়ে আছেন বলিয়া তিনি হস্তী সিংহ বা ব্যাঘ্র দেখিলেও ভীত হন না। দেবী, আপনি তাঁহাদের জন্য শোক করিবেন না এবং নিজের জন্য বা নরপতির নিমিত্তও শোককাতর হইবেন না। এই কাহিনী (রামচরিত) চিরকাল জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে। তাঁহারা সানন্দে মহর্ষিগণের অনুসৃত পথ অবলম্বনে বনবাসী ও ফলাহারী হইয়া পিতার পবিত্র প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছেন।—সারথি পুত্রশোকাতুরা কৌশল্যাকে এইরূপে সান্ত্বনা দিলেও তিনি 'হা প্রিয়! হা পুত্র! হা রাম!' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। (৬০ সর্গ)

১৭

দশরথের অন্ধমুনির পুত্রবধ বর্ণন ও মৃত্যু (৬১-৬৪ সর্গ)

কৌশল্যা দুঃখে অভিভূত হইয়া রোদন করিতে করিতে স্বামীকে বলিতে লাগিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ, তুমি দয়াবান দানশীল ও প্রিয়বাদী বলিয়া ত্রিলোকে তোমার মহাযশ বিঘোষিত হইয়া থাকে, তবে তুমি কেমন করিয়া সেই পুত্রদ্বয় ও সীতাকে পরিত্যাগ করিলে? তাঁহারা সুখে প্রতিপালিত হইয়াছেন, এখন কিরূপে দুঃখ সহ্য করিবেন? সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, সুকুমারী, সুখভোগে অভ্যস্তা, তরুণী সীতা কিরূপে শীত ও গ্রীষ্ম সহ্য করিবেন? চিরকাল সুস্বাদু

অন্নব্যঞ্জন আহার করিয়া এখন কি প্রকারে বন্য নীবারের* অন্ন ভোজন করিবেন? গীতবাদ্যের মনোহর ধ্বনি শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া এখন কিরূপে সিংহ প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুর কুৎসিত শব্দ শুনিবেন? কবে আমি রামের পদ্মপত্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, সুকেশ-মণ্ডিত, পদ্মের ন্যায় সুগন্ধ নিশ্বাসযুক্ত, পদ্মতুল্য লোচনসমন্বিত, উত্তম বদনমণ্ডল দেখিতে পাইব? তাঁহাকে না দেখিয়া আমার হৃদয় যখন সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন ইহা নিশ্চয়ই বজ্রতুল্য কঠিন। মহারাজ, তুমি আমার আপনারজনদিগকে (রাম প্রভৃতিকে) পরিত্যাগ করিয়া যে নিষ্ঠুর কাজ করিয়াছ, তাহার ফলে সুখভোগে অভ্যস্ত তাঁহারা এখন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দীনভাবে বনে বিচরণ করিতেছেন। পঞ্চদশ বর্ষে রাম এখানে ফিরিয়া আসিলে ভরত তাঁহাকে রাজ্য ও কোষাগার ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া বোধ হয় না। আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে রাজ্য ভোগ করিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ ও গুণে শ্রেষ্ঠ রাম তাহা লইবেন কেন? বলবান ব্যাঘ্র যেমন তাহার পুচ্ছমর্দন সহ্য করিতে পারে না, তেমন রামও তাঁহার এই অপমান সহ্য করিবেন না। মহারাজ, স্ত্রীলোকের প্রথম গতি পতি, দ্বিতীয় গতি পুত্র, তৃতীয় গতি জ্ঞাতিবর্গ; তাহার আর চতুর্থ গতি নাই।† হায়! তাহার মধ্যে তুমি আমার নও, রামও বনে প্রেরিত হইয়াছেন (রামকে বনে পাঠাইয়াছ) এবং আমিও এখন বনে যাইতে ইচ্ছা করি না (অর্থাৎ আমার পক্ষেও তুমি বর্তমানে বনগমনের ইচ্ছা করা উচিত নয়)—সুতরাং তুমি সকল প্রকারেই আমার সর্বনাশ করিলে। তুমি নানাদেশসমন্বিত এই

---

* নীবার—তৃণধান্য বিশেষ, উড়িধান (শ্যামা, কেদো ইত্যাদি)।

† অর্থাৎ ঐ তিন গতি বা আশ্রয় ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন গতি নাই।

রাজ্য নষ্ট করিলে, আমার সপত্নীরা ও মন্ত্রিগণ প্রভৃতি সকলেই বিনষ্ট হইলেন, আমি সপুত্র উৎসন্ন গেলাম এবং পুরবাসীদিগেরও সর্বনাশ হইল—কেবল তোমার ভার্যা কৈকেয়ী ও তাঁহার পুত্র ভরত পরম আনন্দিত হইবেন। * (৬১ সর্গ)

শোকাতুরা ও ক্রুদ্ধা কৌশল্যার কঠোর কথা শুনিয়া দশরথ দুঃখিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইল। বহুক্ষণ পরে চেতনালাভ করিয়া কৌশল্যাকে পার্শ্বে দেখিয়া তিনি কম্পিত-কলেবরে অধোমুখে ও করজোড়ে বলিলেন,—কৌশল্যা, তুমি শত্রুদের প্রতিও সর্বদা স্নেহযুতা ও দয়াশীলা, আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। দেবী, স্বামী গুণবানই হউন বা নির্গুণই হউন, তিনিই ধর্মজ্ঞা নারীদের প্রত্যক্ষ দেবতা। অতএব সতত ধর্মশীলা হইয়া এবং লোকের ভালমন্দ (দোষগুণ) জানিয়া, তুমি নিজে দুঃখকাতর হইলেও অতিদুঃখিত আমাকে অপ্রিয় কথা বলিও না।

দশরথের করুণ কথা শুনিয়া কৌশল্যা পয়ঃপ্রণালীর বৃষ্টিজল মোচনের ন্যায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি রাজার পদ্ম-কলির ন্যায় অঞ্জলি মস্তকে ধারণ করিয়া সসম্ভ্রমে সভয়ে ও ত্বরিত-বচনে বলিলেন,—দেব, আমি ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া নতশিরে প্রার্থনা

---

* গতিরেকা পতির্নার্যা দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ।
তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজংশ্চতুর্থী নৈব বিদ্যতে॥
তত্র ত্বং মম নৈবাসি রামশ্চ বনমাহিতঃ।
ন বনং গন্তুমিচ্ছামি সর্বথা হা হতা ত্বয়া॥
হতং ত্বয়া রাষ্ট্রমিদং সরাজ্যং হতাঃ স্ম সর্বাঃ সহ মন্ত্রিভিশ্চ।
হতা সপুত্রাস্মি হতাশ্চ পৌরাঃ সুতশ্চ ভার্যা চ তব প্রহৃষ্টৌ। (৬১।২৪-২৬)

করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তোমার অনুনয় আমার নিকট মরণতুল্য, আমি তোমার ক্ষমারও যোগ্য নই। ইহলোকে ও পরলোকে শ্লাঘনীয় ধীমান স্বামীকে যাহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে হয়, এই পৃথিবীতে সেরূপ স্ত্রী কখন কুলস্ত্রী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ধর্মজ্ঞ, আমার ধর্মজ্ঞান আছে এবং তুমি যে সত্যবাদী তাহাও আমি জানি, তথাপি পুত্রশোকে কাতর হইয়া আমি তখন তোমাকে ঐ-সকল অন্যায় কথা বলিয়াছি। শোকে ধৈর্য নাশ হয়, শোক শাস্ত্রজ্ঞান বিলুপ্ত করে, শোক সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলে—শোকের মত রিপু আর নাই। শত্রুহস্তের প্রহার সহ্য করা যায়, কিন্তু অতি সামান্য শোকও সহ্য করা যায় না।* আজ পাঁচ রাত্রি হইল রাম বনবাসে গিয়াছেন, কিন্তু শোকে আমার সকল আনন্দ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমার নিকট তাহা পাঁচ বৎসরের ন্যায় বোধ হইতেছে। নদীর বেগে সমুদ্রের জল যেরূপ বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ রামের কথা চিন্তা করিতে করিতে আমার হৃদয়ের শোকও বর্ধিত হইতেছে।

কৌশল্যা এইরূপ বলিতে বলিতে সূর্য হীনপ্রভ হইলেন এবং ক্রমে রাত্রি হইল। তখন কৌশল্যার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া দশরথ নিদ্রিত হইলেন। (৬২ সর্গ)

কিছুকাল পরে জাগরিত হইয়া শোকে মুহ্যমান দশরথ চিন্তামগ্ন হইলেন। চিন্তা করিতে করিতে রামের বনগমনের পর সেই ষষ্ঠ

---

* শোকো নাশয়তে ধৈর্যং শোকো নাশয়তে শ্রুতম্।
শোকো নাশয়তে সর্বং নাস্তি শোকসমো রিপুঃ॥
শক্যমাপতিতঃ সোঢ়ুং প্রহারো রিপুহস্ততঃ।
সোঢ়ুমাপতিতঃ শোকঃ সুসূক্ষ্মোঽপি ন শক্যতে॥ (৬২।১৫-১৬)

রজনীর মধ্যযামে দশরথের তাঁহার পূর্বকৃত এক দুষ্কর্মের কথা স্মরণ হইল। তখন তিনি কৌশল্যাকে বলিলেন,—লোকে ভাল বা মন্দ যেমন কাজ করে, সেইরূপ ফললাভ করিয়া থাকে। কিছু করিবার পূর্বে যে তাহার ভালমন্দ বা দোষগুণ না জানিয়া কাজ করে, লোকে তাহাকে বালক (বালকের ন্যায় অপরিণতবুদ্ধি) বলিয়া থাকে। কেহ ফুল দেখিয়া ফলের লোভে আম্রবন ছেদন করিয়া পলাশবৃক্ষ রোপণ ও তাহাতে জলসেচন করিলে, ফলাগমের সময়ে তাহাকে দুঃখ করিতে হয়। দুর্বুদ্ধি আমিও সেইরূপ আম্রবন ছেদন করিয়া (ভাল কাজ না করিয়া) পলাশবৃক্ষসমূহে জলসেক করিয়াছি (অন্যায় কাজ করিয়াছি)। সেজন্য ফলপ্রাপ্তির সময়ে রামকে পরিত্যাগ করিয়া (রাম-নির্বাসনরূপ অশুভ ফল লাভ করিয়া) অনুতাপ করিতেছি। কৌশল্যা, কুমার অবস্থায় আমি শব্দ অনুসরণ করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিতাম এবং সেজন্য শব্দবেধী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম। দেবী, তুমি যখন অনূঢ়া ছিলে আর আমি যুবরাজ ছিলাম, তখন একবার মনোরম বর্ষাকালে আমার খুব মৃগয়ার ঝোঁক হইল। আমি ধনুর্বাণহস্তে রথারোহণে রাত্রিকালে জলপানের স্থানে আগত মৃগ মহিষ হস্তী অথবা অন্য কোন হিংস্র জন্তু বধের ইচ্ছায় সরযূতীরে গেলাম। পরে আমি সেই অন্ধকারময় অদৃশ্য স্থানে জলের কলসী পূর্ণ করিবার শব্দ শুনিতে পাইয়া, তাহাকে হস্তীর জলপানের শব্দ বলিয়া মনে করিলাম। সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া আমি একটি সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই বাণ বক্ষে বিদ্ধ হইয়া জলে পতনোন্মুখ এক বনবাসীর স্পষ্ট 'হায়! হায়!' ধ্বনি উত্থিত হইল। পরে সেই ব্যক্তি বলিলেন,—আমার ন্যায় তপস্বীর উপর বাণ পড়িল কেন?

আমি রাত্রিকালে এই অতি নির্জন নদীতে জল লইতে আসিয়াছিলাম, কে আমাকে বাণে আহত করিল ? আমি কাহার কি অপকার করিয়াছি ? আমি জটাজুটধারী, আমার পরিধানে বল্কল ও মৃগচর্ম, আমি বনে থাকিয়া বন্য ফলমূলে জীবনধারণ করিয়া থাকি, কাহাকেও হিংসা করি না, তথাপি আমাকে অস্ত্রাঘাতে নিহত করা কিরূপে বিহিত হইতে পারে ? কাহার আমাকে বধ করিবার ইচ্ছা হইল ? এরূপ কার্যে কেবল অনর্থপাতই হইয়া থাকে। নিজের প্রাণনাশের জন্য আমি তেমন দুঃখ করিতেছি না, কিন্তু আমার মৃত্যুতে আমার মাতাপিতার যে দুর্দশা হইবে, সে জন্যই দুঃখ করিতেছি। আমি বহুদিন হইতে এই বৃদ্ধ দম্পতিকে প্রতিপালন করিতেছি, আমার মৃত্যুতে তাঁহারা কিরূপে জীবনধারণ করিবেন ? আমার সেই বৃদ্ধ মাতাপিতা ও আমি একবাণেই নিহত হইলাম। কোন্ নিতান্ত বালবুদ্ধি অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি আমাদের সকলকেই বিনাশ করিল ?

এইরূপ করুণ কথা শুনিয়া আমি ব্যথিত ও হতবুদ্ধি হইলাম এবং আমার করযুগল হইতে ধনুর্বাণ ভূতলে পড়িয়া গেল। পরে আমি অতিদুঃখিত মনে সেখানে যাইয়া দেখিলাম, সরযূতীরে সেই তাপস বাণে বিদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছেন—তাঁহার জটাজাল বিক্ষিপ্ত, জলপূর্ণ কলস হস্তচ্যুত হইয়া ভূমিতে পতিত এবং দেহ ধূলিতে ও শোণিতে লিপ্ত হইয়াছে। তিনি যেন তাঁহার নেত্রযুগলের তেজে আমাকে দগ্ধ করিয়া বলিলেন,—রাজা, আমি বনবাসী, আমি আপনার কি অপকার করিয়াছি যে, আমার মাতাপিতার জন্য জল নিতে আসিয়া আপনার দ্বারা আহত হইলাম ? আমার সেই বৃদ্ধ দুর্বল অন্ধ ও তৃষ্ণার্ত মাতাপিতা নিশ্চয়ই বহুক্ষণ যাবৎ আমি জল

লইয়া যাইব আশায় কষ্টে তৃষ্ণা সহ্য করিতেছেন। নিশ্চয়ই তপস্যা বা শাস্ত্রপাঠের কোন ফল নাই—কেন না, পিতা জানিতে পারিতেছেন না যে, আমি ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছি। আর জানিলেই বা বিদীর্ণমান বৃক্ষকে অন্য বৃক্ষ যেমন রক্ষা করিতে পারে না, সেইরূপ অশক্ত ও চলাচলে অক্ষম পিতা কি করিতে পারিতেন? রঘুনন্দন, অগ্নি বর্ধিত হইয়া যেমন বন দহন করেন, আমার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া যাহাতে আপনাকে সেইরূপ দগ্ধ না করেন, এজন্য আপনি স্বয়ং শীঘ্র তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে সকল কথা বলুন। রাজা, এই একপদী* পথ আমার পিতার আশ্রমে গিয়াছে। আপনি সেখানে যাইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করুন, যেন তিনি কুপিত হইয়া আপনাকে অভিশাপ না দেন। আপনার এই সুতীক্ষ্ণ শরে আমি বক্ষে যাতনা বোধ করিতেছি, আপনি আমাকে শরমুক্ত করুন।

আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, তীর তাপসকে ব্যথা দিতেছে, কিন্তু উহা অপসারণে তাঁহার প্রাণ যাইবে। তাহা দেখিয়া সেই অবসন্ন ও ঘূর্ণিতনয়ন ঋষিকুমার অতিকষ্টে বলিলেন,—আমি চিত্তস্থির করিয়াছি, আপনি মন হইতে ব্রহ্মহত্যার আশঙ্কা দূর করুন। আমি দ্বিজাতি নই, আমি বৈশ্য ও শূদ্রাণীর সন্তান। তখন আমি তাঁহার বক্ষ হইতে বাণ উত্তোলন করিলাম এবং তিনি সন্ত্রস্তভাবে আমার দিকে চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহা দেখিয়া আমি যারপরনাই বিষণ্ণ হইলাম। (৬৩ সর্গ)

তারপর আমি জলপূর্ণ কলসী লইয়া পূর্ববর্ণিত পথে আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। দেখিতে পাইলাম, মুনিদম্পতি ছিন্নপক্ষ

* যাহা দিয়া একজনমাত্র লোক যাইতে পারে।

পক্ষিযুগলের ন্যায় পুত্রের প্রতীক্ষায় বসিয়া তাঁহার বিষয়ে আলাপ করিতেছেন। আমার পদশব্দ শুনিয়া অন্ধমুনি বলিলেন,—পুত্র, এত দেরী করিলে কেন? শীঘ্র জল আন। বৎস, জল আনিতে গিয়া তুমি যে এতক্ষণ জলে খেলা করিতেছিলে সেজন্য তোমার জননী উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, তুমি সত্বর এখানে আইস। বৎস, তোমার মাতা বা আমি যদি কোন অপ্রিয় কার্য করিয়া থাকি, তথাপি তোমার কিছু মনে করা উচিত নয়। তুমি এই অগতিদের গতি, চক্ষুহীনদিগের চক্ষু, তোমাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা জীবনধারণ করিতেছি, তুমি কথা বলিতেছ না কেন?

তখন আমি ভয়ে ভয়ে স্খলিত ও অস্ফুট বচনে বলিলাম,—মহাত্মা, আমি ক্ষত্রিয় দশরথ, আমি আপনার পুত্র নই। আমি জলপানস্থানে আগত কোন হিংস্র জন্তু বা হস্তী শিকারে ইচ্ছুক হইয়া ধনুহস্তে সরযুতীরে আসিয়াছিলাম। জলে কলসী পূর্ণ করিবার শব্দ শুনিয়া, উহা হস্তীর শব্দ মনে করিয়া আমি তাহার উদ্দেশে বাণ নিক্ষেপ করি। পরে সরযুতীরে যাইয়া দেখি যে, একজন তাপস শরাঘাতে বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ায় মৃতপ্রায় অবস্থায় ভূতলে পড়িয়া আছেন। তখন আমি সেই বিলপমান তাপসের কথানুসারে তাঁহার বক্ষ হইতে বাণ উত্তোলন করি। ভগবান, তখনই তিনি আপনাদের জন্য বিলাপ করিতে করিতে স্বর্গে যান। মুনিবর, আমি না জানিয়া হঠাৎ আপনার পুত্রকে বধ করিয়াছি, এ অবস্থায় আমার প্রতি যাহা কর্তব্য হয় করুন।

আমার দুষ্কর্মের কথা শুনিয়াও সেই ঋষি আমাকে কোন কঠোর অভিশাপ দিলেন না। তিনি অশ্রুপ্লাবিত বদনে বলিলেন,—রাজা, তুমি নিজে আসিয়া তোমার এই দুষ্কার্যের বিষয় না বলিলে, এখনই

তোমার মস্তক শত-সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইত। যাহা হউক, তুমি আমাদিগকে সেখানে লইয়া চল। আমরা আমাদের পুত্রকে একবার শেষ দেখা দেখিতে চাই।

তখন আমি সেই মুনিদম্পতিকে সরযুতীরে লইয়া গিয়া তাঁহাদের পুত্রের দেহ স্পর্শ করাইলাম। মুনি পুত্রের দেহে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—বৎস, তুমি তো আমাকে অভিবাদন করিতেছ না, বা আমার সহিত কথা বলিতেছ না? তুমি ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ কেন? তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? পুত্র, না হয় আমি তোমার অপ্রিয় হইয়াছি, কিন্তু তোমার ধর্মশীলা জননীর দিকে তাকাও। তুমি উঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছ না কেন? তুমি উঁহার সহিত কথা বল। এখন আমি রাত্রিশেষে কাহার হৃদয়স্পর্শী ও মধুর শাস্ত্রাদি পাঠ শুনিব? পুত্র, আমি শোক ও ভয়ে কাতর হইলে, কে আর আমার পরিচর্যা করিবে? কে এখন কন্দ* মূল ফল আহরণ করিয়া অকর্মণ্য ও অসহায় আমাকে সযত্নে ভোজন করাইবে? পুত্র, আমি কিরূপে তোমার এই পুত্রবৎসলা অন্ধা বৃদ্ধা তপস্বিনী ও দুঃখিতা মাতার ভরণপোষণ করিব? পুত্র, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কর, যমালয়ে যাইও না—কাল তোমার জননী ও আমার সহিত সেখানে যাইও। তখন আমি সূর্যতনয় যমকে বলিব,— ধর্মরাজ, আপনি আমাকে মার্জনা করুন, এ ইহার মাতাপিতাকে প্রতিপালন করুক। ধর্মাত্মা, আপনি আমাকে আমার এই একমাত্র পুত্রের জীবনদান করুন। পুত্র, তুমি নিষ্পাপ হইয়াও যখন এই পাপকর্মার দ্বারা নিহত হইয়াছ, তখন তুমি আমার সত্যের প্রভাবে অবিলম্বে বীরলোকে যাও। পুত্র, বীরগণ

* জলজাত পদ্মাদির মূল

সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া সম্মুখযুদ্ধে নিহত হইলে যে গতি লাভ করেন, তুমি সেই পরমগতি লাভ কর। বৎস, বেদাধ্যয়নে যে গতি লাভ হয়, তপস্যায় যে গতি হইয়া থাকে এবং ভূমিদাতা, অগ্নিহোত্রী, একপত্নীব্রত, সহস্র-গো-দানকারী, গুরুসেবাপরায়ণ ও স্বর্গকামনায় প্রায়োপবেশনাদিদ্বারা যাঁহারা দেহত্যাগ করেন তাঁহারা যে গতি প্রাপ্ত হন, তোমারও সেই গতি লাভ হউক। পুত্র, তপস্বিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ অশুভগতি প্রাপ্ত হয় নাই, তুমি যাহার দ্বারা নিহত হইয়াছ, সেই অশুভগতি লাভ করিবে।

কাতরভাবে বার বার এইরূপ বিলাপ করিয়া পরে সেই মুনি পুত্রের উদ্দেশে সস্ত্রীক তর্পণ করিলেন। তখন মুনিপুত্র দিব্যরূপ ধারণ করিয়া ইন্দ্রের সহিত দ্রুত স্বর্গারোহণ করিলেন। যাইবার সময় মুনিকুমার তাঁহার মাতাপিতাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—আপনাদের সেবা করিয়া আমি মহৎ-লোক লাভ করিয়াছি, আপনারাও শীঘ্র আমার নিকট আসিবেন।

তারপর সেই মহাতেজা মুনি আমাকে বলিলেন,— রাজা, তুমি আমার একমাত্র পুত্রকে শরাঘাতে নিহত করিয়া আমাকে পুত্রহীন করিয়াছ, সুতরাং তুমি আমাকে এখনই বধ কর—মৃত্যুতে আমার কোন কষ্ট হইবে না। যদিও তুমি না জানিয়া আমার বালক পুত্রকে বধ করিয়াছ, তথাপি আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেছি, আমার মত তোমাকেও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। পরে করুণভাবে নানারূপ বিলাপ করিয়া সেই মুনিদম্পতি চিতারোহণে স্বর্গে গেলেন।

দেবী, চিন্তা করিতে করিতে আমি পূর্বে বালবুদ্ধিবশে শব্দবেধী বাণ প্রয়োগ করিতে গিয়া যে পাপকার্য করিয়াছিলাম, তাহা আমার

স্মরণ হইতেছে। কুপথ্য অন্নব্যঞ্জন ভোজনে যেমন ব্যাধি হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ কার্যের ফলে আমার এই দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। এই কথা বলিয়া উদ্বিগ্নচিত্ত রাজা দশরথ কাঁদিতে কাঁদিতে আবার রামজননীকে বলিলেন,—কৌশল্যা, পুত্রশোকেই আমার প্রাণ যাইবে। তোমাকে আর আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি আমাকে স্পর্শ কর—যমালয়ে গমনোন্মুখ (অর্থাৎ মুমূর্ষু) ব্যক্তিরা দেখিতে পায় না। বোধ হয় রাম এখন আমাকে একবার স্পর্শ বা ধনভাণ্ডার গ্রহণ করিলে, অথবা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে আমি বাঁচিতে পারিতাম। দেবী, আমি রামের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি তাহা আমার যোগ্য হয় নাই, কিন্তু তিনি আমার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছে। কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি পুত্র দুর্বৃত্ত হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন? আর কোন্ পুত্রই বা পিতার দ্বারা নির্বাসিত হইলে তাঁহার প্রতি অসূয়া-প্রদর্শন না করিয়া থাকে? কৌশল্যা, আমি তোমাকে চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না, আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইতেছে। এই-যে যমদূতগণ আমাকে লইয়া যাইতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। আমি যে মৃত্যুকালেও রামকে দেখিতে পাইলাম না, তাহা হইতে অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? সূর্যালোক যেরূপ অল্প জল থাকিলে তাহা শোষণ করে, সেইরূপ সেই অতুলকর্মা পুত্রের অদর্শনজনিত শোক আমার প্রাণ শোষণ করিতেছে। চতুর্দশ বৎসরান্তে যাঁহারা আবার রামকে দেখিতে পাইবেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন—তাঁহারা দেবতা। তাঁহারাই ধন্য। কৌশল্যা, এখন আমি মোহগ্রস্ত হওয়ায় আমার হৃদয় অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং আমি শব্দ স্পর্শ

রস ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ও উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। তৈল নিঃশেষিত হইয়া আসিলে প্রদীপের রশ্মি যেমন নিষ্প্রভ হয়, সেইরূপ হৃদয় অবসন্ন হওয়ায় আমার ইন্দ্রিয়সকল বিকল হইয়া উঠিতেছে। হায় মহাবাহু রাম! হা আমার ক্লেশনাশন! হা পিতৃবৎসল! হা আমার রক্ষক! হায় পুত্র! তুমি এখন কোথায় গেলে? হায় কৌশল্যা! হায় দুঃখিনী সুমিত্রা! আমি যে আর তোমাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না! হায় আমার অহিতকারিণী, নিষ্ঠুরা, কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী!—এইভাবে কৌশল্যার ও সুমিত্রার নিকট শোক করিতে করিতে রাজা দশরথের জীবন শেষ হইয়া আসিল। তারপর অর্ধরাত্র অতীত হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। (৬৪ সর্গ)

১৮

রাজমহিলাদের রোদন—তৈলদ্রোণীমধ্যে দশরথের মৃতদেহ স্থাপন—অরাজকরাজ্যের দোষ বর্ণন—রাজদূতদিগের গিরিব্রজে গমন (৬৫—৬৮ সর্গ)

পরদিন বন্দী সূত মাগধ ও গায়কগণ যথারীতি রাজার গুণগান করিতে করিতে রাজভবনে উপস্থিত হইল এবং সমগ্র প্রাসাদ সেই স্তুতিশব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। পাণিবাদকদিগের করতালির শব্দে রাজপুরীমধ্যে যে-সকল পক্ষী বৃক্ষশাখায় ও পিঞ্জরে প্রসুপ্ত ছিল, তাহারা জাগরিত হইয়া কলরব করিতে লাগিল। তারপর শুদ্ধাচার ও সেবাকুশল পরিচারকেরা পূর্বের মত সেখানে আসিল। তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও নপুংসকের সংখ্যাই অধিক। স্নান-

কার্যদক্ষেরা রাজার স্নানার্থ স্বর্ণকলসীতে করিয়া হরিচন্দনবাসিত* জল লইয়া আসিল। শুদ্ধাচারিণী নারীরা—অধিকাংশই কুমারী—মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয় দ্রব্যাদি, পরিধেয় বস্ত্র ও আভরণাদি এবং আচমনীয় গঙ্গাজলাদি লইয়া উপস্থিত হইল। নানারূপ সুগুণ ও শোভন দ্রব্যাদি সেখানে সংগৃহীত হইল। কিন্তু সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও রাজার দেখা না পাইয়া সকলে শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

তখন কৌশল্যাদি ব্যতীত দশরথের অন্য যে-সকল স্ত্রী তাঁহার শয়নাগারের সন্নিকটে ছিলেন, তাঁহারা সেখানে আসিয়া যথোচিত বিনীতভাবে রাজার শয্যা স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা রাজার হৃদয়ে ও হস্তের নাড়ীতে† স্পন্দন নাই দেখিয়া তাঁহার জীবনসম্বন্ধে শঙ্কিত হইলেন এবং প্রতিকূল স্রোতের মধ্যস্থিত তৃণের অগ্রভাগের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে উচ্চ-স্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

পুত্রশোকাতুরা কৌশল্যা ও সুমিত্রা তখন অবসন্নভাবে রাজার পার্শ্বে ঘুমাইতেছিলেন। সপত্নীগণের রোদনধ্বনিতে তাঁহাদের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। তাঁহারা রাজাকে দেখিয়া এবং তাঁহার দেহ স্পর্শ করিয়া 'হা ভর্তা!' বলিয়া ভূতলে পড়িলেন। তখন কৈকেয়ী প্রভৃতিও শোকসন্তপ্তচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানে আসিলেন এবং অচেতন হইয়া ভূপতিত হইলেন। তারপর সেই সুদুঃখিতা রাজমহিলারা করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে পরস্পরের হস্তধারণ ও রাজাকে বেষ্টন করিয়া অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন। (৬৫ সর্গ)

* পীতচন্দনে সুবাসিত।

† সঙ্কলনাড়িষু (মূল)—হৃদয় ও করমূলের নাড়ীতে। (রা-তিলক)

নানা শোকে ক্লিষ্টা ও অশ্রুপূর্ণলোচনা কৌশল্যা স্বর্গগত ভূপতি দশরথকে নির্বাপিত অগ্নি, জলহীন সমুদ্র ও প্রভাহীন সূর্যের ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত দেখিয়া তাঁহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন,—নিষ্ঠুরা দুষ্টচারিণী কৈকেয়ী, তুমি রাজার মৃত্যু ঘটাইয়া পূর্ণকামা হইলে, এখন নিষ্কণ্টকে ও একমনে রাজ্য ভোগ কর। রাম আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, আমার স্বামীও স্বর্গে গেলেন, এখন দুর্গম পথে সহায়হীন পথিকের ন্যায় হইয়া আমি আর বাঁচিতে চাই না। দেবতুল্য স্বামীর মৃত্যু হইলে, ধর্মত্যাগিনী কৈকেয়ী ভিন্ন আর কোন্ স্ত্রীলোক বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে? লুব্ধ ব্যক্তি মাকাল ফল খাইয়াও তাহার দোষ বুঝিতে পারে না। হায়, কুব্জার জন্য কৈকেয়ী হইতে রঘুকুল বিনষ্ট হইল। পতিব্রতার ধর্মানুসারে আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব, স্বামীর এই দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিব।

তখন অমাত্যগণ স্বামীর দেহ আলিঙ্গনে বিলপমানা কৌশল্যাকে সেখান হইতে স্থানান্তরিত করাইলেন। সেই সর্ব-বিষয়ে অভিজ্ঞ মন্ত্রিগণের সকল রাজপুত্রের অনুপস্থিতিতে রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার মত হইল না, তাঁহারা বশিষ্ঠাদির আদেশে মৃতদেহ তৈলপূর্ণ দ্রোণে* রাখিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া রাজমহিলারা শোকাকুল হইয়া নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

রাজা দশরথ বিহনে অযোধ্যানগরী যেন নক্ষত্রশূন্যা রজনী ও পতিহীনা রমণীর ন্যায় সৌন্দর্যহীন হইয়া উঠিল। সে স্থানের পুরুষেরা অশ্রুসিক্ত, পুরনারীরা হাহাকারপ্রবণ এবং চত্বর ও গৃহের প্রান্তভাগ-

* দ্রোণ—জালা (বড় কলসী বিশেষ—সাধারণতঃ পেটমোটা)।

সকল সম্মার্জনাদিবিহীন হওয়ায় আর পূর্বের ন্যায় শোভাবিস্তার করিতে থাকিল না। নরনারীরা দলে দলে মিলিত হইয়া কৈকেয়ীর নিন্দা করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল। (৬৬ সর্গ)

পরদিন সূর্যোদয় হইলে, রাজকার্যনির্বাহক ব্রাহ্মণগণ রাজসভায় সমবেত হইলেন। মার্কণ্ডেয় মৌদ্‌গল্য বামদেব কশ্যপ কাত্যায়ন গৌতম জাবালি ও অমাত্যগণ প্রধান রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—রাজা দশরথ পুত্রশোকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, সেজন্য দুঃখে যে রাত্রি আমাদের নিকট শতবর্ষের ন্যায় বোধ হইয়াছিল, তাহা অতীত হইয়াছে। মহারাজ স্বর্গস্থ, রাম বনবাসী, লক্ষ্মণও রামের সহিত গিয়াছেন, আর ভরত ও শত্রুঘ্ন—এই দুইজনও মাতামহের আলয়ে বাস করিতেছেন। আমাদের এই রাজ্য রাজার অভাবে বিনষ্ট হইতে পারে, অতএব আপনি আজই অযোধ্যায় উপস্থিত ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের মধ্যে কাহাকেও রাজা করুন। অরাজক জনপদে বিদ্যুন্মালাযুক্ত ভীষণ-গর্জনকারী মেঘ পৃথিবীকে দিব্য বারিধারায় অভিষিক্ত করে না, বীজবপন হয় না, পুত্র পিতার ও স্ত্রী স্বামীর বশে থাকে না, ধন ও স্ত্রী রক্ষা করা যায় না, সত্যব্যবহার থাকে না, লোকেরা কোন সভা* করে না, হৃষ্টচিত্তে রমণীয় উদ্যান ও পুণ্যগৃহাদি (দেবায়তনাদি) নির্মাণ করে না, দ্বিজাতিগণ যজ্ঞশীল হন না, জিতেন্দ্রিয় ব্রতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরাও মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন না, অতিধনবান ব্রাহ্মণেরাও মহাযজ্ঞ করিয়া পুরোহিতদিগকে উপযুক্ত দক্ষিণা দেন না। অরাজক রাজ্যে নট ও নর্তককুল-তুষ্টিকর উৎসবাদি এবং রাষ্ট্রোন্নতিকারক সভাদি হয় না, পণ্যজীবিগণ

* আসর বৈঠক বা মজলিস

অর্থোপার্জনে বিফলকাম হইয়া থাকে, পুরাণাদি কথা শ্রবণে অনুরাগী লোকেরাও পৌরাণিকগণের কথায় অনুরাগ প্রদর্শন করে না, স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা কুমারীরা সায়াহ্নে একত্র হইয়া (অর্থাৎ দলে দলে) ক্রীড়ার্থ উদ্যানে যাইতে পারে না, সম্পন্ন কৃষক ও গো-পালকেরা সুরক্ষিত হইলেও গৃহের দরজা খুলিয়া শয়ন করিতে পারে না। রাজাহীন রাজ্যে বিলাসীরা রমণীদের সহিত দ্রুতগামী রথাদি আরোহণে বনবিহারে বাহির হন না, বিশালদন্ত ঘণ্টালঙ্কৃত ষষ্টিবর্ষীয় হস্তীরা রাজপথে বিচরণ করে না, অস্ত্রাভ্যাসে নিরত নিয়ত শরনিক্ষেপকারী বীরগণের তলধ্বনি* শুনিতে পাওয়া যায় না, দূরগামী বণিকেরা নানারূপ পণ্যদ্রব্য লইয়া নিরাপদে পথ চলিতে পারে না। যিনি সর্বদা মনে মনে পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে করিতে একাকী চলিয়া থাকেন এবং যেখানে সন্ধ্যা হয় সেখানেই বাস করেন, এইরূপ জিতেন্দ্রিয় মুনিও অরাজক দেশে বিচরণ করেন না। অরাজক দেশে অপ্রাপ্ত-বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত-বস্তুর রক্ষা হয় না, সৈন্যগণ যুদ্ধে শত্রুর পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না, মনুষ্যেরা ভূষিত হইয়া অশ্ব বা রথ আরোহণে সহসা বহির্গত হয় না, শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিগণ বন বা উপবনে বাস করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতে পারেন না, লোকে নিয়মনিষ্ঠ হইয়া দেবার্চনার জন্য মাল্য মোদক ও দক্ষিণা প্রদান করিতে পারে না, রাজকুমারেরা চন্দন ও অগুরুভূষিত হইয়া বসন্তকালের বৃক্ষসকলের ন্যায় বিরাজ করেন না। জলহীন নদী, তৃণহীন বন ও রাখালবিহীন গোসমূহের যেমন অবস্থা হয়, অরাজক রাজ্যেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। অরাজক দেশে কেহই কাহারও আত্মীয় নয়,

* যুদ্ধোৎসাহজনক জ্যাসংযুক্ত করতলশব্দ।

সেখানকার লোকেরা মৎস্যগণের ন্যায় সর্বদা পরস্পরকে বিনাশ করে* এবং যে-সকল সদাচারভ্রষ্ট নাস্তিক পূর্বে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহারাও নিঃশঙ্কচিত্তে প্রভুত্বস্থাপনে সচেষ্ট হয়। চক্ষু যেমন প্রতিনিয়ত শরীরের হিতসাধনে ও অহিতনিবারণে নিযুক্ত থাকে, তেমনি রাজাই সর্বদা রাজ্যের হিতসাধনে ও অহিত-নিবারণে নিয়োজিত থাকেন। রাজাই সত্য ও ধর্মের এবং কুলীন-দিগের কুলাচারের প্রবর্তক, রাজাই সকলের মাতাপিতাস্থানীয়, রাজাই মনুষ্যগণের মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। রাজা তাঁহার মহৎ চরিত্রের জন্য যম কুবের ইন্দ্র ও বরুণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই পৃথিবীতে সৎ ও অসতের ব্যবস্থাপক রাজা না থাকিলে, ইহা অন্ধকারের ন্যায় হইত—কিছুই বুঝিতে পারা যাইত না। সমুদ্র যেরূপ বেলাভূমি অতিক্রম করে না, সেইরূপ মহারাজ দশরথের জীবদ্দশায় আমরা কেহই আপনার বাক্য লঙ্ঘন করি নাই, এখনও করিব না। দ্বিজবর, রাজাহীন রাজ্য অরণ্যতুল্য, সুতরাং আমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া আপনি ইক্ষ্বাকু-কুলনন্দন কুমার ভরতকে বা অন্য কাহাকেও† রাজপদে অভিষিক্ত করুন। (৬৭ সর্গ)

বশিষ্ঠ উত্তরে বলিলেন,—রাজা দশরথ ভরতকে রাজ্য দিয়াছেন। তিনি ও শত্রুঘ্ন এখন মাতুলালয়ে আছেন। তাঁহাদের আনিবার জন্য দূতেরা শীঘ্র অশ্বারোহণে সেখানে যাক্। এ বিষয়ে আমাদের বিবেচনা করিবার কি আছে?‡ তখন সকলে বশিষ্ঠের কথায় সম্মতি

* অর্থাৎ বৃহৎ মৎস্যেরা যেরূপ ক্ষুদ্র মৎস্যদিগকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ সবল ব্যক্তিরা দুর্বল ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করে— দুর্বলের উপর অত্যাচার করে।

† কুমারমিক্ষ্বাকুসুতং তথান্যং (মূল)—ইক্ষ্বাকুসুতং ভরতং তথান্যং বা। (রামায়ণতিলক)

‡ অর্থাৎ বিবেচনা করিবার কিছুই নাই।

জানাইলে, তিনি সিদ্ধার্থ প্রভৃতি অমাত্যগণকে বলিলেন,—তোমরা শীঘ্র দ্রুতগামী অশ্বে চড়িয়া রাজগৃহনগরে যাও। আমাদের নাম করিয়া ভরতকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে এবং বলিবে, জরুরী কোন কাজের জন্য তাঁহার অবিলম্বে এখানে আসা দরকার। কিন্তু তোমরা রামের নির্বাসনের ও পিতা দশরথের মৃত্যুর অশুভ সংবাদ ভরতকে বলিও না। তোমরা কেকয়রাজ ও ভরত-শত্রুঘ্নের জন্য কৌশেয় বসন ও উৎকৃষ্ট ভূষণাদি লইয়া শীঘ্র রওনা হও।

দূতেরা পাথেয়াদি লইয়া সত্বর তাঁহাদের পছন্দমত বেগবান অশ্বে কেকয়রাজ্যে* চলিলেন। তাঁহারা অযোধ্যা হইতে পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া, অপরতাল ও প্রলম্বদেশের মধ্যে প্রবাহিতা মালিনী নদী পার হইয়া† (অথবা মালিনী নদীর তীরপথে বা তীর ধরিয়া‡) উত্তরদিকে গেলেন। তারপর তাঁহারা পঞ্চালদেশ অতিক্রম করিয়া এবং হস্তিনাপুরের নিকটে গঙ্গা পার হইয়া কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া পশ্চিম দিকে গেলেন। পরে তাঁহারা দ্রুতগমনে রমণীয়া শরদণ্ডা নদী পার হইলেন এবং দেবাধিষ্ঠিত নিকুল নামক বৃক্ষের নিকট যাইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কুলিঙ্গা নগরীতে প্রবেশ করিলেন। তারপর তাঁহারা তেজোভিভবন অতিক্রম করিয়া অভিকালের+ নিকটে আসিয়া ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের পিতৃপিতামহসেবিতা পুণ্যা ইক্ষুমতী নদী পার হইলেন এবং ঐ নদীর তীরবাসী অঞ্জলিমাত্র-জলপায়ী** বহ্লীকদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে দর্শন করিয়া, সেই দেশের

---

* কেকয়রাজ্য পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমে (মতান্তরে কাশ্মীরে) অবস্থিত ছিল।

† রামায়ণতিলক। ‡ রামায়ণভূষণ।

+ তেজোভিভবন ও অভিকাল দুইটি গ্রাম। (রা-তিলক, শিরোমণি ও ভূষণ)

** অর্থাৎ যাঁহারা অঞ্জলিমাত্র জল পান করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত থাকেন।

মধ্য দিয়া যাইয়া সুদামা পর্বতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বিষ্ণুর পদচিহ্ন দেখিয়া তাঁহারা বিপাশা শাল্মলী ইত্যাদি নদী অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের বাহনেরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাঁহারা দ্রুত সেই অতিদূর পথ নিরুপদ্রবে অতিবাহিত করিয়া রাত্রিকালে গিরিব্রজ* নগরে উপনীত হইলেন। (৬৮ সর্গ)

১৯

ভরতের স্বপ্নবর্ণন—অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন—কৈকেয়ী ও ভরতের কথোপকথন (৬৯-৭২ সর্গ)

যে রাত্রে সেই দূতেরা গিরিব্রজে আসিলেন, ভরত সেই রাত্রে এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। ভরতের বন্ধুরা তাঁহার মনোদুঃখ দূর করিবার জন্য নানা কথার অবতারণা এবং নৃত্যগীত-বাদ্য ও হাস্যরসপ্রধান নাটকাদি (প্রহসনাদি) অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ভরত কিছুতেই প্রফুল্ল হইলেন না। তখন তাঁহার একজন প্রিয়সখা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সখা, বন্ধুগণ তোমার চিত্তবিনোদনের জন্য নানা চেষ্টা করিতেছেন, তথাপি তুমি প্রফুল্ল হইতেছ না কেন ?

ভরত উত্তর করিলেন,— ভাই, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমার পিতার বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে, তিনি পর্বতের শিখর হইতে মুক্তকেশে গোময়পূর্ণ পঙ্কিল হ্রদে পড়িয়া ভাসিতেছেন এবং হাসিতে হাসিতে বার বার অঞ্জলি করিয়া তৈল পান করিতেছেন। পরে তিনি পুনঃ পুনঃ নতশিরে তিলমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়া

* কেকয়রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহের অন্য নাম গিরিব্রজ।

তৈলাক্তদেহে তৈলেই অবগাহন* করিতেছেন। আমি আরও দেখিলাম, যেন সাগর শুষ্ক, চন্দ্র ভূতলে পতিত, জগৎ অন্ধকারে সমাবৃত হইয়া তিরোহিত, রাজার বাহন হস্তীর দন্তসকল ভগ্ন, জ্বলন্ত অগ্নি সহসা নির্বাপিত, পৃথিবী বিদীর্ণ, বৃক্ষগুলি শুষ্ক এবং পর্বতসকল বিধ্বস্ত ও ধূমে আচ্ছন্ন হইয়াছে। আবার দেখিলাম, পিতা কৃষ্ণবর্ণ বসন পরিধান করিয়া কৃষ্ণলৌহনির্মিত আসনে বসিয়া আছেন এবং কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণা রমণীরা তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। তারপর দেখিলাম, তিনি রক্তচন্দনে চর্চিত হইয়া ও রক্তবর্ণ মাল্য ধারণ করিয়া গর্দভযোজিত রথে দ্রুত দক্ষিণদিকে যাইতেছেন এবং রক্তবস্ত্রপরিহিতা একটি স্ত্রীলোক যেন তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছে ও বিকৃতাননা এক রাক্ষসী তাঁহাকে ধরিয়া টানিতেছে। এই স্বপ্ন হইতে বুঝিতে পারিতেছি, আমার, রামের, রাজা দশরথের বা লক্ষ্মণের—যে কেহ একজনের মৃত্যু হইবে। স্বপ্নে কাহাকেও গর্দভ-যোজিত রথে যাইতে দেখিলে, শীঘ্রই তাহার চিতাধূমের শিখা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই আমি কাতর হইয়াছি এবং তোমাদের কথায় আনন্দলাভ করিতে পারিতেছি না। আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, মনও সুস্থ নাই। আমি ভয়ের কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু মনে ভয় হইতেছে। আমার স্বর ভগ্ন ও কান্তি ম্লান হইয়াছে, নিজকে যেন নিন্দনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে, অথচ তাহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। এই অচিন্ত্যপূর্ব ও বিচিত্র দুঃস্বপ্ন দেখিবার পর হইতে রাজা দশরথকে আর দেখিতে পাইব না বোধে আমার মনে যে মহাভয়ের উদ্রেক হইয়াছে তাহা কিছুতেই দূর হইতেছে না। (৬৯ সর্গ)

---

* সর্বাঙ্গ ডুবাইয়া স্নান।

এমন সময় সিদ্ধার্থ প্রভৃতি দূতেরা রাজগৃহ নগরে কেকয়রাজ ও তাঁহার পুত্রের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। পরে সেই দূতেরা ভরতকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বশিষ্ঠের নির্দেশমত সকল কথা বলিলেন এবং তাঁহার মাতামহ ও মাতুলকে দিবার জন্য বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণ-গুলি দিলেন।

তখন ভরত তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিতা কুশলে আছেন তো? মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের মঙ্গল তো? ধর্মজ্ঞা ধর্মপরায়ণা ধর্মবাদিনী* পূজনীয়া কৌশল্যার কোনরূপ অসুখ করে নাই তো? মধ্যমা মহিষী ধর্মজ্ঞা সুমিত্রা সুস্থ আছেন তো? সতত স্বার্থপরা, উদ্ধতস্বভাবা, ক্রোধনপ্রকৃতি ও প্রজ্ঞাভিমানিনী† আমার মাতা কৈকেয়ীর কোন রোগ হয় নাই তো? তিনি কি বলিয়া দিয়াছেন?‡

দূতগণ বলিলেন,— নরশ্রেষ্ঠ, আপনি যাঁহাদের কুশল কামনা করিতেছেন, তাঁহারা কুশলে আছেন। এখন পদ্মালয়া লক্ষ্মী (অর্থাৎ রাজলক্ষ্মী) আপনাকে বরণ করিতেছেন, আপনি যাত্রার জন্য রথ যোজনা করিতে আদেশ করুন।**

ভরত মাতামহ ও মাতুলের অনুমতি লইয়া শত্রুঘ্নের সহিত অযোধ্যা যাইবার জন্য রথে আরোহণ করিলেন। কেকয়রাজ

---

* যিনি সকলকে ধর্মানুষ্ঠান করিতে বলেন।

† আপনাকে বিশেষ জ্ঞানশালিনী বোধে গর্ববতী।

‡ আত্মকামা সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী।
অরোগা চাপি মে মাতা কৈকেয়ী কিমুবাচ হ॥ (৭০।১০)

** কুশলাস্তে নরব্যাঘ্র যেষাং কুশলমিচ্ছসি।
শ্রীশ্চ ত্বাং বৃণুতে পদ্মা যুজ্যতাং চাপি তে রথঃ॥ (৭০।১২)

তাঁহাদিগকে সমাদর করিয়া বহু উৎকৃষ্ট হস্তী, বিচিত্র কম্বল মৃগচর্মাদি, বৃহৎ-দন্তশালী মহাকায় ও বলবীর্যে ব্যাঘ্রতুল্য অনেক কুকুর, দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও ষোল শত অশ্বাদি উপহার দিলেন। কেকয়রাজের আদেশে তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত অমাত্য ভরতের সহিত চলিলেন। ভরতের মাতুল যুধাজিৎ তাঁহাকে ইন্দ্রশিরোদেশ-জাত ঐরাবতকুলোৎপন্ন অনেকগুলি প্রিয়দর্শন হস্তী ও সুশিক্ষিত দ্রুতগামী গর্দভ ইত্যাদি দিলেন। কিন্তু ভরত তখন অযোধ্যা যাইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া মাতামহ ও মাতুল-প্রদত্ত সেই সকল মূল্যবান বস্তু লাভেও বিশেষ আনন্দিত হইলেন না। উপরন্তু স্বপ্নদর্শনে ও দূতেরা অযোধ্যায় যাইবার জন্য তাগিদ দেওয়ায় তখন তাঁহার মনে বিষম চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল। (৭০ সর্গ)

ভরত রাজগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পূর্বাভিমুখে চলিলেন এবং সুদামা নদী অতিক্রম করিয়া সুবিস্তীর্ণা পশ্চিমবাহিনী হ্লাদিনী নদী ও শতদ্রু নদী পার হইলেন। তারপর ঐলধানে আর একটি নদী পার হইয়া অপরপর্বত প্রভৃতি জনপদের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। পরে তিনি শিলা ও আকুর্বতী নদী অতিক্রম করিয়া আগ্নেয় ও শল্যকর্ষণ প্রদেশে আসিলেন। তারপর শিলাবহা নদী দর্শন ও বহু সুবৃহৎ পর্বত লঙ্ঘন করিয়া তিনি চৈত্ররথ বনের দিকে অগ্রসর হইলেন। অনন্তর তিনি গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে উপনীত হইয়া বীরমৎস্য প্রভৃতি দেশের উত্তর দিক দিয়া ভারুণ্ড-বনে প্রবেশ করিলেন। পরে পর্বতপরিবৃতা বেগবতী কুলিঙ্গা নদী পার হইয়া যমুনার নিকটে আসিলেন এবং সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। পরিশ্রান্ত অশ্বদিগের শরীর জলসেকে শীতল করাইয়া তাহাদিগকে বিশ্রাম করাইলেন এবং নিজেও সেখানে স্নান

ও জলপানাদি করিয়া, সঙ্গে কিছু জল লইয়া আবার চলিলেন। পথিমধ্যে তিনি জনসমাগমশূন্য মহারণ্য পার হইলেন। পরে অংশুমানে আসিয়া মহানদী গঙ্গা পার হওয়া দুঃসাধ্য দেখিয়া তিনি ত্বরিতগমনে প্রাগ্বট নামক বিখ্যাত নগরে উপনীত হইলেন। সেখানে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া কুটিকোষ্টিকা নদীর নিকটে আসিলেন এবং তাহা অতিক্রম করিয়া ধর্মবর্ধনের দিকে যাইতে লাগিলেন। তৎপর ভরত তোরণের দক্ষিণভাগ দিয়া জম্বুপ্রস্থে যাইয়া সেখান হইতে মনোরম বরূথ-গ্রামে গেলেন। সেখানকার রমণীয় বনে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রাতে তিনি পূর্বাভিমুখে উজ্জিহানা নগরীর কদম্ব-বৃক্ষপূর্ণ উপবনের দিকে চলিলেন। সেখানে আসিয়া রথে দ্রুতগামী অশ্বসকল যোজনা করিলেন এবং সঙ্গের সৈন্যদিগকে ধীরে ধীরে আসিতে আদেশ করিয়া নিজে ত্বরিতগতিতে যাইতে লাগিলেন। তারপর সর্বতীর্থে রাত্রিবাস করিয়া পরদিন নানা জাতীয় পার্বত্য অশ্বগণের সাহায্যে উত্তরগা ও অন্যান্য নদী অতিক্রম করিলেন এবং হস্তিপৃষ্ঠকে আসিয়া কুটিকা উত্তীর্ণ হইয়া লোহিত্যে কপীবতী, একমালে স্থাণুমতী ও বিনতে গোমতী নদী পার হইলেন। পরে ভরত কিলঙ্গ নগরের নিকটস্থিত শালবনে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার বাহনেরা পরিশ্রান্ত হইলেও তিনি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রজনীমধ্যে তিনি সেই বন অতিক্রম করিয়া সূর্যোদয়কালে অযোধ্যা নগরী দেখিতে পাইলেন। সাত রাত্রি পথে পথে কাটাইবার পর ভরত সম্মুখে সেই নগরী দেখিয়া সারথিকে বলিলেন,—সারথি, আজ অযোধ্যাকে যেন বিশেষ প্রফুল্ল বলিয়া বোধ হইতেছে না।* পূর্বে ইহার চারিদিক হইতেই

* অর্থাৎ নিরানন্দ বলিয়া বোধ হইতেছে।

নরনারীদের তুমুল কোলাহল শুনিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু আজ তাহা শুনিতে পাইতেছি না। পূর্বে বিলাসী ব্যক্তিরা সায়াহ্নে যে-সকল উদ্যানে প্রবেশ করিয়া বিহার করিত এবং প্রাতে সেখান হইতে বহির্গত হইয়া নিজ নিজ গৃহাভিমুখে ছুটিত, বিলাসীরা না আসায় সেগুলি যেন আজ রোদন করিতেছে। সারথি, অযোধ্যা নগরীকে আমার যেন অরণ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রধান প্রধান লোকদিগকে এখন আর পূর্বের মত হস্তী অশ্ব ও যান আরোহণে সেখান হইতে বাহিরে যাইতে বা সেখানে আসিতে দেখা যাইতেছে না। যে-সকল উদ্যান পূর্বে বিলাসমত্ত ও আনন্দোৎফুল্ল জনগণে সমাকুল থাকিত এবং কুসুম ও লতাগৃহাদি বিহারের বিশেষ উপযোগী দ্রব্যনিচয়ে শোভিত হইয়া বিরাজ করিত, সেগুলি আজ সকল রকমেই যেন নিরানন্দ দেখাইতেছে। প্রত্যেক পথেই বৃক্ষ-সকল যেন পত্রমোচনচ্ছলে রোদন করিতেছে। আজ পূর্বের ন্যায় চন্দন ও অগুরু-মিশ্রিত ধূপগন্ধে পূরিত (অর্থাৎ সুবাসিত) নির্মল রমণীয় বায়ু প্রবাহিত হইতেছে না কেন ? পূর্বে এখানে ভেরী মৃদঙ্গ ও বীণা হইতে সর্বদা মনোরম ধ্বনি উত্থিত হইত, আজ কি জন্য তাহা নিবৃত্ত হইয়াছে ? তাহার উপর অশুভসূচক নানারূপ কুলক্ষণ দেখিয়া আমার মন অবসন্ন হইতেছে। মনে হইতেছে, আমার আত্মীয়স্বজনেরা নিশ্চয়ই কুশলে নাই।

ভরত উদ্বিগ্নচিত্তে তাড়াতাড়ি বৈজয়ন্ত নামক দ্বার দিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। দ্বারিগণ উঠিয়া তাঁহাকে বিজয়প্রশ্ন করিল এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ভরত তাহাদিগকে ফিরিতে বলিয়া ব্যাকুলহৃদয়ে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন,—গৃহগুলির দ্বার উন্মুক্ত, তাহারা অপরিচ্ছন্ন ও সর্বপ্রকারে শ্রীহীন হইয়া উঠিয়াছে।

দেবালয়গুলি জনশূন্য, সেখানে দেবার্চনা ও যজ্ঞাদি হইতেছে না। দোকানপাট বন্ধ। নগরের স্ত্রীপুরুষ সকলকেই যেন কাতর মলিন অশ্রুপূর্ণলোচন উৎকণ্ঠিত ও শীর্ণ দেখাইতেছে। সেই সকল অশুভ লক্ষণ দর্শনে দুঃখিত হইয়া ভরত অপ্রসন্নচিত্তে ও অবনতমস্তকে পিতার আলয়ে প্রবেশ করিলেন। (৭১ সর্গ)

সেখানে পিতাকে দেখিতে না পাইয়া ভরত মাতার গৃহে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কৈকেয়ী উৎফুল্লচিত্তে স্বর্ণাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ভরত জননীর চরণবন্দনা করিলেন। কৈকেয়ী ভরতের মস্তক আঘ্রাণ ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন এবং সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভরত কৈকেয়ীকে তাঁহার অভিলষিত সকল সংবাদ দিয়া বলিলেন,—মা, এখন আমি তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর দাও। ইক্ষ্বাকু-কুলের লোকদিগকে অপ্রফুল্ল দেখিতেছি কেন ? তোমার স্বর্ণভূষিত পর্যঙ্ক শূন্য (পিতা দশরথহীন) কেন ? পিতাকে দেখিবার ও তাঁহার চরণবন্দনা করিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি, তিনি কোথায় বল। তিনি কি জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যার গৃহে আছেন ?

তখন কৈকেয়ী প্রিয় সংবাদ দিতেছেন বোধে এই ঘোর অপ্রিয় কথা বলিলেন,—বৎস, অন্তে সকল প্রাণীর যে গতি হয়, তোমার পিতা সজ্জনপ্রতিপালক যজ্ঞশীল তেজস্বী মহাত্মা রাজা দশরথও সেই গতি লাভ করিয়াছেন।

ইহা শুনিয়া পূতচরিত ভরত নিতান্ত কাতর হইয়া, 'হায়, আমি মারা গেলাম!' (আমার সর্বনাশ হইল!) বলিয়া ভূতলে পড়িলেন। তারপর তিনি উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে বিলাপ করিয়া বলিলেন,

—পূর্বে পিতা বর্তমানে তাঁহার এই শয্যা শরৎ-রজনীর চন্দ্রালোকিত নির্মল আকাশের ন্যায় পরম রমণীয় বলিয়া মনে হইত, কিন্তু আজ তাঁহার অভাবে ইহা চন্দ্রহীন আকাশ ও শুষ্কসলিল সাগরের ন্যায় বোধ হইতেছে। এইরূপে ভরত তাঁহার মুখ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে নানা বিলাপ করিতে লাগিলেন।

তখন কৈকেয়ী ভরতকে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন,—মহাযশস্বী রাজকুমার, উঠ উঠ, তুমি ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ কেন? তোমার ন্যায় সজ্জনেরা কখনও শোকে আকুল হন না।

ভরত অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন, তিনি ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া বহুক্ষণ রোদন করিলেন। পরে জননীকে বলিলেন,—রাজা রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, ইহাই ভাবিয়া আমি হৃষ্টচিত্তে মতামহের আলয় হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার বিপরীত হইতেছে দেখিয়া এবং যে পিতা সর্বদা আমাদের প্রিয় ও হিতসাধনে রত থাকিতেন, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মা, আমার অনুপস্থিতিতে রাজা কি রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? রাম প্রভৃতি যাঁহারা পিতার সৎকার করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। পিতা নিশ্চয়ই আমার আগমনের বিষয় জানিতে পারিতেছেন না, নতুবা তিনি অবশ্য তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার মস্তক আঘ্রাণ করিতেন। আমি ধূলিধূসরিত হইলে পিতার যে হস্ত আমার গাত্রের ধূলি মুছাইয়া দিত, সেই সুখস্পর্শ হস্ত এখন কোথায়? মা, যিনি আমার ভ্রাতা বন্ধু ও পিতৃস্থানীয় এবং আমি যাঁহার প্রিয় দাস (সেবক), সেই অক্লিষ্টকর্মা * রামকে শীঘ্র আমার আগমনের সংবাদ জানাও।

* যিনি ইচ্ছা করিয়া কখনও কাহারও কষ্টদায়ক কোন কাজ করেন না

ধার্মিক ও সজ্জনের নিকট জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য সম্মানার্হ, আমি তাঁহার চরণবন্দনা করিব, এখন তিনিই আমার ভরসা। সেই ধর্মাত্মা এখন লক্ষ্মণ ও সীতাসহ কোথায় আছেন?

ভরত শুনিয়া সুখী হইবেন বিবেচনায়* কৈকেয়ী বলিলেন,—পুত্র, রাম চীর পরিধান করিয়া বৈদেহী ও লক্ষ্মণের সহিত মহাবন দণ্ডকে গিয়াছেন। তখন ভরত ভ্রাতার চরিত্র সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা, রাম তো কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করেন নাই? তিনি তো কোন নির্দোষ ধনী বা দরিদ্রের অনিষ্ট করেন নাই? অথবা তিনি তো পরস্ত্রীতে আসক্ত হন নাই? বল, কেন তিনি দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত হইয়াছেন।

চপলপ্রকৃতি কৈকেয়ী বলিলেন,—রাম সেরূপ কোন কিছু করেন নাই। তবে আমি রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়াই তোমার পিতার নিকট তোমার জন্য রাজ্য এবং রামের নির্বাসন প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তোমার পিতাও নিজের সত্য পালনের জন্য সেইরূপই আদেশ করিয়াছেন। পরে তিনি তাঁহার প্রিয়পুত্র রামের অদর্শনে শোকসন্তপ্ত হইয়া পঞ্চত্বলাভ (প্রাণত্যাগ) করিয়াছেন। ধর্মজ্ঞ†, তুমি এখন রাজত্ব গ্রহণ কর, তোমার জন্যই আমি এই সকল করিয়াছি। পুত্র, তুমি শোক করিও না, ধৈর্য ধর, এই নগরী ও রাজ্য নির্বিঘ্নে তোমারই অধীন হইয়াছে। তুমি এখন বশিষ্ঠ প্রভৃতির সাহায্যে শীঘ্র রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হও। (৭২ সর্গ)

* প্রিয়শংসয়া (মূল)—প্রিয়শঙ্কায়া, এতচ্ছ্রবণে ভরতস্য সুখং ভবিষ্যতীতি তর্কেণ। (রামায়ণতিলক)

† ধর্মজ্ঞ (মূল)—রাজনীতিজ্ঞ। (রামায়ণভূষণ)

ভরতের কৈকেয়ীকে তিরস্কার—কৌশল্যার নিকট শপথ (৭৩-৭৫ সর্গ)

পিতার মৃত্যুর ও ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্বাসনের সংবাদ শুনিয়া ভরত দুঃখসন্তপ্তচিত্তে মাতাকে বলিলেন,—আমি পিতা ও পিতৃতুল্য ভ্রাতাকে হারাইয়াছি, আমি হতভাগা, আমার রাজ্য কি কাজে লাগিবে? তুমি রাজাকে পরলোকে পাঠাইয়া এবং রামকে তপস্বী করিয়া আমার ক্ষতস্থানে যেন ক্ষার প্রয়োগ করিয়াছ—আমাকে দুঃখের উপর দুঃখ দিয়াছ। তুমি রঘুকুল নাশ করিবার জন্যই কালরাত্রির ন্যায় আসিয়াছিলে। পিতা জ্বলন্ত অঙ্গার আলিঙ্গন করিয়াও বুঝিতে পারেন নাই। পাপদর্শিনী (পাপপথ-প্রদর্শিনী), তুমি আমার পিতার মৃত্যু ঘটাইয়াছ। কুলনাশিনী, তুমি মোহবেশে এই বংশের সুখ একেবারেই নষ্ট করিয়াছ। তুমি কি জন্য আমার পিতা ধর্মবৎসল মহারাজ দশরথকে বিনাশ করিলে? রাম নির্বাসিত হইলেন কেন এবং তিনি বনেই বা গেলেন কেন? মা, তোমার সংসর্গে পুত্রশোকাতুরা কৌশল্যা ও সুমিত্রার জীবিত থাকা দুষ্কর। রাম নিজের মাতার ন্যায় তোমার সহিতও উত্তম ব্যবহার করিতেন। আর জ্যেষ্ঠাজননী কৌশল্যাও তোমার সঙ্গে ভগিনীর মত ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাপিনী, তুমি তাঁহার মহাত্মা পুত্রকে চীরবল্কল পরাইয়া বনে পাঠাইয়া শোক করিতেছ না কেন? রামকে বনে পাঠাইয়া তুমি কি ফললাভ করিলে? আমি যে রামের প্রতি কিরূপ অনুরক্ত, রাজ্যলুব্ধা হইয়া তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই বলিয়াই বোধহয় এই মহা অনর্থ ঘটাইয়াছ।

আমি সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে না পাইলে, কিসের বলে রাজ্যরক্ষায় উৎসাহ পাইব? সুমেরু পর্বত যেরূপ আত্মরক্ষার জন্য তজ্জাত মেরুবনের আশ্রয় লয়, সেইরূপ মহারাজ দশরথও আত্মরক্ষার্থ সর্বদা মহাতেজা রামকে আশ্রয় করিয়া ছিলেন। তরুণ বৃষভ যেমন মহাবৃষভের বহনযোগ্য গুরুভার বহন করিতে পারে না, তেমনি আমি কোন্ বলে—কেমন করিয়া এই গুরুতর রাজ্যভার বহন করিব? পাপসঙ্কল্পা, রাম তোমাকে সতত মায়ের মত মনে না করিলে, তোমাকে ত্যাগ করিতেও আমার অনিচ্ছা হইত না। সদাচারভ্রষ্টা, আমাদের পূর্বপুরুষগণের দ্বারা নিন্দিত এই বুদ্ধি তোমার কি প্রকারে হইল? নিষ্ঠুরা, আমার বোধ হইতেছে, তুমি রাজধর্ম জান না এবং রাজকুলের চিরন্তন রীতিও তুমি অবগত নও। রাজপুত্রগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠই রাজ্যে অভিষিক্ত হন—রাজাদিগের মধ্যে ইহাই সাধারণ প্রথা এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা এই প্রথা বিশেষভাবে পালন করিয়া থাকেন। তুমি রাজকুলে জন্মিয়াছ, তোমার কিরূপে এমন মতিভ্রম হইল? পাপিষ্ঠা, তুমি আমার জীবনান্তকর এই বিপদ ঘটাইয়াছ, আমি কিছুতেই তোমার বাসনা পূর্ণ করিব না। তোমার অপ্রীতিকর কাজ করিবার জন্য এখনই আমি আমার সেই স্বজনপ্রিয় ভাইকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিব। সেই দীপ্ততেজা রামকে ফিরাইয়া আনিয়া, মনে শান্তিলাভ করিয়া, আমি তাঁহার দাসের মত হইয়া থাকিব।—কৈকেয়ীকে এইরূপ অপ্রীতিকর কথায় ব্যথিত করিয়া ভরত আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। (৭৩ সর্গ)

তারপর তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—নিষ্ঠুরা কৈকেয়ী, তুমি এই রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।

দুষ্টচারিণী, ধর্ম তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন*, সুতরাং তুমি আর স্বামীর জন্য রোদন করিও না।† রাজা দশরথ বা রাম তোমার নিকট কি দোষ করিয়াছিলেন যে, তোমার দ্বারা একই সময়ে তাঁহাদের মৃত্যু ও নির্বাসন ঘটিল? কৈকেয়ী, এই কুলনাশের জন্য তোমার ভ্রূণহত্যার পাপের তুল্য পাপ হইয়াছে, তোমার যেন নরকে গতি হয়—পিতা যে লোকে গিয়াছেন, সেখানে যেন তোমার গতি না হয়। রাজ্যকামুকী, তোমার জন্য আমি অখ্যাতি-লাভ করিলাম। তুমি আমার মাতৃরূপিণী শত্রু। তুমি আমার সহিত কথা বলিও না। তুমি কুলদূষিণী—তোমার জন্য কৌশল্যা, সুমিত্রা ও আমার অন্যান্য মাতারা মহাদুঃখ ভোগ করিতেছেন। তুমি পরমধার্মিক অশ্বপতির কন্যা নও—তুমি আমার পিতৃকুল নাশের জন্য রাক্ষসীরূপে জন্মিয়াছ। তুমি অতি পাপিষ্ঠা, তোমার পাপেই‡ আমি পিতৃহীন, ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং সকলের অপ্রিয় হইলাম। তুমি ধর্মশীলা কৌশল্যাকে পতিপুত্রবিহীন করিয়া কোন্ লোকে যাইবে? তোমাকে অবশ্য নরকে যাইতে হইবে। তুমি ইহলোক ও পরলোকে সর্বদাই দুঃখভোগ করিবে। পাপিনী, সাশ্রুকণ্ঠ পৌরগণ যখন আমাকে নিরীক্ষণ করিবে, তখন আমি কোনরূপেই তোমার পাপকার্যের ভার বহন করিতে পারিব না।**

* পরিত্যক্তাসি ধর্মেণ (মূল)—ভার্যাপতি-ভাবস্য নষ্টত্বাৎ (রামায়ণ-তিলক)। অর্থাৎ ভার্যার পতির প্রতি যেরূপ মনোভাব থাকা উচিত তাহা নষ্ট হওয়ায় কৈকেয়ী ধর্মভ্রষ্টা হইয়াছেন।

† অর্থাৎ কৈকেয়ীর স্বামীর জন্য কাঁদিবার অধিকার নাই।

‡ যৎপ্রধানা তৎপাপং (মূল)—যৎ পাপপ্রধানা তৎপাপফলম্। (রা-তিলক)

** অর্থাৎ কৈকেয়ীর পাপাচরণের জন্য ভরত পৌরগণের সে দৃষ্টি কোন প্রকারেই সহ্য করিতে পারিবেন না।

সুতরাং হয় তুমি অগ্নিতে প্রবেশ কর বা দণ্ডকবনে যাও, নয় কণ্ঠে রজ্জু বাঁধিয়া প্রাণত্যাগ কর—তোমার আর কোন গতি নাই। সত্য-পরাক্রম রাম রাজ্যেশ্বর হইলে আমি কৃতার্থ হইব এবং আমার কলঙ্কও দূর হইবে। এই কথা বলিয়া ভরত আরক্তনয়নে ও শিথিল-বসনে ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। পরে তিনি সর্বালঙ্কারবর্জিত হইয়া উৎসবান্তে ইন্দ্রধ্বজের* মত ভূতলে পড়িয়া রহিলেন। (৭৪ সর্গ)।

বহুক্ষণ পরে গাত্রোত্থান করিয়া ভরত সজলনয়নে দুঃখিতা† মাতার দিকে চাহিয়া অমাত্যগণের মধ্যেই বলিতে লাগিলেন‡,—আমি কখনও রাজ্যকামনা করি নাই এবং সেজন্য মাতাকে মন্ত্রণাও দেই নাই। আমি শত্রুঘ্নের সহিত অতিদূরদেশে ছিলাম, সুতরাং রাজা যে রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহাও জানিতাম না। রাম লক্ষ্মণ ও জানকী যেরূপে নির্বাসিত ও বনবাসী হইয়াছেন, তাহাও জানিতে পারি নাই।

তখন কৌশল্যা ভরতের কণ্ঠস্বরে তিনি আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে চলিলেন। এদিকে ভরতও শত্রুঘ্নের সহিত কৌশল্যার গৃহে আসিতেছিলেন। তাঁহারা কৌশল্যাকে দেখিয়া দুঃখে অভিভূত হইলেন এবং তিনি দুঃখে কাতর ও অচেতনপ্রায়

---

* ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে, রাজারা প্রজাবৃদ্ধির মানসে, ইন্দ্র-দেবতার প্রীত্যর্থে, এই ধ্বজার পূজা করাইয়া উত্তোলন করাইতেন। (প্রকৃতিবাদ)

† কৈকেয়ী তাঁহার ইচ্ছা প্রতিহত ও আশাভঙ্গ হওয়ায় দুঃখিত হইয়াছিলেন। (রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ)

‡ মাতার কার্যকলাপের সহিত ভরতের যে কোন সংস্রব নাই ইহা সকলকে জানাইবার জন্যই তিনি এই সকল কথা বলিলেন।

হইয়া ভূতলে পড়িলে, দুই ভাই তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কৌশল্যাও কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—ভরত, তুমি রাজ্য চাহিয়াছিলে, এখন সেই নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিলে। কিন্তু কুটিলা কৈকেয়ী রামকে চীরবসনে বনে পাঠাইয়া কি ফল লাভ করিল ?* এখন রাম যেখানে আছেন কৈকেয়ী শীঘ্র আমাকেও সেখানে পাঠাইয়া দিক্। অথবা আমি নিজেই সুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া অগ্নিহোত্র সহিত সানন্দে সেখানে যাইব।† কিংবা তুমিই আমাকে সেখানে লইয়া চল।

ইহাতে ক্ষতস্থানে সূচিবিদ্ধ করিলে যেরূপ হয়, নিষ্পাপ ভরত সেইরূপ ব্যথিত হইলেন এবং বিভ্রান্তচিত্তে কৌশল্যার পায়ে পড়িয়া করজোড়ে বলিলেন,—আর্যা, আমি কিছুই জানি না, আমার এ বিষয়ে কোনই দোষ নাই, আর আমার যে রামের প্রতি অগাধ ও অবিচলিত প্রীতি আছে তাহাও আপনি জানেন, তবে আপনি আমাকে তিরস্কার করিতেছেন কেন? সজ্জনশ্রেষ্ঠ রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, তাহার বুদ্ধি যেন কখনও শাস্ত্রানুসারিণী

---

* তুমিও আমার পুত্র, সুতরাং তোমাকে রাজ্যদানে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। কিন্তু তোমার আগমনের পূর্বেই রামকে চীরবসনে বনে পাঠাইয়া, রাজার মৃত্যু ঘটাইয়া কৈকেয়ী যে কি বিশেষ ফল লাভ করিল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। রাম এখানে থাকিলে সেই পিতার কথানুযায়ী তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রক্ষা করিত। (রামায়ণতিলক)

† অগ্নিহোত্র লইয়া যাওয়ার কথায় ভরত রাজার প্রেতকৃত্যে অনধিকারী ইহা সূচিত হইতেছে। অগ্নিহোত্রে জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর অধিকার—সেজন্য ভরত যেন দশরথের প্রেতকার্য না করেন, কৌশল্যার এইরূপ নির্দেশ ব্যক্ত হইতেছে। (রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ)

না হয়। পূজনীয় রাম যাহার ইচ্ছায় বনে গিয়াছেন, তাহার যেন সুপ্তা গাভীকে পদাঘাত করার, পাপাত্মাদের দাসত্ব করার, সূর্যের দিকে মলমূত্র ত্যাগ করার, দুষ্কর* কাজ করাইয়া ভৃত্যকে বেতন না দেওয়ার, পুত্রনির্বিশেষে প্রজাপালনকারী রাজার বিদ্রোহী হওয়ার, উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ কর লইয়া রাজার প্রজাদিগকে রক্ষা না করার এবং পুরোহিতদিগকে যজ্ঞের দক্ষিণা না দেওয়ার পাপ হয়। সে যেন যুদ্ধে বীরধর্মপালনে বিমুখ হয়,† গুরুপ্রদত্ত শাস্ত্র-শিক্ষা বিস্মৃত হয়,‡ রামকে রাজ্যলাভ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিতে না দেখে‡, বৃথা*† ছাগমাংস পায়স ও কৃশর *‡ ভোজনের এবং গুরুজনদিগকে অবজ্ঞা করার পাপে পাপী হয়। তাহার যেন গাভীদিগকে পদদ্বারা স্পর্শ করার, গুরুজনদিগের নিন্দা করার, মিত্রদ্রোহী হওয়ার, কেহ বিশ্বাস করিয়া গোপনে কাহারও কোন অপযশের কথা বলিলে তাহা প্রকাশ করার পাপ হয়। সে যেন নির্লজ্জ, প্রত্যুপকারে বিরত, অকৃতজ্ঞ, সজ্জন-পরিত্যক্ত ও সকলের বিদ্বেষভাজন হয়। সে যেন নিজগৃহে স্ত্রী পুত্র ও ভৃত্যগণে পরিবৃত হইয়াও একাকী উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজনের দোষে দোষী হয়। সে যেন অনুরূপ ভার্যা লাভ করিতে না পারিয়া এবং ধর্মকর্ম না করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করে। সে যেন নিজ স্ত্রীর

---

* মহৎ (মূল)—দুষ্করং। (রামায়ণশিরোমণি)

† অর্থাৎ পৃষ্ঠপ্রদর্শন ও পলায়নাদি করে। (রামায়ণশিরোমণি)

‡ নাশয়তু (মূল)—বিস্মরতু। (রামায়ণভূষণ)

‡ অর্থাৎ সে যেন সে পর্যন্ত জীবিত না থাকে। (রামায়ণতিলক)

*† অর্থাৎ দেবপূজা বা শ্রাদ্ধাদি কারণ বিনা।

*‡ তিল বা মুগ-মিশ্রিত অন্নবিশেষ। (খিচুড়ি ?)

গর্ভজাত সন্তান না দেখিয়া মনের দুঃখে পূর্ণায়ুলাভের পূর্বেই পরলোকে যায় এবং তাহার যেন রাজা স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধদিগকে বধের আর নিরপরাধ যোগ্য ভৃত্য ত্যাগের পাপ হয়। সে যেন সর্বদা লাক্ষা মধু মাংস লৌহ ও বিষ বিক্রয় করিয়া * পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করে। সে যেন যুদ্ধে শত্রুভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে যাইয়া নিহত হয়। সে যেন উন্মাদের ন্যায় ছিন্নবসনে ও নরকপাল হস্তে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। সে যেন নিরন্তর মদ্য স্ত্রী ও অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত এবং কাম ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া থাকে। তাহার যেন ধর্মে মতি না থাকে এবং সে যেন অধর্মের সেবা ও অপাত্রে দান করে। তাহার সঞ্চিত বিপুল ধনসম্পদ যেন দস্যুগণ লুট করিয়া লয়। তাহার যেন উভয় সন্ধ্যা ব্যাপিয়া† শয়ন করিয়া থাকার পাপ হয়। গৃহে অগ্নিদাতার যে পাপ, গুরুপত্নীগামীর যে পাপ তাহাকে যেন সেই পাপ স্পর্শ করে। সে যেন দেবসেবা, পিতৃগণের সেবা ও মাতাপিতার সেবা না করার পাপভাগী হয়। সে যেন এখনই সৎলোক সৎকীর্তি ও সৎকর্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়। সে যেন বহু পোষ্যশালী অথচ দরিদ্র এবং জ্বররোগগ্রস্ত হইয়া সর্বদা ক্লেশ ভোগ করে। তাহার যেন দীন প্রার্থীদিগকে আশায় নিরাশ করার পাপ হয়। সেই খলপ্রকৃতি অশুচি অধার্মিক ব্যক্তিকে যেন নিয়ত বঞ্চনাদ্বারা ও রাজভয়ে দিনাতিপাত করিতে হয়। তাহার যেন ঋতুস্নাতা ও ঋতুরক্ষার জন্য অনুরোধকারিণী সতী স্ত্রীকে উপেক্ষা করার পাপ হয়। তাহার যেন নিঃসন্তান ব্রাহ্মণের যে পাপ সেই পাপ হয়। সে যেন ব্রাহ্মণগণের জন্য উদ্দিষ্ট পূজার বিঘ্ন

---

* অর্থাৎ পাতিত্যজনক বস্তুসকল বিক্রয় করিয়া। (রামায়ণতিলক)

† সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

জন্মাইবার ও বালবৎসা গাভী দোহনের পাপে জড়িত হয়। তাহার যেন ধর্মপত্নী পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রী ভজনার পাপ জন্মে। সে যেন পানীয়-দূষকের ও বিষদাতার পাপের ফলভোগ করে। জল থাকিতেও তৃষ্ণার্তকে ছলনা করিয়া জল না দিলে যে পাপ হইয়া থাকে, তাহার যেন সেই পাপ হয়। নিজেদের ধর্মমতের প্রতি অনুরাগবশে যাহারা অপরের ধর্মমতকে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিবাদ করে, তাহাদের যে পাপ এবং সেই বিবাদ-দর্শনে যে পাপ, পূজনীয় রাম যাহার মতানুযায়ী বনে গিয়াছেন, সে যেন সেই পাপে লিপ্ত হয়।*

ভরত কৌশল্যাকে এইরূপে আশ্বাস দিলে কৌশল্যা বলিলেন, —পুত্র, তোমার নানারূপ শপথে আমার আরো বেশী করিয়া দুঃখ হইতেছে। ভাগ্যক্রমে তুমি নানা সদ্‌গুণে ভূষিত এবং ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হও নাই। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে† তুমি অবশ্য সৎলোকে যাইবে। এই বলিয়া কৌশল্যা ভরতকে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভরত দুঃখার্ত হইয়া নানারূপ বিলাপ করিতে থাকিলেন। এইরূপে সে রাত্রি কাটিল। (৭৫ সর্গ)

---

* শিব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার প্রতি ভক্তিবশে সেই সেই দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক শৈব বৈষ্ণবাদি শাস্ত্রমত অবলম্বনে এই মত উৎকৃষ্ট, এই মত উৎকৃষ্ট নয়, এইরূপ বিবাদকারীদের যে পাপ এবং যাহারা ঐ বিবাদ শ্রবণ করে, তাহাদের যে পাপ, সে যেন সেই পাপগ্রস্ত হয়। (রামায়ণতিলক)

বাল্মীকির কালের নীতিবোধের পরিচায়ক বলিয়া এই অংশটি বিশেষ সংক্ষিপ্ত করা হয় নাই।

† অর্থাৎ ভরত কৈকেয়ীর নিকট রামকে ফিরাইয়া আনিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা পালন করিলে। (রামায়ণতিলক)

২১

দশরথের শবদাহ—ভরতের মন্থরাকে নিগ্রহ ও কৈকেয়ীকে তিরস্কার (৭৬—৭৮ সর্গ)

পরে ন্যায়বক্তা বশিষ্ঠ ভরতকে বলিলেন,—রাজকুমার, তোমার কল্যাণ হউক। তুমি শোক না করিয়া যথাবিধি রাজার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া শেষ কর। তখন ধর্মজ্ঞ ভরত রাজার প্রেতকৃত্যের সকল ব্যবস্থা করাইলেন। অনন্তর তিনি রাজার মৃতদেহ তৈলদ্রোণি হইতে তুলিয়া ভূতলে রাখিলেন। তৈলমধ্যে থাকায় রাজার মুখমণ্ডল ঈষৎ পীতবর্ণ হইয়াছিল; তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেন নিদ্রিত রহিয়াছেন। ভরত দশরথের মৃতদেহ নানারত্নখচিত উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করাইয়া অতিদুঃখে নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন বশিষ্ঠ আবার ভরতকে দশরথের প্রেতকার্যের কথা বলিলে, তিনি ঋত্বিক পুরোহিত ও আচার্যদিগকে সেজন্য তাগিদ দিলেন। তখন রাজার অগ্নিহোত্রাগার হইতে যে-সকল অগ্নি বাহিরে আনা হইয়াছিল*, ঋত্বিক ও যাজকেরা তাহাতে যথাবিধি আহুতি দিতে লাগিলেন। তারপর পরিচারকেরা বিষণ্ণ-মনে ও বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে রাজার মৃতদেহ শিবিকায় তুলিয়া সরযূতীরে লইয়া চলিল। অনেকে রাজার অগ্রে অগ্রে স্বর্ণ রৌপ্য ও বস্ত্রাদি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইতে লাগিল। অন্যেরা সরল পদ্মক ও দেবদারু ইত্যাদি কাষ্ঠ এবং চন্দন অগুরু গুগ্‌গুলাদি ও নানা প্রকার গন্ধদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া চিতা সাজাইল। পরে ঋত্বিকেরা সেখানে আসিয়া রাজার মৃতদেহ চিতায় স্থাপন করাইলেন। তখন ঋত্বিকগণ অগ্নিতে আহুতি দিয়া মন্ত্র জপ এবং সামাধ্যায়ীরা

* ভিতরে শব ছিল বলিয়া ঐ-সকল অগ্নি বাহিরে আনা হইয়াছিল।

(সামবেদ-গায়কেরা) সামগান করিতে লাগিলেন। রাজমহিলারা বৃদ্ধগণে পরিবৃত হইয়া যথাযোগ্য শিবিকা ও যানাদি আরোহণে চিতাসমীপে উপস্থিত হইলেন। তারপর ঋত্বিকেরা ও কৌশল্যা প্রভৃতি প্রজ্বলিত চিতার চারিদিকে বিপরীতক্রমে (বামাবর্তে) ঘুরিয়া আসিলেন।* সেই দুঃখার্তা নারীদের ক্রৌঞ্চীদের নিনাদের ন্যায় নিনাদে সে স্থান পূর্ণ হইল। পরে তাঁহারা ভরত-শত্রুঘ্ন মন্ত্রিগণ ও পুরোহিত প্রভৃতির সহিত সরযুতে তর্পণ করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে রাজপুরীতে ফিরিলেন এবং দশদিন ভূ-শয়নে দুঃখে অতিবাহিত করিলেন।† (৭৬ সর্গ)

দশদিন অতীত হইলে অশৌচান্তে শুদ্ধ হইয়া, দ্বাদশদিনে ভরত পিতার শ্রাদ্ধ করিয়া তাঁহার পারলৌকিক হিতের জন্য ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধনরত্ন ও অন্নাদি এবং বহু ছাগ গো দাসদাসী যান ও সুবৃহৎ গৃহ দান করিলেন। ত্রয়োদশ দিন প্রাতে ভরত পিতার অস্থিচয়নের জন্য তাঁহার চিতার নিকটে যাইয়া, সেখানে লুটাইয়া কাঁদিতে ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া এবং পিতার কথা স্মরণ করিয়া শত্রুঘ্নও ভূতলে পড়িয়া বিহ্বলভাবে বিলাপ করিতে থাকিলেন। তখন বশিষ্ঠ ভরতকে তুলিয়া বলিলেন,—এখন তোমাকে পিতার অস্থিসঞ্চয়ন করিতে হইবে, তুমি তাহাতে বিলম্ব করিতেছ কেন? তোমার এরূপ ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়। এদিকে সুমন্ত্র শত্রুঘ্নকে তুলিয়া ও প্রবোধ দিয়া শান্ত করিলেন।

* গুরুজনদিগকে প্রদক্ষিণ করাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু অশ্বমেধযজ্ঞকারীর পত্নীরা স্বামীকে অপ্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। (রামায়ণতিলক)—অর্থাৎ তাঁহার চারিদিকে বামাবর্তে বা বিপরীতক্রমে ঘুরিয়া থাকেন।

† 'ক্ষত্রিয়স্তু দশাহেন স্বকর্মনিরতঃ শুচিঃ'—পরাশর

তখন দুই ভাই চোখের জল মুছিয়া অস্থিসঞ্চয়নাদি শেষ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। (৭৭ সর্গ)

শোকসন্তপ্ত ভরত রামের কাছে যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন বুঝিয়া শত্রুঘ্ন তাঁহাকে বলিলেন,—যিনি বিপদের সময় সকলের আশ্রয়স্বরূপ, সেই রাম একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা বনে নির্বাসিত হইয়াছেন। বীর লক্ষ্মণই বা কেন পিতাকে নিগ্রহ করিয়াও রামকে বনবাসের দুঃখ হইতে মুক্ত করিলেন না? পূর্ব হইতেই যিনি স্ত্রীর বশীভূত হইয়া বিপথগামী হইয়াছিলেন, তাঁহাকে অগ্রেই শাসন করা উচিত ছিল।

শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় কুব্জা মন্থরা গাত্রে চন্দন লেপন করিয়া, রাজযোগ্য বসনাদি পরিয়া এবং সকল প্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া দ্বারদেশে আসিল। মেখলাদি নানারূপ ভূষণে ভূষিত হওয়ায় তাহাকে রজ্জুবদ্ধা বানরীর ন্যায় দেখাইতেছিল। দ্বারী সেই ঘোর অনিষ্টকারিণী কুব্জাকে দেখিয়া, তাহাকে নির্দয় ভাবে ধরিয়া আনিয়া শত্রুঘ্নকে বলিল,—যাহার জন্য রাম বনে গিয়াছেন এবং আপনাদের পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন, এই সেই পাপিনী ও নিষ্ঠুরা কুব্জা। আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন।*

শত্রুঘ্ন বলিলেন,—এ যেমন আমার পিতা ও ভ্রাতাদের দারুণ দুঃখ দিয়াছে, তেমনি এ নিজের সেই নিষ্ঠুর কাজের ফলভোগ করুক। এই বলিয়া তিনি কুব্জাকে জোর করিয়া ধরিলেন এবং সে

---

* তাং সমীক্ষ্য তদা দ্বাঃস্থো ভৃশং পাপস্য কারিণীম্।
গৃহীত্বাকরুণং কুব্জাং শত্রুঘ্নায় ন্যবেদয়ৎ॥
যস্যাঃ কৃতে বনে রামো ন্যস্তদেহশ্চ বঃ পিতা।
সেয়ং পাপা নৃশংসা চ তস্যাঃ কুরু যথামতি॥ (৭৮।৮-৯)

আর্তনাদে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। শত্রুঘ্ন পরে কুব্জার সখীদিগকেও শেষ করিবেন ভয়ে তাহারা সেখান হইতে পলায়ন করিয়া দয়াময়ী কৌশল্যার শরণ লইল।

এদিকে শত্রুঘ্ন সক্রোধে কুব্জাকে ভূতলে ফেলিয়া আকর্ষণ করিতে থাকিলে, তাহার অনেকগুলি অলঙ্কার গা হইতে খুলিয়া পড়িয়া গেল। শত্রুঘ্ন কুব্জাকে সবলে ধরিয়া কৈকেয়ীকে* খুব তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী শত্রুঘ্নের ভয়ে ভীত হইয়া পুত্রের শরণাগত হইলেন। শত্রুঘ্ন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া ভরত তাঁহাকে বলিলেন,—স্ত্রীলোক সকলেরই অবধ্য, সুতরাং তুমি ইহাকে ক্ষমা কর। আমি মাতৃঘাতক হইলে ধর্মাত্মা রাম যদি আমার উপর রাগ না করিতেন, তবে আমিই এই দুষ্টচারিণী পাপিনী কৈকেয়ীকে বধ করিতাম। আমরা এই কুব্জাকে বধ করিয়াছি জানিলেও রাম নিশ্চয় আমাদের সহিত কথা বলিবেন না।†

ভরতের কথায় শত্রুঘ্ন মূর্ছিতপ্রায় কুব্জাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে কৈকেয়ীর পায়ে পড়িয়া কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিল। কৈকেয়ী তাহাকে ধীরে ধীরে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। (৭৮ সর্গ)

---

* কুব্জাকে শত্রুঘ্নের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য কৈকেয়ী তখন সেখানে আসিয়াছিলেন। (রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ)

† তং প্রেক্ষ্য ভরতঃ ক্রুদ্ধং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ।
অবধ্যাঃ সর্বভূতানাং প্রমদাঃ ক্ষম্যতামিতি ॥
হন্যামহমিমাং পাপাং কৈকেয়ীং দুষ্টচারিণীম্।
যদি মাং ধার্মিকো রামো নাসূয়েন্মাতৃঘাতকম্ ॥
ইমামপি হতাং কুব্জাং যদি জানাতি রাঘবঃ।
ত্বাং চ মাং চৈব ধর্মাত্মা নাভিভাষিষ্যতে ধ্রুবম্ ॥ (৭৮।২১-২৩)

২২

ভরতের রাজ্যগ্রহণে অসম্মতি—রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যাত্রা (৭৯—৮২ সর্গ)

দশরথের মৃত্যুর পর চতুর্দশ দিনের প্রাতে রাজকার্য-নির্বাহকেরা * ভরতকে বলিলেন,—রাজপুত্র, এই রাজ্য এখন নায়কহীন, সুতরাং আপনি এখন আমাদের রাজা হউন। স্বজনেরা ও পুরবাসীরা অভিষেকদ্রব্য লইয়া আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন, আপনি এই অক্ষয় পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করুন।

তখন দৃঢ়সঙ্কল্প ভরত অভিষেকদ্রব্যাদি প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন,—আমাদের বংশে জ্যেষ্ঠই রাজা হইয়া থাকেন, অতএব আপনারা আমাকে এ কথা বলিবেন না। আপনারা চতুরঙ্গ বাহিনী সজ্জিত করুন, আমি এই সকল অভিষেক-দ্রব্য লইয়া বনে যাইব এবং সেখানেই রামকে অভিষিক্ত করিয়া এখানে ফিরাইয়া আনিব। আমি এই নামে মাত্র মাতার (কৈকেয়ীর) কামনা পূর্ণ করিব না, আমি দুর্গম বনে যাইয়া বাস করিব এবং রাম রাজা হইবেন।—ইহা শুনিয়া সেখানে উপস্থিত পূজনীয় ব্যক্তিগণের নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। (৭৯ সর্গ)

পরে বনে যাইবার পথ প্রস্তুত করিবার জন্য ভূপ্রদেশজ্ঞ†,

---

* রাজকর্তারো (মূল)—রাজপুরুষেরা, রাজকর্মচারীরা।

† অন্তঃসজলনির্জলাদি ভূমিপ্রদেশজ্ঞ (রামায়ণতিলক)। সজলনির্জলাদি-প্রদেশসম্বন্ধে জ্ঞানবান্ (রামায়ণশিরোমণি)। নিম্নোন্নতাদিপ্রদেশজ্ঞ বা নানাদেশবিদ্ (রামায়ণভূষণ)।

সূত্রকর্মবিশারদ (১), খনক (২), যন্ত্রক (৩), কর্মান্তিক (৪), স্থপতি (৫), যন্ত্রকুশলী (৬), বর্ধকী (৭), পথরক্ষক, বৃক্ষছেদক (৮), পাচক, সুধাকার (৯), বংশকার (১০), চর্মকার (১১) ও সুযোগ্য পথপ্রদর্শকেরা নানা উপকরণ সহ আগে আগে চলিল। তাহারা

---

(১) শিবিরাদিনির্মাণে সূত্রগ্রহণকুশল (রা-তি)। গৃহাদিনির্মাণোপযুক্ত সূত্রগ্রহণনিপুণ (রা-শি)। নির্জলপ্রদেশে অগাধ বাপি (পুষ্করিণী, দিঘি) ও কূপাদির জলোদ্ধার-কার্য-কুশল (রা-ভূ)।

(২) বাপিকূপাদি নির্মাণচতুর (রা-শি)। খননোপজীবী, সুরঙ্গাদিনির্মাতা (রা-ভূষণ)।

(৩) জলপ্রবাহাদিযন্ত্রণসমর্থ (রা-তি)। নদী ইত্যাদি তরণের জন্য সত্ত্ব-যন্ত্রনির্মাতা (রা-শি)। নদী ইত্যাদি তরণের জন্য কাষ্ঠাদির দ্বারা উপযন্ত্র (নৌকা, ভেলা ইত্যাদি) প্রস্তুতকারক (রা-ভূষণ)।

(৪) বেতনভোগী ভৃত্য, মজুর।

(৫) রথাদিপ্রস্তুতকারক, রাজমিস্ত্রী (রা-তি)। শিল্পী, কারিকর।

(৬) প্রক্ষেপাদির যোগ্য যন্ত্রনির্মাণে নিপুণ।

(৭) সূত্রধর, ছুতার।

(৮) পথ-অবরোধকারী বৃক্ষছেদক।

(৯) অবলেপকার, লেপনকার (রামায়ণতিলক) [Plasterer ?] প্রাসাদ ইত্যাদির ভিত্তি প্রভৃতি লেপনের জন্য পাষাণাদির ভস্ম প্রস্তুতকারক (রা-শি)। চুনিয়া, চুনারী (?)। পাষাণ-ভস্ম—সিমেণ্ট (cement) জাতীয় কিছু ?

(১০) যাহারা বাঁশের দ্বারা আসন (দরমা ?), পর্দা (চিক ?), কুলা, ডালা ইত্যাদি প্রস্তুত করে। (রামায়ণভূষণ)

(১১) ঘোড়ার জন্য জিন ইত্যাদি প্রস্তুতকারক (রামায়ণতিলক)। চামার, মুচি।

নানারূপ বৃক্ষ, লতা (১), গুল্ম (২), শাখা (৩), শাখাবিহীন তরু (৪) ও প্রস্তরাদি (৫) কাটিয়া পথ প্রস্তুত, বৃক্ষহীন স্থানে বৃক্ষরোপণ, দৃঢ়মূল বীরণগুচ্ছ-সকল (৬) উৎপাটন, দুর্গমস্থান সমতল, কূপ গর্ত ও নিম্নস্থানাদি পূরণ, সেতুনির্মাণ, জলনির্গমের ব্যবস্থা এবং কূপাদি খনন ও নানা আকারের বহু জলাশয় সৃষ্টি করিল। স্থানে স্থানে পাষাণাদির ভস্মদ্বারা দৃঢ়ীকৃত কুট্টিমসকল (৭) রচিত হইল। স্বাদুজলবহুল রমণীয় স্থানসমূহে শিবিরাদি সন্নিবেশিত ও প্রাসাদ-মালা নির্মিত হইল। এইরূপে সেই সুদক্ষ শিল্পীরা জাহ্নবী পর্যন্ত মনোরম রাজপথ প্রস্তুত করিল। (৮০ সর্গ)

এদিকে রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আয়োজনারম্ভের দিন রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে, সূত ও মাগধেরা ভরতের স্তুতিপাঠ করিতে থাকিল। প্রহরাবসানসূচক দুন্দুভিসকল স্বর্ণবাদনদণ্ডের আঘাতে ধ্বনিত এবং শত শত শঙ্খ ও নানাস্বরবিশিষ্ট বাদ্যসকল বাদিত হইতে লাগিল। তাহা শোকসন্তপ্ত ভরতকে আরো শোকাকুল করিয়া তুলিল। তিনি 'আমি রাজা নই' বলিয়া সে-সকল বন্ধ করাইয়া শত্রুঘ্নকে বলিলেন,—দেখ, কৈকেয়ীর জন্য এই লোকেরা কিরূপ গুরুতর অপকর্ম করিতেছে।

(১) বল্লী (মূল)—বল্লরী, লতা।

(২) ঝাড়যুক্ত ছোট গাছ।

(৩) লতা (মূল)—শাখা। 'সমে শাখালতে' (অমরকোষ)

(৪) স্থাণু (মূল)—শঙ্কু, মুড়াগাছ।

(৫) অশ্মন্ (মূল)—প্রস্তর, পাথর।

(৬) বীরণস্তম্বান্ (মূল)—উশীর তৃণ বা বেনাগাছের গুচ্ছসকল

(৭) সম্বুধাকুট্টিমতল (মূল)—অর্থাৎ বাঁধানো চাতালসকল।

পরে বশিষ্ঠ রাজসভায় আসিয়া, স্বর্ণাসনে বসিয়া দূতগণকে আদেশ করিলেন,—তোমরা শীঘ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সেনা-নায়ক, ভরত-শত্রুঘ্ন, অন্যান্য রাজকুমার ও সুমন্ত্র প্রভৃতিকে এখানে লইয়া আইস—জরুরী কাজ আছে।

রথ অশ্ব ও গজ-আরোহণে সকলে আসিতে আরম্ভ করিলে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। তারপর ভরত আসিতে থাকিলে প্রজারা তাঁহাকে দশরথের মত অভিনন্দন করিল। (৮১ সর্গ)

সকলে যথারীতি উপবেশন করিলে সেই বিদ্বজ্জনপূর্ণ পরম রমণীয় সভা যেন শরৎকালের পূর্ণিমা-রজনীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন বশিষ্ঠ সমবেত প্রজাগণের দিকে তাকাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ভরতকে বলিলেন,—বৎস, স্বর্গগত রাজা দশরথ সত্য-পালনের জন্য ধর্মবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া তোমাকে এই ধনধান্যবতী পৃথিবী (রাজ্য) প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সৎপ্রকৃতি রামও পিতার আদেশ অমান্য করেন নাই।* তুমি শীঘ্র রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া এবং এই নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিয়া অমাত্যগণকে আনন্দিত কর।

ইহা শুনিয়া ধর্মজ্ঞ ভরত শোকে অভিভূত হইলেন এবং মনে মনে রামকে স্মরণ করিতে থাকিলেন। পরে তিনি বাষ্পগদ্গদস্বরে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—যিনি ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া সর্বপ্রকারে কৃতবিদ্য হইয়া ধর্মানুষ্ঠানেই রত আছেন, সেই ধীমানের রাজ্য আমার মত কেহ কি হরণ করিতে পারে? যে দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে কিরূপে রাজ্যাপহারক হইবে? রাজ্যও রামের এবং আমিও রামের। মহর্ষি, এরূপ

* অর্থাৎ রাম পিতার আদেশ মত বনে গিয়াছেন।

স্থলে আপনার ধর্মানুমোদিত কথা বলাই সঙ্গত। আমি যদি অসাধুগণের অনুসৃত ও স্বর্গলাভের বিঘ্নস্বরূপ এই পাপকাজ করি, তবে জগতে আমাকে ইক্ষ্বাকু-কুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া থাকিতে হইবে। জননী যে পাপ করিয়াছেন, তাহাও আমার অভিপ্রেত নয়; আমি এখান হইতেই দুর্গম-বনস্থিত রামকে করজোড়ে নমস্কার করিতেছি। নরশ্রেষ্ঠ রামই এ রাজ্যের রাজা, তিনি ত্রিলোকেরও রাজা হইবার যোগ্য, আমি তাঁহারই অনুগমন করিব।—ভরতের এই ধর্মসঙ্গত কথা শুনিয়া রামের অনুরক্ত সভাসদেরা আনন্দে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

ভরত আবার বলিতে লাগিলেন,—রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে লক্ষ্মণের মত আমিও সেই বনেই থাকিব। আমি আপনাদের সম্মুখে* তাঁহাকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সকল উপায়ই অবলম্বন করিব। আমি পূর্বেই পথ প্রস্তুতের জন্য লোক পাঠাইয়াছি, এখন আমি নিজে যাত্রা করিতে চাই। সুমন্ত্র, তুমি সকলকে আমার যাত্রার কথা জানাইয়া সত্বর সৈন্যগণকে সমবেত কর।

সুমন্ত্র সকলকে ভরতের আদেশ জানাইলে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং গৃহে গৃহে সৈনিকপত্নীরা প্রফুল্লচিত্তে স্বামীদের ত্বরান্বিত করিতে (তাগিদ দিতে) লাগিলেন। তখন সপত্নীক সৈন্যাধ্যক্ষেরা শীঘ্র অশ্ব গো-যান ও রথ-আরোহণে সৈন্যদিগকে পরিচালনা করিলেন। ভরত সৈন্যগণ সজ্জিত হইয়াছে দেখিয়া সুমন্ত্রকে সত্বর তাঁহার (ভরতের) রথ আনিতে বলিলেন। সুমন্ত্র সানন্দে সেই উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথ লইয়া আসিলেন। (৮২ সর্গ)

---

* ইহাতে বশিষ্ঠাদিরও ভরতের সহিত যাওয়া উচিত—এই অর্থ ধ্বনিত হইতেছে। (রামায়ণভূষণ)

২৩

ভরতের শৃঙ্গবেরপুরে* আগমন—গুহ-সম্মিলন—ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন (৮৩—৮৯ সর্গ)

প্রাতঃকালে ভরত রামের দর্শনকামনায় রথারোহণে যাত্রা করিলেন। মন্ত্রী ও পুরোহিতেরা রথে চড়িয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। বহু বহু হস্তী, রথ, নানাস্ত্রধারী ধনুর্ধর ও অশ্বারোহী যোদ্ধা তাঁহার অনুগমন করিল। কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও যশস্বিনী কৌশল্যা—ইঁহারাও রামকে আনিবার জন্য হৃষ্টমনে একখানা উজ্জ্বল যানে চড়িয়া যাইতে লাগিলেন।† দলে দলে অযোধ্যাবাসী রামের কথা আলাপ করিতে করিতে রাম-লক্ষ্মণকে দেখিতে চলিলেন। অনেক মণিকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, অস্ত্রনির্মাতা (কর্মকার), মায়ূরক (ময়ূরপুচ্ছদ্বারা ছত্রব্যজনাদি নির্মাতা), ক্রাকচিক (করাতি), বেধজ্ঞ (মণিমুক্তাদি ছিদ্রকর), রোচক (কাচের পাত্রাদি প্রস্তুতকারক), দন্তকার (গজদন্তের নানাদ্রব্যনির্মাতা), সুধাকার (প্রস্তরচূর্ণাদির দ্বারা অবলেপনকারী), গন্ধব্যবসায়ী, স্বর্ণকার, কম্বলনির্মাতা, স্নাপক (তৈলমর্দনাদি-দ্বারা স্নানকারয়িতা), অঙ্গমর্দক, বৈদ্য (চিকিৎসক),

---

* এখনকার শিংরাওর। এলাহাবাদের প্রায় কুড়ি মাইল উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গাতীরে অবস্থিত।

† কৈকেয়ী যখন বুঝিতে পারিলেন যে, পুত্রের হিতের জন্য তিনি কিরূপ অন্যায় কাজ করিয়াছেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং নিজের প্রকৃত স্বভাব (অর্থাৎ রামের প্রতি স্নেহযুক্ততা) ফিরিয়া পাইলেন। তখন তিনিও হৃষ্টমনে রামকে আনিতে চলিলেন। এজন্য মধ্যমা (?) মহিষী হইলেও সর্বাগ্রে তাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন যানে না যাইয়া সৌহার্দ্যবশে তিনজনেই একযানে গেলেন। মূলে যানসম্বন্ধে একবচন প্রয়োগের ইহাই তাৎপর্য। (রামায়ণতিলক)

ধূপক (ধূপদ্বারা গৃহাদি সুগন্ধকারক), শৌণ্ডিক (শুঁড়ি), রজক (ধোপা), তুন্নকার (দর্জি), গ্রামের ও গোপপল্লীর প্রধান প্রধান ব্যক্তি, সস্ত্রীক নটগণ এবং কৈবর্তেরাও (জেলেরাও) যাইতে লাগিল। বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ গোযানে ভরতের অনুসরণ করিলেন।

এইরূপে বহুদূর চলিয়া সকলে শৃঙ্গবেরপুরের নিকটে গঙ্গাতীরে আসিলেন। তখন ভরত তাঁহার অমাত্যগণকে বলিলেন,—আমরা আজ এখানে বিশ্রাম করিয়া কাল এই নদী পার হইব। আপনারা সৈন্যগণকে চারিদিকে সন্নিবেশিত করুন। (৮৩ সর্গ)

এদিকে সেই সৈন্যসমাবেশ দেখিয়া নিষাদরাজ গুহ তাঁহার জ্ঞাতিগণকে বলিলেন,—গঙ্গাতীরে এই যে বিশাল বাহিনী দেখিতে পাইতেছি, ইহার পরিণাম যে কি হইবে তাহা আমি বিশেষ চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। যখন রথে ঐ অত্যুন্নত কোবিদারধ্বজ* দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন নিশ্চয় দুর্বুদ্ধি ভরত নিজেই আসিয়াছেন। বোধ হইতেছে, ইনি আমাদিগকে বন্ধন বা বধ করিয়া পরে রামকে বিনাশ করিবেন। রাম আমার প্রভুও বটেন এবং সখাও বটেন, সুতরাং তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এই গঙ্গাতীরে অবস্থান কর। বলবান দাসেরা নদী রক্ষা করুক। শত শত কৈবর্তযুবক যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া পাঁচ শত নৌকায় চড়িয়া থাকুক। যদি বোধ হয় যে, ভরত রামের প্রতি প্রীতিমান, তবেই আজ এই সেনা মঙ্গলমত গঙ্গা পার হইতে পারিবে।—এইরূপ বলিয়া গুহ মৎস্য মাংস ও মধু উপহার লইয়া ভরতের নিকট চলিলেন।†

---

* রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ-চিহ্নিত ইক্ষ্বাকু-কুলের ধ্বজা।

† উপহারদ্রব্যের মধ্যে মৎস্যের উল্লেখ লক্ষণীয়

গুহকে আসিতে দেখিয়া সুমন্ত্র ভরতকে বলিলেন,—কাকুৎস্থ, দেখুন, রামের সখা নিষাদাধিপতি গুহ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া আসিতেছেন, এই জ্ঞানবান বৃদ্ধ দণ্ডকারণ্যের সকল খবরই রাখেন, রাম-লক্ষ্মণ যেখানে আছেন ইনি নিশ্চয়ই জানেন, সুতরাং ইঁহাকে আপনার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দিন।

ভরতের অনুমতি পাইয়া, জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিত গুহ সেখানে আসিয়া, ভরতকে নমস্কার করিয়া বলিলেন,—রাজকুমার, এস্থান তোমার গৃহোদ্যানতুল্য, কিন্তু তুমি আসিবার পূর্বে সংবাদ না দিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছ।* আমার সর্বস্ব তোমাকে নিবেদন করিতেছি, তুমি এ দাসের—সুতরাং তোমার নিজের গৃহে যাইয়া বাস কর। নিষাদেরা এই সকল ফলমূল, আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস এবং বনজাত অন্যান্য ভোজ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, তুমি এগুলি গ্রহণ কর। আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা আজ রাত্রে এখানে থাকিয়া কাল প্রাতে যাইও। (৮৪ সর্গ)

ভরত উত্তর করিলেন,—গুরুসখা†, তোমার উদ্দেশ্য অতি মহৎ; তুমি যে আমার বিরাট বাহিনীর আতিথ্য করিতে চাহিতেছ, ইহাতেই আমার সৎকার করা হইয়াছে। আমরা কোন্ পথে ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে যাইব, বল।

গুহ করজোড়ে বলিলেন,—রাজকুমার, এই প্রদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ দাসদের লইয়া আমি নিজে তোমার সহিত যাইব। কিন্তু তুমি তো কোন কু-মতলবে অক্লিষ্টকর্মা‡ রামের কাছে

* অর্থাৎ সেজন্য আমরা তোমার যোগ্য অভ্যর্থনা না করিতে পারায় বঞ্চিত হইয়াছি। † গুরু (পূজনীয়) রামের সখা।

‡ যিনি অক্লেশে কাজ সম্পন্ন করেন।

যাইতেছ না? তোমার এই বিশাল বাহিনী যেন আমার শঙ্কা জন্মাইতেছে।

গুহের কথা শুনিয়া আকাশের ন্যায় নির্মলপ্রকৃতি ভরত মধুরবচনে বলিলেন,—আমাকে সন্দেহ করিও না; এমন সময় যেন কখনও না আসে, যখন আমাকে রামের কোন অনিষ্টাচরণ করিতে হইবে। তিনি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, আমি তাঁহাকে পিতৃ-তুল্য মনে করি। গুহ, আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি রামকে ফিরাইয়া আনিতে যাইতেছি, তুমি আমার অভিপ্রায় সম্বন্ধে অন্য কিছু মনে করিও না।

তখন গুহ সানন্দে বলিলেন,—ভরত, তুমি ধন্য, আমি এই পৃথিবীতে তোমার মত আর কাহাকেও দেখি না—কারণ তুমি অনায়াসে প্রাপ্ত রাজ্য ত্যাগ করিতে চাহিতেছ। তোমার কীর্তি অক্ষয় ও ত্রিলোকবিখ্যাত হইবে।

এমন সময় সূর্য অস্তমিত হইলেন এবং রাত্রি উপস্থিত হইল। তখন গুহের আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত ভরত তাঁহার সৈন্যদলকে সন্নিবেশিত করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত শয়ন করিলেন। কিন্তু তিনি রামের জন্য শোকাকুল হওয়ায় শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। গুহ তাঁহাকে ধীরে ধীরে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। (৮৫ সর্গ)

পরে গুহ ভরতকে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার শৃঙ্গবেরপুরে বাসের সম্বন্ধে সকল কথা বলিলেন এবং তাঁহাকে রামের রাত্রিবাসের স্থানাদি দেখাইলেন। সকল শুনিয়া ও দেখিয়া ভরত অনেক বিলাপ করিলেন। (৮৬—৮৮ সর্গ)

রামের চিন্তায় ভরত ও শত্রুঘ্ন সে রাত্রি জাগিয়াই কাটাইলেন, পরদিন প্রাতে গুহের আদেশে তাঁহার জ্ঞাতিরা পাঁচ শত নৌকা

লইয়া আসিল। তাহা ছাড়া অগ্রভাগের নিম্নে বৃহৎ ঘণ্টাযুক্ত, পতাকাশোভিত, বহু দাঁড় সমন্বিত, সুদৃঢ় ও সুশোভন স্বস্তিক নামক অন্য কতকগুলি নৌকাও আসিল। গুহ নিজে শুক্লবর্ণ কম্বলে সমাচ্ছাদিত, মঙ্গলবাদ্যে নিনাদিত, মনোরম একখানি স্বস্তিক লইয়া আসিলেন। তাহাতে গুরুপুরোহিত প্রভৃতি, ভরত-শত্রুঘ্ন, কৌশল্যা ও সুমিত্রাদি আরোহণ করিলেন। পরে প্রধান প্রধান অনুচরবর্গের স্ত্রীদিগকে* এবং যানবাহন ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি বিভিন্ন নৌকায় উঠান হইল। সৈন্যরা কেহ কেহ আবাসস্থানে অগ্নিসংযোগ করিতে লাগিল,† কেহ কেহ নদীর ঘাটে অবতরণে পাকপাত্রাদি গ্রহণে তৎপর হইল। এইরূপে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল।

ক্রমে নৌকাগুলি পরপারে যাইয়া আরোহীদের সেখানে নামাইয়া দিল। পরে সেগুলিকে লইয়া ফিরিবার সময় ধীবরেরা নানারূপ বিচিত্র কৌশল প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে চালনা করিতে লাগিল। গজারোহিগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ধ্বজশোভিত গজেরা নদীতে সন্তরণকালে পক্ষযুক্ত পর্বতের মত দেখাইতে থাকিল। সৈন্যরা কেহ কেহ নৌকায়, কেহ কেহ ভেলায়, কেহ কেহ কলসীর সাহার্য্যে এবং অন্যেরা সাঁতার দিয়া নদী পার হইল। এইরূপে সূর্যোদয়ের তৃতীয় মুহূর্তে‡ সেই পুণ্যবাহিনী

---

* রাজদারাঃ (মূল)—অনুচরপ্রভুস্ত্রিয়ঃ। (রামায়ণতিলক)

† সেকালে কোন দূর অভিযানে যাইবার সময় সৈন্যরা পথে যেখানে আবাস গ্রহণ করিত, সেখান হইতে যাইবার কালে সে-স্থান পোড়াইয়া দিয়া যাইত। এই প্রথা সময়বিশেষে এখনও অনুসৃত হয়।

‡ বেলা ছয় দণ্ডের সময়।

পরমরমণীয় প্রয়াগবনে আসিল। তখন ভরত সৈন্যদিগকে সেখানে নিবেশিত করিয়া মুনিবর ভরদ্বাজের সহিত দেখা করিতে চলিলেন। (৮৯ সর্গ)

২৪

ভরতের ভরদ্বাজের আশ্রমে বাস—আতিথ্য—চিত্রকূট যাত্রা (৯০—৯২ সর্গ)

ভরত ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে এক ক্রোশ দূরে লোকজন-দিগকে রাখিয়া* এবং অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ ও ক্ষৌমবসন পরিধান করিয়া পুরোহিত বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণের সহিত পদব্রজে অগ্রসর হইলেন। তারপর দূর হইতে ভরদ্বাজকে দেখিতে পাইয়া,† ভরত মন্ত্রীদিগকে সেখানে রাখিয়া বশিষ্ঠের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ভরদ্বাজ প্রথমে বশিষ্ঠকে এবং পরে ভরতকে পাদ্য অর্ঘ্য ও ফল দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। পরস্পর কুশলপ্রশ্নাদির পর ভরদ্বাজ রামের প্রতি স্নেহবশে ভরতকে বলিলেন,—রাজ্যশাসনে নিয়োজিত হইয়াও তোমার এখানে আসিবার কারণ কি বল, আমার ভাল বোধ হইতেছে না। তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগের ইচ্ছায় নিষ্পাপ রাম ও লক্ষ্মণের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে চাও না তো?

ভরত দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে ও স্খলিতবচনে উত্তর করিলেন,—ভগবান, আপনি সর্বজ্ঞ হইয়াও যদি আমাকে এইরূপ মনে করেন, তবে আমার জন্মই বৃথা।‡ আমার দ্বারা কোন

---

* আশ্রমপীড়া নিবারণের জন্য।

† সন্দর্শনে (মূল)—দূর হইতে দর্শনে। (রামায়ণভূষণ)

‡ হতোঽস্মি (মূল)—ব্যর্থজন্মাস্মি। (রা-তিলক ও রা-ভূষণ)

কুকাজ সাধিত হইবে, আপনি এমন আশঙ্কা করিবেন না এবং আমাকে এরূপ শ্রুতিকঠোর কথা বলিবেন না।* আমার অনুপস্থিতিতে মা যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমার অভিপ্রেতও নয় এবং তাহাতে আমি তুষ্টও হই নাই। আমি রামের চরণযুগল বন্দনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে এবং অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছি। ভগবান, আপনি অনুগ্রহ করিয়া রাম এখন কোথায় আছেন বলুন।

তখন ভরদ্বাজ সন্তুষ্ট হইয়া ভরতকে বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি রঘুকুলে জন্মিয়াছ, তোমার গুরুসেবা, লোভাদি সংযম ও সজ্জনের আনুগত্য তাহারই যোগ্য। তোমার মনোভাব আমি জানি, তথাপি তাহা সকলের সাক্ষাতে ব্যক্ত হইয়া দৃঢ়তর হইবে এবং তাহাতে তোমার কীর্তি সমধিক বর্ধিত হইবে বলিয়া আমি তোমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। রাম সীতা ও লক্ষ্মণ এখন মহাগিরি চিত্রকূটে বাস করিতেছেন। তোমরা কাল সেখানে যাইও, আজ এখানে থাকিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ কর। (৯০ সর্গ)

ভরত বলিলেন,—বনে যাহা পাওয়া যায়, তাহা দিয়া তো আপনি আমাদের আতিথ্য করিয়াছেন। তখন ভরদ্বাজ মৃদু হাসিয়া ভরতকে বলিলেন,—তুমি যে বন্য ফলমূলেই পরম প্রীত হইয়াছ এবং একটু কিছু পাইলেই তুষ্ট হও তাহা আমি জানি, কিন্তু আমি তোমার সৈন্যদিগকেও খাওয়াইতে চাই। তুমি তাহাদের দূরে রাখিয়া আসিয়াছ কেন? ভরত করজোড়ে উত্তর করিলেন,—ভগবান, রাজাই হউন বা রাজপুত্রই হউন, তাঁহার তপস্বীদের আশ্রম

* নৈবং মামনুশাধি হি (মূল)। অনুশাধি—কর্ণকঠোরং ব্রূহি। (রা-তিলক)

সর্বদা সযত্নে এড়াইয়া চলা উচিত। অশ্বগজাদি সহ এক বিশাল বাহিনী অনেক স্থান জুড়িয়া আমার অনুগমন করিতেছে, তাহারা হয়তো আশ্রমের বৃক্ষ জলাশয় ভূমি ও পর্ণশালাগুলির অনিষ্ট করিবে এই আশঙ্কায় আমি তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া আসিয়াছি। ভরদ্বাজ বলিলেন,—তোমার সৈন্যগণকে এখানে আনাও। ভরত তাহাই করিলেন।

তখন ভরদ্বাজ অগ্নিশালায় প্রবেশ ও যথাবিধি আচমন করিয়া বিশ্বকর্মা প্রভৃতিকে এইরূপে আহ্বান করিলেন—আমি অতিথি-সৎকারের ইচ্ছা করিয়া গৃহাদি নির্মাণপটু বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি আমার ইচ্ছাপূরণের ব্যবস্থা করুন। আমি অতিথিসৎকারের কামনায় ইন্দ্র ও অপর তিন লোকপাল দেবতাকে* আহ্বান করিতেছি, পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে যে-সকল পূর্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী নদী আছেন, তাঁহারা সকলেই আজ এখানে আসুন।† তাঁহাদের কেহ কেহ মৈরেয় মদ্য‡, কেহ কেহ সুনিষ্ঠিত (বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত) সুরা এবং অপর কেহ কেহ বা ইক্ষুরসতুল্য শীতল জল ক্ষরণ করুন। আমি বিশ্বাবসু হাহা হুহু প্রভৃতি

---

* ইন্দ্র যম বরুণ কুবের—চারি লোকপাল। ভরতের সৈন্যদিগকে পালনের জন্য লোকপালদিগকে আহ্বান করা হইতেছে।

† "এস্থলে ধরা ও অম্বরের নদীদিগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। বোধ হয়, যে সকল তুষারোদ্ভবা নদী পর্বত হইতে উৎপন্না, তাহারাই অম্বর (অর্থাৎ আকাশ) জাতা; আর সেই সকল নদী হইতে যাহারা উৎপন্ন হইয়া শাখা-প্রশাখাদিরূপে প্রবাহিত হয়, তাহারাই ধরা (অর্থাৎ ভূ) হইতে উৎপন্না।"

—রাজকৃষ্ণ রায়।

‡ "মৈরেয়ং ধাতকীপুষ্প গুড়ধানাম্লসংহিতং।" পুরাকালের মদ্যবিশেষ।

দেবগন্ধর্বগণকে* এবং অন্যান্য সকল দেবতা গন্ধর্ব ও অপ্সরাদিগকেও আহ্বান করিতেছি। তারপর ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদত্তা, হেমা, পর্বতবাসিনী সোমা এবং যাঁহারা ইন্দ্রের ও যাঁহারা ব্রহ্মার পরিচর্যা করিয়া থাকেন, বেশভূষায় সজ্জিতা সেই সকল ভামিনীকে আমি তুম্বুরুর† সহিত আহ্বান করিতেছি। উত্তর কুরুতে কুবেরের যে দিব্য চৈত্ররথ বন আছে, যাহা সর্বদা বসন-ভূষণরূপ পত্র ও সুন্দরী রমণীরূপ ফলে শোভিত থাকে, তাহাও এখানে আসুক। ভগবান সোম আমার এই আশ্রমে ভক্ষ্য ভোজ্য চোষ্য ও লেহ্য নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট আহার্যের বহুল পরিমাণে ব্যবস্থা করুন এবং বৃক্ষ হইতে প্রচ্যুত বিচিত্র মাল্যসকলের, সুরাদি পানীয়ের ও বহুবিধ মাংসের সংস্থান করুন।

এইরূপে ভরদ্বাজ পূর্বমুখ ও কৃতাঞ্জলি হইয়া মনে মনে ধ্যান করিতে থাকিলে, সেই সকল দেবতা একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মলয় ও দুর্দুরকে‡ স্পর্শ করিয়া স্বেদহর ও সুখকর বায়ু মৃদুমন্দ বহিতে লাগিল। মেঘসকল দিব্যপুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল এবং সকল দিকে দেবদুন্দুভিধ্বনি শোনা যাইতে থাকিল। অপ্সরারা নৃত্য এবং দেবগন্ধর্বেরা গীত আরম্ভ করিলেন। বীণাসকলে নানাস্বর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

---

* দেবগন্ধর্বান্ (মূল)—মনুষ্যগন্ধর্বভিন্নান্ (রামায়ণভূষণ)। দেবজাতীয় গন্ধর্বদের।

† "ইনি গন্ধর্বদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গন্ধর্ব কর্তৃক তুম্বুরু বীণার (তম্বুরা বা তানপুরার) প্রথম সৃষ্টি হয়। ভগবান্ বিষ্ণু ইহার গান শুনিতে বড় ভালবাসিতেন।"—রাজকৃষ্ণ রায়

‡ দুইটি প্রসিদ্ধ চন্দন-পর্বত।

বিশ্বকর্মার নির্মাণকৌশলের ফলে ভরতের সৈন্যগণ দেখিতে পাইল, চারিদিকে পঞ্চযোজন বিস্তৃত ভূমি সমতল হইয়াছে এবং নীলবৈদূর্যমণিতুল্য* তৃণদলে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সেখানে বিল্ব কপিত্থ পনস বীজপূরক† আমলকী ও আম্রবৃক্ষসকল ফলে ভূষিত হইয়া আছে। মনোরম নদী বহিতেছে। শ্বেতবর্ণ চতুঃশাল গৃহসমূহ, হস্তি ও অশ্বশালা, হর্ম্য ও প্রাসাদসংলগ্ন সুদৃশ্য তোরণ-সকল এবং শ্বেতমেঘতুল্য শোভন তোরণযুক্ত রাজভবন নির্মিত হইয়াছে। উহা শ্বেতমাল্যভূষিত, সুগন্ধজলসিক্ত, সুপ্রশস্ত শয্যা আসন ও যানযুক্ত এবং মনোরম ভোজ্য ও বস্ত্রাদি সমন্বিত। সেখানে সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত, পাত্রাদি ধৌত ও পরিষ্কৃত, আসনগুলি বিস্তারিত এবং উত্তম শয্যা সুরচিত থাকায় সে স্থান বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। ভরদ্বাজের আদেশে ভরত সেই রত্নাদি-পরিপূর্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ সকলেই ভরতের অনুগমন করিলেন এবং সেই গৃহের সকল বিধিব্যবস্থা দর্শনে আনন্দিত হইলেন। সেখানে যে রাজসিংহাসন, সুদৃশ্য ব্যজন ও ছত্র ছিল, ভরত মন্ত্রীদিগের সহিত তাহা প্রদক্ষিণ করিলেন এবং রামের উদ্দেশে প্রণাম ও সেই আসন পূজা করিয়া চামরহস্তে সচিবের আসনে বসিলেন। পরে মন্ত্রী ও পুরোহিতেরা যথাক্রমে বসিলে, তাঁহাদের পিছনে সেনাপতি ও তাঁহার পিছনে প্রশস্তা (শিবিররক্ষক) বসিলেন।

তারপর ভরদ্বাজের আদেশে মুহূর্তমধ্যে সেখানে পায়সরূপ কর্দমের নদীসকল বহিল। তাহাদের উভয় কূলে পাণ্ডুমৃত্তিকালিপ্ত

---

* অর্থাৎ নবীন ও কোমল। (রামায়ণতিলক ও রামায়ণশিরোমণি)

† কপিত্থ—কৎবেল। পনস—কাঁঠাল। বীজপূরক—টাবা নেবু।

রমণীয় গৃহসকল আবির্ভূত হইল। তখনই ব্রহ্মার দ্বারা প্রেরিত দিব্য আভরণে ভূষিতা বিংশতি সহস্র ও কুবেরপ্রেরিত স্বুবর্ণ-মণিমুক্তা-প্রবালে শোভিতা বিংশতি সহস্র রমণী সেখানে আসিল। যাহাদের বশীভূত হইলে পুরুষেরা পাগলের মত হয়, এইরূপ বিংশতি সহস্র অপ্সরা নন্দনকানন হইতে আসিল। নারদ তুম্বুরু গোপ—এই সকল গন্ধর্বপ্রধানেরা ভরতের সম্মুখে আসিয়া গান করিতে আরম্ভ করিলেন। ভরদ্বাজের আদেশে অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকা ও বামনা ভরতের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নন্দনাদি দেবোদ্যানে ও কুবেরের চৈত্ররথে যে-সকল ফুল দেখিতে পাওয়া যায়, ভরদ্বাজের প্রভাবে তাঁহার প্রয়াগস্থ আশ্রমে সে-সকলই দেখিতে পাওয়া গেল। ভরদ্বাজের প্রতাপে বিল্ববৃক্ষসমূহ মৃদঙ্গবাদক, বিভীতক (বহেড়া) তরুসকল সমতালগ্রাহী* ও অশ্বত্থেরা নর্তক হইল। সরল† তাল তিলক‡ ও তমালতরুসকল পরম আনন্দিত হইয়া কুব্জ ও বামনের রূপ ধারণ করিল। শিংশপা** আমলকী ও জম্বুবৃক্ষসকল*† এবং লতাগুলি স্বুন্দরী রমণীর রূপ ধরিয়া বলিতে লাগিল,—স্বুরাপায়িগণ, স্বুরা পান কর; ক্ষুধার্তগণ পায়স ও স্বুসংস্কৃত মাংস যাহার যাহা ইচ্ছা খাও।

সাত-আটজন স্বুন্দরী রমণী এক এক জন পুরুষকে মনোরম নদীতীরে লইয়া গিয়া, গাত্রে তৈলাদি মর্দন করিয়া স্নান করাইল, আয়তলোচনা বরাঙ্গনারা সেই স্বুস্নাত পুরুষদিগের গাত্র উত্তমরূপে

---

* সম—তালবিশেষ। যেখান হইতে তালের প্রথম উৎপত্তি হয় তাহাকে সম বলে।

† দেবদারুবিশেষ।

‡ বাবুই তুলসী।

** শিশুগাছ।

*† জামগাছগুলি।

মার্জনা করিয়া (মুছাইয়া) তাহাদের অঙ্গমর্দনে নিযুক্ত হইল এবং পরস্পরকে মধু ইত্যাদি পান করাইতে লাগিল। বাহন-পালকেরা অশ্ব গজ উষ্ট্র ও বৃষদিগকে তাহাদের খাদ্য খাওয়াইতে থাকিল। তাহারা ইক্ষ্বাকুকুলের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের বাহনদিগকে ইক্ষু ও মধুমিশ্রিত লাজ (খৈ) ভোজন করাইল। পরে অশ্বপালক অশ্বের এবং হস্তিরক্ষক হস্তীর কোন সন্ধান রাখিল না। সৈন্যদলের সকলেই মত্ত, কার্যাকার্যজ্ঞানশূন্য ও পরম উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রক্তচন্দনে রঞ্জিত সৈন্যরা তাহাদের বাঞ্ছিত সকলপ্রকার ভোগলাভে তৃপ্ত ও অপ্সরাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া বলিতে লাগিল,—আমরা আর অযোধ্যায় যাইব না, দণ্ডকারণ্যেও যাইব না, ভরতের মঙ্গল হউক এবং রাম সুখে থাকুন। পরে ভরতের অনুগামী সেই সহস্র সহস্র লোক স্বাধীনভাবাপন্ন* হইয়া 'ইহাই স্বর্গ' বলিয়া উচ্চ নিনাদ করিতে লাগিল। মাল্যধারী সহস্র সহস্র সৈনিক—কেহ নৃত্য, কেহ হাস্য এবং কেহ বা গান করিতে করিতে সকল দিকে ধাবিত হইতে থাকিল।

তারপর যাহারা একবার অমৃতোপম ভোজ্যবস্তু ভোজন করিয়াছে, সেই সকল মনোরম খাদ্য দেখিয়া তাহাদের আবার ভোজনের ইচ্ছা হইল। সেই সৈন্যদলের বনিতা ও দাসদাসী সকলেরই পরিধানে নূতন বসন এবং সকলেই সর্বপ্রকারে সুপ্রীত। হস্তী ও অশ্বাদি এবং পক্ষিকুল এরূপ সুপ্রচুর আহার করিয়াছিল যে, তাহাদের আর কিছু আহারে প্রবৃত্তি ছিল না। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, সেখানে স্বর্ণরজতাদি পাত্রে পুষ্পধ্বজশোভিত শুভ্র অন্নরাশির চারিদিকে ফলের নির্যাসে সুসিদ্ধ নানাগন্ধরসান্বিত

---

* অর্থাৎ মাদকরসাদি পানহেতু উচ্ছৃঙ্খল। (রামায়ণশিরোমণি)

সূপ, ছাগ ও বরাহের মাংস এবং বিবিধ উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনাদি রহিয়াছে। সেই বনপার্শ্বস্থ কূপগুলি পায়সের কর্দমবিশিষ্ট ও সেখানকার গাভীসকল কামধেনু হইয়াছে এবং বৃক্ষরাজি মধু ক্ষরণ করিতেছে। দীঘিগুলি মৈরেয়-মদ্যে পূর্ণ এবং প্রতপ্ত পিঠর (১) অত্যুষ্ণ মৃগ ময়ূর ও কুক্কুটের সুপরিচ্ছন্ন মাংসরাশিতে ভরপূর। সুবর্ণনির্মিত সহস্র সহস্র অন্নাধার, নিযুত নিযুত ব্যঞ্জনস্থালী (২), অর্বুদ অর্বুদ ভোজনপাত্র এবং দধিপূর্ণ সুমার্জিত স্থালী কুম্ভী ও করম্ভীসকল (৩) সেখানে সজ্জিত আছে। সেখানকার হ্রদসমূহের কতকগুলি সুগন্ধি তক্রে (৪), অপর কতকগুলি রসালে (৫) ও দধিতে এবং অন্যগুলি দুগ্ধে ও শর্করারাশিতে (৬) পূর্ণ। তাহারা আরও দেখিল যে, নদীর ঘাটে পাত্রমধ্যে নানারূপ কল্ক (৭), সুগন্ধি চূর্ণ ও বিবিধ স্নানদ্রব্য (৮) সজ্জিত রহিয়াছে। নির্মল কূর্চিতাগ্র দণ্ডকাষ্ঠসমূহ, কৌটামধ্যে শ্বেতচন্দনপঙ্ক, সুমার্জিত দর্পণ, বিমল বস্ত্ররাশি, হাজার হাজার জোড়া পাদুকা ও উপানহ (৯), অঞ্জনী (১০), কঙ্কত (১১),

(১) পিঠর—পাকপাত্রবিশেষ, হাঁড়ি, ডেক্‌চি।

(২) ব্যঞ্জনস্থালী—ব্যঞ্জনের থালী।

(৩) স্থালী, কুম্ভী—জলপাত্রবিশেষ। স্থালী—কলসী (?)। কুম্ভী—ছোট কলসী, ঘটি। করম্ভী—দধিমন্থনপাত্র। (৪) ঘোল। (৫) গুড় আদা ও জিরামিশ্রিত তক্র বা ঘোল। (৬) চিনি।

(৭) রুক্ষতাসাধক চূর্ণদ্রব্য, খোল বা খইল।

(৮) স্নানানি (মূল)—তৈলোষ্ণোদকাদীনি (রামায়ণভূষণ)। তেল, গরম জল ইত্যাদি।

(৯) পাদুকা—খড়ম। উপানহ—জুতা।

(১০) কজ্জলকরণ্ডিকা, কাজললতা বা কাজলতা।

(১১) কঙ্কতিকা, কাঁকই, চিরুণী।

কূর্চ (১), ছত্র, ধনু, কবচ (বর্ম) এবং বিচিত্র শয্যা ও আসনসকল সজ্জিত আছে। চারিদিকে হস্তী অশ্ব গর্দভ ও উষ্ট্রগণের পানীয় জলপূর্ণ জলাশয় আর সুতীর্থশালী (ভাল ঘাটযুক্ত), স্বচ্ছজলপূর্ণ ও সুখে স্নানোপযোগী সরোবর এবং পশুদিগের আহারের জন্য তৃণরাজি।—সকলে ভরদ্বাজের ঐরূপ স্বপ্নতুল্য অদ্ভুত আতিথ্যের আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইল। নন্দনকাননে দেবগণের ন্যায়, ভরদ্বাজের রমণীয় আশ্রমে এই প্রকার বিলাসে তাহারা সেই রাত্রি কাটাইল। তারপর সেই সকল অপ্সরা গন্ধর্ব ও বরাঙ্গনা ভরদ্বাজের অনুমতি লইয়া যথাস্থানে ফিরিয়া গেল। কিন্তু ভরতের অনুগামী সেইরূপই দৃপ্ত (উদ্ধত), মদিরামত্ত ও মনোহর অগুরুচন্দনে চর্চিত লোকেরা রহিল এবং নানারূপ দিব্য (মনোরম) মাল্যসমূহও মনুষ্যগণের দ্বারা বিমর্দিত হইয়া সেইরূপই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিল। (৯১ সর্গ)

প্রাতে ভরদ্বাজকে প্রণাম করিয়া ভরত করজোড়ে বলিলেন,—ভগবান, আমাদের সকলেরই পরম সুখে রাত্রি কাটিয়াছে এবং ক্লান্তি ও ক্লেশ দূর হইয়াছে। এখন আপনি অনুমতি দিলে রামের নিকট যাইতে চাই ; তাঁহার আশ্রম কোথায়, কতদূর এবং কোন্ পথে সেখানে যাইতে হইবে, বলুন। ভরদ্বাজ বলিলেন,—ভরত, এখান হইতে আড়াই যোজন * দূরে বিজন বনে চিত্রকূট নামে

(১) শ্মশ্রুপ্রসাধক, গোঁফদাড়ি আঁচড়াইয়া পরিষ্কার ও পরিপাটি করিবার জন্য কুঁচি। এখনকার ব্রাশের সহিত তুলনীয়।

সেকালের স্নান ও প্রসাধন-দ্রব্যগুলি লক্ষণীয়।

* অর্ধতৃতীয়েষু যোজনেষু (মূল)—সার্ধদ্বিযোজন পরে। (রামায়ণতিলক)
অর্ধং তৃতীয়ম্ যেষাং তেষু—সার্ধদ্বয়মিত্যর্থঃ। (রামায়ণশিরোমণি)
যোজন=চারিক্রোশ। ক্রোশ=৪০০০ গজ।

একটি পর্বত আছে। মন্দাকিনী নদী* তাহার উত্তর দিক দিয়া প্রবাহিত। তাহারই নিকটে পর্ণকুটীরে রাম-লক্ষ্মণ বাস করেন। তুমি এখান হইতে দক্ষিণ দিকের পথে যাইয়া, বামদিকে দক্ষিণাভিমুখে যে পথ গিয়াছে তাহা দিয়া গেলেই রামের দেখা পাইবে।

তখন রাজাধিরাজ দশরথের পত্নীরা ভরদ্বাজকে প্রণাম করিতে আসিলে তিনি তাঁহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। ভরত করজোড়ে বলিলেন,—ভগবান, এই যাঁহাকে শোক-অনশনে কৃশা ও দুঃখাতুরা দেখিতেছেন, ইনি আমার পিতার প্রধানা মহিষী এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ রামের জননী দেবীরূপিণী কৌশল্যা। ইঁহার বাম বাহু ঘেঁষিয়া এই যিনি বনমধ্যস্থ শীর্ণপুষ্পকর্ণিকার শাখার‡ মত বিষণ্ণভাবে আছেন, ইনি রাজার মধ্যমা মহিষী এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী সুমিত্রা। আর যাঁহার জন্য রাম-লক্ষ্মণ মৃত্যুতুল্য বিপাকে পড়িয়াছেন এবং রাজা দশরথ পুত্রবিহনে স্বর্গে গিয়াছেন, এই সেই ক্রোধপ্রবণা, বুদ্ধিহীনা, গর্বিতা, সৌভাগ্যাভিমানিনী, ঐশ্বর্যাভিলাষিণী, সৎপ্রকৃতি বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে অসৎপ্রকৃতি, নিষ্ঠুরা, পাপসঙ্কল্পা। ইঁহাকেই আমার মাতা কৈকেয়ী বলিয়া জানিবেন; আমি যে মহাদুঃখ ভোগ করিতেছি, ইনিই তাহার মূল (আদি কারণ)।†

* ইহা চিত্রকূট হইতে নির্গত একটি নদী। ইহার বর্তমান নাম পৈষুণী (পয়স্বিনী)।

‡ কর্ণিকার—সোঁদাল।

† যস্যাঃ কৃতে নরব্যাঘ্রৌ জীবনাশমিতো গতৌ।
রাজা পুত্রবিহীনশ্চ স্বর্গং দশরথো গতঃ॥
ক্রোধনামকৃতপ্রজ্ঞাং দৃপ্তাং সুভগমানিনীম্।
ঐশ্বর্যকামাং কৈকেয়ীমনার্যামার্যরূপিণীম্॥
মমৈতাং মাতরং বিদ্ধি নৃশংসাং পাপনিশ্চয়াম্।
যতোমূলং হি পশ্যামি ব্যসনং মহদাত্মনঃ॥ (৯২।২৫—২৭)

ভরত এইরূপ বলিলে ধর্মজ্ঞ ভরদ্বাজ বলিলেন,—ভরত, তুমি কৈকেয়ীকে দোষিণী মনে করিও না, রামের বনবাস হইতে দেব-দানব ও ঋষিদের হিতই হইবে। তখন ভরদ্বাজকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া ভরত সকলের সহিত সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। (৯২ সর্গ)

২৫

ভরতের চিত্রকূটে আগমন—লক্ষ্মণের ক্রোধ—রামের লক্ষ্মণকে সান্ত্বনাদান (৯৩—৯৭ সর্গ)

ভরত সেই বিশাল চতুরঙ্গ সেনা পরিবৃত হইয়া সানন্দে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বহুদূর যাইয়া তিনি বশিষ্ঠকে বলিলেন,—চিত্রকূটের কথা যেমন শুনিয়াছি এবং যাহা দেখিতেছি তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমরা সেখানেই আসিয়াছি। ঐ চিত্রকূট পর্বত ও মন্দাকিনী নদী, আর এই সেই বন যাহা দূর হইতে নীল মেঘের ন্যায় দেখায়। আমাদের হস্তীরা এখন চিত্রকূটের মনোরম সানুদেশ বিদলিত করিয়া চলিতেছে। গ্রীষ্মাবসানে (বর্ষাকালে) সজল মেঘসকল যেমন জল বর্ষণ করে, তেমনি পর্বতের সানুস্থিত বৃক্ষগুলি হস্তীদিগের আঘাতে আন্দোলিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শত্রুঘ্ন, দেখ, সমুদ্র যেমন মকরগণের দ্বারা আকীর্ণ থাকে, এই পর্বতে কিন্নরদের বাসস্থানগুলি সেইরূপ সর্বত্র অশ্বগণে আকীর্ণ রহিয়াছে। শরৎকালে বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া মেঘমালা যেমন আকাশে শোভা পায়, সৈন্যদিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া এই দ্রুতবেগে গমনশীল (পলায়মান) মৃগেরা সেইরূপ শোভা পাইতেছে।

মেঘবর্ণ ফলক (ঢাল) -ধারী দাক্ষিণাত্যবাসীরা যেরূপ মস্তকে সুরভি কুসুমের কিরীট (শিরোভূষণ) ধারণ করে, ঐ বৃক্ষসকলও সেইরূপ তাহাদের অগ্রভাগে কুসুমগুচ্ছ ধারণ করিয়াছে। এই বন পূর্বে একরূপ জনকোলাহলশূন্য ছিল, এখন আমাদের আগমনে ইহা জনাকীর্ণ অযোধ্যার ন্যায় বোধ হইতেছে। তাপসদের বাসভূমি এই স্থান অতীব মনোরম, ইহা আমার নিকট স্বর্গতুল্য মনে হইতেছে। যাহা হউক, এখন যোগ্য সৈনিকেরা রাম-লক্ষ্মণের খোঁজ করুক।

তখন অস্ত্রধারী বীরপুরুষেরা বনে প্রবেশ করিল এবং কিছুদূর যাইয়াই ধূমশিখা দেখিতে পাইল। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া ভরতকে বলিল,—জনশূন্য স্থানে অগ্নি থাকে না, সুতরাং স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, রাম-লক্ষ্মণ এখানেই আছেন। আর তাঁহারা এখানে না থাকিলে, অন্য তপস্বীরা অবশ্য এখানে আছেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে রামের বাসস্থানের সন্ধান পাওয়া যাইবে। *

ভরত সৈন্যগণকে সেখানে স্থিরভাবে থাকিতে বলিয়া, সুমন্ত্র ও ধৃতিকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং ধূমশিখা লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। (৯৩ সর্গ)

এদিকে রাম তখন সীতার প্রীতিসাধনের ও নিজের চিত্ত-বিনোদনের জন্য তাঁহাকে চিত্রকূটের বিচিত্র শোভা দেখাইতে-ছিলেন। পরে তিনি সীতাকে বলিলেন,—ভদ্রে, এই রমণীয় পর্বতে বাসে ও তাহা দর্শনে আমি রাজ্যনাশের ও স্বজন-বিচ্ছেদের দুঃখ ভুলিয়াছি। অনিন্দিতা, তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত আমি যদি বহু বৎসর এখানে বাস করি, তথাপি কোনরূপ শোক আমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। (৯৪ সর্গ)

---

* রামায়ণতিলক।

তারপর রাম সেই পর্বত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সীতাকে মন্দাকিনীর নানা শোভা দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন,—প্রিয়া, তুমি সর্বদা চিত্রকূটকে অযোধ্যার ন্যায়, বনচর জন্তুদিগকে পৌরজনের ন্যায় এবং এই মন্দাকিনীকে সরযুর ন্যায় মনে করিবে।*

এমন সময় ভরতের সৈন্যগণের কোলাহল ও চরণোত্থিত ধূলি নভোমণ্ডল স্পর্শ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। রাম লক্ষ্মণকে তাহার কারণ জানিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ একটি পুষ্পিত শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া, এক বিরাট বাহিনী দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—আর্য, অগ্নি নির্বাপিত করুন, সীতা অন্তর্গৃহে প্রবিষ্ট হউন, আর আপনি বর্ম পরিয়া ও ধনুর্বাণ লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকুন।† রাম বলিলেন,—এই সেনা কাহার তাহা ভাল করিয়া দেখ। তখন লক্ষ্মণ ক্রোধে অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন,—রথের উপর কোবিদারধ্বজ বিরাজ করিতেছে—বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, ভরত রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া আমাদের দুইজনকে বধ করিবার জন্য এখানে আসিতেছেন। বীর, এখন আমরা উভয়ে ধনুর্হস্তে পর্বত আশ্রয় করিয়া থাকি, অথবা বর্ম পরিয়া ও অস্ত্র উত্তোলন করিয়া এখানেই অবস্থান করি। রাঘব, আপনি সীতা ও আমি যাঁহার

---

* অর্থাৎ অযোধ্যা, তথাকার পৌরজন ও সরযুর অদর্শন জন্য তুমি দুঃখবোধ করিও না। (রামায়ণভূষণ)

ত্বং পৌরজনবৎ ব্যালান্ অযোধ্যামিব পর্বতম্।
মন্যস্ব বনিতে নিত্যং সরযুবৎ ইমাং নদীম্॥ (৯৫।১৫)

† অগ্নিং সংশময়ত্বার্যঃ সীতা চ ভজতাং গুহাম্।
সজ্জং কুরুষ চাপং চ শরাংশ্চ কবচং তথা॥ (৯৬।১৪)

গুহাম্—অন্তর্গৃহং। (রামায়ণতিলক

জন্য মহাদুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছি, সেই ভরত যুদ্ধে আমাদের নিকট পরাজিত হইলে আমি তাহাকে দেখিয়া লইব।* ভরতের বধে আমি কোন দোষ দেখি না, যে পূর্বে অপকার করিয়াছে তাহাকে বধ করিলে অধর্ম স্পর্শে না। কুব্জাসহ সবান্ধবা কৈকেয়ীকে আমি বধ করিব, আজ মেদিনী মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন। এই মহাবনে ভরতকে সসৈন্যে নিহত করিয়া আমি ধনুর্বাণের নিকট ঋণমুক্ত হইব। (৯৬ সর্গ)

তখন রাম লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—ভরত যখন নিজে আসিতেছেন, তখন আমাদের ধনু অসি ও চর্মের (ঢালের) আবশ্যক কি? ভরতকে যুদ্ধে নিহত করিয়া আমি নিন্দিত রাজ্য† লইয়া কি করিব? আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবকে বিনাশ করিয়া যে জিনিস পাইতে হয়, আমি বিষমিশ্রিত খাদ্যের ন্যায় তাহা গ্রহণ করিতে চাই না। আমি ধর্ম অর্থ কাম এবং রাজ্যও কেবল তোমাদের জন্যই কামনা করিয়া থাকি। আমার মনে হয়, প্রাণাধিক ভ্রাতৃবৎসল ভরত 'জ্যেষ্ঠই রাজ্যাধিকারী' এই কুলধর্ম স্মরণ করিয়া অযোধ্যা হইতে আসিয়াছেন। বীর, আমি জটাবল্কল ধারণ করিয়া জানকী ও তোমার সহিত নির্বাসনে আসিয়াছি শুনিয়া ভরত শোকাকুলচিত্তে আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন, অন্য কোন কারণে নয়। তিনি আমাদের প্রতি কিছুমাত্র অহিতাচরণের কথা কল্পনাও করিতে পারেন না। ভরত পূর্বে কখন তোমার কি অপকার করিয়াছেন যে, তুমি আজ তাঁহাকে সন্দেহ করিতেছ? তুমি

---

* দ্রক্ষ্যামি ভরতং (মূল)।

† রাজ্যেন সাপবাদেন (মূল)—অর্থাৎ ভরতের পিতৃদত্ত রাজ্য তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাম গ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ অপবাদযুক্ত রাজ্য। (রা-ভূষণ)

ভরতকে নিষ্ঠুর বা অপ্রিয় কিছু বলিও না, তাহা বলিলে আমাকেই বলা হইবে। সৌমিত্রি, কোন আপদ্‌পাতেই বা পুত্রেরা কিরূপে পিতাকে হত্যা করিতে পারে ? আর ভ্রাতাই কি নিজের প্রাণতুল্য ভ্রাতাকে বধ করে ?* যদি রাজ্যের জন্য তুমি এইরূপ কথা বলিয়া থাক, তবে ভরতের সহিত দেখা হইলে আমি তাঁহাকে বলিব, তুমি ইঁহাকে (লক্ষ্মণকে) রাজ্য দাও। লক্ষ্মণ, আমি ভরতকে ইহা বলিলে ভরত নিশ্চয়ই তাহাতে রাজী হইবেন।†

রাম এইরূপ বলিলে লক্ষ্মণ যেন লজ্জায় নিজের গাত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সলজ্জভাবে বলিলেন,—মনে হইতেছে, পিতা নিজেই আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন। রাম উত্তর করিলেন,—আমারও তাহাই বোধ হইতেছে। অথবা আমাদিগকে সুখভোগে

---

* ইহার পূর্বে লক্ষ্মণ পিতা দশরথকে বধ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এখন ভরতকে বধ করিতে চাহিতেছেন। রাম লক্ষ্মণকে তাহা হইতে বিরত করিবার জন্য এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন।

† বিপ্রিয়ং কৃতপূর্বং তে ভরতেন কদা নু কিম্।
ঈদৃশং বা ভয়ং তেঽদ্য ভরতং যদ্বিশঙ্কসে॥
ন হি তে নিষ্ঠুরং বাচ্যো ভরতো নাপ্রিয়ং বচঃ।
অহং হ্যপ্রিয়মুক্তঃ স্যাং ভরতস্যাপ্রিয়ে কৃতে॥
কথং নু পুত্রাঃ পিতরং হন্যুঃ কস্যাঞ্চিদাপদি।
ভ্রাতা বা ভ্রাতরং হন্যাৎ সৌমিত্রে প্রাণমাত্মনঃ॥
যদি রাজ্যস্য হেতোস্ত্বমিমাং বাচং প্রভাষসে।
বক্ষ্যামি ভরতং দৃষ্ট্বা রাজ্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্॥
উচ্যমানো হি ভরতো ময়া লক্ষ্মণ তদ্বচঃ।
রাজ্যমস্মৈ প্রযচ্ছেতি বাঢ়মিত্যেব মংস্যতে॥ (৯৭।১৪-১৮)

অভ্যস্ত জানিয়া এবং আমাদের বনবাসক্লেশের কথা বিবেচনা করিয়া তিনি অবশ্য আমাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন। আবার ইহাও হইতে পারে যে, তিনি কেবল এই অতিসুখাভ্যস্তা বৈদেহীকেই লইয়া যাইবেন। ঐ বায়ুতুল্য দ্রুতগামী উৎকৃষ্ট অশ্বযুগল সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ঐ পিতার শত্রুঞ্জয় নামক সুমহাকায় বৃদ্ধ হস্তী সেনার অগ্রে আসিতেছে। কিন্তু পিতার সেই লোকবিখ্যাত সুদৃশ্য শ্বেতছত্র তো দেখিতে পাইতেছি না, তাহাতে সন্দেহ হইতেছে। লক্ষ্মণ, তুমি বৃক্ষাগ্র হইতে নামিয়া আইস।—তখন লক্ষ্মণ বৃক্ষ হইতে নামিয়া, রামের পাশে আসিয়া দাড়াইয়া রহিলেন।

এদিকে রামের আশ্রমে যাহাতে কোনরূপ উপদ্রব না হয়, সেজন্য ভরতের আদেশে সৈন্যেরা দর্প পরিহার করিয়া (অর্থাৎ বিনীতভাবে) চিত্রকূটের পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিল। (৯৭ সর্গ)

২৬

ভরতের রামের সহিত সাক্ষাৎ—রামের ভরতকে কুশল জিজ্ঞাসা (৯৮—১০০ সর্গ)

ভরত শত্রুঘ্নকে বলিলেন,—সৌম্য, তুমি এই নিষাদগণকে এবং অন্যান্য কতকগুলি লোককে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র এই বনের সকল স্থানে অন্বেষণ কর। স্বয়ং গুহও তাঁহার ধনুর্বাণ ও অসিধারী জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া রাম-লক্ষ্মণের খোঁজ করুন। আমি নিজেও অমাত্য পুরবাসী গুরু ও ব্রাহ্মণগণের সহিত সমস্ত বন পদব্রজে পরিভ্রমণ করিব। যে পর্যন্ত না আমি রাম লক্ষ্মণ ও

সীতাকে দেখিতে পাইব, রামের চরণযুগল মস্তকে ধারণ করিতে পারিব এবং রাম পিতার ও পিতামহের রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, সে পর্যন্ত আমি মনে শান্তি পাইব না।

এই বলিয়া ভরত সেই মহাবনে প্রবেশ করিয়া গিরিসানুদেশ-জাত পুষ্পিতাগ্র বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া চলিলেন। শীঘ্রই তিনি রামের আশ্রমস্থিত অগ্নি হইতে উত্থিত ধূম দেখিয়া, রাম সেখানেই আছেন বুঝিতে পারিয়া, যেন সাগরের পার পাইয়া বান্ধবগণের সহিত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তখন তিনি রামের আশ্রম অন্বেষণে নিযুক্ত সৈন্যদিগকে সেখানে রাখিয়া গুহ ও শত্রুঘ্ন প্রভৃতির সহিত তাড়াতাড়ি যাইতে লাগিলেন। (৯৮ সর্গ)

ভরত শত্রুঘ্নকে রামের আশ্রমের চিহ্নাদি দেখাইতে দেখাইতে চলিলেন। পরে তিনি বশিষ্ঠকে রাজমহিষীদের শীঘ্র লইয়া আসিতে বলিয়া দ্রুত অগ্রসর হইলেন। শত্রুঘ্ন ও সুমন্ত্র ভরতের অনুসরণ করিলেন।

যাইতে যাইতে ভরত দেখিলেন, আশ্রমে আসিবার পথ চিনিতে পারিবার জন্য রাম-লক্ষ্মণ কোথাও কোথাও কুশ ও চীরের দ্বারা বৃক্ষসকল চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন। পরে তিনি বনমধ্যে শাল তাল ও অশ্বকর্ণাদির পত্রে আচ্ছাদিত একটি বৃহৎ ও মনোরম পর্ণশালা দেখিতে পাইলেন। সেখানে স্বর্ণপৃষ্ঠ সুপুষ্ট ইন্দ্রধনুতুল্য বিশাল ধনু, দীপ্তমুখ শরে পূর্ণ তূণীর, স্বর্ণকোষে অসি, স্বর্ণবিন্দু-বিচিত্রিত চর্ম (ঢাল) এবং গোধিকাচর্মনির্মিত কাঞ্চনভূষিত বিচিত্র অঙ্গুলিত্রাণ শোভা পাইতেছে। উত্তর-পূর্বদিকে ক্রমনিম্ন, প্রজ্বলিত অগ্নিসমন্বিত একটি বিশাল ও পবিত্র বেদী রহিয়াছে। ক্ষণপরে তিনি দেখিলেন, জটামণ্ডলধারী কৃষ্ণাজিন ও চীরবল্কল-পরিহিত

পাবকতুল্য রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞভূমিতে বসিয়া আছেন। অমনি ভরত দুঃখ ও মোহে অভিভূত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে রামের দিকে ছুটিলেন, কিন্তু তাঁহার পদযুগল স্পর্শ করিবার পূর্বেই কাঁদিয়া ভূতলে পড়িলেন। তিনি সকাতরে একবারমাত্র 'আর্য!' বলিয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, অশ্রুতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। শত্রুঘ্নও কাঁদিতে কাঁদিতে রামের চরণবন্দনা করিলেন। আর রামও তাঁহাদের উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে সূর্য ও চন্দ্র যেমন আকাশে শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হন, সেইরূপ রাম-লক্ষ্মণ সুমন্ত্র ও গুহের সহিত সম্মিলিত হইলেন। (৯৯ সর্গ)

তারপর রাম ভরতের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া, তাঁহাকে কোলে বসাইয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস, তুমি যে বনে আসিলে, পিতা কোথায়? তাঁহার জীবিতাবস্থায় তোমার বনে আসা উচিত হয় নাই। তুমি কেন এই ভয়ানক বনে আসিয়াছ? তুমি যে এখানে আসিয়াছ, রাজা কিরূপে বাঁচিয়া আছেন? তিনি শোকে সহসা পরলোকগমন করেন নাই তো? প্রিয়দর্শন, তুমি বালক, সনাতন রাজ্য তোমার হস্তচ্যুত হয় নাই তো? তুমি পিতার সেবা করিয়া থাক তো? ধর্মনিষ্ঠ সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ কুশলে আছেন তো? ইক্ষ্বাকু-কুলের গুরু বশিষ্ঠ যথোচিত পূজিত হন তো? কৌশল্যা ও সুমিত্রার কুশল তো? পূজনীয়া কৈকেয়ী আনন্দে আছেন তো? তোমার পুরোহিত সংকৃত হন তো? তোমার অগ্নিহোত্রকার্যে বিধিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিযুক্ত আছেন তো? তাঁহারা যথাসময়ে হোমসম্বন্ধে যাহা করা হইয়াছে এবং যাহা করিতে হইবে, তাহা তোমাকে জানাইয়া থাকেন তো? তুমি

দেবগণ পিতৃগণ ভৃত্যগণ ও পিতৃতুল্য গুরুজনদিগকে এবং বৃদ্ধগণ বৈদ্যগণ ও ব্রাহ্মণগণকে বিশেষ সম্মান কর তো? তুমি রাজনীতিবিশারদ উপাচার্য (ধনুর্বেদাচার্য) সুধন্বাকে সমাদর কর তো? তুমি সৎকুলজাত স্থিরবুদ্ধি * শাস্ত্রজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় ইঙ্গিতজ্ঞ ও আত্মতুল্য বিশ্বাসী লোকদিগকে তোমার মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছ তো? রঘুনন্দন, রাজনীতিজ্ঞ ও মন্ত্রণানিপুণ অমাত্যগণের দ্বারা সযত্নে সঙ্গোপিত মন্ত্রণাই রাজাদিগের সাফল্যের মূল। তুমি নিদ্রার বশীভূত নও তো? যথাকালে জাগরিত হও তো? রাত্রিশেষে অর্থলাভের উপায় চিন্তা কর তো? তুমি একাকী অথবা বহুজনের সহিত মন্ত্রণা কর না তো? তোমার স্থিরীকৃত মন্ত্রণা রাজ্যের লোকেরা জানিতে পারে না তো? অল্পায়াসসাধ্য অথচ মহাফলপ্রদ কোন কাজ করিতে সঙ্কল্প করিয়া, সে কাজ শীঘ্র আরম্ভ কর তো? তোমার যে কাজ সুসম্পন্ন হইয়াছে এবং যাহা নিষ্পন্নপ্রায় সামন্তরাজারা কেবল সেই সকল কাজের বিষয়ই জানিতে পারেন তো? সঙ্কল্পিত যে কাজ করিতে বাকী আছে তাহার বিষয় জানিতে পারেন না তো? অন্যে তোমার গোপন মন্ত্রণা তর্ক ও যুক্তিদ্বারা † বুঝিতে পারে না তো? আর তুমি ও তোমার অমাত্যেরা অপরের মন্ত্রণা বুঝিতে পার তো? তুমি সহস্র সহস্র মূর্খ অপেক্ষা একজন পণ্ডিতকে পাইতে ইচ্ছা কর তো? অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে, পণ্ডিত ব্যক্তিই মহাকল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। রাজা যদি সহস্র সহস্র মূর্খকে প্রতিপালন করেন, তথাপি তাহাদের দ্বারা কোন সহায়তা হয় না; একমাত্র অমাত্য যদি মেধাবী

* শূরাঃ (মূল)—ধীরা ইতি যাবৎ (রা-ভূষণ)। ধীর, স্থিরবুদ্ধি।

† বিচার ও যুক্তিমূলক অনুমানদ্বারা।

স্থিরবুদ্ধি দক্ষ ও বিচক্ষণ হন, তবে তিনি রাজা বা রাজপুত্রকে মহাসমৃদ্ধিশালী করিতে পারেন। বৎস, তোমার প্রধান ভৃত্যেরা প্রধান কাজে, মধ্যমেরা মধ্যম কাজে এবং নিকৃষ্টেরা নিকৃষ্ট কাজে নিয়োজিত হইয়াছে তো? যে-সকল অমাত্য উৎকোচ গ্রহণ করেন না, যাঁহারা পিতৃপিতামহাদিক্রমে মন্ত্রিত্ব করিতেছেন এবং যাঁহারা সচ্চরিত্র—সেই সকল শ্রেষ্ঠ অমাত্যকে তুমি প্রধান প্রধান কার্যে নিযুক্ত করিয়া থাক তো? কৈকেয়ীনন্দন, তোমার রাজ্যে প্রজারা অতি কঠোর দণ্ডে উৎপীড়িত হয় না তো। মন্ত্রীরা তোমাকে অবজ্ঞা করেন না তো? উগ্রজাতীয়া (১) নারীকে প্রতিগ্রহ করিয়া যে পুরুষ তাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তাহাকে কুলস্ত্রীরা যেমন অবজ্ঞা করেন, তোমাকে পতিত বোধে যাজকেরা সেইরূপ অবজ্ঞা করেন না তো? উপায়কুশল বৈদ্য, (২) দোষ-কীর্তনে রত ভৃত্য এবং ঐশ্বর্যকামী বীরপুরুষকে (৩) যে রাজা বধ না করেন, তিনি নিজেই তাহাদের দ্বারা নিহত হন। তুমি সপ্রতিভ বা নির্ভীক (৪) বীর ধৈর্যশালী বুদ্ধিমান সুচরিত্র সৎকুলজাত স্বকার্যানুরক্ত ও কার্যদক্ষ ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়াছ তো? যাঁহারা বল ও বিক্রমশালী, যুদ্ধবিশারদ এবং বহুবার যাঁহাদের পৌরুষের

---

(১) উগ্র—শূদ্রীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাত নীচ জাতিবিশেষ। কচ্ছপ, গোধা ইত্যাদি বধ করা ইহাদের ব্যবসায়।

(২) রাজার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণের জন্য ব্যাধিবর্ধনোপায়কুশল চিকিৎসক। (রামায়ণতিলক)

(৩) রাজাকে নিহত করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য লাভেচ্ছুক সেবকরূপী বীরপুরুষ। (রামায়ণতিলক)

(৪) ধৃষ্টঃ (মূল)—সপ্রতিভ বা Smart; নির্ভীক।

পরীক্ষা হইয়াছে, সেইরূপ প্রধান ব্যক্তিরা তোমার দ্বারা সমাদৃত ও সম্মানিত হন তো? সৈন্যদের আহার্য ও বেতন যথাকালে দিতে হয়, তুমি তাহা যথাযথভাবে দিয়া থাক তো? তাহাতে বিলম্ব কর না তো? সময়মত আহার্য ও বেতন না পাইলে ভৃত্যেরা প্রভুর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হয় এবং তাহাতে পরম অনর্থ ঘটিয়া থাকে। প্রধান প্রধান জ্ঞাতিরা সকলেই তোমার প্রতি অনুরক্ত আছেন তো? তাঁহারা তোমার জন্য অবিচলিতভাবে প্রাণ-পরিত্যাগে অগ্রসর হন তো? ভরত, তুমি স্বজনপদবাসী (স্বদেশীয়) বিদ্বান (১) দক্ষ প্রত্যুৎপন্নমতি যথোক্তবাদী (২) ও পণ্ডিত (৩) ব্যক্তিকে দূত নিযুক্ত কর তো? পরস্পরের অপরিচিত এবং অপরেরও অজ্ঞাত তিন তিন জন গুপ্তচরের দ্বারা তুমি অন্য রাজার মন্ত্রী প্রভৃতি অষ্টাদশ (৪) ও স্বপক্ষের পঞ্চদশ (৫) ব্যক্তির প্রত্যেকের বিষয়ে সকল সংবাদ জানিয়া থাক তো? রিপুসূদন,

---

(১) বিদ্বান্ (মূল)—পরাভিপ্রায়জ্ঞ (রামায়ণভূষণ), যিনি অন্যের অভিপ্রায় বা মতলব বুঝিতে পারেন।

(২) যিনি উপদেশ মত (যাহা বলিতে বলা হয় সেই মত) কথা বলেন।

(৩) পণ্ডিতঃ (মূল)—সদসৎকার্যবিচারে সমর্থ। (রামায়ণশিরোমণি)

(৪) মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক (দ্বাররক্ষক), অন্তঃপুররক্ষক, কারাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ, রাজাজ্ঞানিবেদক, প্রাড্‌বিবাক (প্রধান বিচারক), ধর্মাসনাধিকারী (বিচারক), ব্যবহারনির্ণেতা সভ্য ('জুরি'?), সেনাবেতনাধ্যক্ষ (সেনানায়ক), কর্মান্তিক (ভৃত্য), নগরাধ্যক্ষ (নগরপাল বা কোটাল), রাষ্ট্রপাল, দণ্ডনাধিকারী ও দুর্গরক্ষক।

(৫) ঐ অষ্টাদশ তীর্থের মধ্যে মন্ত্রী, পুরোহিত ও যুবরাজ বাদে বাকী পনের জন।

যে শত্রুরা নির্বাসিত হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, দুর্বল হইলেও তাহাদের কখনও উপেক্ষা কর না তো? বৎস, তুমি নাস্তিক (অথবা শুষ্কতর্কনিপুণ) (১) ব্রাহ্মণদিগের সেবা কর না তো? সেই অজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীরা কেবল অনর্থ সৃষ্টি করিতেই পটু। (২) উৎকৃষ্ট ধর্মশাস্ত্রসকল থাকিতে সেই দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিরা শুষ্কতর্কবিদ্যাজনিত বুদ্ধি অবলম্বনে নিরর্থক বাদানুবাদ করিয়া থাকে। বৎস, তুমি বিদ্বজ্জনপূর্ণ (৩), পরিতুষ্ট জনগণের আবাসভূমি, সুসমৃদ্ধ, সার্থক-নামা (৪) অযোধ্যাকে সকল প্রকারে রক্ষা করিতেছ তো? রঘুনন্দন, সর্বদা সামাজিক উৎসবে পূর্ণ, হিংসাদিবিবর্জিত, অদেব-মাতৃক (নদীমাতৃক ৫), স্বর্ণরত্নাদির আকরসমূহে পরিশোভিত, আমাদের পূর্বপুরুষগণের দ্বারা সুরক্ষিত সেই জনপদের অধিবাসীরা তো সুখে আছে? বৎস, কৃষিজীবি ও গোপালকদের প্রতি তুমি সদয় ব্যবহার করিয়া থাক তো? তাহারা নিজ নিজ ব্যবসায়ের

---

(১) লোকায়তিকান্ (মূল)—চার্বাকমতাবলম্বীরা, নাস্তিকেরা। অথবা শুষ্কতর্কনিপুণেরা। (রা-তিলক ও রা-শিরোমণি)

(২) অনর্থকুশলাঃ (মূল)—অনর্থে (পরমার্থবুদ্ধিনিবর্তনে) কুশল (নিপুণ)। (রা-শিরোমণি) যাহারা 'পরলোক নাই', 'ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই' ইত্যাদি মত প্রচার করিয়া অনর্থ উৎপাদন করিয়া থাকে। (রা-তিলক ও রা-শিরোমণি)

(৩) রামায়ণভূষণ। বৈদ্যজনাকুলাম্ (মূল)। (৪) সত্যনামাং (মূল)।

(৫) নদ্যম্বুজীবনো দেশো নদীমাতৃক উচ্যতে।

বৃষ্টিনিষ্পাদ্যশস্যস্তু বিজ্ঞেয়ো দেবমাতৃকঃ॥

নদীমাতৃক—যে দেশে নদীর জলে কৃষিকার্য সম্পন্ন হয়।

দেবমাতৃক—বৃষ্টিজলদ্বারা উৎপন্ন শস্যে পালিত দেশ।

দ্বারা সুখসমৃদ্ধি লাভ করিতেছে তো? তাহাদের ইষ্টসাধন ও অনিষ্টনিবারণ করিয়া তুমি তাহাদিগকে প্রতিপালন কর তো? ধর্মতঃ রাজ্যবাসী সকলেই রাজার রক্ষণীয়। তুমি স্ত্রীলোকদিগকে সান্ত্বনাদান কর তো? তাহারা তোমার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া থাকে তো? তাহাদিগকে অতিরিক্ত বিশ্বাস কর না তো? তাহাদের নিকট গুহ্য কথা প্রকাশ কর না তো? তোমার নাগবনগুলি (১) সুরক্ষিত আছে তো? তোমার ধেনুসকলের কুশল তো? তুমি হস্তী, হস্তিনী ও অশ্বাদি সংগ্রহে তৃপ্ত হও না তো? (২) রাজকুমার, তুমি প্রত্যহ পূর্বাহ্নে গাত্রোত্থানপূর্বক বিভূষিত হইয়া জনগণকে রাজপথে (৩) দর্শন দাও তো? কর্মচারীরা নিঃশঙ্কভাবে তোমার সাক্ষাতে আসে না তো? অথবা তাহারা তো আবার তোমার দৃষ্টি এড়াইয়া চলে না? এ বিষয়ে মধ্যরীতিই কার্যকর হইয়া থাকে। দুর্গগুলি ধনধান্য অস্ত্রশস্ত্র জল যন্ত্র (৪) শিল্পী ও ধনুর্ধরগণে পরিপূর্ণ আছে তো? রঘুনন্দন, তোমার আয় অধিক তো? ব্যয় অল্পতর তো? তোমার সঞ্চিত অর্থ (৫) অপাত্রে দানে ব্যয়িত হয় না তো? তুমি দেবকার্য, পিতৃকার্য, ব্রাহ্মণ ও অভ্যাগতসেবা (অতিথি-সেবা) এবং যোদ্ধা ও মিত্রগণের জন্য ব্যয় কর তো? সাধু ও সচ্চরিত্র হইয়াও যদি কেহ অপকর্মের জন্য অভিযুক্ত হয়, তবে

---

(১) নাগবন—যে বনে হস্তী থাকে।

(২) অর্থাৎ সর্বদা আরও হস্তী ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য চেষ্টা থাকে তো?

(৩) মহাপথে (মূল)। রাজপথে দর্শন দান—রাজপথে বিচরণ করিয়া দর্শন দান। সভামধ্যে ও রাজপথে (রামায়ণতিলক)।

(৪) যন্ত্রৈঃ (মূল)—শতঘ্নী ইত্যাদির দ্বারা।

(৫) কোশঃ (মূল)—সঞ্চিত অর্থ। (রামায়ণভূষণ)

ধর্মশাস্ত্রকুশল বিচারকের নিকট দোষ সপ্রমাণ না হইলে, তুমি অর্থলোভে সেই নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডিত কর না তো? নরশ্রেষ্ঠ, যে চোর যথাকালে বমালসহ দৃষ্ট ও জিজ্ঞাসিত হইয়া ধৃত হইয়াছে, তাহাকে ধনলোভে মুক্তি দেওয়া হয় না তো? রঘুনন্দন, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তোমার বহুশ্রুত (অভিজ্ঞ) অমাত্যেরা নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন তো? রাঘব, মিথ্যা-অভিযুক্ত ব্যক্তিদের চোখের যে জল পড়ে, তাহাতে যে রাজা কেবল নিজের সুখের জন্য রাজ্যশাসন করেন, তাঁহার পুত্র ও পশু ইত্যাদি বিনষ্ট হয়। রঘুনন্দন, তুমি বালক, বৃদ্ধ, বৈদ্য (চিকিৎসক) ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে অভিমত বস্তু প্রদান, সহৃদয় ব্যবহার ও সুমিষ্ট বচনে বশীভূত করিতে চেষ্টা কর তো? গুরুজন, বৃদ্ধ, তাপস, দেবতা, অতিথি, চৈত্য* ও সিদ্ধার্থ† ব্রাহ্মণ—এই সকলকে নমস্কার করিয়া থাক তো? তুমি অর্থের জন্য ধর্মের, ধর্মের জন্য অর্থের, আর সুখলোভে কামের বশীভূত হইয়া ধর্ম ও অর্থের ব্যাঘাত জন্মাও না তো?‡ তুমি ধর্ম অর্থ ও কাম—সকলকেই যথাকালে পৃথক পৃথক ভাবে সেবা করিয়া থাক তো? ধর্মশাস্ত্রার্থকোবিদ ব্রাহ্মণেরা এবং নগর ও জনপদবাসিগণ তোমার শুভকামনা করেন তো? নাস্তিকতা, মিথ্যাকথন, ক্রোধ, অসাবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবানদের সহিত অদর্শন, আলস্য, পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরবশতা,

* পূজা বা যজ্ঞস্থান।

† বিদ্যা চরিত্র ও তপস্যার দ্বারা সার্থকজন্ম। (রামায়ণতিলক)

‡ অর্থাৎ ভরত অন্যায়ভাবে অর্থ গ্রহণ করেন না তো? কেবল ধর্মার্জনে রত থাকিয়া অর্থার্জনে অবহেলা করেন না তো? অথবা সুখলাভের আশায় কামের বশবর্তী হইয়া ধর্ম ও অর্থ উভয়কেই অগ্রাহ্য করেন না তো?

রাজকার্যাদির সম্বন্ধে একাকী চিন্তা, বিপরীতবুদ্ধি ব্যক্তিদের সহিত মন্ত্রণা, কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত বিষয়ের অনারম্ভ, মন্ত্রণা অগুপ্তি, কার্যারম্ভে মঙ্গলাচরণ না করা, সকল দিকের শত্রুর বিরুদ্ধে এক-কালে যুদ্ধযাত্রা* —এই চতুর্দশ প্রকার রাজদোষ তুমি বর্জন করিয়া থাক তো ? মহাপ্রাজ্ঞ, তুমি দশবর্গ, পঞ্চবর্গ, চতুর্বর্গ, সপ্তবর্গ, অষ্টবর্গ, ত্রিবর্গ, বিদ্যাত্রয়, ইন্দ্রিয়জয়, ষাড়্‌গুণ্য, দৈব ও মানুষ বিপদ,†

---

* রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ।

† দশবর্গ—মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া (পাশাখেলা), দিবানিদ্রা, পরিবাদ (অপবাদ বা নিন্দা), স্ত্রীপারতন্ত্রতা (স্ত্রীপরবশতা), মদ্যপান, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও বৃথাভ্রমণ—এই দশ প্রকার কামজ দোষ।

পঞ্চবর্গ—জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বৃক্ষনির্মিত দুর্গ, মরুদুর্গ, গ্রীষ্মকালে নির্মিত ধান্বব নামক দুর্গ (ইহা গ্রীষ্মকালে অগম্য)।

চতুর্বর্গ—সাম দান ভেদ ও দণ্ড।

সপ্তবর্গ—রাজা অমাত্য রাষ্ট্র দুর্গ কোশ বল ও সুহৃদ।

অষ্টবর্গ—খলতা, সাহস, দ্রোহ (অনিষ্টাচরণ), ঈর্ষা, অসূয়া (পরের গুণ অস্বীকার), সজ্জননিন্দা, বাগ্‌দণ্ড (তিরস্কার) ও নিষ্ঠুরতা।

ত্রিবর্গ—ধর্ম অর্থ কাম।

বিদ্যাত্রয়—তিন বেদ, কৃষি ইত্যাদি শাস্ত্র ও দণ্ডনীতি।

ষাড়্‌গুণ্য—সন্ধি, বিগ্রহ (যুদ্ধ), যান (অভিযান বা যুদ্ধযাত্রা), আসন (যুদ্ধার্থ কালপ্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান), দ্বৈধ (ভেদ—রাজাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি বা একের সহিত সন্ধি ও অপরের সহিত বিগ্রহ), আশ্রয় (প্রবলের আশ্রয়)—এই ছয় গুণ।

দৈব বিপদ—অগ্নি জল ব্যাধি দুর্ভিক্ষ ও মড়ক।

মানুষ বিপদ—রাজভয়, রাজপুরুষভয়, চোরভয়, শত্রুভয়, অধিকারী বা কর্মাধ্যক্ষ হইতে ভয়।

রাজকৃত্য, বিংশতিবর্গ, প্রকৃতিবর্গ, রাজমণ্ডল, যাত্রা, দণ্ডবিধান, দ্বিযোনি (দ্বিমূলক বা দ্বিহেতুক) সন্ধি ও বিগ্রহ *—এই সকল বিষয় ঠিকমত বিবেচনা করিয়া যথাবিধি আদেশ প্রচার কর তো ? তুমি নীতিশাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী তিন-চারিজন মন্ত্রীর সকলের সহিত মিলিতভাবে এবং প্রত্যেকের সহিত পৃথক্‌ভাবে মন্ত্রণা করিয়া থাক তো ? তোমার বেদচর্চা সফল হইয়াছে তো ?† তোমার কার্যাদি ফলপ্রসূ হইয়া থাকে তো ? তোমার দারপরিগ্রহ সফল হইয়াছে তো ? তোমার শাস্ত্রজ্ঞান বিনম্রতালাভে ‡ সার্থক

* রাজকৃত্য—অলব্ধবেতন লুব্ধকে, অপমানিত মানীকে, অকারণ কোপাবিষ্ট ক্রুদ্ধকে, প্রদর্শিত ভয় ভীতকে শত্রু হইতে ভেদ করা রাজকৃত্য।

বিংশতিবর্গ—বালক, বৃদ্ধ, চিররোগী, জ্ঞাতি-বহিষ্কৃত, ভীরু, ভয়জনক (ভয় উৎপাদক), লুব্ধ (লম্পট), লুব্ধজন (লোভী ব্যক্তি), বিরক্তপ্রকৃতি, বিষয়ে অত্যাসক্ত, অস্থিরমতি ও অনেকের সহিত মন্ত্রণাকারী, দেবব্রাহ্মণ-নিন্দক, দৈবোপহত (দৈববিড়ম্বিত), দৈবচিন্তক (দৈবে বিশ্বাসী), দুর্ভিক্ষপীড়িত, সেনাক্ষয়ে বিশেষ বিপন্ন, অদেশস্থ (প্রবাসী), বহুশত্রু, মৃতপ্রায়, সত্যধর্মে অনাসক্ত—এইরূপ বিংশ ব্যক্তিকে বিংশতিবর্গ বলে। ইহাদের সহিত সন্ধি করিতে নাই—ইহাদের সহিত কেবল বিগ্রহই করিতে হয়।

প্রকৃতিবর্গ—অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোশ (ধনাগার), দণ্ড।

রাজমণ্ডল—অরি, মিত্র, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, মিত্রের অরি, মিত্রের অরির মিত্র, অরির মিত্রের মিত্র, বিজিগীষু (বিজয়েচ্ছু) প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার রাজা।

সন্ধিবিগ্রহাদির মধ্যে দ্বৈধ ও আশ্রয় সন্ধিযোনিক (সন্ধিমূলক) এবং যান ও আসন বিগ্রহযোনিক (বিগ্রহমূলক)।

† অর্থাৎ ভরত বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন তো ? (রামায়ণতিলক)

‡ রামায়ণতিলক।

হইয়াছে তো? রঘুনন্দন, আয়ুস্কর যশস্কর এবং ধর্ম অর্থ ও কামের পরিপোষক এই যে বুদ্ধির কথা বলিলাম, আমার মত তুমিও সেই বুদ্ধি অনুসারে চল তো? পিতা যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন এবং আমাদের প্রপিতামহ * প্রভৃতি যে বৃত্তি অবলম্বনে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তুমিও সেই সৎ-পথানুসারী ও শুভঙ্করী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই চলিতেছ তো? রাঘব, তুমি সুস্বাদু ভোজ্যবস্তু একাকী ভোজন কর না তো? যে সকল মিত্র তাহা পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে উহা দাও তো? প্রজাদিগের প্রতি দণ্ডবিধানকর্তা, জ্ঞানবান, ক্ষত্রিয় ভূপতি ধর্মানুসারে প্রজাপালন, যথাবিধি রাজ্যভোগ এবং দেহাবসানে ইহলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গে যান। (১০০ সর্গ)

২৭

রাম ও ভরতের কথোপকথন—পিতার মৃত্যুসংবাদে রামের বিলাপ ও পিণ্ডদান—রামের সহিত কৌশল্যা প্রভৃতির সাক্ষাৎ (১০১—১০৪ সর্গ)

রাম ভরতকে প্রশ্নচ্ছলে সবিশেষ উপদেশ দিয়া পরে তাঁহাকে বলিলেন,—ভাই, তুমি কি জন্য জটা চীর ও মৃগচর্ম ধারণ করিয়া এখানে আসিয়াছ, তাহা খুলিয়া বল। তখন ভরত প্রবল শোক সংবরণ করিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন,—আর্য, আমার মাতা কৈকেয়ীর প্ররোচনায় পিতা সুদুষ্কর কার্য করিয়া, পুত্রশোকে

* পিতামহ অজ অল্পদিন রাজ্যপালন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করা হয় নাই। (রামায়ণভূষণ)

অত্যন্ত কাতর হইয়া স্বর্গে গিয়াছেন। রাজ্যভোগ দূরে থাকুক, এখন আমার জননী বিধবা ও শোকাতুরা হইয়াছেন এবং তাঁহাকে মহাঘোর নরকে পতিত হইতে হইবে। আমি আপনার সেই দাসতুল্যই আছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আজই নিজকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। এই সকল প্রজা ও বিধবা জননীরা আপনার নিকট আসিয়াছেন—আপনি প্রসন্ন হউন। মানদ, জ্যেষ্ঠানুক্রমে আপনিই রাজ্যলাভের অধিকারী এবং আপনারই রাজ্যাভিষিক্ত হওয়া উচিত, সুতরাং আপনি ধর্মানুসারে রাজ্য গ্রহণ করিয়া স্বজনগণের কামনা পূর্ণ করুন। এই সচিবদের সহিত আমি অবনতমস্তকে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি ভ্রাতা শিষ্য ও দাসের প্রতি প্রসন্ন হউন।

রাম বলিলেন,—ভাই, আমার ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট, সৎকুলজাত, তেজস্বী ও ব্রতচারী লোক কিরূপে রাজ্যের জন্য পিতৃ-আজ্ঞা-ভঙ্গের পাপ করিতে পারে? তোমার একটুও দোষ নাই, আর সকল বিষয় না জানিয়া তোমার জননীকে নিন্দা করাও সঙ্গত হইতেছে না। আমি কিছুতেই পিতার আদেশ অমান্য করিতে পারি না। তোমার পক্ষেও তাঁহার আদেশ অবশ্য পালনীয়। তিনি তোমাকে যে রাজ্য দিয়া গিয়াছেন, তাহা তোমারই ভোগ করা উচিত। পিতা আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমার পক্ষে পরম হিতকর—তাহার পরিবর্তে সর্বলোকের অক্ষয় প্রভুত্বকেও আমি কল্যাণকর বলিয়া মনে করি না। (১০১ সর্গ)

পরে ভরতের মুখে পিতার মৃত্যুর করুণ কাহিনী শুনিয়া, রাম অচেতন হইয়া ভূপতিত হইলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও সীতা রোদন করিতে করিতে তাঁহার সর্বাঙ্গে জলসেক করিতে লাগিলেন।

তিনি সংজ্ঞালাভ করিলে তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তিনি কাতরভাবে নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন ভ্রাতারা রামকে সান্ত্বনা দিয়া পিতার তর্পণ করিতে বলিলেন।

রাম রোরুদ্যমানা সীতাকে সান্ত্বনা দিয়া শোকার্ত লক্ষ্মণকে দুঃখিতভাবে বলিলেন,—লক্ষ্মণ, তুমি ইঙ্গুদিকল্ক * ও নূতন বল্কল লইয়া আইস, আমি পিতার তর্পণ করিতে যাইব। সীতা অগ্রে চলুন, তুমি তাঁহার অনুসরণ কর, আমি সকলের পশ্চাতে যাইব—শোককালে এইরূপে যাওয়াই নিয়ম।†

তখন সুমন্ত্র সকলকে প্রবোধ দিয়া, রামের হাত ধরিয়া তাঁহাকে মন্দাকিনীতে নামাইলেন। তারপর ভরতাদি সীতাসহ অতি কষ্টে মন্দাকিনীর ঘাটে নামিয়া তর্পণ করিলেন। রাম অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়া, দক্ষিণাভিমুখী হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—রাজশার্দূল, আপনি পিতৃলোকে গিয়াছেন, আমার প্রদত্ত এই নির্মল জল অক্ষয় হইয়া সেখানে আপনার নিকটে উপস্থিত হউক।

অনন্তর তিনি ভাইদের সহিত মন্দাকিনীতীরে উঠিয়া, কুশের উপরে বদরীমিশ্রিত ও পেষিত-তিল-সমন্বিত ইঙ্গুদিপিণ্ড স্থাপন করিয়া অতিশয় কাতরভাবে রোদন করিতে করিতে বলিলেন,—মহারাজ, আমাদের যাহা ভোজ্য আপনি প্রীত হইয়া তাহারই প্রস্তুত এই পিণ্ড ভোজন করুন। লোকে যাহা আহার করে, তাহাদের দেবতারাও তাহাই আহার করিয়া থাকেন।

---

* ইঙ্গুদিপিণ্যাকং (মূল)। ইঙ্গুদি—তাপসতরু। ইহার ফলে তেল হয়। পূর্বকালে ঋষিরা সেই তেল ব্যবহার করিতেন। পিণ্যাক—কল্ক, খইল।

† এষা গতিঃ সুদারুণা (মূল)। সুদারুণা—শোকাদিকালিকী। (রা·তিলক)

তারপর রাম সকলের সহিত তাঁহার পর্ণকুটীরে ফিরিলেন। তখন সীতা ও সেই ভ্রাতাদের রোদনধ্বনি চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। (১০২—১০৩ সর্গ)

এদিকে বশিষ্ঠ দশরথের পত্নীদিগকে সঙ্গে লইয়া রামের কুটীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তখন রাজমহিষীরা রাম-লক্ষ্মণের মন্দাকিনীতে নামিবার ঘাট দেখিতে পাইলেন। কৌশল্যা অশ্রুপূর্ণনয়নে ও বিশুষ্কবদনে সুমিত্রাকে বলিলেন,—তোমার পুত্র অনলস লক্ষ্মণ সর্বদা এখান হইতেই আমার পুত্র রামের জন্য জল লইয়া থাকেন। পরে তিনি রামের প্রদত্ত পিণ্ড দেখিয়া অন্যান্য রাজপত্নীদের বলিলেন,—এই দেখ, রাম পিতাকে যথাবিধি পিণ্ড দিয়াছেন। যিনি ভূমণ্ডলে ইন্দ্রসদৃশ ছিলেন এবং চতুঃসাগরবেষ্টিতা পৃথিবী ভোগ করিয়া গিয়াছেন, সেই মহীপতি কিরূপে পিষ্ট-ইঙ্গুদি-পিণ্ড ভোজন করিলেন ? সমৃদ্ধিশালী হইয়াও যে রামকে পিষ্ট-ইঙ্গুদি-পিণ্ড দিতে হইয়াছে, ইহা হইতে বেশী দুঃখের কথা আর কিছুই হইতে পারে না।

কৌশল্যা এইরূপ শোককাতর হইয়া পড়িলে তাঁহার সপত্নীরা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। পরে তাঁহারা রামের আশ্রমে গিয়া দেখিলেন, তিনি স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় সেখানে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। শোকাতুরা মাতারা সর্বভোগবঞ্চিত রামকে দেখিয়া আকুল হইয়া উচ্চ-স্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। রাম গাত্রোত্থান করিয়া মাতাদের চরণবন্দনা করিলেন। রামের পর লক্ষ্মণও মাতাদিগকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। পরে সীতা সজলনয়নে শাশুড়ীদিগের চরণবন্দনা করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুঃখার্তা কৌশল্যা সীতাকে কন্যার মত আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—বৎসে, তুমি

বিদেহরাজের দুহিতা, দশরথের পুত্রবধূ ও রামের পত্নী, তোমার বিজন বনে এ দুঃখভোগ কেন? জানকী, তোমার রৌদ্রে তপ্ত পদ্মের ন্যায়, ধূলিমলিন স্বর্ণের ন্যায় ও মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় মুখ দেখিয়া আমি শোকে জ্বলিতেছি।

রাম বশিষ্ঠের পদবন্দনা করিয়া তাঁহার সহিত উপবেশন করিলেন। মন্ত্রী, সেনানায়ক, প্রধান প্রধান পুরবাসী ও শ্রেষ্ঠ ধর্মবিৎগণের সহিত ভরতাদি রামের পশ্চাতে বসিলেন। তখন ভরত রামকে কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য সেই মাননীয় ব্যক্তিদের যারপরনাই কৌতূহল হইল। (১০৪ সর্গ)

২৮

রামের ভরতকে প্রবোধদান—ভরতের রামকে অযোধ্যায় ফিরিবার জন্য অনুরোধ—রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের অন্যায্যতা প্রদর্শন—জাবালির উপদেশ—রামের উত্তর—বশিষ্ঠের লোকোৎপত্তি বর্ণন—ভরত ও রামের কথোপকথন (১০৫—১১১ সর্গ)

ভরত সুহৃদ্‌বর্গের মধ্যে রামকে বলিলেন,—পিতা আমার মাতাকে শান্ত করিবার জন্য আমাকে এই রাজ্য দিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে দিতেছি—আপনি ইহা নিষ্কণ্টকে ভোগ করুন। বর্ষাকালে প্রবল জলস্রোতে ভগ্ন সেতুর ন্যায় এই বিশাল রাজ্য আপনি ভিন্ন আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। গর্দভ যেমন অশ্বের এবং সাধারণ পক্ষীরা যেমন গরুড়ের গতির অনুকরণ করিতে পারে না, সেইরূপ আপনার রাজ্যশাসন-ক্ষমতার অনুকরণ করিবার শক্তি আমার নাই। রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা ও নানা

শ্রেণীর প্রজারা আপনাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিলে প্রীত হইবেন।—ভরতের এই কথা শুনিয়া নাগরিকেরা সকলেই 'সাধু! সাধু!' বলিয়া তাহা অনুমোদন করিলেন।

তখন রাম ভরতকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—লোকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কিছুই করিতে পারে না, কারণ লোকের নিজের কোন কর্তৃত্ব নাই; ইহলোক ও পরলোকে দৈবই তাহাকে পরিচালিত করিয়া থাকে। সকল সঞ্চয়ের পরিণামই অপচয় (ক্ষয়), উন্নতির পরিণাম পতন, মিলনের পরিণাম বিরহ এবং জীবনের পরিণাম মরণ। পাকা ফলের পক্ষে যেমন পতন অবশ্যম্ভাবী, মনুষ্যের পক্ষেও সেইরূপ মরণ অনিবার্য।* যে রজনী অতীত হইয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া আসে না। যমুনা সাগরে প্রবাহিতই হইতেছে, ফিরিয়া আসিতেছে না। গ্রীষ্মকালে সূর্যকিরণ যেমন দ্রুত জল-শোষণ করে, তেমনি দিবারাত্রি যথাক্রমে যাতায়াত করিয়া এই জগতের সকল প্রাণীর আয়ু হরণ করিতেছে। লোকে বসিয়াই থাকুক বা চলিতেই থাকুক, তাহার আয়ু ক্ষয় হইয়া থাকে; অতএব তুমি অন্যের জন্য শোক করিতেছ কেন? নিজের জন্য শোক কর। মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গেই চলে, সঙ্গে সঙ্গে উপবেশন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুদীর্ঘ পথ যাইয়া সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসে। যাহার গাত্র লোল (শিথিল) ও কেশরাশি শ্বেতবর্ণ হইয়াছে, সেই জরাজীর্ণ পুরুষ কি করিয়া উহা এড়াইতে পারে? মনুষ্যেরা দিনে

* সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্॥
যথা ফলানাং পক্বানাং নান্যত্র পতনাদ্ভয়ম্।
এবং নরস্য জাতস্য নান্যত্র মরণাদ্ভয়ম্॥ (১০৫।১৬-১৭)

একবার সূর্যোদয়ে আনন্দিত হয়, আবার সূর্য অস্তমিত হইলে আনন্দিত হইয়া থাকে, কিন্তু নিজেদের আয়ু যে ক্ষয় হইতেছে ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না। প্রাণীরা নব নব রূপে আগত ঋতুসকলের প্রারম্ভ দর্শনে পুলকিত হয়, কিন্তু ঋতুর পরিবর্তনে তাহাদের জীবন বিশেষভাবে ক্ষয়িত হইতেছে। মহাসাগরে যেমন দুই টুকরা কাঠ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া, কিছুকাল একত্র থাকিয়া আবার পৃথক্ ভাবে চলে, সেইরূপ স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি ও ধনরত্নাদি কিছুকালের জন্য মিলিয়া পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; ইহাদের সহিত বিচ্ছেদ সুনিশ্চিত।* এ সংসারে যাহা স্বাভাবিক (অবশ্যম্ভাবী) কোন প্রাণীই তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং মৃতের জন্য শোক করিয়া তাহার প্রেতত্ব নিবারণ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। সকলকেই পিতৃপিতামহদের অনুসৃত পথে যাইতে হয়। তবে যাহার ব্যতিক্রম হয় না, তাহার জন্য শোক করিবে কেন? বয়স চলিয়া যায়, জলপ্রবাহের মতই আর ফিরিয়া আসে না—ইহা দেখিয়া আপনাকে সুখকর (শান্তিপ্রদ) ধর্মকার্যে নিয়োজিত করাই কর্তব্য। বৎস, আমাদের ধর্মশীল পিতা পরমমঙ্গলকর নানা যজ্ঞ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার জন্য শোক করা উচিত নয়। তুমি স্থির হও এবং অযোধ্যায় যাইয়া বাস কর—সত্যপরায়ণ পিতা তোমাকে সেইরূপ আদেশই করিয়া

* ২৬-২৭ শ্লোক একত্র।

যথা কাষ্ঠং চ কাষ্ঠং চ সমেয়াতাং মহার্ণবে।
সমেত্য তু ব্যপেয়াতাং কালমাসাদ্য কংচন॥
এবং ভার্যাশ্চ পুত্রাশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ বসূনি চ।
সমেত্য ব্যবধাবন্তি ধ্রুবো হ্যেষাং বিনাভবঃ॥ (১০৫।২৬-২৭)

গিয়াছেন। আর আমার পক্ষেও তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা সঙ্গত হইবে না, আমি বনে বাস করিয়া তাঁহার কথা রক্ষা করিব। নরোত্তম, আমাদের পিতার পবিত্র চরিত্র স্মরণ করিয়া তুমি আপনাকে স্বকার্যে (রাজকার্যে) নিয়োজিত কর*। (১০৫ সর্গ)

তখন ভরত রামকে বলিতে লাগিলেন,—অরিন্দম, আপনি যেমন এমন পৃথিবীতে আর কে আছে ? দুঃখ আপনাকে অতিমাত্র ব্যথিত করিতে পারে না এবং সুখও আপনাকে অতিমাত্র আনন্দিত করিতে পারে না। আপনি বৃদ্ধদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াও কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। মৃতও যা জীবিতও তাই, কিছু থাকাও যা না-থাকাও তাই—এইরূপ যাঁহার বিবেচনা, তিনি পরিতাপ করিবেন কেন ? নরেশ্বর, যিনি আপনার ন্যায় আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনি দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হইলেও ক্ষুণ্ণ বা অভিভূত হন না। আমি প্রবাসে থাকার সময়ে আমার অল্পবুদ্ধি মাতা আমার জন্য যে পাপকাজ করিয়াছেন, তাহা আমার বাঞ্ছিত নয়—আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি ধর্মবন্ধনে† বদ্ধ, সেজন্য এই পাপিনী ও দণ্ডনীয়া মাতাকে কঠোর শাস্তি দিয়া হত্যা করিতেছি না। সদ্বংশে জন্মিয়া, সৎকর্মশীল দশরথের সন্তান হইয়া এবং ধর্মাধর্ম জানিয়া, আমি কিরূপে এই নিন্দিত কাজ করিতে পারি ? পূজনীয় পিতা পরলোকে গিয়াছেন এবং তিনি আমাদের নিকট দেবতাস্বরূপ, এজন্য আমি সভামধ্যে তাঁহার বিশেষ নিন্দা করিব না। কিন্তু ধর্মজ্ঞ, কোন্ ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি স্ত্রীর প্রীতিসাধনের জন্য এমন পাপকাজ

* স্বভাবেন অনুতিষ্ঠ (মূল)—রাজভাবেন ভবন্তং যোজয়েৎ ইত্যর্থঃ। (রা-ভূষণ)
† স্ত্রীলোককে হত্যা করিতে নাই, এইরূপ শাস্ত্রবিধিরূপ বন্ধনে। (রা-শিরোমণি)

করিয়া থাকেন ? অন্তিমকালে জীবমাত্রই মোহগ্রস্ত* হয়, এইরূপ প্রবাদ আছে। রাজা দশরথ এই কাজ করায় লোকসমাজে সেই প্রবাদ প্রত্যক্ষকৃত সত্য হইয়াছে। পিতা যে ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন, আপনি তাহার প্রতিবিধান করুন। যে পুত্র পিতার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া যাহা উচিত তাহাই করে, সে-ই লোকসমাজে অপত্য† বলিয়া বিবেচিত হয়। যে ইহার অন্যথা করে সে অপত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আপনি পিতার সেইরূপ অপত্য হউন, আপনি তাঁহার দুষ্কর্মের অনুমোদন করিবেন না। কোথায় ক্ষত্রিয় ধর্মানুসরণ আর কোথায় অরণ্যবাস! কোথায় প্রজাপালন আর কোথায় বা জটাধারণ! আপনার পক্ষে এইরূপ বিপরীত কাজ করা উচিত নয়। ধর্মজ্ঞ, ব্যক্তিরা চারি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, তবে আপনি কেন তাহা ত্যাগ করিতে চান? বিদ্যা জন্ম (বয়স) ও স্থান (কনিষ্ঠত্ব) হিসাবে আমি আপনার নিকট বালক, সুতরাং আপনি বর্তমানে আমি কিরূপে রাজ্য শাসন করিতে পারি? আমি বুদ্ধিহীন গুণহীন স্থানহীন (অর্থাৎ অনুজ) ও বালক, আপনাকে ছাড়িয়া আমি জীবনধারণেও আগ্রহ বোধ করি না। ধর্মজ্ঞ, আপনি স্বজনগণের সহিত স্বধর্মানুসারে এই প্রাচীন ও নিষ্কণ্টক পৈতৃক রাজ্য শাসন করুন। বশিষ্ঠাদি পুরোহিতগণ ও প্রজামণ্ডলী এখানেই আপনাকে অভিষিক্ত করুন। পুরুষশ্রেষ্ঠ, আজ আপনি আমার জননীর অপবাদ দূর করুন, পূজনীয় পিতাকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমি নতশিরে প্রার্থনা করিতেছি, মহেশ্বর যেমন

* অর্থাৎ বিপরীতবুদ্ধি। (রা-তিলক ও রা-ভূষণ)

† যাহার দ্বারা বংশ পতিত হয় না অর্থাৎ রক্ষা হয়। সন্তান।

সর্বভূতকে করুণা করেন, আপনিও তেমনি আমার ও বান্ধবগণের প্রতি করুণা করুন। আর আপনি যদি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া এখান হইতে অন্য বনে যান, তবে আমিও আপনার সহিত যাইব। (১০৬ সর্গ)

তখন রাম জ্ঞাতিগণের মধ্যে ভরতকে বলিলেন,—তুমি নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথের ও কৈকেয়ীর পুত্রের যোগ্য কথাই বলিয়াছ। কিন্তু ভাই, পূর্বে আমাদের পিতা যখন তোমার মাতাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি এই রাজ্য শুল্ক* দিবেন বলিয়া মাতামহের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। পরে দেবাসুরযুদ্ধের সময় তোমার জননীর পরিচর্যায় পরিতুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে বর দিতে চাহেন। তোমার মাতা রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া দুইটি বর প্রার্থনা করেন। রাজাও ঐরূপে আবদ্ধ হইয়া তোমার জন্য রাজ্য এবং আমার জন্য চতুর্দশ বৎসর নির্বাসন—এই দুই বর দেন। পিতৃসত্য পালনের জন্য আমি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এই নির্জন বনে আসিয়া নির্বিবাদে বাস করিতেছি। তোমারও শীঘ্রই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পিতার সত্য রক্ষা করা উচিত। ধর্মজ্ঞ ভরত, তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য পিতাকে ঋণমুক্ত ও সত্যভঙ্গ হইতে পরিত্রাণ এবং মাতাকে অভিনন্দিত কর। পুত্র পিতাকে পুং-নামক নরক হইতে ত্রাণ এবং পিতৃগণকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করে† বলিয়াই

* শুল্ক—যৌতুক, পণ। অর্থাৎ তাঁহার কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে এই রাজ্য দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

† অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে ইষ্ট (যজ্ঞাদি) ও পূর্ত (কূপাদি খনন, দেবালয়াদি নির্মাণ ইত্যাদি)-কর্ম করিয়া তাঁহাদের স্বর্গলোকে প্রেরণ করে। (রা-তিলক ও রা-ভূষণ)

পুত্র নামে অভিহিত হয়।* নরশ্রেষ্ঠ, তুমি পিতাকে নরক হইতে উদ্ধার কর। ভরত, তুমি মনুষ্যগণের রাজা হও, আমি বন্য পশুদিগের রাজরাজ হই। তুমি আজ প্রফুল্লচিত্তে পুরশ্রেষ্ঠ অযোধ্যায় যাও এবং আমিও প্রীতমনে দণ্ডকে প্রবেশ করি। ভরত, রাজছত্র সূর্যরশ্মি নিবারণ করিয়া তোমার মস্তকে শীতল ছায়া বিস্তার করুক, আমিও ধীরে ধীরে এইসকল বনতরুর সুশীতল ছায়া আশ্রয় করি। ভরত, অতুলবুদ্ধি শত্রুঘ্ন তোমার সহায়, আর লোকবিখ্যাত লক্ষ্মণ আমার প্রধান মিত্র (সুহৃদ্); আমরা নরপতি দশরথের চারি সুপুত্র, আমরা তাঁহার প্রতিজ্ঞা সফল করিব—তুমি দুঃখিত হইও না। (১০৭ সর্গ)

তখন ব্রাহ্মণোত্তম জাবালি রামকে এইরূপ ধর্মবিরুদ্ধ (বেদ-বিরুদ্ধ) কথা† বলিতে লাগিলেন,—বেশ, রাম, তুমি সুবুদ্ধি ও

---

* পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৃ্ন্ য পাতি সর্বতঃ॥ (১০৭।১২)

† তথাকথিত জাবালি-দর্শন। জাবালি যাহা বলিলেন তাহা সাধারণতঃ চার্বাক-দর্শন নামে বিখ্যাত। চার্বাক পরকালবিরোধী ইহকালসর্বস্ব মতবাদের ঋষিবিশেষ। ইনি নাস্তিক, জড়বাদী। চার্বাকমতে বেদাদি শাস্ত্র, স্বর্গ, মুক্তি ইত্যাদি মিথ্যা। ব্রহ্মচর্য শ্রাদ্ধাদি সবই বৃথা। সচেতন দেহ ভিন্ন আত্মা নাই, প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণ, মৃত্যুই জীবনের শেষ, পরলোক ও পুনর্জন্ম নাই, সুখভোগ জীবনের সারকথা। পৃথিবী জল বায়ু অগ্নি এই চারি ভূত হইতে সব কিছুর সৃষ্টি।

১০৮ ও ১০৯ সর্গ অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন।

"জাবালির মতের অধিক ঘনিষ্ঠতা চার্বাক-দর্শনের সঙ্গে।······জাবালির মত অতি আধুনিক এবং পরে যোজিত বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন, এবং আমরাও সেই বিবেচনার পোষকতা করি।"—বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত —প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

Schlegel regrets that he did not exclude them all from his edition. These lines are manifestly spurious.

—Griffith's Ramayan

তপস্বী, তোমার বুদ্ধি যেন সাধারণ মানুষের মত নিরর্থক না হয়। এই জগতে কে কাহার বন্ধু? কাহার নিকট হইতে কে কি পায়? জীব একাকীই জন্মে, আবার একাকীই মরিয়া থাকে। সুতরাং রাম, ইনি আমার মাতা, ইনি আমার পিতা, এইরূপ মনে করিয়া যে তাঁহাদের প্রতি আসক্ত হয় সে পাগল—কারণ কেহই কাহারও নয়। যেমন কোন লোক ভিন্ন গ্রামে যাইয়া কাহারও বাহির বাড়ীতে বাস করে এবং পরদিন সেই বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ মানুষের পিতামাতা গৃহ ও ধনরত্ন পথের সম্বল মাত্র। কাকুৎস্থ, সজ্জনেরা ইহাতে আসক্ত হন না। অতএব নরোত্তম, পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বহুকণ্টকাকীর্ণ (বহুবিঘ্নপূর্ণ), বন্ধুর (দুর্গম) ও দুঃখময় বনপথ (বানপ্রস্থ) অবলম্বন করা তোমার পক্ষে উচিত নয়। তুমি সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যায় ফিরিয়া আপনাকে রাজ্যাভিষিক্ত কর; সে নগরী একবেণীধারিণী* বিরহিণীর ন্যায় তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছে। রাজকুমার, ইন্দ্র যেমন স্বর্গে বিহার করেন, তুমিও সেইরূপ মহামূল্য রাজভোগ্য বস্তুসকল উপভোগ করিয়া অযোধ্যায় বিহার কর। দশরথ তোমার কেহই নন, তুমিও তাঁহার কেহই নও; তিনি অন্য, তুমিও অন্য।† সুতরাং আমি যাহা বলিতেছি তাহাই কর। পিতা জীবের জন্মের নিমিত্তমাত্র; ঋতুমতী মাতার গর্ভে শুক্র ও শোণিতের সংযোগেই লোকের ইহলোকে জন্ম হয়। রাজা দশরথ

* সেকালে কোন নারী ক্রুদ্ধা বা শোকান্বিতা হইলে মস্তকে একবেণী ধারণ করিতেন।

† এখন তিনি তোমার পিতা দশরথ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি অপর কেহ এবং তুমিও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পুত্র রাম নও—অন্য কেহ।

যেখানে যাইবার সেখানেই গিয়াছেন। ইহাই প্রাণীদের স্বভাব, অতএব তুমি বৃথা নষ্ট হইতেছ।* যাহারা অর্থ (প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ বা প্রত্যক্ষ সুখ) অগ্রাহ্য করিয়া ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হয় আমি তাহাদের জন্য দুঃখ বোধ করি, কারণ তাহারা ইহকালে দুঃখ ভোগ করে এবং পরকালেও বিনষ্ট হয়। এই যে লোকে পিতৃগণের উদ্দেশে অষ্টকাশ্রাদ্ধ† করিয়া থাকে, বিচার করিয়া দেখ, তাহাতে কেবল অন্ন (খাদ্যদ্রব্য) নষ্ট হয়—কেন না, মৃত ব্যক্তি কি খাইতে পারে? যদি এখানে একজন ভোজন করিলে তাহার ভুক্ত অন্নাদি অন্যত্র অপরের দেহে (উদরে) যায়, তবে লোকে প্রবাসস্থ ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধান্ন দান করুক।‡ কিন্তু তাহা তো ঐ প্রবাসী ব্যক্তির পথের আহার হয় না। যাহাতে 'যজ্ঞ কর, দান কর, দীক্ষা লও, সর্বস্ব বিতরণ করিয়া সন্ন্যাসী হও'— এইরূপ বিধান আছে, ধনাদি প্রাপ্তির জন্য মেধাবী (বুদ্ধিমান) ব্যক্তিরা লোকদিগকে বশীভূত করিয়া দানে প্রবৃত্ত করাইবার উপায়-স্বরূপ

* বৃথা নিজের জীবন নষ্ট করিতেছ—অর্থাৎ মিছামিছি নিজকে রাজ্য-ভোগাদি হইতে বঞ্চিত করিতেছ।

† যাহাতে মৎস্য মাংস পিষ্টকাদি নানারূপ খাদ্য দিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে ব্রাহ্মণভোজন করানো হয়।

অষ্টকাশ্রাদ্ধ তিন প্রকার—"আদ্যা পূপৈঃ সদা কার্যা মাংসৈরন্যা ভবেত্তথা। শাকৈঃ কার্যা তৃতীয়া স্যাদেষ দ্রব্যগতো বিধিঃ॥" পৌষের কৃষ্ণাষ্টমীতে পূপের (পিষ্টকের) দ্বারা পূপাষ্টকা, মাঘের কৃষ্ণাষ্টমীতে মাংসের দ্বারা মাংসাষ্টকা, ফাল্গুনের কৃষ্ণাষ্টমীতে শাকের দ্বারা শাকাষ্টকা করিতে হয়।

‡ অর্থাৎ প্রবাসী ব্যক্তির জন্য শ্রদ্ধাসহকারে প্রস্তুত অন্ন অপর কাহাকেও ভোজন করাক।

সে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং মহামতি রাম, ইহকাল ভিন্ন আর কিছুই নাই—ইহা নিশ্চিত জানিবে। যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই অবলম্বন করিয়া থাক, আর যাহা অপ্রত্যক্ষ তাহা ত্যাগ কর। অতএব তুমি প্রত্যক্ষবাদী সজ্জনগণের সর্বজনসম্মত বুদ্ধি (উপদেশ) অনুযায়ী ভরতের প্রদত্ত রাজ্য গ্রহণ কর।* (১০৮ সর্গ)

জাবালির কথা শুনিয়া রাম বলিলেন,—আমার প্রীতিকামনায় আপনি যাহা বলিলেন তাহা উচিত ও হিতকর বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে অনুচিত ও অহিতকর। উৎপথগামী পাপাচারী ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ মতপ্রচারক পুরুষ সজ্জনসমাজে সম্মানলাভ করে না। লোক কুলীন কি অকুলীন, বীর কি পুরুষত্বাভিমানী (অবীর), শুচি কি অশুচি তাহা তাহার চরিত্রেই প্রকাশিত হয়। অসাধুর সাধুর, অশুচির শুচির, অলক্ষণের (কুলক্ষণের) সুলক্ষণের ও দুঃশীলের সুশীলের ভান করার ন্যায় আমি যদি মঙ্গলের পথ ত্যাগ করিয়া (মঙ্গলজনক কাজ না করিয়া) অধর্ম কাজ করি, তবে কোন্ জ্ঞানবান ব্যক্তি দুর্বৃত্ত ও লোকনিন্দিত আমাকে সমাদর করিবেন ? আমি ঐরূপে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে, কোন্ মহৎ ব্যক্তির আচরণের অনুকরণ করিব† আর কিরূপেই বা স্বর্গলাভ করিতে পারিব ? আমি যথেচ্ছাচারী হইলে সকলেই যথেচ্ছাচারী হইবে, কারণ রাজাদিগের চরিত্র যেরূপ হয় প্রজাদিগের চরিত্রও সেইরূপ হইয়া থাকে। সত্য-আচরণ ও দয়াই সনাতন রাজধর্ম, সুতরাং সত্যই রাজ্যের আত্মা (প্রাণ) এবং সত্যেই সমস্ত লোক

* দশরথ ভরতকে রাজ্য দিয়া গিয়াছেন, ভরত আবার সেই রাজ্য রামকে দিতেছেন, সুতরাং ভরতের প্রদত্ত রাজ্য।

† অর্থাৎ উহাতে কোন মহাপুরুষের আদর্শানুযায়ী কাজ করা হইবে না।

প্রতিষ্ঠিত।* দেবগণ ও ঋষিরা সত্যেরই আদর করিয়া থাকেন। এ সংসারে কেবল সত্যবাদীই শ্রেষ্ঠ ও অক্ষয় লোকে† গমন করেন। সাপ হইতে লোকে যেরূপ ভয় পায়, মিথ্যাবাদী লোক হইতেও সেইরূপ ভয় পাইয়া থাকে। এ জগতে সত্যই ঈশ্বর (সকলের নিয়ন্তা), ধর্ম সতত সত্যকে আশ্রয় করিয়াই থাকে। সত্যই সকল কিছুর মূল ; সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ আশ্রয় আর কিছুই নাই। দান, যজ্ঞ, হোম, উগ্র তপস্যাদি ও বেদ সত্যে প্রতিষ্ঠিত—সুতরাং সকলেরই সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত। মানুষ একাই রাজ্যপালন করে, একাই কুল রক্ষা করে, একাই নরকে নিমজ্জিত হয় এবং একাই স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকে। সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সদাচারী পিতা সত্যপালনের জন্য আমাকে সত্যরক্ষার আদেশ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমি কেন তাঁহার নির্দেশ পালন করিব না? আমি সত্যপালনে প্রতিশ্রুত, অতএব লোভ মোহ বা অজ্ঞানতাবশে বিভ্রান্ত হইয়া আমি পিতার সত্যের মর্যাদা নষ্ট করিব না। আমরা শুনিয়াছি যে, অসত্যপ্রতিজ্ঞ চঞ্চলপ্রকৃতি ও অস্থিরচিত্ত লোকের প্রদত্ত হব্যকব্যাদি‡ দেবগণ বা পিতৃগণ গ্রহণ করেন না। সকলের পক্ষে বিহিত এই সত্যপালন-ধর্মকে আমি সকল ধর্মের শেরা বলিয়া বিবেচনা করি। নীচমনা নৃশংস লোভী ও পাপাচারী ব্যক্তিরা ধর্মবৎ প্রতীয়মান যে অধর্মের সেবা করে, আমি সেই তথাকথিত ক্ষত্রধর্ম ত্যাগ করিব। লোকে মনে মনে পাপসঙ্কল্প করিয়া দেহদ্বারা পাপকার্য করে এবং পরে

---

* সত্যমেবানৃশংসং চ রাজবৃত্তং সনাতনম্।
তস্মাৎ সত্যাত্মকং রাজ্যং সত্যে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥ (১০৯।১০)

† অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে। (রামায়ণতিলক)

‡ হোমের ঘৃত ও পিতৃশ্রাদ্ধের অন্নাদি।

তাহা গোপনের জন্য জিহ্বার দ্বারা মিথ্যাকথা বলে। অতএব পাপ-কর্ম ত্রিবিধ।* ভূমি কীর্তি যশ† ও লক্ষ্মী সত্যনিষ্ঠ পুরুষকেই কামনা (অর্থাৎ আশ্রয়) করেন এবং সজ্জনেরা সর্বদা সত্যেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং সত্যেরই সেবা করা উচিত।

তারপর রাম অসহিষ্ণুভাবে জাবালির নাস্তিকতাপূর্ণ কথার নিন্দা করিয়া আবার তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—সত্য, ধর্ম, তপস্যা, সর্বভূতে দয়া, প্রিয়বাদিতা এবং দেব দ্বিজ ও অতিথি-সেবাকে সজ্জনেরা স্বর্গের পথ (স্বর্গলাভের উপায়) বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।‡ আপনি বিপরীতবুদ্ধি, ঘোর নাস্তিক ও ধর্মপথ-ভ্রষ্ট এবং আপনি এইভাবে লোককে নাস্তিক্যবুদ্ধি দিয়া বেড়াইয়া থাকেন ; সুতরাং পিতা যে আপনাকে পুরোহিতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার সে কাজের নিন্দা করি। চোর যেমন দণ্ডনীয়, নাস্তিক বৌদ্ধ ও আপনিও সেইরূপ দণ্ডনীয় জানিবেন। প্রজাদের উপকারের জন্য রাজার নাস্তিককে দণ্ড দেওয়া উচিত। বিচক্ষণ ব্যক্তি নাস্তিকের সহিত বাক্যালাপও করেন না। ‡

---

* মানসিক কায়িক ও বাচিক—পাপকর্ম এই তিন প্রকার।

কায়েন কুরুতে পাপং মনসা সংপ্রধার্য তৎ।
অনৃতং জিহ্বয়া চাহ ত্রিবিধং কর্ম পাতকম্ ॥ (১০৯।২১)

† কীর্তি—দানাদিজনিত খ্যাতি। যশ—বীরত্বজনিত প্রসিদ্ধি।

‡ সত্যং চ ধর্মং চ পরাক্রমং চ ভূতানুকম্পাং প্রিয়বাদিতাং চ।
দ্বিজাতি দেবাতিথি পূজনং চ পন্থানমাহুস্ত্রিদিবস্য সন্তঃ ॥ (১০৯।৩১)
পরাক্রমঃ—চান্দ্রায়ণাদি তপঃ। (রামায়ণতিলক)

‡ যথা হি চৌরঃ স তথা হি বুদ্ধস্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং স নাস্তিকেনাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ ॥ (১০৯।৩৪)

বৌদ্ধের উল্লেখ বিশেষ লক্ষণীয়। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কথা—স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত।

রাম এইরূপ বলিলে জাবালি সানুনয়ে বলিলেন,—আমি নাস্তিকদের কথা বলিতেছি না, আমি নিজেও নাস্তিক নই ; পরলোকাদি কিছুই নয়, তাহাও নয়। সময় বুঝিয়া আমি কখনও আস্তিক এবং কখনও নাস্তিক হইয়া থাকি।* রাম, তোমাকে বনবাস হইতে ফিরাইবার ও প্রসন্ন করিবার জন্যই আমি ঐরূপ বলিয়াছিলাম। (১০৯ সর্গ)

রাম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া বশিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন, রাম লোকের পরলোকগমন ও পুনর্জন্মের কথা জাবালিও জানেন।† কেবল তোমাকে বন হইতে ফিরাইবার জন্যই তিনি ঐসকল কথা বলিয়াছেন। লোকনাথ, তুমি আমার নিকট এই জগতের উৎপত্তির বিষয় শোন। পূর্বে সবই জলময় ছিল ; পরে সেখানে পৃথিবী সৃষ্ট হয়। তারপর স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত আবির্ভূত হন। অনন্তর তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলমধ্য হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার এবং নিজের শক্তিশালী সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন পুত্রগণের সহিত সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন। শাশ্বত নিত্য ও অব্যয় ব্রহ্মা আকাশ হইতে সমুদ্ভূত হন। তাঁহা হইতে মরীচি জন্মলাভ করেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ হইতে বিবস্বানের (সূর্যের) জন্ম হয়। বিবস্বানের পুত্র স্বয়ং মনু। তিনিই প্রথম প্রজাপতি (রাজা)। মনুর পুত্রই ইক্ষ্বাকু—যাঁহাকে মনু এই সমৃদ্ধিশালিনী পৃথিবী প্রথমে প্রদান করেন। ইক্ষ্বাকুই অযোধ্যার আদি রাজা।...

এইরূপে বশিষ্ঠ ক্রমে রাম পর্যন্ত ইক্ষ্বাকু-কুলের সকল রাজার

---

* সর্বমতজ্ঞ ব্যক্তি সময়বিশেষে প্রয়োজনবোধে নাস্তিকের মত যুক্তি প্রদর্শন করিলেও তিনি বাস্তবিক নাস্তিক হন না—ইহাই তাৎপর্য।

† অর্থাৎ জাবালি নাস্তিক নন।

নাম করিলেন।* পরে তিনি বলিলেন,—এই কুলে অগ্রজই রাজা হইয়া থাকেন, অগ্রজ বর্তমানে কনিষ্ঠ পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হন না। অতএব রাম, তুমি এই সনাতন কুলধর্ম নষ্ট করিও না। (১১০ সর্গ)

তারপর বশিষ্ঠ আবার বলিতে লাগিলেন,—কাকুৎস্থ, আচার্য পিতা ও মাতা সকলেরই গুরুজন। পিতামাতা জন্ম দেন, আর আচার্য জ্ঞানদান করেন—সেজন্য তিনি গুরু বলিয়া কথিত হন। আমি তোমার পিতার ও তোমার আচার্য, সুতরাং আমার কথানুযায়ী কাজ করিলে তুমি সজ্জনদিগের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। বৎস, এই তোমার পারিষদবর্গ, জ্ঞাতিসমূহ ও সামন্ত রাজগণ; ইঁহাদের পরিচালনরূপ ধর্মাচরণে তুমি সৎপথচ্যুত হইবে না। তোমার বৃদ্ধা ও ধর্মশীলা মাতার কথা অমান্য করা উচিত নয়। ইঁহার কথামত কাজ করিলেও তোমার সৎপথ লঙ্ঘন করা হইবে না। সত্যধর্মপরাক্রম রাঘব, তোমার প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যাভিষেকপ্রার্থী ভরতের অনুরোধ রক্ষা করিলে তুমি সৎপথভ্রষ্ট হইবে না।

তখন রাম বলিলেন,—পিতামাতা পুত্রের লালনপালনের জন্য সতত যাহা করেন, তাহা পরিশোধ করা সহজ নয় (বা সম্ভব নয়)।† রাজা দশরথ আমার জন্মদাতা পিতা, তিনি আমাকে যে আদেশ করিয়াছেন তাহা মিথ্যা (তাহার অন্যথা) হইবে না।

* বালকাণ্ড, ৭০ সর্গের নাম-তালিকার সহিত তুলনীয়। তাহার সহিত এই সর্গের তালিকার মাত্র দুইস্থানে অমিল। (১) সেখানে মরুর পুত্রের নাম প্রশুশ্রুক—এখানে প্রশুশ্রুব। (২) সেখানে নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ—এখানে নহুষের পুত্র নাভাগ এবং যযাতির নাম নাই।

† ন সুপ্রতিকরং (মূল)—অশক্যপ্রত্যুপকারমিত্যর্থঃ (রামায়ণতিলক); প্রত্যুপকৃতিনাস্তীত্যর্থঃ (রামায়ণশিরোমণি)।

রাম এইরূপ বলিলে মহাপ্রাণ ভরত অতিশয় দুঃখিতচিত্তে ভূতলে কুশ বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া রহিলেন। তখন রাম বলিলেন,—বৎস, আমি কি অন্যায় করিয়াছি যে, তুমি আমার সম্মুখে প্রায়োপবেশন * করিতেছ? অধমর্ণকে† ঋণদানে ধনহীন ব্রাহ্মণই এইরূপে অধমর্ণের পথরোধ করিতে পারেন, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এরূপ প্রত্যুপবেশনের বিধি নাই। অতএব তুমি এই দারুণ ব্রত পরিত্যাগ করিয়া উঠ এবং শীঘ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও।

ভরত তাঁহার চারিদিকে পুরবাসী ও জনপদবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—আপনারা আর্য রামকে কোনরূপ অনুরোধ করিতেছেন না কেন? তখন তাঁহারা বলিলেন,—আপনি রামকে উচিত কথাই বলিতেছেন বুঝিতে পারিতেছি আবার রামও যে পিতৃবাক্যপালনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন তাহাও সঙ্গত, সুতরাং আমরা সহসা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না।‡

তখন রাম ভরতকে বলিলেন,—রঘুনন্দন, তুমি এই ধর্মদর্শী (ধর্মজ্ঞ)‡ সুহৃদ্‌গণের কথা শোন; ইঁহারা আমাদের উভয়ের সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া বিচার করিয়া দেখ। মহাবাহু, তুমি উঠ এবং জলস্পর্শ ও আচমন করিয়া আমাকে স্পর্শ কর।*†

* প্রায়োপবেশন—প্রত্যুপবেশন, ধর্‌না (ধন্না) দেওয়া, হত্যা দেওয়া।

† অধমর্ণ—খাতক, দেনাদার।

‡ ব্যাবর্তয়িতুম্ (মূল)—নিবর্তয়িতুম্ (রা-শিরোমণি)

‡ ধর্মচক্ষুষাম্ (মূল)।

*† অর্থাৎ তুমি ক্ষত্রিয়ের অবিহিত প্রত্যুপবেশন ত্যাগ করিয়া উঠ এবং উহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ জলস্পর্শপূর্বক আচমন করিয়া আমাকে স্পর্শ কর। (রা-তিলক ও রা-ভূষণ)

ভরত উঠিয়া, জলস্পর্শ ও আচমন করিয়া বলিলেন,—আমার পারিষদবর্গ মন্ত্রিগণ ও প্রজারা শুনুন, আমি পিতার নিকট রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, মাতাকেও সেজন্য অনুরোধ করি নাই এবং পরম-ধর্মজ্ঞ পূজনীয় রামের বনবাসের বিষয়ও কিছুই জানিতাম না। তথাপি যদি পিতার কথামত কাজ করিতে হয়, নিতান্তই বনে বাস করিতে হয়, তবে আমিই চতুর্দশ বৎসর বনে বাস করিব।

রাম ভরতের শপথে বিস্মিত হইয়া, পুরবাসী ও জনপদবাসীদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—পিতা জীবিতাবস্থায় কোন-কিছু ক্রয় বিক্রয় বা বন্ধক সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, আমি বা ভরত তাহা লোপ করিতে পারি না। বনবাসের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা আমার পক্ষে উচিত হইবে না—তাহা নিন্দনীয় হইবে। কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা ন্যায্যই হইয়াছে এবং পিতাও সৎকাজই করিয়াছেন। আমি জানি, ভরত ক্ষমাশীল ও গুরুজনের সম্মাননা-কারী এবং তাঁহাতে রাজ্যপালনাদির উপযোগী কল্যাণকর * সকল কিছুই বিদ্যমান আছে। † আমি বন হইতে ফিরিয়া এবং আমার এই ধর্মশীল ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া উত্তমরূপে রাজ্য পালন করিব। কৈকেয়ী রাজার নিকট বর চাহিয়াছিলেন, আমি তাঁহার কথানুযায়ী কাজ করিয়াছি; ভরত আমার কথামত কাজ করিয়া পিতাকে অসত্যের হাত হইতে মুক্তি দিন। (১১১ সর্গ)

---

* সর্বমেব কল্যাণং (মূল)—রাজ্যপালনাদিরূপং। (রামায়ণতিলক)

† অর্থাৎ ভরত রাজ্যশাসন করিলে রাজ্যের কোন ক্ষতি হইবে না। (রামায়ণশিরোমণি)

২৯

ভরতের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন—নন্দিগ্রামে গমন ও রামের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন (১১২—১১৫ সর্গ)

এদিকে দেবর্ষি* ও মহর্ষিরা অদৃশ্যভাবে থাকিয়া রাম ও ভরতের সম্মিলন দেখিতেছিলেন। তাঁহারা দুই ভ্রাতার কথাবার্তা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে রাবণের বধাভিলাষী সেই ঋষিরা একমত হইয়া ভরতকে বলিলেন,—তুমি সৎকুলে জন্মিয়াছ এবং তুমি মহাজ্ঞানী মহচ্চরিত্র ও মহাযশস্বী। পিতার সুখকামনা করিলে† তোমার রামের কথানুসারে কাজ করাই উচিত। রাম পিতার কাছে সকল রকমে অঋণী হন, ইহাই আমরা চাই; কৈকেয়ীর নিকট ঋণমুক্ত হওয়াতেই দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন। এই কথা বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। রাম সেই ঋষিদের কথায় প্রীত হইয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তখন ভরত শিথিলশরীরে করজোড়ে ও স্খলিতবচনে পুনরায় রামকে বলিলেন,—কাকুৎস্থ, আমাদের কুলপ্রথানুযায়ী জ্যেষ্ঠই রাজ্যাধিকারী, ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি আমাদের মাতা কৌশল্যার প্রার্থনা পূরণ করুন। আমি একাকী এই বিশাল রাজ্য রক্ষা এবং পৌর ও জানপদবর্গের মনোরঞ্জন করিতে পারিব বলিয়া ভরসা পাইতেছি না। কৃষকেরা যেমন মেঘের অপেক্ষা করে, তেমনি

---

* পরমর্ষয়ঃ (মূল)—দেবর্ষয়ঃ। (রামায়ণভূষণ)

† পিতরং যদ্যবেক্ষসে (মূল)—পিতার সুখকামনা করিলে। (রা-তিলক, রা-শিরোমণি, রা-ভূষণ)

আমাদের জ্ঞাতিগণ যোদ্ধৃবর্গ এবং মিত্র ও সুহৃদেরা আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। মহাপ্রাজ্ঞ, আপনি এই রাজ্য গ্রহণ করিয়া কাহারও উপর ইহার ভার দিন। আপনি যাহার উপর রাজ্যের ভার দিবেন, সে-ই প্রজাপালন করিতে পারিবে। এই বলিয়া ভরত রামের পায়ে পড়িয়া তাঁহার নিকট সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন।

তখন রাম ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া মত্তহংসের ন্যায় স্বরে বলিলেন,—বৎস, তুমি পৃথিবীপালনেও সক্ষম। তুমি অমাত্য সুহৃদ্ ও বুদ্ধিমান মন্ত্রীদের* সহিত ভালরূপ পরামর্শ করিয়া সকল গুরুতর কাজ করিবে। চন্দ্রের শোভা অপগত হইতে পারে, হিমালয় হিম ত্যাগ করিতে পারেন, সাগর বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারেন, কিন্তু আমি পিতৃসত্য লঙ্ঘন করিতে পারিব না।† বৎস, তোমার জননী ইচ্ছা করিয়া বা লোভবশে এরূপ করিয়াছেন, ইহা মনে করিও না—সুতরাং মাতার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তুমি তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিবে।

ভরত বলিলেন,—আর্য, আপনি এই স্বর্ণভূষিত পাদুকাযুগল পায়ে দিয়া আমাকে দিন, ইহারাই সকলের যোগক্ষেম‡ বিধান করিবে। তখন রাম সেই পাদুকাযুগল পায়ে দিয়া এবং আবার

* অমাত্য—প্রধান মন্ত্রী। মন্ত্রী—উপমন্ত্রী। (রামায়ণতিলক)

† লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্ বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ।
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ॥
কামাদ্বা তাত লোভাদ্বা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্।
ন তন্মনসি কর্তব্যং বর্তিতব্যং চ মাতৃবৎ। (১১২।১৮-১৯)

‡ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ।

তাহা পা হইতে খুলিয়া ভরতকে দিলেন। ভরত সেই শোভন পাদুকাদ্বয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—রঘুনন্দন, আমি জটাচীরধারী ও ফলমূলাশী হইয়া আপনার আগমন-প্রতীক্ষায় চতুর্দশ বৎসর নগরের বাহিরে বাস এবং আপনার পাদুকাযুগলকে নিবেদন করিয়া সকল রাজকার্য নির্বাহ করিব। রঘুকুলশ্রেষ্ঠ, চতুর্দশ বর্ষ সম্পূর্ণ হইলে যদি আপনাকে না দেখিতে পাই, তবে অনলে প্রবেশ করিব।

রাম সাদরে ভরত ও শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—তাহাই হইবে। আমার ও সীতার দিব্য, তোমরা মাতা কৈকেয়ীকে রক্ষা করিও, তাঁহার উপর রাগ করিয়া থাকিও না। এই বলিয়া তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।*

ভরত সেই সু-অলঙ্কৃত মহোজ্জ্বল পাদুকাযুগল সাদরে এক গজরাজের মস্তকে স্থাপন করিয়া রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন

* স্বপাদুকে সংপ্রণম্য রামং বচনমব্রবীৎ।
চতুর্দশ হি বর্ষাণি জটাচীরধরো হ্যহম্॥
ফলমূলাশনো বীর ভবেয়ং রঘুনন্দন।
তবাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ বসন্ বৈ নগরাদ্বহিঃ॥
তব পাদুকয়োর্ন্যস্ত রাজতন্ত্রং পরংপর।
চতুর্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেঽহনি রঘূত্তম॥
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বাং তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্।
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় তং পরিষ্বজ্য সাদরম্॥
শত্রুঘ্নং চ পরিষ্বজ্য বচনং চেদমব্রবীৎ।
মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মা রোষং কুরু তাং প্রতি॥
ময়া চ সীতয়া চৈব শপ্তোঽসি রঘুনন্দন।
ইত্যুক্ত্বাঽশ্রুপরীতাক্ষো ভ্রাতরং বিসসর্জ হ॥ (১১২।২৩-২৮)

রাম যথাক্রমে গুরুজন মন্ত্রিগণ প্রজাবর্গ ও অনুজদ্বয়কে যথোচিত সংবর্ধনা করিয়া তাঁহাদের বিদায় দিলেন। দুঃখে অভিভূত ও বাষ্পাকুলকণ্ঠ হওয়ায় জননীরা রামকে সম্ভাষণ করিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। আর রাম তাঁহাদের অভিবাদন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। (১১২ সর্গ)

অনন্তর ভরত সেই গজের মস্তক হইতে পাদুকাদ্বয় লইয়া নিজমস্তকে ধারণ করিলেন এবং হৃষ্টমনে শত্রুঘ্নের সহিত রথে উঠিলেন। বশিষ্ঠ বামদেব জাবালি ও মন্ত্রীরা অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তারপর তাঁহারা সকলে মন্দাকিনী নদী ও চিত্রকূট পর্বত দক্ষিণে রাখিয়া পূর্বদিকে যাইতে লাগিলেন। পরে ভরত ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে আসিলেন। ভরদ্বাজকে সকল কথা বলিয়া এবং তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভরত অযোধ্যাভিমুখে চলিলেন। ক্রমে যমুনা ও গঙ্গা নদী পার হইয়া তিনি শৃঙ্গবেরপুরে আসিলেন এবং সেখান হইতে অযোধ্যায় ফিরিলেন। (১১৩ সর্গ)

ভরতের রথ স্নিগ্ধগম্ভীরধ্বনি করিতে করিতে অযোধ্যায় প্রবেশ করিল। তিনি দেখিলেন, অযোধ্যা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া কৃষ্ণপক্ষের নিশার ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়াছে, বিড়াল ও পেচকেরা সেখানে বিচরণ করিতেছে এবং সকল গৃহেরই দ্বার রুদ্ধ। তিনি শোকাকুল হইয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে রাজভবনে উপনীত হইলেন। (১১৪ সর্গ)

ভরত মাতাদিগকে সেখানে রাখিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে বশিষ্ঠ প্রভৃতিকে বলিলেন,—আমি নন্দিগ্রামে যাইব, সেজন্য আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। রামবিহনে আমার যে দুঃখ হইয়াছে, তাহা আমি সেখানে থাকিয়া সহ্য করিব। রামই অযোধ্যার রাজা,

তিনি ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবেন, এজন্য আমি তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিব।

বশিষ্ঠ ও মন্ত্রীরা সকলেই ভরতের এই সঙ্কল্প অনুমোদন করিলেন। তখন তিনি প্রফুল্লবদনে মাতাদিগকে যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণে নন্দিগ্রামে চলিলেন। বশিষ্ঠাদি অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। সৈন্যদল অনাহূত হইয়াও পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। বহু পুরবাসীও ভরতের অনুগামী হইল।

এইরূপে রামের পাদুকাযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া রথারোহণে ভরত শীঘ্রই নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। পরে তিনি রথ হইতে নামিয়া গুরুজনদিগকে বলিলেন,—আমার ভ্রাতা রাম এই উত্তম রাজ্য গচ্ছিতসম্পত্তিস্বরূপে আমাকে দিয়াছেন; এই স্বর্ণভূষিত পাদুকাদ্বয় এখন এই রাজ্যের যোগক্ষেমবিধান করিবে। তারপর তিনি সেই পাদুকাযুগলকে প্রণাম করিয়া দুঃখসন্তপ্তচিত্তে প্রজাদিগকে বলিলেন,—তোমরা শীঘ্র পূজনীয় রামের চরণযুগলতুল্য এই পাদুকাদ্বয়ের উপর ছত্র ধারণ কর, ইহাদের প্রভাবে রাজ্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। রাম প্রণয়বশে আমার উপর এই রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আমি ইহা রক্ষা করিব। তিনি অযোধ্যায় ফিরিলে, আমি তখনই তাঁহার চরণে এই পাদুকা পরাইয়া সেই পাদুকাযুক্ত চরণযুগল পুনরায় দর্শন করিব। তখন তাঁহাকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া, ভারমুক্ত হইয়া আমি তাঁহাকে গুরুজনোচিত সেবা করিব। এই উৎকৃষ্ট পাদুকাযুগল ও অযোধ্যারাজ্য রামকে ফিরাইয়া দিয়া আমি পাপশূন্য হইব।—এই বলিয়া, ভরত জটা ও বল্কল ধারণ করিয়া সসৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। (১১৫ সর্গ)

৩০

চিত্রকূটে রাম ও কুলপতি ঋষির কথোপকথন—অত্রির আশ্রমে গমন ও অনসূয়া-সীতা-সম্মিলন—বনান্তরে গমন (১১৬—১১৯ সর্গ)

এদিকে ভরত ফিরিয়া গেলে, রাম সেই বনে বাস করিবার কালে লক্ষ্য করিলেন, সেখানকার তপস্বীরা যেন ভীত ও উৎকণ্ঠিত* হইয়াছেন। তাঁহারা যেন ভ্রূকুটি-কুটিলনেত্রে রামকে নির্দেশ করিয়া, শঙ্কিতভাবে পরস্পরকে ডাকিয়া গোপনে মৃদু মৃদু কথা বলেন। রাম তাঁহাদের উৎকণ্ঠা দর্শনে নিজেও শঙ্কিত হইলেন। তখন তিনি করজোড়ে কুলপতি ঋষিকে বলিলেন,— ভগবান, আমাতে কি পূর্বতন রাজগণের সদাচরণের কিছু দেখিতে পাইতেছেন না বা তাহার এমন কিছু বিকৃতি দেখিতেছেন, যাহাতে তপস্বীদের মন আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছে? কিংবা লক্ষ্মণ কি অসাবধানতাবশে কোন অন্যায় আচরণ করিয়াছেন? অথবা আপনাদের সেবাপরায়ণা সীতা কি কখনও আমার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আপনাদের সহিত স্ত্রীজনোচিত যোগ্য ব্যবহার† করেন নাই?

তখন সেই তপোবৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ ঋষি, জরাকম্পিতদেহে রামকে বলিলেন,—বৎস, পূতচরিত্রা ও সতত সকলের কল্যাণনিরতা সীতার কাহারও প্রতি—বিশেষতঃ তপস্বিগণের প্রতি কর্তব্যপালনে ত্রুটি হইবে কেন? তবে তোমার জন্য তপস্বীদের রাক্ষসগণ হইতে ভয় উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহারা গোপনে কথাবার্তা বলিতেছেন। রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা খর‡ নামে এক

---

* অন্য আশ্রমে যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত। (রা-তিলক ও রা-ভূষণ)

† অর্ঘ্যপাদ্যাদি দান। ‡ রাবণের বৈমাত্র ভ্রাতা।

পাপিষ্ঠ রাক্ষস এখানে জনস্থানবাসী* তপস্বিগণের উপর উৎপীড়ন করিয়া তোমাকেও অবজ্ঞা করিতেছে। যখন হইতে তুমি এই আশ্রমে বাস করিতেছ, তখন হইতে রাক্ষসেরা তপস্বীদের নানারূপ অনিষ্ট করিতেছে। তাহারা তপস্বিগণের উপর অপবিত্র বস্তু-সকল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদিগকে জ্বালাতন করে। মুনিদিগের অজ্ঞাতসারে আশ্রমে প্রবেশ ও নিদ্রিত তাপসদিগকে বিনাশ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। যজ্ঞকালে স্রুক্‌ভাণ্ড ইত্যাদি দূরে নিক্ষেপ, হোমাগ্নিতে জলসেচন এবং কলসগুলি ভগ্ন করে। সেজন্য ঋষিরা আমাকে অন্যস্থানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। এই বনের অনতিদূরে মহর্ষি অশ্বের বহুবিধ ফলমূলপূর্ণ যে রমণীয় আশ্রম আছে, আমি স্বজনগণের সহিত সেখানে আশ্রয় লইব। রাম, যদি ইচ্ছা হয়, তবে খর তোমার উপর কোনরূপ অযোগ্য ব্যবহার করিবার পূর্বেই তুমিও আমাদের সহিত এখান হইতে চল। যদিও তুমি সর্বদা সাবধানে আছ ও রাক্ষস নিবারণেও সমর্থ, তথাপি তোমার পক্ষেও এখন সস্ত্রীক এখানে বাস করা কষ্টকর হইবে।

সেই তপস্বী এই কথা বলিলে, রাম প্রত্যুত্তরে নানাকথা বলিয়াও তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। তখন সেই কুলপতি ঋষি রামকে সম্ভাষণ করিয়া সদলে আশ্রম ত্যাগ করিয়া গেলেন। নিশ্চিত আত্মরক্ষায় সমর্থ† কয়েকজন ঋষি ঋষিতুল্য-চরিত্র রামের অনুগত হইয়া সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। (১১৬ সর্গ)।

---

* জনস্থান—দণ্ডকারণ্যের একটি অংশ। গোদাবরী হইতে কৃষ্ণা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পঞ্চবটীর অদূরে।

† ধৃতগুণাঃ (মূল)—নিশ্চিতনিজরক্ষাসামর্থ্যগুণাঃ (রামায়ণতিলক)

ঋষিগণ সেখান হইতে চলিয়া গেলে, রামও বিশেষ বিবেচনা করিয়া সেখানে বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, এখানে ভরত মাতৃগণ ও পুরবাসীদের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, এখানে তাঁহাদের শোকাকুল মূর্তি সতত আমার মনে পড়ে। তাহার উপর এখানে ভরতের স্কন্ধাবার * সংস্থাপিত হওয়ায় এস্থান অশ্ব ও হস্তীর মলমূত্রে অতিশয় অশুচি হইয়াছে। সুতরাং আমি অন্যত্র যাইব। এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি অত্রির আশ্রমে গেলেন। অত্রি রামকে পুত্রের ন্যায় গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের আতিথ্যের ভালরূপ ব্যবস্থা করিলেন। পরে তিনি তাঁহার পত্নী অনসূয়াকে† সীতার অভ্যর্থনা করিতে বলিলেন। তারপর তিনি রামের নিকট অনসূয়ার পরিচয় দিয়া বলিলেন,—বৎস, দশ বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে যখন মনুষ্যেরা দগ্ধ হইতেছিল, তখন যিনি উগ্র তপস্যা ও নিয়মনিষ্ঠার দ্বারা আবার ফলমূল সৃষ্টি ও জাহ্নবীকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যিনি বহু বহু বৎসর মহাতপস্যা করিয়াছেন এবং যাঁহার ব্রত-প্রভাবে মুনিদের তপস্যার বিঘ্ন বিদূরিত হইয়াছে, যিনি দেবগণের কার্যসাধনের জন্য দশ রাত্রিকে এক রাত্রিতে পরিণত করিয়াছিলেন,

---

* সেনানিবাস বা শিবির।

† অসূয়া—ক্রোধ ঈর্ষা হিংসা দ্বেষ। অনসূয়া—ক্রোধহীনা ঈর্ষাহীনা।

ন গুণান্ গুণিনো হন্তি স্তৌতি মন্দগুণানপি।
নান্যদোষেষু রমতে সানসূয়া প্রকীর্তিতা॥

যিনি গুণীর গুণে দোষ আবিষ্কার করেন না, অল্পগুণ ব্যক্তিরও প্রশংসা করেন, অন্যের দোষ ধরিতে পারিলে আনন্দিত হন না —তিনিই অনসূয়া।

তোমার মাতার ন্যায় পূজনীয়া এই সেই অনসূয়া।* বৈদেহী এই সর্বজনপূজ্যা, সর্বদা ক্রোধশূন্যা বৃদ্ধা তপস্বিনীর সহিত গমন করুন।

তখন রাম সীতাকে অনসূয়ার কাছে যাইতে বলিলে সীতা সেই বৃদ্ধা, শিথিলদেহা, বলিচিহ্নিত-চর্মবিশিষ্টা†, বায়ুবেগে কদলী-বৃক্ষের ন্যায় কম্পমানা, শুভ্রকেশা, ধর্মজ্ঞা অত্রিপত্নীর নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া করজোড়ে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনসূয়া সীতার দিকে সস্নেহদৃষ্টিতে চাহিয়া মধুরবচনে বলিলেন,—তুমি ভাগ্যক্রমে ধর্মবোধের অধিকারিণী হইয়া, জ্ঞাতি-কুল সম্মান ও সমৃদ্ধি ত্যাগ করিয়া রামের সহিত বনবাসে আসিয়াছ। স্বামী নগরেই বাস করুন বা বনেই থাকুন, অনুকূলই (অনুরক্তই)

* প্রতিষ্ঠানপুরে (প্রয়াগে) কৌশিকগোত্র এক ব্রাহ্মণের পূর্বজন্মের পাপের জন্য কুষ্ঠরোগ হয়। ঐ ব্রাহ্মণের সাধ্বী পত্নী স্বামীকে অতিযত্নে সেবা করিতেন। ব্রাহ্মণ একদিন পত্নীকে ব্রাহ্মণের পূর্বদৃষ্টা কোন বারবনিতার গৃহে তাঁহাকে লইয়া যাইতে বলিলেন। পত্নী স্বামীকে স্কন্ধে করিয়া সেখানে লইয়া চলিলেন। যাইবার পথে একস্থানে শূলে বিদ্ধ মাণ্ডব্য-মুনি ছিলেন। ব্রাহ্মণ ঐ শূলে পদাঘাত করিয়া মাণ্ডব্যকে কষ্ট দেওয়ায় তিনি শাপ দিলেন,—শূল নাড়িয়া যে আমাকে কষ্ট দিল, সে সূর্য উদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করিবে। ঐ কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের সাধ্বী স্ত্রী বলিলেন,—সূর্য আর উঠিবে না। দশদিন সূর্যোদয় হইল না। দেবতারা ক্রিয়ালোপে বিচলিত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। পরে ব্রহ্মার উপদেশে দেবগণ অত্রি-মুনির ভার্যা অনসূয়ার নিকটে আসিয়া তাঁহাদের বিপদের কথা জানাইলেন। অনসূয়া সূর্যকে উদিত হইতে বলিলেন এবং সূর্যোদয়ে মৃত ব্রাহ্মণকে রোগমুক্ত ও পুনর্জীবিত করিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ পত্নীর বৈধব্যনিবারণ, দেবতাদের কার্যসাধন এবং মাণ্ডব্যের বাক্য সফল—সবই হইল।

† বলিচিহ্নিত—রেখাঙ্কিত।

হউন বা প্রতিকূলই (অননুরক্তই) হউন, যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি প্রীতিসম্পন্না, সে-ই অত্যুন্নত লোকসকল লাভ করিয়া থাকে। পতি দুশ্চরিত্র, যথেচ্ছাচারী বা নিতান্ত ধনহীন—যাহাই হউন না কেন, তিনিই সতী নারীর পরম দেবতা। অতএব বৈদেহী, আমি বিচার করিয়া স্বামীর অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিকতর আপনার জন আর কাহাকেও দেখিতে পাই না—স্বামীই সকল অবস্থায় স্ত্রীলোকের তপস্যার অক্ষয় ফলস্বরূপ।* কামাসক্তা অসতী নারীরা, যাহারা কেবল ভোগসুখের জন্যই স্বামী কামনা করে, তাহারা যথেচ্ছভাবে এখানে সেখানে যাইয়া থাকে—তাহারা ইহার দোষগুণ কিছুই বুঝিতে পারে না। মৈথিলী, যে স্ত্রীলোকেরা ঐরূপ, তাহারা অকার্য করিয়া ধর্মভ্রষ্ট হয় এবং অপযশ লাভ করে। আর তোমার মত গুণশীলা ও ভালমন্দবিষয়ে জ্ঞানবতী নারীরা স্বর্গে যাইয়া থাকেন। সুতরাং তুমি এইরূপে পতির অনুব্রতা, সৎপথাবলম্বিনী, সদাচারসম্পন্না হইয়া স্বামীকে সর্বশ্রেষ্ঠজ্ঞানে তাঁহার সহিত ধর্মাচরণে নিরত হও—তাহা হইলে যশ ও ধর্ম দুই-ই লাভ করিতে পারিবে। (১১৭ সর্গ)

অনসূয়া অসূয়াশূন্যা সীতাকে এইরূপ বলিলে, তিনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—আর্যা, আপনি আমাকে যে উপদেশ দিলেন, পতিই নারীর গুরু, ইহা আপনার পক্ষে আশ্চর্য নয় (অর্থাৎ স্বাভাবিক); আমিও ইহা জানি। যদি আমার স্বামী

* সঞ্চিত তপস্যাসম সে স্বামী সদাই
সবিশেষ বন্ধু, আর হেন বন্ধু নাই।
সর্ব্ব অংশে স্পৃহণীয় সে স্বামী হইতে
হেন বন্ধু, ভাবিয়াও না পাই দেখিতে।—রাজকৃষ্ণ রায়

অসচ্চরিত্র ও উপজীবিকাহীন হইতেন, তাহা হইলেও আমার পক্ষে দ্বিধা না করিয়া তাঁহার সহিত যথোচিত ব্যবহার (সদ্ব্যবহার) করাই উচিত হইত— ইহাই ধর্ম (সদাচার)। কিন্তু যিনি শ্লাঘ্য (প্রশংসনীয়)-গুণসম্পন্ন, দয়াবান, জিতেন্দ্রিয়, স্থিরানুরাগী (অবিচল প্রেমিক), ধর্মাত্মা ও মাতাপিতার ন্যায় স্নেহশীল, তাঁহার বিষয়ে আর কি বলিব ? * রাম কৌশল্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, অন্যান্য রাজপত্নীগণের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এমন কি নৃপতি দশরথ যে রমণীর প্রতি একবারমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, রাম তাঁহার সহিতও মাতার ন্যায় ব্যবহার করেন। আমি যখন এই ভয়াবহ বিজন বনে আসি তখন আমার শাশুড়ী (কৌশল্যা) আমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও আমার বেশ মনে আছে। তাহার পূর্বে বিবাহের সময় অগ্নির সম্মুখে আমার জননী আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সে-সকল কথাও আমার স্মরণ আছে। 'নারীদের পতিসেবা ভিন্ন অন্য কোন তপস্যা বিহিত নয়' ইত্যাদি আমার স্বজনেরা যে-সকল উপদেশ দিয়াছেন আমি তাহাও বিস্মৃত হই নাই। সাবিত্রী পতিসেবা করিয়া স্বর্গে পূজিতা হইতেছেন, তাঁহার ন্যায় পতিপরায়ণা আপনিও স্বামীর সেবাদ্বারা স্বর্গে যাইবেন। স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্তা শ্রেষ্ঠা মহিলারাই নিজেদের পুণ্যকর্মের ফলে দেবলোকে পূজিত হইয়া থাকেন।

সীতার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া, অনসূয়া সীতার মস্তকাঘ্রাণে তাঁহাকে আনন্দিত করিয়া বলিলেন,—পূতচরিত্রা সীতা, আমি

* অর্থাৎ তাঁহার সহিত সীতা যে সমুচিত ব্যবহার করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি ?

নানারূপ নিয়মপালনে প্রচুর তপোবল লাভ করিয়াছি, তাহার প্রভাবে তোমাকে বর দিতে ইচ্ছা করি। তোমার কি প্রিয়কাজ করিব, বল। সীতা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—আপনি তো সবই করিয়াছেন।* তাহাতে আরো খুশী হইয়া অনসূয়া বলিলেন,—সীতা, লোভশূন্যতার জন্য তোমার হৃদয়ে যে সন্তোষ আছে, আমি তাহা সার্থক করিব। আমি তোমাকে এই দিব্য মাল্য, উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও আভরণ এবং মহামূল্য লেপন ও অঙ্গরাগ দিতেছি। এগুলি তোমারই যোগ্য এবং নিয়ত ব্যবহারেও অম্লান থাকিবে। লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুকে শোভিত করেন, এই দিব্য অঙ্গরাগ দেহে লেপন করিলে তুমি স্বামীকে সেইরূপ শোভিত করিবে।

তখন সীতা অনসূয়ার প্রীতির দান সেই উৎকৃষ্ট জিনিসগুলি লইলেন। পরে অনসূয়া সীতার স্বয়ংবরের কথা বিস্তারিতভাবে শুনিতে চাহিলে, সীতা বলিতে লাগিলেন,—বীর্যশালী, ক্ষত্রিয়োচিত কর্মে অত্যাসক্ত, ধর্মজ্ঞ, মিথিলাধিপতি জনক ন্যায়ানুসারে তাঁহার রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। তিনি লাঙ্গলদ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিবার কালে ভূতল ভেদ করিয়া উঠিয়াছি বলিয়া আমি তাঁহার কন্যা। জনক যজ্ঞস্থল কর্ষণ করিয়া তাহা সমতল করিবার জন্য ইতস্ততঃ মৃত্তিকামুষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় সর্বাঙ্গে ধূলিমাখা আমাকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং স্নেহবশে আমাকে ক্রোড়ে লইয়া নিজ কন্যা বোধে আমাতে সকল স্নেহ ন্যস্ত করিলেন। তখন মনুষ্যের ন্যায় কণ্ঠে আকাশে দৈববাণী হইল,—রাজা, এই কন্যা তোমার ক্ষেত্রে উৎপন্ন

* অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহে আমার সকল বাসনাই পূর্ণ হইয়াছে, এখন আর কিছুর প্রয়োজন নাই। (রামায়ণতিলক)

হইয়াছে, অতএব এ ধর্মতঃ তোমারই কন্যা। নরপতি জনক আমাকে পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং তাহার পর; তিনি বিপুল ঐশ্বর্য লাভ করিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার প্রিয়া (বা সন্তানকামিনী)* ও পুণ্যকর্মশীলা জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞীর হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তিনিও আমাকে মাতার ন্যায় স্নেহে লালনপালন করিতে লাগিলেন। পরে দরিদ্রের বিত্তনাশ হইলে সে যেমন দুঃখিত ও চিন্তিত হয়, সেইরূপ পিতা আমার বিবাহের যোগ্য বয়স উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। ভূলোকে ইন্দ্রতুল্য হইলেও কন্যার পিতা আপনার সদৃশ বা আপনা হইতে নিকৃষ্ট বরপক্ষীয়ের দ্বারা উৎপীড়িত (বা অসম্মানিত) হইয়া থাকেন। আপনার সেই অসম্মান নিকটবর্তী হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভূপতি জনক চিন্তাসাগরে নিপতিত হইলেন—তিনি যেন পোতহীন ব্যক্তির ন্যায় সে সমুদ্রের কূলকিনারা দেখিতে পাইলেন না।† আমাকে অযোনিসম্ভবা জানিয়া তিনি চিন্তা করিয়াও কুলশীলে আমার সদৃশ এবং বয়স ও সৌন্দর্যাদিতে আমার অনুরূপ‡ বর নিরূপণ করিতে পারিলেন না। সতত চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, তনয়ার জন্য ধর্মতঃ স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করিবেন।

* ইষ্টবদ্দেব্যৈ (মূল)—ইষ্টায়ৈ দেব্যৈ। যদ্বা সন্তানেচ্ছাবত্যৈ দেব্যৈ ইত্যর্থঃ। (রামায়ণতিলক)

† সদৃশাচ্চাপকৃষ্টাশ্চ লোকে কন্যাপিতা জনাৎ।
প্রধর্ষণমবাপ্নোতি শক্রেনাপি সমো ভুবি ॥
তাং ধর্ষণামদূরস্থাং সংদৃশ্যাত্মনি পার্থিবঃ।
চিন্তার্ণবগতঃ পারং নাসসাদাপ্লবো যথা ॥ (১১৮।৩৫-৩৬)

‡ রামায়ণতিলক ও রামায়ণভূষণ।

দক্ষযজ্ঞের সময় দেবগণের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব তাঁহাদিগকে যে উৎকৃষ্ট ধনু ও অক্ষয় শরপূর্ণ তূণদ্বয় দিয়াছিলেন, তাহা পরে মহাত্মা বরুণ নরপতি জনকের অগ্রজ দেবরাতকে দেন। সেই ধনু এরূপ ভারী যে, বহুলোকে চেষ্টা করিয়াও তাহা নড়াইতে পারে না এবং রাজারা স্বপ্নেও তাহা নোয়াইতে পারেন না। আমার পিতা জনক উত্তরাধিকারসূত্রে সেই ধনু লাভ করেন। তিনি নৃপতিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহাদের বলিলেন,—যিনি এই ধনু নোয়াইয়া ইহাতে গুণ দিতে পারিবেন, আমার কন্যা তাঁহার ভার্যা হইবেন। নরপতিরা সেই অতিভারী ধনু তুলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে সমর্থ না হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার বহুদিন পরে পরম কান্তিমান রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত, আমার পিতার যজ্ঞ দেখিতে আসিলেন। পিতা তাঁহাদিগকে বিশেষ সংবর্ধনা করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র পিতাকে বলিলেন,—এই রাম-লক্ষ্মণ রঘুকুলসম্ভূত ও দশরথের পুত্র; ইঁহারা আপনার ধনু দেখিতে ইচ্ছা করেন।

তখন পিতা ধনু সেখানে আনাইলেন এবং রাজকুমারদের তাহা দেখাইলেন। মহাবলবীর্যবান রাম নিমেষমধ্যে সেই ধনু নমিত ও গুণযুক্ত করিয়া সজোরে আকর্ষণ করিলেন। অমনি উহা মধ্যস্থলে দুই খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল আর তাহার পতনে বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ানক শব্দ হইল। তখন আমার সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা আমাকে রামের হস্তে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু রাম তাঁহার পিতা অযোধ্যাপতি দশরথের অভিপ্রায় না জানিয়া আমার পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন পিতা আমার শ্বশুর বৃদ্ধ

রাজা দশরথকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে আমাকে রামের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তারপর পিতা স্বেচ্ছায় আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী সাধ্বী ও সুদর্শনা উর্মিলাকে লক্ষ্মণের ভার্যা-রূপে প্রদান করিলেন। এইরূপে আমি সেই স্বয়ংবরে রামের করে সমর্পিত হইয়া তদবধি ধর্মতঃ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত আছি। (১১৮ সর্গ)

অনসূয়া সীতার মস্তকাঘ্রাণ ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,— মধুরভাষিণী, তোমার স্বয়ংবরকাহিনী শুনিয়া আমি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন সূর্য অস্ত গিয়াছেন এবং পাখীরা সারাদিন আহারের সন্ধানে চারিদিকে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলা নিজ নিজ নীড়ে আসিয়া নিদ্রা যাইবার পূর্বে কলরব করিতেছে। মুনিরা স্নানান্তে আর্দ্রদেহে ও জলসিক্ত-বল্কলে জলের কলসী লইয়া আশ্রমে ফিরিতেছেন। ঋষিদের হোমাগ্নি হইতে কপোতের কণ্ঠের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ * ধূম বায়ুবেগে আকাশে উঠিতেছে। দূরে সকলদিকে অল্পপর্ণ (বিরলপত্র) তরুগণ যেন অন্ধকারে ঘনীভূত (নিবিড়)† হইয়া দিক্‌সকলকে প্রকাশিত হইতে দিতেছে না (অস্পষ্ট করিয়া তুলিতেছে)। রাত্রিচর জীবগণ সকল দিকে বিচরণ করিতেছে। এই দেখ, তপোবনের মৃগেরা বেদীর ধাপগুলিতে ‡ শয়ন করিতেছে।

* কপোতাঙ্গারুণো (মূল)—পারাবতকণ্ঠবদরুণো মেচকঃ। 'শ্যামে রক্তে-হরুণোঽর্কে চ'। (রামায়ণতিলক) মেচক—শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ।

† ঘনীভূতা (মূল)—অব্যক্তপর্ণান্তরালত্বাৎ সান্দ্রীভূতা ইব। (রা-ভূষণ) সান্দ্রীভূতা—নিবিড়। অর্থাৎ—দূরতর প্রদেশে দিক্‌সমুদয়
অন্ধকারে অনুভূত আর নাহি হয়।—রাজকৃষ্ণ রায়

‡ বেদীতীর্থেষু (মূল)।

সীতা, নক্ষত্রসমলঙ্কৃতা রজনী সমুপস্থিত এবং চন্দ্র জ্যোৎস্নাভরণে ভূষিত হইয়া সমুদিত হইয়াছেন। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি এখন রামের নিকটে যাইয়া তাঁহার পরিচর্যা কর।* আমি তোমার মধুর আলাপে তুষ্ট হইয়াছি। বৎসে, তুমি আমার সম্মুখেই ভূষিত হও, দিব্যালঙ্কারে শোভিত হইয়া তুমি আমার আনন্দবর্ধন কর।

দেবকন্যারূপিণী সীতা তখন বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া, অনসূয়াকে প্রণাম করিয়া রামের নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে অনসূয়ার প্রীতিদান বসন ভূষণ ও মাল্যাদি দেখাইলেন। রাম-লক্ষ্মণ সীতার মনুষ্যলোকে সুদুর্লভ সেই সংবর্ধনা দর্শনে পরম আনন্দিত হইলেন। তারপর তপস্বীদের দ্বারা সংকৃত হইয়া তাঁহারা সানন্দে সে রাত্রি সেখানেই বাস করিলেন।

প্রাতে স্নানান্তে ও হোমশেষে রাম-লক্ষ্মণ তাপসদিগের নিকটে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন,—রাম, এই মহাবনে নরখাদক নানারূপ রাক্ষস ও রুধিরপায়ী হিংস্র জন্তু বাস করে। কোন তাপস বা ব্রহ্মচারী অশুচি অবস্থায় বা অসাবধানে থাকিলে, সেই রাক্ষস ও হিংস্র জন্তুরা তাহাকে খাইয়া ফেলে। তুমি উহাদিগকে নিবারণ কর। রাঘব, এই মহর্ষিদের বনে ফলাহরণে যাইবার পথ, তুমি এই পথেই দুর্গম বনে যাইতে পারিবে। এই বলিয়া সেই তপস্বী দ্বিজেরা আশীর্বাদ করিলে, সূর্য যেমন মেঘমণ্ডলে প্রবেশ করেন, রামও সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেইরূপ বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (১১৯ সর্গ)

অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত

* অনুচরী ভব (মূল)—শুশ্রূষুর্ভব। (রামায়ণতিলক)

অরণ্যকাণ্ড

১

দণ্ডকারণ্য—বিরাধ-রাক্ষস-বধ (১-৪ সর্গ)

মহারণ্য দণ্ডকে * প্রবেশ করিয়া রাম তপস্বিগণের বহু আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ঋষিদের বেদপাঠে মুখরিত সেই আশ্রমগুলি ব্রাহ্মীশ্রীমণ্ডিত হইয়া যেন আকাশস্থ দুর্নিরীক্ষ্য সূর্যমণ্ডলের ন্যায় তেজে সমুজ্জ্বল।† তাহাদের প্রাঙ্গণগুলি সুপরিচ্ছন্ন এবং সর্বত্র চীরবসন ও কুশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তাহা সর্বপ্রাণীর আশ্রয়-স্থল। নানারূপ পশুপক্ষী ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। অরণ্যে কোথাও সুস্বাদু ফলের বৃক্ষরাজি এবং কোথাও বা কমলপূর্ণ সরোবর শোভা পাইতেছে। বিশাল যজ্ঞশালাসমূহে স্রুগ্ ভাণ্ড, অজিন, কুশ, সমিধ, জলের কলস, ফলমূল সংগৃহীত রহিয়াছে এবং সর্বদা

---

* দণ্ডক-রাজার স্থাপিত দেশ মহর্ষি শুক্রের অভিশাপে অরণ্যে পরিণত হইয়া দণ্ডকারণ্য নামে খ্যাত হয়। রামায়ণতিলক-টীকাকার রামানুজের মতে দণ্ডকারণ্য এখন মহারাষ্ট্র (মারহাট্টা) দেশ হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ রায় বলেন,—"সমস্ত দণ্ডকারণ্যই মহারাষ্ট্র হয় নাই। পূর্বভাগ আজিও স্থানে স্থানে দুর্গম অরণ্য হইয়া আছে।"

দণ্ডকারণ্য চিত্রকূটের কয়েক ক্রোশ দক্ষিণ হইতে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

† ব্রাহ্মা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্ (মুল)—ব্রহ্মবিদ্যাভ্যাসজনিততেজোবিশেষঃ তৎসমাবৃতম্ (রামায়ণতিলক)। ব্রহ্মবিদ্যাভ্যাস – বেদাভ্যাস, বেদচর্চা, বেদপাঠ।

হোম ও বেদধ্বনি হইতেছে। চীর ও কৃষ্ণাজিনধারী, ফলমূলাহারী, জিতেন্দ্রিয়, সূর্য ও অগ্নিতুল্য তেজোদীপ্ত, বৃদ্ধ মুনিরা সেখানে বাস করিতেছেন। সেই পুণ্যাত্মা মহর্ষি ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে পরিশোভিত সেই আশ্রমগুলিকে যেন ব্রহ্মলোকের ন্যায় বোধ হইতেছিল।

রাম তাঁহার ধনুর গুণ খুলিয়া সেদিকে গেলেন। মহর্ষিরাও রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে আসিতে দেখিয়া, সানন্দে অগ্রসর হইয়া, তাঁহাদিগকে মঙ্গলাশীর্বাদ করিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা বনবাসী রামের অঙ্গসৌষ্ঠব লাবণ্য সৌকুমার্য (কোমলতা) ও সুবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং সীতা লক্ষ্মণ ও রামকে অনিমেষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা তাঁহাদিগকে এক পর্ণকুটীরে বসাইয়া, তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া করজোড়ে রামকে বলিলেন,— রাম, তুমি সকল লোকের ধর্মরক্ষক, আশ্রয়, মহাযশস্বী, পূজনীয়, মান্য, দণ্ডদাতা রাজা ও গুরু। রাজা ইন্দ্রের চতুর্থাংশের তুল্য এবং প্রজাদিগকে রক্ষা করেন, সেজন্য তিনি সকলের দ্বারা পূজিত হন এবং উৎকৃষ্ট ও মনোরম ভোগ্যবস্তুসকল উপভোগ করিয়া থাকেন। রাম, তুমি নগরেই থাক বা বনেই থাক, তুমিই আমাদের রাজা ও প্রভু, কারণ আমরা তোমার রাজ্যেই বাস করিতেছি। সুতরাং আমরা তোমার রক্ষণীয়।* আমরা জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয়

* ধর্মপালো জনস্যাস্য শরণ্যশ্চ মহাযশাঃ ॥
পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ রাজা দণ্ডধরো গুরুঃ।
ইন্দ্রস্যৈব চতুর্ভাগঃ প্রজা রক্ষতি রাঘব ॥
রাজা তস্মাদ্ বরান্ ভোগান্ রম্যান্ ভুঙ্‌ক্তে নমস্কৃতঃ।
তে বয়ং ভবতা রক্ষ্যা ভবদ্বিষয়বাসিনঃ।
নগরস্থো বনস্থো বা ত্বং নো রাজা জনেশ্বরঃ ॥
ন্যস্তদণ্ডা বয়ং রাজন্ জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
রক্ষণীয়াস্ত্বয়া শশ্বদ্ গর্ভভূতাস্তপোধনাঃ ॥ (১।১৮-২১)

তপস্বী, কাহাকেও দণ্ডপ্রদান করি না—অতএব জননী যেমন গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা করেন, আমরা তোমার সেইরূপ রক্ষণীয়।

এই বলিয়া সেই তপস্বীরা পুষ্প, ফলমূল ও অন্যান্য বনজ আহার্যবস্তুর দ্বারা রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে সংবর্ধনা করিলেন। (১ সর্গ)

পরদিন সূর্যোদয়ে মুনিদের নিকটে বিদায় লইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সেখানে নানারূপ মৃগ ব্যাঘ্র ও ভল্লুকেরা বিচরণ করিতেছে, বৃক্ষলতাগুল্ম বিধ্বস্ত, জলাশয়গুলি পঙ্কিল, পক্ষীরা নিঃশব্দ, কেবল ঝিল্লিনাদ হইতেছে। শীঘ্রই তাঁহারা সেই ভয়ঙ্কর শ্বাপদসঙ্কুল বনে পর্বতশৃঙ্গ-তুল্য মহাকায় ও মহাশব্দকারী এক নরখাদক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। সেই বীভৎস ও ভীষণদর্শন রাক্ষসের চক্ষুর্দ্বয় কোটরগত, বদন বিশাল এবং উদর অতি প্রকাণ্ড। তাহার পরিধানে বসাসিক্ত (চর্বিসিক্ত) ও রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম। সে তিনটি সিংহ, চারিটি ব্যাঘ্র, দুইটি বৃক (নেকড়ে বাঘ), দশটি মৃগ ও একটি বৃহৎ সদন্ত গজমুণ্ড লৌহ শূলে বিদ্ধ করিয়া ভীষণ গর্জন করিতেছে। রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে দেখিবামাত্র সে ভীমনাদে পৃথিবী বিকম্পিত করিয়া যুগান্তকালের কৃতান্তের ন্যায় যারপরনাই ক্রোধভরে তাঁহাদের দিকে ছুটিয়া আসিয়া সীতাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং কিছুদূরে সরিয়া যাইয়া রাম-লক্ষ্মণকে বলিল,—ওরে জটাচীরধারী ক্ষীণ-জীবীরা, তোদের তপস্বীর বেশ, অথচ হাতে ধনুর্বাণ ও অসি এবং সঙ্গে এক ভার্যা লইয়া দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিস্ কেন? তোদের এই আচরণ মুনিজনবিরুদ্ধ, তোরা অধর্মাচারী ও পাপী। তোরা কে? আমি বিরাধ রাক্ষস, নিত্য ঋষিদের মাংস খাই এবং এই দুর্গম

বনে সশস্ত্র বেড়াই। এই সুন্দরী নারী আমার ভার্যা হইবে। তোরা পাপাচারী, আমি তোদের যুদ্ধে নিহত করিয়া রক্ত পান করিব।

দুরাত্মা বিরাধের এইরূপ দুষ্ট ও গর্বিত কথা শুনিয়া সীতা ভয়ে ব্যাকুল হইলেন এবং ঝড়ে কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। রাম সীতাকে বিরাধের ক্রোড়ে দেখিয়া বিশুষ্কমুখে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ, দেখ, রাজা জনকের দুহিতা ও আমার ভার্যা শুদ্ধাচারিণী সীতা বিরাধের ক্রোড়ে রহিয়াছেন। আমাদের সম্বন্ধে কৈকেয়ীর যাহা কাম্য ও প্রীতিকর এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি বর চাহিয়াছিলেন, তাহা আজ সিদ্ধ হইল। সেই দূরদর্শিনী নিজ পুত্রের জন্য রাজ্যলাভ করিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই, সকলের প্রিয় আমাকেও বনে পাঠাইয়াছেন। এখন তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল। আমার পক্ষে বৈদেহীর পরপুরুষস্পর্শ হইতে অধিকতর দুঃখকর আর কিছুই নাই। পিতার মৃত্যু ও স্বরাজ্যহরণের দুঃখ অপেক্ষাও উহা বেশী দুঃখজনক।

রাম এইরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন এবং অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রুদ্ধ সর্পের ন্যায় তীব্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—কাকুৎস্থ, আপনি ইন্দ্রের ন্যায় সকলের প্রভু, আর আপনার সেবক আমি সঙ্গে রহিয়াছি, তথাপি আপনি অনাথের মত দুঃখ করিতেছেন কেন? আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বিরাধের উপর শরাঘাত করিলে সে এখনই প্রাণ হারাইবে এবং বসুমতী তাহার শোণিত পান করিবেন। বজ্রধর ইন্দ্র যেমন পর্বতে বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ রাজ্যাভিলাষী ভরতের উপর আমার যে ক্রোধ হইয়াছিল তাহা এই বিরাধের উপর নিক্ষেপ করিব (২ সর্গ)

তখন বিরাধ চীৎকারে সমস্ত বন প্রতিধ্বনিত করিয়া রাম-লক্ষ্মণকে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—বল্, তোরা কে? কোথায় যাইবি?

রাম বলিলেন,—আমরা ইক্ষ্বাকুবংশীয় সদাচারী ক্ষত্রিয়, সম্প্রতি বনে আসিয়াছি। তুই কে?

বিরাধ উত্তর করিল,—শোন্, আমি জবের পুত্র। শতহ্রদা আমার মা। আমার নাম বিরাধ। আমি তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার প্রসাদে (বরে) অস্ত্রের অচ্ছেদ্য অভেদ্য ও অবধ্য হইয়াছি। সুতরাং তোরা এই নারীর আশা পরিত্যাগ করিয়া বিনাযুদ্ধে * শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন কর্, যেন আমার হাতে তোদের প্রাণ না যায়।

রাম ক্রোধে সংরক্তলোচন হইয়া উত্তর করিলেন,—নীচাশয়, তোকে ধিক্! তোর অতিশয় কুমতি হইয়াছে, তুই মৃত্যুই কামনা করিতেছিস্। দাঁড়া, তোর জীবন থাকিতে আমার নিকট হইতে নিষ্কৃতি নাই। তারপর রাম ধনুকে গুণ দিয়া বিরাধের উপর সাতটি সুশাণিত (সুতীক্ষ্ণ) বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই শর তাহার শরীর ভেদ করিয়া রক্তাক্ত হইয়া মাটিতে পড়িল। তখন সে সীতাকে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের ধ্বজের ন্যায় একটি শূল লইয়া ক্রোধে মহাগর্জন করিতে করিতে রাম-লক্ষ্মণের দিকে ছুটিল। তাঁহারা বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিরাধ হাসিয়া হাই তুলিল আর অমনি তাহার শরীর হইতে সকল বাণ খসিয়া পড়িল। রাম দুই বাণে বিরাধের শূল কাটিয়া ফেলিলেন। পরে রাম-লক্ষ্মণ দুইখানা খড়্গ লইয়া বিরাধকে সবলে আঘাত করিতে থাকিলেন। কিন্তু সেই ভীষণ রাক্ষস দুই হাতে দুই ভ্রাতাকে ধরিয়া প্রস্থানের

* অনপেক্ষৌ (মূল)—প্রমদাশয়া যুদ্ধাশয়া চ রহিতৌ। (রামায়ণতিলক)

উপক্রম করিল। তখন রাম তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সুমিত্রানন্দন, এই রাক্ষসকে তাহার ইচ্ছামত যাইতে দাও, সে যে পথে চলিয়াছে তাহা আমাদেরও যাইবার পথ। পরে বিরাধ বলপূর্বক রাম-লক্ষ্মণকে বালকদ্বয়ের ন্যায় তুলিয়া নিজের স্কন্ধে লইল এবং চীৎকার করিতে করিতে ঘোর বনের দিকে চলিল। (৩ সর্গ)

তখন সীতা ব্যাকুল হইয়া দুই বাহু তুলিয়া উচ্চ-স্বরে বলিতে লাগিলেন,—রাক্ষস রাম-লক্ষ্মণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। আমাকে এখনই বৃক ও ব্যাঘ্রাদিতে খাইয়া ফেলিবে। রাক্ষসোত্তম, তোমাকে নমস্কার, * তুমি উঁহাদের ছাড়িয়া আমাকে লইয়া যাও।

সীতার এই কাতরোক্তি শুনিয়া রাম-লক্ষ্মণ সেই দুরাত্মা রাক্ষসকে বধ করিতে ত্বরান্বিত হইলেন। লক্ষ্মণ তাহার বামবাহু এবং রাম দক্ষিণবাহু সবলে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অমনি সে মূর্ছিত হইয়া বজ্রদীর্ণ পর্বতের মত ভূতলে পড়িল। রাম-লক্ষ্মণ তাহাকে মুষ্ট্যাঘাত, পদাঘাত ও ভূতলে নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে কিছুতেই মরিল না দেখিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই রাক্ষস তপোবলে বলীয়ান, অস্ত্রে ইহাকে বিনাশ করা যাইবে না, সুতরাং ইহাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া বধ করিতে হইবে। ইহার দেহ হস্তীর ন্যায় বিশাল, তুমি ইহার জন্য এই বনমধ্যে একটি সুবৃহৎ গর্ত খনন কর।—এই কথা বলিয়া রাম পা দিয়া বিরাধের কণ্ঠ চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রামের কথা শুনিয়া বিরাধ তাঁহাকে বলিল,—পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমি পূর্বে মোহবশে তোমাকে চিনিতে পারি নাই; এখন বুঝিতে

* অর্থাৎ তোমাকে মিনতি করি।

পারিতেছি যে, তুমি কৌশল্যাতনয় রাম, ইনি মহাভাগা বৈদেহী আর ইনি মহাযশা লক্ষ্মণ। আমি তুম্বুরু নামে গন্ধর্ব। কুবেরের শাপে আমি রাক্ষস হইয়াছি। রম্ভার প্রতি আসক্ত হইয়া আমি নিয়মিত সময়ে কুবেরের নিকট উপস্থিত না হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে ঐরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন। পরে আমার অনুনয়ে কুবের বলিয়াছিলেন,—দশরথের পুত্র রাম তোমাকে বধ করিলে তুমি আবার নিজরূপ লাভ করিয়া স্বর্গে ফিরিবে। শত্রুদমন রাম, এখন তোমার অনুগ্রহে আমি সেই সুদারুণ শাপ হইতে মুক্ত হইলাম। এখান হইতে দেড় যোজন দূরে মহর্ষি শরভঙ্গ বাস করেন। তুমি তাঁহার নিকটে যাও, তিনি তোমার মঙ্গলবিধান করিবেন। আমাকে গর্তে নিক্ষেপ করিয়া তুমি নির্বিঘ্নে অগ্রসর হও। মৃত রাক্ষসগণের পক্ষে গর্তে নিক্ষিপ্ত হওয়াই চিরন্তন রীতি—তাহাতে তাহারা সনাতন লোকসকল লাভ করিয়া থাকে।

তখন লক্ষ্মণ খন্তাদ্বারা বিরাধের পার্শ্বে এক বৃহৎ গর্ত খনন করিলে, রাম-লক্ষ্মণ উভয়ে তাহাকে তুলিয়া সেই গর্তে ফেলিয়া দিলেন। বিরাধ মহানাদে বন প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। (৪ সর্গ)

২

শরভঙ্গ ও সুতীক্ষ্ণ মুনির সহিত সাক্ষাৎ (৫—৮ সর্গ)

তারপর রাম সীতার নিকট ফিরিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ও আশ্বাস দিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—এই বন অতিশয় গহন* ও দুর্গম।

* কষ্টং (মূল)—পীড়াজনকং (রা-তিলক), কৃচ্ছ্রং গহনং বা (রা-ভূষণ)।

আমরা পূর্বে কখনও এরূপ বনে বাস করি নাই। সুতরাং চল আমরা শীঘ্র তপোধন শরভঙ্গের আশ্রমে যাই।

সেখানে আসিয়া তাঁহারা এক মহা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র ভূতল স্পর্শ না করিয়া অন্তরীক্ষে হরিদ্বর্ণ-অশ্বগণযুক্ত রথারোহণে সেখানে রহিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে পাণ্ডুবর্ণ মেঘের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, বিচিত্র মাল্যে সুশোভিত, চন্দ্রমণ্ডলতুল্য নির্মল ছত্র। দুইটি সুন্দরী রমণী স্বর্ণদণ্ডযুক্ত দুইটি মহামূল্য চামর তাঁহার মস্তকে ব্যজন করিতেছে। বহু দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষি তাঁহাকে স্তুতি করিতেছেন।

দেবরাজ তখন শরভঙ্গের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। রাম অনুমানে তাঁহাকে ইন্দ্র বিবেচনা করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ, দেখ, অন্তরীক্ষস্থ ঐ রথ কেমন অদ্ভুত প্রভাময় ও শ্রীমণ্ডিত। উহাকে গগনস্থিত প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় দেখাইতেছে। পূর্বে আমরা ইন্দ্রের যেরূপ অশ্বের কথা শুনিয়াছি, অন্তরীক্ষে দৃষ্ট ঐ অশ্বগণ নিশ্চয়ই সেই সকল দিব্য অশ্ব। ঐ যে চতুর্দিকে কুণ্ডলধারী, খড়্গপাণি, বিশালবক্ষ, আয়তবাহু, রক্তবসন ও প্রদীপ্ত রত্নহারে শোভিত শত শত প্রিয়দর্শন যুবক রহিয়াছেন, উঁহারা রূপে পঞ্চ-বিংশতিবর্ষ-বয়স্কের ন্যায়—দেবতারা চিরদিন দেখিতে ঐরূপ বয়সেরই থাকেন। যাহা হউক, লক্ষ্মণ, রথের ঐ দ্যুতিমান পুরুষ কে, তাহা আমি সঠিকরূপে জানিয়া আসা পর্যন্ত তুমি বৈদেহীর সহিত এখানে থাক।—এই কথা বলিয়া রাম শরভঙ্গের আশ্রমের দিকে চলিলেন।

তখন ইন্দ্র দেবগণকে বলিলেন,—দেখ, রাম এদিকে আসিতেছেন। তিনি আমাকে সম্ভাষণ করিবার পূর্বেই চল আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই। ইঁহাকে রাবণবধরূপ মহৎ ও সুদুষ্কর

কর্ম করিতে হইবে। যখন ইনি জয়ী ও কৃতকার্য হইবেন, তখন আমি অবিলম্বে আসিয়া ইঁহার সহিত দেখা করিব।—এই বলিয়া ইন্দ্র শরভঙ্গকে অভিবাদন করিয়া দেবলোকে গেলেন।

তারপর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত শরভঙ্গের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তখন শরভঙ্গ অগ্নিহোত্রগৃহে ছিলেন। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সেখানে উপস্থিত হইয়া শরভঙ্গের চরণবন্দনা করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের আতিথ্যাদির ব্যবস্থা করিলেন। পরে রাম শরভঙ্গকে ইন্দ্রের সেখানে আগমনের বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন,—রাম, আমি কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমনের অধিকার লাভ করিয়াছি। আমাকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য ইন্দ্র এখানে আসিয়াছিলেন। নরশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার প্রিয় অতিথি; তুমি শীঘ্রই এখানে আসিবে ইহা জানিতাম বলিয়া আমি তোমাকে না দেখিয়া ব্রহ্মলোকে যাই নাই। তোমার মত ধার্মিক ও মহাত্মার সমাগমেই আমি পরব্রহ্মলোকে* যাইতে পারিব। যাহা হউক, তুমি আমার তপস্যার্জিত অক্ষয় ও শুভ লোকসকল গ্রহণ কর।

ইহা শুনিয়া সর্বশাস্ত্রবিশারদ রাম বলিলেন,—মহামুনি, আমি নিজেই সকল লোক আহরণ (অর্জন) করিব। আপনি এই বনে কোথায় আমাদের বাসের যোগ্য স্থান আছে, বলুন। শরভঙ্গ বলিলেন,—রাম, এই বনে সুতীক্ষ্ণ নামে এক মহাতেজা ও ধার্মিক মুনি বাস করেন। তাঁহার নিকটে গেলে তিনি তোমাদের মঙ্গলবিধান করিবেন। তোমরা মন্দাকিনী নদীর† উজানে যাইবে, তাহা

* ত্রিদিবং চাবরং পরং (মূল)—পরো ব্রহ্মলোকঃ। (রামায়ণতিলক)

† চিত্রকূট পর্বত হইতে উৎপন্ন নদীবিশেষের।

হইলেই সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে পৌঁছিতে পারিবে। বৎস, তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া দেখ, আমি সর্পের জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগের ন্যায় দেহত্যাগ করিতেছি।—এই বলিয়া, মহাতেজা শরভঙ্গ যথাবিধি অগ্নি প্রজ্বলিত ও মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া এবং ঘৃতাহুতি দিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার রোম, কেশ, জীর্ণ ত্বক্, মাংস, রক্ত ও অস্থি—সমস্তই অগ্নিতে পুড়িয়া গেল। তিনি অগ্নিতুল্য ভাস্বরদেহ এক কুমার হইয়া অগ্নি হইতে উত্থিত হইলেন এবং আহিতাগ্নি মহাত্মা ঋষিদের ও দেবতাদের লোকসকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন। (৫ সর্গ)

শরভঙ্গ স্বর্গে যাইবার পরে বৈখানস বালখিল্য সংপ্রক্ষাল মরীচিপ অশ্মকুট্ট পত্রাহারী দন্তোলূখল উন্মজ্জক গাত্রশয্য অনবকাশিক জলাহারী বায়ুভোজী আকাশনিলয় স্থণ্ডিলশায়ী ঊর্ধ্ববাসী দান্ত আর্দ্রপটবাস সজপ নিত্যবেদাধ্যায়ী ও পঞ্চতপাঃ

ক বৈখানস—ব্রহ্মার নখ হইতে জাত বলিয়া এই নাম। আভিধানিক অর্থ, যাহাদের মূলাদিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ হয়। (খন্—খনন করা)

বালখিল্য—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ মুনিবিশেষ। ব্রহ্মার বাল (লোম বা কেশ) হইতে জন্ম বলিয়া এই নাম।

সংপ্রক্ষাল—ব্রহ্মার পাদপ্রক্ষালনের জলে উৎপন্ন বলিয়া এই নাম।

মরীচিপ—চন্দ্র বা সূর্যের কিরণ পান করিয়া যাঁহারা জীবনধারণ করেন।

অশ্মকুট্ট—যাঁহারা অপক্ব (অসিদ্ধ, কাঁচা) কুট্টিতান্ন (গুঁড়া করা চাউল ইত্যাদি) খাইয়া থাকেন।

পত্রাহারী—যাঁহারা কেবল বৃক্ষলতাদি হইতে ঝরিয়া-পড়া পাতা খান।

দন্তোলূখল—যাঁহারা অন্যপ্রকারে আহার্যদ্রব্য পেষণ না করিয়া শুধু দন্তের দ্বারা চর্বণ করেন।

উন্মজ্জক—জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া তপস্যাকারী।

—এই সকল ব্রাহ্মীশ্রীসম্পন্ন ও দৃঢ়যোগে সমাহিতচিত্ত ঋষিরা রামের নিকটে আসিয়া বলিলেন,—রাম, ইন্দ্র যেমন দেবগণের সেইরূপ তুমি ইক্ষ্বাকু-কুলের ও সমগ্র পৃথিবীর প্রধান ও নাথ (পালক)। তুমি যশ ও বিক্রমে ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ। পিতৃ-আজ্ঞা পালনরূপ ব্রত, সত্য ও চতুষ্পাদ ধর্ম তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি ধর্মজ্ঞ ও ধর্মবৎসল। আমরা প্রার্থী হইয়া তোমাকে যাহা বলিব, সেজন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবে। প্রভু, যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করেন, কিন্তু পুত্রবৎ প্রজাপালন করেন না, তাঁহার যারপরনাই অধর্ম হয়। আর যিনি প্রজাদিগকে নিজের প্রাণের তুল্য, প্রাণাধিক পুত্রের তুল্য বিবেচনা করিয়া নিয়ত সযত্নে রক্ষা করেন, তিনি চিরস্থায়ী কীর্তি লাভ করেন

গাত্রশয্য—অনাবৃত ভূতলে শয়নকারী। অশয্য—যাঁহারা নিদ্রা যান না।

অনবকাশিক—যাঁহারা সর্বদা একই পায়ে দাঁড়াইয়া থাকেন, এক পা'কে অবকাশ (বিশ্রাম) দিয়া অন্য পায়ে দাঁড়ান না।

জলাহারী—যাঁহারা কেবল জল পান করিয়া বাঁচিয়া থাকেন।

বায়ুভোজী—যাঁহারা কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকেন।

আকাশনিলয়—যাঁহারা সর্বদা খোলা জায়গায় বাস করেন।

স্থণ্ডিলশায়ী—যাঁহারা যজ্ঞভূমিতে শয়ন করেন।

উর্ধ্ববাসী—পর্বতশিখরাদি উচ্চস্থানবাসী। দান্ত—ইন্দ্রিয়দমনকারী।

আর্দ্রপটবাস—যাঁহারা সকল সময় ভিজা কাপড়ে থাকেন।

সজপ—সতত জপপরায়ণ।

নিত্যবেদাধ্যায়ী—যাঁহারা সর্বদা বেদ পাঠ করেন। তপোনিষ্ঠ (মূল)। তপের অন্য নাম স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন, বেদপাঠ)।

পঞ্চতপা—যাঁহারা চারিদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সূর্যের নীচে তপস্যা করেন।

এবং ব্রহ্মলোকে যাইয়া পূজিত (সম্মানিত) হন। ফলমূলাহারী মুনিরা যে পরম ধর্ম (পুণ্য) অর্জন করেন, ধর্মানুসারে প্রজাপালক নরপতি তাহারও চতুর্থাংশ লাভ করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, রাম, তুমি রক্ষক থাকিতেও মহাত্মা বানপ্রস্থগণ রাক্ষসগণের দ্বারা অনাথের ন্যায় নিহত হইতেছেন। তুমি দেখিয়া আইস, এই বনমধ্যে তাঁহাদের মৃতদেহসকল পড়িয়া রহিয়াছে। পম্পাতটে মন্দাকিনীতীরে ও চিত্রকূটে যে-সকল মুনি বাস করেন, রাক্ষসেরা তাঁহাদিগকে বড় উৎপীড়ন করিতেছে। রাক্ষসদের সেই ঘোরতর অত্যাচার আমরা সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি সকলের শরণ্য (রক্ষক), আশ্রয়লাভের জন্য আমরা তোমার নিকটে আসিয়াছি। রাম, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

ইহা শুনিয়া ধর্মাত্মা রাম বলিলেন,—তাপসগণ, আমাকে এরূপভাবে বলা আপনাদের উচিত নয়—আদেশ করাই উচিত। পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিবার জন্য আমাকে যখন বনে আসিতে হইয়াছে, তখন আপনাদের উপর রাক্ষসগণের উৎপীড়ন আমি অবশ্য নিবারণ করিব। তাহাতে আমার বনবাস সুফলদায়কও হইবে।—সেই তপস্বীদিগকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া রাম তাঁহাদের সহিত সুতীক্ষ্ণের আশ্রমের দিকে চলিলেন। (৬ সর্গ)

অনেকটা পথ যাইয়া তাঁহারা সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে আসিলেন। রাম যথাবিধি মহর্ষির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিজের পরিচয় দিলে, তিনি রামকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—রাম, তুমি কুশলে আসিয়াছ তো? তোমার আগমনে এই আশ্রম যেন এখন সনাথ (রক্ষকযুক্ত) হইল। তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূটে

বাস করিতেছিলে, ইহা আমি শুনিয়াছি। তোমারই প্রতীক্ষায় আমি দেহত্যাগ করিয়া ধরাতল হইতে দেবলোকে যাই নাই। দেবরাজ ইন্দ্র এখানে আসিয়া আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, আমি পুণ্যবলে সর্বলোক জয় করিয়াছি (সকল উৎকৃষ্ট লোকে বাসের অধিকারী হইয়াছি)। আমার প্রীতির জন্য তুমি তোমার পত্নী ও লক্ষ্মণের সহিত আমার তপোলব্ধ সেই দেবর্ষিসেবিত লোকসকলে যাইয়া বিহার কর।

রাম উত্তর করিলেন,—মহর্ষি, আমি নিজেই তপোবলে সমস্ত লোক অর্জন করিব। আপনি আমার জন্য এই বনে একটি বাসযোগ্য স্থান নির্ধারণ করিয়া দিন। মহাত্মা শরভঙ্গ আমাকে বলিয়াছেন যে, আপনি সর্ববিষয়ে নিপুণ ও সকল প্রাণীর হিতকারী।

ইহাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া সুতীক্ষ্ণ মধুরবচনে বলিলেন,—রাম, এই আশ্রম অতি পবিত্র। এখানে অনেক ঋষি আছেন এবং সর্বদা প্রচুর ফলমূল পাওয়া যায়। এখানে দলে দলে অনেক মৃগ আসিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করে, কিন্তু তাহারা কাহারও কোন অনিষ্ট করে না—কেবল উহাদের রূপ কান্তি ও গতি ইত্যাদির দ্বারা চিত্তক্ষোভ উপস্থিত করিয়া ফিরিয়া যায়। ইহা ছাড়া এখানকার আর কোন দোষ নাই! সুতরাং তোমরা এখানে সুখে বাস করিতে পার।

ইহা শুনিয়া রাম ধনুর্বাণ গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—মুনিবর, আমি যদি সুতীক্ষ্ণ শরে এই মৃগদের বধ করি, তবে আপনি মনে ব্যথা পাইবেন এবং তাহা খুব দুঃখের বিষয়ও হইবে। অতএব আমি এখানে বেশী দিন থাকিতে পারিব না। (৭ সর্গ)

রাম সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে সে রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন যথাসময়ে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহারা পদ্মগন্ধি সুশীতল জলে স্নান

এবং বিধিবৎ অগ্নি ও অন্যান্য দেবতার অর্চনা করিলেন। তারপর সূর্যোদয় হইতেছে দেখিয়া, রাম সুতীক্ষ্ণের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—ভগবান, আমরা আপনার সৎকারে পরিতৃপ্ত হইয়া এখানে সুখে রাত্রিবাস করিয়াছি। এখন অনুমতি দিন, আমরা প্রস্থান করি। আমাদের সঙ্গের এই মুনিবরেরাও সেজন্য আমাদিগকে তাগিদ দিতেছেন। এই দণ্ডকারণ্যবাসী পুণ্যাত্মা ঋষিদের আশ্রমগুলি দেখিবার জন্য আমাদের একান্ত ইচ্ছা হইতেছে। নীচকুলজাত লোক অসদুপায়ে ঐশ্বর্যলাভ করিলে যেরূপ হয়, সূর্য সেইরূপ অসহনীয় হইবার পূর্বেই আমরা যাত্রা করিতে চাই।—এই বলিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রাম সুতীক্ষ্ণের পদবন্দনা করিলেন।

সুতীক্ষ্ণ প্রণত রাম-লক্ষ্মণকে তুলিয়া তাঁহাদিগকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। পরে দণ্ডকারণ্যের নানা সৌন্দর্যের বর্ণনা করিয়া তিনি সস্নেহে বলিলেন,—রাম, তুমি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও এই ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী সীতার সহিত নির্বিঘ্নে তোমাদের অভিপ্রেত আশ্রম দর্শনে যাও, কিন্তু সেগুলি দেখিয়া আবার এখানে আসিও। তখন রাম-লক্ষ্মণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সীতার সহিত সেই আশ্রম হইতে বাহির হইলেন। (৮ সর্গ)

৩

ইল্বল ও বাতাপি (৯—১১ সর্গ)

পথ চলিতে চলিতে সীতা সস্নেহ ও সুমধুর বচনে রামকে বলিলেন, —নাথ, অতি সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে, তুমি মহাত্মা হইয়াও

অধর্ম করিতে যাইতেছ। কিন্তু তুমি এই কামজ ব্যসন হইতে নিবৃত্ত হইলে, তোমার আর কোন অধর্ম হইবে না। কামজ ব্যসন তিন প্রকার—মিথ্যাকথন, পরস্ত্রীগমন ও বিনা শত্রুতায় প্রাণিহিংসা। প্রথমটি অতিশয় দোষার্হ, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি প্রথমটি হইতেও অধিকতর দোষের। রঘুনন্দন, তুমি কখন মিথ্যা কথা বল নাই এবং বলিবেও না। পরস্ত্রী-অভিলাষ তোমার কখন হয় নাই, এখনও নাই এবং পরেও হইবে না। কিন্তু মোহবশে তুমি এখন বিনা শত্রুতায় পরের প্রাণনাশরূপ অতি ভয়ানক তৃতীয় ব্যসনগ্রস্ত হইতে চলিয়াছ। বীর, তুমি দণ্ডকারণ্যবাসী। মুনিদের রক্ষার জন্য রাক্ষসবধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছ এবং সেজন্য ধনুর্বাণহস্তে ভ্রাতার সহিত সেখানে যাইতেছ। তোমার ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ চিন্তায় আমার মন আকুল হইয়াছে। তুমি দণ্ডকারণ্যে যাও, ইহা আমার ইচ্ছা নয়। কারণ, ক্ষত্রিয়ের ধনু এবং অগ্নির ইন্ধন (তৃণকাষ্ঠাদি) নিকটে থাকিলেই তাহাদের তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া থাকে। নাথ, আমি প্রীতি ও শ্রদ্ধাভরে তোমাকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি—শিক্ষা দিতেছি না। তুমি কিছুতেই বিনা শত্রুতায় দণ্ডকারণ্যের রাক্ষসদিগকে বিনাশের বুদ্ধি করিও না। আমি জানি যে, বনবাসী তপস্বীরা বিপদে পড়িলে তাঁহাদিগকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয় বীরগণের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু কোথায় অস্ত্র-ব্যবহার ও ক্ষত্রধর্ম এবং কোথায় বনবাস ও তপস্যা! এখানে আমাদের তপোবনের ধর্মই পালন করা উচিত। সতত অস্ত্রশস্ত্র ধারণে মানুষের বুদ্ধি কদর্য ও কলুষিত (ধর্মবিরোধী) হইয়া থাকে (অর্থাৎ মানুষ হিংস্র হয়)। তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া আবার ক্ষত্রধর্ম পালন করিও। এখন তুমি বনবাসী মুনিদের ধর্ম পালন

করিলেই আমার শ্বশুর ও শাশুড়ী অশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। সুতরাং সৌম্য, তুমি এখন পবিত্রচিত্তে তপোবনে আচরণীয় ধর্মই পালন কর। তুমি সবই জান, তোমাকে ধর্মোপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে স্ত্রীজনসুলভ চপলতামাত্র। তুমি অনুজ লক্ষ্মণের সহিত আলোচনা করিয়া যাহা উচিত বোধ হয় তাহাই কর।* (৯ সর্গ)

* প্রতিজ্ঞাতস্ত্বয়া বীর দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্।
ঋষীণাং রক্ষণার্থায় বধঃ সংযতি রক্ষসাম্॥
এতন্নিমিত্তং বচনং দণ্ডকা ইতি বিশ্রুতম্।
প্রস্থিতস্ত্বং সহ ভ্রাত্রা ধৃতবাণশরাসনঃ॥
ততস্ত্বাং প্রস্থিতং দৃষ্ট্বা মম চিন্তাকুলং মনঃ।
তদ্বৃত্তং চিন্তয়ন্ত্যা বৈ ভবেন্নিঃশ্রেয়সং হিতম্॥
ন হি মে রোচতে বীর গমনং দণ্ডকান্ প্রতি। (৯।১০—১৩)
নিঃশ্রেয়সং—পারলৌকিকং সুখং।
হিতম্—ইহলোকসুখং। (রামায়ণতিলক)
ক্ষত্রিয়াণামিহ ধনুর্হুতাশস্যেন্ধনানি চ।
সমীপতঃ স্থিতং তেজোবলমুচ্ছ্রয়তে ভৃশম্॥ (৯।১৫)
স্নেহাচ্চ বহুমানাচ্চ স্মারয়ে ত্বাং তু শিক্ষয়ে।
ন কথংচন সা কার্যা গৃহীতধনুষা ত্বয়া॥
বুদ্ধির্বৈরং বিনা হন্তুং রাক্ষসান্ দণ্ডকাশ্রিতান্।
অপরাধং বিনা হন্তুং লোকো বীর ন মংস্যতে॥
ক্ষত্রিয়াণাং তু বীরাণাং বনেষু নিয়তাত্মনাম্।
ধনুষা কার্যমেতাবদার্তানামভিরক্ষণম্॥
ক চ শস্ত্রং ক চ বনং ক চ ক্ষাত্রং তপঃ ক চ।
ব্যাবিদ্ধমিদমস্মাভির্দেশধর্মস্তু পূজ্যতাম্॥
কদর্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ।
পুনর্গত্বা ত্বযোধ্যায়াং ক্ষত্রধর্মং চরিষ্যসি॥

রাম বলিলেন,—দেবী, তুমি আমার কুলধর্মের (ক্ষত্রধর্মের) বিষয়ে যাহা বলিলে তাহা সত্য। বিপন্নকে রক্ষা করিবার জন্যই ক্ষত্রিয়েরা ধনুর্ধারণ করেন। দণ্ডকারণ্যের মুনিরাও রাক্ষসের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াই আমার শরণ লইয়াছেন এবং আমিও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। সর্বদা সত্যই আমার কাম্য, আমি প্রাণ থাকিতে তাহার অন্যথা করিতে পারি না। আমি নিজের প্রাণ ত্যাগ করিতে পারি, লক্ষ্মণকে ও তোমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু কাহারও নিকটে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের নিকটে, প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করিতে পারি না। বৈদেহী, মুনিরা কিছু না বলিলেও তাঁহাদিগকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য—আর তাঁহাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এবং তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া কিরূপে তাহা না করিয়া পারি? সীতা, তুমি প্রীতি ও মমতা বশে আমাকে যাহা বলিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি—কারণ, অপ্রীতিভাজনকে কেহই হিতোপদেশ দেয় না। তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয়, তুমি আমার সহধর্মচারিণী হও।* এই বলিয়া রাম সেই রমণীয় তপোবনের মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। (১০ সর্গ)

অক্ষয়া তু ভবেৎ প্রীতিঃ শ্বশ্রূশ্বশুরয়োর্মম।
যদি রাজ্যং হি সংন্যস্য ভবেস্ত্বং নিরতো মুনিঃ॥ (৯।২৪—২৯)
নিত্যং শুচিমতিঃ সৌম্য চর ধর্মং তপোবনে।
সর্বং তু বিদিতং তুভ্যং ত্রৈলোক্যমপি তত্ত্বতঃ॥
স্ত্রীচাপলাদেতদুপাহৃতং মে ধর্মং চ বক্তুং তব কঃ সমর্থঃ।
বিচার্য বুদ্ধ্যা তু সহানুজেন যদ্রোচতে তৎ কুরু মাচিরেণ॥ (৯।৩২—৩৩)

* রামের যাহা ধর্ম বা সঙ্কল্পিত তাহা সীতারও সঙ্কল্পিত হউক—অর্থাৎ সীতা রামের সঙ্কল্প অনুমোদন করুন।

অগ্রে রাম, মধ্যে সুশোভনা সীতা এবং তৎপশ্চাতে লক্ষ্মণ চলিলেন। তাঁহারা বহু পর্বত, বন, মনোরম নদী, সরোবর ও পশুপক্ষী ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে থাকিলেন। পরে সূর্যাস্তকালে তাঁহারা এক যোজন দীর্ঘ ও রমণীয় একটি তড়াগের (দীঘির) নিকটে আসিলেন। তাহা হইতে গীতবাদ্যধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, কিন্তু সেখানে কোন লোকজন ছিল না। রাম-লক্ষ্মণ কৌতূহলী হইয়া ধর্মভৃৎ নামে এক মুনিকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ধর্মভৃৎ বলিলেন—রাম, মাণ্ডকর্ণি-মুনি তপোবনে এই তড়াগ নির্মাণ করেন। ইহা সর্বদাই জলে পূর্ণ থাকে; ইহার নাম পঞ্চাপ্সর। মহামুনি মাণ্ডকর্ণি এই জলাশয়ে থাকিয়া বায়ুভক্ষণে বহু বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। পরে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া সেই মুনির তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য চঞ্চল (চলন্ত) বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিমতী পাঁচটি প্রধান অপ্সরাকে নিযুক্ত করিলেন। উহারা দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য মুনিকে কামের বশীভূত করিয়া তাঁহার পত্নী হইল। তখন তিনি তাহাদের জন্য তড়াগের মধ্যে এক গুপ্তগৃহ নির্মাণ করিলেন। তাহারা সেখানে সুখে বাস করিয়া তপোবলে প্রাপ্তযৌবন সেই মুনির মনোরঞ্জন করিতেছে। তাহাদেরই ভূষণরবমিশ্রিত বাদ্যধ্বনি ও মনোহর সঙ্গীত শোনা যাইতেছে।—ইহা শুনিয়া রাম-লক্ষ্মণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন।

তারপর তাঁহারা কুশচীরপরিক্ষিপ্ত ও ব্রাহ্মীশ্রীমণ্ডিত একটি আশ্রম দেখিতে পাইয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন এবং মহর্ষিদের দ্বারা সমাদৃত হইয়া সেখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পরে সেখান হইতে তাঁহারা একে একে সকল মহর্ষির আশ্রমেই গেলেন এবং

তাঁহাদের দ্বারা সংবর্ধিত হইয়া সানন্দে কোন স্থানে কয়েক মাস, কোন স্থানে বা এক বৎসর বাস করিলেন। এইরূপে দশ বৎসর কাটিল। তখন তাঁহারা সুতীক্ষ্ণ-মুনির আশ্রমে ফিরিলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিবার পর রাম একদিন সুতীক্ষ্ণকে বলিলেন, ভগবান, শুনিয়াছি এই বনে মুনিবর অগস্ত্য বাস করেন, কিন্তু তাঁহার আশ্রম কোথায় তাহা জানি না। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই মহর্ষির নিকটে যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন এবং তাঁহার সেবা করিতে আমার খুব ইচ্ছা হয়।

সুতীক্ষ্ণ উত্তর করিলেন,—রাম, আমিও তোমাকে তাঁহার কথা বলিব ভাবিয়াছিলাম। এখান হইতে দক্ষিণে চারি যোজন যাইয়া তুমি অগস্ত্যের ভ্রাতার রমণীয় আশ্রমে পৌঁছিবে। তাহা পিপ্পলী-বনে * শোভিত, বহু ফলফুলশালী ও নানারূপ পক্ষীর কলরবে মুখরিত। সেখানে নানাজাতীয় পদ্মে ভূষিত, নির্মল জলে পূর্ণ অনেক সরোবর আছে। তুমি সেখানে এক রাত্রি থাকিয়া পরদিন প্রাতে তাহার নিকটস্থ বনের ধার দিয়া দক্ষিণে এক যোজন চলিলেই নানাবৃক্ষে শোভিত মনোরম বনমধ্যে অগস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হইবে। সেখানে গেলে তোমরা খুব আনন্দ লাভ করিবে।

তখন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সুতীক্ষ্ণকে অভিবাদন করিয়া অগস্ত্যের আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সানন্দে বিচিত্র কানন, মেঘাকার পর্বত, সরোবর ও নদীসকল দেখিতে দেখিতে বহুদূর পথ চলিয়া রাম পরম হর্ষভরে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সুতীক্ষ্ণের বর্ণনানুযায়ী ইহাকেই অগস্ত্যের ভ্রাতার আশ্রম বলিয়া বোধ হইতেছে। মহর্ষি অগস্ত্য

* পিপ্পল—অশ্বত্থ, অশথ।

জনহিতের জন্য এখানে অসুর বধ করিয়া এই দক্ষিণ অঞ্চল লোকের বাসোপযোগী করিয়াছেন। ইল্বল ও বাতাপি নামে ব্রহ্মহত্যাকারী ও অতিনিষ্ঠুর দুই মহাসুর এখানে বাস করিত। ইল্বল ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া, সংস্কৃতে কথা বলিয়া, শ্রাদ্ধের ছলে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিত। পরে বাতাপি মেষের রূপ ধরিত এবং ইল্বল তাহাকে রান্না করিয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইত। তারপর ইল্বল উচ্চ-স্বরে 'বাতাপি, বাহিরে আইস!' বলিয়া তাহাকে ডাকিত। আর বাতাপি মেষের ডাক ডাকিতে ডাকিতে ব্রাহ্মণদের পেট ফাড়িয়া বাহিরে আসিত। এইরূপে তাহারা বহু ব্রাহ্মণ বিনাশ করিয়াছিল। শেষে দেবতাদের অনুরোধে মহর্ষি অগস্ত্য একদিন সেখানে আসিয়া মেষরূপী বাতাপিকে ভোজন করিলেন। পরে ইল্বল 'বাতাপি, বাহিরে আইস!' বলিয়া উচ্চ-স্বরে তাহার ভ্রাতাকে ডাকিতে লাগিল। তখন অগস্ত্য হাসিয়া বলিলেন,—ইল্বল, তোমার সেই মেষরূপী রাক্ষস ভ্রাতা আমার পেটে হজম হইয়া যমালয়ে গিয়াছে, তাহার আর বাহিরে আসিবার ক্ষমতা নাই।—ইহা শুনিয়া সেই নিশাচর ইল্বল ক্রোধভরে অগস্ত্যকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু অগস্ত্যের অনলের ন্যায় তীক্ষ্ণ কটাক্ষে সে ভস্ম হইয়া গেল।

রাম এইরূপ বলিতে বলিতে সূর্যাস্ত হইয়া সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন তিনি লক্ষ্মণের সহিত যথাবিধি সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে অগস্ত্যভ্রাতার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পরে মুনিবরের দ্বারা যথারীতি অভ্যর্থিত হইয়া, ফল-মূল আহার করিয়া তাঁহারা সে রাত্রি সেখানে কাটাইলেন।

পরদিন সূর্যোদয় হইলে রাম মহর্ষির অনুমতি লইয়া অগস্ত্যের

আশ্রমের দিকে চলিলেন। তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন,— লক্ষ্মণ, যিনি লোকহিতের জন্য যমতুল্য অসুরকে নিগৃহীত করিয়া এই দক্ষিণদিক মনুষ্যের বাসযোগ্য করিয়াছেন এবং রাক্ষসেরা যাঁহার ভয়ে এদিকে আসে না, কেবল দূর হইতে সভয়ে ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, এই সেই পুণ্যকর্মা অগস্ত্যের আশ্রম। যখন হইতে তিনি এদিকে আসিয়াছেন, তখন হইতে রাক্ষসেরা শত্রুতা ছাড়িয়া প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে। গিরিবর বিন্ধ্য সূর্যের পথ রুদ্ধ করিবার জন্য উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছিল, অগস্ত্যের আদেশে তাহাকেও সে চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, সুমিত্রানন্দন, আমরা অগস্ত্যের আশ্রমে আসিয়াছি, তুমি অগ্রে প্রবেশ করিয়া সীতা ও আমার আগমনের কথা মহর্ষিকে জানাও। (১১ সর্গ)

৪

অগস্ত্য—জটায়ু (১২—১৪ সর্গ)

লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, অগস্ত্যের এক শিষ্যকে পাইয়া বলিলেন,—রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র বীর্যবান রাম ভার্যা সীতার সহিত এখানে আসিয়াছেন। আমি তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণ। আমরা ভগবান অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই। আপনি তাঁহাকে এই সংবাদ দিন।

শিষ্যের নিকটে সেই সংবাদ শুনিয়া অগস্ত্য তাঁহাকে বলিলেন, —ভাগ্যক্রমে রাম আজ আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। আমিও তাঁহার আগমন কামনা করিতেছিলাম। যাও, তাঁহাদিগকে

পরম সমাদরে এখানে লইয়া আইস। তুমি নিজ হইতেই তাঁহাদের আনিলে না কেন ?

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অতিশয় শান্তস্বভাব হরিণগণে পূর্ণ সেই আশ্রম দেখিতে দেখিতে তাহার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি সেখানে ব্রহ্মা অগ্নি (রুদ্র)* বিষ্ণু ইন্দ্র সূর্য চন্দ্র ভগ কুবের ধাতা বিধাতা বায়ু বরুণ গায়ত্রী বসুগণ বাসুকী গরুড় কার্ত্তিক ও ধর্মের উপাসনার স্থান দেখিতে পাইলেন। এদিকে অগস্ত্য শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া রামকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছিলেন। রাম তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং অগ্রসর হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন অগস্ত্য রামকে আলিঙ্গন এবং পাদ্য ও আসন প্রদানে অভ্যর্থনা করিয়া কুশলপ্রশ্নপূর্বক বলিলেন,— আইস। পরে তিনি অগ্নিতে হোম করিয়া সেই অতিথিদিগকে অর্ঘ্য ও বানপ্রস্থের বিধানানুযায়ী ভোজনের দ্রব্যাদি (ফলমূলাদি) দিয়া বলিলেন,—কাকুৎস্থ, অতিথির যথোচিত সৎকার না করিলে, তপস্বীকে কূটসাক্ষীর (মিথ্যাসাক্ষ্যদাতার) মত পরলোকে নিজের মাংস ভক্ষণ করিতে হয়।† পুরুষশ্রেষ্ঠ, ইন্দ্র আমাকে বিশ্বকর্মানির্মিত, স্বর্ণ- ও হীরক-বিভূষিত এই দিব্য বৈষ্ণব মহাধনু, সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ব্রহ্মদত্ত নামে উৎকৃষ্ট ও অমোঘ শর, জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য দীপ্তিশালী তীক্ষ্ণ ও অক্ষয় বাণসমূহে

---

* অগ্নিরত্র রুদ্রঃ (রা-তিলক) ; অগ্নিশব্দেন শম্ভুরুচ্যতে (রা-শিরোমণি)।

† অন্যথা খলু কাকুৎস্থ তপস্বী সমুদাচরন্।
দুঃসাক্ষীব পরে লোকে স্বানি মাংসানি ভক্ষয়েৎ॥ (১২।২৯)
দুঃসাক্ষী—কূটসাক্ষী। (রা-তিলক ও রা-শিরোমণি)

পূর্ণ তূণদ্বয়, স্বর্ণকোশে মুষ্টিদেশে স্বর্ণে বিভূষিত অসি দিয়াছেন। তুমি যুদ্ধে জয়লাভের জন্য এইগুলি লও।—এই বলিয়া অগস্ত্য সে-সকল রামকে দিলেন। (১২ সর্গ)

তারপর তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—রাম, তোমরা যে আমাকে অভিবাদন করিবার জন্য সীতার সহিত এখানে আসিয়াছ, ইহাতে আমি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাদের কল্যাণ হউক। পথশ্রমে তোমরা এখন অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছ, জানকীও নিশ্চয় বিশ্রামের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। এই সুকুমারী পূর্বে কখন কষ্ট সহ্য করেন নাই, কেবল পতিপ্রেমে প্রণোদিত হইয়াই ইনি বহু দুঃখকষ্টপ্রদ বনে আসিয়াছেন। রাম, ইনি যাহাতে আনন্দে থাকেন, তুমি তাহাই করিবে। ইনি এই বনেও তোমাদের অনু-গামিনী হইয়া দুষ্কর কার্য করিয়াছেন। রঘুনন্দন, সৃষ্টির আরম্ভ হইতে স্ত্রীলোকদিগের ইহাই স্বভাব যে, উহারা সম্পন্নের অনুরক্ত হয় এবং বিপন্নকে পরিত্যাগ করে। উহারা বিদ্যুতের চাঞ্চল্য, অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা এবং গরুড় ও বায়ুর ক্ষিপ্রতার অনুকরণ করিয়া থাকে।* কিন্তু তোমার ভার্যা সীতা এই সকল দোষশূন্যা এবং দেবসমাজে অরুন্ধতীর† ন্যায় শ্লাঘ্যা (প্রশংসনীয়া) ও পতিব্রতা-দিগের অগ্রগণ্যা। রাম, তুমি সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া এখানে

* অর্থাৎ নারীরা বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল (অতিশয় চঞ্চল প্রকৃতি), বহুকালের স্নেহবন্ধন ছেদনে খড়্গাদি অস্ত্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ (বা নির্মম—নির্মমভাবে বহুকালের স্নেহবন্ধন ছেদন করে) এবং বিনাবিচারে (খেয়ালের বা ঝোঁকের বশে) কাজ করিতে গরুড় ও বায়ুর ন্যায় ক্ষিপ্রগতি।

† কর্দম-মুনির কন্যা ও মহর্ষি বশিষ্ঠের ভার্যা।

বাস করিলে এস্থান অলঙ্কৃত হইবে (এখানকার সৌন্দর্যবৃদ্ধি হইবে)।*

রাম করজোড়ে ও সবিনয়ে বলিলেন,—মুনিবর, আপনার কথায় আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইয়াছি। এখন আপনি আমাকে এমন একটি স্থানের কথা বলুন, যেখানে অনেক বন আছে এবং জলও সুলভ—যেখানে আশ্রম নির্মাণ করিয়া আমরা সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারিব।

অগস্ত্য ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—বৎস, এখান হইতে দুই যোজন দূরে পঞ্চবটী† নামে একটি সুন্দর স্থান আছে। সেখানে

* এষা হি প্রকৃতিঃ স্ত্রীণামাসৃষ্টে রঘুনন্দন।
সমস্থমনুরজ্যন্তে বিষমস্থং ত্যজন্তি চ॥
শতহ্রদানাং লোলত্বং শস্ত্রাণাং তীক্ষ্ণতাং তথা।
গরুড়ানিলয়োঃ শৈঘ্র্যমনুগচ্ছন্তি যোষিতঃ॥
ইয়ং তু ভবতো ভার্যা দোষৈরেতৈর্বিবর্জিতা।
শ্লাঘ্যা চ ব্যপদেশ্যা চ যথা দেবেষ্বরুন্ধতী॥
অলংকৃতোঽয়ং দেশশ্চ যত্র সৌমিত্রিণা সহ।
বৈদেহ্যা চানয়া রাম বৎস্যসি ত্বমরিন্দম॥ (১৩।৫-৮)

বহুকালগত স্নেহবন্ধন ছেদনে অস্ত্রের তীক্ষ্ণতার এবং নিন্দনীয় কাজ করায় গরুড় ও বায়ুর ক্ষিপ্রতার অনুকরণ (রা-তিলক)। তীক্ষ্ণতা—ক্রূরতা (নির্মমতা), বহুকালগত স্নেহবন্ধন ছেদনে। অবিচারে কাজ করায় গরুড় ও বায়ুর শীঘ্রতার অনুসরণ (রা-ভূষণ)।

† বোম্বাই নগরের পূর্বদিকস্থ গোদাবরী তীরবর্তী নাসিক। এখানে শূর্পণখার নাসিকা কর্তিত হইয়াছিল বলিয়া নাকি ইহার নাম নাসিক হইয়াছে। ইহা পূর্বে অশ্বত্থ বিল্ব বট অশোক ও আমলকী—এই পঞ্চ বট (বৃক্ষ)-ময় স্থান ছিল বলিয়া ইহাকে পঞ্চবটী বলা হইত।

প্রচুর ফলমূল, জল ও মৃগাদি মিলিবে। গোদাবরীর সমীপস্থ সেই পবিত্র ও মনোরম স্থানে বাস করিলে সীতা আনন্দ লাভ করিবেন এবং তুমিও তাপসদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে। বীর, ঐ যে বিশাল মধুকবন (মহুয়াবন) দেখা যাইতেছে, তুমি উহার উত্তর দিয়া ন্যগ্রোধাশ্রমের * দিকে চলিলে একটি বনশূন্য স্থানে একটি পর্বতের নিকটে উপস্থিত হইবে। তাহার অদূরেই পঞ্চবটী।

তখন অগস্ত্যের চরণবন্দনা করিয়া এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া রাম লক্ষ্মণ ও সীতা পঞ্চবটীর দিকে চলিলেন। (১৩ সর্গ)

যাইতে যাইতে তাঁহারা পথিমধ্যে এক মহাকায় ভীমপরাক্রম গৃধ্রকে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে রাক্ষস মনে করিয়া রাম-লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে ? সে মধুর ও মনোহর বচনে বলিল,—বৎস, আমি তোমাদের পিতার বয়স্য।† রাম তাহাকে পিতৃবন্ধু জানিয়া অভিবাদন করিলেন এবং তাহার নাম ও কুল জানিতে চাহিলেন। তখন সেই পক্ষী নিজের নাম ও বংশের পরিচয় বলিতে যাইয়া প্রসঙ্গক্রমে সকল প্রাণীর উৎপত্তির বিষয়ে বলিল,—রাম, কর্দম প্রথম প্রজাপতি। তারপর বিকৃত শেষ সংশ্রয় বহুপুত্র স্থাণু মরীচি অত্রি ক্রতু পুলস্ত্য অঙ্গিরা প্রচেতা পুলহ দক্ষ বিবস্বান অরিষ্টনেমি ও কশ্যপ প্রজাপতি হন। দক্ষের ষাটটি মহাযশস্বিনী ও লোকবিশ্রুতা কন্যা জন্মেন। তাঁহাদের মধ্যে অদিতি দিতি দনু কালকা তাম্রা ক্রোধবশা মনু ও অনলা—এই আটটিকে কশ্যপ

* বটবৃক্ষবহুল আশ্রম। ন্যগ্রোধমপি গচ্ছতা (মূল)—ন্যগ্রোধ (বটগাছ) দ্বারা উপলক্ষিত আশ্রমের দিকে গেলে (রামায়ণতিলক)। পথচিহ্নস্বরূপ বটগাছের দিকে চলিলে (রামায়ণশিরোমণি)।

† সমবয়সী বন্ধু।

বিবাহ করেন। পরে তিনি প্রীতিভরে তাঁহার সেই পত্নীদিগকে বলিলেন,—তোমরা আমার ন্যায় ত্রিলোকপালক পুত্রসকল প্রসব কর। তখন অদিতি দিতি দনু ও কালকা ঐরূপ পুত্রলাভে আগ্রহবতী হইলেন, কিন্তু তাম্রা ক্রোধবশা মনু ও অনলা সে বিষয়ে উদাসিনী রহিলেন। দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়—এই তেত্রিশটি দেবতা* অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। আর দিতির গর্ভে বহু যশস্বী সন্তান জন্মে। তাহারা দৈত্য নামে খ্যাত। পূর্বে এই সকাননা সসাগরা বসুমতী তাহাদেরই অধিকারে ছিল। দনু অশ্বগ্রীব নামে এক পুত্র এবং কালকা নরক ও কালক নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। তাম্রার ক্রৌঞ্চী ভাসী শ্যেনী ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী—এই পাঁচটি লোকবিশ্রুতা কন্যা উৎপন্ন হইল। ক্রৌঞ্চী হইতে উলূকেরা, ভাসী হইতে ভাসেরা, শ্যেনী হইতে সুতেজস্বী শ্যেন ও গৃধ্রেরা, ধৃতরাষ্ট্রী হইতে হংস কলহংস চক্রবাকেরা এবং শুকী হইতে নতা জন্মিল। নতার বিনতা নামে এক কন্যা হয়। রাম, ক্রোধবশার মৃগী মৃগমন্দা হরী ভদ্রমদা মাতঙ্গী শার্দূলী শ্বেতা সুরভি সুরসা ও কদ্রু—এই দশটি কন্যা জন্মে। মৃগগণ মৃগীর এবং ঋক্ষ সৃমর ও চমরেরা মৃগমন্দার অপত্য। ভদ্রমদার ইরাবতী নামে এক কন্যা হয়। ইহারই পুত্র লোকপালক মহাগজ ঐরাবত। সিংহ ও গোলাঙ্গুল প্রভৃতি বানরেরা হরীর সন্তান। ব্যাঘ্রেরা শার্দূলীর, মাতঙ্গেরা মাতঙ্গীর এবং দিগ্‌গজেরা শ্বেতার সন্ততি। সুরভির রোহিণী ও গন্ধর্বী নামে দুইটি কন্যা জন্মে। রোহিণী হইতে গোগণের ও গন্ধর্বী হইতে অশ্বদের উৎপত্তি হয়। সুরসা নাগদিগকে এবং কদ্রু অন্যান্য সর্পদিগকে প্রসব করেন।

* বেদব্যাসী মহাভারত—অনুক্রমণিকাধ্যায়, ১ অধ্যায়—সৃষ্টিপ্রকরণ দ্রষ্টব্য।

মহাত্মা কশ্যপের ঔরসে মনু হইতে মনুষ্যেরা জন্মে। কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণেরা মুখ হইতে,* ক্ষত্রিয়েরা বক্ষ হইতে, বৈশ্যেরা দুই উরু হইতে এবং শূদ্রেরা দুই পা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।† অমলা মনোরম ফলশালী বৃক্ষসকলের‡ জননী। বিনতা শুকীর পৌত্রী এবং কদ্রু সুরসার ভগিনী। ধরণীধর সহস্র পন্নগ*† কদ্রুর সন্তান। বিনতার দুই পুত্র—গরুড় ও অরুণ। আমি অরুণ ও শ্যেনীর পুত্র। সম্পাতি আমার বড় ভাই। আমার নাম জটায়ু। বৎস রাম, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে আমি তোমার এই বনে বাসের সময় সহায় হইব—তুমি ও লক্ষ্মণ স্থানান্তরে গেলে আমি সীতাকে রক্ষা করিব।

তখন রাম প্রীতমনে জটায়ুকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ও প্রণাম করিলেন। পরে তিনি সেই মহাবল পক্ষীর

---

* নাগান্ (মূল)—নাগাঃ বহুফণাঃ সর্পাঃ (রা-তিলক ও রা-ভূষণ)। পন্নগান্ (মূল)—তদন্যে পন্নগাঃ (রা-তিলক); কেবল সর্পাঃ (রা-ভূষণ)।

† মনুর্মনুষ্যান্ জনয়ৎ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চ মনুজর্ষভঃ॥
মুখতো ব্রাহ্মণা জাতা উরসঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা।
উরুভ্যাং জজ্ঞিরে বৈশ্যাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রা ইতি শ্রুতিঃ॥ (১৪।২৯—৩০)

"এই স্থানে মহাগোলযোগ ঘটিয়াছে। সর্ব্ববাদিসম্মত মতে মনু পুরুষ, কিন্তু বাল্মীকি তাঁহাকে প্রজাপতি দক্ষের একটি কন্যা বলিয়া ধরিয়াছেন। এ স্থলে কেবল পুরুষও যে স্ত্রীও সে, উভয়েই এক, এইরূপ ধরিয়া না লইলে, ইহার মীমাংসা করা সাধ্যাতীত।"—রাজকৃষ্ণ রায়

‡ পুণ্যফলান্ বৃক্ষান্ (মূল)। পুণ্যফলান্ চারুফলান্। 'পুণ্যং তু চারু' (অমরকোষ)।

*† নাগসহস্রম্ (মূল)—পন্নগসহস্রমিত্যর্থঃ। (রামায়ণতিলক)

উপর সীতার রক্ষার ভার দিয়া শত্রুধ্বংসের ও বনগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিলেন। (১৪ সর্গ)

৫

পঞ্চবটী—লক্ষ্মণের হেমন্তবর্ণন (১৫—১৬ সর্গ)

পঞ্চবটীতে আসিয়া রাম আশ্রমনির্মাণের উপযোগী সর্বগুণসম্পন্ন একটি স্থান পছন্দ করিলেন। পরে তিনি লক্ষ্মণের হাত ধরিয়া বলিলেন,—লক্ষ্মণ, এই স্থান সমতল, সুন্দর ও পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে পরিবৃত; তুমি এখানে যথাযোগ্য সুরম্য একটি আশ্রম নির্মাণ কর। ইহার অদূরে একটি রমণীয় সরোবর দেখা যাইতেছে—তাহাতে অরুণবর্ণ (রক্তবর্ণ) সুগন্ধ পদ্মসকল শোভা পাইতেছে। আর অগস্ত্য-মুনি যাহার কথা বলিয়াছেন, ঐ সেই গোদাবরী। উহা অতিদূরে বা নিতান্ত নিকটেও নহে। উহার দুই তীরে কুসুমিত তরুগণ বিরাজ করিতেছে এবং মৃগেরা দলে দলে বেড়াইতেছে। ঐ নদী হংস ও কারণ্ডবগণে সমাকীর্ণ এবং চক্রবাকসমূহে শোভিত। ঐ দেখ, কন্দরবহুল, বিকশিত পুষ্পে বিভূষিত বৃক্ষরাজি সমাচ্ছন্ন, উন্নত ও সুদৃশ্য পর্বতশ্রেণী। উহা ময়ূরের কেকারবে মুখরিত। ঐ পর্বতসকলে সুবর্ণ রজত ও তাম্র আছে বলিয়া উহা যেন নানাবর্ণে চিত্রিত গজসমূহের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। উহা শাল তাল তমাল খেজুর কাঁঠাল নীবার তিনিশ পুন্নাগ আম অশোক তিলক কেতক চম্পক স্যন্দন চন্দন নীপ (কদম্ব) লকুচ ধব অশ্বকর্ণ খদির শমী কিংশুক ও পাটল প্রভৃতি কুসুমিত-লতাগুল্ম-বেষ্টিত তরুতে শোভিত হইতেছে। লক্ষ্মণ, এই স্থান অতিশয় পবিত্র ও রমণীয়,

এখানে প্রচুর মৃগপক্ষী আছে—সুতরাং আমরা জটায়ুর সহিত এখানেই বাস করিব।

লক্ষ্মণ অল্পকালের মধ্যেই মাটি, বাঁশ, শমীশাখা, কুশ, কাশ, শর ও নানারূপ পত্রের দ্বারা সেখানে একটি বিশাল ও সুশোভন পর্ণশালা প্রস্তুত করিলেন। তারপর তিনি গোদাবরীতে স্নান করিয়া অনেক পদ্ম ও নানারূপ ফুল লইয়া আসিলেন এবং যথাবিধি বাস্তু-পূজা ও বাস্তুশান্তি* করিয়া রামকে সেই পর্ণশালা দেখাইলেন। রাম সেই সুদৃশ্য পর্ণকুটীর দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সস্নেহে লক্ষ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,— কর্মকুশল† লক্ষ্মণ, তুমি এই বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করায় আমি তোমার উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং পুরস্কার প্রদানের জন্য তোমাকে আলিঙ্গন করিতেছি। ভাবজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও ধর্মজ্ঞ তোমাকে পুত্ররূপে পাওয়ায় আমাদের ধর্মাত্মা পিতার মৃত্যু হয় নাই—তিনি যেন জীবিতই রহিয়াছেন।‡

তারপর রাম সেখানে কিছুদিন পরম সুখে বাস করিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ নানাপ্রকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। (১৫ সর্গ)

এইরূপে শরৎকাল অতীত হইয়া হেমন্তকাল উপস্থিত হইল।

---

* পুষ্পবলিং (মূল)—বাস্তুপূজাং (রা-ভূষণ)। শান্তিং (মূল)—বাস্তু-শান্তিম্ (রা-তিলক)।

† প্রভো (মূল)—সমর্থ। (রা-ভূষণ)

‡ ন সংবৃত্তঃ (মূল)—ন মৃতঃ, কিন্তু জীবত্যেব। পিতৃবদেব ত্বয়া পরি-পালনাদিতি ভাবঃ (রা-তিলক)। অর্থাৎ লক্ষ্মণ রামকে পিতৃবৎ প্রতিপালন করায় লক্ষ্মণের মধ্য দিয়া পিতা দশরথই যেন জীবিত রহিয়াছেন।

তখন একদিন প্রভাতে রাম গোদাবরীতে স্নান করিতে চলিয়াছেন এবং কলসহস্তে লক্ষ্মণও সীতার সহিত রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন, এমন সময় লক্ষ্মণ রামকে বলিলেন,—প্রিয়ংবদ, যে ঋতু আপনার প্রিয় এবং যখন পক্বশস্যাদিতে শোভিত হইয়া সংবৎসর অলংকৃত হয় সেই শুভকাল এখন আসিয়াছে। এখন সকল লোকেরই শরীর শীতে রুক্ষ (কর্কশ) হয়, পৃথিবী শস্যমালায় ভূষিতা হয়, জল অনুপভোগ্য ও অগ্নি সুখসেব্য হইয়া থাকে। এই সময়ে সকলে নবান্ন ক্রিয়ার* দ্বারা পিতৃগণ ও দেবতাদের অর্চনা করিয়া নিষ্পাপ হয়। সকল জনপদে প্রচুর কাম্যবস্তু (শস্যাদি) ও দুগ্ধাদি পাওয়া যায়; বিজিগীষু (বিজয়েচ্ছু) মহীপালেরা যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাকেন। এখন সূর্যের দক্ষিণায়ন, অতএব উত্তর দিক তিলকবিহীনা (সিন্দূরাদি-রহিতা)† স্ত্রীলোকের ন্যায় শ্রীভ্রষ্টা হইয়াছে। হিমালয় স্বভাবতঃই হিমে পূর্ণ, তাহাতে আবার সূর্যও এখন তাহা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাহার হিমালয় নাম এখন সার্থক হইয়াছে। এখনকার দিনে সূর্য সুখসেব্য, মধ্যাহ্নেও রবিকর-স্পর্শে ও বিচরণে বেশ সুখ-বোধ হয়, কিন্তু ছায়া ও জল অপ্রীতিকর। সূর্যের তেজ মৃদু হইয়াছে, হিমের ও শীতের প্রকোপ হইয়াছে, অরণ্য বৃক্ষপত্রাদিশূন্য হইয়া উঠিয়াছে এবং পদ্মসকল হিমে বিধ্বস্ত (বিনষ্ট) হইয়া গিয়াছে।‡

* নূতন ধান্য ভোজনের পূর্বে করণীয় যজ্ঞবিশেষ (রা-ভূষণ)। স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্রিয়াবিশেষ, এই ক্রিয়া না করিয়া নূতন তণ্ডুল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। এই নবান্ন প্রকরণের নাম আগ্রয়ণ (অগ্রে আয়ন অর্থাৎ ভোজন)।

† রামায়ণশিরোমণি।

‡ অয়ং স কালঃ সংপ্রাপ্তঃ প্রিয়ো যস্তে প্রিয়ংবদ।
অলংকৃত ইবাভাবি যেন সংবৎসরঃ শুভঃ॥

এ সময়ে রাত্রি অতিশয় দীর্ঘ ও হিমে ধূসর হইয়া থাকে ; পৌষমাস আগতপ্রায়।* দারুণ শীত, রাত্রিকালে কেহ অনাবৃত স্থানে শয়ন করে না। এখন চন্দ্রের সুখসেব্যতারূপ সৌভাগ্য সূর্যে সংক্রমিত হওয়ায় এবং চন্দ্রমণ্ডল (চন্দ্রের পরিবেশ) তুষারে ধূসরবর্ণ ধারণ করায়, চন্দ্র নিশ্বাস-মলিন দর্পণের ন্যায় দীপ্তি পায় না। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাও তুষারে মলিন হওয়ায় রৌদ্রে বিবর্ণা সীতার ন্যায় দেখায়, কিন্তু সেরূপ শোভা পায় না।† পশ্চিমের বায়ু স্বভাবতঃই

নীহারপরুষো লোকঃ পৃথিবী শস্যমালিনী।
জলান্যনুপভোগ্যানি সুভগো হব্যবাহনঃ॥
নবাগ্রয়ণপূজাভিরভ্যর্চ্য পিতৃদেবতাঃ।
কৃতাগ্রয়ণকাঃ কালে সন্তো বিগতকল্মষাঃ॥
প্রাজ্যকামা জনপদাঃ সংপন্নতরগোরসাঃ।
বিচরন্তি মহীপালা যাত্রার্থং বিজিগীষবঃ॥
সেবমানে দৃঢ়ং সূর্যে দিশমন্তকসেবিতাম্।
বিহীনতিলকেব স্ত্রী নোত্তরা দিক্ প্রকাশতে॥
প্রকৃত্যা হিমকোশাঢ্যো দূরসূর্যশ্চ সাংপ্রতম্।
যথার্থনামা সুব্যক্তং হিমবান্ হিমবান্ গিরিঃ॥
অত্যন্তসুখসংচারা মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখাঃ।
দিবসাঃ সুভগাদিত্যাশ্ছায়াসলিলদুর্ভগাঃ॥
মৃদুসূর্যাঃ সনীহারাঃ কটুশীতাঃ সমাহিতাঃ।
শূন্যারণ্যা হিমধ্বস্তা দিবসা ভান্তি সাংপ্রতম্॥ (১৬।৪-১১)

* পুষ্যনীতা (মূল) পুষ্যঃ পুষ্যমাসঃ তেন নীতাঃ পুষ্যমাসসন্নিহিতা ইত্যর্থঃ। (রামায়ণ-ভূষণ)

† অর্থাৎ সীতা রৌদ্রে বিবর্ণা হইলেও শোভা পান, কিন্তু পূর্ণিমার জ্যোৎস্না হিমে মলিন হওয়ায় তাহার শোভার খুব লাঘব হয়।

শীতলস্পর্শ, তাহাতে আবার এখন হিমযুক্ত হওয়ায় প্রাতে দ্বিগুণ শীতল হইয়া বহিতে থাকে। যব- ও গোধূম-সমন্বিত, বাষ্পাচ্ছন্ন, ক্রৌঞ্চ ও সারসের রবে মুখরিত অরণ্যসকল সূর্যোদয়ে শোভা পাইতেছে। কনককান্তি সুপক্ক শালিধান্যগুলি (হৈমন্তিক ধান্যগুলি) তাহাদের খর্জুরপুষ্পাকৃতি তণ্ডুলপূর্ণ মস্তকসকল কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া শোভাবিস্তার করিতেছে।* সূর্যের কিরণ অতি শীতল নীহারে সংবৃত হওয়ায় দ্বিপ্রহরেও সূর্য চন্দ্রের ন্যায় দেখায়। এখন ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ সূর্যকিরণ ভূতলে পড়িয়া শোভিত হয়; পূর্বাহ্নে উহার তেজ অল্পই অনুভূত হয়,† মধ্যাহ্নেও উহার স্পর্শে সুখবোধ হয়। শিশিরকণাপাতে কিঞ্চিৎ আর্দ্র নবতৃণদ্বারা হরিদ্বর্ণ স্থানে তরুণ সূর্যকিরণ পতিত হইয়া বনভূমিকে শোভিত করিয়াছে। অতিতৃষিত বন্য হস্তীরা সুশীতল জল পাইয়া তাহা

* নিবৃত্তাকাশশয়নাঃ পুষ্যনীতা হিমারুণা।
শীতবৃদ্ধতরায়ামাস্ত্রিযামা যান্তি সাংপ্রতম্॥
রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুষারারুণমণ্ডলঃ।
নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে॥
জ্যোৎস্না তুষারমলিনা পৌর্ণমাস্যাং ন রাজতে।
সীতেব চাতপশ্যামা লক্ষ্যতে ন চ শোভতে॥
প্রকৃত্যা শীতলস্পর্শো হিমবিদ্ধশ্চ সাংপ্রতম্।
প্রবাতি পশ্চিমো বায়ুঃ কালে দ্বিগুণশীতলঃ॥
বাষ্পচ্ছন্নান্যরণ্যানি যবগোধূমবন্তি চ।
শোভন্তেঽভ্যুদিতে সূর্যে নদদ্ভিঃ ক্রৌঞ্চসারসৈঃ॥
খর্জুরপুষ্পাকৃতিভিঃ শিরোভিঃ পূর্ণতণ্ডুলৈঃ।
শোভন্তে কিংচিদালম্বাঃ শালয়ঃ কনকপ্রভাঃ॥ (১৬।১২-১৭)

† আগ্রাহ্যবীর্যঃ (মূল)—ঈষদ্‌গ্রাহ্যৌষ্ণ্যঃ। (রা-তিলক)

সানন্দে স্পর্শ করিতে যাইতেছে, কিন্তু উহা স্পর্শ করিবামাত্র শুণ্ড সঙ্কুচিত করিতেছে। ভীরু লোকেরা যেমন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না, সেইরূপ জলের নিকটে সমুপবিষ্ট জলচর পক্ষীগুলি জলে অবগাহন করিতেছে না। পুষ্পহীন বনরাজি রাত্রিতে হিমান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া এখন প্রাতঃকালে যেন নিদ্রামগ্ন হইয়া রহিয়াছে। নদীর জল বাষ্পে আচ্ছন্ন, তাহার তীরের বালুকারাশি হিমে আর্দ্র এবং সারসগণের উপস্থিতি কেবল তাহাদের রবে বুঝিতে পারা যাইতেছে।* পর্বতশিখরস্থ জল তুষারপাতের ও সূর্যের মৃদুতার জন্য অতিশয় শীতল হইয়া প্রায় বিষতুল্য† হইয়াছে। কমলগুলি হিমে বিধ্বস্ত হইয়া মৃণালমাত্রে অবশিষ্ট আছে, উহাদের কেশর ও

* ময়ূখৈরুপসর্পদ্ভির্হিমনীহারসংবৃতৈঃ।
দূরমভ্যুদিতঃ সূর্যঃ শশাঙ্ক ইব লক্ষ্যতে॥
আগ্রাহ্যবীর্যঃ পূর্বাহ্ণে মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখঃ।
সংসক্তঃ কিংচিদাপাণ্ডুরাতপঃ শোভতে ক্ষিতৌ॥
অবশ্যায়নিপাতেন কিংচিৎ প্রক্লিন্নশাদ্বলা।
বনানাং শোভতে ভূমির্নিবিষ্টতরুণাতপা॥
স্পৃশন্ সুবিপুলং শীতমুদকং দ্বিরদঃ সুখম্।
অত্যন্ততৃষিতো বন্যঃ প্রতিসংহরতে করম্॥
এতে হি সমুপাসীনা বিহগা জলচারিণঃ।
নাবগাহন্তি সলিলমপ্রগল্ভা ইবাহবম্॥
অবশ্যায়তমোনদ্ধা নীহারতমসাবৃতাঃ।
প্রসুপ্তা ইব লক্ষ্যন্তে বিপুষ্পা বনরাজয়ঃ॥
বাষ্পসংছন্নসলিলা রুতবিজ্ঞেয়সারসাঃ।
হিমার্দ্রবালুকাস্তীরৈঃ সরিতো ভান্তি সাংপ্রতম্॥ (১৬।১৮-২৪)

† রসবৎ (মূল)—বিষবৎ (রামায়ণ-ভূষণ)।

কর্ণিকাগুলি (বীজকোষগুলি) শীর্ণ এবং পত্রসকল জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে—এখন উহাদের আর পূর্ব্বের মত শোভা নাই*—পুরুষ-শ্রেষ্ঠ রাম, এই সময়ে ধর্ম্মাত্মা ভরত আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ অতিশয় দুঃখিতচিত্তে নন্দিগ্রামে থাকিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। তিনি রাজ্য, মান ও বিবিধ ভোগসুখ ত্যাগ করিয়া, সংযতাহার ও তপোনিরত হইয়া অনাবৃত† শীতল ভূমিতে শয়ন করিতেছেন। তিনিও নিশ্চয় এই সময়ে অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া স্নানের জন্য সরযুতে যান। তিনি সুকুমার ও অতিশয় সুখে বর্দ্ধিত, জানি না এইরূপ রাত্রিশেষে হিমে পীড়িত হইয়া তিনি কিরূপে সরযুতে স্নান করিয়া থাকেন। তিনি মহাত্মা ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী প্রিয়সম্ভাষী ও মধুরপ্রকৃতি। তিনি সকল ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া সর্বান্তঃ-করণে আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন। আপনি বনবাসী হওয়ায় ভরত যখন আপনার অনুকরণে তপস্বীর জীবন যাপন করিতেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিবেন। মনুষ্যেরা পিতার স্বভাব পায় না, মাতার স্বভাব পায়—ভরত এই বিখ্যাত প্রবাদের অন্যথা করিয়াছেন। দশরথ যাঁহার পতি, সাধুপ্রকৃতি ভরত যাঁহার পুত্র, সেই মাতা কৈকেয়ী কেমন করিয়া ঐরূপ নিষ্ঠুর হইলেন ?

লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে, রাম কৈকেয়ীর অপবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন,—বৎস, তুমি কখনও মধ্যমা মাতার নিন্দা

---

* তুষারপতনাচ্চৈব মৃদুত্বাদ্ভাস্করস্য চ।
শৈত্যাদগাগ্রস্থমপি প্রায়েণ রসবজ্জলম্॥
জরাঝর্ঝরিতৈঃ পত্রৈঃ শীর্ণকেসরকর্ণিকৈঃ।
নালশেষা হিমধ্বস্তা ন ভান্তি কমলাকরাঃ॥ (১৬।২৫-২৬)

† রামায়ণ-ভূষণ।

করিও না,* ইক্ষ্বাকুনাথ ভরতের বিষয়ে যাহা বলিতেছিলে তাহাই বল। আমি বনবাসে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেও ভরতের প্রতি স্নেহবশে আমার মন আবার যারপরনাই ব্যথিত ও চঞ্চল হইতেছে। লক্ষ্মণ, আবার কবে আমি ও তুমি মহাত্মা ভরত ও বীর শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইব!

এইরূপ বিলাপ করিয়া রাম গোদাবরীতে গিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত স্নান করিলেন। পরে সকলে পিতৃগণ ও দেবতাদের তর্পণ করিয়া সূর্য ও অন্যান্য দেবগণের স্তব করিতে লাগিলেন। (১৬ সর্গ)

৬

শূর্পণখা (১৭-২০ সর্গ)

গোদাবরী হইতে আশ্রমে ফিরিয়া রাম প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিলেন। তারপর তিনি সীতার সহিত পর্ণশালায় বসিয়া লক্ষ্মণের সঙ্গে নানারূপ কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। তখন এক রাক্ষসী স্বেচ্ছাক্রমে সেই বনে বেড়াইতে বেড়াইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লঙ্কার রাক্ষস রাজা দশাননের ভগ্নী; তাহার নাম শূর্পণখা†। দেবতুল্য রূপবান, মহাবাহু, পদ্মপত্রের ন্যায়

* কিন্তু অযোধ্যাকাণ্ড ৯২ সর্গে ভরত ভরদ্বাজকে বলিতেছেন, '...ইয়ং সুমিত্রা দুঃখার্তা দেবী রাজ্ঞশ্চ মধ্যমা।'—অর্থাৎ সুমিত্রা দশরথের মধ্যমা মহিষী। এই কথাই ঠিক।

এখন রাম লক্ষ্মণকে কৈকেয়ীর নিন্দা করিতে নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু গঙ্গা পার হইয়া বনবাসের প্রথম রাত্রে রাম স্বয়ং কৈকেয়ীর নিন্দা করিয়াছিলেন (অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৩ সর্গ)। অবস্থাভেদে দুই-ই স্বাভাবিক।

† শূর্পের (কুলার) মত নখ যাহার, সে শূর্পণখ। স্ত্রীলিঙ্গে শূর্পণখা।

আয়তলোচন, জটামণ্ডলধারী, সুকুমার, মহাবল, রাজলক্ষণান্বিত ও কন্দর্পকান্তি রামকে দেখিয়া সেই রাক্ষসী কামমোহিত হইল। রাম সুমুখ সে দুর্মুখী, রাম ক্ষীণকটি সে মহোদরী, রাম বিশাললোচন সে বিরূপাক্ষী, রাম সুকেশ (কৃষ্ণকেশ) সে তাম্রকেশী, রাম সুরূপ সে বিরূপা, রাম সুস্বর (সুকণ্ঠ) সে ঘোরস্বরা, রাম তরুণ সে অতিবৃদ্ধা, রাম সুভাষী সে দুষ্টভাষিণী, রাম সুশীল সে অতি-দুর্বৃত্তা, রাম প্রিয়দর্শন সে অপ্রিয়দর্শনা। কামে বিমোহিতা ঐ রাক্ষসী রামকে বলিল, তুমি জটাজূটধারী তপস্বীর বেশে ধনুর্বাণ হস্তে সস্ত্রীক এই রাক্ষসসেবিত দেশে কেন আসিয়াছ, সত্য করিয়া বল।

তখন সরলস্বভাব রাম অকপটে বলিলেন,—দেবতুল্য বিক্রম-শালী দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র। আমার নাম রাম। ইনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার নাম লক্ষ্মণ। ইনি আমার খুব অনুগত। আর ইনি আমার ভার্যা—বিদেহরাজতনয়া সীতা। আমি পিতামাতার আদেশে ধর্মপালনের জন্য এই বনে বাস করিতে আসিয়াছি। তুমি কে? কাহার কন্যা? কাহার বংশেই বা জন্মিয়াছ? আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। তোমাকে রাক্ষসী বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি এখানে আসিয়াছ কেন, ঠিক করিয়া বল।

সেই কামাতুরা রাক্ষসী বলিল,—রাম, শোন, সকল কথাই বলিতেছি। আমি কামরূপিণী রাক্ষসী। আমার নাম শূর্পণখা। আমি সকল প্রাণীকে ত্রাসিত করিয়া একাকিনী এই বনে বিচরণ করিয়া থাকি। তুমি রাবণের নাম শুনিয়াছ বোধ হয়, তিনি আমার ভাই। আর সদা নিদ্রাসক্ত মহাবল কুম্ভকর্ণ, অরাক্ষস-স্বভাব

ধর্মাত্মা বিভীষণ এবং যুদ্ধে প্রখ্যাতবীর্য খর ও দূষণ*—ইঁহারাও আমার ভাই। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম, আমি তোমার প্রথম দর্শনেই প্রেমের বশবর্তী হইয়া, ভ্রাতাদের মত না লইয়াই তোমাকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আমি অতিশয় শক্তিশালিনী; আমি ইচ্ছামত অপ্রতিহত বলে সর্বত্র যাইতে পারি; তুমি চিরদিনের জন্য আমার ভর্তা হও। তুমি সীতাকে লইয়া কি করিবে? সীতা কদাকারা ও কুরূপা—সুতরাং সে তোমার যোগ্যা নয়। আমিই তোমার যোগ্যা, তুমি আমাকেই ভার্যারূপে গ্রহণ কর। আমি এই মানুষী কুরূপা অতি সূক্ষ্মাঙ্গী† বিকটদর্শনা অতিনিম্নোদরী সীতাকে ও তোমার ভাইকে খাইয়া ফেলিব। তখন তুমি নানা পর্বতশৃঙ্গ ও বন দেখিয়া এবং আমার সহিত বিহার করিয়া দণ্ডকে বিচরণ করিতে পারিবে। (১৭ সর্গ)

রাম মৃদু হাসিয়া সুমিষ্ট ভাষায় বলিলেন,—ভদ্রে, আমি বিবাহিত। এই আমার প্রেয়সী পত্নী আমার পাশেই রহিয়াছেন। তোমার মত স্ত্রীলোকের পক্ষে সপত্নীর সহিত বাস করা খুব কষ্টকর হইবে। আমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সচ্চরিত্র প্রিয়দর্শন শ্রীমান তরুণ বীর্যবান অবিবাহিত ও দাম্পত্যসুখানভিজ্ঞ। ইনি বিবাহ করিতেও ইচ্ছুক আছেন এবং রূপেও তোমারই মত। সুতরাং ইনিই তোমার উপযুক্ত স্বামী হইবেন। বিশালাক্ষী, সূর্যের কিরণ যেমন সুমেরুকে ভজনা করে, সপত্নীশূন্য হইয়া তুমিও তেমন আমার এই ভ্রাতাকে স্বামিরূপে ভজনা কর।

---

* খর ও দূষণ রাবণের মাসতুত ভাই।

† অসতীং (মূল)—সূক্ষ্মাঙ্গীত্বেন অবিদ্যমানামিব (রামায়ণ-শিরোমণি) সূক্ষ্মাঙ্গী বলিয়া যেন একেবারে অবিদ্যমানা বা অস্তিত্বশূন্যা।

শূর্পণখা তখনই রামকে ছাড়িয়া লক্ষ্মণকে বলিল,—আমি পরমা সুন্দরী এবং তুমি রূপে আমারই যোগ্য, অতএব তুমি আমাকে ভার্যারূপে গ্রহণ কর। তাহা হইলে তুমি আমার সহিত সুখে দণ্ডকারণ্যের সর্বত্র বেড়াইতে পারিবে।

ইহা শুনিয়া বাক্যবিশারদ লক্ষ্মণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—কমলবর্ণা, আমি রামের দাস। তুমি দাসের পত্নী দাসী হইতে চাহিতেছ কেন? তুমি আর্য রামের কনিষ্ঠা ভার্যা হও। রাম এই কুরূপা ও বৃদ্ধা ভার্যাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই ভজিবেন। সুন্দরী, কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি এই প্রকার শ্রেষ্ঠ রূপ ছাড়িয়া মানবীর সহিত প্রেম করিয়া (মানবীকে ভালবাসিয়া) থাকে?

পরিহাস-অনভিজ্ঞা কামমোহিতা শূর্পণখা লক্ষ্মণের কথা সত্য মনে করিয়া রামকে বলিল,—তুমি তোমার এই কুৎসিতা ও বৃদ্ধা স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইয়া আমার সমাদর করিতেছ না—দেখ, আমি এখনই এই মানুষীকে খাইয়া ফেলিব এবং সপত্নীশূন্যা হইয়া তোমার সহিত পরমসুখে ভ্রমণ করিব। এই বলিয়া সে মহা উল্কার রোহিণীর দিকে গমনের ন্যায় যারপরনাই ক্রোধে সীতার দিকে ছুটিল।

তখন রাম হুংকারে শূর্পণখাকে নিবারণ করিয়া* রোষভরে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সুমিত্রানন্দন, ক্রূরপ্রকৃতি অনার্যদিগের সহিত কখনও পরিহাস করিতে নাই ; দেখ, বৈদেহী যেন ভয়ে কোনরূপে জীবিত রহিয়াছেন মাত্র। তুমি এই প্রমত্তা রাক্ষসীকে বিরূপ করিয়া দাও। অমনি লক্ষ্মণ খড়্গ দিয়া শূর্পণখার নাককান কাটিয়া ফেলিলেন। সে বিকৃতস্বরে ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে রক্তাক্ত দেহে মহাবনে প্রবেশ করিল। (১৮ সর্গ)

---

* রামায়ণভূষণ

পরে শূর্পণখা জনস্থানে* রাক্ষসগণে পরিবৃত ভ্রাতা খরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গগন হইতে অশনি-পতনের ন্যায় ভূতলে পড়িল। তাহাকে বিরূপ ও রক্তাক্ত দেখিয়া, খর রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন,—তুমি উঠ এবং মোহ ও চিত্তের অস্থিরতা দূর করিয়া বল, কে তোমাকে এমন বিরূপ করিল? যে বিষধর কৃষ্ণ-সর্প শুইয়া ছিল, কে তাহার প্রভাব না বুঝিয়া, ক্রীড়াচ্ছলে বিনাদোষে অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা তাহার গাত্রে খোঁচা মারিয়া তাহাকে ব্যথিত করিল? আজ যে তোমার এরূপ দুর্দশা করিয়াছে, সে তীব্র বিষপান এবং নিজের কণ্ঠদেশে কালপাশ বন্ধন করিয়াছে কিন্তু মোহবশে তাহা বুঝিতে পরিতেছে না। তুমি বলবিক্রমসম্পন্না, কামগামিনী (যথেচ্ছ গতিশীলা), কামরূপিণী ও যমতুল্যা—কে তোমার এ অবস্থা করিল? দেবতা, গন্ধর্ব, ঋষি ও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে এত মহাবীর্যবান কে আছে, যে তোমাকে এমন বিরূপ করিল? মেদিনী যুদ্ধে আমার বাণে ছিন্নবক্ষ ও নিহত কাহার সফেন রুধির পানের ইচ্ছা করিতেছেন? যুদ্ধে আমার হস্তে নিহত কাহার দেহ হইতে পক্ষিকুল দলবদ্ধ হইয়া সানন্দে মাংস ভক্ষণ করিবে? আমি যাহাকে আক্রমণ করিব, সেই হতভাগ্যকে দেবতা গন্ধর্ব পিশাচ বা রাক্ষস কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। ভগিনী, তুমি ধীরে ধীরে সংজ্ঞালাভ করিয়া বল, বনমধ্যে কোন্ দুর্বিনীত বিক্রম প্রকাশে তোমাকে নির্যাতিত করিয়াছে?

শূর্পণখা খরকে সকল বিষয় জানাইয়া বলিল, আমি রাম-লক্ষ্মণ-

* পঞ্চবটীর অদূরে—দণ্ডকারণ্যের একাংশ। ইহা গোদাবরী হইতে কৃষ্ণা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সীতার সফেন রক্ত পান করিতে চাই—তোমাকে আমার এই সাধ মিটাইতে হইবে।

খর তখনই যমতুল্য চৌদ্দজন মহাবল রাক্ষসকে ডাকিয়া বলিলেন,—দেখ, চীর-কৃষ্ণাজিনধারী দুইজন মানুষ এক রমণীর সহিত এই ঘোর দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছে। তোমরা তাহাদিগকে ও সেই দুর্বৃত্তা নারীকে বধ করিয়া আইস; আমার ভগিনী তাহাদের রক্ত পান করিবেন। আদেশ পাইয়াই রাক্ষসেরা শূর্পণখার সহিত বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় মহাবেগে ছুটিয়া চলিল। (১৯ সর্গ)

শূর্পণখা রামের আশ্রমে যাইয়া রাক্ষসদের রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে দেখাইয়া দিল।

রাম দূর হইতে শূর্পণখা ও রাক্ষসদিগকে দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সৌমিত্রি, তুমি কিছুক্ষণ সীতার কাছে থাক, আমি রাক্ষসগুলিকে বধ করিয়া আসি। এই বলিয়া তিনি স্বর্ণভূষিত মহাধনুতে গুণসংযোগ করিয়া রাক্ষসদিগের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—আমরা এই নিবিড় বনে আসিয়া ফলমূলাহারে সংযত জীবন যাপন ও ধর্মাচরণ করিতেছি। তোরা আমাদের হিংসা করিতে আসিয়াছিস্ কেন? তোরা পাপাত্মা ও ঋষিদের অহিত-কারী; আমি তাঁহাদের নির্দেশানুযায়ী তোদের বধ করিবার জন্য ধনুহস্তে এই বনে আসিয়াছি। যদি তোদের জীবনধারণের প্রয়োজন থাকে, তবে তোরা ফিরিয়া যা।

ইহা শুনিয়া সেই রাক্ষসেরা যারপরনাই ক্রুদ্ধ ও সংরক্তনয়ন হইয়া রামকে বলিল,—তুই আমাদের প্রভু সুমহাত্মা খরের ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছিস্, তুই এখনই আমাদের সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারাইবি। এই বলিয়া তাহারা রামের দিকে চৌদ্দটি শূল ছুঁড়িল।

রাম স্বর্ণভূষিত চৌদ্দটি বাণে সেই শূলগুলি কাটিয়া, রাক্ষসদিগকে লক্ষ্য করিয়া শিলাশাণিত চৌদ্দটি নারাচ (লৌহশর) নিক্ষেপ করিলেন। নারাচগুলি রাক্ষসদের বক্ষ ভেদ করিয়া, রুধিরাক্ত হইয়া মাটিতে পড়িল। রাক্ষসেরাও প্রাণ হারাইয়া রক্তাপ্লুত দেহে ভূতলে পতিত হইল। তাহাদিগকে এইরূপে নিহত হইতে দেখিয়া, শূর্পণখা আবার খরের কাছে গিয়া, মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন তাহার ক্ষতের রক্ত কিঞ্চিৎ শুষ্ক হওয়ায় তাহাকে নির্যাসসমন্বিতা লতার মত দেখাইতে থাকিল। পরে সে রাক্ষসদের বধের কথা সমস্ত খরকে বলিল। (২০ সর্গ)

৭

খর-দূষণ-ত্রিশিরা বধ (২১-৩০ সর্গ)

খর শূর্পণখাকে বলিলেন,—তোমার সঙ্গে তো মহাবলশালী রাক্ষসদের পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা আমার আদেশ পালন করিবে না বা কাহারও দ্বারা নিহত হইবে ইহা কখনই সম্ভব নয়, তবে আবার মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছ কেন? উঠ, কি হইয়াছে বল।

শূর্পণখা বলিল,—তুমি যে রাক্ষসদিগকে পাঠাইয়াছিলে, রাম তাহাদের মারিয়া ফেলিয়াছে। আমি মহাভীত হইয়া চারিদিকে বিভীষিকা দেখিতেছি। তাই আমি আবার তোমার কাছে আসিয়াছি। বোধ হয়, তুমি তোমার সকল সৈন্য লইয়া গেলেও যুদ্ধে রামের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না। মূঢ়, তুমি বীরত্বাভিমানী, কিন্তু যথার্থ বীর নও, তুমি রাক্ষসকুলের কলঙ্ক; তুমি তোমার

বান্ধবদের লইয়া তাড়াতাড়ি এই জনস্থান হইতে পলাও—অথবা রাম-লক্ষ্মণকে যুদ্ধে নিহত কর। তুমি তাহাদের বধ করিতে না পারিলে কিরূপে এখানে বাস করিবে? তুমি রামের তেজে অভিভূত হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে, কারণ রাম যারপরনাই তেজস্বী এবং তাহার ভ্রাতাও মহাবীর্যবান—সেই আমাকে বিরূপ করিয়াছে। এই বলিয়া শূর্পণখা রোদন করিতে লাগিল। (২১ সর্গ)

খর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—ভগিনী, তুমি ব্যাকুল হইও না, আর কাঁদিও না। আমি রাম ও তাহার ভাইকে যমালয়ে পাঠাইব। তুমি তাহাদের উষ্ণ রক্ত পান করিতে পারিবে।

খর তাঁহার ভাই ও সেনাপতি দূষণকে লইয়া, রথে চড়িয়া তখনই যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মুদ্গর, পট্টিশ, পরশু, খড়্গ, চক্র, তোমর, শক্তি, পরিঘ*, সুবৃহৎ ধনু, গদা, অসি, মুষল ইত্যাদি অস্ত্র লইয়া চৌদ্দ হাজার ভীষণাকৃতি রাক্ষস ভেরীধ্বনি ও মহাগর্ব করিতে করিতে মহাবেগে খর-দূষণের সহিত জনস্থান হইতে বাহির হইল। (২২ সর্গ)

তখন গর্দভের ন্যায় ধূসরবর্ণ মেঘসকল সেই রাক্ষসসৈন্যের উপর অশুভসূচক রক্তবারি† বর্ষণ করিতে লাগিল। খরের রথের

* পট্টিশ—দীর্ঘ দ্বিমুখ তরবারি-বিশেষ। তোমর—রায়বাঁশ, দীর্ঘ বর্শা বিশেষ।

শক্তি—প্রাচীন কালের শক্তিশালী একরূপ ক্ষেপণাস্ত্র, সাবল বর্শা ইত্যাদি ধরণের।

পরিঘ—মুদ্গর জাতীয় প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র।

† শোণিতোদকম্ (মূল) শোণিতের সহিত জল (রা-তিলক); রক্তবর্ণ বা শোণিতের ন্যায় জল (রা-শিরোমণি); রক্তবর্ণ জল (রা-ভূষণ)।

অশ্বগুলি পুষ্পাকীর্ণ সমতল রাজপথেও বিনাকারণে পড়িয়া যাইতে লাগিল। সূর্যের চারিদিকে অঙ্গারচক্রাকার লোহিতপ্রান্ত একটি মণ্ডল দৃষ্টিগোচর হইল। তারপর অতি ভীষণ ও মহাকায় এক গৃধ্র আসিয়া খরের হেমদণ্ড উন্নত ধ্বজের উপর বসিল। জনস্থানের প্রান্তে মাংসাশী পশুপক্ষীরা বিকৃতস্বরে নানারূপ শব্দ করিতে লাগিল। শৃগালেরা উচ্চ-স্বরে রাক্ষসদিগের অশুভজ্ঞাপক ভীষণ শব্দ করিতে থাকিল। মদমত্তগজাকৃতি রক্তবর্ণজলবাহী ভয়ঙ্কর মেঘসকলে আকাশ আচ্ছন্ন হইল। সে-স্থান এরূপ ঘোর অন্ধকারে ঢাকিল যে, দিক্-বিদিক্ আর সুস্পষ্ট দেখা গেল না। অকালে রক্তসন্ধ্যা উপস্থিত হইল। হিংস্র পশুপক্ষীরা খরের অভিমুখে গর্জন করিতে লাগিল। কঙ্ক (হাড়গেলা) শৃগাল ও গৃধ্রেরা খরের ভীতিব্যঞ্জক চীৎকার আরম্ভ করিল, যুদ্ধে নিত্য অমঙ্গলজ্ঞাপক শৃগালেরা মুখ হইতে বহ্নিশিখা উদ্গীরণ করিতে করিতে ভীতি-সূচনা করিয়া খরের সৈন্যগণের অভিমুখে ডাকিতে লাগিল। সূর্যের নিকট পরিঘাকার ধূমকেতু দেখা গেল। রাহু অকালে সূর্যকে গ্রাস করিল। বায়ু প্রবল বেগে বহিতে থাকিল। সূর্য নিষ্প্রভ হইল। রাত্রি বিনাই তারাগুলি খদ্যোতের ন্যায়* কিরণ দিতে লাগিল। ঘোররবে উল্কাপাত এবং পৃথিবী কম্পিত† হইতে লাগিল। খরের বামবাহু স্পন্দিত, কণ্ঠস্বর অবসন্ন, চক্ষু সজল ও ললাট ব্যথিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি মোহবশে ফিরিলেন না।

দূর হইতে রাক্ষসদিগের কোলাহল শুনিয়া রাম লক্ষ্মণকে

* নিস্তেজস্ক ও চঞ্চল বলিয়া খদ্যোতের (জোনাকির) মত। (রা-তিলক)

† অর্থাৎ ভূমিকম্প।

বলিলেন,—বৎস, তুমি সত্বর ধনুর্বাণ লইয়া সীতার সহিত দুর্গম গিরিগুহায় আশ্রয় লও এবং তাহাকে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা কর। তুমি যে এই রাক্ষসদিগকে বধ করিতে পার, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমার ইচ্ছা যে, আমি নিজেই ইহাদিগকে বধ করি।

সীতার সহিত লক্ষ্মণ এক পর্বতের গুহায় আশ্রয় লইলেন। রাম বর্ম পরিয়া এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রাক্ষসদিগের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা শীঘ্রই সেখানে আসিয়া রামের উপর বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন তিনি সেই ভীষণদর্শন রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া প্রদোষকালে ভূতগণে বেষ্টিত মহাদেবের ন্যায় শোভিত হইলেন। পরে সমুদ্র যেমন নদীপ্রবাহ রোধ করে, সেইরূপ তিনি বাণবরিষণে রাক্ষসদের অস্ত্র নিবারণ করিতে লাগিলেন। বজ্রের আঘাতে মহাপর্বত যেমন বিচলিত হয় না, তেমনি উহাদের অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও রাম ব্যথিত হইলেন না। সর্বাঙ্গে শরবিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইয়া তিনি সন্ধ্যাকালীন রক্তবর্ণ মেঘে আবৃত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি অবিরত বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন। তাহার সম্মুখে রাক্ষসেরা তিষ্ঠিতে পারিল না। বহু সৈন্য রথ সারথি হস্তী ও অশ্ব বিনষ্ট হইল। অবশিষ্ট রাক্ষসেরা পলায়ন করিয়া খরের নিকট আশ্রয় লইতে গেল। দূষণ তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া, ফিরাইয়া আনিয়া প্রচণ্ড-তেজে রামের দিকে ছুটিলেন। রাম অটলভাবে দাঁড়াইয়া তাহাদের সহিত দারুণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে ভীষণ সিংহনাদ করিয়া তিনি ধনুকে জ্যোতির্ময় গান্ধর্বাস্ত্র জুড়িলেন। সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র শর নির্গত হইয়া রাক্ষসদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল।

তখন দূষণের আদেশে আরও পাঁচ হাজার দুর্দান্ত রাক্ষসসেনা ছুটিয়া আসিয়া রামের দিকে নানারূপ অস্ত্র ছুঁড়িতে লাগিল। রাম নিরন্তর শরবর্ষণে তাহাদের প্রতিহত করিলেন। পরে তিনি সুতীক্ষ্ণ বাণে দূষণের ধনু, রথের চারি অশ্ব ও সারথির মুণ্ড কাটিয়া ফেলিয়া তাঁহার বুকে তিনটি বাণ মারিলেন। ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া, দূষণ একটা পরিঘ লইয়া রামের দিকে ছুটিলেন। রাম তখনই দূষণের দুই বাহু কাটিয়া ফেলিলেন। দূষণ অসহ্য যন্ত্রণায় ভূতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অমনি মহাকপাল স্থূলাক্ষ ও প্রমাথী নামে তিনজন মহাবল সেনাপতি সেনার অগ্রবর্তী হইয়া রামকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু রামের অস্ত্রে তাঁহারাও নিহত হইলেন। তখন রাম দূষণের সেই পাঁচ হাজার সৈন্যকেও বিনাশ করিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া খর আরও বারো জন সেনাপতিকে বহু সৈন্যসহ পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারাও সসৈন্যে রামের হস্তে বিনষ্ট হইলেন। রাম একক যুদ্ধ করিয়া খরের চৌদ্দ হাজার রাক্ষস-সেনা সমূলে ধ্বংস করিলেন। বাকী থাকিলেন কেবল খর আর তাঁহার এক সেনাপতি—ত্রিশিরা।

খর রামের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিয়াছেন দেখিয়া ত্রিশিরা তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, আপনি থাকুন, আমি যাইতেছি। আমি অস্ত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, রামকে বধ করিব। যদি আমি তাহা না পারি, তবে আপনি রামের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবেন।—খর রাজী হইলেন, ত্রিশিরা রথে চড়িয়া যুদ্ধে আসিলেন। কিন্তু তিনিও শীঘ্রই রামের হাতে প্রাণ হারাইলেন।

তখন খর নিজে রামের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রথে চড়িয়া

ছুটিয়া আসিলেন। তিনি ভীম-পরাক্রমে রামকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার হাতের ধনু ও দেহের বর্ম কাটিয়া ফেলিলেন। খরের শরাঘাতে রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তখনই অগস্ত্য-মুনির প্রদত্ত দিব্য ধনু লইয়া খরের রথের ধ্বজা ছেদন করিলেন। খর রামের বুকে চারটি বাণ মারিলেন। তখন রাম নারাচে খরের ধনুর্বাণ রথ অশ্ব ও সারথি ছিন্ন করিয়া খরকেও বাণে বিদ্ধ করিলেন। খর গদাহস্তে লাফ দিয়া ভূতলে পড়িলেন এবং রামের উপর গদাটি খুব জোরে ছুঁড়িয়া মারিলেন। রাম সে গদা বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

তখন খর দারুণ ক্রোধে একটি শালগাছ লইয়া রামের দিকে ধাবিত হইলেন। রাম সেই শালগাছটিও কাটিয়া ফেলিলেন এবং তীক্ষ্ণ শরে খরের বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। খর ভূতলে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন।

যুদ্ধ শেষ হইলে সীতা লক্ষ্মণের সহিত পর্বত-গহ্বর হইতে বহির্গত হইলেন এবং রামের নিকট আসিয়া সানন্দে বার বার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। (৩০ সর্গ)

৮

অকম্পন ও শূর্পণখার রাবণকে সংবাদ প্রদান (৩১-৩৪ সর্গ)

অকম্পন নামে একজন রাক্ষস কোনরূপে রক্ষা পাইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি লঙ্কায় যাইয়া রাবণকে সকল সংবাদ জানাইল। শুনিয়া রাবণ যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইলেন। তখনই তিনি রাম-লক্ষ্মণকে বধ করিবার জন্য জনস্থানে যাইতে চাহিলেন। অকম্পন বলিল,—

মহারাজ, আপনার বা দেবাসুর কাহারও এমন সাধ্য নাই যে, রামকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহাকে বধের এক উপায় আছে। রামের সঙ্গে তাহার স্ত্রী সীতা বনে আসিয়াছে। সীতা পরমা সুন্দরী। দেবী অপ্সরা গন্ধর্বী—কেহই রূপে সীতার তুল্য নয়। রাম সীতাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসে। আপনি যদি সীতাকে অপহরণ করিয়া আনিতে পারেন, তবে তাহার বিরহে রাম নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে। আর লক্ষ্মণ রামের এত অনুগত যে, রাম মরিলে সেও বাঁচিয়া থাকিবে না। রাবণ উত্তর করিলেন,—বেশ, তাহাই হইবে; আমি কালই সীতাকে লঙ্কায় লইয়া আসিব।

এই বলিয়া রাবণ তাঁহার খরযোজিত* অত্যুজ্জ্বল রথে চড়িয়া সাগরের তীরে আসিলেন। পরে সাগর পার হইয়া তিনি মায়াবী রাক্ষস মারীচের আশ্রমে গেলেন। মারীচ রাবণকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—রাক্ষসরাজ, সব মঙ্গল তো? আপনাকে হঠাৎ এখানে আসিতে দেখিয়া আমার বড় আশঙ্কা হইতেছে। রাবণ বলিলেন,—মারীচ, রাম জনস্থানের সকল রাক্ষস বধ করিয়াছে। আমি তাহার ভার্যা সীতাকে অপহরণ করিতে চাই। তুমি আমাকে সাহায্য কর। মারীচ বলিল,—মহারাজ, যে আপনাকে সীতাহরণের কথা বলিয়াছে, সে আপনার মহাশত্রু। আপনার সুপ্ত পুরুষসিংহ রামকে জাগরিত করা উচিত নয়। তাহাতে আপনি বিষম বিপদে পড়িবেন। আপনি প্রসন্নমনে লঙ্কায় ফিরিয়া যান এবং আপন পত্নীতেই সন্তুষ্ট থাকুন, আর রামও তাঁহার ভার্যার সহিত সানন্দে বনে বাস করুন।—মারীচের কথায় রাবণ লঙ্কায় ফিরিয়া গেলেন। (৩১ সর্গ)

* খর—অশ্বতর, খচ্চর, গর্দভ।

এদিকে খর দূষণ ত্রিশিরা ও ভীমকর্মা চৌদ্দ হাজার রাক্ষসের নিধনে পরম উদ্বিগ্ন হইয়া শূর্পণখা পুনরায় ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে লঙ্কায় উপস্থিত হইল।

রাবণ তখন সপ্ততল প্রাসাদের উপরিভাগে* অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দেব ও গন্ধর্বাদির অজেয় এবং মুখব্যাদানকারী কৃতান্তের ন্যায় ভীষণ। তাঁহার দশ মস্তক, বিংশ ভুজ,† বক্ষ বিশাল, দন্ত শুভ্র, আনন বৃহৎ, দেহ রাজলক্ষণাক্রান্ত ও বৈদূর্যমণিতুল্য শ্যামবর্ণ, পরিচ্ছদ দর্শনীয় (সুদৃশ্য), ভূষণ তপ্তকাঞ্চননির্মিত‡। তাঁহার সমস্ত শরীর দেবাসুরের সহিত যুদ্ধে বিষ্ণুচক্র, বজ্র ও অন্যান্য অস্ত্রাদির আঘাতের চিহ্নে চিহ্নিত। তিনি সুরগণের প্রপীড়ক, ধর্মের উচ্ছেদক, পরস্ত্রী-ধর্ষক, সকল দিব্যাস্ত্র প্রয়োগে সমর্থ ও যজ্ঞবিঘ্নকারী। তিনি নাগলোকে (পাতালে) ভোগবতী পুরীতে যাইয়া, বাসুকি ও তক্ষককে পরাজিত করিয়া তক্ষকেব প্রিয়া ভার্যাকে হরণ করিয়াছিলেন। কৈলাস পর্বতে যাইয়া নরবাহন কুবেরকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কামগামী পুষ্পক-বিমান লইয়া আসিয়াছিলেন। কুবেরের দিব্য চৈত্ররথবন, তথাকার নলিনী-সরোবর এবং ইন্দ্রের নন্দনকানন ও অন্যান্য দেবোদ্যান বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বাহু-

---

* বিমানাগ্রে (মূল)।

† কিন্তু সুন্দরকাণ্ড ২২ সর্গে রাবণের দুই চক্ষুর, দুই হস্তের ও দুই কুণ্ডলের কথা আছে। লঙ্কাকাণ্ড ৯২ সর্গে কেবল দুইটি চক্ষুর কথা আছে। এইরূপ অন্যান্য স্থানেও একটি কিরীটের, দুই চরণের ও এক মস্তকের উল্লেখ দেখা যায়।

‡ বিশুদ্ধ বা উৎকৃষ্ট স্বর্ণে তৈরী।

যুগলের দ্বারা চন্দ্রের ও সূর্যের উদয় নিবারণে সমর্থ। পূর্বে তিনি দশ হাজার বৎসর (বহু বৎসর) তপস্যা করিয়া এবং ব্রহ্মাকে নিজের মস্তকগুলি উপহার দিয়া বরলাভ করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে মানুষ ভিন্ন দেব দানব গন্ধর্ব পিশাচ পক্ষী ও সর্পাদি হইতে তাঁহার মৃত্যুর ভয় নাই। তিনি দুষ্টাচারী, ব্রহ্মঘাতী, ক্রূরকর্মা, অতি রুক্ষস্বভাব, নির্দয়, সতত সকল প্রাণীর অহিতকারী ও রোদনের কারণ এবং সকলের ভয়প্রদ। (৩২ সর্গ)

শূর্পণখা রাবণের সম্মুখে আসিয়া, তাহাকে নিজের দুর্দশা দেখাইয়া সক্রোধে বলিতে লাগিল,—রাবণ, তুমি নিরঙ্কুশ ও স্বেচ্ছাচারী এবং ভোগবিলাসে মাতিয়া রহিয়াছ, সুতরাং তুমি বুঝিতে পারিতেছ না যে, বিষম ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। যে রাজা ইন্দ্রিয়াসক্ত স্বেচ্ছাচারী ও ভোগলোলুপ, প্রজারা তাহাকে চিতাগ্নির ন্যায় অনাদর করে। যে রাজা সময় মত নিজে কার্যানুষ্ঠান করে না, তাহার কার্যনাশ ও রাজ্যনাশ হয় এবং সে নিজেও বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে রাজা চর নিযুক্ত করে না, যথাকালে প্রজা-দিগকে দেখা দেয় না ও স্ত্রী প্রভৃতির বশীভূত হয়, হস্তীরা যেমন দূর হইতে নদীর পঙ্ক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ লোকেরাও দূর হইতেই সেই রাজাকেও পরিত্যাগ করে। রাবণ, তুমি চর নিয়োগ কর না এবং তুমি চপলপ্রকৃতি, তুমি কিরূপে দেব দানব ও গন্ধর্ব-দিগের সহিত বিরোধিতা করিয়া তোমার রাজপদ বজায় রাখিবে? রাক্ষস, তুমি বালস্বভাব* বুদ্ধিহীন এবং যাহা জানা উচিত তাহাও জান না—তুমি কিরূপে রাজত্ব করিবে? যে নরপতিদের চর ধনাগার ও নীতি অন্যের অধীন, তাহারা সাধারণ লোকের তুল্য।

* অর্থাৎ বিবেকহীন (রা-ভূষণ)।

রাজারা চরের দ্বারা দূরস্থ সকল বিষয় জানেন বলিয়াই লোকে তাঁহাদিগকে দীর্ঘচক্ষু (দূরদর্শী)* বলিয়া থাকে। বোধ হয় তুমি ঠিক মত চর নিযুক্ত কর না এবং তোমার সচিবগণও অতি সাধারণ লোক—সেজন্য তোমার জনস্থানবাসী স্বজনেরা যে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। রাম একাকী-ই খর দূষণ ও চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে বধ করিয়াছে। রাবণ, তুমি দুর্বুদ্ধি ও রাজোচিত গুণহীন। তুমি দেশকাল বোঝ না এবং দোষগুণ নির্ণয়েও অপটু। সুতরাং তুমি অচিরে বিপন্ন ও রাজ্যভ্রষ্ট হইবে। (৩৩ সর্গ)

রাবণ রোষভরে শূর্পণখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাম কে? তাহার রূপ বীর্য ও পরাক্রম কেমন? কেন সে সুদুর্গম দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছে? সে যে অস্ত্রে রাক্ষসদিগকে বধ করিয়াছে, তাহা কিরূপ? আর কে-ই বা তোমাকে বিরূপ করিল?

শূর্পণখা উত্তর করিল,—রাম দশরথের পুত্র। সে দীর্ঘবাহু, আয়তলোচন, বল্কল- ও মৃগচর্ম-পরিহিত এবং কন্দর্পের ন্যায় রূপবান। সে ইন্দ্রধনুতুল্য স্বর্ণবলয়ভূষিত ধনু আকর্ষণ করিয়া উগ্রবিষ সর্পের ন্যায় জ্বলন্ত নারাচসকল নিক্ষেপ করে। সে কখন শর গ্রহণ, কখন শর মোচন এবং কখন ধনু আকর্ষণ করে, কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না; ইন্দ্র যেমন শিলাবৃষ্টিদ্বারা শস্য নাশ করেন, সেইরূপ সৈন্য বিনষ্ট হইতে দেখা যায় মাত্র। সে পদব্রজে চলিয়া একাকী তিন দণ্ডের মধ্যে চৌদ্দ হাজার রাক্ষস ও খর-দূষণকে বধ করিয়াছে। সে ঋষিদিগকে অভয় দিয়াছে এবং তাহাদের পক্ষে দণ্ডকারণ্য নিরাপদ করিয়াছে। স্ত্রীহত্যা করিলে

* দীর্ঘচক্ষুষঃ (মূল)।

পাপ স্পর্শিতে পারে এই ভয়ে কেবল আমাকেই বিরূপ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার লক্ষ্মণ নামে এক অনুরক্ত অনুগত ও মহাতেজস্বী ভাই আছে। রামের এক প্রিয় ধর্মপত্নীও তাহার সঙ্গে আছে। সে সতত স্বামীর প্রিয় ও হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে। সে বিদেহরাজের কন্যা এবং তাহার নাম সীতা। সে পরমাসুন্দরী। তাহার বদন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, নয়নযুগল আয়ত, বর্ণ তপ্তকাঞ্চনতুল্য, কেশ নাসিকা ও উরু অতি মনোহর, নখ উন্নত ও রক্তবর্ণ। সে ক্ষীণকটি ও সুনিতম্বিনী। সে যেন সেই বনের বনদেবী বা দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় সেখানে বিরাজ করিতেছে। দেবী গন্ধর্বী যক্ষী বা কিন্নরী—ভূতলে সীতার মত রূপসী কোন নারী আমি ইতিপূর্বে দেখি নাই। সীতা যাহার ভার্যা হইবে, সে সানন্দে যাহাকে আলিঙ্গন করিবে, সেই ব্যক্তি ইন্দ্রের অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী হইবে। সেই সুশীলা রমণীয়দেহা বরাননা পীনোন্নতপয়োধরা বিস্তৃতজঘনা অনুপমরূপবতী সীতা তোমারই ভার্যা হইবার যোগ্যা, আর তুমিই তাহার পতি হইবার পক্ষে সুযোগ্য। আমি তোমার জন্য তাহাকে আনিতে চেষ্টা করায় নিষ্ঠুর লক্ষ্মণ আমাকে বিরূপ করিয়াছে। সেই পূর্ণচন্দ্রনিভাননা বিদেহরাজতনয়াকে দেখিলেই তুমি মন্মথশরে বিদ্ধ হইবে। যদি তাহাকে তোমার ভার্যারূপে পাইবার ইচ্ছা হয়, তবে তুমি শীঘ্র দক্ষিণপদ বাড়াইয়া অগ্রসর হও। (৩৪ সর্গ)

৯

রাবণ ও মারীচ—মায়ামৃগ—মারীচবধ (৩৫-৪৪ সর্গ)

শূর্পণখার কথা শুনিয়া রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। মন্ত্রীদের বিদায় করিয়া তিনি গোপনে তাঁহার সারথিকে রথ প্রস্তুত করিতে বলিলেন। সে রথ কাঞ্চনময় মণিরত্নখচিত মেঘনিস্বন ও কামগামী। তাহাতে পিশাচবদন খর যোজিত। রাবণ সেই রথে চড়িয়া সমুদ্রের তীরে গেলেন। পরে সাগর পার হইয়া তিনি আবার মারীচের আশ্রমে আসিলেন। মারীচ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—রাক্ষসেশ্বর, আপনি এত শীঘ্র আবার কেন এখানে আসিলেন? আপনার ও লঙ্কার কুশল তো? (৩৫ সর্গ)

রাবণ বলিলেন,—মারীচ, আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি—এখন তুমিই আমার প্রধান ভরসা। জনস্থানে আমার ভ্রাতা খর ও দূষণ, ভগ্নী শূর্পণখা, আর ত্রিশিরা প্রভৃতি চৌদ্দ হাজার রাক্ষস বাস করিত, তাহা তুমি জান। কিছুদিন হইল রাম নামে একজন মানুষ তাহার পিতার দ্বারা রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া সস্ত্রীক জনস্থানে আসিয়া বাস করিতেছে। সে অকারণে শূর্পণখার নাক-কান কাটিয়া, পরে সেখানকার সমস্ত রাক্ষস বধ করিয়াছে। এই জন্য আমি তাহার পত্নীকে হরণ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। তুমি সে কাজে আমার সহায় হও। সেজন্যই আমি তোমার কাছে আসিয়াছি। তোমাকে যাহা করিতে হইবে, শোন। তুমি রজতবিন্দুচিত্রিত স্বর্ণমৃগ হইয়া, রামের আশ্রমে গিয়া সীতার সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইবে। সীতা নিশ্চয়ই মৃগরূপী তোমাকে দেখিয়া

পতি রাম ও দেবর লক্ষ্মণকে বলিবে,—ঐ মৃগটিকে ধর। পরে তোমাকে ধরিবার জন্য তাহারা আশ্রম ত্যাগ করিলে, আমি বিনাবাধায় সীতাকে হরণ করিব। তারপর রাম সীতার বিরহে কাতর হইলে, আমি অনায়াসে তাহাকে বধ করিতে পারিব। (৩৬ সর্গ)

রাবণের কথা শুনিয়া ভয়ে মারীচের মুখ শুকাইল। সে করজোড়ে বলিল,—রাজা, সর্বদা প্রিয়কথা বলে এরূপ লোক সহজেই মিলে, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর কথার বক্তা ও শ্রোতা দুই-ই দুর্লভ। রাম যে মহাবীর তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না। সূর্যের প্রভা যেমন কেহ হরণ করিতে পারে না, সেইরূপ রামের দ্বারা সযত্নে রক্ষিতা সীতাকে হরণ করা সহজ নয়। আপনি তাঁহাকে হরণের বাসনা পরিত্যাগ করুন, নতুবা আপনি বিনষ্ট হইবেন এবং লঙ্কাপুরী ধ্বংস হইবে। বহুদিন পূর্বে আমি একবার বালক রামের হাতে অত্যন্ত লাঞ্ছিত হইয়াছিলাম। আমি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ ভঙ্গ করিতে গেলে, রাম একটিমাত্র শরে আমাকে শতযোজন দূরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরে আর একবার আমি মৃগরূপী দুইটি রাক্ষসের সহিত দণ্ডকারণ্যে যাইয়া, ঋষিহত্যা করিয়া তাহাদের রক্তপান ও মাংসভক্ষণ করিতে-ছিলাম। এমন সময় রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে দেখিতে পাইয়া, আমি পূর্বের প্রতিশোধ লইবার জন্য তীক্ষ্ণ শৃঙ্গশালী মৃগের রূপ ধরিয়া তাঁহাদের দিকে ছুটিলাম। তখন রাম তিনটি সুতীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়িলেন। আমি রামের পরাক্রম ভালরূপই জানিতাম—সুতরাং পলাইয়া বাঁচিলাম, কিন্তু আমার সঙ্গীরা প্রাণ হারাইল। সেই হইতে আমি তপস্বী হইয়া এখানে বাস করিতেছি। কিন্তু এখনও

গাছে গাছে, বনে বনে সর্বদা ও সর্বত্র আমি কালান্তক যমতুল্য ধনুর্ধারী রামকে দেখিতে পাই। স্বপ্নেও আমি তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণের ভয়ে চারিদিকে ছুটিয়া থাকি। এমন কি, র-কারে আরম্ভ কোন নাম শুনিলেও আমার ভয় হয়। রাবণ, আপনি যাহা উচিত মনে করেন, করুন; আমি আপনার সঙ্গে যাইতে পারিব না। আমি আপনার হিতকামনায়ই ইহা বলিতেছি। আমার কথা না শুনিলে, আপনি রামের শরে সবংশে নিহত হইবেন। (৩৭-৩৯ সর্গ)

কিন্তু রাবণ মারীচের কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি মারীচকে নানারূপ কটুকথা বলিয়া বলিলেন,—মারীচ, আমার সঙ্কল্প হইতে কেহ আমাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। তুমি আমার কথামত কাজ করিলে, তোমাকে অর্ধেক রাজ্য দিব। আর যদি তাহা না কর, তবে এখনই তোমাকে বধ করিব। (৪০ সর্গ)

তখন মারীচ অগত্যা রাবণের কথায় রাজী হইল। রাবণ মারীচকে নিজের আকাশগামী পুষ্পক রথে তুলিয়া লইয়া পঞ্চবটীর দিকে চলিলেন।

পঞ্চবটীতে আসিয়া রাবণ মারীচকে রামের কদলীবৃক্ষবেষ্টিত আশ্রম দেখাইয়া দিলেন। মারীচ বিচিত্র স্বর্ণমৃগের রূপ ধরিয়া সেদিকে চলিল। তাহার শৃঙ্গের অগ্রভাগ উৎকৃষ্ট মণির ন্যায়, মুখমণ্ডল কোথাও শ্বেত কোথাও কৃষ্ণবর্ণ, মুখ রক্তকমল ও নীলোৎপলের তুল্য, কান ইন্দ্রনীলমণি ও নীলপদ্ম সদৃশ, গ্রীবা কিছু উন্নত, উদর ইন্দ্রনীলবর্ণ, পার্শ্ব মহুয়াফুলের বর্ণ ও পদ্মপরাগের মত কোমল, ক্ষুর বৈদূর্যমণির তুল্য, জঙ্ঘা সরু ও সুসংহত (সুদৃঢ়),

পুচ্ছ ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিচিত্রবর্ণ ও উর্দ্ধোত্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। সেই স্নিগ্ধ মনোহর বর্ণ পরমসুন্দর মৃগের অপূর্ব রূপে সেই রমণীয় বন ও রামের আশ্রম যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সীতাকে প্রলোভিত করিবার জন্য সে কচি ঘাস ও বৃক্ষের নবপল্লব খাইতে খাইতে কদলীবন হইতে কর্ণিকার বনে যাইয়া রামের আশ্রমের নিকটে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে থাকিল। সে কখন ক্ষণকালের জন্য একদিকে যাইয়া আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসে, কখন রামের আশ্রমের দ্বারে আসিয়া খেলা করে, কখন স্থির হইয়া বসে, কখন কোন মৃগযূথের পিছনে পিছনে যাইয়া অপর একদল মৃগের সহিত ফিরিয়া আসে, কখন সীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণ করে। অন্যান্য মৃগেরা তাহার কাছে আসিয়া, গা শুঁকিয়াই দশদিকে ছুটিয়া পালায়। মারীচ মৃগবধে অনুরক্ত হইলেও তাহার রাক্ষসভাব গোপন রাখিবার জন্য ঐ সকল মৃগের সংস্পর্শে আসিয়াও তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল না।

সীতা কুসুম চয়ন করিতে করিতে বৃক্ষতলে বিচরণ করিতে-ছিলেন, এমন সময় তিনি আশ্রমপ্রান্তে সেই বিচিত্র ও সুন্দর স্বর্ণমৃগ দেখিতে পাইলেন। তিনি বিস্মিত ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, রাম-লক্ষ্মণকে ডাকিয়া সেই মৃগটি দেখাইলেন। লক্ষ্মণ তাহার চালচলন লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—আমার মনে হয়, উহা প্রকৃত হরিণ নয়, মায়াবী মারীচ-রাক্ষস হরিণের রূপ ধরিয়া আসিয়াছে। যে রাজারা এখানে মৃগয়া করিতে আসেন, পাপাত্মা মারীচ তাঁহাদের বধ করে। বাস্তব হরিণ এমন বিচিত্র হইতে পারে না ; এ নিশ্চয় মায়া।

কিন্তু সীতা সেই স্বর্ণমৃগ দেখিয়া জ্ঞানহারা হইয়াছিলেন। তিনি রামকে বলিলেন,—আর্যপুত্র, ঐ অতিসুন্দর মৃগটি আমার মন হরণ করিয়াছে। মহাবাহু, তুমি উহাকে আন, আমরা উহাকে লইয়া খেলা করিব। আমাদের এই আশ্রমে নানারূপ সুন্দর সুন্দর মৃগ চমর সৃমর ভল্লুক বানর ও কিন্নর বিচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের কেহই বিচিত্র গতিভঙ্গিতে শান্তভাবে ও দেহকান্তিতে ঐ হরিণটির মত নয়। আহা, উহার কি রূপ, কি শ্রী, কি মধুর কণ্ঠস্বর! তুমি উহাকে জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পারিলে বড় চমৎকার হইবে, উহা নানারূপে আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিবে। বনবাসের পরে আমরা উহাকে রাজধানীতে লইয়া যাইব। তখন উহা অন্তঃপুরের শোভাস্বরূপ হইবে এবং ভরতের, তোমার, শাশুড়ীদের ও আমার বিস্ময় উৎপাদন করিতে থাকিবে। আর যদি উহাকে জীবন্ত ধরিতে না পার, তবু উহার দ্বারা একখানা সুন্দর অজিন হইবে এবং তাহা কুশাসনের উপর পাতিয়া আমরা বসিতে পারিব। স্ত্রীলোকের পক্ষে নিজের সখ মিটাইবার জন্য স্বামীকে এইরূপ কাজ করিতে বলা অশোভন, কিন্তু ঐ হরিণটিকে দেখিয়া আমি বিমোহিত হইয়াছি।

রামও মৃগটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন,—এই হরিণটিকে পাইবার জন্য সীতার খুব ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি এই মৃগরত্নের উৎকৃষ্ট কাঞ্চনচর্মে আমার সহিত বসিতে চান। অন্য কোন মৃগ ছাগ বা মেষের চর্ম বোধ হয় এত কোমল হইবে না। উহা যদি সত্যই মৃগ হয়, তবে সীতার জন্য উহাকে ধরিতে বা বধ করিয়া চর্ম সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আর যদি মায়াবী মারীচই মৃগরূপ ধরিয়া আসিয়া থাকে, তবে

ইহাকে বধ করাই আমার কর্তব্য। আমি শীঘ্রই এই মৃগকে বধ করিয়া ইহার চর্ম লইয়া ফিরিয়া আসিব, তুমি খুব সাবধানে সীতার সহিত আশ্রমে থাক। মহাবল বুদ্ধিমান জটায়ু তোমার সহায় আছেন, তুমি নিরন্তর সকল দিক লক্ষ্য করিয়া সাবধানে সীতাকে রক্ষা কর। (৪১-৪৩ সর্গ)

রাম খড়্গ ও ধনুর্বাণ লইয়া আশ্রম হইতে বাহির হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মৃগ দ্রুত পলাইতে আরম্ভ করিল, রামও তাহার অনুসরণ করিলেন এবং ক্রমে আশ্রম হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িলেন। পরে শ্রান্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া মৃগটিকে বধ করিবার জন্য শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মৃগ তালবৃক্ষপ্রমাণ এক লম্ফ দিয়া আর্তনাদ করিয়া ভূতলে পড়িল। তারপর সে নিজের রূপ ধরিয়া রামের কণ্ঠের অনুকরণে 'হা সীতা! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। রাম মারীচের রুধিরাক্ত ও ভূলুণ্ঠিত দেহ দেখিয়া বুঝিলেন যে, লক্ষ্মণের কথাই সত্য হইল। তখন মারীচের 'হা সীতা! হা লক্ষ্মণ!' রব শুনিয়া সীতা কি করিবেন এবং লক্ষ্মণই বা কি অবস্থায় পড়িবেন, তাহা ভাবিয়া রামের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।* পরে অন্য মৃগ বধ করিয়া, তাহার মাংস লইয়া রাম তাড়াতাড়ি আশ্রমের দিকে চলিলেন। (৪৪ সর্গ)

---

* হৃষ্টতনূরুহঃ (মূল)—রোমাঞ্চিততনুঃ। (রামায়ণতিলক)

১০

সীতার মতিচ্ছন্নতা ও লক্ষ্মণের প্রতি কটূক্তি—লক্ষ্মণের রামের উদ্দেশে গমন (৪৫ সর্গ)

মারীচের কাতরধ্বনি শুনিয়া সীতা রাম বিপদে পড়িয়াছেন আশঙ্কায় লক্ষ্মণকে সত্বর রামের নিকটে যাইতে বলিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ রামের আদেশ অমান্য করিয়া, সীতাকে একাকিনী আশ্রমে রাখিয়া অন্য কোথাও যাইতে সম্মত হইলেন না। তখন সীতা ক্ষুব্ধ হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সৌমিত্রি, তুমি তোমার ভ্রাতার মিত্ররূপী শত্রু; সেজন্যই এরূপ অবস্থায়ও তাঁহার নিকট যাইতেছ না। লক্ষ্মণ, তুমি আমাকে পাইবার জন্য রামের বিনাশ কামনা করিতেছ, আমার লোভেই তাঁহার অনুগমন করিতেছ না। আমার মনে হইতেছে, ভ্রাতার উপর তোমার স্নেহ নাই; তাঁহার বিপদই তোমার ভাল লাগিতেছে; সেজন্যই সেই পরম কান্তিমান রামকে না দেখিয়া তুমি নিশ্চিন্ত আছ। যাঁহার অনুগামী হইয়া তুমি এখানে আসিয়াছ, তাঁহার জীবনসংশয় উপস্থিত, এখন আমার তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া এখানে থাকিবার দরকার নাই (অর্থাৎ এখন তোমার এখানে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিতে হইবে না, তুমি রামের সাহায্যে যাও)।*

---

* তমুবাচ ততস্তত্র ক্ষুভিতা জনকাত্মজা।
সৌমিত্রে মিত্ররূপেণ ভ্রাতুস্ত্বমসি শত্রুবৎ ॥
যস্ত্বমস্যামবস্থায়াং ভ্রাতরং নাভিপদ্যসে।
ইচ্ছসি ত্বং বিনশ্যন্তং রামং লক্ষ্মণ মৎকৃতে ॥
লোভাত্তু মৎকৃতে নূনং নানুগচ্ছসি রাঘবম্।
ব্যসনং তে প্রিয়ং মন্যে স্নেহো ভ্রাতরি নাস্তি তে ॥

চকিতা হরিণীর ন্যায় সীতা শোকাকুলমনে ও অশ্রুপূর্ণলোচনে এইরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, বৈদেহী, দেব দানব গন্ধর্ব রাক্ষস পন্নগ (সর্প) কেহই যে আপনার স্বামীকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে না, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবী, দেব দানব গন্ধর্ব মনুষ্য রাক্ষস পিশাচ কিন্নর পশু বা পক্ষীর মধ্যে এমন কেহ নাই, যে সেই ইন্দ্রতুল্য রামের সহিত যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। শোভনা, রাম যুদ্ধে অবধ্য। সুতরাং আমাকে এরূপ কথা বলা আপনার উচিত নয়। এখন রাম এখানে নাই, সুতরাং আমি আপনাকে একাকিনী এই বনে ফেলিয়া যাইতে পারি না। ত্রিলোকের সকলে একত্র হইলেও রামকে প্রতিহত করিতে পারে না; অতএব আপনি শোক দূর করুন, হৃদয় শান্ত করুন। আপনার স্বামী সেই উৎকৃষ্ট মৃগটিকে বধ করিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। আপনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় তাঁহার স্বর নয়, কোন দেবতার স্বরও নয়—তাহা রাক্ষস মারীচের মায়া। কল্যাণী, রাম বিশ্বাস করিয়া আপনাকে আমার রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া গিয়াছেন, আমি আপনাকে ফেলিয়া যাইতে পারি না। দেবী, খর ও জনস্থানের অন্যান্য রাক্ষসদের বধ করার জন্য রাক্ষসগণের সহিত আমাদের শত্রুতা হইয়াছে, এখন আমাদিগকে জ্বালাতন করিবার জন্য তাহারা নিবিড় বনমধ্যে নানারূপ শব্দ করিয়া থাকে। সুতরাং আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।

সত্যবাদী লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া, ক্রোধে আরক্তলোচন

তেন তিষ্ঠসি বিস্রব্ধং তমপশ্যন্ মহাদ্যুতিম্।
কিং হি সংশয়মাপন্নে তস্মিন্নিহ ময়া ভবেৎ॥
কর্তব্যমিহ তিষ্ঠন্ত্যা যৎপ্রধানস্ত্বমাগতঃ। (৪৫।৫-৭)

হইয়া সীতা তাঁহাকে রূঢ় ভাষায় বলিলেন,—কুলাঙ্গার, বোধ হয়, রামের গুরুতর বিপদই তোমার কাছে প্রীতিকর, তাই তুমি এই সকল কথা বলিতেছ। তোমার মত নিষ্ঠুর ও নিয়তকপটাচারী জ্ঞাতিশত্রুর যে পাপ অভিপ্রায় থাকিবে, তাহা বিচিত্র নয়। তুমি নিতান্ত দুর্জন, তাই আমার জন্য অথবা ভরতের নিয়োজনে নিজের উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া একাকীই রামের সঙ্গে বনে আসিয়াছ। সুমিত্রানন্দন, তোমার বা ভরতের সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না। ইন্দীবরশ্যাম* পদ্মলোচন রামকে পতিরূপে লাভ করিয়া আমি কিরূপে অন্যকে কামনা করিব? আমি নিশ্চয় তোমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।†

জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ করজোড়ে বলিলেন,—মৈথিলী, আপনি আমার নিকট দেবতাস্বরূপ, আমি আপনার কথার উত্তর দিতে চাই না। স্ত্রীলোকের পক্ষে অনুচিত কথা বলা বিচিত্র নয়; সর্বত্রই

* ইন্দীবরের (নীলপদ্মের) ন্যায় শ্যামবর্ণ।

† অনার্যকরুণারম্ভ নৃশংসকুলপাংসন ॥
অহং তব প্রিয়ং মন্যে রামস্য ব্যসনং মহৎ।
রামস্য ব্যসনং দৃষ্ট্বা তেনৈতানি প্রভাষসে ॥
নৈব চিত্রং সপত্নেষু পাপং লক্ষ্মণ যদ্ভবেৎ।
ত্বদ্বিধেষু নৃশংসেষু নিত্যং প্রচ্ছন্নচারিষু ॥
সুদুষ্টস্ত্বং বনে রামমেকমেকোঽনুগচ্ছসি।
মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা ॥
তন্ন সিধ্যতি সৌমিত্রে তবাপি ভরতস্য বা।
কথমিন্দীবরশ্যামং রামং পদ্মনিভেক্ষণম্ ॥
উপসংশ্রিত্য ভর্তারং কাময়েয়ং পৃথগ্‌জনম্।
সমক্ষং তব সৌমিত্রে প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥ (৪৫।২১-২৬)

দেখা যায় যে, তাহাদের স্বভাবই এইরূপ। তাহারা ধর্মহীনা, চপল-প্রকৃতি ও তীক্ষ্ণভাষিণী (তীক্ষ্ণ কথা বলিতে পটু*) এবং স্বজনের মধ্যে ভেদ জন্মায়। জানকী, আপনার কঠোর কথা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না, তাহা যেন আমার কর্ণে তপ্ত লৌহশরের ন্যায় বিদ্ধ হইতেছে। বনবাসী সকলে শুনুন ও সাক্ষী থাকুন, আমি যে সকল ন্যায্য কথা বলিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে আপনি আমাকে কঠোর কথা বলিলেন। আমি আমার গুরুজন রামের কথামত কাজ করিতেছিলাম, কিন্তু আপনি স্ত্রীসুলভ দুষ্টপ্রকৃতির বশে আমাকে সন্দেহ করিলেন। আপনাকে ধিক! আপনি বিনাশের (সর্বনাশের) পথে চলিয়াছেন।† রাম যেখানে আছেন, আমি সেখানে চলিলাম। বরাননা, আপনার মঙ্গল হউক। আমি নানা-রূপ দুর্লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি, বনদেবতারা আপনাকে রক্ষা করুন, রামের সহিত ফিরিয়া আসিয়া আবার যেন আপনার দেখা পাই।‡

---

* ১৩ সর্গ, ৬ শ্লোক তুলনীয়

† বিনশ্যন্তীং (মূল—৪৫।৩২)।

‡ অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ সীতাং প্রাঞ্জলিঃ স জিতেন্দ্রিয়ঃ।
উত্তরং নোৎসহে বক্তুং দৈবতং ভবতী মম॥
বাক্যমপ্রতিরূপং তু ন চিত্রং স্ত্রীষু মৈথিলি।
স্বভাবস্ত্বেষ নারীণামেষু লোকেষু দৃশ্যতে॥
বিমুক্তধর্মাশ্চপলাস্তীক্ষ্ণা ভেদকরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন সহে হীদৃশং বাক্যং বৈদেহি জনকাত্মজে॥
শ্রোত্রয়োরুভয়োর্মধ্যে তপ্তনারাচসন্নিভম্।
উপশৃণ্বন্তু মে সর্বে সাক্ষিণো হি বনেচরাঃ॥

সীতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—লক্ষ্মণ, রামের বিরহে আমি গোদাবরীর জলে বা উদ্বন্ধনে বা অত্যুচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া বা তীব্র বিষপানে বা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব, কিন্তু রাম ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন স্পর্শ করিব না। এই বলিয়া তিনি শোক-সন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে দুঃখভরে দুই হাতে জোরে পেট চাপড়াইতে থাকিলেন। তাহা দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়া লক্ষ্মণ সীতাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি আর কিছু বলিলেন না। তখন লক্ষ্মণ করজোড়ে কিঞ্চিৎ* প্রণত হইয়া সীতাকে অভিবাদন করিলেন এবং বার বার তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে† রামের নিকট চলিলেন। (৪৫ সর্গ)

ন্যায়বাদী যথা বাক্যমুক্তোঽহং পরুষং ত্বয়া।
ধিক্ ত্বামদ্য বিনশ্যন্তীং যন্মামেবং বিশঙ্কসে॥
স্ত্রীত্বাদ্দুষ্টস্বভাবেন গুরুবাক্যে ব্যবস্থিতম্।
গচ্ছামি যত্র কাকুৎস্থঃ স্বস্তি তেঽস্তু বরাননে॥
রক্ষন্তু ত্বাং বিশালাক্ষি সমগ্রা বনদেবতাঃ।
নিমিত্তানি হি ঘোরাণি যানি প্রাদুর্ভবন্তি মে।
অপি ত্বাং সহ রামেণ পশ্যেয়ং পুনরাগতঃ॥ (৪৫।২৮-৩৪)

* ইহাতে কোপের ভাব প্রকাশ করিতেছে। (রামায়ণতিলক)
সকোপ বলিয়া কিঞ্চিৎ প্রণাম। (রামায়ণভূষণ)

† অবেক্ষমাণো বহুশঃ (মূল)। সীতাকে কিরূপে একলা রাখিয়া যাইবেন—এই চিন্তা করিয়া লক্ষ্মণ বার বার সীতার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন (রামায়ণভূষণ)

১১

রাবণের সীতাহরণ—জটায়ুর রাবণকে বাধাপ্রদান (৪৬-৫৪ সর্গ)

রাবণ কিছুদূরে সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। লক্ষ্মণ চলিয়া গেলে তিনি পরিব্রাজকের রূপ ধরিয়া দ্রুত সীতার নিকট চলিলেন। রাবণের পরিধানে মনোহর কাষায়* বসন, মাথায় শিখা, হাতে ছাতা, পায় পাদুকা, বাম স্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু।† গাঢ় অন্ধকার যেমন চন্দ্রসূর্যশূন্যা সন্ধ্যার সমীপস্থ হয়, রাবণ সেইরূপ রাম-লক্ষ্মণ-হীনা সীতার সন্নিহিত হইলেন। কেতুগ্রহের শশাঙ্কহীনা রোহিণীকে অবলোকনের ন্যায় রাবণ আশ্রমমধ্যে আসিয়া যশস্বিনী তরুণী‡

---

* অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণে বা রক্তপীতমিশ্রিত বর্ণে ছোবান।

† তুলনা—'রাবণস্তু যতির্ভূত্বা মুণ্ডঃ কুণ্ডী ত্রিদণ্ডধৃক্'—মহাভারত। জটা কমণ্ডলু ও ত্রিদণ্ড-যষ্টিধারী পরিব্রাজকবেশী রাবণ।

‡ বালা (মূল)।

'আষোড়শী ভবেদ্বালা তরুণী ত্রিংশতা মতা।
পঞ্চপঞ্চাশতী প্রৌঢ়া ভবেদ্বৃদ্ধা ততঃ পরম্ ॥'

—কিন্তু সীতার তৎকালীন বয়স যদি ষোলও ধরা যায়, তাহাতে হিসাবের গোলমাল হয়। এই কাণ্ডের ৪৭ সর্গে আছে—

মম ভর্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ।
অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মম জন্মনি গণ্যতে। (৪৭।১০-১১)

আবার অযোধ্যাকাণ্ডের ২০ সর্গে কৌশল্যা রামকে বলিতেছেন—'দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্য তব রাঘব।' (২০।৪৫) জাতস্য—উপনয়নের পর (রা-তিলক)। সে মতে বনবাসে গমনের সময় রামের বয়স সাতাশ বৎসর ছিল। সীতার উক্তির সহিত খুব বেশী তফাৎ নয়।

অনেক প্রাচীন গ্রন্থে 'বয়সা সপ্তবিংশকঃ' পাঠও নাকি আছে। তবে তো গোল মিটিয়াই যায়। লিপিকরের ভুলই বোধ হয় এই গোলমালের কারণ।

জনক-তনয়াকে দেখিতে পাইলেন। সেই উগ্রপ্রকৃতি রক্তলোচন দুর্বৃত্ত রাক্ষসকে দেখিয়া বায়ু প্রবলবেগে বহিতে বিরত হইল, জনস্থানের বৃক্ষসকল প্রকম্পনরহিত হইল, খরস্রোতা গোদাবরী ভয়ে স্তিমিতবেগ (মন্থরগতি) হইয়া উঠিল। রামের জন্য শোকাতুরা সীতা তখন সজল নয়নে পর্ণকুটীরে বসিয়া ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাবণ কামশরে বিদ্ধ (কামমোহিত) হইলেন এবং বেদবাক্য উচ্চারণ করিয়া সাদরে বলিলেন,—হে রৌপ্যকাঞ্চনবর্ণা, পীত-কৌশেয়বসনা, তুমি দিব্য পদ্মমালা বিভূষিত হইয়া পদ্মিনীর ন্যায় বিরাজ করিতেছ! শুভাননা (সুবদনী), বরারোহা (সুনিতম্বিনী), তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমি হ্রী, শ্রী, কীর্তি, সৌভাগ্যদায়িনী লক্ষ্মী, অপ্সরা, ভূতি (অষ্টসিদ্ধির কেহ), বা স্বৈর-চারিণী (স্বাধীনা) রতি। তোমার দন্তগুলি সমান, কুন্দকলির ন্যায় শোভনাগ্র, মসৃণ (চক্‌চকে) ও পাণ্ডুরবর্ণ (শুভ্র)। নয়নযুগল আয়ত, নির্মল, কৃষ্ণতারকাযুক্ত ও প্রান্তভাগে রক্তিমাভ। জঘন বিশাল ও স্থূল। উরুদ্বয় হস্তিশুণ্ডের মত। তোমার ঐ উচ্চ, বর্তুল (সুগোল), সংহত (দৃঢ়), সুপ্রগল্‌ভ (ঈষৎ কম্পমান), পীনোন্নতমুখ (স্থূল ও উন্নত মুখ), কান্ত (লোভনীয়), স্নিগ্ধ তালফলের তুল্য, উৎকৃষ্ট রত্নালঙ্কারে ভূষিত স্তনদ্বয় অতি মনোরম।*

---

* রৌপ্যকাঞ্চনবর্ণাভে পীতকৌশেয়বাসিনি।
কমলানাং শুভাং মালাং পদ্মিনীব চ বিভ্রতী॥
হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্তিঃ শুভা লক্ষ্মীরপ্সরা বা শুভাননে।
ভূতির্বা ত্বং বরারোহে রতির্বা স্বৈরচারিণী॥
সমাঃ শিখরিণঃ স্নিগ্ধাঃ পাণ্ডুরা দশনাস্তব।
বিশালে বিমলে নেত্রে রক্তান্তে কৃষ্ণতারকে॥

জলপ্রবাহে কূলকে হরণ করে, সেইরূপ তুমি তোমার রূপে আমার মন হরণ করিতেছ। সুকেশী, সংহতস্তনী, তোমার কটিদেশ মাত্র প্রাদেশদ্বয়পরিমিত *। দেবী গন্ধর্বী যক্ষী কিন্নরীরাও তোমার মত রূপবতী নয়। আমি ইতিপূর্বে কখনও ভূতলে তোমার তুল্য কোন নারীকে দেখি নাই। তোমার ত্রিলোক মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট রূপ,

---

বিশালং জঘনং পীনমূরূ করিকরোপমৌ।
এতাবুপচিতৌ বৃত্তৌ সংহতৌ সংপ্রগল্ভিতৌ ॥
পীনোন্নতমুখৌ কান্তৌ স্নিগ্ধতালফলোপমৌ।
মনিপ্রবেকাভরণৌ রুচিরৌ তৌ পয়োধরৌ ॥ (৪৬।১৬-২০)

রৌপ্যকাঞ্চন—উৎকৃষ্ট কাঞ্চন। (রা-তিলক ও রা-শিরোমণি)

হ্রী—গৌরী। শ্রী—ঐশ্বর্যপ্রধানা ভগবৎ-শক্তি।

লক্ষ্মী—সৌভাগ্যপ্রধানা ভগবৎ-শক্তি। ভূতি—অণিমাদি সিদ্ধি।

রতি—কামপত্নী। স্বৈরচারিণী—বনে আসিয়াছেন বলিয়া। (রা-তিলক)

শিখরিণঃ—কুন্দকুড্মলবৎ প্রশস্তাগ্রাঃ। (রা-তিলক ও রা-ভূষণ)

স্নিগ্ধাঃ—মসৃণাঃ। (রা-ভূষণ)

জঘনং—কটিপুরোভাগঃ। (রা-ভূষণ)

পশ্চান্নিতম্বঃ স্ত্রীকট্যাঃ ক্লীবে তু জঘনং পুরঃ। (অমরকোষ)

—স্ত্রীলোকের কটিদেশের পশ্চাৎভাগ নিতম্ব এবং সম্মুখভাগ জঘন।

উপচিতৌ—উন্নতৌ। (রা-শিরোমণি)

সংপ্রগল্ভিতৌ—আলিঙ্গনাদৌ সংজাতপ্রাগল্ভ্যৌ (রা-তিলক)।

কিংচিৎকম্পয়ন্তাবিব (রা-শিরোমণি)।

কান্তৌ—কাম্যমানৌ। (রা-ভূষণ)

মণিপ্রবেকো—মণিশ্রেষ্ঠঃ। (রা-তিলক ও রা-ভূষণ)

—প্রবেকানুত্তমোত্তমৌ। (অমরকোষ)

* করান্তমিতমধ্যা (মূল)। প্রাদেশ—বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী বিস্তার করিলে একের অগ্র হইতে অপরের অগ্র পর্যন্ত পরিমাণ।

সৌকুমার্য, বয়স ও এই নির্জন বনে বাস আমার চিত্তকে উন্মথিত * করিতেছে। সুতরাং তুমি বাহিরে আইস। তোমার মঙ্গল হউক, তোমার কিছুতেই এখানে থাকা উচিত নয়। কামরূপী ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা এখানে বাস করে। রম্য প্রাসাদশিখর, সমৃদ্ধ নগর, সুবাসিত উপবন—এই সকলই তোমার বাসের যোগ্য স্থান। শোভনা, অসিতলোচনা (কৃষ্ণনয়না), আমার মনে হয়, তোমার সংস্পর্শে তোমার মাল্য গন্ধ ও বসন ধন্য হইয়াছে এবং তোমার স্বামীও ধন্য হইয়াছেন।† মৃদু-মধুর-হাসিনী, তুমি কে? তুমি কিরূপে এখানে আসিলে? এই বনে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বৃক (নেকড়ে বাঘ) ইত্যাদি সতত বিচরণ করে, দেখিয়া তোমার মনে কি ভয় হয় না? কল্যাণী, বল, তুমি কে, কাহার রমণী, কোথা হইতে আসিয়াছ এবং কেনই বা রাক্ষসগণের বাসস্থান এই ঘোর দণ্ডকারণ্যে একা বিচরণ করিতেছ?

সীতা রাবণকে ব্রাহ্মণ বোধে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে আসন পাদ্য ও বনজাত উৎকৃষ্ট ফলমূলাদি দিয়া যথারীতি

* চিত্তম্ উন্মাথয়ন্তি মে (মূল)।
উন্মথিত—অধীর, অশান্ত।

† বরং মাল্যং বরং গন্ধং বরং বস্ত্রং চ শোভনে॥
ভর্তারং চ বরং মন্যে ত্বদ্‌যুক্তমসিতেক্ষণে। (৪৬।২৬-২৭)
ত্বদযুক্তং ত্বৎসংযুক্তমাল্যাদি বরম্। (রা-তিলক)
বরং শ্রেষ্ঠং মাল্যাদি ত্বদ্‌যুক্তং তব যোগ্যং মন্যে।
—যদ্বা মাল্যাদিকং ত্বদ্‌যুক্তং ত্বৎসংবদ্ধং সন্ বরং প্রশস্তং ভবতীতি মন্যে। (রা-ভূষণ)
ত্বদ্‌যুক্তং ত্বৎসংবন্ধবন্তং ভর্তারমহং বরং শ্রেষ্ঠং মন্যে। (রা-শিরোমণি)
বর—শ্রেষ্ঠ, প্রশংসনীয়, ধন্য।

অভ্যর্থনা করিলেন। পরে তিনি (সীতা) রাম-লক্ষ্মণের প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় বার বার চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, কিন্তু কেবল মহাবনের সবুজ গাছপালাই তাঁহার চোখে পড়িল—কোথাও রাম-লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন না। (৪৬ সর্গ)

তারপর সীতা রাবণের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—ব্রাহ্মণ, আপনার মঙ্গল হউক। আমি মিথিলাধিপতি জনকের কন্যা, অযোধ্যাধিপতি দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামের সহধর্মিণী, আমার নাম সীতা। আমি বিবাহের পর ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের রাজধানী অযোধ্যার রাজভবনে নানা সুখসম্ভোগে দ্বাদশ বৎসর কাটাই। ত্রয়োদশ বৎসরে মহারাজ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে সঙ্কল্প করেন। অভিষেকের দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইতে থাকিলে, আমার মাননীয়া শাশুড়ী কৈকেয়ী সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথকে অঙ্গীকার করাইয়া, আমার স্বামীর চতুর্দশ বৎসর বনবাসের ও নিজ পুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেকের বর চাহিয়া লন। তখন আমার বয়স অষ্টাদশ এবং আমার স্বামীর বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর।* তিনি কৈকেয়ীর কথা মানিয়া লইলেন। তিনি আমাকে লইয়া বনে আসিবার সময় তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা বীর্যবান লক্ষ্মণ ধনু হস্তে অনুগামী হইয়াছেন। ধর্মরত দৃঢ়ব্রত রাম আমাকে ও অনুজ লক্ষ্মণকে লইয়া জটাধারী তাপসের বেশে দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমরা কৈকেয়ীর জন্য রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া এখন স্বতেজে গহন বনে বিচরণ করিতেছি। আপনি ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন, আমার স্বামী এখনই প্রচুর বন্য ফলমূল এবং রুরু গোধা ও বরাহ ইত্যাদি বধ করিয়া তাহার মাংস লইয়া আসিবেন।

---

* পূর্বে পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

আপনার নাম গোত্র ও কুলের পরিচয় এবং কেন আপনি একাকী দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, বলুন।

রাবণ বলিলেন,—সীতা, যাহার ভয়ে ত্রিলোকের দেব অসুর ও মনুষ্য প্রভৃতি মহাভীত, আমি সেই রাক্ষসাধিপ রাবণ। অনিন্দিতা, তোমাকে দেখিয়া আমার আর নিজের ভার্যাদের উপর অনুরাগ নাই। আমি নানাস্থান হইতে বহু উত্তমা স্ত্রী সংগ্রহ করিয়াছি, তুমি আমার প্রধানা মহিষী হইয়া তাহাদের সকলের উপর আধিপত্য কর, তোমার মঙ্গল হউক। লঙ্কা নামে আমার এক মহাপুরী আছে। তাহা সাগরে পরিবেষ্টিত ও পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত। সীতা, তুমি আমার সহিত সেখানকার উপবনে বিচরণ করিতে পারিবে। সুন্দরী, তাহা হইলে, তুমি আর এরূপ বন-বাসের ইচ্ছা করিবে না। যদি তুমি আমার ভার্যা হও, তবে সর্বা-ভরণ-ভূষিতা পাঁচ হাজার দাসী তোমার সেবা করিবে।

তখন সীতা কুপিতা হইয়া অবজ্ঞার ভাবে রাবণকে বলিতে লাগিলেন,—আমি আমার পতি মহাপর্বতের ন্যায় অটল, মহা-সাগরতুল্য অচঞ্চল, মহেন্দ্রোপম রামের অনুগতা ভার্যা। আমি সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন, বটবৃক্ষের ন্যায় সর্বজনের আশ্রয়, সত্যপ্রতিজ্ঞ, মহাভাগ রামের অনুগতা ভার্যা। আমি মহাবাহু, বিশালবক্ষ, সিংহবিক্রান্তগামী*, নরসিংহ, সিংহতুল্য রামের অনুগতা ভার্যা। আমি পূর্ণচন্দ্রানন, জিতেন্দ্রিয়, মহাকীর্তিমান, রাজকুমার রামের অনুগতা ভার্যা। তুই শৃগাল হইয়া দুর্লভ সিংহীকে পাইবার ইচ্ছা করিতেছিস! সূর্যের প্রভাকে যেমন স্পর্শ করা যায় না, সেইরূপ তুই আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবি না। দুর্ভাগা রাক্ষস, তুই যখন রামের প্রিয়া

* যিনি সিংহের ন্যায় সগর্ব পদক্ষেপে চলেন। (রা-তিলক ও রা-ভূষণ)

পত্নীর প্রতি লোভ করিতেছিস, তখন তুই নিশ্চয়ই বহু কাঞ্চনপাদপ দেখিতেছিস (অর্থাৎ তোর মৃত্যু নিশ্চয়ই অতি নিকট আসিয়াছে)।* তুই রামের প্রিয়া ভার্যাকে পাইতে চাহিতেছিস, তাহাতে ক্ষুধিত বেগবান মৃগশত্রু সিংহের ও সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের, পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দরকে এক হাতে তুলিয়া হরণের, তীব্র বিষ পান করিয়া স্বস্তিতে (মঙ্গলমত) যাইবার, সূচদ্বারা চক্ষু ঘষিয়া পরিষ্কারের ও জিহ্বাদ্বারা ক্ষুর লেহনের ইচ্ছা করিতেছিস! তুই যখন রামের প্রিয়া ভার্যাকে ঔদ্ধত্যভরে নিতে (বা উৎপীড়ন করিতে)† চাহিতেছিস, তখন তুই কণ্ঠে শিলা বাঁধিয়া সমুদ্র পার হইবার এবং দুইহাতে চন্দ্রসূর্যকে হরণ করিবার ইচ্ছা করিতেছিস্! তুই যখন রামের সুচরিতা ভার্যাকে লইতে চাহিতেছিস্, তখন তুই প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিয়া তাহা বস্ত্রে বাঁধিয়া লইবার ইচ্ছা করিতেছিস!‡

* কাঞ্চনবৃক্ষদর্শন মুমূর্ষুর লক্ষণ (রা-তিলক)। বিনাশসূচক (রা-শিরোমণি)। অর্থাৎ সদ্য (এখনই) মরিবে (রা-ভূষণ)। তুলনা—চোখে সরষে ফুল দেখা।

† প্রধর্ষয়িতুম্ (মূল)—প্রাগল্ভ্যান্নেতুম্ (রা-শিরোমণি)। প্রধর্ষণ—নিগ্রহ, প্রপীড়ন, উৎপীড়ন।

‡ মহাগিরিমিবাকম্প্যং মহেন্দ্রসদৃশং পতিম্।
মহোদধিমিবাক্ষোভ্যমহং রামমনুব্রতা ॥
সর্বলক্ষণসংপন্নং ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলম্।
সত্যসংধং মহাভাগমহং রামমনুব্রতা ॥
মহাবাহুং মহোরস্কং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
নৃসিংহং সিংহসংকাশমহং রামমনুব্রতা ॥
পূর্ণচন্দ্রাননং রামং রাজবৎসং জিতেন্দ্রিয়ম্।
পৃথুকীর্তিং মহাবাহুমহং রামমনুব্রতা ॥

তুই যে রামের অনুরূপ ভার্যাকে লাভ করিতে চাহিতেছিস্, তাহাতে তুই লৌহমুখ-শূলসকলের তীক্ষ্ণাগ্রের উপর দিয়া বিচরণ করিবার ইচ্ছা করিতেছিস্! বনে সিংহ ও শৃগালে, সমুদ্র ও ক্ষুদ্র নদীতে, অমৃত ও আমানিতে যে প্রভেদ, রাম ও তোতে সেই প্রভেদ। কাঞ্চন ও সীসায়, চন্দনপঙ্ক ও কর্দমে, বনে হস্তী ও বিড়ালে যে প্রভেদ, রাম ও তোতে সেই প্রভেদ। গরুড় ও কাকে, ময়ূর ও মদ্গুতে (জলকাকে), বনে রাজহংস ও গৃধ্রে (শকুনিতে) যে প্রভেদ, রামে ও তোতে সেই প্রভেদ। মাছি যেমন ঘৃত পান

ত্বং পুনর্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহেচ্ছসি দুর্লভাম্।
নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা ॥
পাদপান্ কাঞ্চনান্ নূনং বহূন্ পশ্যসি মন্দভাক্।
রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্যাং যস্ত্বমিচ্ছসি রাক্ষস ॥
ক্ষুধিতস্য চ সিংহস্য মৃগশত্রোস্তরস্বিনঃ।
আশীবিষস্য বদনাদ্দংষ্ট্রামাদাতুমিচ্ছসি ॥
মন্দরং পর্বতশ্রেষ্ঠং পাণিনা হর্তুমিচ্ছসি।
কালকূটং বিষং পীত্বা স্বস্তিমান্ গন্তুমিচ্ছসি ॥
অক্ষি সূচ্যা প্রমৃজসি জিহ্বয়া লেঢ়ি চ ক্ষুরম্।
রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্যামধিগন্তুং ত্বমিচ্ছসি ॥
অবসজ্য শিলাং কণ্ঠে সমুদ্রং তর্তুমিচ্ছসি।
সূর্যাচন্দ্রমসৌ চোভৌ পাণিভ্যাং হর্তুমিচ্ছসি ॥
যো রামস্য প্রিয়াং ভার্যাং প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছসি।
অগ্নিং প্রজ্বলিতং দৃষ্ট্বা বস্ত্রেণাহর্তুমিচ্ছসি ॥
কল্যাণবৃত্তাং যো ভার্যাং রামস্যাহর্তুমিচ্ছসি।
অয়োমুখানাং শূলানাং মধ্যে চরিতুমিচ্ছসি।
রামস্য সদৃশীং ভার্যাং যোঽধিগন্তুং ত্বমিচ্ছসি ॥ (৪৭।৪৩-৪৪)

করিয়া হজম করিতে পারে না—মারা যায়, ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী, ধনুর্বাণধারী রাম বর্তমানে আমাকে হরণ করিলে তুইও তেমনি মারা যাইবি।* সরলা তন্বী সীতা সেই সুপুষ্ট রাক্ষসকে এই কথা বলিয়া বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। (৪৭ সর্গ)

রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি সীতার মনে ভয় জন্মাইবার জন্য ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন,—বরবর্ণিনী (সুরূপসী), আমি কুবেরের বৈমাত্র ভ্রাতা প্রতাপশালী দশগ্রীব রাবণ। তোমার মঙ্গল হউক। দেবতা গন্ধর্ব পিশাচ পক্ষী ও সর্পাদি আমাকে মৃত্যুতুল্য ভয় করিয়া থাকে। আমি কুবেরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছি। তিনি আমার ভয়ে ভীত হইয়া, তাঁহার সমৃদ্ধ বাসস্থান লঙ্কাপুরী পরিত্যাগ করিয়া, পর্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে যাইয়া বাস করিতেছেন। আমি তাঁহার কামগামী সুন্দর পুষ্পক-বিমান† কাড়িয়া লইয়াছি। তাহাতে চড়িয়া আমি আকাশে বিচরণ করিয়া থাকি। আমার ক্রুদ্ধ

---

* যদন্তরং সিংহশৃগালয়োর্বনে যদন্তরং স্যন্দনিকাসমুদ্রয়োঃ।
সুরাগ্র্যসৌবীরকয়োর্যদন্তরং তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ॥
যদন্তরং কাঞ্চনসীসলোহয়োর্যদন্তরং চন্দনবারিপঙ্কয়োঃ।
যদন্তরং হস্তিবিড়ালয়োর্বনে তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ॥
যদন্তরং বায়সবৈনতেয়য়োর্যদন্তরং মদ্গুময়ূরয়োরপি।
যদন্তরং হংসকগৃধ্রয়োর্বনে তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ॥
তস্মিন্ সহস্রাক্ষসমপ্রভাবে রামে স্থিতে কার্মুকবাণপাণৌ।
হৃতাপি তেঽহং ন জরাং গমিষ্যে আজ্যং যথা মক্ষিকয়াবগীর্ণম্॥ (৪৭।৪৫-৪৮)

সুরাগ্র্য—অমৃত। সৌবীরক—কাঞ্জিক, কাঁজি, আমানি, পান্তাভাতের জল। চন্দনবারি—চন্দনপঙ্ক। কাঞ্চনসীসলোহ—কাঞ্চন ও সীসারূপ লৌহ। সোনা ও সীসা নবলৌহের এক একটি।

† বিমান—ব্যোমযান, আকাশগামী যান।

মুখ দেখিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও ভয়ে পলায়ন করেন। আমি যেখানে অবস্থান করি, সেখানে বায়ু শঙ্কিত হইয়া প্রবাহিত হন এবং সূর্য ভয়ে শীতল কিরণ দেন। আমি যেখানে থাকি বা বিচরণ করি, সেখানে গাছের পাতা নড়ে না এবং নদীর জলও স্তম্ভিত হয়। সাগরের অপর তীরে, ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় মনোহর, আমার লঙ্কাপুরী অবস্থিত। তাহা ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ, পাণ্ডুরবর্ণ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। তাহার তোরণগুলি বৈদূর্যময়, হর্ম্যগুলি স্বর্ণ-ময়। তাহা হস্তী অশ্ব ও রথে সমাকীর্ণ, তূর্যনাদে নিনাদিত এবং সকল প্রকার অভিলষিত ফলশালী বৃক্ষে পূর্ণ উদ্যানসমূহে ভূষিত। রাজকুমারী সীতা, তুমি আমার সহিত সেখানে বাস করিলে, তোমার মানুষী সহচরীদের কথা স্মরণ হইবে না* এবং পার্থিব ও দিব্য ভোগ্য বস্তুসকল উপভোগ করিয়া অল্পায়ু মানুষ রামের কথাও আর মনে পড়িবে না। রাজা দশরথ তাঁহার প্রিয়পুত্র ভরতকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মন্দবীর্য জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে নির্বাসিত করিয়াছেন। আয়তলোচনা, তুমি সেই রাজ্যভ্রষ্ট নির্বোধ তাপস রামকে লইয়া কি করিবে? আমি রাক্ষসাধিপতি, তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি নিজ হইতে তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি আমাকে কামনা কর। আমি কামশরে প্রপীড়িত, তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিও না। ভীরু, উর্বশী যেমন পুরুরবাকে পদাঘাত করিয়া পরে অনুতাপ করিয়াছিল, আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তোমাকেও সেইরূপ করিতে হইবে। মানুষ রাম যুদ্ধে আমার এক অঙ্গুলিরও সমান হইবে না, আমি তোমার সৌভাগ্যক্রমেই এখানে আসিয়াছি, তুমি আমাকে ভজ।

* অর্থাৎ দিব্যা নারীদের সহিত থাকিয়া তুমি মানবীদের কথা ভুলিয়া যাইবে। (রা-তিলক)

ইহা শুনিয়া সীতা ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া কঠোর বচনে বলিলেন,—রাক্ষস, তুই সকল দেবতার পূজ্য কুবের-দেবের ভ্রাতা হইয়া কেমন করিয়া এরূপ অসৎকাজ করিতে চাহিতেছিস? তোর মত দুর্বুদ্ধি রুক্ষস্বভাব ও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যাহাদের রাজা, সে-সকল রাক্ষস নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। ইন্দ্রের পত্নী শচীকে অপহরণ করিয়া বরং জীবিত থাকা সম্ভব, কিন্তু রামের পত্নী আমাকে হরণ করিলে তোর মঙ্গল হইবে না—তুই অমৃত পান করিলেও রক্ষা পাইবি না। (৪৮ সর্গ)

সীতার কথা শুনিয়া, রাবণ ক্রোধে হস্তে হস্তে নিষ্পীড়ন করিয়া নিজের দেহ অতিশয় বর্ধিত করিলেন। পরে তিনি বলিলেন,—সুন্দরী, তুমি রূপগর্বে উন্মত্ত হইয়াছ। আমিও ইচ্ছা করিলেই নানা রূপ আকার ধারণ করিতে পারি, দেখ। এই বলিতে বলিতে রাবণের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। তিনি কপট সৌম্য পরিব্রাজক মূর্তি পরিত্যাগ করিয়া নিজের কৃতান্ততুল্য উগ্রমূর্তি ধারণ করিলেন। তিনি মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ দশ-আনন, বিংশতিবাহু, শ্রীমান, তপ্ত-কাঞ্চন ভূষণে ভূষিত ও রক্তাম্বরধারী নিশাচর হইলেন। তিনি রোষা-রুণনয়নে কিছুক্ষণ সূর্যপ্রভাতুল্যা স্ত্রীরত্ন সীতাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—বরারোহা, যদি ত্রিলোকবিখ্যাত পতি চাও তবে আমার শরণ লও, আমি তোমার যোগ্যপতি। তুমি চিরদিনের জন্য আমাকে ভজনা কর, আমিই তোমার গৌরব করিবার মত পতি। ভদ্রে, আমি কখন তোমার অপ্রিয় কিছু করিব না। তুমি মানুষ রামের প্রতি অনুরাগ দূর করিয়া আমার প্রতি অনুরক্ত হও। মূঢ়া, পণ্ডিতমানিনী*

* মূঢ়া—অবোধা। পণ্ডিতমানিনী—নিজেকে পণ্ডিতা (বুদ্ধিমতী) বিবেচনা-কারিণী নারী।

যে নির্বোধ স্ত্রীলোকের কথায় রাজ্য ও স্বজন ত্যাগ করিয়া এই হিংস্রজন্তুপূর্ণ বনে আসিয়াছে, তাহার কি গুণে তুমি সেই রাজ্যচ্যুত বিফলমনোরথে অল্পায়ু রামের প্রতি আসক্ত রহিয়াছ ?

এই বলিয়া কামমোহিত দুষ্টাত্মা রাবণ সীতার নিকটে যাইয়া বামহস্তে তাঁহার কেশ ও দক্ষিণহস্তে দুই উরু ধরিলেন। রাবণকে দেখিয়া বনদেবতারা ভয়ে পলাইলেন। রাবণের মায়াময় দিব্যরথ খরবাহিত হইয়া সেখানে আসিল। রাবণ তর্জন গর্জন করিতে করিতে সীতাকে কোলে লইয়া রথে চড়িলেন। সীতা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বার বার 'রাম! রাম!' বলিয়া চীৎকার এবং রাবণের হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাবণের রথ আকাশে উঠিয়া ছুটিয়া চলিল।

তখন সীতা উন্মত্তার ন্যায় উদ্‌ভ্রান্তমনে নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি শোকে বিহ্বল হইয়া, বৃক্ষ নদী পশু পক্ষী বন-দেবতা প্রভৃতিকে সকাতরে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—দুরাত্মা রাবণ আমাকে হরণ করিতেছে—আমি তোমাদের মিনতি করি, তোমরা রামকে এই সংবাদ দাও।

এমন সময় সীতা দেখিতে পাইলেন, বৃদ্ধ জটায়ু একটি গাছের উপর বসিয়া আছেন। তিনি জটায়ুকে ডাকিয়া বলিলেন,—পূজ্য জটায়ু, দেখুন, পাপিষ্ঠ রাবণ আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। আপনি এই বলশালী ও সশস্ত্র রাক্ষসকে প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না, আপনি রাম-লক্ষ্মণকে খবর দিন। (৪৯ সর্গ)

১২

জটায়ুর বাধাপ্রদান ও রাবণের হস্তে পরাজয় (৫০-৫৪ সর্গ)

জটায়ু তখন ঘুমাইতেছিলেন। সীতার কথায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উপরের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া আকাশপথে পলায়ন করিতেছেন। তিনি রাবণকে বলিলেন,—ভাই দশানন, তোমার এরূপ নিন্দনীয় কাজ করা উচিত নয়। যিনি তোমার রাজ্যে বা নগরে কোন অপরাধ করেন নাই, তুমি কেন সেই মহাবল ধার্মিক রামের নিকট অপরাধী হইতেছ? শূর্পণখার জন্য খর রামের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়াই রাম তাহাকে বধ করিয়াছেন। তুমি শীঘ্র সীতাকে মুক্তি দাও, নতুবা রামের কোপানলে দগ্ধ হইবে। তুমি বিষধর সর্পকে বস্ত্রপ্রান্তে বন্ধন করিয়াছ, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছ না। তোমার গলায় কালপাশ সংলগ্ন হইয়াছে, কিন্তু তুমি তাহা দেখিতে পাইতেছ না। যে ভার বহিলে অবসন্ন হইতে হয় না, তাহাই বহন করা উচিত এবং যে খাদ্য অনায়াসে হজম হয়, তাহাই আহার করা উচিত। যাহাতে ধর্ম, কীর্তি বা স্থায়ী যশ লাভ করা যায় না, কেবল শারীরিক কষ্টভোগই সার হয়, কে সেরূপ কাজ করে? রাবণ, আমার বয়স ষাট হাজার বৎসর, আমি অতিশয় বৃদ্ধ এবং তুমি সরথ সবর্ম সশস্ত্র যুবা, তবু আমার সাক্ষাতে তুমি সীতাকে নির্বিঘ্নে হরণ করিতে পারিবে না। (৫০ সর্গ)

ইহা শুনিয়া রাবণ সক্রোধে জটায়ুর দিকে ধাবিত হইলেন। তখন জটায়ুও আকাশে উঠিয়া রাবণের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রাবণ জটায়ুর প্রতি নানা বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

জটায়ু তাঁহার সুতীক্ষ্ণ নখ ও চঞ্চুর দ্বারা রাবণের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত এবং তাঁহার ধনুর্বাণ ভগ্ন, অশ্ব ও সারথি নিহত ও রথ চূর্ণ করিলেন। তখন রাবণ সীতাকে ভূতলে রাখিয়া খড়্গাঘাতে জটায়ুর পক্ষদ্বয়, চরণযুগল ও দুই পার্শ্ব কাটিয়া ফেলিলেন। জটায়ু মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে পড়িলেন। (৫১ সর্গ)

জটায়ুকে রক্তাক্ত কলেবরে ভূপতিত হইতে দেখিয়া সীতা জটায়ুর নিকট ছুটিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে রাবণ আবার তাঁহার দিকে আসিতেছেন দেখিয়া, সীতা বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকে লতার ন্যায় জড়াইয়া ধরিয়া 'রাম! রাম!' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিলেন। রাবণ রোষভরে সীতার কেশ ধারণ করিয়া আবার তাঁহাকে লইয়া শূন্যপথে চলিলেন। সীতা নিরন্তর বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন।

সীতা রাবণের দ্বারা এইরূপে নিগৃহীত হইতে থাকিলে সচরাচর জগতে বিপর্যয় ঘটিল। সকল দিক গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। বায়ু নিশ্চল ও দিবাকর নিষ্প্রভ হইলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা দিব্যচক্ষে সীতাকে রাবণের হস্তে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া বলিলেন,—দেবতাদের কার্য সিদ্ধ হইল। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিরা সীতাকে নিগৃহীত হইতে দেখিয়া যুগপৎ প্রহৃষ্ট ও ব্যথিত হইলেন।*

এদিকে সীতা 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া অবিরত রোদন করিতেছেন এবং রাবণ তাঁহাকে লইয়া আকাশপথে চলিয়াছেন। তখন তপ্তকাঞ্চনবর্ণা পীতকৌশেয়বসনা সীতা যেন নভোমণ্ডলে

* রাবণবধের সূচনায় অতিশয় আনন্দিত ও সীতার দুর্দশা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন।

বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার (সীতার) বসন বায়ুবেগে সঞ্চালিত হওয়ায় রাবণ যেন অগ্নিপ্রদীপ্ত পর্বতের ও সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের শোভা ধারণ করিলেন। সীতার গাত্র হইতে রক্তোৎপলের সুগন্ধি পত্রসকল রাবণের দেহে পড়িতে লাগিল। সীতা কাঞ্চনবর্ণা আর রাবণ নীলাঙ্গ, সুতরাং রাবণকে কাঞ্চনকাঞ্চী-ভূষিত হস্তীর ন্যায় দেখাইতে থাকিল। পরে সীতার রত্নভূষিত বিদ্যুৎ-মণ্ডলতুল্য নূপুর চরণ হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িল। অগ্নিবর্ণ অন্যান্য অলঙ্কারও শব্দ করিতে করিতে আকাশ হইতে তারকার ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্তি রত্নহার স্থলমধ্য (বক্ষস্থল) হইতে খসিয়া গগনচ্যুতা গঙ্গার মত শোভা পাইল। পক্ষিসমূহে সমাকুল বৃক্ষসকলের অগ্রভাগগুলি বায়ুভরে কম্পিত হইয়া যেন পক্ষিগণের কলরবচ্ছলে সীতাকে অভয় দিতে লাগিল। সরোবরগুলির পদ্ম বিধ্বস্ত ও সেখানকার মৎস্যাদি সন্ত্রস্ত হওয়ায় বোধ হইল, যেন তাহারা তাহাদের সখী হতোৎসাহা সীতার জন্য শোকপ্রকাশ করিতেছে। চারিদিক হইতে সিংহ ব্যাঘ্র মৃগ ও পক্ষীরা আসিয়া, সীতার ছায়া অনুসরণ করিয়া সরোষে ছুটিল। পর্বতেরা যেন তাহাদের শৃঙ্গরূপ বাহু তুলিয়া ও জলপ্রপাতরূপ অশ্রু-ধারায় বদন প্লাবিত করিয়া রোদন করিতে লাগিল। সকল প্রাণী যেন দলে দলে 'রাবণ যখন রামের পত্নী বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে হরণ করিতেছে, তখন জগৎ হইতে সত্য ধর্ম দয়া ও সরলতা—সব কিছুই লোপ পাইয়াছে' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। বন-দেবতারা সীতার ক্রন্দন শুনিয়া ও দুরবস্থা দেখিয়া, রাবণের ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। (৫২ সর্গ)

পরে সীতা ক্রোধে ও রোদনে আরক্তনয়ন হইয়া রাবণকে

বলিলেন,—নীচ, তুই যে আমাকে একা পাইয়া চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছিস্, ইহাতে কি তোর লজ্জা করিতেছে না? রাক্ষসাধম, তুই নাকি মহাবীর, তাই আমাকে যুদ্ধে জয় করিয়া লইতে পারিলি না? বীরত্বাভিমানী, ত্রিলোকের সকলে তোর কুৎসিত নিদারুণ ও পাপ-কার্যের ঘোষণা করিবে। তুই তোর বলবীর্যের কথা বলিয়াছিলি, তোর সেই বলবীর্যে ধিক! তোর কুলকলঙ্ককর আচরণে ধিক! তুই যেরূপ দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছিস্ তাহাতে আমি কি করিতে পারি? তুই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্। তাহা হইলে আর জীবন লইয়া ফিরিতে পারিবি না। তুই যদি সসৈন্যেও রাম-লক্ষ্মণের নজরে পড়িস্, তবে মুহূর্তকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিবি না। যদি তুই ভাল চাস্, তবে আমাকে ছাড়িয়া দে—নতুবা আমার স্বামী ও লক্ষ্মণ তোকে বধ করিবেন। নীচ, তুই যে অভিপ্রায়ে আমাকে বলপূর্বক হরণ করিতে চাহিতেছিস্, তাহা নিশ্চয় ব্যর্থ হইবে। আমি শত্রুর বশবর্তিনী হইয়া ও আমার দেবপ্রতিম স্বামীকে না দেখিয়া বেশীদিন বাঁচিতে চাই না। তুই তোর পক্ষে যাহা হিতকর তাহা বুঝিতে পারিতেছিস্ না; মৃত্যুকালে মানুষ যেমন বিপরীত কাজ করে, তুইও তাহাই করিতেছিস্। তুই আমার স্বামীর নিকট অপরাধ করিয়া দুর্নিবার কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস্, এখন কোথায় গিয়া সুখ পাইবি? যিনি ভ্রাতার সাহায্য না লইয়াও একাকী যুদ্ধে চৌদ্দ হাজার রাক্ষস বধ করিয়াছেন, সেই বলবীর্যশালী সর্বাস্ত্রকুশল রাম তাঁহার প্রিয়পত্নীহরণের অপরাধে তোকে অবশ্যই সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা নিহত করিবেন।

সীতা এইরূপ কঠোর ভাষায় রাবণকে ভৎর্সনা করিয়া, ভয় ও

শোকে অভিভূত হইয়া করুণভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। (৫৩ সর্গ)

পরে জনহীন বনভূমির উপর দিয়া যাইতে যাইতে সীতা দেখিতে পাইলেন যে, একটি পর্বতশৃঙ্গে পাঁচটি বানর বসিয়া রহিয়াছে। উহারা রামকে বলিবে এই আশায় সীতা রাবণের অলক্ষিতে নিজের সোনালী উত্তরীয় ও কিছু অলঙ্কার সেই বানরদের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। তাহারা উপরের দিকে তাকাইয়া ক্রন্দনরতা সীতাকে দেখিতে পাইল।

রাবণ খুব দ্রুতবেগে বহু বন নদী সরোবর ও পর্বত ইত্যাদির উপর দিয়া চলিয়া সমুদ্রের নিকটবর্তী হইলেন এবং তাহা পার হইয়া লঙ্কায় আসিলেন। তিনি সেই সুবিভক্ত মহাপথসমূহে বিরাজিত, সুবিস্তৃত, বহুজনাকীর্ণ হর্ম্যসকলে শোভিত নগরীতে প্রবেশ করিয়া নিজের অন্তঃপুরে গেলেন এবং শোকবিহ্বলা সীতাকে সেখানে রাখিলেন, পরে ভীষণাকৃতি রাক্ষসীদের হাতে সীতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া রাবণ তাহাদিগকে বলিলেন,—আমার আদেশ বিনা স্ত্রীপুরুষ কেহই যেন ইঁহাকে না দেখিতে পায়। ইনি মণিমুক্তাস্বর্ণাদি ও বস্ত্রালঙ্কার যাহা চাহিবেন, তখনই তাহা আনিয়া দিবে। বুঝিয়া বা না বুঝিয়া কেহ ইঁহাকে কোন রূঢ়কথা বলিলে আমি তাহাকে বধ করিব।

তারপর রাবণ আটজন মহাবল রাক্ষসকে রাম-লক্ষ্মণের উপর নজর রাখিবার এবং তাঁহাদের প্রাণনাশ করিবার জন্য জনস্থানে পাঠাইলেন। (৫৪ সর্গ)

১৩

লঙ্কায় সীতা (৫৫-৫৬ সর্গ)

নিয়ত জানকীর চিন্তায় কামপ্রপীড়িত রাবণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য আবার খুব তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে ফিরিলেন। দেখিলেন, শোকাতুরা সীতা অশ্রুপ্লাবিত মুখে নতমস্তকে রাক্ষসীদের মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন—যেন সমুদ্রগর্ভে বায়ুবেগে নিমজ্জমানা তরণী, বা কুক্কুরীদলে পরিবৃতা যূথভ্রষ্টা মৃগী। সীতা অনিচ্ছুক হইলেও রাবণ জোর করিয়া তাঁহাকে নিজের দেবগৃহতুল্য গৃহ দেখাইতে লাগিলেন। তাহা হর্ম্য ও প্রাসাদে জমজমাট*, সহস্র (বহু বহু) স্ত্রী ও নানারূপ পক্ষী ইত্যাদির নিবাস এবং নানা রত্নে পূর্ণ। সেখানে হীরক ও বৈদূর্যখচিত গজদন্ত স্বর্ণ স্ফটিক ও রজতের সুদৃশ্য ও মনোরম স্তম্ভসকল শোভা পাইতেছে। সীতাকে লইয়া রাবণ তাঁহার প্রাসাদের স্বর্ণময় বিচিত্র সোপানাবলী দিয়া আরোহণ করিতে লাগিলেন। তখন তাহাতে দিব্যদুন্দুভির ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল। সেই সোপানপথে স্বর্ণজালে আবৃত হস্তিদন্ত ও রজতের সুন্দর সুন্দর গবাক্ষ। ভবনের সকল স্থান সুধাধবলিত ও মণিখচিত। সীতাকে এ-সকল দেখাইয়া রাবণ পরে তাঁহাকে নানাপুষ্পে আকীর্ণ দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীগুলিও দেখাইলেন। এইরূপে রাবণ তাঁহার অত্যুত্তম গৃহের সবকিছু সীতাকে দেখাইয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন—সীতা, আমি বালক ও বৃদ্ধ

---

*হর্ম্যপ্রাসাদসংবাধং (মূল)। হর্ম্য—হ্রস্ব অট্টালিকা (রা-ভূষণ); সাধারণ গৃহ (রা-শিরোমণি)। প্রাসাদ—উন্নত অট্টালিকা (রা-ভূষণ); রাজগৃহ (রা-শিরোমণি)।

ব্যতীত বত্রিশ কোটি ভীমকর্মা রাক্ষসের প্রভু। একা আমারই এক হাজার ভৃত্য আছে। বিশালাক্ষী, তুমি আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়, আমার রাজ্য ও জীবন সকলই এখন তোমারই। প্রিয়া, আমার যে বহুসংখ্যক উত্তমা স্ত্রী আছে, তুমি আমার ভার্যা হইয়া তাহাদের অধীশ্বরী হও। তুমি আমার হিতকথা শোন। অন্যমত করিয়া কি ফল হইবে? আমি অনঙ্গতাপে সন্তাপিত, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ভজনা কর। এই শতযোজন বিস্তৃত লঙ্কা সমুদ্রে পরিবেষ্টিত, সুরাসুর কেহ ইহাকে জয় করিতে পারে না। আমি ত্রিলোকের দেবতা ঋষি গন্ধর্ব ও যক্ষ প্রভৃতির মধ্যে এমন কাহাকেও দেখি না, যে বীর্যে আমার তুল্য হইতে পারে। রাজ্যভ্রষ্ট দীনহীন তাপস পাদচারী অল্পতেজা মানুষ রামকে লইয়া তুমি কি করিবে? সীতা তুমি আমাকে ভজ—আমিই সকল রকমে তোমার যোগ্য পতি। ভীরু, যৌবন অনিত্য, তুমি এখানে থাকিয়া আমার সহিত ভোগবিলাসে রত হও। বরাননা, আর রামকে দেখিতে চাহিও না। কেহ যেমন আকাশের প্রবলবেগে প্রবাহিত বায়ুকে রজ্জু দিয়া বাঁধিতে বা প্রদীপ্ত বিমল (নির্ধূম) অগ্নিশিখাকে হস্তে ধারণ করিতে পারে না, তেমনি রাম এখানে আসিবার কল্পনাও করিতে পারিবে না। শোভনা, ত্রিলোকে এমন কাহাকেও দেখি না, যে বিক্রমপ্রকাশে আমার বাহুবলে রক্ষিত তোমাকে লইয়া যাইতে পারে। তুমি এই বিশাল লঙ্কারাজ্যের অধীশ্বরী হও, আমি তোমার দাস হইয়া থাকিব। তাহা হইলে দেবগণ রাক্ষসেরা ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের অন্যান্য সকলেই তোমার সেবা করিবে। এখন তুমি স্নানে তৃপ্ত হইয়া আমার মনোরঞ্জন কর। তোমার পূর্বের দুষ্কৃতি (পাপ) বনবাসে ক্ষয় হইয়াছে, এখন সুকৃতির (পুণ্যের) ফলভোগ

কর। মৈথিলী, এখানে যে-সকল মাল্য, দিব্যগন্ধ ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কারাদি আছে, তুমি আমার সহিত সে-সকল উপভোগ কর। সুমধ্যমা, আমার বৈমাত্র ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে সূর্যের ন্যায় প্রভাশালী, মনের ন্যায় দ্রুতগামী, বিশাল ও রমণীয় বিমানখানা আমি তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়াছি, তুমি তাহাতে চড়িয়া আমার সহিত যথেচ্ছ বিচরণ কর। সুনিতম্বিনী, তোমার বিমল পদ্মতুল্য সুদৃশ্য মুখ শোকে মলিন হইয়া শোভাহীন হইয়াছে।

রাবণ এইরূপ বলিলে, সীতা তাঁহার চন্দ্রতুল্য বদন অঞ্চলে আচ্ছাদিত করিয়া মন্দ মন্দ অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রাবণ বলিলেন,—বিদেহরাজতনয়া, ধর্মলোপের আশঙ্কায় লজ্জিত হইও না, আমাদের প্রণয়-বন্ধন ধর্মসম্মতই হইবে। আমি তোমার কোমল চরণযুগলে মাথা কুটিতেছি—তুমি অবিলম্বে আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমার একান্ত অনুগত দাস। রাবণ কখন কোন রমণীর চরণ স্পর্শ করে না, কিন্তু আজ সে নিতান্ত কামপীড়িত হইয়া তোমাকে যাহা বলিতেছে, তাহা যেন নিরর্থক না হয়। (৫৫ সর্গ)

তখন শোকাতুরা সীতা রাবণ ও তাঁহার মধ্যে একটি তৃণ রাখিয়া নির্ভয়ে উত্তর করিলেন,—রাক্ষস, আমি যদি রামের সম্মুখে তোর দ্বারা এরূপ লাঞ্ছিত হইতাম, তবে জনস্থানে খর যেমন নিহত হইয়াছে, তুইও যুদ্ধে তেমনি নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইতিস্। তুই দেবাসুরের অবধ্য হইতে পারিস্, কিন্তু রামের সহিত শত্রুতা করিয়া প্রাণ থাকিতে পরিত্রাণ পাইবি না। তোর দুষ্কর্মের জন্য তুই হতশ্রী হতবীর্য নির্জীব ও গতায়ু হইয়াছিস; তোর অপরাধেই লঙ্কা অনাথিনী হইবে। প্রাণীদের যখন মৃত্যুকাল নিকটে আসে, তখন কালের বশীভূত হইয়া তাহারা কার্যাকার্য-বিবেচনাহীন হয়। রাক্ষসাধম,

তুই যখন আমাকে উৎপীড়ন করিয়াছিস্, তখন তোর নিজের, রাক্ষস-দিগের ও তোর অন্তঃপুরিকাদের বিনাশের কাল আসিয়াছে। পাপাত্মা, আমি নিয়তধর্মশীল রামের পতিব্রতা ধর্মপত্নী,—তুই আমাকে কখন স্পর্শ করিতে পারিবি না। রাক্ষস, আমার এই দেহ এখন জড়বৎ অসাড়, * তুই ইহাকে বধ বা বন্ধন কর্, আমি ইহা বা আমার জীবন আর রক্ষা করিতে চাই না—পৃথিবীতে আমার অসতী অপবাদও হইতে দিতে পারিব না।

সীতার এই কঠোর ও লোমহর্ষণ কথা শুনিয়া, রাবণ তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন,—শোন মৈথিলী, তুমি যদি বারো মাসের মধ্যে আমার বশ না হও, তবে পাচকেরা আমার প্রাতরাশের জন্য তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিবে। তারপর তিনি বিরূপা ও ভয়ঙ্করী রাক্ষসীদিগকে বলিলেন,—তোরা শীঘ্র ইহার দর্প চূর্ণ কর্। তাহারা করজোড়ে সীতাকে বেষ্টন করিল। তখন রাবণ যেন পদ-ভরে মেদিনী কম্পিত ও বিদীর্ণ করিয়া আবার রাক্ষসীদের বলিলেন,—তোরা ইঁহাকে অশোকবনে লইয়া গিয়া গোপনে রক্ষণাবেক্ষণ কর্। কখন ভয়ঙ্কর তিরস্কার করিয়া, আবার কখন সান্ত্বনা দিয়া শীঘ্র ইঁহাকে আমার অনুগত করিয়া দে।

রাবণের আদেশে রাক্ষসীরা সীতাকে অশোকবনে লইয়া গেল। সেখানে শোকাতুরা সীতা রামলক্ষ্মণের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া মহা-দুঃখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। (৫৬ সর্গ)

---

* নিঃসংজ্ঞং (মূল)—স্বতো জড়ম্ (রা-তিলক)। জড় পদার্থের ন্যায় অনুভূতিহীন।

১৪

সীতার অন্বেষণ—রামের বিলাপ (৫৭-৬৩ সর্গ)

এদিকে মৃগরূপী মারীচকে বধ করিয়া রাম তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরিতেছেন, এমন সময় তাঁহার পশ্চাতে শৃগালেরা ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া রাম অমঙ্গল-আশঙ্কায় ব্যাকুল হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—মারীচ মরিবার সময় আমার স্বর অনুকরণ করিয়া যে শব্দ করিয়াছে, তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ হয়তো সীতাকে আশ্রমে একলা রাখিয়াই আমার খোঁজে আসিবেন, কিংবা সীতাই হয়তো লক্ষ্মণকে পাঠাইবেন। তাহা হইলে, সেই সুযোগে হয়তো কোন রাক্ষস সীতাকে ভক্ষণ বা বধ করিয়া থাকিবে। জনস্থানের যুদ্ধ হইতে রাক্ষসদের সহিত আমার শত্রুতা হইয়াছে—অনেক দুর্লক্ষণও দেখিতে পাইতেছি, জানি না সীতা ও লক্ষ্মণ কুশলে আছেন কি না।

এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া রাম দ্রুত আশ্রমের দিকে চলিলেন। তখন তাঁহার বামদিকে মৃগপক্ষীরা নানারূপ ভীষণ ধ্বনি করিতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, লক্ষ্মণ ম্লানমুখে তাঁহার দিকে আসিতেছেন। রাম লক্ষ্মণের বাম হাত ধরিয়া তাঁহাকে আর্তস্বরে ও মিঠাকড়া ভাষায় বলিলেন,—লক্ষ্মণ, সীতাকে ছাড়িয়া এখানে তোমার আসা অন্যায় হইয়াছে। জানি না সীতা কুশলে আছেন কিনা। আমি বহু দুর্লক্ষণ দেখিতেছি, নিশ্চয় রাক্ষসেরা সীতাকে অপহরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে।* লক্ষ্মণ, আমার

* বিনষ্টা ভক্ষিতা বাপি (মূল, ৫৭।১৯)। বিনষ্টা—অপহৃতা (রা-তিলক)। রাক্ষসেরা সীতাকে বিনাশ করিয়াছে বা খাইয়া ফেলিয়াছে—এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে।

মন বড় খারাপ হইয়াছে এবং বামচক্ষু স্পন্দিত হইতেছে, নিশ্চয় সীতা আশ্রমে নাই—হয় কেহ তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, নয় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিংবা তিনি পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। (৫৭ সর্গ)

ক্ষণকাল পরে রাম আবার বলিতে লাগিলেন,—লক্ষ্মণ, আমি যাঁহাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তও বাঁচিয়া থাকিতে পারি না, যিনি আমার প্রাণের অবলম্বন, সেই দেবকন্যাতুল্যা সীতা এখন কোথায়? আমি সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা জানকী বিনা পৃথিবীর রাজত্ব, এমন কি দেবগণের প্রভুত্বও (ইন্দ্রত্বও) চাই না। বীর, আমার প্রাণাধিকা বৈদেহী বাঁচিয়া আছেন তো? আমার বনবাস মিথ্যা (বিফল) হইবে না তো?* সৌমিত্রি, সীতার জন্য আমার মৃত্যু হইলে এবং তুমি একলা ফিরিয়া গেলে, কৈকেয়ী পূর্ণমনোরথ ও সুখী হইবেন। তখন মৃতপুত্রা শোকসন্তপ্তা কৌশল্যাকে সবিনয়ে কৈকেয়ীর খোসা-মোদ করিতে হইবে। লক্ষ্মণ, সুশীলা সীতা জীবিত থাকিলেই আমি আশ্রমে ফিরিব, নতুবা আমিও প্রাণত্যাগ করিব। আমি আশ্রমে ফিরিলে, সীতা যদি আমার সম্মুখে আসিয়া হাসিমুখে কথা না বলেন, তাহা হইলেও আমি মরিব। লক্ষ্মণ, বল, সীতা বাঁচিয়া আছেন কিনা—না তোমার অসাবধানতার জন্য রাক্ষসেরা সেই দুঃখিনীকে খাইয়া ফেলিয়াছে? তুমি তাঁহাকে একলা ফেলিয়া আসায় সকল রকমেই দুঃখের বিষয় হইয়াছে এবং নির্মম রাক্ষসেরাও প্রতিশোধ লইবার সুযোগ পাইয়াছে। (৫৮ সর্গ)

---

* অর্থাৎ সীতা বাঁচিয়া থাকিলে রাম বাঁচিয়া থাকিবেন, সীতা মরিলে চৌদ্দ বৎসর বনবাসের পূর্বেই রাম মরিবেন এবং তাঁহার বনবাসব্রত বিফল হইবে। (রা-তিলক)

তখন লক্ষ্মণ দুঃখিতভাবে বলিলেন,—আর্য, আমি নিজের ইচ্ছায় সীতাকে ছাড়িয়া আসি নাই। আপনার ন্যায় স্বরে 'হা লক্ষ্মণ!' শব্দ শুনিয়া সীতা ভীত ও ব্যাকুল হইয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি আশ্রম ত্যাগ করিতে চাহি নাই, কিন্তু শেষে সীতার দারুণ দুর্বাক্যে আমার অত্যন্ত ক্রোধ হওয়ায় আমি চলিয়া আসিয়াছি।

রাম সুসন্তপ্ত হইয়া বলিলেন,—সৌম্য, স্ত্রীলোকের দুর্বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কথা অমান্য করা তোমার পক্ষে সর্বপ্রকারেই অনুচিত হইয়াছে এবং সেজন্য আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। আমি মৃগরূপী মারীচকে বধ করিয়াছি। সে-ই মৃত্যু-কালে আমার স্বরের অনুকরণে 'হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল। (৫৯ সর্গ)

এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহারা ত্বরিতপদে আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, তাহা শূন্য। তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া আশ্রমের চারিদিকে সীতার বহু খোঁজ করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। পরে তাঁহারা পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাহাও সীতাশূন্য—যেন হেমন্তের হেমবিধ্বস্ত পদ্ম-সরোবরের ন্যায় শ্রীহীন। বৃক্ষেরা যেন রোদন করিতেছে, পুষ্পসকল যেন ম্লান, মৃগ-পক্ষীরা যেন বিষণ্ণ, আশ্রম নিতান্ত শ্রীহীন ও বিপর্যস্ত, বনদেবতারা যেন সে-স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তখন রাম বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হায়, সীতাকে কি কেহ হরণ করিল, না তাঁহার মৃত্যু হইল? তিনি কি অদৃশ্য হইলেন, না তাঁহাকে রাক্ষসেরা খাইয়া ফেলিল? তিনি কি কোথাও লুকাইয়া রহিয়াছেন, না বনমধ্যে গিয়াছেন? তিনি কি পুষ্পচয়নে বা ফল-আহরণে গিয়াছেন, না জল আনিবার জন্য সরোবরে বা নদীতে

গিয়াছেন? পরে রাম সযত্নে বনমধ্যে সীতার খোঁজ করিয়াও তাঁহাকে না পাইয়া শোকে আরক্তনয়ন ও পাগলের মত হইলেন। তখন তিনি বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ছুটিয়া যাইতে লাগিলেন এবং বিলাপ করিতে করিতে নদ-নদী ও পর্বতে বিচরণ করিতে থাকিলেন।

কদম্ববৃক্ষের নিকটে গিয়া রাম বলিলেন,—কদম্ব, আমার প্রিয়া সীতা তোমার পুষ্প বড় ভালবাসেন, তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? সেই সুবদনী কোথায়, জানিলে বল। বিল্বকে বলিলেন,—বিল্ব, স্নিগ্ধপল্লবতুল্য কোমলাঙ্গী, পীতকৌশেয়বাসিনী, বিল্বস্তনী সীতাকে যদি তুমি দেখিয়া থাক, বল। করবীকে * বলিলেন,—করবী, তুমি আমার প্রেয়সী তন্বী জানকীর খুব প্রিয়, তিনি বাঁচিয়া আছেন কিনা বল।··· অশোককে বলিলেন,—শোকহারী অশোক, আমি শোকে হতচেতন হইয়াছি, তুমি শীঘ্র আমার প্রিয়াকে দেখাইয়া আমার শোক দূর কর। তাল, তুমি যদি পক্বতালোপমস্তনী সুনিতম্বিনী সীতাকে দেখিয়া থাক এবং তোমার যদি আমার উপর করুণা হয়, তবে আমাকে তাঁহার খবর বল। জম্বু, তুমি যদি আমার প্রেয়সী কাঞ্চনবর্ণা সীতাকে দেখিয়া থাক বা তাঁহার বিষয় কিছু জান, তবে নির্ভয়ে আমাকে তাহা বল। কর্ণিকার, তুমি পুষ্পিত হইয়া খুব শোভা পাইতেছ, তুমি আমার প্রিয়ার বড় প্রিয়, তুমি যদি সেই সাধ্বীকে দেখিয়া থাক, বল। এইরূপে রাম ভ্রান্ত ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া আম কাঁটাল দাড়িম্ব বকুল চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষের নিকট গিয়া তাহাদিগকে সীতার বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন।

পরে তিনি বন্য জন্তুগণকেও সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে

* অর্জুন (মূল)—করবী (রা-তিলক)। 'করবীরঃ করালশ্চ করবীরী তথার্জুনঃ' (নিঘণ্টুঃ)।

লাগিলেন।··· মৃগ, আমার প্রিয়তমা জানকী হয়তো মৃগ দেখিবার জন্য মৃগীদের সহিত বিচরণ করিতেছেন, তুমি কি সেই মৃগশিশু-নয়নার বিষয় কিছু জান ? গজবর, তুমি বোধ হয় সীতাকে চেন, সেই গজনাসাতুল্য উরুবিশিষ্টাকে দেখিয়া থাকিলে, বল। ব্যাঘ্র, তুমি যদি আমার প্রিয়া চন্দ্রাননা মৈথিলীকে দেখিয়া থাক তো নির্ভয়ে ও অকপটে বল।

তারপর রাম যেন হঠাৎ সীতাকে দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন—প্রিয়া, কমললোচনা, তুমি ছুটিয়া পলাইতেছ কেন, আমি যে তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি, তুমি আপনাকে গাছের পিছনে লুকাইয়া রাখিয়া আমার কথার উত্তর দিতেছ না কেন ? বরারোহা, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার উপর কি তোমার দয়া নাই, তুমি তো তেমন পরিহাসশীলা নও, তবে কি জন্য আমাকে উপেক্ষা করিতেছ ? বরবর্ণিনী*, আমি তোমাকে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়াছি, আমি তোমার পীতকৌশেয় বসন দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছি, তোমার যদি আমার উপর ভালবাসা থাকে, তবে দাঁড়াও। না, ইনি তো চারুহাসিনী সীতা নন, তিনি কখনই এইরূপ দুঃখের সময়ে আমাকে উপেক্ষা করিতেন না, নিশ্চয়ই আমার অনুপস্থিতিতে রাক্ষসেরা তাঁহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে !··· মহাবাহু লক্ষ্মণ, তুমি কি আমার প্রেয়সী সীতাকে দেখিতে পাইতেছ ? হায় প্রিয়া, হায় ভদ্রে, হায় সীতা, তুমি কোথায় গেলে ?†

---

* উত্তমা নারী। 'শীতে সুখোষ্ণসর্বাঙ্গী গ্রীষ্মে যা সুখশীতলা ভর্তৃভক্তা চ যা নারী সা ভবেদ্ বরবর্ণিনী।'

† কিং ধাবসি প্রিয়ে নূনং দৃষ্টাসি কমলেক্ষণে।
বৃক্ষৈরাচ্ছাদ্য চাত্মানং কিং মাং ন প্রতিভাষসে॥

বার বার এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রাম কোথাও অপেক্ষা না করিয়া ক্রমাগত বন পর্বত নদী ও প্রস্রবণ ইত্যাদিতে দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিয়া সীতাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও সীতার সন্ধান পাইলেন না। (৬০ সর্গ)

পরে তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ, সীতাবিহীন হইয়া আমি আর বাঁচিব না। পরলোকে পিতার সহিত দেখা হইলে তিনি নিশ্চয় আমাকে বলিবেন,—তুমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বনে গিয়াছিলে, কিন্তু নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইবার পূর্বেই কেন এখানে আমার নিকটে আসিলে? তুমি স্বেচ্ছাচারী নীচ ও মিথ্যাবাদী, তোমাকে ধিক্!

তখন লক্ষ্মণ রামকে বলিলেন,—বীর, আপনি মহাবুদ্ধিমান, আপনি এরূপ দুঃখ করিবেন না। আসুন, আমরা এই বহুকন্দর-শোভিত পর্বতে সীতাব খোঁজ করি। বনভ্রমণ মৈথিলীর খুব প্রিয়, হয়তো তিনি কোন বনে বা সুপুষ্পিত পদ্ম-সরোবরে বা মৎস্যবহুল বেতসসঙ্কুল নদীতে গিয়াছেন। অথবা আমাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য বা আমরা তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি

তিষ্ঠ তিষ্ঠ বরারোহে ন তেঽস্তি করুণা ময়ি।
নাত্যর্থং হাস্যশীলাসি কিমর্থং মামুপেক্ষসে॥
পীতকৌশেয়কেনাসি সূচিতা বরবর্ণিনি।
ধাবন্ত্যপি ময়া দৃষ্টা তিষ্ঠ যদ্যস্তি সৌহৃদম্॥
নৈব সা নূনমথবা হিংসিতা চারুহাসিনী।
কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তং হি মাং নূনং যথাপেক্ষিতুমর্হতি॥ (৬০।২৬-২৯)
হা লক্ষ্মণ মহাবাহো পশ্যসে ত্বং প্রিয়াং কচিৎ।
হা প্রিয়ে ক্ব গতা ভদ্রে হা সীতেতি পুনঃপুনঃ॥ (৬০।৩৫)

কি না, তাহা দেখিবার জন্য কোথাও লুকাইয়া রহিয়াছেন। আর্য, আপনি শোক করিবেন না; চলুন, আমরা বনের সর্বত্র খুঁজিয়া দেখি।

তারপর রাম-লক্ষ্মণ আবার সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বন পর্বত নদী সরোবরে এবং পর্বতের সানু শিখর ও সমতল প্রদেশে খোঁজ করিয়াও সীতার দেখা পাইলেন না। তখন রাম লক্ষ্মণের প্রবোধ না মানিয়া উচ্চ-স্বরে রোদন করিতে থাকিলেন। (৬১ সর্গ)

পরে রাম বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হায়, আজ কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। আমি সীতার সহিত অযোধ্যার রাজপুরী হইতে বাহির হইয়াছিলাম, এখন তাঁহাকে ছাড়িয়া কিরূপে সেই শূন্য অন্তঃপুরে ফিরিব? লোকে আমাকে নির্দয় ও নির্বীর্য বলিবে। মিথিলাধিপতি জনক আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে, আমি কিরূপে তাঁহার সহিত দেখা করিব? তিনি আমাকে সীতা-বিরহিত দেখিয়া কন্যার শোকে নিশ্চয়ই অচেতন হইবেন। আমার পিতাই ধন্য, স্বর্গে বাস করায় তাঁহাকে আর এ কষ্ট ভোগ করিতে হইল না। আমি আর অযোধ্যায় যাইব না। অযোধ্যার কথা কি, সীতা বিনা স্বর্গও আমার কাছে শূন্য বলিয়া বোধ হইবে। সীতাকে না পাইলে, আমি কিছুতেই বাঁচিব না। লক্ষ্মণ, তুমি আমাকে এই বনে পরিত্যাগ করিয়া রমণীয় অযোধ্যাপুরীতে ফিরিয়া যাও। ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আমার নাম করিয়া বলিবে, রাম অনুমতি দিয়াছেন, তুমি রাজ্য পালন করিতে থাক। তারপর তুমি কৈকেয়ী সুমিত্রা ও কৌশল্যা —আমার এই মাতাদের আমার হইয়া যথাবিধি অভিবাদন করিবে

এবং আমার জননীকে সীতার ও আমার বিনাশের কথা বিস্তারিত-ভাবে বলিবে আর তাঁহাকে সযত্নে রক্ষা করিবে।

রাম এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে লক্ষ্মণের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইল এবং তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। (৬২ সর্গ)

রাম শোক ও মোহে* কাতর এবং দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আবার লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন,—বোধ হয় পৃথিবীতে আমার মত পাপী আর নাই। সেজন্যই শোকের পর শোক আমার হৃদয় ও মন বিদীর্ণ করিতেছে। লক্ষ্মণ, রাজ্যচ্যুতি স্বজনবিচ্ছেদ পিতৃবিয়োগ ও মাতৃবিরহ—এ-সকল মনে পড়ায় এখন আমার শোকরাশি† উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। আমি সীতার সহবাসে বনে, সকল দুঃখ ক্লেশই‡ ভুলিয়া ছিলাম, কিন্তু কাষ্ঠসহযোগে অগ্নি যেমন সহসা প্রদীপ্ত হয়, সেইরূপ সীতার বিরহে সবই আবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রাক্ষসেরা সীতাকে হরণ করিবার সময়ে না জানি সেই কলকণ্ঠা ভীত হইয়া কতই কাঁদিয়াছেন। প্রিয়ার সুগোল স্তনযুগল সতত উৎকৃষ্ট ও মনোহর হরিচন্দনে*† লিপ্ত থাকিত, এখন হয়তো রাক্ষসেরা ভক্ষণের সময়ে তাহা শোণিতপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আমার এখনও মৃত্যু হইল না। যে মুখে কুঞ্চিত কেশদাম শোভা পাইত এবং মৃদুমধুর সুস্পষ্ট কথা বাহির

* প্রিয়জনবিরহে চিত্তের বিকলতা বা বিহ্বলতা। (রা-তিলক)

† শোকবেগম্ (মূল)—শোকরাশিং (রা-ভূষণ)।

‡ দুঃখ—মানসিক কষ্ট। ক্লেশ—শারীরিক কষ্ট।

*† লোহিতস্য চন্দনস্য (মূল)—হরিচন্দনস্য (রা-তিলক ও রা-ভূষণ) অথবা কুঙ্কুমাদিরঞ্জিত উৎকৃষ্ট চন্দন (রা-শিরোমণি ও রা-ভূষণ)।

হইত, এখন হয়তো তাহা রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় নিতান্ত হতশ্রী হইয়াছে। হয়তো রক্তলোলুপ রাক্ষসেরা পতিব্রতা প্রিয়ার হার-শোভিত গ্রীবা নির্জনে ছিন্ন করিয়া রক্ত পান করিয়াছে। হয়তো রাক্ষসেরা আমার অনুপস্থিতিতে বিজন বনে তাঁহাকে পরিবেষ্টন ও আকর্ষণ করিলে, সেই আয়তলোচনা আমার প্রত্যাগমন কামনায় সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া * দীনা কুররীর (ভেড়ীর) ন্যায় আর্তনাদ করিয়াছিলেন। পূর্বে সেই উদারস্বভাবা, মৃদুমধুরহাসিনী এই শিলাতলে আমার পাশে বসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া তোমার সহিত কত কথা বলিয়াছেন। নদীশ্রেষ্ঠা গোদাবরী সকল সময়েই আমার প্রিয়ার প্রিয়, আমার মনে হয়, তিনি হয়তো সেখানেই গিয়াছেন—কিন্তু তিনি তো কখন একলা সেখানে যান না। অথবা সেই পদ্মাননা পদ্মপলাশনেত্রা হয়তো পদ্ম আনিতে গিয়াছেন—কিন্তু তাহাও সম্ভব নয়, কারণ তিনি কখন আমাকে ছাড়িয়া পদ্ম আনিতে যান না। হয়তো তিনি খেয়ালবশে এই পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে শোভিত ও নানাপক্ষিপূর্ণ বনে প্রবেশ করিয়াছেন—কিন্তু তাহাও হইতে পারে না, কেন না, তিনি খুব ভীরু ও একা কোথাও যাইতে বড় ভয় পান। সূর্যদেব, তুমি লোকের কার্যাকার্য সকলই জান এবং সত্যমিথ্যা সবকিছুরই সাক্ষী, আমি নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছি, আমার প্রেয়সী সীতা কোথায় গিয়াছেন বা কেহ তাঁহাকে হরণ করিয়াছে কিনা বল। পবনদেব, ত্রিলোকে এমন কিছুই নাই যাহা তুমি না জান, বল, কুলমর্যাদাশালিনী জানকীর কি মৃত্যু হইয়াছে, না

* আয়তকান্তনেত্রা (মূল)—আয়তে বিস্তৃতে কান্তায় পত্যন্বেষণায় নেত্রে যস্যাঃ সা (রা-শিরোমণি)। আয়তকান্তনেত্রেত্যনেন তৎকালে মদাগমনমার্গ-ব্যগ্রতোক্তা (রা-ভূষণ)।

কেহ তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, না তিনি কোথাও কোন পথিমধ্যে রহিয়াছেন।

তখন তেজস্বী লক্ষ্মণ রামকে বলিলেন,—আর্য, আপনি শোক পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্যধারণ করুন এবং সীতার অন্বেষণে উদ্যোগী হউন; উদ্যোগীরা অতিদুষ্কর কাজেও অবসন্ন (নিরুৎসাহ) হন না। (৬৩ সর্গ)

১৫

রামের ক্রোধ—লক্ষ্মণের সান্ত্বনা (৬৪-৬৬)

রাম কাতরবচনে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ, তুমি শীঘ্র গোদাবরী নদীতে যাইয়া দেখ, সীতা সেখানে পদ্ম আনিতে গিয়াছেন কি না।

লক্ষ্মণ দ্রুতপদে আবার গোদাবরীতে গেলেন এবং সেখানে ভালরূপ খোঁজ করিয়া, ফিরিয়া আসিয়া রামকে বলিলেন,—আমি গোদাবরীর সকল ঘাটই দেখিলাম, কিন্তু কোথাও বৈদেহীকে দেখিতে পাইলাম না। চীৎকার করিয়া ডাকিয়াও কোন সাড়া পাইলাম না। তিনি কোথায় গিয়াছেন বুঝিতে পারিতেছি না।

তখন রাম নিজেই গোদাবরীতে গেলেন এবং সেখানকার সকলকেই সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সেই নদী বা প্রাণীরা রাবণের ভয়ে তাঁহার সীতাহরণের কথা জানিয়াও কিছুই বলিল না। পরে রাম শোকাকুল হইয়া বার বার গোদাবরীকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলেও এবং প্রাণীরা তাহাকে অনুরোধ করিলেও গোদাবরী দুরাত্মা রাবণের ভয়ানক রূপ ও কার্যের কথা স্মরণ করিয়া ভয়ে সীতার কথা কিছুই বলিল না।

রাম নিরাশ ও দুঃখিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সৌম্য, আমি সীতাকে হারাইয়া, রাজা জনক ও আমার জননীর নিকট যাইয়া কিরূপে তাঁহাদের সে অপ্রিয় সংবাদ বলিব? আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া বনে বন্য ফলমূলাদি আহারে প্রাণরক্ষা করিতেছি, এ সময় যিনি আমার শোক দূর করিতেন, সেই বৈদেহী এখন কোথায় গেলেন? আমি জ্ঞাতিবিহীন, সীতাও অদৃশ্য হইলেন, এখন অনিদ্রায় রাত্রিও আমার নিকট দীর্ঘ বোধ হইবে। লক্ষ্মণ, সীতা লাভের সম্ভাবনা থাকিলে, আমি এই প্রস্রবণ গিরি মন্দাকিনী নদী ও জনস্থানে পরিভ্রমণ করিতে পারি। বীর, ঐ দেখ, মৃগেরা বার বার আমার দিকে তাকাইতেছে; উহাদের আকার-ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, উহারা যেন আমাকে কিছু বলিতে চায়।

রাম বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মৃগদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সীতা কোথায়? মৃগেরা সহসা গাত্রোত্থান করিয়া, দক্ষিণাভিমুখী হইয়া আকাশের দিকে চাহিতে লাগিল এবং সীতা যে দিকে অপহৃত হইয়াছেন, রামের দিকে তাকাইতে তাকাইতে ও উচ্চধ্বনি করিতে করিতে সেই দিকে চলিল। লক্ষ্মণ তাহাদের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া রামকে বলিলেন, দেব, আপনি সীতা কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, মৃগেরা সহসা উঠিয়া দক্ষিণ-দিক ও সে দিকের পথ দেখাইয়া দিতেছে। ভাল, চলুন, আমরা দক্ষিণ-দিকেই যাই, হয়তো ইহাতে পূজনীয়া জানকীর দেখা বা তাঁহার কোন নিদর্শন মিলিতে পারে।

রাম তাহাতে সম্মত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত ভূতল নিরীক্ষণ করিতে করিতে দক্ষিণ-দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা পথের একস্থানে কতকগুলি ফুল পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলেন। তাহা দেখিয়া রাম দুঃখিতভাবে বলিলেন,—লক্ষ্মণ, আমি বৈদেহীকে এই

ফুলগুলি দিয়াছিলাম এবং তিনি এগুলি কেশে ধারণ করিয়াছিলেন।

তারপর রাম প্রস্রবণ গিরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পর্বতশ্রেষ্ঠ, তুমি কি এই রমণীয় বনে আমার হারানো সর্বাঙ্গসুন্দরী কমনীয়া সীতাকে দেখিয়াছ? তুমি সেই কাঞ্চনবর্ণাকে দেখাইয়া দাও, নতুবা তুমি আমার বাণাগ্নিতে দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইবে। আর এই গোদাবরী নদীকেও চন্দ্রাননা সীতার খবর না বলিলে শুষ্ক করিয়া ফেলিব।

এমন সময় রাম ভূতলে রাক্ষসের ও সীতার পদচিহ্ন এবং ভগ্ন ধনু তূণ ও খণ্ডবিখণ্ড রথ দেখিতে পাইলেন। তিনি উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ, দেখ, সীতার ভূষণের স্বর্ণখণ্ডসকল ও মাল্যাদি পড়িয়া রহিয়াছে এবং ধরাতল রক্তবিন্দুতে আচ্ছাদিত। বোধ হয়, রাক্ষসেরা সীতাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইয়াছে। সুমিত্রানন্দন, সীতার জন্য বিবাদ করিয়া দুইটি রাক্ষসে এখানে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছে। কাহার এই মণিমুক্তাবিজড়িত ভগ্ন সুবৃহৎ ধনু মাটিতে পড়িয়া আছে? এই ভগ্ন স্বর্ণকবচ ও শতশলাকাযুক্ত দিব্যমাল্যবিভূষিত ভগ্নদণ্ড ছত্রই বা কাহার? কাহার রথের এই পিশাচবদন কাঞ্চনবর্মাবৃত ভয়ঙ্কর মহাকায় খর যুদ্ধে নিহত হইয়াছে? এই প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় দ্যুতিমান যুদ্ধধ্বজ ও ভগ্ন ভূপতিত যুদ্ধরথই বা কাহার? এই স্বর্ণবিভূষিত ভয়ঙ্কর বিশিখ (ফলকহীন) ভগ্ন ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত বাণগুলি কাহার? এই দেখ, শরপূর্ণ বিধ্বস্ত তূণদ্বয় এবং বল্‌গা ও কষাহস্তে নিহত সারথি পড়িয়া রহিয়াছে? বৎস, এ-সকল কাহার? কোন রাক্ষসের, না দেবতার? এই পদচিহ্ন নিশ্চয়ই কোন পুরুষ রাক্ষসের। সৌম্য, ঐ অতিনিষ্ঠুর

কামরূপী রাক্ষসদের সহিত এখন আমার পূর্বাপেক্ষা শতগুণ ও মারাত্মক* শত্রুতা উপস্থিত হইল। দুঃখিনী সীতা এই মহাবনে রাক্ষসদের দ্বারা নিহত অপহৃত বা ভক্ষিত হইলেন, ধর্মও যখন তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন আর কে আমার কি প্রিয় কাজ করিতে পারিবেন ? লক্ষ্মণ, যিনি সকল লোকের কর্তা ও বীর, তিনি দয়ালু বলিয়া প্রাণীরা অজ্ঞানতাবশে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে † (ভয় করে না ‡)। আমি মৃদুস্বভাব, লোকের হিতকারী, সংযতেন্দ্রিয় ও দয়াশীল, এজন্য দেবতারা নিশ্চয়ই আমাকে বীর্যহীন মনে করেন। আমার গুণগুলিও দোষ হইয়া উঠিয়াছে। দেখ লক্ষ্মণ, প্রলয়কালের মহাসূর্য যেমন চন্দ্রের জ্যোৎস্না বিলুপ্ত করিয়া উদিত হন, তেমনি সকল রাক্ষসের, এমন কি সকল প্রাণীর বিনাশের জন্য আজ আমার তেজ সমস্ত গুণ বিলুপ্ত করিয়া প্রকাশিত হইবে। লক্ষ্মণ, আজ যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব পিশাচ কিন্নর বা মনুষ্য, কেহই সুখে থাকিতে পারিবে না। আজ আমি বাণবর্ষণে আকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া ত্রিলোকের সকলের গতিরোধ করিব। সুমিত্রানন্দন, যদি

---

* জীবিতান্তকম্ (মূল) অর্থাৎ ইহাতে রাক্ষসেরা সমূলে বিনষ্ট হইবে (রা-ভূষণ)। ইহাতে রাক্ষসেরা প্রাণ হারাইবে (রা-শিরোমণি)।

† কর্তারমপি লোকানাং শূরং করুণবেদিনম্।
অজ্ঞানাদবমন্যেরন্ সর্বভূতানি লক্ষ্মণ ॥ (৬৪।৫৪)

সর্বলোকের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহারকর্তা ত্রিপুরাদিনাশন মহাবীর মহেশ্বর পরম দয়ালু বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, সেজন্য প্রাণীরা অজ্ঞানতাবশে তাঁহাকে অবজ্ঞা করে—ভাবে, ইনি কুপিত হইয়া আর আমাদের কি করিবেন ? (রা-তিলক)।

‡ রা-শিরোমণি ও রা ভূষণ।

দেবতারা ভালয় ভালয় সীতাকে না দেন, তবে এখনই আমার বিক্রম দেখিতে পাইবেন। জরা মৃত্যু কাল ও দৈবকে যেমন কোন প্রাণীই কখনও নিবারণ করিতে পারে না, সেই রূপ ক্রোধাবিষ্ট আমাকে আজ কেহ কিছুতেই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। (সর্গ ৬৪)

এইরূপে রাম প্রলয়কালের রুদ্রের মত সকল লোক বিনাশে উদ্যত হইলেন, লক্ষ্মণ তাঁহার সেই অদৃষ্টপূর্ব পরমক্রোধাকুল মূর্তি দেখিয়া শুষ্কমুখে করজোড়ে বলিলেন,—আর্য, আপনি স্বভাবতঃ মৃদু-স্বভাব সংযতেন্দ্রিয় ও সর্বহিতে রত, এখন ক্রোধের বশে আপনার সে স্বভাব পরিত্যাগ করিবেন না। যেমন চন্দ্রে শ্রী, সূর্যে প্রভা, বায়ুতে গতি ও পৃথিবীতে ক্ষমা (সহিষ্ণুতা) নিয়ত বর্তমান, সেই-রূপ আপনি সর্বদা উৎকৃষ্ট যশের অধিকারী। এখানে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা একজন রথীর যুদ্ধ, দুইজনের নয়, বহু-সৈন্যের পদচিহ্নও দেখিতেছি না। সুতরাং একের অপরাধে আপনার সকল লোক বিনাশ করা উচিত নয়। যে সীতাকে হরণ করিয়াছে, আপনি ধনু হস্তে লইয়া ও আমাকে সঙ্গে করিয়া মহর্ষি-দের সহায়তায় তাহার খোঁজ করুন। আপনার ভার্যাপহারীকে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা সমুদ্র পর্বত বন গুহা পদ্ম-সরোবর দেব-লোক গন্ধর্বলোক—সকল স্থান সাবধানে অন্বেষণ করিব। দেবতারা যদি মিষ্টকথায় আপনার পত্নীর সন্ধান না দেন, তবে পরে যাহা উচিত হয়, করিবেন। (সর্গ ৬৫)

পরে লক্ষ্মণ শোকাকুল, অনাথের ন্যায় বিলপমান, মহামোহা-বিষ্ট রামের চরণযুগল ধরিয়া এবং তাঁহাকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—কাকুৎস্থ, আপনি যদি এই দুঃখ সহ্য না করেন, তবে সাধারণ লোকে কিরূপে দুঃখ সহ্য করিতে পারিবে ?

আপনি আশ্বস্ত হউন, বিপদ কাহার না ঘটে? ইহা অগ্নির ন্যায় সকলকেই স্পর্শ করে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার দূরীভূত হয়। সকলের পক্ষেই ইহা স্বাভাবিক ঘটনা। নহুষের পুত্র যযাতি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি স্বর্গচ্যুত হইয়াছিলেন। আমাদের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের একদিনে একশত পুত্র জন্মে, আবার একদিনেই তাহারা বিনষ্ট হয়। যিনি জগতের মাতা ও সকলের পূজনীয়া, সেই পৃথিবীকেও সময়ে সময়ে কম্পিত হইতে দেখা যায়। যাঁহারা সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ, জগতের নেত্রতুল্য ও সকলের আশ্রয়, সেই মহাবল চন্দ্রসূর্যও রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ, সামান্য প্রাণীদের কথা দূরে থাকুক, শ্রেষ্ঠ প্রাণীরা এবং দেবগণও দৈবকে অতিক্রম করিতে পারেন না। শোনা যায়, ইন্দ্রাদি দেবগণও সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনি ব্যথিত হইবেন না। রঘুনন্দন, যদি বৈদেহীর মৃত্যু হইয়া থাকে অথবা কেহ তাঁহাকে অপহরণ করিয়া থাকে, তথাপি আপনার সামান্য লোকের মত শোক করা উচিত নয়। আপনার ন্যায় সতত সর্বদর্শী (সর্ববিষয়ে বিজ্ঞ) ও কর্তব্যাকর্তব্য-বিষয়ে জ্ঞানবান লোকেরা ঘোর বিপদেও শোক করেন না। সুবিজ্ঞ ব্যক্তিরা বুদ্ধিবলে শুভাশুভ বুঝিতে পারেন, অতএব আপনি ভালরূপ বিবেচনা করিয়া কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করুন। ইক্ষ্বাকু-কুলতিলক, আপনি আপনার দিব্য ও মানুষ পরাক্রমের কথা বিবেচনা করিয়া শত্রুবধে সচেষ্ট হউন। সকল লোক বিনষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? আপনি আপনার পত্নীহারী সেই পাপাচারী শত্রুর সন্ধান করিয়া তাহাকে বিনাশ করুন*। (সর্গ ৬৬)

* উদ্ধর্তুমর্হসি (মূল)। উদ্ধর্তুম—বিধ্বংসিতুম্ (রামায়ণ-শিরোমণি) নাশয়িতুম্ (রামায়ণ-ভূষণ)।

১৬

জটায়ুর মৃত্যু (৬৭-৬৮ সর্গ)

সারগ্রাহী রাম লক্ষ্মণের যুক্তিপূর্ণ কথায় প্রবল ক্রোধ দমন ও তাঁহার বিচিত্র ধনুতে দেহভার স্থাপন করিয়া বলিলেন,—বৎস, এখন আমরা কি করিব, কোথায় যাইব এবং কেমন করিয়াই বা সীতার দেখা পাইব, চিন্তা কর।

লক্ষ্মণ বলিলেন,—আর্য, ইহাই জনস্থান। এখানে বহু রাক্ষস থাকে এবং ইহা বহু বৃক্ষলতা, গিরিদুর্গ,* পর্বতগহ্বর ও নানারূপ মৃগাদিতে সমাকুল। কিন্নর ও গন্ধর্বরাও এখানে বাস করে। চলুন, আমরা এই স্থান ভাল করিয়া অন্বেষণ করি।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাম-লক্ষ্মণ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় মহাকায় পক্ষিবর জটায়ুকে রক্তাক্তদেহে ভূতলে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। রাম জটায়ুকে পক্ষিরূপী রাক্ষসবোধে ভাবিলেন, জটায়ু সীতাকে ভক্ষণ করিয়া মনের সুখে বিশ্রাম করিতেছেন। তখন রাম তীক্ষ্ণশরে জটায়ুকে বধ করিতে গেলে, মৃতপ্রায় জটায়ু সফেন রক্ত বমন করিয়া সকাতরে রামকে বলিলেন,—আয়ুষ্মান, তুমি যাঁহাকে খুঁজিতেছ, রাবণ সেই দেবী ও আমার প্রাণ—দুইই হরণ করিয়াছে। রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমি যথাশক্তি তাহার সহিত যুদ্ধ করিলে, সে খড়্গাঘাতে আমার দুই পক্ষ কাটিয়া সীতাকে লইয়া আকাশপথে দক্ষিণদিকে গিয়াছে। রাক্ষস আমাকে বধ করিয়াছে, তুমি আর আমাকে মারিও না।

হাত হইতে ধনুর্বাণ ফেলিয়া দিয়া, রাম কাঁদিতে কাঁদিতে

* পর্বতের মধ্যস্থিত দুর্গম স্থান।

জটায়ুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—আমি দুর্ভাগ্যবশে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনবাসী হইয়াছি, এখন সীতাকেও হারাইলাম; তাহার উপর হিতৈষী পিতৃবন্ধু জটায়ুরও আমাদের জন্য প্রাণ গেল। (৬৭ সর্গ)

রাম সীতাহরণ ও রাবণের বিষয়ে জটায়ুকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। জটায়ু অতিকষ্টে বলিলেন,—রাম, আমার প্রাণবায়ু রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে. দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, আমি উশীররূপ-কেশযুক্ত স্বর্ণবৃক্ষসকল দেখিতেছি।* রাবণ যে মুহূর্তে সীতাকে লইয়া গিয়াছে, তাহার নাম বিন্দ। তাহার প্রভাবে নষ্টধন শীঘ্র মালিকের হস্তে ফিরিয়া আসে এবং অপহারক বড়িশ-গ্রাহী মৎস্যের মত অচিরে বিনষ্ট হয়। তুমি জানকীর জন্য দুঃখে কাতর হইও না। তুমি যুদ্ধে রাবণকে বিনাশ করিয়া, শীঘ্রই বৈদেহীর সহিত মিলিত হইয়া আনন্দলাভ করিতে পারিবে।

মুমূর্ষু জটায়ুর মুখ হইতে সমাংস রুধির নির্গত হইতে লাগিল। তিনি রাবণ বিশ্রবার পুত্র, কুবেরের ভাই—কেবল এই কথা বলিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাম জটায়ুর জন্য অনেক বিলাপ করিলেন। পরে তিনি জটায়ুকে দাহ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে মৃগমাংসের পিণ্ড দিলেন ও গোদাবরীতে তর্পণ করিলেন। (৬৮ সর্গ)

* এইরূপ স্বর্ণবৃক্ষ দেখা মরণের চিহ্ন (রা-তিলক, রা-শিরোমণি ও রা-ভূষণ)। উশীর—বেনার মূল, খসখস।

১৭

অয়োমুখী—কবন্ধ (৬৯-৭৩ সর্গ)

তারপর রাম-লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ ও অসিহস্তে সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলেন। পরে তিনি সে-দিক হইতে দক্ষিণদিকে চলিলেন। এক ভীষণ গহন বন পার হইয়া তাঁহারা জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরে ক্রৌঞ্চারণ্য নামে আর এক গহন বনে আসিলেন। সেখানে সীতার খোঁজ করিতে করিতে তাঁহারা স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিলেন। পরে তাঁহারা সে বন অতিক্রম করিয়া, পূর্বদিকে তিন ক্রোশ যাইয়া মতঙ্গ-মুনির আশ্রমে পৌঁছিলেন। তাহার নিকটের ভয়ঙ্কর বনে সীতার অনুসন্ধানে যাইয়া রাম-লক্ষ্মণ এক পর্বত এবং তন্মধ্যে পাতালের ন্যায় গভীর ও চির-অন্ধকারময় এক গহ্বর দেখিতে পাইলেন। তাহার নিকটে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন, এক বিকৃতাননা তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা মুক্তকেশী লম্বোদরী ভয়ঙ্করী রাক্ষসী মৃগ ভক্ষণ করিতেছে। লক্ষ্মণ রামের অগ্রে অগ্রে চলিতেছিলেন, সেই রাক্ষসী তাঁহার নিকট আসিয়া ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—নাথ, আমার নাম অয়োমুখী ; তোমার পরম লাভ হইল, তুমি আমার প্রিয়তম হইলে। চল বীর, তুমি চিরজীবন আমার সহিত দুর্গম পর্বতে ও নদীপুলিনে বিহার করিবে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণ খড়্গাঘাতে রাক্ষসীর নাসাকর্ণ ও স্তন ছেদন করিলেন। সে বিকট চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল।

আর কিছুদূর যাইয়া রাম-লক্ষ্মণ একটি ভীমকায় রাক্ষসকে

দেখিতে পাইলেন। রাক্ষসটি মস্তকহীন,—কবন্ধ।* তাহার পেটে মুখ এবং সেখানে তাহার একমাত্র চোখ অগ্নিশিখার মত জ্বলিতেছে। সে হঠাৎ অগ্রসর হইয়া রাম-লক্ষ্মণকে জড়াইয়া ধরিল। তাঁহারা খড়্গদ্বারা কবন্ধের দুই বাহু কাটিয়া ফেলিয়া মুক্ত হইলেন। কবন্ধ ভীষণ গর্জন করিতে করিতে রক্তাক্তদেহে ভূপতিত হইল। তখন সে কাতরভাবে লক্ষ্মণকে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। লক্ষ্মণ নিজেদের পরিচয় দিয়া কবন্ধকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমি দানব শ্রীর পুত্র দনু। আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা আমাকে দীর্ঘায়ু দান করেন। তাহাতে গর্বিত হইয়া আমি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে যাই। ইন্দ্র বজ্রাঘাতে আমাকে কবন্ধে পরিণত করেন। পরে আমার অনুনয়ে তিনি বলেন,—রাম-লক্ষ্মণ তোমার দুই বাহু কাটিয়া ফেলিলে তুমি স্বর্গে যাইবে। সেই হইতে আমি এই বনে আছি। রাম, এখন তোমরা আমাকে দাহ কর, আমি স্বর্গে যাই। রাম-লক্ষ্মণ তাহাই করিলেন।

স্বর্গে যাইবার সময় দনু রামকে বলিল,—রাম, কিষ্কিন্ধাপতি বালীর দ্বারা বিতাড়িত হইয়া তাঁহার ভাই সুগ্রীব আর চারিজন বানরের সহিত পম্পাতীরে ঋষ্যমূক পর্বতে† বাস করিতেছেন। সুগ্রীব মহাপরাক্রমশালী সত্যপ্রতিজ্ঞ ধীর ও কর্মকুশল। তুমি সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিলে তিনি তোমাকে সীতার অনুসন্ধানে

* কবন্ধ—অক্টোপাস্ (Octopus) ?

† মহীশূর প্রদেশের পর্বতশ্রেণী হইতে তুঙ্গা ও ভদ্রা নামে দুইটি নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই দুইটি নদী মিলিত হইয়া তুঙ্গভদ্রা নামে খ্যাত। উহাই প্রাচীনকালে পম্পা নামে বিখ্যাত ছিল।

ঋষ্যমূক—যেখানকার ঋষ্যেরা (মৃগেরা) মূক (শান্তপ্রকৃতি)।

সহায়তা করিবেন। তাঁহার সাহায্যে তুমি সীতাকে ফিরিয়া পাইবে। পশ্চিমদিকে যেখানে পুষ্পমণ্ডিত বহু গাছ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সেখানে গিয়া তোমরা পম্পাতীরে যাইতে পারিবে। (৭৩ সর্গ)

১৮

শবরী (৭৪-৭৫ সর্গ)

রাম-লক্ষ্মণ পম্পাতীরে যাইবার জন্য কবন্ধের প্রদর্শিত পথে পশ্চিম-দিকে চলিলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে এক শৈলপৃষ্ঠে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রাতে পম্পার পশ্চিম তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক পরম রমণীয় আশ্রমে শবরী নামে এক বৃদ্ধা তপস্বিনী বাস করিতেন। রাম-লক্ষ্মণ সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র শবরী করজোড়ে উঠিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিলেন এবং যথাবিধি পাদ্য ও আচমনীয় ইত্যাদি দিলেন।

পরে রাম সেই ধর্মনিরতা তাপসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তপস্বিনী, আপনি কামাদি তপোবিঘ্নগুলি জয় (বশীভূত) করিতে পারিয়াছেন তো ?* আপনার তপোবৃদ্ধি হইতেছে তো ? কোপ ও আহার তো সংযত হইয়াছে ? নিয়মাদি তো যথাবিধি পালন করিয়া থাকেন ? আপনার চিত্ত তো নিয়ত প্রসন্ন থাকে ? চারু-ভাষিণী, আপনার গুরুসেবা সফল হইয়াছে তো ?

শবরী রামের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—রাম, আজ তোমাকে

* কচ্চিৎ তে নির্জিতা বিঘ্নাঃ (মূল)। বিঘ্নাঃ—তপোবিঘ্নাঃ কামাদয়ঃ (রা-তিলক ও রা-ভূষণ)। নির্জিত—পরাজিত, বশীকৃত।

দেখিয়া আমার তপঃসিদ্ধি, জন্ম সফল ও গুরুসেবা সার্থক হইল। পুরুষোত্তম, তুমি দেবগণেরও অগ্রগণ্য। আজ তোমার পূজা করিয়া আমার তপস্যা সফল ও স্বর্গলাভ হইবে। মানদ, তোমার সৌম্য দৃষ্টিপাতে আমি পবিত্র হইয়াছি। অরিন্দম, তোমার অনুগ্রহে আমি অক্ষয় লোকসকল লাভ করিব। আমি যে ঋষিদের সেবা করিতাম, তুমি চিত্রকূটে পৌঁছিলে তাঁহারা অনুপম প্রভাবিশিষ্ট বিমানে চড়িয়া এই আশ্রম হইতে স্বর্গে গিয়াছেন। তখন সেই ধর্মজ্ঞেরা আমাকে বলিয়াছিলেন, রাম-লক্ষ্মণ তোমার এই সুপুণ্য আশ্রমে আসিবেন; তুমি সেই অতিথিদ্বয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করিও। রামের দর্শনে তুমি উৎকৃষ্ট ও অক্ষয় লোকসমূহ লাভ করিবে। পুরুষশ্রেষ্ঠ, তাঁহারা এইরূপ বলায় আমি তোমাদের জন্য পম্পাতীরজাত বিবিধ বন্য ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি।

ইহা শুনিয়া রাম বলিলেন,—আমি দনুর নিকট সেই মহাত্মা ঋষিদের ও আপনার প্রভাবের কথা শুনিয়াছি। এখন যদি আপনার মত হয়, তবে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছা করি।

তখন শবরী রাম-লক্ষ্মণকে সেই বৃহৎ বন দেখাইয়া বলিলেন,— রঘুনন্দন, এই দেখ, নিবিড়মেঘতুল্য মৃগপক্ষি-সমাকুল মতঙ্গবন। এখানেই আমার সেই বিশুদ্ধাত্মা গুরুরা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অনলে দেহপঞ্জর* আহুতি দিয়াছিলেন। এই বেদীর নাম প্রত্যক্স্থলী; ইহাতে তাঁহারা শ্রমকম্পিত করে পুষ্পোপহার দিতেন। রঘুকুল-শ্রেষ্ঠ, দেখ, এই অতুলপ্রভাসমন্বিত বেদী তাঁহাদের তপস্যার প্রভাবে আজও স্বীয় প্রভায় সকল দিক উদ্ভাসিত করিতেছে। দেখ, তাঁহারা

* নীড়ং (মূল)—দেহপঞ্জরম্ (রামায়ণ-তিলক)।
পঞ্জর—পাঁজরা, কঙ্কাল।

উপবাসজনিত শ্রমে অলস ও গমনে অশক্ত হইয়া চিন্তা (স্মরণ) করিলে, ঐস্থানে সপ্তসাগর আসিয়া মিলিত হইয়াছে। তাঁহারা স্নান করিয়া এখানে বৃক্ষগুলির উপর বল্কল রাখিতেন, আজও তাহা শুকায় নাই। তাঁহারা পদ্মাদি পুষ্পে দেবপূজা করিয়াছিলেন, এখনও তাহা মলিন হয় নাই। রাম, তোমরা এই বন দেখিলে এবং যাহা-কিছু শুনিবার তাহাও শুনিলে, এখন আমাকে দেহত্যাগের অনুমতি দাও ; আমি যাঁহাদের পরিচারিকা এবং যাঁহারা এই আশ্রমে বাস করিতেন, আমি সেই বিশুদ্ধাত্মা ঋষিদের কাছে যাইতে চাই।

রাম বলিলেন,—ভদ্রে, আমরা যাহা দেখিলাম, তাহা আশ্চর্য। আপনি আমাদের যথোচিত সৎকার করিয়াছেন, এখন সুখে আপনার অভিলষিত স্থানে গমন করুন। তখন জটা চীর ও কৃষ্ণাজিনধারিণী শবরী আপনাকে অগ্নিতে আহুতি দিয়া দিব্যদেহে স্বর্গে গেলেন এবং তাঁহার গুরু পুণ্যশীল ঋষিরা যেখানে বিহার করিতেছিলেন সমাধিবলে সেই পবিত্রলোকে উপস্থিত হইলেন। (৭৪ সর্গ)

শবরী তপোবলে স্বর্গে যাইবার পর রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সৌম্য, আমরা বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষিগণের বহু আশ্চর্যব্যাপার-সমন্বিত এই আশ্রম দেখিলাম, সপ্তসমুদ্রের তীর্থে স্নান এবং যথাবিধি পিতৃগণের তর্পণও করিলাম। ইহাতে আমাদের অশুভ নষ্ট হইয়া শুভ উপস্থিত হইয়াছে এবং সেজন্য আমার মনও এখন প্রফুল্ল হইয়াছে। নরবর, আমার বোধ হইতেছে যে শীঘ্রই শুভ ঘটিবে। সুতরাং চল, আমরা প্রিয়দর্শনা পম্পায় যাই। তাহার অদূরে ঋষ্যমূক পর্বত। সেখানে সূর্যতনয় সুগ্রীব বালীর ভয়ে চারিটি বানরের সহিত বাস করিতেছেন। তাঁহার সহায়তায় আমরা সীতার খোঁজ করিতে পারিব।

তারপর রাম-লক্ষ্মণ সেখান হইতে যাত্রা করিয়া বনাদি দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা নানা পক্ষিসঙ্কুল সুদৃশ্য-কানন-শোভিতা পম্পাতীরে আসিলেন। (৭৫ সর্গ)

অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড

১

পম্পাসরোবর—রামের বসন্ত-বর্ণন—সীতাবিরহে বিলাপ (১ সর্গ)

শ্বেত রক্ত নীলপদ্মসমূহে শোভিত এবং বিবিধ মৎস্য-সমাকুল পম্পাসরোবরের* তীরে আসিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সৌমিত্রি, দেখ, পম্পা কেমন শোভা ধারণ করিয়াছে। উহার জল বৈদূর্যমণির ন্যায় নির্মল, তাহাতে নানারূপ কমল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তীরে নানাবর্ণের সুদৃশ্য কানন বিরাজ করিতেছে এবং তাহার বৃক্ষগুলিকে শিখরবিশিষ্ট শৈলরাজি বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি ভরতের দুঃখ স্মরণে এবং সীতাহরণের জন্য শোকে অতিশয় কাতর হইলেও পম্পার সৌন্দর্য আমার মনে আনন্দ-সঞ্চার করিতেছে।† তীরের নীলপীতবর্ণ (সবুজবর্ণ) নবতৃণময় স্থানগুলি বৃক্ষসকল হইতে পতিত বিবিধ পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়া সমধিক শোভা পাইতেছে—বোধ হইতেছে যেন সেখানে

---

* পুষ্করিণীং (মূল)। পম্পাসরোবর পূর্বে পম্পানদীর (তুঙ্গভদ্রার) একটি অংশ ছিল। এখন উহা প্রকৃতপক্ষে একটি ক্ষুদ্র সরোবরে পরিণত হইয়াছে। এখনও উহা শ্বেতোৎপলে বিভূষিত হইয়া প্রত্যূষে ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে অপূর্ব শোভা ধারণ করে।

† মে শোভতে (মূল)। শোভতে—সুখাবহা বর্ততে ইত্যর্থঃ।
(রা-তিলক)

বিচিত্র কম্বল আস্তীর্ণ রহিয়াছে।* সর্বত্র বৃক্ষাগ্রগুলি পুষ্পিতাগ্র-লতাসমূহে সমাচ্ছন্ন ও পুষ্পভারে সমৃদ্ধ। লক্ষ্মণ, এখন কামোদ্দীপক বসন্তকাল—এই মধুমাসে সুখস্পর্শ বায়ু বহিতেছে, বৃক্ষগুলি পুষ্প ও ফলে ভূষিত হইয়াছে এবং সর্বত্রই সুগন্ধ। দেখ, এই বনরাজি কেমন শোভা ধারণ করিয়াছে—মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করে, কুসুমিত বৃক্ষসকল সেইরূপ পুষ্পবর্ষণ করিতেছে। তাহারা বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইয়া মনোরম শিলাভূমিকে পুষ্পে সমাকীর্ণ করিয়াছে। দেখ, বায়ু যেন সর্বত্র বৃক্ষস্থ, বৃক্ষ হইতে পতিত ও পতমান কুসুমগুলিকে লইয়া খেলা করিতেছে। বৃক্ষের পুষ্পিত শাখাগুলি বায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত (আন্দোলিত) হইতেছে এবং স্থানভ্রষ্ট ভ্রমরেরা গুঞ্জন করিতে করিতে তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। গিরিগহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত বায়ু যেন মত্ত কোকিলের রবচ্ছলে সুমধুর গান গাহিয়া বৃক্ষদিগকে নাচাইতেছে।† সুখস্পর্শ শ্রমহর চন্দনশীতল বায়ু সুগন্ধ

---

* সৌমিত্রে শোভতে পম্পা বৈদূর্যবিমলোদকা।
ফুল্লপদ্মোৎপলবতী শোভিতা বিবিধৈর্দ্রুমৈঃ॥
সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়াঃ কাননং শুভদর্শনম্।
যত্র রাজন্তি শৈলা বা দ্রুমাঃ সশিখরা ইব॥
মাং তু শোকাভিসংতপ্তমাধয়ঃ পীড়য়ন্তি বৈ।
ভরতস্য চ দুঃখেন বৈদেহ্যা হরণেন চ॥
শোকার্তস্যাপি মে পম্পা শোভতে চিত্রকাননা। (১।৩-৬)
অধিকং প্রবিভাত্যেতন্নীলপীতং তু শাদ্বলম্।
দ্রুমাণাং বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ পরিস্তোমৈরিবার্পিতম্॥ (১।৮)

† পুষ্পভারসমৃদ্ধানি শিখরাণি সমন্ততঃ।
লতাভিঃ পুষ্পিতাগ্রাভিরুপগূঢ়ানি সর্বতঃ॥

বহন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহার বেগে পাদপেরা যেন পরস্পর শাখাগ্রে শাখাগ্রে মিলিত হইয়া গ্রথিত হইয়া যাইতেছে। এই মধুগন্ধে সুবাসিত বনে বৃক্ষসকল বায়ুভরে বিক্ষিপ্ত হইয়া যেন ভ্রমরগুঞ্জনচ্ছলে নিনাদ করিতেছে। শৈলশ্রেণী যেন রমণীয় গিরিপ্রস্থে সমুৎপন্ন, মনোরম, কুসুমিত, বৃহৎ বৃহৎ তরুরাজিদ্বারা শিখরবিশিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই পুষ্পে সমাচ্ছন্ন ও অলিদলে সমাকুল বৃক্ষাগ্রগুলি বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া যেন নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেছে। ঐ দেখ, সর্বত্র সুপুষ্পিত কর্ণিকার-

সুখানিলোঽয়ং সৌমিত্রে কালঃ প্রচুরমন্মথঃ।
গন্ধবান্ সুরভির্মাসো জাতপুষ্পফলদ্রুমঃ॥
পশ্য রূপাণি সৌমিত্রে বনানাং পুষ্পশালিনাম্।
সৃজতাং পুষ্পবর্ষাণি বর্ষং তোয়মুচামিব॥
প্রস্তরেষু চ রম্যেষু বিবিধাঃ কাননদ্রুমাঃ।
বায়ুবেগপ্রচলিতাঃ পুষ্পৈরবকিরন্তি গাম্॥
পতিতৈঃ পতমানৈশ্চ পাদপস্থৈশ্চ মারুতঃ।
কুসুমৈঃ পশ্য সৌমিত্রে ক্রীড়তীব সমন্ততঃ॥
বিক্ষিপন্ বিবিধাঃ শাখা নগানাং কুসুমোৎকটাঃ।
মারুতশ্চলিতস্থানৈঃ ষট্পদৈরনুগীয়তে॥
মত্তকোকিলসংনাদৈর্নর্তয়ন্নিব পাদপান্।
শৈলকন্দরনিষ্ক্রান্তঃ প্রগীত ইব চানিলঃ॥ (১।৯-১৫)

কালঃ—বসন্তকালঃ। প্রচুরমন্মথঃ—কামোদ্দীপকঃ। সুরভির্মাসো—মধুমাসঃ (রা-তিলক)। চৈত্র ইত্যর্থঃ (রা-শিরোমণি)। তোয়মুচাম্—মেঘানাম্ (রা-শিরোমণি)। প্রস্তরেষু পাষাণেষু গাং ভূমিং প্রস্তরভূমিমিত্যর্থঃ (রা-ভূষণ)। কুসুমোৎকটাঃ—বহুকুসুমাঃ (রা-তিলক)। ষট্পদ—ভ্রমর, মধুকর, মৌমাছি।

বৃক্ষগুলিকে যেন স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত পীতাম্বরধারী মনুষ্যের ন্যায় দেখাইতেছে।* সৌমিত্রি, নানা বিহঙ্গের কূজনে নিনাদিত এই বসন্তকাল সীতার বিরহে শোকাতুর আমাকে আরও আকুল করিয়া তুলিতেছে এবং মন্মথের পীড়নে আমি সন্তাপিত হইতেছি। কোকিল যেন সানন্দে মধুরস্বরে আমাকে আহ্বান করিতেছে। মনোরম বননির্ঝরের নিকট ঐ দাত্যুহ (ডাহুক) পক্ষী সহর্ষে শ্রুতিমধুর ধ্বনি করিয়া আমাকে শোকসন্তপ্ত করিতেছে। পূর্বে প্রিয়তমা সীতা যখন এই আশ্রমে ছিলেন, তখন তিনি উহার ধ্বনি শ্রবণে উৎফুল্ল হইয়া আমাকে ডাকিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিতেন। দেখ, চারিদিকে বিচিত্র বিহঙ্গেরা নানারূপ শব্দ করিতে করিতে বৃক্ষ গুল্ম ও লতাসমূহের উপর পড়িতেছে। মধুরকণ্ঠী ভ্রমরীরা ভ্রমরদের সহিত

* তেন বিক্ষিপতাঽত্যর্থং পবনেন সমন্ততঃ।
অমী সংসক্তশাখাগ্রা গ্রথিতা ইব পাদপাঃ॥
স এব সুখসংস্পর্শো বাতি চন্দনশীতলঃ।
গন্ধমভ্যবহন্ পুণ্যং শ্রমাপনয়নোঽনিলঃ॥
অমী পবনবিক্ষিপ্তা বিনদন্তীব পাদপাঃ।
ষটপদৈরনুকূজদ্ভির্বনেষু মধুগন্ধিষু॥
গিরিপ্রস্থেষু রম্যেষু পুষ্পবদ্ভির্মনোরমৈঃ।
সংসক্তশিখরাঃ শৈলা বিরাজন্তি মহাদ্রুমৈঃ॥
পুষ্পসংছন্নশিখরা মারুতোৎক্ষেপচঞ্চলাঃ।
অমী মধুকরোত্তংসাঃ প্রগীতা ইব পাদপাঃ॥
সুপুষ্পিতাংস্তু পশ্যৈতান্ কর্ণিকারান্ সমন্ততঃ।
হাটকপ্রতিসংছন্নান্ নরান্ পীতাম্বরানিব॥ (১।১৬-২:)

উত্তংস—শিখর, চূড়া। প্রগীতা ইব—প্রারব্ধনৃত্যগীতা ইবেত্যর্থঃ (রা-তিলক)। হাটক—সোনা।

মিলিত হইতেছে এবং নানা জাতীয় পক্ষী সানন্দে দলে দলে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে।* লক্ষ্মণ, এই বসন্তকাল সীতার অতিশয় প্রিয়। তাঁহার বিরহে আমার শোক অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। ঐ দেখ, মদমত্ত ময়ূরেরা ময়ূরীগণে পরিবৃত হইয়া স্থানে স্থানে নৃত্য করিতেছে এবং নানাবর্ণের স্ফটিকে বিচিত্রিত গবাক্ষের ন্যায় তাহাদের পক্ষসকল বায়ুতে কম্পিত হইতেছে। লক্ষ্মণ, এই বসন্তকালে আমার পক্ষে সীতার বিরহে প্রাণধারণ করা সুকঠিন। শীতঋতুর অবসানে বসন্ত কালের পুষ্পভারে সমৃদ্ধ এই বনের পুষ্পগুলি আমার নিকট নিষ্ফল বোধ হইতেছে। সুদৃশ্য বৃক্ষসমূহের মনোরম পুষ্পরাশিও মধুকরগণের সহিত অনর্থক ভূতলে পতিত হইতেছে। এখন প্রিয়তমা সীতা যেখানে আছেন, সেখানে যদি বসন্তকাল উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে তিনিও নিশ্চয় আমার মত শোক করিতেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস

* অয়ং বসন্তঃ সৌমিত্রে নানাবিহগনাদিতঃ।
সীতয়া বিপ্রহীণস্য শোকসংদীপনো মম॥
মাং হি শোকসমাক্রান্তং সংতাপয়তি মন্মথঃ।
হৃষ্টং প্রবদমানশ্চ সমাহ্বয়তি কোকিলঃ॥
এষ দাত্যূহকো হৃষ্টো রম্যে মাং বননির্ঝরে।
প্রণদন্ মন্মথাবিষ্টং শোচয়িষ্যতি লক্ষ্মণ।
শ্রুত্বৈতস্য পুরা শব্দমাশ্রমস্থা মম প্রিয়া।
মামাহূয় প্রমুদিতা পরমং প্রত্যনন্দত॥
এবং বিচিত্রাঃ পতগা নানারাববিরাবিণঃ।
বৃক্ষগুল্মলতাঃ পশ্য সংপতন্তি সমন্ততঃ॥
বিমিশ্রা বিহগাঃ পুংভিরাত্মব্যূহাভিনন্দিতাঃ।
ভৃঙ্গরাজপ্রমুদিতাঃ সৌমিত্রে মধুরস্বরাঃ॥ (১।২২-২৭)

যে, সাধ্বী সীতা আমার বিরহে কিছুতেই জীবনধারণ করিতে পারিবেন না। পূর্বে সীতার সহিত বাস করিবার সময় যে-সকল বস্তু আমার নিকট রমণীয় বলিয়া বোধ হইত, এখন তাঁহার বিরহে সে-সকলই অরমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্মণ, এই পম্পা মন্দাকিনীর ন্যায় সুন্দর। যদি আমি সাধ্বী সীতার দেখা পাই এবং তাঁহার সহিত এখানে বাস করিতে পারি, তবে আমি ইন্দ্রত্ব বা অযোধ্যাও চাই না। আমি যদি এই রমণীয় তৃণশ্যামল স্থানে সীতার সহিত বিহার করিতে পারি, তবে আমার আর কোন চিন্তা থাকে না এবং অন্য কিছু পাইবার ইচ্ছাও হয় না। লক্ষ্মণ, আমি সীতার বিরহে আর প্রাণধারণ করিতে পারিতেছি না। তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও, সেখানে গিয়া ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে দেখ।

রাম অনাথের ন্যায় এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে লক্ষ্মণ বলিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি শোক করিবেন না; আপনার ন্যায় শুদ্ধাত্মার এরূপ চিত্তবিকার হওয়া উচিত নয়। আপনি প্রিয়জন-বিরহ-দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া প্রিয়জনস্নেহে বিরত হউন। অতি-স্নেহ দুঃখজনক—অতিরিক্ত তৈলসংযোগে আর্দ্র দীপবর্তিকাও দগ্ধ হইয়া থাকে। রাবণ পাতালে বা তাহা হইতেও দুর্গম কোন স্থানে গিয়া থাকিলেও বিনষ্ট হইবে। আপনি দীনভাব পরিত্যাগ এবং উৎসাহ অবলম্বন করিয়া প্রথমে সেই পাপাত্মা রাক্ষস কোথায় বাস করে তাহা জানুন। উৎসাহ ও উদ্যমের দ্বারাই আমরা আবার জানকীকে পাইতে পারিব।

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া রাম শোক ও মোহ পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্যাবলম্বন করিলেন। তারপর তাঁহারা পম্পা অতিক্রম করিয়া ঋষ্যমূক পর্বতের দিকে চলিলেন।

বানরপতি সুগ্রীব তখন সেই পর্বতের নিকট বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে মহাতেজা রাম-লক্ষ্মণকে ধনুর্বাণ হস্তে আসিতে দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল ও চিন্তাকুল হইলেন এবং অনুচরগণের সহিত সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। (১ সর্গ)

২

রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া সুগ্রীবের অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ—তপস্বীর বেশে হনুমানের রামের সহিত সাক্ষাৎ—রাম-লক্ষ্মণকে পৃষ্ঠে লইয়া হনুমানের সুগ্রীবের নিকটে আগমন

(২-৪ সর্গ)

সুগ্রীব বরায়ুধধারী (শ্রেষ্ঠাস্ত্রধারী) মহাবীর রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন এবং উদ্বিগ্নমনে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। তিনি কোনস্থানেই স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি রাম-লক্ষ্মণকে দেখাইয়া তাঁহার অমাত্যদিগকে বলিলেন,—উহারা নিশ্চয়ই বালীর চর, চীরবসন পরিয়া ছদ্মবেশে দুর্গম বনে আসিয়াছে। সুতরাং আমাদের এখান হইতে চলিয়া যাওয়াই উচিত। এই বলিয়া তিনি অমাত্যগণের সহিত নিকটস্থ মলয় পর্বতে আশ্রয় লইলেন।

তখন সুগ্রীবের প্রধান অমাত্য বাক্‌পটু হনুমান সুগ্রীবকে বলিলেন,—বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি ভীত হইও না, এখানে বালী হইতে কোন ভয় নাই। তুমি যে বালীর ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া পলাইয়া আসিয়াছ, আমি সেই ভীষণদর্শন ও ক্রূর বালীকে তো এখানে দেখিতে পাইতেছি না।

সুগ্রীব উত্তর করিলেন,—ঐ দুই দীর্ঘবাহু, বিশাললোচন, অসি ও ধনুর্বাণধারী, দেবকুমারতুল্য পুরুষশ্রেষ্ঠকে দেখিলে কাহার না ভয় হয়? রাজাদের নানারূপ মিত্র থাকে; আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, বালীই ইহাদিগকে পাঠাইয়াছেন; ইহাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। বিশ্বাসের অযোগ্য, ছদ্মবেশী শত্রুদিগকে বিশ্বাস করিলে, তাহারা ছিদ্র (সুযোগ) পাইয়া বিশ্বাসকারীকে বিনাশ করিয়া থাকে। সুতরাং সকলেরই তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ লওয়া উচিত। বানরপ্রধান, তুমি সাধারণ লোকের বেশে সেখানে যাইয়া আকার-ইঙ্গিত ও কথাবার্তায় উহাদের অভিপ্রায় জানিয়া আইস।

তখন হনুমান সাধারণ তপস্বীর বেশে রাম-লক্ষ্মণের নিকট গেলেন। তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া সবিনয়ে মধুরবচনে বলিলেন,—আপনাদিগকে রাজর্ষি ও দেবতুল্য বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আপনারা তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়াছেন কেন? মনে হইতেছে যে, আপনারা নরশ্রেষ্ঠ: আপনারা কাহারা আর কেনই বা এখানে আসিয়াছেন?

রাম-লক্ষ্মণ হনুমানের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। তখন হনুমান আবার তাঁহাদিগকে বলিলেন,—বানরপতি ধর্মাত্মা সুগ্রীব তাঁহার অগ্রজ বালীর দ্বারা বিতাড়িত হইয়া কয়েকজন অমাত্যসহ দুঃখিত মনে এই পর্বতে আছেন। আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী। পবনদেব আমার পিতা। আমার নাম হনুমান। আমি ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণ ও গমন করিতে পারি। সুগ্রীব আপনাদের সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাকে আপনাদের নিকট পাঠাইয়াছেন।

সুবক্তা হনুমানের কথা শুনিয়া রাম-লক্ষ্মণকে বলিলেন, আমরা যে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইতে চাই, হনুমান তাঁহার মন্ত্রী।

তুমি ইহার সহিত আলাপ কর। ঋক্ যজু ও সামবেদজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন কেহ এরূপ কথা বলিতে পারে না। ইনি অনেক কথা বলিয়াছেন. কিন্তু একটিও অপশব্দ (অশুদ্ধ পদ) ব্যবহার করেন নাই। ইনি নিশ্চয় সমগ্র ব্যাকরণ বহুবার পাঠ করিয়াছেন। কথা বলিবার সময় ইহার মুখ চক্ষু ললাট ও ভ্রূ ইত্যাদির কিছুমাত্র বিকৃতি হয় নাই। ইঁহার কথাগুলি সংক্ষিপ্ত, সরল ও মধুর, না-দ্রুত না-বিলম্বিত এবং উচ্চারণ বিশুদ্ধ; তাহা শুনিয়া চিত্ত প্রসন্ন হয়। যে রাজার এইরূপ দূত না থাকে, জানি না, তাঁহার কার্য কি প্রকারে সিদ্ধ হয়।* আর যাঁহার এইরূপ নানাগুণশালী দূত থাকে, তাঁহার দূতের কথার গুণে সকল কার্য সফল হয়।

লক্ষ্মণ হনুমানকে সংক্ষেপে নিজেদের পরিচয় এবং সেখানে আসিবার কারণ জানাইয়া বলিলেন,—বিদ্বান হনুমান, আমরা বানরপতি মহাত্মা সুগ্রীবের গুণাবলীর কথা জানি। আমরা তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য তাঁহার সন্ধানে এখানে আসিয়াছি। তুমি আমাদের পরিচয় ও বাসনার কথা তাঁহাকে জানাও। এই বলিয়া লক্ষ্মণ অশ্রু মোচন করিতে করিতে বলিলেন,—হায় অদৃষ্ট, মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র ত্রিলোকবিখ্যাত রাম আজ বানরপতি সুগ্রীবের শরণার্থী।

লক্ষ্মণকে অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া হনুমান বলিলেন, আপনি দুঃখ করিবেন না। সুগ্রীবেরও আপনাদের ন্যায় বীরযুগলের সহিত মিলিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আপনারা যে নিজ হইতে এখানে আসিয়াছেন, ইহা সুগ্রীবের পক্ষে মহা সৌভাগ্যের কথা। সুগ্রীবও রাজ্যচ্যুত হইয়া সভয়ে এই জনহীন স্থানে বাস করিতেছেন।

---

* অর্থাৎ তাঁহার কার্য সিদ্ধ হয় না।

বালী সুগ্রীবের পত্নীকেও হরণ করিয়াছেন। সুগ্রীব অবশ্য আপনাদিগকে সীতার সন্ধানে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। আপনারা আমার সহিত চলুন, আমি আপনাদিগকে সুগ্রীবের কাছে লইয়া যাইতেছি :

হনুমানের কথাবার্তায় সন্তুষ্ট হইয়া রামলক্ষ্মণ তাঁহার সহিত যাইতে সম্মত হইলেন। তখন হনুমান তপস্বীর রূপ ত্যাগ করিয়া নিজরূপ ধারণ করিলেন এবং রামলক্ষ্মণকে পৃষ্ঠে করিয়া সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইলেন। (২-৪ সর্গ)

৩

রামের সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা (৫-৮ সর্গ)

হনুমান সুগ্রীবের নিকট রামলক্ষ্মণের পরিচয় দিয়া বলিলেন, ইঁহারা তোমার শরণাগত। তুমি যথাবিধি ইঁহাদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া ইঁহাদের সমাদর কর।

সুগ্রীব প্রীতিভরে রামকে বলিলেন,—রাম, হনুমানের মুখে তোমার গুণাবলীর কথা শুনিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছি এবং তুমি যে আমার ন্যায় বানরের সহিত মিত্রতাস্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াছ, তাহাতে নিজেকে পবম লাভবান ও সম্মানিত বোধ করিতেছি। এই আমি হস্ত প্রসারণ করিতেছি, যদি আমার সহিত তোমার মিত্রতা করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তোমার হস্তদ্বারা আমার হস্ত গ্রহণ (ধারণ) করিয়া অক্ষয় প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হও।

রাম সানন্দে সুগ্রীবের প্রসারিত হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে

গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। পরে হনুমান দুই খণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বালিত এবং পুষ্পের দ্বারা সুসমাহিতচিত্তে (নিবিষ্টমনে) তাহার পূজা করিয়া রাম ও সুগ্রীবের মধ্যে তাহা স্থাপন করিলেন। তাঁহারা তাহা প্রদক্ষিণ করিয়া পরমানন্দে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব বলিলেন,—রাম, আজ হইতে তুমি আমার প্রিয় সখা হইলে। এখন হইতে আমাদের সুখদুঃখ এক হইল। তারপর তিনি একটি পত্রপুষ্পসমন্বিত শাখা ভাঙ্গিয়া রামের সহিত তাহাতে উপবেশন করিলেন। হনুমান একটি সুপুষ্পিত চন্দন শাখা আনিয়া লক্ষ্মণকে বসিতে দিলেন।

তখন সুগ্রীব বলিলেন,—রাম, আমার ভ্রাতা বালী আমাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছে এবং আমার ভার্যাকে হরণ করিয়াছে। বালীর ভয়ে ভীত ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া আমি এই দুর্গম বনে বাস করিতেছি। তুমি আমাকে অভয় দাও।

রাম মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—কপিশ্রেষ্ঠ, পরস্পরের উপকার করা যে নিজেদের কর্তব্য তাহা আমি জানি। আমি তোমার ভার্যাপহারী বালীকে অবশ্য বধ করিব। আজ তুমি আমার বজ্রতুল্য অমোঘ শরে দুর্বৃত্ত বালীকে নিহত ও ভূপাতিত হইতে দেখিবে।

সুগ্রীব পরম প্রীত হইয়া বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ রাম, তোমার অনুগ্রহে আমি আবার আমার প্রিয়া ভার্যা ও রাজ্য লাভ করিব; তুমি এমন ব্যবস্থা কর, যাহাতে আমার অগ্রজ বালী আর আমাকে পীড়ন করিতে না পারে। (৫ সর্গ)

সুগ্রীব ও রামের এইরূপ সখ্য স্থাপনের সময়ে সীতার কমল-তুল্য, বানররাজ বালীর স্বর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ও রাক্ষস রাবণের

অগ্নির মত উজ্জ্বল বামনেত্র এককালে স্ফুরিত (স্পন্দিত) হইতে লাগিল।*

সুগ্রীব আবার প্রীতিভরে রামকে বলিলেন,—রঘুনন্দন, মন্ত্রিবর হনুমানের কাছে আমি সীতাহরণের সকল কথা শুনিয়াছি। তুমি শোক করিও না, আমি তোমার প্রিয়াকে আনিয়া দিব। বোধ হয়, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। কয়েকদিন পূর্বে আমরা পাঁচজন ঋষ্যমূক পর্বতে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলাম, এমন সময় এক রাক্ষস রথারোহণে আকাশ দিয়া দক্ষিণদিকে যাইতেছিল। সেই রাক্ষসের ক্রোড়স্থিতা এক নারী অবিরত 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন। তিনি, বোধ হয় আমাদিগকে দেখিয়া, তাঁহার উত্তরীয় ও কিছু অলঙ্কার আমাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। আমার মনে হইতেছে, ঐ নারীই তোমার সীতা আর ঐ রাক্ষসই রাবণ। আমরা সেই জিনিসগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। আমি তাহা আনিতেছি, তুমি বোধ হয় তাহা দেখিলে চিনিতে পারিবে।

রাম বলিলেন,—সখা, শীঘ্র সেগুলি লইয়া আইস, বিলম্ব করিতেছ কেন? সুগ্রীব রামের প্রিয়সাধনের জন্য দ্রুত দুর্গম পর্বতগুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে সীতার উত্তরীয় ও অলঙ্কারগুলি লইয়া আসিলেন। রাম তাহা গ্রহণ ও বক্ষে ধারণ করিয়া অবিরলধারে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণকে তাহা দেখিতে দিলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন,—আমি প্রতিদিন সীতাকে প্রণাম করিতাম, সেজন্য তাঁহার নূপুর চিনি। কিন্তু চরণ ভিন্ন অন্য

* স্ত্রীলোকের বামনেত্র স্পন্দিত হওয়া শুভদায়ক এবং পুরুষের পক্ষে তাহা অশুভকর।

কোন অঙ্গের দিকে আমি কখনও তাকাইয়া দেখি নাই বলিয়া তাঁহার কেয়ূর চিনি না, কুণ্ডলও চিনি না।

তারপর রাম সুগ্রীবকে রাবণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সুগ্রীব বলিলেন,—সেই পাপাত্মা রাক্ষসের গোপন বাসস্থানের কথা আমি কিছুই জানি না, কিন্তু তাহার বলবীর্য ও কুলের বিষয় অবগত আছি। অরিন্দম, আমি তোমার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি যাহাতে জানকীকে ফিরিয়া পাও সেজন্য যথোচিত চেষ্টা করিব। তুমি শোক করিও না, আমি শীঘ্রই রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া আমার পৌরুষ সার্থক এবং তোমাকে প্রীত করিব। তুমি বিহ্বল হইও না, ধৈর্য ধর, তোমার মত লোকের পক্ষে এরূপ বুদ্ধি-লাঘব (বুদ্ধিহীন) হওয়া অশোভন। আমিও পত্নীবিরহে মহা-দুঃখ ভোগ করিতেছি, কিন্তু সামান্য (বা হীন) বানর হইলেও আমি অধীর হইতেছি না এবং এরূপ শোকও করিতেছি না। ধৈর্য সাত্ত্বিকের গৌরবস্বরূপ, উহা ত্যাগ করিও না। ধৈর্যশালী ব্যক্তি বিপদ, অর্থকষ্ট ও জীবননাশের ভয় উপস্থিত হইলেও অবসন্ন হন না। নির্বোধ ব্যক্তিই শোকে অবশ হইয়া ভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় ডুবিয়া থাকে। আমি করজোড়ে অনুরোধ করিতেছি, তুমি পৌরুষ অবলম্বন কর, শোক করিও না। শোকার্তের মনে সুখ থাকে না, তেজহানি হয় এবং প্রাণসংশয় ঘটে। রাজেন্দ্র, আমি বন্ধুভাবে তোমাকে হিতকথা বলিতেছি, উপদেশ দিতেছি না; তুমি বন্ধুত্বের গৌরব রাখ, শোক দূর কর।

রাম সুগ্রীবের কথায় সান্ত্বনা পাইয়া বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুসিক্ত মুখ মুছিলেন এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, —সুগ্রীব, তুমি স্নেহশীল হিতৈষী বন্ধুর যোগ্য কাজ করিয়াছ।

সখা, আমি তোমার সান্ত্বনায় প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। এইরূপ বিপদকালে কদাচিৎ এমন বন্ধুলাভ ঘটিয়া থাকে। এখন জানকী ও দুরাত্মা রাবণের অন্বেষণের জন্য তোমাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। আর আমাকেই বা তোমার জন্য কি করিতে হইবে তাহাও অকপটে বল। বর্ষাকালে সুক্ষেত্রে (উর্বর ক্ষেত্রে) উপ্ত বীজ যেমন ফলপ্রসূ হয়, সেইরূপ তুমি আমার নিকট যাহা বলিবে সবই সফল হইবে। (৬-৭ সর্গ)

সুগ্রীব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—রাম, তোমার মত গুণবান সখা যখন পাইয়াছি, তখন আমি যে সর্বপ্রকারে দেবতাদের অনুগ্রহ লাভ করিব তাহাতে সন্দেহ নাই। নিজ রাজ্যের কথা কি, তোমার সাহায্যে আমি দেবরাজ্যও পাইতে পারি। রঘুবংশজাত, তোমাকে অগ্নি সাক্ষী করিয়া মিত্ররূপে লাভ করায় আমি স্বজন ও সুহৃদ্‌গণের নিকট অধিকতর সম্মানভাজন হইয়াছি। আমিও যে তোমার উপযুক্ত বয়স্য তাহা তুমি ক্রমে জানিতে পারিবে। এখন আমি বালীর ভয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে বনে বনে বেড়াইতেছি। তুমি আমাকে সেই ভয় হইতে রক্ষা কর। বালী আমার মহাশত্রু, তাহার বিনাশে আমার দুঃখ দূর হইবে। রাম, সখা সুখে থাকুন বা দুঃখে থাকুন, সর্বদা সখাকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

রাম বলিলেন,—সুগ্রীব, উপকারের দ্বারা মিত্র এবং অপকারের দ্বারা শত্রু হয়। আমি আজই আমার সুতীক্ষ্ণ ও বজ্রতুল্য শরে তোমার ভার্যাপহারী বালীকে বধ করিব। কিন্তু তাহার পূর্বে বালীর সহিত তোমার শত্রুতা হইল কেন, সে বিষয়ে সকল কথা জানিতে ইচ্ছা হয়। (৮ সর্গ)

৪

বালী ও সুগ্রীবের শত্রুতার বিবরণ—রামের সপ্তশালভেদ (৯-১২)

সুগ্রীব বলিতে লাগিলেন, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালী পিতার খুব প্রিয় ছিলেন। আমিও তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলাম। পরে পিতার মৃত্যু হইলে, মন্ত্রীরা বালীকে রাজা করিলেন। আমি স্বেচ্ছায় তাঁহার সেবক হইয়া রহিলাম।

দুন্দুভি অসুরের জ্যেষ্ঠপুত্র মায়াবীর সহিত বালীর স্ত্রীলোক-ঘটিত মহা শত্রুতা ছিল। একদিন রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে, মায়াবী কিষ্কিন্ধার দ্বারে আসিয়া, ভীষণ তর্জনগর্জন করিয়া বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল। তাহাতে জাগরিত হইয়া, বালী সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তখনই মায়াবীকে বধ করিতে বাহির হইলেন। ভ্রাতৃস্নেহে আমিও তাঁহার সহিত গেলাম। মায়াবী দূর হইতে আমাদিগকে দেখিয়া ভয়ে দ্রুত পলাইতে আরম্ভ করিল। আমরাও অতি দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। চন্দ্রোদয় হওয়ায় পথ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। মায়াবী হঠাৎ একটি তৃণাচ্ছাদিত বৃহৎ গর্তে বেগে প্রবেশ করিল। আমাকে সেই গর্তের মুখে সাবধানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বালীও তাহাতে ঢুকিলেন।

ক্রমে এক বৎসর কাটিয়া গেল, তথাপি বালী ফিরিলেন না। স্নেহবশে তাঁহার সম্বন্ধে আমার মনে নানারূপ অনিষ্টের আশঙ্কা হইতে লাগিল। ভাবিলাম, তিনি বিনষ্ট হইয়াছেন। ইহার দীর্ঘকাল পরে গর্ত হইতে সফেন রুধির নির্গত হইতে লাগিল এবং অসুরদের গর্জন ধ্বনি আমার কানে আসিল, কিন্তু বালী গর্জন করিলেও তাহা

শুনিতে পাইলাম না। সখা, ইহাতে বালী অসুরদের হস্তে নিহত হইয়াছেন বিবেচনায় আমি এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে গর্তের মুখ বন্ধ করিলাম। পরে শোকাকুল চিত্তে বালীর তর্পণ করিয়া আমি কিষ্কিন্ধায় ফিরিলাম। আমি প্রকৃত ঘটনা সযত্নে গোপন করিলেও পরিশেষে মন্ত্রীরা সকল কথা শুনিতে পাইয়া আমাকে রাজ্য অভি-ষিক্ত করিলেন।

আমি ন্যায়তঃ রাজ্যশাসন করিতেছি, ইতিমধ্যে বালী সহসা একদিন কিষ্কিন্ধায় ফিরিলেন। আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া, তিনি ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া মন্ত্রিগণকে বন্ধন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কঠোর তিরস্কার করিতে থাকিলেন। রাম, আমি ইচ্ছা করিলে তখন তাঁহাকে নিগ্রহ করিতে পারিতাম, কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা বলিয়া তাহা করিলাম না। আমি তাঁহাকে সসম্মানে যথোচিত অভিবাদন করিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে হৃষ্টচিত্তে আশীর্বাদ করিলেন না। আমি তাঁহার পদে মুকুট স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম, কিন্তু তিনি আমার উপর প্রসন্ন হইলেন না—ক্রুদ্ধ হইয়াই রহিলেন। (৯ সর্গ)

তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম,—রাজা, তুমি সৌভাগ্যক্রমে শত্রু নিহত করিয়া কুশলে ফিরিয়া আসিয়াছ। আমি অনাথ, তুমিই আমার প্রভু—আমার একমাত্র রক্ষক। আমি একদিন তোমার এই বহুশলাকাযুক্ত পূর্ণচন্দ্রাকার ছত্র ও চামর ধারণ করিয়াছি, এখন তুমি আবার ইহা গ্রহণ কর। আমি তোমার জন্য নিতান্ত কাতরভাবে এক বৎসরকাল সেই গর্তের মুখে অপেক্ষা করিয়া ছিলাম। পরে তাহা হইতে শোণিত নির্গত হইতে দেখিয়া, যারপরনাই শোকাকুল ও উদ্বিগ্ন মনে একটি শৈলশৃঙ্গের দ্বারা গর্তের মুখ বন্ধ করিয়া

কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়াছি। পুরবাসীরা ও মন্ত্রিগণ আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। তুমিই আমাদের মাননীয় রাজা, আমি পূর্বের মত সর্বদা তোমার অনুগত হইয়া থাকিব। শত্রুনিসূদন, আমি অবনতমস্তকে করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ক্রোধ সংবরণ কর।

রাম, আমি ঐরূপ বলিলেও বালী আমাকে তিরস্কার করিয়া ও ধিক্কার দিয়া প্রজাবর্গ মন্ত্রিগণ ও সুহৃদ্‌দিগকে বলিলেন,—তোমরা অবগত আছ যে, একদিন রাত্রিতে মহাসুর মায়াবী আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে, আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে যাই। তখন আমার এই অতি ক্রূরপ্রকৃতি ভ্রাতাও আমার অনুগামী হয়। আমাদিগকে দেখিয়া মায়াবী অতিশয় ভীত হইয়া দ্রুতবেগে এক বিশাল গর্তে প্রবেশ করিল। তখন আমি মায়াবীকে বধ করিয়া না ফিরিয়া আসা পর্যন্ত আমার এই ভ্রাতাকে সেই গর্তের মুখে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মায়াবীর অন্বেষণে এক বৎসর কাটিয়া গেল। তারপর আমি তাহার দেখা পাইয়া তাহাকে সবান্ধবে নিহত করিলাম এবং তাহার রক্তে ঐ গর্ত পূর্ণ ও দুর্গম হইয়া উঠিল। শত্রুবধে আনন্দিত হইয়া আমি গর্তের মুখে আসিলাম, কিন্তু তাহা রুদ্ধ থাকায় আমি বাহির হইবার পথ দেখিতে পাইলাম না। 'সুগ্রীব! সুগ্রীব!' বলিয়া বার বার উচ্চস্বরে ডাকিয়া কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। পরে আমি বহু পদাঘাতে গর্তের মুখের প্রস্তর সরাইয়া ফেলিয়া বাহিরে আসিলাম এবং কিষ্কিন্ধায় ফিরিলাম। এই নির্মম সুগ্রীব ভ্রাতৃস্নেহ ভুলিয়া রাজ্যলোভে আমাকে সেই গর্তে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

এইরূপ বলিয়া বালী আমাকে একবস্ত্রে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন। রাম, তিনি আমাকে তাড়াইয়া দিয়া আমার ভার্যাকে হরণ করিয়াছেন। সেজন্য দুঃখে এবং তাঁহার ভয়ে সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আমি অবশেষে এই ঋষ্যমূক পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, বালী কোন কারণে * এখানে আসিতে পারেন না। বীর কি জন্য বালীর সহিত আমার শত্রুতা উপস্থিত হইল, এই আমি তোমাকে তাহার সকল কথাই বলিলাম। এখন তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বধ কর।

তখন রাম সুগ্রীবকে বলিলেন,—সখা, আমি নিজের অবস্থা হইতেই বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমি শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া আছ। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে উদ্ধার করিব। তুমি শীঘ্রই রাজ্য ও ভার্যা ফিরিয়া পাইবে। (১০ সর্গ)

বালী প্রত্যহ প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের পূর্বে অনায়াসে পশ্চিম সাগর হইতে পূর্ব সাগরে এবং দক্ষিণ সাগর হইতে উত্তর সাগরে গমন করেন। তিনি পর্বতশিখরে আরোহণ করিয়া, বৃহৎ বৃহৎ শৃঙ্গসকল ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিয়া আবার তাহা ধরিয়া থাকেন। নিজের বল প্রকাশের জন্য বনের নানাজাতীয় বহু সারবান বৃক্ষ ভগ্ন করেন।

দুন্দুভি নামে কৈলাস-শিখরের ন্যায় বিশালকায়, সহস্র হস্তিতুল্য বলশালী, মহিষাকার এক অসুর ছিল। সে বরলাভে মোহিত ও বলগর্বে গর্বিত হইয়া একদিন সরিৎপতি সমুদ্রের নিকট গিয়া বলিল,—আমার সহিত যুদ্ধ কর। মহাবল ধর্মাত্মা সমুদ্র বলিলেন,—যুদ্ধবিশারদ, আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিব না; যিনি পারিবেন তাঁহার কথা বলিতেছি, শোন। মহারণ্যে হিমবান

* মতঙ্গ-মুনির শাপের জন্য।

(হিমালয়) নামে বিখ্যাত এক শৈলরাজ আছেন। তিনি শঙ্করের শ্বশুর এবং তপস্বীদের পরম আশ্রয়। তিনিই তোমাকে যুদ্ধে অতুল প্রীতি দান করিতে পারিবেন।

সমুদ্রকে ভীত দেখিয়া অসুরশ্রেষ্ঠ দুন্দুভি অতি দ্রুত হিমালয়ের বনে গিয়া সেই পর্বতের শ্বেত ঐরাবততুল্য বৃহৎ বৃহৎ শিলাসকল ভূতলে নিক্ষেপ ও গর্জন করিতে লাগিল। শুভ্রমেঘাকার প্রিয়দর্শন মূর্তিমান হিমালয় স্বশিখরে অধিষ্ঠিত (বা আবির্ভূত) হইয়া বলিলেন,—ধর্মবৎসল দুন্দুভি, আমি তপস্বিগণের আশ্রয়, রণে অপটু, সুতরাং তোমার আমাকে ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। দুন্দুভি ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া হিমালয়কে জিজ্ঞাসা করিল,—তবে বল, কে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে? হিমালয় বলিলেন,—কিষ্কিন্ধায় ইন্দ্রতনয় প্রতাপশালী বালী বাস করেন, তিনি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে পারিবেন।

এই কথা শুনিয়া দুন্দুভি মহাক্রুদ্ধ হইল এবং তীক্ষ্ণশৃঙ্গ অতি ভীষণ মহিষের মূর্তি ধরিয়া কিষ্কিন্ধানগরীর দিকে গেল। সেখানে পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া সে নিকটস্থ বৃক্ষসকল ভগ্ন, ক্ষুরাঘাতে ধরাতল বিদীর্ণ, সদর্পে শৃঙ্গদ্বারা দ্বার বিদ্ধ এবং ভূ কম্পিত করিয়া দুন্দুভির ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল। তখন বালী অন্তঃপুরে ছিলেন। তাঁহার সেই শব্দ অসহ্য বোধ হইল এবং তিনি, তারাগণের সহিত চন্দ্রের ন্যায়, স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া বাহিরে আসিয়া দুন্দুভিকে বলিলেন,—দুন্দুভি, আমি তোমার বলের দৌড় জানি। তুমি পুরদ্বার রোধ করিয়া গর্জন করিতেছ কেন? পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা কর।

ইহা শুনিয়া দুন্দুভি রোষরক্তনয়নে উত্তর করিল,—বীর, স্ত্রীলোকের সম্মুখে এরূপ বৃথা গর্বের কথা বলিও না; আমার সহিত

যুদ্ধ কর, তাহা হইলেই তোমার বল বুঝিতে পারিব। অথবা আমি আজিকার এই রাত্রি ক্রোধ সংবরণ করিয়া থাকিতেছি, তুমি সূর্যোদয় পর্যন্ত তোমার ইচ্ছানুরূপ ভোগবিলাসে কাটাও, সুহৃজ্জনকে ডাকিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন ও প্রীতিকর বস্তু ইত্যাদি দানে তুষ্ট করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লও, কিষ্কিন্ধাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লও, কোন আত্মীয়ের উপর রাজ্যভার অর্পণ কর—কাল প্রভাতে আমি তোমার দর্প চূর্ণ করিব। যে পানাদিতে মত্ত, অসাবধান, পলায়নপর, নিরস্ত্র, ক্ষীণবল এবং তোমার ন্যায় স্ত্রীগণে পরিবৃত ও কামোন্মত্তকে বধ করে সে জনসমাজে ভ্রূণহত্যা-কারীর তুল্য পাপী বলিয়া গণ্য হয়—সুতরাং আমি এখন তোমাকে বধ করিতে নিরস্ত হইলাম।

তখন বালী ক্রুদ্ধ হইয়া তারা প্রভৃতি স্ত্রীদিগকে বিদায় দিয়া হাসিয়া দুন্দুভিকে বলিলেন, অসুর, যদি তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ভয় না পাও, তবে আমাকে মত্ত মনে করিয়া যুদ্ধে বিরত হইও না, আমার এই মত্ততাকে বীরপান * বলিয়া মনে কর।

এই বলিয়া বালী সক্রোধে পিতা ইন্দ্রের প্রদত্ত কাঞ্চনমালা (স্বর্ণহার) গলায় পরিলেন এবং পর্বততুল্য দুন্দুভির শৃঙ্গ ধরিয়া তাহাকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া মহাগর্জন করিতে লাগিলেন। দুন্দুভির দুই কান হইতে রক্তধারা বহিল। তখন উভয়ে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বালী দুন্দুভিকে মুষ্টি জানু পদ শিলা ও বৃক্ষদ্বারা প্রহার করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। দুন্দুভিও বালীকে প্রতিপ্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু পরে সে হীনবল হইয়া পড়িল। তখন বালী দুই হাতে দুন্দুভিকে তুলিয়া

* যুদ্ধের পূর্বে উত্তেজক সুরাপান।

আছাড় দিয়া তাহাকে বধ করিলেন। তাহার নাক মুখ কান ইত্যাদি হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। পরে বালী দুন্দুভির মৃতদেহ তুলিয়া বেগে এক যোজন দূরে ফেলিয়া দিলেন। তখন তাহার মুখ হইতে রক্তবিন্দু বায়ুর দ্বারা বাহিত হইয়া মতঙ্গ-মুনির আশ্রমে পড়িল। তাহা দেখিয়া মুনিবর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আশ্রমের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, এক পর্বতাকার মহিষের মৃতদেহ ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তিনি তপোবলে জানিতে পারিলেন যে, ইহা বালীর কাজ। ইহাতে বালীর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মতঙ্গ অভিশাপ দিলেন, যে রক্তপাতে আমার তপোবন দূষিত করিয়াছে, সেই দুর্বুদ্ধি ইহার এক যোজনের মধ্যে আসিলে, তখনই তাহার মৃত্যু হইবে। তাহার অনুচরদের মধ্যে যাহারা আমার এই বনে আছে তাহারাও আর এখানে বাস করিতে পারিবে না।

ইহা শুনিয়া বানরেরা বালীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে মতঙ্গের শাপের কথা জানাইল। বালী তখনই সেই মহর্ষির নিকট যাইয়া করজোড়ে শাপমুক্তির প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বালীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। তখন হইতে বালী ঋষ্যমূক পর্বতের নিকট আসিতে, এমন কি দূর হইতে ইহার দিকে তাকাইতেও সাহস করেন না। রাম, সেইজন্য আমি এখন অমাত্যগণের সহিত এখানে আছি। রাম, ঐ দেখ দুন্দুভির পর্বত-শিখরতুল্য অস্থিরাশি পড়িয়া আছে। আর এই যে বহুশাখাবিশিষ্ট সাতটি প্রকাণ্ড শালগাছ রহিয়াছে, বালী ইহাদিগকে এক সঙ্গে বিকম্পিত করিয়া পত্রশূন্য করিতে পারেন। রাম, এই আমি বালীর অসীম পরাক্রমের কথা তোমাকে বলিলাম, তুমি কিরূপে তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করিতে পারিবে?

ইহা শুনিয়া লক্ষ্মণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—সুগ্রীব, কি কাজ করিলে তোমার বিশ্বাস হইতে পারে যে, রাম বালীকে বধ করিতে পারিবেন ? সুগ্রীব বলিলেন, পূর্বে বালী বহুবার এই সাতটি শালগাছকে এক একটি করিয়া ভেদ করিয়াছেন। রাম যদি ইহাদের একটিকে একবাণে ভেদ করিতে এবং দুন্দুভির অস্থি এক পায়ে তুলিয়া দুই শত ধনু * দূরে ফেলিতে পারেন, তবেই বুঝিব তাঁহার বালীকে বধ করিবার মত বলবীর্য আছে।

পরে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সুগ্রীব আবার বলিলেন,—বালী অতিশয় শৌর্যশালী, তাঁহার পরাক্রম লোকবিখ্যাত এবং তিনি কখনও যুদ্ধে পরাজিত হন নাই। তিনি দেবগণের পক্ষে দুষ্কর কাজও করিতে পারেন। এই সকল চিন্তা করিয়া তাঁহার ভয়ে আমি এই ঋষ্যমূক পর্বতে বাস করিয়া থাকি। মিত্রবৎসল রাম, তোমাকে মিত্র রূপে পাইয়া আমি যেন হিমালয়ের আড়ালে আশ্রয় লাভ করিয়াছি। আমার ভ্রাতা মহাবলশালী দুর্বৃত্ত বালীর বলের কথা আমি জানি, কিন্তু যুদ্ধে তোমার পরাক্রম কিরূপ তাহা আমি কখনও দেখি নাই। বালীর সহিত তোমার তুলনা বা তোমাকে অপমান করিতেছি না—অথবা তোমাকে ভয়ও দেখাইতেছি না, তাঁহার ভীষণ কার্যাবলীর জন্য আমি নিজেই ভয়ে কাতর হইয়াছি। রাম, তুমি যে বালীকে বধ করিতে পারিবে তোমার সে কথা আমি বিশ্বাস করি। তোমার আকৃতি ও অচঞ্চল ভাব ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় অপূর্ব তেজের আভাস দিতেছে।

রাম ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা দুন্দুভির অস্থি তুলিয়া তাহা অনায়াসে দশ যোজন দূরে ফেলিয়া দিলেন।

---

* ধনু = ৪ হাত। (রামায়ণভূষণ)

তারপর তিনি ধনুকে একটি ভয়ঙ্কর শর জুড়িয়া তাহা শালগাছ-গুলির দিকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই শর সেই সাতটি শালগাছ (বা তালগাছ) ভেদ ও গিরিপ্রস্থ বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল এবং মুহূর্তমধ্যে আবার তূণে ফিরিয়া আসিল।* তখন সুগ্রীব পরম বিস্মিত হইয়া রামকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—রাম, বালী তো তুচ্ছ, ইন্দ্রাদি দেবগণকেও তুমি যুদ্ধে বাণের দ্বারা বধ করিতে পার। রাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—সখা, চল আমরা এখন কিষ্কিন্ধায় যাই। তুমি অগ্রে অগ্রে যাইয়া তোমার ভ্রাতৃরূপী শত্রু বালীকে যুদ্ধে আহ্বান কর। (১১-১২ সর্গ)

৫

বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ—রামের বালীর প্রতি শরাঘাত—বালীর রামকে ভৎর্সনা—রামের উত্তর—বালীর ক্ষমাপ্রার্থনা (১২-১৮ সর্গ)

রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সহিত দ্রুত কিষ্কিন্ধায়† আসিয়া গভীর বনে গাছের আড়ালে লুকাইয়া রহিলেন। সুগ্রীব আঁটিয়া কাপড় পরিয়া ঘোরনাদে বালীকে আহ্বান করিয়া যেন গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া বালী বাহিরে

---

* মূল রামায়ণের ১১ সর্গে শাল বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু ১২ সর্গে (১২।৪) তাল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। অভিধান অনুসারে শাল শব্দ বৃক্ষমাত্রকেই বুঝাইতে পারে। সুতরাং বোধ হয় উক্ত শাল স্বনামখ্যাত শালগাছ না হইয়া তালগাছকেই বুঝাইতেছে।

† হায়দরাবাদের হম্পি ও অনেগুণ্ডি প্রদেশ প্রাচীনকালের কিষ্কিন্ধা।

আসিলেন। দুইজনে সুতুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তাঁহারা ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া পরস্পরকে প্রচণ্ড চপেটাঘাত ও মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিলেন। উভয়ে দেখিতে একরূপ, সুতরাং কে বালী কে সুগ্রীব রাম গাছের আড়াল হইতে তাহা বুঝিতে না পারিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন না। রাম তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন না দেখিয়া শেষে সুগ্রীব রণে ভঙ্গ দিয়া ঋষ্যমূক পর্বতের দিকে পলায়ন করিলেন। বালীও সক্রোধে সুগ্রীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। বালীর প্রহারে জর্জরিত রক্তাক্তদেহ ক্লান্ত সুগ্রীব ঋষ্যমূকের মহাবনে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবল বালী সুগ্রীবকে 'তুই রক্ষা পাইলি' বলিয়া শাপভয়ে সেখান হইতে ফিরিলেন।

এদিকে রাম-লক্ষ্মণ হনুমানের সহিত সুগ্রীবের নিকট আসিলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সুগ্রীব লজ্জিত ও কাতরভাবে অধো-মুখে বলিলেন,—রাম, তুমি নিজের বিক্রম দেখাইয়া এবং বালীকে আহ্বান করিতে বলিয়া পরে আমাকে সেই শত্রুর দ্বারা প্রহৃত করিলে—এরূপ করিলে কেন? তোমার তখনই সঠিকভাবে বলা উচিত ছিল যে, তুমি বালীকে বধ করিবে না। তাহা হইলে আমি এখান হইতে যাইতাম না। রাম বলিলেন,—সুগ্রীব, তুমি আমার কথা শোন, ক্রোধ পরিত্যাগ কর। তোমরা দুই ভাই আকৃতি বেশভূষা চালচলন ইত্যাদিতে সর্বাংশে একরূপ বলিয়া আমি তোমাদের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ বুঝিতে পারি নাই। সেজন্য আমি পাছে বালী মনে করিয়া তোমাকে বধ করি, এই ভয়ে শর ত্যাগ করি নাই। সীতা লক্ষ্মণ ও আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি সকলই তোমার উপর নির্ভর করিতেছে, এই বনে আমরা তোমার আশ্রয়েই আছি, তুমি আমার সম্বন্ধে কোনরূপ অন্যায় আশঙ্কা করিও না।

আমি যাহাতে তোমাকে অনায়াসে চিনিতে পারি, এমন কোন চিহ্ন ধারণ করিয়া তুমি আবার বালীর সহিত যুদ্ধ কর। দেখিতে পাইবে, আমি অচিরে এক বাণে বালীকে ভূলুণ্ঠিত করিব।

তখন রামের আদেশে লক্ষ্মণ গিরিতট হইতে পুষ্পিতা গজ-পুষ্পীলতা আনিয়া চিহ্নস্বরূপ সুগ্রীবের গলায় বাঁধিয়া দিলেন। তারপর আবার সকলে কিষ্কিন্ধায় গেলেন। রাম-লক্ষ্মণ পূর্বের ন্যায় গাছের আড়ালে লুকাইয়া থাকিলেন। সুগ্রীব ও তাঁহার অনুচরেরা ভয়ানক গর্জন করিয়া আবার বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া বালী ক্রোধে বাহিরে আসিতে উদ্যত হইলে তাঁহার পত্নী তারা তাঁহাকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করিয়া হিতবচনে বলিলেন,—বীর, সুগ্রীব একবার তোমার নিকটে পরাজিত হইয়াও আবার যখন তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন, তখন আমার আশঙ্কা হইতেছে, এখন তিনি অসহায়ভাবে আসেন নাই। কুমার অঙ্গদ বন-পরিভ্রমণে যাইয়া চরদিগের নিকটে শুনিয়াছেন যে, অযোধ্যাপতির দুই পুত্র ইক্ষ্বাকু-কুলজাত সুবীর ও দুর্জয় রাম-লক্ষ্মণ বনে বাস করিতেছেন এবং সুগ্রীবের সহায় হইয়াছেন। রাম সজ্জনের আশ্রয়, বিপন্নের পরমগতি। তিনি সকল গুণের আকর। তাঁহার সহিত তোমার শত্রুতা করা উচিত নয়। আমার কথায় রুষ্ট হইও না, তুমি অবিলম্বে সুগ্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। এখন সুগ্রীব ও রামের সহিত তোমার সৌহৃদ্য করাই আমার উচিত বলিয়া বোধ হয়। সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, স্নেহের পাত্র—তাহার সহিত বিবাদ করা অনুচিত। সুগ্রীবের ন্যায় আপন-জন তোমার আর কেহ নাই। কিন্তু মৃত্যুকাল আসন্ন হওয়ায় তারার কথা বালীর ভাল লাগিল না। (১২-১৫ সর্গ)

বালী তারাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—বরাননা, আমার ভ্রাতা আমার পরম শত্রু, ঐ সে গর্জন করিতেছে, আমি কি জন্য তাহার দম্ভ সহ্য করিব? যে বীরপুরুষেরা কখনও যুদ্ধে পরাজিত হন নাই বা রণস্থল হইতে পলায়ন করেন নাই, শত্রুর হস্তে লাঞ্ছনা সহ্য করাকে তাঁহারা মৃত্যু হইতেও অধিক মনে করিয়া থাকেন। তুমি রামের ভয়ে আমার জন্য খেদ করিও না। তিনি ধর্মজ্ঞ ও কর্তব্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানবান, তিনি কেন আমাকে বধ করিয়া পাপকাজ করিবেন? তুমি অন্যান্য পুরস্ত্রীদের সহিত অন্তঃপুরে ফিরিয়া যাও। তুমি ভয় করিও না, আমি সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া কেবল তাহার দর্প চূর্ণ করিব—তাহার প্রাণনাশ করিব না। তখন প্রিয়বাদিনী তারা কাঁদিতে কাঁদিতে বালীকে আলিঙ্গন ও প্রদক্ষিণ করিয়া অন্যান্য মহিলাদের সহিত অন্তঃপুরে ফিরিলেন।

তারপর বালী ক্রুদ্ধ মহাসর্পের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মহারোষভরে ও অতিশয় বেগে নগরীর বাহিরে আসিলেন এবং শত্রু সুগ্রীবের সন্ধানে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্বর্ণপিঙ্গল সুগ্রীব কটিতে বস্ত্র সুদৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। বালী দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান ও মুষ্টি উত্তোলন করিয়া সুগ্রীবের দিকে ছুটিলেন। সুগ্রীবও সক্রোধে মুষ্টি উদ্যত করিয়া আরক্তলোচনে ও মহাবেগে বালীর দিকে অগ্রসর হইলেন। দুই ভ্রাতায় ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রাম দেখিতে পাইলেন, সুগ্রীব ক্রমে হীনবল হইয়া পড়িতেছেন এবং বার বার তাঁহার দিকে তাকাইতেছেন। তখন রাম প্রদীপ্ত বজ্রতুল্য শরাঘাতে বালীকে ধরাশায়ী করিয়া লক্ষ্মণের সহিত ধীরে ধীরে বালীর নিকটে আসিলেন।

ভূপতিত বালী সগর্বে কঠোরবচনে রামকে বলিলেন,—রাম, তুমি মহাকুলজাত ও রাজোচিত গুণে ভূষিত, এই বিশ্বাসে আমি তারার নিষেধ না মানিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, তোমার কোনরূপ অপকার করি নাই বা তোমাকে যুদ্ধেও আহ্বান করি নাই—সুতরাং তুমি আমাকে মারিবে না। এখন বুঝিতে পারিলাম, তুমি দুরাত্মা, কপট ধার্মিক, সাধুবেশী পাপাচারী। তুমি আমার সহিত প্রকাশ্যে যুদ্ধ করিলে, আজই আমার হস্তে প্রাণ হারাইতে। তুমি যে উদ্দেশ্যে সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া আমাকে মারিলে, আমাকে যদি সে উদ্দেশ্যের কথা বলিতে, তবে একদিনের মধ্যেই আমি সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া দিতাম এবং দুরাত্মা রাবণকে গলায় বাঁধিয়া তোমার কাছে হাজির করিতাম। রাম, আমি মরিতেছি বলিয়া দুঃখিত নই। আমার স্বর্গলাভের পর সুগ্রীব রাজ্য পাইবে, ইহা উচিতই হইবে। কিন্তু তুমি যে অধর্ম উপায়ে আমাকে বধ করিলে, ইহা নিতান্ত অন্যায় হইল। (১৬-১৭ সর্গ)

রাম বালীর ভর্ৎসনার উত্তরে ধীরভাবে বলিলেন,—বানররাজ, তুমি ধর্ম ও লোকাচারের বিষয় সবিশেষ না জানিয়াই চপলতাবশে আমাকে দোষ দিতেছ। এই সশৈলকানন দেশ ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের অধিকারে আছে। ধর্মাত্মা ভরত এখন ইহার রাজা। তাঁহার রাজ্যের কোথাও গর্হিত কিছু সংঘটিত হইলে, আমার পক্ষে তাহার প্রতিকার করা নিতান্ত প্রয়োজন। তুমি ধর্মপথভ্রষ্ট হইয়া পুত্রবধূ-তুল্যা ভ্রাতৃবধূ রুমাকে গ্রহণ করিয়াছ—সেজন্য তুমি বধার্হ। ইহার উপর সুগ্রীব আমার সখা। আমরা পরস্পরের কার্যে সহায়তা

করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। রাজধর্ম ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যই আমি তোমাকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছি। কপিবর, আমার আরও যাহা বলিবার আছে শোন, কিন্তু রাগ করিও না। তোমাকে গুপ্তভাবে বধ করিয়াছি বলিয়া আমার মনে কোনরূপ গ্লানি বা দুঃখ হয় নাই। লোকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে থাকিয়া বাগুরা বা পাশ ইত্যাদির দ্বারা মৃগদিগকে ধরিয়া থাকে। মৃগ ভীত বা বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত থাকুক, অন্যের সহিত বিবাদ করুক বা ধাবিত হউক, সতর্ক বা অসতর্ক থাকুক, মাংসাশী মনুষ্য তাহাকে বধ করে, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ হয় না। আর ধর্মজ্ঞ রাজর্ষিরাও অরণ্যে মৃগয়া করিয়া থাকেন। তুমি বানর—শাখামৃগ, আমার সহিত যুদ্ধ কর বা নাই কর, মৃগ বলিয়াই আমি তোমাকে বধ করিয়াছি। বানরশ্রেষ্ঠ, রাজা প্রজাদিগের দুর্লভ ধর্ম রক্ষা করেন, তাহাদের কল্যাণসাধন ও জীবন রক্ষা করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার হিংসা নিন্দা ও অবমাননা করা অথবা তাঁহাকে অপ্রিয় কথা বলা উচিত নয়। আমি কুলধর্ম পালন করিয়াছি, কিন্তু তুমি ধর্ম না বুঝিয়া কেবল রোষভরে আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছ।

তখন বালী করজোড়ে রামকে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ, তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। আমি ভুল বুঝিয়া পূর্বে তোমাকে যে-সকল অপ্রিয় কথা বলিয়াছি, সেজন্য দোষ লইও না। আমি নিতান্ত অধার্মিক, তুমি ধর্মোপদেশ দিয়া আমাকে উদ্ধার কর।

ক্রমে বালীর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। তখন তিনি করুণ-স্বরে বলিলেন, রাম, আমি নিজের তারার বা আত্মীয়-স্বজনের জন্য শোক করিতেছি না, কিন্তু আমার একমাত্র পুত্র বালক অঙ্গদের চিন্তায় ব্যাকুল হইতেছি। তুমি তাহাকে রক্ষা ও শাসন করিও।

তুমি ভরত ও লক্ষ্মণের সহিত যেরূপ ব্যবহার কর, সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিও। আর দেখিও, সুগ্রীব যেন আমার দোষের জন্য দুঃখিনী তারাকে অপমান না করে।

রাম এ-সকল বিষয়ে বালীকে আশ্বাস দিলেন। তখন বালী বলিলেন, রাম, আমি তোমার শরাঘাতে প্রপীড়িত ও হতজ্ঞান হইয়া না বুঝিয়া যাহা বলিয়াছি, তুমি প্রসন্নচিত্তে তাহার দোষ ক্ষমা কর। এই কথা বলিয়া বালী সংজ্ঞাহীন হইলেন। (১৮ সর্গ)*

৬

তারার বিলাপ (১৯-২০ সর্গ)

এদিকে তারা, যুদ্ধে বালী রামের শরে নিহত হইয়াছেন, এই কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি এই নিদারুণ সংবাদে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অঙ্গদের সহিত যুদ্ধস্থলে চলিলেন। তখন রামের ভয়ে বানরেরা নানাদিকে পলাইতেছিল। তাহারা তারাকে বলিল, পুত্রবতী, ফিরিয়া চল, পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা কর, যম রামরূপ ধরিয়া বালীকে বধ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। তাঁহার নিধনে বানরসেনা ভয়ে অভিভূত হইয়া চারিদিকে পলাইতেছে। বীরপুরুষগণের দ্বারা কিষ্কিন্ধানগরী রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর; বালীপুত্র রাজা হইলে সকল বানরই তাঁহার অনুগত হইবে। কিন্তু তাহাতেই বা কি হইবে, কারণ শত্রুপক্ষীয় বানরগণ আজই দুর্গাদি অধিকার করিবে—সুতরাং তোমার আর এখানে থাকা উচিত নয়।

তারা বলিলেন,—আমার কপিশ্রেষ্ঠ মহাভাগ স্বামী যখন নিহত হইয়াছেন, তখন আমার পুত্রে রাজ্যে বা আত্মরক্ষায় প্রয়োজন কি?

* রামায়ণ-কাহিনী, পৃঃ ৫৬৫ ; Sri Aurobindo—*Letters.*

আমি রামের শরে নিহত আমার সেই মহাত্মা স্বামীর চরণ-সমীপেই যাইব। এই বলিয়া শোকাকুলা তারা দুঃখভরে মস্তকে ও বক্ষে করাঘাত এবং রোদন করিতে করিতে ছুটিয়া বালীর নিকটে চলিলেন। রাম ধনুকে ভর দিয়া লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তারা তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বালীর কাছে আসিলেন। যুদ্ধে নিহত পতিকে দেখিয়া তারা ব্যথিত ও মূর্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। (১৯ সর্গ)

কিছুকাল পরে নিদ্রোত্থিতার ন্যায় উঠিয়া তারা স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া শোকাকুলচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন—বীরশ্রেষ্ঠ, বানরপ্রধান, তুমি এখন আমার সহিত কথা বলিতেছ না কেন? উঠ, উৎকৃষ্ট শয্যায় গিয়া শয়ন কর, তোমার ন্যায় নরপতিরা কখনও এরূপভাবে ভূতলে শয়ন করেন না। বসুধাপতি, বোধ হয় আমার অপেক্ষাও বসুধা তোমার অধিকতর প্রিয়া, কারণ প্রাণ-ত্যাগের পরও আমাকে ছাড়িয়া তুমি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছ। বীর, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, তুমি ধর্মযুদ্ধে স্বর্গে গিয়া সেখানে কিষ্কিন্ধার ন্যায় আর একটি রমণীয় পুরী নির্মাণ করিয়াছ, নতুবা ইহার মায়া কিরূপে কাটাইলে? তুমি মধুগন্ধে আমোদিত বনমধ্যে আমাদের সহিত নানারূপ বিহার করিতে, এখন তাহারও অবসান হইল। তোমার মৃত্যুতে আমি নিরানন্দ ও আশাশূন্য হইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; কিন্তু তোমাকে ধরাশায়ী দেখিয়াও যখন আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হয় নাই, তখন নিশ্চয় ইহা নিতান্ত কঠিন। বানররাজ, তুমি সুগ্রীবের পত্নী হরণ এবং তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়াছিলে, তাহার ফলেই তোমার এইরূপে মৃত্যু হইল। আমি তোমার হিতৈষিণী, আমি তোমার হিতের জন্য

যাহা বলিয়াছিলাম, তুমি মোহবশে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে তিরস্কার করিয়াছিলে। মানদ, এখন তুমি দেবলোকে নিশ্চয় রূপ-যৌবনগর্বিতা ও রসিকা অপ্সরাদের চিত্ত প্রমথিত করিবে। কালই যে তোমার প্রাণনাশ করিল তাহাতে সন্দেহ নাই, তুমি অন্যের অনায়ত্ত হইলেও সে বলপূর্বক তোমাকে সুগ্রীবের বশ্যতাপন্ন করিল। কাকুৎস্থ রাম অন্যের সহিত যুদ্ধে রত তোমাকে অন্যায়রূপে বধ করিয়াও যে দুঃখবোধ করিতেছেন না, ইহা নিতান্ত নিন্দার কথা। আমি পূর্বে কখনও কোনরূপ দুঃখ পাই নাই, এখন আমাকে অনাথার ন্যায় দীনভাবে বৈধব্য ও শোকতাপ ভোগ করিতে হইবে। জানি না, আমার দ্বারা সযত্নে পালিত ও সুখভোগে অভ্যস্ত সুকুমার অঙ্গদ এখন ক্রোধান্ধ পিতৃব্যের নিকটে কিরূপ অবস্থায় থাকিবে। পুত্র, ধর্মবৎসল পিতাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লও, ইহার পরে তাঁহাকে আর দেখিতে পাইবে না। নাথ, তুমি বিদেশে যাইতেছ, পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তাহাকে প্রবোধ ও কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দাও। সুগ্রীব, তোমার কামনা পূর্ণ হইল, তোমার ভ্রাতৃরূপী শত্রু বিনষ্ট হইয়াছেন, তুমি রুমাকে ফিরিয়া পাইবে এবং নিরুদ্বেগে রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে। বানরেশ্বর, আমি তোমার প্রিয়া, আমি এইরূপ রোদন ও বিলাপ করিতেছি, তথাপি তুমি আমার সহিত কথা বলিতেছ না কেন? তোমার সুন্দরী পত্নীরা সকলেই এখানে রহিয়াছেন, তুমি তাঁহাদের দিকে তাকাও।

তারার এইরূপ বিলাপে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বানরীরা অঙ্গদের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিল। তারা বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—নাথ, তুমি কি অঙ্গদকে এখানে ফেলিয়া চিরকালের জন্য প্রবাসে চলিলে? তুমি

তোমার সুদর্শন সুকেশ ও গুণবান পুত্রকে ছাড়িয়া যাইও না। বীর, আমি যদি না বুঝিয়া তোমার অপ্রীতিকর কিছু করিয়া থাকি, তবে তোমার চরণে মস্তক লুটাইয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে ক্ষমা কর। তারা বানরীদের সহিত এইরূপ করুণভাবে বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে স্বামীর সন্নিকটে প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প করিলেন। (২০ সর্গ)

৭

হনুমানের তারাকে উপদেশ—তারার উত্তর—মরণাপন্ন বালীর সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতি উপদেশ এবং প্রাণত্যাগ

(২১-২২ সর্গ)

তখন হনুমান ধীরে ধীরে তারাকে বলিতে লাগিলেন,—জীব ধর্মবুদ্ধি বা পাপবুদ্ধিবশে ভালমন্দ যাহা কিছু করে, দেহান্তে তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে। তুমি নিজে শোচনীয় * হইয়া আবার কোন্ শোকার্হ ব্যক্তির জন্য শোক করিতেছ? তুমি নিজেই দুঃখভাগিনী, তবে কোন্ দুঃখিতের জন্য অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছ? জলবুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী এই দেহের জন্য অনুশোচনা কেন? এখন তুমি কুমার অঙ্গদকে দেখ এবং মৃত স্বামীর সৎকারাদির বিষয়ে কি কর্তব্য তাহা বিবেচনা কর। জ্ঞানবতী, তুমি তো জানই যে, জীবগণের জন্মমৃত্যুর কোন স্থিরতা নাই, সুতরাং পরলোকে পতির পক্ষে যাহা হিতকর তাহাই তোমার কর্তব্য, অধিক রোদনাদি করা উচিত নয়। ইনি নীতিশাস্ত্রানুসারে রাজকার্য নির্বাহ করিয়া ধর্মাত্মা

* অনুকম্পার (সমবেদনার) যোগ্য।

রাজাদিগের গতি লাভ করিয়াছেন, ইঁহার জন্য আর শোক করিও না। এই বানরবীরেরা, তোমার পুত্র অঙ্গদ এবং বানরাধিপতির এই রাজ্য—সকলই তোমার। সুগ্রীব ও অঙ্গদ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন, তুমি এখন ইঁহাদিগকে বানররাজের সৎকারাদির ব্যবস্থা করিতে বল। তারপর তুমি অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিও; তাঁহাকে সিংহাসনে উপবেশন করিতে দেখিলে তুমি শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

ইহার উত্তরে পতিশোকাতুরা তারা বলিলেন,—আমি অঙ্গদের ন্যায় শত পুত্রও চাই না, এখন এই মৃত বীর স্বামীর সহমরণই আমার পক্ষে প্রশস্ত। বানররাজ্য ও অঙ্গদের উপর আমার কোন প্রভুত্ব থাকিতে পারে না; সুগ্রীব অঙ্গদের পিতৃব্য, সকল বিষয়ে তাঁহারই অধিকার। কপিবর হনুমান, এখন আমার পক্ষে স্বামি-সহমরণ হইতে ইহকাল ও পরকালে অধিকতর শুভকর আর কিছুই নাই। (২১ সর্গ)

তখন মরণাপন্ন বালী চারিদিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিতেছিলেন। সম্মুখে অনুজ সুগ্রীবকে দেখিয়া তিনি সস্নেহে বলিলেন,—সুগ্রীব, আমি মোহবশে দুষ্কার্য করিয়াছি, তুমি অপরাধ লইও না। বৎস, আমাদের ভাগ্যে একসঙ্গে ভ্রাতৃস্নেহ ও রাজ্য-সুখভোগ নাই, সুতরাং এইরূপ বিপরীত ঘটনা ঘটিল। যাহা হউক, তুমি আজই এই বানররাজ্যের শাসনভার গ্রহণ কর, আমি এখনই মরিব। এখন আমি যাহা বলি, দুষ্কর হইলেও তাহা করিবে। দেখ, সুখভোগে অভ্যস্ত বালক অঙ্গদ অশ্রুপ্লাবিতবদনে ভূতলে পড়িয়া আছে। তুমি আমার এই প্রাণাধিক পুত্রকে নিজপুত্রের ন্যায় পালন করিও। আমি যেমন ইহার পিতা রক্ষক ও ভয়ে অভয়দাতা ছিলাম,

তুমিও সেইরূপ থাকিবে। অঙ্গদ তোমার তুল্য পরাক্রমশালী, এ রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে অগ্রগামী হইবে এবং রণস্থলে আমার ন্যায় বীরত্ব প্রকাশ করিবে। আর এই সুষেণনন্দিনী তারা সূক্ষ্ম-বিচারে, বিপদে কর্তব্য নির্ধারণে ও অন্যান্য সকল বিষয়ে সুনিপুণা; ইনি যাহা বলেন, বিনা দ্বিধায় তাহা করিবে। অশঙ্কিতচিত্তে রামের কাজ করিও, নতুবা অধর্ম হইবে এবং তিনি আমার ন্যায় তোমাকেও বধ করিবেন। তুমি এখনই আমার এই দিব্য স্বর্ণহার গলায় পর, ইহাতে জয়শ্রী (বিজয়লক্ষ্মী) বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু আমি মরিলে সেই জয়শ্রী ইহাকে পরিত্যাগ করিবেন।

বালী ভ্রাতৃস্নেহে সুগ্রীবকে এইরূপ বলিলে, তিনি জয়লাভের আনন্দ ও শক্রতা ভুলিয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় বিষণ্ণ হইলেন এবং সেই স্বর্ণহার লইয়া বালীর যথোচিত শুশ্রূষাদি করিতে লাগিলেন।

পরে বালী মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া স্নেহভরে অঙ্গদকে বলিলেন,—বৎস, তুমি দেশকাল বিবেচনা করিয়া চলিবে, প্রিয়-অপ্রিয় ও সুখ-দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া সুগ্রীবের অনুগত হইয়া থাকিবে। তুমি আমার দ্বারা সতত যে ভাবে লালিত হইয়াছ, এখন সে ভাবে চলিলে সুগ্রীব তোমাকে সমাদর করিবেন না। সুগ্রীবের অহিতকারী ও শক্রদের সহিত মিত্রতা করিও না, সর্বদা সংযতচিত্তে তাঁহার কার্যসাধন করিও। তাঁহার সহিত অতিপ্রণয় বা অপ্রণয় করিবে না, উভয়ই মহাদোষের। সুতরাং মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া চলিবে।

এইরূপ বলিয়া শরাঘাতে কাতর বালী চক্ষু ঘূর্ণিত ও দন্ত বিকশিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহা দেখিয়া অঙ্গদ সরোদনে নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিল। আর তারা মৃত স্বামীর মুখদর্শনে শোকসাগরে ভাসিয়া, আশ্রিতা লতা যেমন ছিন্ন মহাবৃক্ষকে জড়াইয়া

থাকে, সেইরূপ স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া ভূতলশায়িনী হইলেন এবং নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। (২২ সর্গ)

৮

রামের তারা সুগ্রীব ও অঙ্গদকে প্রবোধদান—বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
(২৩-২৫ সর্গ)

নল বালীর দেহে বিদ্ধ শর তুলিয়া ফেলিলেন। ক্ষতস্থান হইতে রুধিরের ধারা বহিতে লাগিল। তারা পতির গাত্রের ধূলি হস্তদ্বারা মুছিয়া তাঁহাকে অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অঙ্গদকে বলিলেন,—তোমার পিতার নিদারুণ শেষ দশা দেখ। আজ ইঁহার পাপকর্মের ফলস্বরূপ শত্রুতার অবসান হইল। এখন ইনি যমালয়ে চলিলেন, তুমি ইঁহাকে অভিবাদন কর। অঙ্গদ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া 'পিতা, আমি অঙ্গদ আপনাকে প্রণাম করিতেছি' বলিয়া স্থূল ও সুগোল বাহুদ্বারা বালীর চরণযুগল ধারণ করিলেন। (২৩ সর্গ)

এদিকে তারার শোক দেখিয়া সুগ্রীব ভ্রাতৃবধের জন্য যারপরনাই সন্তপ্ত হইলেন এবং অনুচরগণের সহিত রামের নিকটে গিয়া বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ, তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইয়াছে, কিন্তু আমার জীবন ঘৃণিত বলিয়া বোধ হইতেছে, রাজ্যভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। বানররাজ বালীর মৃত্যুতে রাজমহিষী তারা দারুণ রোদন করিতেছেন, পুরবাসীরা দুঃখে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে এবং রাজকুমার অঙ্গদের জীবনসঙ্কট উপস্থিত, সুতরাং আমার আর রাজ্যভোগের ইচ্ছা নাই। পূর্বে ভ্রাতার হস্তে অত্যন্ত নিগৃহীত হইয়া আমি ক্রোধ

ও অসহিষ্ণুতার বশে তাঁহাকে বধ করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু এখন তাঁহার মৃত্যুতে আমি অতিশয় পরিতাপ ভোগ করিতেছি। এখন আমার বোধ হইতেছে যে, ভ্রাতাকে বধ করিয়া স্বর্গলাভও আমার পক্ষে শ্রেয় নয়, স্বজাতীয় বৃত্তি অবলম্বনে * কোনরূপে জীবনধারণ করিয়া চিরকাল ঋষ্যমূকে বাস করাই শ্রেয়। মহাত্মা মতিমান বালী কখনও আমাকে বধ করিতে চাহেন নাই, কিন্তু আমি দুর্বুদ্ধিবশে তাঁহার প্রাণনাশের ইচ্ছা করিয়াছিলাম। তিনি ভ্রাতৃত্ব ও ধর্ম বজায় রাখিয়াছেন, আর আমি কাম ক্রোধ ও কপিত্ব (বানরসুলভ চপলতা) প্রদর্শন করিয়াছি। আমি ভ্রাতৃবধ করিয়া অচিন্তনীয় ও অবাঞ্ছনীয় পাপে লিপ্ত হইয়াছি। আমি এই কুল-নাশক লোকনিন্দিত পাপকার্য করিয়া সকল প্রকারেই রাজ্যভোগের অযোগ্য হইয়াছি, আমার হৃদয়ে মহাশোক উপস্থিত হইয়াছে। আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি যে, বীরবর অঙ্গদ আর বাঁচিবে না পুত্রশোকে কাতর হইয়া তারাও প্রাণত্যাগ করিবেন। রাম, আমি কুলহন্তা, তুমি অনুমতি দাও। আমি প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া ভ্রাতার সহিত মিলিত হই। রাজকুমার, আমার অবর্তমানেও তোমার কার্য সিদ্ধ হইবে, এই মহাবীর বানরেরা তোমার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া সীতার অন্বেষণ করিবেন।

শোকাকুল সুগ্রীবের কথা শুনিয়া রাম কিছুক্ষণের জন্য বিমনা (অন্যমনস্ক) হইলেন এবং সজলনয়নে শোকনিমগ্না তারার দিকে বার বার তাকাইতে লাগিলেন। তারাও রামকে দেখিতে পাইলেন। তিনি স্খলিতপদে রামের নিকটে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন,—বীর, তুমি পরম ধার্মিক জিতেন্দ্রিয় কীর্তিমান বিচক্ষণ ও মহাবলবান,

---

* বানরবৃত্তি অবলম্বনে—ফলমূলাদি ভক্ষণে

তুমি যে বাণে আমার পতিকে বধ করিয়াছ সেই বাণে আমাকেও বিনাশ কর, আমি মরিয়া তাঁহার কাছে যাই—কারণ আমি ছাড়া তিনি অন্য কোন রমণীকে কামনা করেন না। পদ্মপলাশলোচন, স্বর্গে অপ্সরারা নানারূপ রক্তপুষ্পধারণে* মস্তক বিভূষিত করিয়া বিচিত্রবেশে বালীর নিকটে আসিবে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ভজনা করিবেন না। বীর, তুমি যেমন এই রমণীয় গিরিতটে বিদেহ-রাজকন্যার বিরহে শোকাকুল হইয়াছ, আমার বিরহে বালীও স্বর্গে সেইরূপ শোকাতুর হইবেন। সুদর্শন, পত্নীবিহনে পুরুষ কিরূপ দুঃখ পায় তাহা তুমি ভালরূপই জান, সুতরাং বালী যাহাতে আমার অদর্শনে দুঃখ না পান সেজন্য তুমি আমাকে বধ কর। রাজকুমার, আমাকে বধ করিলে তুমি স্ত্রীহত্যার দোষে দোষী হইবে এরূপ মনে করিও না, আমাকে বালীর আত্মা বিবেচনা করিয়া তুমি আমাকে বিনাশ কর। আমি সেই বানরশ্রেষ্ঠের বিরহে কখনই বাঁচিয়া থাকিব না, সুতরাং তুমি আমার প্রাণসংহার কর।

রাম তারাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—বীরপত্নী, তুমি এরূপ ভ্রান্তবুদ্ধির বশীভূত হইও না। শাস্ত্র বলে, বিধাতা ত্রিলোকের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাহাদের মনে সুখদুঃখ দিয়াছেন, কেহই তাঁহার বিধান লঙ্ঘন করিতে পারে না। তাঁহার ইচ্ছায় তুমি পুনরায় পরম সুখী হইবে† এবং তোমার পুত্রও যৌবরাজ্য লাভ করিবে। তুমি বীরের পত্নী, তোমার নিহত পতির জন্য শোক

* রক্তপুষ্পধারণং বালীবশীকরণায় (রা-তিলক)। বালীকে বশীকরণের জন্য রক্তপুষ্পধারণ।

† অর্থাৎ তারা বালীর ন্যায় সুগ্রীবের সহবাসেও পরম আনন্দলাভ করিবেন। (রা-তিলক ও রা-ভূষণ)

করা উচিত নয়।* রামের কথায় আশ্বস্ত হইয়া তারা বিলাপে বিরত হইলেন। (২৪ সর্গ)

তারপর রাম সুগ্রীব তারা ও অঙ্গদকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—শোকতাপে মৃতের শুভ হয় না, সুতরাং শোকতাপ পরিত্যাগ করিয়া তোমরা এখন যাহা কর্তব্য তাহাই কর। লক্ষ্মণ শোকাকুল সুগ্রীবকে বিনয়বচনে বলিলেন,—সুগ্রীব, তারা ও অঙ্গদকে লইয়া বালীর সৎকার ও প্রেতকার্যাদি কর। বালীর শবদাহের জন্য প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট চন্দনাদি আনিতে আদেশ কর। শোকাতুর অঙ্গদকে সান্ত্বনা দাও। এখন এই পুরী তোমারই, তুমি আর জড়-বুদ্ধির ন্যায় হইয়া থাকিও না। অঙ্গদ মাল্য বস্ত্র ঘৃত তৈল ও গন্ধদ্রব্যাদি লইয়া আসুন। আর তারা, তুমি শীঘ্র শিবিকা লইয়া আইস। শিবিকাবহনে সমর্থ ও সুপটু বানরেরা বালীকে বহন করিবার জন্য সজ্জিত হউক।

তারা শিবিকাবহনক্ষম বলবান বানরগণের দ্বারা একখানা সুচিত্রিত ও সুসজ্জিত প্রকাণ্ড শিবিকা লইয়া আসিলেন। সুগ্রীব ও অঙ্গদ রোদন করিতে করিতে মৃত বালীকে বসনভূষণ ও মাল্যে সজ্জিত করিয়া সেই শিবিকায় স্থাপন করিলেন। তারপর সুগ্রীব বাহকদিগকে বলিলেন,—এখন তোমরা নদীকূলে গিয়া পূজনীয় বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন কর। বানরেরা প্রচুর পরিমাণে ধনরত্ন

* মা বীরভার্যে বিমতিং কুরুষ্ব লোকো হি সর্বো বিহিতো বিধাত্রা।
তং চৈব সর্বং সুখদুঃখযোগং লোকোঽব্রবীত্তেন কৃতং বিধাত্রা॥
ত্রয়োঽপি লোকা বিহিতং বিধানং নাতিক্রমন্তে বশগা হি তস্য।
প্রীতিং পরাং প্রাপ্স্যসি তাং তথৈব পুত্রশ্চ তে প্রাপ্স্যতি যৌবরাজ্যম্॥
ধাত্রা বিধানং বিহিতং তথৈব ন শূরপত্ন্যঃ পরিদেবয়ন্তি। (২৪।৪২-৪৪)

ছড়াইতে ছড়াইতে শিবিকার আগে আগে যাক্ এবং রাজোচিত সমারোহের সহিত প্রভুর সৎকার করুক।

বাহকেরা শিবিকা লইয়া অগ্রসর হইল। বানরগণ সরোদনে তাহার সহিত চলিল। তারা প্রভৃতি রাজপত্নীরা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ক্রন্দনধ্বনিতে বোধ হইল যেন চারিদিকের সমস্ত বনপর্বত রোদন করিতেছে।

নদতীরে* পৌঁছিয়া বানরেরা চতুর্দিকে জলবেষ্টিত নির্জন স্থানে চিতা প্রস্তুত করিল। অঙ্গদ কাঁদিতে কাঁদিতে সুগ্রীবের সাহায্যে পিতাকে চিতায় শয়ন করাইলেন এবং যথাবিধি অগ্নি প্রদান করিয়া ব্যাকুলমনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। বালীর সৎকারান্তে বানর-প্রধানেরা পুণ্যসলিলা নদীতে আসিয়া এবং অঙ্গদকে অগ্রে করিয়া সুগ্রীব ও তারা প্রভৃতির সহিত বালীর উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বালীর মৃত্যুতে সুগ্রীবের তুল্য দুঃখিত হইয়া মহাবল রাম বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। (২৫ সর্গ)

৯

সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক (২৬ সর্গ)

তারপর আর্দ্রবস্ত্রপরিহিত ও শোকাকুল সুগ্রীবকে বেষ্টন করিয়া বানরমুখ্যেরা রামের নিকট আসিলেন। সুবর্ণ শৈলের ন্যায় কান্তিমান, বালারুণতুল্য লোহিতবদন, পবননন্দন হনুমান করজোড়ে রামকে বলিলেন,—কাকুৎস্থ, তোমার অনুগ্রহে সুগ্রীব তাঁহার সুবিস্তীর্ণ

* তুঙ্গভদ্রার তীরে। (?)

পিতৃরাজ্য লাভ করিলেন এবং বানরগণের অধিপতি হইলেন। এখন তুমি অনুমতি দিলে তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া তোমার যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে ইচ্ছা করেন। তুমি কিষ্কিন্ধার বিশাল ও রমণীয় গিরিগুহায় চল, সেখানে সুগ্রীবকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বানরদিগকে আনন্দিত করিবে।

রাম বলিলেন,—হনুমান, পিতার আদেশানুযায়ী আমি চৌদ্দ বৎসর কোন গ্রাম বা নগরে যাইব না। তোমরাই সুগ্রীবকে লইয়া গিয়া তাঁহাকে যথাবিধি রাজ্যে অভিষিক্ত কর। পরে রাম সুগ্রীবকে বলিলেন,—সখা, তুমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। এখন শ্রাবণ মাস, বর্ষাকাল আরম্ভ হইয়াছে—ইহা যুদ্ধোদ্‌যোগের সময় নয়। কার্ত্তিক মাস আসিলে তুমি রাবণবধের উদ্‌যোগ করিও। এখন আমি ও লক্ষ্মণ এই পর্বতেই বাস করিব।

রামের নির্দেশানুসারে সকল কাজ সম্পাদিত হইল। সুগ্রীব তাঁহার ভার্যা রুমা ও কিষ্কিন্ধারাজ্য লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন। (২৬ সর্গ)

১০

রামের প্রস্রবণগিরিতে* অবস্থান—সীতার বিরহে শোকাকুলতা—লক্ষ্মণের রামকে সান্ত্বনা প্রদান (২৭ সর্গ)

রাম লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণগিরিতে আসিলেন। উহা মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ এবং তরুলতাগুল্মে সমাকীর্ণ। মৃগ, সিংহ, ব্যাঘ্র,

* অর্থাৎ মাল্যবান পর্বতের একাংশে। এখন উহার নাম মাল্যবন্ত।

ভল্লুক ও নানাজাতীয় বানর সর্বদা সেখানে চরিয়া বেড়ায়। রাম উহার এক সুবিস্তীর্ণ গুহায় আশ্রয় লইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,— সুমিত্রানন্দন, এই গিরিগুহা রমণীয় ও বিশাল এবং ইহাতে বায়ু সঞ্চালিত হইয়া থাকে, আমরা এখানেই বর্ষাকাল অতিবাহিত করিব। শ্বেত কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণের শিলা এবং নানা ধাতুতে শোভিত হইয়া গিরিবর কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। এ-স্থান মালতী কুন্দ প্রভৃতি নানারূপ লতাগুল্মে এবং কদম্ব অর্জুন ও শাল প্রভৃতি পুষ্পিত বৃক্ষে সুশোভিত। ময়ূরের কেকাধ্বনি এবং অন্যান্য নানা বিহঙ্গের রব শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। গুহাটি উত্তরপূর্বভাগে অবনত এবং পশ্চাদ্‌ভাগে উন্নত বলিয়া বর্ষাকালে ইহাতে বায়ুর প্রকোপ হইবে না। গুহাদ্বারে একখানা সমতল সুপ্রশস্ত শিলা রহিয়াছে, ইহাতে আমরা বসিতে পারিব। গুহার সম্মুখ দিয়া একটি নদী প্রবাহিত। তাহা চক্রবাক হংস ও সারসগণে বিভূষিত হইয়া যেন হাসিতেছে এবং নীলোৎপল ও রক্তোৎপলাদিতে শোভিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। ঐ দেখ, সুচারু চন্দনাদি বৃক্ষরাজি যেন মনের বেগে উত্থিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। এ-স্থান অতি মনোরম, আমরা এখানে সুখে বাস করিব। সুগ্রীবের রাজধানী রমণীয় কিষ্কিন্ধানগরী ইহার অনতিদূরে অবস্থিত। সেখান হইতে গীতবাদ্যের রব শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। কপিবর সুগ্রীব রাজ্য ও ভার্যা লাভ করিয়াছেন, তিনি বিপুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর, এখন তিনি নিশ্চয় সুহৃদ্‌বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া আমোদ-আহ্লাদে কাল কাটাইতেছেন।*

এইরূপ বলিয়া রাম বহু সুদৃশ্য গুহা ও কুঞ্জসমন্বিত প্রস্রবণ-

---

* লব্ধভার্যো কপিবরঃ প্রাপ্য রাজ্যং সুহৃদ্বৃতঃ।
ধ্রুবং নন্দতি সুগ্রীবঃ সংপ্রাপ্য মহতীং শ্রিয়ম্॥ (২৭।৩৮)

গিরিতে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেরূপ মনোরম স্থানে বাস করিয়াও রাম সুখী হইতে পারিলেন না। তাঁহার কেবল প্রাণাধিকা সীতার কথাই মনে পড়িত, রাত্রে শয্যায় শয়ন করিলেও তাঁহার নিদ্রা আসিত না এবং তিনি অবিরত রোদন করিতেন।

তখন সমদুঃখী লক্ষ্মণ রামকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, বীর, আপনি শোকাকুল হইবেন না, আপনি তো জানেন যে, শোকে অভিভূত হইলে সকল কাজই নষ্ট হয়। আপনি শোক দূর করিয়া শরৎ-কালের প্রতীক্ষা করুন, তখন আপনি রাবণকে সরাষ্ট্র ও সবংশে বিনাশ করিতে পারিবেন। রাম বলিলেন,—লক্ষ্মণ, তুমি অনুরক্ত স্নেহশীল ও হিতৈষীর উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ, আমি শোক ত্যাগ করিয়া শরতের প্রতীক্ষায়ই থাকিব। (২৭ সর্গ)

১১

বর্ষাকাল (২৮) *

রাম-লক্ষ্মণ মাল্যবান পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে তাহার অপূর্ব শ্রী দেখিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, দেখ, বর্ষাকাল আসিয়াছে। আকাশ পর্বততুল্য মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। উহা সূর্যরশ্মির দ্বারা সমুদ্রের জল পান করিয়া নয়মাস† গর্ভধারণ করিয়াছিল, এখন সেই জীবনীশক্তিবর্ধক জল প্রসব করিতেছে। কুটজ‡ ও অর্জুন বৃক্ষগুলি যেন মেঘরূপ সোপানাবলীর দ্বারা

* সুপণ্ডিত কীথ (Keith) সাহেব মনে করেন, কালিদাস হয়তো বাল্মীকি-রামায়ণের এই সর্গ হইতে মেঘদূত রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

† কার্তিক হইতে আষাঢ় পর্যন্ত। (রা-তিলক)

‡ গিরিমল্লিকা, কুড়চি।

আকাশে আরোহণ করিয়া তাহাদের পুষ্পের মাল্যদানে সূর্যকে লজ্জিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। সূর্যরশ্মির দ্বারা সন্তাপিতা পৃথিবী এখন নববারিধারায় অভিষিক্ত হইয়া যেন শোকসন্তপ্তা সীতার ন্যায় অশ্রুমোচন করিতেছে। এখন কোথাও ধূলি নাই, সুশীতল বায়ু বহিতেছে, গ্রীষ্মের উত্তাপাদি দূর হইয়াছে। রাজারা যুদ্ধযাত্রায় বিরত হইয়াছেন এবং প্রবাসীরা স্বদেশে ফিরিতেছে।* এখন চক্রবাক-চক্রবাকীরা† মানস সরোবরে বাস করিবার ইচ্ছায় সেদিকে চলিয়াছে। অবিরত বৃষ্টিতে পথগুলি অতিশয় কর্দমাক্ত হওয়ায় এখন আর রথাদি যান তাহা দিয়া চলাচল করে না। মেঘগুলি বিক্ষিপ্ত হওয়ায় আকাশ কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং

* অয়ং স কালঃ সংপ্রাপ্তঃ সময়োঽদ্য জলাগমঃ।
সংপশ্য ত্বং নভো মেঘৈঃ সংবৃতং গিরিসংনিভৈঃ॥
নবমাসধৃতং গর্ভং ভাস্করস্য গভস্তিভিঃ।
পীত্বা রসং সমুদ্রাণাং দ্যৌঃ প্রসূতে রসায়নম্॥
শক্যমম্বরমারুহ্য মেঘসোপানপঙ্‌ক্তিভিঃ।
কুটজার্জুনমালাভিরলংকর্তুং দিবাকরঃ॥ (২৮।২-৪)
এষা ঘর্মপরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা।
সীতেব শোকসংতপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি॥ (২৮।৭)
রজঃ প্রশান্তং সহিমোঽদ্য বায়ুর্নিদাঘদোষপ্রসরাঃ প্রশান্তাঃ।
স্থিতা হি যাত্রা বসুধাধিপানাং প্রবাসিনো যান্তি নরাঃ স্বদেশান্। (২৮।১৫)

বর্ষাকালে প্রবাসীদের স্বদেশে ফিরিবার সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ রায় লিখিয়াছেন—"যে সকল নদীতে অন্যান্য ঋতুভোগকালে নৌচালনোপযোগী জল থাকে না, এক্ষণে বর্ষার অনুগ্রহে তৎসমুদয়ে যথেষ্ট জল; সুতরাং প্রবাসিগণের স্বদেশে যাইবার বিশেষ সুবিধা বটে।"

† চকাচকীরা।

মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া কোথাও বা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। সেজন্য স্থানে স্থানে উহাকে যেন পর্বতের দ্বারা অবরুদ্ধ তরঙ্গহীন মহা-সাগরের ন্যায় দেখাইতেছে। পার্বত্য নদী নূতন জল বহন করিয়া দ্রুতবেগে ছুটিতেছে, তাহার জলে শাল ও কদম্ব পুষ্প ভাসিয়া চলিয়াছে। নদীর জল ধাতুসংযোগে তাম্রবর্ণ হইয়াছে এবং নদীতীরে ময়ূরেরা কেকারব করিতেছে! লোকেরা বায়ুবেগে ভূপতিত রসাল জম্বুফল (জাম) ও নানাবর্ণের সুপক্ক আম যথেচ্ছ ভোজন করিতেছে। পর্বতশৃঙ্গাকার মেঘসকল বিদ্যুৎরূপ পতাকা ও বলাকারূপ* মালায় ভূষিত হইয়া যুদ্ধস্থিত মত্ত মহামাতঙ্গের ন্যায় গর্জন করিতেছে। দেখ, শাদ্বলগুলি (নবতৃণাচ্ছাদিত স্থানগুলি) বর্ষাবারিসিক্ত এবং ময়ূরগুলি নৃত্যোৎসবে রত হওয়ায় এই বন যেন অপরাহ্নে আরো শোভা ধারণ করিয়াছে। মেঘগুলি জলভারাক্রান্ত হইয়া, পর্বত-সকলের অত্যুচ্চ শৃঙ্গগুলিতে বার বার বিশ্রাম করিয়া আবার গর্জন করিতে করিতে ছুটিতেছে।† নবতৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে মাঝে মাঝে

---

* বলাক—ক্ষুদ্র বকবিশেষ। বলাকা—বকশ্রেণী।

† সংপ্রস্থিতা মানসবাসলুব্ধাঃ প্রিয়ান্বিতাঃ সংপ্রতি চক্রবাকাঃ।
অভীক্ষ্ণবর্ষোদকবিক্ষতেষু যানানি মার্গেষু ন সংপতন্তি॥
ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্বতসংনিরুদ্ধং রূপং যথা শান্তমহার্ণবস্য॥
ব্যামিশ্রিতং সর্জকদম্বপুষ্পৈর্নবং জলং পর্বতধাতুতাম্রম্।
ময়ূরকেকাভিরনুপ্রয়াতং শৈলাপগাঃ শীঘ্রতরং বহন্তি॥
রসাকুলং ষট্পদসংনিকাশং প্রভুজ্যতে জম্বুফলং প্রকামম্।
অনেকবর্ণং পবনাবধূতং ভূমৌ পতত্যাম্রফলং বিপক্কম্॥
বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিসংনিকাশাঃ।
গর্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা মত্তা গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ॥

নবীন ইন্দ্রগোপ (লালবর্ণ মখমলী পোকা) শোভা পাইতেছে— দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন কোন রমণী লাক্ষাবিন্দু-চিহ্নিত শুকবর্ণ কম্বল* গায়ে দিয়া রহিয়াছে। বনের প্রান্তভাগে নানা দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে— কোথাও ভ্রমরেরা গুঞ্জন করিতেছে, কোথাও ময়ূরেরা নাচিয়া বেড়াইতেছে এবং কোথাও বা হস্তীরা প্রমত্তভাবে বিচরণ করিতেছে। বৃষ্টির জলে বিবর্ণপক্ষ তৃষিত বিহঙ্গেরা মেঘ হইতে পতিত, বৃক্ষপত্রে সংলগ্ন, মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল, সুনির্মল বারি সানন্দে পান করিতেছে। বনে যেন ভ্রমরের গুঞ্জনরূপ মধুর বীণাধ্বনি, ভেকের ধ্বনিরূপ কণ্ঠতাল এবং মেঘগর্জনরূপ মৃদঙ্গনিনাদসহ সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে। ময়ূরেরা পুচ্ছ বিস্তার করিয়া কখন নৃত্য, কখন উচ্চশব্দ এবং কখন বা বৃক্ষাগ্রে শরীরের ভার অর্পণ করিতেছে। নানা আকারের নানা বর্ণের ভেকেরা মেঘের গর্জন শুনিয়া, তাহাদের বহুদিনের নিদ্রাত্যাগে জাগরিত ও নববারিধারায় অভিষিক্ত হইয়া নানারূপ শব্দ করিতেছে।† ভ্রমরেরা নবজলধারায় হৃতকেশর কমলদলকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সকেশর কদম্বপুষ্পগুলিতে

বর্ষোদকাপ্যায়িতশাদ্বলানি প্রবৃত্তনৃত্যোৎসববর্হিণানি।
বনানি নির্বৃষ্টবলাহকানি পশ্যাপরাহ্নেষ্বধিকং বিভান্তি॥
সমুদ্বহন্তঃ সলিলাতিভারং বলাকিনো বারিধরা নদন্তঃ।
মহৎসু শৃঙ্গেষু মহীধরাণাং বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রয়ান্তি॥ (২৮।১৬-২২)

* সবুজ টিয়ারংয়ের কম্বল, তাহাতে গালা হইতে প্রস্তুত লালরংয়ের বিন্দু বা ফুটকি।

† বালেন্দ্রগোপান্তরচিত্রিতেন বিভাতি ভূমির্নবশাদ্বলেন।
গাত্রানুপৃক্তেন শুকপ্রভেণ নারীব লাক্ষোক্ষিতকম্বলেন॥ (২৮।২৪)
ক্বচিৎ প্রগীতা ইব ষট্পদৌঘৈঃ ক্বচিৎ প্রনৃত্তা ইব নীলকণ্ঠৈঃ।
ক্বচিৎ প্রমত্তা ইব বারণেন্দ্রৈর্বিভান্ত্যনেকাশ্রয়িণো বনান্তাঃ॥ (২৮।৩৩)

সানন্দে চুম্বন করিতেছে।* মেঘকুল গভীর গর্জনে প্রভূত বারিবর্ষণ করিয়া নদী, তড়াগ, সরোবর†, পুষ্করিণী ও সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিতেছে। প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হইতেছে, প্রচণ্ডবেগে বায়ু বহিতেছে এবং নদীগুলি অত্যন্ত বেগবতী হইয়া কূল ভগ্ন ও পথরোধ করিয়া দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, রবি তারা কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। পৃথিবী নবজলধারায় সুতৃপ্ত, সকল দিক অন্ধকারে অবলিপ্ত (প্রলেপিত) হইয়াছে। বারিধারায় ধৌত পর্বতশিখরগুলিতে বিপুল জলপ্রপাতসমূহ মুক্তামালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। নির্ঝর বেগে প্রস্তরখণ্ডে পড়িয়া ছিন্ন হারের ন্যায় দেখাইতেছে। চারিদিকে জলধারা, যেন ক্রীড়াকালে সুর-রমণীদের মুক্তাহার ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। বারিপাতের জন্য রাজাদিগের যুদ্ধযাত্রা স্থগিত হইয়াছে, সেনারা পথিমধ্যেই অবস্থিত রহিয়াছে— বৃষ্টি শত্রুতা ও পথ এককালে রোধ করিয়াছে।‡

মুক্তাসমাভং সলিলং পতদ্বৈ সুনির্মলং পত্রপুটেষু লগ্নম্।
হৃষ্টা বিবর্ণচ্ছদনা বিহঙ্গাঃ সুরেন্দ্রদত্তং তৃষিতাঃ পিবন্তি ॥
ষট্‌পাদতন্ত্রীমধুরাভিধানং প্লবঙ্গমোদীরিতকণ্ঠতালম্।
আবিষ্কৃতং মেঘমৃদঙ্গনাদৈর্বনেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্ ॥
ক্বচিৎ প্রনৃত্যৈঃ ক্বচিদুন্নদদ্ভিঃ ক্বচিচ্চ বৃক্ষাগ্রনিষণ্ণকায়ৈঃ।
ব্যালম্ববর্হাভরণৈর্ময়ূরৈর্বনেষু সংগীতমিব প্রবৃত্তম্ ॥
স্বনৈর্ঘনানাং প্লবগাঃ প্রবুদ্ধা বিহায় নিদ্রাং চিরসংনিরুদ্ধাম্।
অনেকরূপাকৃতিবর্ণনাদা নবাম্বুধারাভিহতা নদন্তি ॥ (২৮।৩৫-৩৮)

* সরলার্থ—ভ্রমরেরা উড়িয়া উড়িয়া পদ্ম ও কদম্বে গিয়া বসিতেছে।

† তড়াগ—দীঘি, বড় পুষ্করিণী। সরোবর—পদ্মাদিযুক্ত জলাশয়।

‡ নবাম্বুধারাহতকেসরাণি ধ্রুবং পরিষ্বজ্য সরোরুহাণি।
কদম্বপুষ্পাণি সকেসরাণি নবানি হৃষ্টা ভ্রমরাঃ পিবন্তি ॥ (২৮।৪২)

কোশলাধিপতি ভরত যজ্ঞস্থানের আচ্ছাদনাদি সমাপন ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া এখন এই আষাঢ় মাসে ব্রতনিষ্ঠ হইয়া আছেন। সুগ্রাব শত্রুজয় ও বিস্তীর্ণ রাজ্য লাভ করিয়া এই প্রবল বর্ষাকালে সস্ত্রীক সুখভোগ করিতেছেন। আর আমি হৃতদার ও রাজ্যচ্যুত হইয়া জলপ্লাবিত নদীকূলের ন্যায় ক্রমশঃ অধিকতর অবসাদগ্রস্ত হইতেছি। আমার শোক অতিশয় প্রবল হইলেও এই সুদুর্গম বর্ষাকালে মহাশত্রু রাবণকে নির্যাতন করা অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। সুগ্রীব বিশেষ ক্লেশভোগ করিয়া বহুদিন পরে ভার্যাকে পাইয়াছেন, সেজন্য তিনি আমার অনুগত হইলেও আমি এই অগম্য কাল ও অতি দুর্গম পথঘাটের বিষয় বিবেচনা করিয়া এখন তাঁহাকে কিছু বলিতে চাই না। বিশ্রাম-লাভের পর তিনি নিজ হইতেই অবশ্য যথাকালে আমার কৃত

মেঘাঃ সমুদ্ভূতসমুদ্রনাদা মহাজলৌঘৈর্গগনাবলম্বাঃ।
নদীস্তটাকানি সরাংসি বাপীর্মহীং চ কৃৎস্নামপবাহয়ন্তি॥
বর্ষপ্রবেগা বিপুলাঃ পতন্তি প্রবান্তি বাতাঃ সমুদীর্ণবেগাঃ।
প্রনষ্টকূলাঃ প্রবহন্তি শীঘ্রং নদ্যো জলং বিপ্রতিপন্নমার্গাঃ॥ (২৮।৪৪-৪৫)

ঘনোপগূঢ়ং গগনং ন তারা ন ভাস্করো দর্শনমভ্যুপৈতি।
নবৈর্জলৌঘৈর্ধরণী বিতৃপ্তা তমোবিলিপ্তা ন দিশঃ প্রকাশাঃ॥ (২৮।৪৭)

শীঘ্রং প্রবেগা বিপুলাঃ প্রপাতা নির্ধৌতশৃঙ্গোপতলা গিরীণাম্।
মুক্তাকলাপপ্রতিমাঃ পতন্তো মহাগুহোৎসঙ্গতলৈর্ধ্রিয়ন্তে॥
সুরতামর্দবিচ্ছিন্নাঃ স্বর্গস্ত্রীহারমৌক্তিকাঃ।
পতন্তি চাতুলা দিক্ষু তোয়ধারাঃ সমন্ততঃ॥ (২৮।৫০-৫১)

বৃত্তা যাত্রা নরেন্দ্রাণাং সেনা পথ্যেব বর্ততে।
বৈরাণি চৈব মার্গাশ্চ সলিলেন সমীকৃতাঃ॥ (২৮।৫৩)

উপকারের কথা স্মরণ করিয়া সীতার অন্বেষণের ব্যবস্থা করিবেন। * সুতরাং লক্ষ্মণ, আমি শরৎকালের প্রতীক্ষায় থাকিলাম।

লক্ষ্মণ রামের কথা সমীচীন বোধ করিয়া করজোড়ে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ, সুগ্রীব শীঘ্রই আপনার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, এখন আপনি শরৎকালের প্রতীক্ষা করিয়া এই বর্ষাকাল অতিবাহিত করুন। (২৮ সর্গ)

১২

শরৎকাল (২৯-৩০ সর্গ)

ক্রমে বর্ষাকাল অতীত হইল। মেঘ ও বিদ্যুৎবিহীন, নির্মল, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত, সারস-সমাকুল, রমণীয় আকাশ দেখিয়া পবননন্দন কালজ্ঞ হনুমান বুঝিলেন যে, শরৎকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি

---

* ইমাঃ স্ফীতগুণা বর্ষাঃ সুগ্রীবঃ সুখমশ্নুতে।
বিজিতারিঃ সদারশ্চ রাজ্যে মহতি চ স্থিতঃ॥
অহং তু হৃতদারশ্চ রাজ্যাচ্চ মহতশ্চ্যুতঃ।
নদীকূলমিব ক্লিন্নমবসীদামি লক্ষ্মণ॥
শোকশ্চ মম বিস্তীর্ণো বর্ষাশ্চ ভৃশদুর্গমাঃ।
রাবণশ্চ মহাঞ্ছত্রুরপারঃ প্রতিভাতি মে॥
অযাত্রাং চৈব দৃষ্ট্বেমাং মার্গাংশ্চ ভৃশদুর্গমান্।
প্রণতে চৈব সুগ্রীবে ন ময়া কিংচিদীরিতম্॥
অপি চাপি পরিক্লিষ্টং চিরাদ্দারৈঃ সমাগতম্।
আত্মকার্যগরীয়স্ত্বাদ্বক্তুং নেচ্ছামি বানরম্॥
স্বয়মেব হি বিশ্রম্য জ্ঞাত্বা কালমুপাগতম্।
উপকারং চ সুগ্রীবো বেৎস্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ (২৮।৫৭-৬২)

সুগ্রীবের নিকটে গিয়া তাঁহাকে নানারূপ মনোরম কথায় প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—রাজা, তুমি রাজ্য ও যশ লাভ করিয়াছ এবং তোমার কুলেরও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এখন তোমার মিত্রের কার্য সাধনে তৎপর হওয়া উচিত। যে অন্য সব কিছু ছাড়িয়া মিত্রের কার্যোদ্ধার না করে তাহাকে নানারূপ বিপদে পড়িতে হয়। আর যে যথোচিত কাল অতিক্রম করিয়া মিত্রের কার্যসম্পাদনের চেষ্টা করে, সে মহৎ কাজ করিলেও তাহাতে মিত্রের কার্য সিদ্ধ হয় না। অরিন্দম, আর কালবিলম্ব না করিয়া তুমি সীতার অন্বেষণের ব্যবস্থা কর। রাম তোমার উপকার করিয়াছেন, এখন তোমার তাঁহার প্রত্যুপকার করা উচিত। তিনি কিছু না বলিতেই তুমি জানকীর অন্বেষণের আজ্ঞা দাও। রাম পরম শক্তিমান, রাক্ষসের কথা কি, দেব দানব গন্ধর্ব অসুর প্রভৃতিও তাঁহার ভীতি উৎপাদন করিতে পারে না। তুমি প্রাণপণে তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন কর। বানরেশ্বর, তোমার অধীনে অসংখ্য বানর আছে, তাহাদের মধ্যে কাহাকে কোথায় যাইতে হইবে এবং কি করিতে হইবে, আদেশ কর।

হনুমানের কথা শুনিয়া সুগ্রীবের সুবুদ্ধির উদয় হইল এবং তিনি কার্যসাধনতৎপর নীলকে বলিলেন,—সকল দিক হইতে যূথপতিগণের সহিত আমার সকল সৈন্য যাহাতে শীঘ্র এখানে আসে তুমি তাহার ব্যবস্থা কর। পনের রাত্রির মধ্যে যে এখানে না আসিবে নির্বিচারে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবে। অঙ্গদকে সঙ্গে করিয়া তুমি নিজে (জাম্ববান প্রভৃতি *) বৃদ্ধ বানরদিগকে আনিতে যাও।—নীলকে এইরূপ বলিয়া সুগ্রীব আবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। (২৯ সর্গ)

---

* রামায়ণভূষণ

এদিকে পাণ্ডুবর্ণ আকাশ, নির্মল চন্দ্রমণ্ডল ও জ্যোৎস্নাপ্লাবিতা শারদীয়া রজনী দেখিয়া রাম বুঝিতে পারিলেন যে, শরৎকাল আসিয়াছে এবং যুদ্ধোদ্‌যোগের সময় অতীত হইয়া যাইতেছে। নদনদী, সরোবর ও কানন প্রভৃতিতে বিচরণ করিয়াও তিনি সুখ লাভ করিতে পারিলেন না। সীতার বিরহে তিনি যারপরনাই কাতর হইলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—আর্য, আপনি কামের বশবর্তী হইয়া নিজের বীর্যহানি করিতেছেন কেন? কাম হইতে শোক জন্মে, তাহা হইতে সমাধি (চিত্তের একাগ্রতা) বিনষ্ট হয়, সুতরাং আপনি চিত্ত স্থির করিয়া শোকনিবারণে সচেষ্ট হউন। আপনি কর্মযোগ অবলম্বনে প্রসন্ন মনে থাকুন এবং স্বকার্য সাধনে তৎপর হইয়া সহায় ও সামর্থ্যের সাহায্য গ্রহণ করুন। বীরবর, আপনি যাঁহার স্বামী সেই জানকী অন্যের পক্ষে সুলভ নন*, জ্বলন্ত অগ্নিশিখা স্পর্শে কে না দগ্ধ হইয়া থাকে?—লক্ষ্মণের কথায় রাম কিছু স্থির হইলেন।

পরে রাম সীতার কথা স্মরণ করিয়া বিশুষ্কমুখে লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন,—রাজকুমার, সহস্রলোচন ইন্দ্র বারিবর্ষণে পৃথিবীর তৃপ্তি-সাধন ও শস্য উৎপাদন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। দীর্ঘ-গম্ভীর-শব্দকারী মেঘেরা পর্বত ও বৃক্ষাদির উপর বারিবর্ষণ করিয়া সুস্থির হইয়াছে। উহা দশদিক নীলোৎপলতুল্য শ্যামবর্ণে রঞ্জিত করিয়া এখন মদহীন মাতঙ্গগণের ন্যায় শান্তভাবে অবস্থান করিতেছে। এখন বায়ু আর কুটজ (কুড়চি) ও অর্জুন পুষ্পের গন্ধ বহন করিয়া মহাবেগে প্রবাহিত হয় না। মেঘ হস্তী ময়ূর ও প্রস্রবণসকলের ধ্বনি সহসা থামিয়া গিয়াছে। বিচিত্র শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্বতগুলি

---

* ন জানকী ত্বয়া সনাথা সুলভা পরেণ। (মূল)

বৃষ্টিজলে বিধৌত ও নির্মল হওয়ায় এখন যেন চন্দ্রকিরণে অনুলিপ্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। আজ শরৎ সপ্তপর্ণের (ছাতিমের) শাখায়, চন্দ্র সূর্য ও তারার প্রভায় এবং উত্তম হস্তীদের লীলায় নিজের সৌন্দর্য বিভাগ (বিস্তার) করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। কমলদল সূর্যকিরণে বিকশিত হইয়াছে, নানা পদার্থে পরিস্ফুট শারদশ্রী ইহাতেই (কমলসমূহেই) যেন সমধিক শোভা পাইতেছে। ভ্রমরেরা সপ্তপর্ণ কুসুমের গন্ধে প্রলুব্ধ হইয়া গুঞ্জন করিতে করিতে উড়িয়া বেড়াইতেছে। নির্জল বায়ু বহিতেছে এবং মত্ত হস্তীরা অতিশয় মদগর্বিত হইয়া উঠিয়াছে। হংসেরা মহানদীর পুলিনে তাহাদের সহিত সমাগত রমণীয় উল্লাসে বিস্তৃতপক্ষ (প্রসারিত-পক্ষ) বিলাসপ্রিয় ও পদ্মপরাগে সমাচ্ছন্ন চক্রবাকদিগের সঙ্গে খেলা করিতেছে।* মদগর্বিত হস্তী দর্পিত গোসকল এবং নির্মল-সলিলা নদী ইত্যাদিতে শারদশ্রী বহুধা বিভক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে। আকাশে মেঘ দেখিতে না পাওয়ায় এখন বনে ময়ূরেরা

---

* তর্পয়িত্বা সহস্রাক্ষঃ সলিলেন বসুংধরাম্।
নির্বর্তয়িত্বা শস্যানি কৃতকর্মা ব্যবস্থিতঃ॥
দীর্ঘগম্ভীরনির্ঘোষাঃ শৈলদ্রুমপুরোগমাঃ।
বিসৃজ্য সলিলং মেঘাঃ পরিশান্তা নৃপাত্মজ॥
নীলোৎপলদলশ্যামাঃ শ্যামীকৃত্বা দিশো দশ।
বিমদা ইব মাতঙ্গাঃ শান্তবেগাঃ পয়োধরাঃ॥
জলগর্ভা মহামেঘাঃ কুটজার্জুনগন্ধিনঃ।
চরিত্বা বিরতাঃ সৌম্য বৃষ্টিবাতাঃ সমুদ্যতাঃ॥
ঘনানাং বারণানাং চ ময়ূরাণাং চ লক্ষ্মণ।
নাদঃ প্রস্রবণানাং চ প্রশান্তঃ সহসাঽনঘ॥

আর তাহাদের পুচ্ছ প্রসারিত করিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে না এবং তাহারা তাহাদের প্রিয়াদের প্রতি অননুরক্ত নিরানন্দ ও চিন্তামগ্ন হইয়া আছে। প্রিয়ক (পিয়াল) তরুগুলি তাহাদের কাঞ্চনবর্ণ সুগন্ধ ও নয়নানন্দকর (সুদৃশ্য) পুষ্পভারে অবনত হইয়া বনভূমিকে যেন আলোকিত করিয়াছে। গজোত্তমেরা মদমত্ত ও মদলালস (কামাতুর) হইয়া হস্তিনীদের সহিত কখন পদ্মবনে কখন বনমধ্যে এবং কখন বা সপ্তপর্ণের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া মৃদুমন্দ গতিতে চলিতেছে। আকাশ শাণিত অসির ন্যায় বর্ণ ধারণ করিয়াছে, নদী ক্ষীণস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, কহ্লারের (শ্বেত-পদ্মের) গন্ধে সুবাসিত শীতল বায়ু বহিতেছে এবং সকল দিক অন্ধকারবিমুক্ত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে। রৌদ্রের তাপে পথের কর্দম শুকাইয়া গিয়াছে এবং বহুদিন পরে গাঢ় ধূলিজাল উত্থিত হইতেছে—এখনই পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন নৃপতিদের যুদ্ধোদ্‌যোগের কাল। শরতের প্রভাবে বৃষদিগের শরীরের শোভা বিশেষ বর্ধিত

অভিবৃষ্টা মহামেঘৈর্নির্মলাশ্চিত্রসানবঃ।
অনুলিপ্তা ইবাভান্তি গিরয়শ্চন্দ্ররশ্মিভিঃ॥
শাখাসু সপ্তচ্ছদপাদপানাং প্রভাসু তারার্কনিশাকরাণাম্।
লীলাসু চৈবোত্তমবারণানাং শ্রিয়ং বিভজ্যাদ্য শরৎ প্রবৃত্তা॥
সংপ্রত্যনেকাশ্রয়চিত্রশোভা লক্ষ্মীঃ শরৎকালগুণোপপন্না।
সূর্যাগ্রহস্তপ্রতিবোধিতেষু পদ্মাকরেষ্বভ্যধিকং বিভাতি॥
সপ্তচ্ছদানাং কুসুমোপগন্ধী ষট্‌পাদবৃন্দৈরনুগীয়মানঃ।
মত্তদ্বিপানাং পবনানুসারী দর্পং বিনেষ্যন্নধিকং* বিভাতি॥
অভ্যাগতৈশ্চারুবিশালপক্ষৈঃ স্মরপ্রিয়ৈঃ পদ্মরাজোঽবকীর্ণৈঃ।
মহানদীনাং পুলিনোপযাতৈঃ ক্রীড়ন্তি হংসাঃ সহ চক্রবাকৈঃ॥ (৩০।২২-৩১)

* বিনেষ্যন্—জলং শোষয়ন্। (রা-তিলক)

হইয়াছে এবং তাহারা হৃষ্ট ও মদমত্ত হইয়া ধূলিধূসরিত দেহে গোগণের মধ্যে আসিয়া যুদ্ধের জন্য গর্জন করিতেছে।* মদস্রাবী গজেন্দ্ররা মহারবে হংস ও চক্রবাকদিগকে বিত্রাসিত এবং প্রস্ফুটিত কমলে শোভিত সরোবর বার বার আলোড়িত করিয়া তাহার জল পান করিতেছে। হংসেরা সানন্দে কর্দমবিহীন বালুকাযুক্ত গোকুলে সমাকুল স্বচ্ছজল ও সারসরবে মুখর নদীতে নিপতিত হইতেছে। এখন নদী, মেঘ, সুপ্রবল বায়ু ও প্রস্রবণের জলের শব্দ এবং নিরানন্দ ময়ূর ও ভেকগণের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না। নানা-বর্ণের তীব্র বিষধর সর্পেরা বর্ষার প্রারম্ভ হইতে বহুদিন আহারা-ভাবে শীর্ণ ও মৃতপ্রায় হইয়াছিল, এখন তাহারা ক্ষুধার্ত হইয়া

---

* মদপ্রগল্‌ভেষু চ বারণেষু গবাং সমূহেষু চ দর্পিতেষু।
প্রসন্নতোয়াসু চ নিম্নগাসু বিভাতি লক্ষ্মীর্বহুধা বিভক্তা॥
নভঃ সমীক্ষ্যাম্বুধরৈর্বিমুক্তং বিমুক্তবর্হাভরণা বনেষু।
প্রিয়াস্বরক্তা বিনিবৃত্তশোভা গতোৎসবা ধ্যানপরা ময়ূরাঃ॥
মনোজ্ঞগন্ধৈঃ প্রিয়কৈরনল্পৈঃ পুষ্পাগ্রভারাবনতাগ্রশাখৈঃ।
সুবর্ণগৌরৈর্নয়নাভিরামৈরুদ্যোতীতানীব বনান্তরাণি॥
প্রিয়ান্বিতানাং নলিনীপ্রিয়াণাং বনপ্রিয়াণাং কুসুমোদ্গতানাম্।
মদোৎকটানাং মদলালসানাং গজোত্তমানাং গতয়োঽদ্য মন্দাঃ॥
ব্যক্তং নভঃ শস্ত্রবিধৌতবর্ণং কৃশপ্রবাহাণি নদীজলানি।
কহ্লারশীতাঃ পবনাঃ প্রবান্তি তমো বিমুক্তাশ্চ দিশঃ প্রকাশাঃ॥
সূর্যাতপক্রামণনষ্টপঙ্কা ভূমিশ্চিরোদ্ঘাটিতসান্দ্ররেণুঃ।
অন্যোন্যবৈরেণ সমাযুতানামুদ্যোগকালোঽদ্য নরাধিপানাম॥
শরদ্গুণাপ্যায়িতরূপশোভাঃ প্রহর্ষিতাঃ পাংশুসমুখিতাঙ্গাঃ।
মদোৎকটাঃ সংপ্রতি যুদ্ধলুব্ধা বৃষা গবাং মধ্যগতা নদন্তি॥ (৩০।৩২-৩৮)

রূপশোভাঃ—শরীরশোভাঃ। (রা-ভূষণ)

আহারের সন্ধানে গর্ত হইতে বাহির হইতেছে। আহা দেখ, অস্তরাগে রঞ্জিত সন্ধ্যা চঞ্চল চন্দ্রকরস্পর্শে আনন্দিত হইয়া, তাহার নয়নতারারূপ তারকাগুলি উন্মীলিত (প্রকাশিত) করিয়া নিজে আকাশ ছাড়িয়া যাইতেছে। (অর্থাৎ সন্ধ্যার পরে আকাশে তারা উঠিতেছে।) সমুদিত চন্দ্র যেন রাত্রির সুন্দর মুখ, তারাগণ যেন উন্মীলিত চারু নেত্র এবং জ্যোৎস্না যেন বসন, সুতরাং রাত্রিকে যেন শুক্লবসনপরিহিতা রমণীর ন্যায় দেখাইতেছে। সুপক্ক শালিধান্য আহারে পরিতৃপ্ত সারসেরা এখন পরম হৃষ্টমনে মনোরম শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বায়ুতাড়িত কুসুমমালার ন্যায় দ্রুতবেগে আকাশ অতিক্রম করিতেছে।* দেখ, ঐ মহাহ্রদ কেমন শোভা ধারণ করিয়াছে—উহাতে বহু কুমুদ ফুটিয়া রহিয়াছে এবং তাহার ভিতর একটি হংস

* বিত্রাস্য কারণ্ডবচক্রবাকান্ মহারবৈর্ভিন্নকটা গজেন্দ্রাঃ।
সরঃসু বুদ্ধাম্বুজভূষণেষু বিক্ষোভ্য বিক্ষোভ্য জলং পিবন্তি॥
ব্যপেতপঙ্কাসু সবালুকাসু প্রসন্নতোয়াসু সগোকুলাসু।
সসারসারাববিনাদিতাসু নদীষু হংসা নিপতন্তি হৃষ্টাঃ॥
নদীঘনপ্রস্রবণোদকানামতিপ্রবৃদ্ধানিলবর্হিণানাম্।
প্লবঙ্গমানাং চ গতোৎসবানাং ধ্রুবং রবাঃ সংপ্রতি সংপ্রণষ্টাঃ॥
অনেকবর্ণাঃ সুবিনষ্টকায়া নবোদিতেষম্বুধরেষু নষ্টাঃ।
ক্ষুধার্দিতা ঘোরবিষা বিলেভ্যশ্চিরোষিতা বিপ্রসরন্তি সর্পাঃ॥
চঞ্চচ্চন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিততারকা।
অহো রাগবতী সংধ্যা জহাতু স্বয়মম্বরম্॥
রাত্রিঃ শশাঙ্কোদিতসৌম্যবক্ত্রা তারাগণোন্মীলিতচারুনেত্রা।
জ্যোৎস্নাংশুকপ্রাবরণা বিভাতি নারীব শুক্লাংশুকসংবৃতাঙ্গী॥
বিপক্কশালিপ্রসবানি ভুক্ত্বা প্রহর্ষিতা সারসচারুপঙ্ক্তিঃ।
নভঃ সমাক্রামতি শীঘ্রবেগা বাতাবধূতা গ্রথিতেব মালা॥ (৩০।৪১-৪৭)

ঘুমাইয়া আছে, দেখিয়া মনে হইতেছে যেন রাত্রিতে মেঘমুক্ত তারা-সমাকীর্ণ আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে। চারিদিকে প্রকীর্ণ চপল হংসরূপ মেখলায় পরিবেষ্টিত, প্রস্ফুটিত পদ্ম ও উৎপলসমূহে শোভিত উত্তম বাপীগুলি আজ যেন নানা ভূষণে ভূষিতা বরাঙ্গনা-গণের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। নদীতীরে কাশরাশি—তাহার নববিকশিত পুষ্পগুলি মৃদু সমীরণে আন্দোলিত হইয়া ধৌত নির্মল পট্টবস্ত্রের মত শোভা পাইতেছে। বনমধ্যে প্রগল্ভ, মধুপানে নিপুণ, পদ্ম ও অসন পুষ্পের রেণুতে পীতবর্ণ প্রিয়ান্বিত (প্রিয়াসমভি-ব্যাহারী) উৎফুল্ল মৌমাছিরা মত্তভাবে বায়ুর অনুসরণ করিয়া ছুটিতেছে। নির্মল জল, প্রস্ফুটিত কুসুম ক্রৌঞ্চের স্বর সুপক্ক শালিবন (শালিধান্যের ক্ষেত্র) মৃদু বায়ু ও বিমল চন্দ্র ঘোষণা করিতেছে যে, বর্ষাকাল অপনীত হইয়া শরৎকাল আসিয়াছে।* লক্ষ্মণ, ইহাই রাজাদিগের শত্রুজয়ের জন্য উদ্‌যোগ ও যুদ্ধযাত্রার কাল। কিন্তু আমি সুগ্রীবকে সেরূপ কিছুই করিতে দেখিতেছি না। আমি রাজ্যভ্রষ্ট নির্বাসিত রাবণের দ্বারা উৎপীড়িত প্রিয়াবিহীন ও দুঃখকাতর,

---

* সুপ্তৈকহংসং কুমুদৈরুপেতং মহাহ্রদস্থং সলিলং বিভাতি।
ঘনৈর্বিমুক্তং নিশি পূর্ণচন্দ্রং তারাগণাকীর্ণমিবান্তরীক্ষম্॥
প্রকীর্ণহংসাকুলমেখলানাং প্রবুদ্ধপদ্মোৎপলমালিনীনাম্।
বাপ্যুত্তমানামধিকাঽদ্য লক্ষ্মীর্বরাঙ্গনানামিব ভূষিতানাম্॥ (৩০।৪৮-৪৯)
নবৈর্নদীনাং কুসুমপ্রহাসৈর্ব্যাধূয়মানৈর্মৃদুমারুতেন।
ধৌতামলক্ষৌমপটপ্রকাশৈঃ কূলানি কাশৈরুপশোভিতানি॥
বনপ্রচণ্ডা মধুপানশৌণ্ডাঃ প্রিয়ান্বিতাঃ ষট্‌চরণাঃ প্রহৃষ্টাঃ।
বনেষু মত্তাঃ পবনানুযাত্রাং কুর্বন্তি পদ্মাসনরেণুগৌরাঃ॥
জলং প্রসন্নং কুসুমপ্রহাসং ক্রৌঞ্চস্বনং শালিবনং বিপক্কম্।
মৃদুশ্চ বায়ুর্বিমলশ্চ চন্দ্রঃ শংসন্তি বর্ষব্যপনীতকালম্॥ (৩০।৫১-৫৩)

তথাপি সুগ্রীব আমার প্রতি দয়া করিতেছে না। আমি গৃহহীন অনাথ দরিদ্র এবং তাহার শরণাগত—বোধ হয় সেই জন্যই দুরাত্মা সুগ্রীব আমাকে অবজ্ঞা করিতেছে। সে নির্দিষ্ট সময়ে সীতার অন্বেষণ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু নিজের কার্যোদ্ধার হওয়ায় এখন তাহার আর সে-কথা মনে নাই। লক্ষ্মণ, তুমি কিষ্কিন্ধায় যাইয়া ভোগসুখে মত্ত সেই মূর্খ বানররাজ সুগ্রীবকে বলিবে,— পূর্বোপকারীকে কথা দিয়া যে সে-কথা রাখে না, সে পুরুষাধম। ভাল বা মন্দ যেরূপই হউক, প্রতিশ্রুতি দিয়া যে তাহা রক্ষা করে, সেই প্রকৃত বীর ও পুরুষশ্রেষ্ঠ। যে নিজে সফলকাম হইয়া মিত্রের কার্যসাধনের জন্য চেষ্টা করে না, সে কৃতঘ্ন মরিলে শৃগাল কুকুর প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুরাও তাহার মাংস খায় না। সুগ্রীব কি আবার যুদ্ধস্থলে আমার ধনুর বজ্রনির্ঘোষতুল্য ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে চায়? বালী নিহত হইয়া যে পথে গিয়াছে, সে পথ এখন সঙ্কুচিত হয় নাই —সুগ্রীবকে তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে বলিবে, সে যেন বালীর পথ অনুসরণ না করে। বালী একাই নিহত হইয়াছে, কিন্তু সুগ্রীব সত্যভ্রষ্ট হইলে আমি তাহাকে সবান্ধবে বিনাশ করিব।

রামের এইরূপ কথা শুনিয়া লক্ষ্মণও সুগ্রীবের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন। (৩০ সর্গ)

১৩

লক্ষ্মণের কিষ্কিন্ধায় গমন—হনুমানের সুগ্রীবকে উপদেশ—সুগ্রীবের তারাকে লক্ষ্মণের নিকটে প্রেরণ (৩১-৩৩ সর্গ)

লক্ষ্মণ রামকে বলিলেন,—বানর সুগ্রীব যে আপনার সহিত সদাচরণ করিবে, তাহা মনে হয় না। সে নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছে না

যে আপনার বন্ধুত্বের জন্যই সে বানররাজ্য ভোগ করিতেছে। তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে—আপনার অনুগ্রহে নিঃশত্রু হইয়া সে বিলাসে মত্ত রহিয়াছে। সুতরাং সে নিহত হইয়া তাহার অগ্রজ বালীকে গিয়া সন্দর্শন করুক। এমন বিগুণ (গুণহীন) ব্যক্তিকে রাজ্য দেওয়া উচিত নয়। আমি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। আমার ইচ্ছা হইতেছে, আজই অসত্যবাদী সুগ্রীবকে বধ করি এবং বালীর পুত্র অঙ্গদ শ্রেষ্ঠ বানরবীরগণকে লইয়া রাজনন্দিনী সীতার অন্বেষণ করুক।

রাম লক্ষ্মণকে অনুনয় করিয়া বলিলেন,—তোমার ন্যায় লোকের এরূপ পাপাচরণ করা উচিত নয়। যিনি বিবেকের দ্বারা ক্রোধকে নাশ করিতে পারেন তিনিই বীর ও পুরুষশ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি সুগ্রীবকে বধের ইচ্ছা না করিয়া তাহার সহিত পূর্বের ন্যায় প্রীতি-পূর্ণ ব্যবহার কর। তুমি রুক্ষভাব দূর করিয়া শিষ্ট কথায় তাহাকে গিয়া বল, সীতার অন্বেষণের কাল অতীত হইয়া যাইতেছে।

তখন লক্ষ্মণ ক্রোধভরে একটি ভীষণ ধনু লইয়া দ্রুত কিষ্কিন্ধার দিকে চলিলেন। হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার বানরেরা কিষ্কিন্ধার বাহিরে বিচরণ করিতেছিল। তাহারা লক্ষ্মণকে সক্রোধে আসিতে দেখিয়া শৈলশৃঙ্গ ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ তুলিয়া লইল। তাহাতে লক্ষ্মণ দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইলেন। বানরেরা লক্ষ্মণের সেই কালান্তক যমতুল্য ভীষণ মূর্তি দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ সুগ্রীবের ভবনে যাইয়া লক্ষ্মণের আগমন ও ক্রোধের কথা সুগ্রীবকে জানাইল। কিন্তু তারার সহিত বিলাসে মত্ত থাকায় সুগ্রীব বানরদের সে কথা শুনিলেন না।

এদিকে অঙ্গদ প্রজ্বলিত কালাগ্নি ও ক্রুদ্ধ নাগেন্দ্রের (বাসুকির)

ন্যায় লক্ষ্মণকে দেখিয়া ভয়ে যারপরনাই বিষণ্ণ হইলেন। লক্ষ্মণ অঙ্গদের নিকটে আসিয়া বলিলেন,—বৎস, তুমি সুগ্রীবকে জানাও যে, ভ্রাতার দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া আমি এখানে আসিয়া দ্বারে অপেক্ষা করিতেছি, অভিরুচি হইলে তিনি আমার কথা শুনুন। সুগ্রীব যাহা বলেন তাহা শুনিয়া শীঘ্র এখানে ফিরিবে।

অঙ্গদ সুগ্রীবের নিকটে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে তারাকে ও রুমাকে প্রণাম করিয়া সকল কথা বলিলেন। কিন্তু মদমত্ত ও কামমোহিত সুগ্রীব তখন ঘুমে অচেতন ছিলেন, তিনি অঙ্গদের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে লক্ষ্মণের ভয়ে ভীত বানরেরা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য কিলকিলা রব* ও বজ্রতুল্য ভীষণ সিংহনাদ করিয়া সুগ্রীবকে জাগাইল। তখন যক্ষ ও প্রভাব নামে দুইজন মন্ত্রী সুগ্রীবের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—মহারাজ, বীর্যবান লক্ষ্মণ রামের কথায় আপনাকে কিছু বলিতে আসিয়াছেন এবং ক্রুদ্ধভাবে দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। আপনি পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত শীঘ্র সেখানে যাইয়া ও নতমস্তকে লক্ষ্মণকে প্রণাম করিয়া তাঁহার ক্রোধ দূর করুন। ধর্মাত্মা রামের কথামত কাজ করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা পালনে সচেষ্ট হউন। (৩১ সর্গ)

সুগ্রীব আসন হইতে উঠিয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন,—আমি তো তাঁহাদিগকে কোন দুর্বাক্য বলি নাই বা তাঁহাদের সহিত কোন দুর্ব্যবহারও করি নাই, তবে তিনি যে কেন আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, ইহাই চিন্তা করিতেছি। বোধ হয়, সতত ছিদ্রান্বেষী শত্রুরা আমার সম্বন্ধে মিথ্যা করিয়া কোন দোষের কথা লক্ষ্মণকে বলিয়াছে। তোমরা নিজ নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে তাঁহার

---

* বানরের ধ্বনি।

ক্রোধের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা কর। আমি রাম বা লক্ষ্মণকে ভয় করি না, কিন্তু মিত্র অকারণে রুষ্ট হইয়াছেন, ইহাই আমার ভয়। মিত্রতা অনায়াসে হয়, কিন্তু তাহা রক্ষা করা কঠিন। চিত্তের চাঞ্চল্যের জন্য সামান্য কারণেই প্রণয় নষ্ট হইয়া থাকে। মহাত্মা রাম আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, আমি আজ পর্যন্তও তাঁহার সেরূপ কোন প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই, সেজন্য আমার মনে নানা আশঙ্কা হইতেছে।

তখন হনুমান বলিলেন,—বানররাজ, রাম তোমার প্রিয়সাধনের জন্য বালীকে বধ করিয়াছেন, কিন্তু তুমি তাঁহার প্রত্যুপকারের কোনরূপ চেষ্টা করিতেছ না। সেজন্য তাঁহার মনে যে প্রণয়কোপ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তাই তিনি লক্ষ্মণকে এখানে পাঠাইয়াছেন। এখন শরৎকাল আসিয়াছে, সীতার অন্বেষণের উদ্‌যোগ করিতে হইবে, তুমি মত্ততাবশে তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। লক্ষ্মণ তোমাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার মুখে হৃতদার ও দুঃখকাতর রামের যে সকল কঠোর কথা শুনিবে তাহা তোমাকে সহ্য করিতে হইবে। তুমি অপরাধ করিয়াছ, এখন করজোড়ে গিয়া লক্ষ্মণকে প্রসন্ন কর। রাজাকে হিতোপদেশ দেওয়াই মন্ত্রীদের কর্তব্য, সেজন্য আমি ভয় ত্যাগ করিয়া তোমাকে এই খাঁটি কথা বলিতেছি। (৩২ সর্গ)

এদিকে অঙ্গদ ফিরিয়া আসিলে লক্ষ্মণ তাঁহার সহিত কিষ্কিন্ধার গুহায় প্রবেশ করিলেন। দ্বারস্থ মহাকায় মহাবল বানরেরা তাঁহাকে দেখিয়া করজোড়ে অবস্থান করিতে লাগিল, তাঁহার সহিত যাইতে সাহস করিল না। লক্ষ্মণ দেখিলেন, গুহাটি অতি বৃহৎ, রত্নাদিতে সমাকীর্ণ ও মনোরম। তাহা হর্ম্য ও প্রাসাদমালায় এবং নানারূপ

ফলফুলশালী বৃক্ষরাজিতে পরিশোভিত। সেখানে প্রিয়দর্শন, দেব ও গন্ধর্বপুত্র, কামরূপী বানরেরা দিব্য মাল্য ও বস্ত্রে ভূষিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। তাহার রাজপথগুলি চন্দন অগুরু ও পদ্মের গন্ধে সুরভিত এবং মৈরেয় মদ্যের গন্ধে আমোদিত। সেই পথ দিয়া চলিতে চলিতে লক্ষ্মণ অঙ্গদ মৈন্দ দ্বিবিদ গবয় গবাক্ষ গজ শরভ বিদ্যুন্মালী সম্পাতি সূর্যাক্ষ হনুমান বীরবাহু সুবাহু নল কুমুদ সুষেণ তার জাম্ববান ও নীল প্রভৃতি কপিপ্রধানগণের অত্যুৎকৃষ্ট গৃহসকল দেখিতে পাইলেন। সেগুলি পাণ্ডুরমেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, গন্ধ-মাল্যযুত, ধনধান্যে পূর্ণ এবং পরমা সুন্দরী রমণীরা তাহাতে বাস করিতেছেন। পরে সুগ্রীবের রমণীয় গৃহ লক্ষ্মণের নয়নগোচর হইল। উহা স্ফটিকময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত* এবং উহার চূড়াগুলি শুভ্রবর্ণ। বলবান সশস্ত্র বানরেরা উহার তপ্তকাঞ্চনময় তোরণে শোভিত দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে। লক্ষ্মণ অপ্রতিহত গতিতে সেই গৃহে প্রবেশ এবং তাহার যান ও আসনে সজ্জিত সাতটি কক্ষ্যা অতিক্রম করিয়া সুগ্রীবের বিস্তীর্ণ ও সুরক্ষিত অন্তঃপুরে আসিলেন। দেখিলেন, সেখানে মহামূল্য আস্তরণে আবৃত স্বর্ণ-রজতময় পর্যঙ্ক ও উৎকৃষ্ট আসনসকল সজ্জিত রহিয়াছে, সুমধুর বীণারবের সহিত তাললয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যাইতেছে এবং সদ্বংশীয়া রূপ-যৌবনগর্বিতা সুসজ্জিতা ও উৎকৃষ্ট মাল্যরচনায় নিরতা বহু রমণী বিরাজ করিতেছেন: ইতিমধ্যে নূপুরধ্বনি ও কাঞ্চীরব উত্থিত হইল। তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ লজ্জিত হইলেন এবং সক্রোধে ধনুকে টঙ্কার দিয়া একপাশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

* পাণ্ডুরেণ শৈলেন পরিক্ষিপ্তং (মূল)—স্ফটিক শিলাময়বপ্রেণ বেষ্টিতম্। (রা-তিলক)।

টঙ্কার শব্দ শুনিয়া সুগ্রীবের মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল। তিনি প্রিয়দর্শনা তারাকে বলিলেন,— অনিন্দিতা, তুমি সান্ত্বনাবাক্যে লক্ষ্মণকে প্রসন্ন কর। তিনি বিশুদ্ধাত্মা, তোমাকে দেখিলে রাগ করিবেন না। মহানুভব ব্যক্তিরা স্ত্রীলোকের সহিত কখন নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন না। লক্ষ্মণ শান্ত হইলে আমি গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিব।

১৪

তারার লক্ষ্মণের নিকটে গমন ও তাঁহাকে সান্ত্বনা—লক্ষ্মণের তারার সহিত সুগ্রীবের নিকটে গমন ও তাঁহাকে ভৎর্সনা—তারার লক্ষ্মণকে পুনরায় সান্ত্বনা—সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের কথোপকথন (৩৩-৩৬ সর্গ)

সুলক্ষণা তারা মদবিহ্বললোচনে* ও স্খলিতগমনে লক্ষ্মণের নিকটে আসিলেন। তাঁহার দেহযষ্টি স্তনভারে নমিত ও কাঞ্চীর স্বর্ণসূত্র লম্বিত। মহাত্মা লক্ষ্মণ সেই বানররাজপত্নীকে দেখিবামাত্র স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যহেতু ক্রোধ সংবরণ করিয়া নতমুখে ও উদাসীনভাবে (শান্ত-ভাবে) রহিলেন।

মদ্যপানে নির্লজ্জা তারা লক্ষ্মণের প্রসন্নভাব দেখিয়া প্রীতিভরে তাঁহাকে বলিলেন,—রাজকুমার, তোমার ক্রোধের কারণ কি? কে তোমার আদেশ অমান্য করিয়াছে? তখন লক্ষ্মণ অসঙ্কোচে ও প্রীতিপূর্ণ বাক্যে উত্তর করিলেন,—পতিহিতরতা, তোমার স্বামী যে কামের বশীভূত হইয়া ধর্মার্থসাধনে বিরত হইয়াছেন তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? আমরা যে শোকে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি তাহা তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তা করিতেছেন না। তিনি বলিয়াছিলেন বর্ষার

* মদ্যপানজনিত বিহ্বল নয়নে।

চারি মাস কাটিলে সীতার অন্বেষণে উদ্‌যোগী হইবেন, কিন্তু সে সময় অতীত হইলেও তিনি মদ্যপানে মত্ত হইয়া বিহারে রত আছেন। ধার্মিকতা ও নিজের কার্যসাধনে তৎপরতা সুগ্রীবের এই দুই গুণের একটিও নাই।

তারা বলিলেন,—বীর, এখন রাগের সময় নয়, আর স্বজনের উপর রাগ করাও উচিত হয় না। তোমাদের কার্যসাধনেচ্ছু সুগ্রীব যে অপরাধ করিয়াছেন তাহা ক্ষমা কর। তুমি যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছ, ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছি তুমি কামতত্ত্ব জান না। কামাসক্ত ব্যক্তি দেশকাল ধর্মাধর্ম বিচার করে না। কামাতুর বানর-রাজ সর্বদা আমার নিকটে থাকেন, কামবশে তিনি লাজলজ্জা একেবারেই হারাইয়াছেন। তিনি তোমার ভাই (ভ্রাতৃতুল্য), তাঁহাকে ক্ষমা কর। ধর্মশীল ও তপোনিষ্ঠ মহর্ষিরাও মোহবশে কামের বশীভূত হইয়া থাকেন, আর সুগ্রীব তো স্বভাবচঞ্চল বানর, তিনি কেন না ভোগসুখে আসক্ত হইবেন ? নরোত্তম, কামপরবশ হইলেও তোমার আগমনের পূর্বেই তিনি তোমাদের কার্যসাধনের জন্য সৈন্যসংগ্রহের আদেশ দিয়াছেন। নানা পর্বতবাসী অসংখ্য কামরূপী মহাবীর বানর শীঘ্রই এখানে আসিবে। মহাবাহু, তুমি চরিত্রবান এবং সজ্জনের পক্ষে মিত্রভাবে পরস্ত্রীদর্শন দোষের নয়, সুতরাং আমার সহিত অন্তঃপুরে সুগ্রীবের নিকটে চল।

লক্ষ্মণ অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, সুগ্রীব দিব্য আভরণ ও মাল্যাদিতে ভূষিতা প্রমদাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, রুমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মহামূল্য আস্তরণে আবৃত স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া আছেন। তাহা দেখিয়াই তিনি ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া উঠিলেন। (৩৩ সর্গ)

লক্ষ্মণকে দেখিয়াই সুগ্রীব আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। গগনে তারাগণ যেমন পূর্ণচন্দ্রের পশ্চাতে উদিত হয়, সেইরূপ সুগ্রীব উঠিলে রুমা প্রভৃতি রমণীরাও সুগ্রীবের পশ্চাতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুগ্রীব করজোড়ে লক্ষ্মণের সম্মুখে আসিলেন। লক্ষ্মণ সক্রোধে বলিলেন,—যে রাজা বীর্যবান্ সদ্বংশজাত দয়ালু জিতেন্দ্রিয় কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী তিনিই এই পৃথিবীতে পূজিত হইয়া থাকেন; আর যে রাজা অধর্মে লিপ্ত হইয়া উপকারী মিত্রগণের নিকটে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁহার অপেক্ষা নৃশংসতর কেহই নাই। সজ্জনেরা গোঘ্ন (গোঘাতক) মদ্যপ তস্কর ও ব্রতভঙ্গকারীর প্রায়শ্চিত্তের* বিধান দিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্নের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। বানর, তুমি যখন রামের সাহায্যে স্বকার্যসাধন করিয়া তাঁহার প্রত্যুপকার করিতেছ না, তখন তুমি অনার্য (অসাধু) মিথ্যাবাদী ও কৃতঘ্ন। তুমি নিতান্ত দুরাত্মা, করুণাময় মহাত্মা রাম তোমার স্বভাব ভালরূপ না জানিয়াই তোমাকে বানররাজ্য দিয়াছেন। বালী নিহত হইয়া যে পথে গিয়াছেন সে পথ এখনও সঙ্কুচিত হয় নাই, সুতরাং তুমি প্রতিজ্ঞা পালন কর, বালীর পথ অনুসরণ করিও না। (৩৪ সর্গ)

তখন তারা বলিলেন,—লক্ষ্মণ, তোমার বানররাজকে এমন কঠোর কথা বলা উচিত নয়। ইনি অকৃতজ্ঞ শঠ নিষ্ঠুর মিথ্যাবাদী বা কুটিল নন। রাম ইঁহার যে উপকার করিয়াছেন তাহাও ইনি ভুলিয়া যান নাই। রামের অনুগ্রহেই ইনি কীর্তি, শাশ্বত কপিরাজ্য, রুমা ও আমাকে পাইয়াছেন। ইনি পূর্বে অত্যন্ত দুঃখভোগ করিয়া এখন পরম সুখভোগ করিতেছেন, এজন্য বিশ্বামিত্র-মুনির মত যথাকালে নিজের কর্তব্য বুঝিতে পারেন নাই। ধর্মাত্মা মহামুনি

* নিষ্কৃতিঃ (মূল)—প্রায়শ্চিত্তম্। (রা-শিরোমণি ও রা-ভূষণ)।

বিশ্বামিত্র যখন ঘৃতাচীর* প্রতি আসক্ত হইয়া দশ বৎসরকে একদিনের ন্যায় মনে করিয়াছিলেন, তখন অন্যের আর কথা কি? লক্ষ্মণ, সকল বিষয় সঠিক না জানিয়া তোমার সাধারণ লোকের মত সহসা ক্রোধের বশীভূত হওয়া উচিত নয়। সুগ্রীব বানরসৈন্য সংগ্রহের জন্য চারিদিকে প্রধান প্রধান বানরগণকে পাঠাইয়াছেন। তাহাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন বলিয়াই তিনি রামের কার্যসিদ্ধির জন্য বাহির হইতেছেন না। তিনি পূর্বে যে সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তদনুসারে আজই সকলে এখানে আসিবে এবং আজই অসংখ্য বানর ঋক্ষ ও গোলাঙ্গুল তোমাদের নিকটে যাইবে। সুতরাং তুমি রোষ ত্যাগ কর। (৩৫ সর্গ)

তারার কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ শান্ত হইলেন। তখন সুগ্রীব ক্লিন্ন † বসনের ন্যায় ভয় ত্যাগ করিয়া এবং গলার বিচিত্র মাল্য ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সবিনয়ে বলিলেন,—সৌমিত্রি, আমি রামের অনুগ্রহে প্রণষ্ট শ্রী কীর্তি ও শাশ্বত কপিরাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছি। তিনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহার আংশিক প্রত্যুপকার করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি কেবল তাঁহাকে সাহায্য করিব, তিনি নিজের তেজেই রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে ফিরিয়া পাইবেন। এ দাস কোন অপরাধ করিয়া থাকিলে বিশ্বাস ও প্রণয়বশে তাহা ক্ষমা কর। অপরাধ করে না এমন ভৃত্য মিলে না।

---

* পূর্বে বালকাণ্ডে মেনকার সহিত সংসর্গের কথা বলা হইলেও এখানকার কথায় বুঝিতে হইবে যে, বিশ্বামিত্রের ঘৃতাচীর সহিতও সংযোগ ঘটিয়াছিল। (রা-তিলক)।

এখানে ঘৃতাচী শব্দে মেনকা বুঝিতে হইবে। (রা-ভূষণ)।

† ক্লেদের দ্বারা সিক্ত, ক্লেদাক্ত, ক্লেদযুক্ত। ক্লেদ—ঘর্মাদি তরল ময়লা।

লক্ষ্মণ প্রসন্ন হইয়া প্রীতিভরে বলিলেন,—বানরেশ্বর, তোমার মত বিনীত মিত্রের আশ্রয় লাভ করিয়া আমার ভ্রাতা সকল রকমেই সহায়বান হইয়াছেন। প্রতাপশালী রাম যে তোমার সাহায্যে শীঘ্রই শত্রু রাবণকে রণে বধ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি বলবিক্রমে রামের তুল্য, দেবতারাই তোমাকে আমাদের চিরসহায় করিয়া দিয়াছেন। বীর, এখন তুমি সত্বর আমার সহিত এখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পত্নীহরণে দুঃখিত তোমার বয়স্য রামকে সান্ত্বনা দাও। সখা, আমি রামকে শোকাকুল হইয়া বিলাপ করিতে দেখিয়া তোমাকে যে-সকল কঠোর কথা বলিয়াছি, তুমি সেজন্য আমাকে ক্ষমা কর। (৩৬ সর্গ)

১৫

সুগ্রীবের সেনাসংগ্রহের জন্য পুনরায় দূতপ্রেরণ—লক্ষ্মণের সহিত রামের নিকটে আগমন—বানরসেনা সমাগম (৩৭-৩৯ সর্গ)

সুগ্রীব তাঁহার পার্শ্বস্থিত হনুমানকে বলিলেন,—মহেন্দ্র হিমালয় বিন্ধ্য কৈলাস ও মন্দর পর্বতে যে-সকল বানর আছে, সমুদ্রের পরপারস্থ পর্বতে, পশ্চিম দিকে, উদয় ও অস্তগিরিতে, পদ্মাচলের বনে ও অঞ্জন পর্বতে কজ্জলমেঘবর্ণ যে বানরেরা থাকে, মহাশৈলের গুহায় কনকবর্ণ যে-সকল বানর বাস করে, যাহারা মেরুপার্শ্ব ও ধূম্রাচল আশ্রয় করিয়া আছে, মহারুণ পর্বতে বালারুণবর্ণ যে বানরেরা মৈরেয় মধু পান করিয়া কালাতিপাত করে এবং যাহারা সুরম্য সুগন্ধযুক্ত মহাবনে ও বনপ্রান্তের রমণীয় তাপসাশ্রমগুলিতে থাকে, তাহাদের ও পৃথিবীর অন্যান্য সকল বানরকে তুমি শীঘ্র

বেগবান বানরগণকে পাঠাইয়া সামদানাদি উপায় অবলম্বনে এখানে আনাও। আর পূর্বে এজন্য যে-সকল দূত পাঠান হইয়াছে, তাহাদিগকে ত্বরান্বিত করিতে আবার প্রধান প্রধান বানরগণকে পাঠাও। যাহারা কামাসক্ত ও দীর্ঘসূত্রী তাহাদেরও তাগিদ দিয়া সত্বর এখানে আনাও। যাহারা দশদিনের মধ্যে না আসিবে তাহাদিগকে বধ করা হইবে।

বানররাজের কথামত হনুমান বিক্রমশালী বানরগণকে সকল দিকে পাঠাইলেন। তাহারা আকাশপথে সমুদ্র পর্বত বন ও সরোবরে যাইয়া রামের কার্যসাধনের জন্য বানরগণকে পাঠাইতে লাগিল। রাজরাজ সুগ্রীবের আদেশে ভীত হইয়া সেই বানরেরা সত্বর কিষ্কিন্ধায় আসিতে থাকিল।

এদিকে দূতরূপে প্রেরিত কপিবরেরা সকল স্থানের বানরদিগকে * আসিবার জন্য বিশেষ তাগিদ দিয়া তাহাদের আগমনের পূর্বেই দ্রুত কিষ্কিন্ধায় ফিরিলেন এবং সুগ্রীবকে বিবিধ ঔষধি ও ফলমূল উপহার দিয়া বলিলেন,—আমরা নানা নদী পর্বত ও বনে বিচরণ করিয়া সকল বানরকে আপনার আদেশ জানাইয়াছি এবং তাহারা এখানে আসিতেছে। তাঁহাদের কথায় যারপরনাই খুশী হইয়া সুগ্রীব উপহারগুলি গ্রহণ করিলেন। (৩৭ সর্গ)

তারপর সুগ্রীব তারা প্রভৃতি পত্নীদের বিদায় দিলেন এবং উচ্চস্বরে বানরপ্রধানদিগকে ডাকিয়া সত্বর তাঁহার শিবিকা

* মূলে এখানে পূর্বে সুগ্রীব কর্তৃক উল্লিখিত নানাস্থানবাসী বানরগণ ব্যতীত ক্ষীরোদ সাগরের (বর্তমানের বঙ্গোপসাগরের) তীরের তমালবনবাসী নারিকেলভোজী বানরদিগের কথাও আছে—ক্ষীরোদবেলানিলয়াস্তমালবনবাসিনঃ নারিকেলাশনাশ্চৈব।

আনাইতে বলিলেন। শিবিকা আনীত হইলে, সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত সেই স্বর্ণনির্মিত সমুজ্জ্বল ও সুদৃশ্য শিবিকায় চড়িয়া রামের নিকটে চলিলেন। তাঁহাদের সহিত শত শত সশস্ত্র বানর যাইতে লাগিল। রামের নিকটে পৌঁছিলে, সুগ্রীব শিবিকা হইতে নামিয়া রামের সম্মুখে যাইয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাঁহার পশ্চাতে বানরেরাও কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাম কমলকলিকাপূর্ণ সরোবরের ন্যায় শোভমান সেই বানর-বাহিনী দেখিয়া সুগ্রীবের উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন। পরে সুগ্রীব নতশিরে রামকে প্রণাম করিলে, তিনি প্রীতিভরে ও সসম্মানে সুগ্রীবকে উত্তোলন ও আলিঙ্গন করিয়া বসিতে বলিলেন। তখন সুগ্রীব ভূতলে উপবেশন করিলে রাম বলিতে লাগিলেন,—বীর, যিনি সতত ধর্ম অর্থ ও কামকে বিভাগ করিয়া (অর্থাৎ স্বতন্ত্র ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে) সময়মত তাহাদের সেবা করেন তিনিই যথার্থ রাজা। আর বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন পতিত হইলে জাগরিত হয়, সেইরূপ যিনি ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত কামের সেবায় মত্ত থাকেন, তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চৈতন্য লাভ করেন। যে রাজা শত্রুবধ ও মিত্রসংগ্রহে রত এবং যথাকালে ত্রিবর্গের (ধর্ম অর্থ ও কামের) চর্চা করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে রাজধর্ম পালন করিয়া থাকেন। বানররাজ, সীতার অন্বেষণের সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি তোমার মন্ত্রিগণের সহিত সে বিষয়ে পরামর্শ কর।

তখন সুগ্রীব বলিলেন,—মহাবাহু, তোমাদের প্রসাদে আমি প্রণষ্ট শ্রী কীর্তি ও শাশ্বত কপিরাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছি। উপকৃত হইয়া যে প্রত্যুপকার করে না সে নিতান্ত নিন্দনীয়। এই কপি-বরেরা পৃথিবীর সকল বানর ঋক্ষ ও গোলাঙ্গুল বীরদের লইয়া

আসিয়াছেন। তাহারা দেবতা ও গন্ধর্বদিগের সন্তান, ঘোরদর্শন, কামরূপী এবং বন ও কান্তারাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তাহারা স্ব স্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পথে রহিয়াছে। রাঘব, এই অগণিত সৈন্য রাক্ষসদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তোমার সঙ্গে যাইবে এবং রাবণকে নিহত করিয়া মৈথিলীকে লইয়া আসিবে। (৩৮ সর্গ)

সুগ্রীবের কথা শুনিয়া রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—সৌম্য, ইন্দ্র যে বারিবর্ষণ করেন, সহস্রাংশু সূর্য যে আকাশকে নিরন্ধকার করেন এবং চন্দ্র যে তাঁহার প্রভায় রজনীকে নির্মল করেন, ইহা যেমন বিচিত্র নয়, তেমনি তোমার মত লোকে যে মিত্রদের প্রীতিকর কার্য করিবে, তাহাতেও বিস্ময়ের কিছুই নাই। সখা, তোমার সহায়তায় আমি যুদ্ধে সকল শত্রুকেই জয় করিব, তুমিই আমার প্রকৃত সুহৃদ্ (হিতৈষী) ও মিত্র (সাহায্যকারী), আমাকে সাহায্য করিয়া তুমি তোমার যোগ্য কাজই করিতেছ। রাক্ষসাধম রাবণ নিজের বিনাশের জন্যই মৈথিলীকে হরণ করিয়াছে, আমি শীঘ্রই শাণিত শরে রাবণকে বধ করিয়া মৈথিলীকে উদ্ধার করিব।

ইতিমধ্যে সহসা আকাশে ধূলিজাল উত্থিত হইয়া সূর্যকে আচ্ছাদিত ও চারিদিক তমসাবৃত করিল এবং পৃথিবী বন ও পর্বতের সহিত কাঁপিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে সকল স্থান হইতে নানা বর্ণের অসংখ্য বানর মেঘের ন্যায় গভীর গর্জন করিতে করিতে সেখানে আসিয়া সমস্ত ভূভাগ একেবারে ঢাকিয়া ফেলিল। শতবলি, তারার পিতা সুষেণ, রুমার পিতা তার, হনুমানের পিতা কেশরী, গোলাঙ্গুলাধিপতি গবাক্ষ, ঋক্ষপতি ধূম্র, যুবরাজ অঙ্গদ, ঋক্ষরাজ জাম্ববান, যূথপতি পনস, নীল, গবয়, দরীমুখ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ,

রুমণ, গন্ধমাদন, হনুমান, নল, শরভ, কুমুদ, প্রভৃতি সকলেই বহু বহু সৈন্য লইয়া আসিলেন। সেই সকল বানর দূর হইতে নতমস্তকে সুগ্রীবকে নমস্কার করিয়া আত্মনিবেদন করিতে লাগিল। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের নিকটে আসিয়া ও তাঁহাকে অভিবাদনাদি করিয়া কেহ কেহ ফিরিয়া গেলেন এবং অপরেরা* করজোড়ে সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তখন রাজধর্মজ্ঞ সুগ্রীব করজোড়ে রামের নিকট তাঁহাদের পরিচয় দিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—বানরেন্দ্রগণ, তোমরা স্বেচ্ছানুসারে পর্বত নির্ঝর ও বনে সেনাসন্নিবেশ করিয়া, তোমাদের মধ্যে যাহারা সেনাতত্ত্বজ্ঞ তাহাদিগকে লইয়া যথাবিধি সৈন্য পর্যবেক্ষণ† কর। (৩৯ সর্গ)

১৬

সীতার অন্বেষণে সুগ্রীবের চারিদিকে বানর-বীরগণকে প্রেরণ (৪০-৪৬ সর্গ)

তারপর সুগ্রীব রামকে বলিলেন,—অরিন্দম, এই যে কোটি কোটি বানর এখানে আসিয়াছে, ইহারা তোমারই সৈন্য এবং তোমারই বশবর্তী। তুমি ইহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আদেশ কর।

রাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—সৌম্য, জানকী বাঁচিয়া আছেন কিনা এবং রাবণ কোন্ দেশে বাস করে তাহার

* হনুমান অঙ্গদ প্রভৃতি। (রা-তিলক)

† প্রতিপত্তুং (মূল)—ক আগতঃ কো নাগত ইতি জ্ঞাতুম্ (রা-তিলক)। কে আসিয়াছে, কে আসে নাই ইহা জানিবার জন্য। ইয়ত্তয়া নিশ্চেতুম্ (রা-শিরোমণি)। পরিমাণ বা সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য।

খোঁজ লও। পরে আমি তোমার সহিত যথাকর্তব্য করিব। বানর-রাজ, আমি বা লক্ষ্মণ বানরগণকে সীতার অন্বেষণে পাঠাইতে পারি না, তুমি তাহা পার।

তখন সুগ্রীব রাম-লক্ষ্মণের সম্মুখেই যূথপতি বিনতকে বলিলেন,—কপিবর, তুমি দেশ কাল ও নীতিজ্ঞ এবং কর্তব্যনির্ধারণে নিপুণ, তুমি শতসহস্র বানরে পরিবৃত হইয়া বৈদেহী ও রাবণের বাসস্থানের সন্ধানে পূর্বদিকে যাও। সেখানকার পর্বত বন ও নদী ইত্যাদিতে খোঁজ করিবে। ভাগীরথী সরযূ কৌশিকী যমুনা সরস্বতী সিন্ধু শোণ মহী কালমহী প্রভৃতি শৈলকানন-শোভিতা নদী, ব্রহ্মমাল বিদেহ মালব কাশী কোশল মগধ পুণ্ড্র ও অঙ্গদেশ, যে দেশে গুটিপোকা ও যে দেশে রজতের মণি দেখিতে পাওয়া যায়—সেই সকলে অন্বেষণ করিবে। সমুদ্রের মধ্যস্থ পর্বত, সমুদ্রদ্বীপস্থ পত্তন (নগর) ও মন্দর পর্বতের সানুদেশস্থিত লোকালয়গুলিতে দেখিবে। যাহারা ওষ্ঠ পর্যন্ত লম্বিত বিশাল কর্ণবিশিষ্ট, যাহাদের মুখ লৌহের ন্যায় কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ, যাহারা একপদ হইলেও দ্রুত চলিয়া থাকে, যাহাদের বংশ অবিনাশী, যাহারা মহাবলশালী ও নরখাদক, যে কিরাতদের কেশ সূচের মত তীক্ষ্ণ†, দ্বীপবাসী কাঞ্চনবর্ণ প্রিয়দর্শন কিরাত যাহারা কাঁচা মাছ খাইয়া থাকে, জলমধ্যে বিচরণকারী ভীষণদর্শন অর্ধমনুষ্য‡ যাহারা নরব্যাঘ্র নামে কথিত হয়, যাহারা

* অক্ষয়া (মূল)—অক্ষয়সন্তানাঃ (রামায়ণতিলক), Prolific race। নাশরহিতা গৃহরহিতা বা (রা-শিরোমণি)। † অর্থাৎ চুলগুলি খাড়া খাড়া।

‡ নীচের ভাগ মানুষের ও উপরের ভাগ বাঘের মত।

অতীতের ভারত ও ভারতমহাসাগরের বিভিন্ন আদিম জাতিদের কথা স্মরণীয় ও গ্রন্থের বর্ণনার সহিত তুলনীয়।

পর্বতের অপরদিকের দেশ ও দ্বীপগুলিতে থাকে, যাহারা লাফাইয়া লাফাইয়া চলে এবং যাহারা ভেলায় যাতায়াত করে—সে-সকল জাতির মধ্যে অনুসন্ধান করিবে। তারপর সপ্তরাজ্যে শোভিত যবদ্বীপ, স্বর্ণকারবহুল* স্বর্ণদ্বীপ ও রূপ্যকদ্বীপ এবং দেবদানবসেবিত শিশির পর্বতে সযত্নে খোঁজ করিবে। পরে সমুদ্র পার হইয়া রক্তজল খরস্রোত এবং সিদ্ধ ও চারণগণসেবিত শোণ নদ দেখিতে পাইবে। তোমরা উহার রমণীয় ঘাটগুলিতে ও তীরস্থ বিচিত্র বনসমূহে রাবণ ও বৈদেহীর অন্বেষণ করিবে। অদূরস্থ পর্বত গুহা নির্ঝর বন উপবন ইত্যাদিতে দেখিয়া তৎপরবর্তী ইক্ষু সমুদ্রের দ্বীপগুলিতেও† দেখিবে।

পরে সেই নীলবর্ণ সুভীষণ সমুদ্র পার হইয়া, রক্তবর্ণ জলে পূর্ণ লোহিত সমুদ্রে যাইয়া শাল্মলী দ্বীপে একটি প্রকাণ্ড শাল্মলী (শিমূল) গাছ দেখিতে পাইবে। তাহার নিকটেই গরুড়ের গৃহ। তাহা নানা রত্নে বিভূষিত ও কৈলাস পর্বতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। বিশ্বকর্মা উহা নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার অনতিদূরে মন্দেহ নামে ভীষণদর্শন রাক্ষসেরা সুরাসমুদ্রস্থ পর্বতের শৃঙ্গ অবলম্বনে অধোমুখে ঝুলিয়া থাকে।‡ তাহারা সূর্যোদয়কালে সূর্যের দ্বারা সন্তপ্ত ও বিনষ্ট হইয়া সমুদ্রে পতিত হয় এবং পরে আবার জীবিত হইয়া পূর্বের ন্যায় শৈলশৃঙ্গে ঝুলিতে থাকে।

---

* সুবর্ণকরমণ্ডিতম্ (মূল)। সুবর্ণকর—স্বর্ণকার, স্বর্ণ-উৎপাদক, স্বর্ণ-উত্তোলক। গোবিন্দরাজের পাঠ—সুবর্ণাকরমণ্ডিতম্। অর্থ—সোনার খনিতে পূর্ণ, স্বর্ণখনিবহুল।

† রা-তিলক, রা-শিরোমণি ও রা-ভূষণ।

‡ রা-তিলক।

তারপর ক্ষীরোদসাগর। উহা পাণ্ডুর মেঘবর্ণ এবং তরঙ্গমালা যেন উহার বক্ষে মুক্তাহারের শোভা বিস্তার করিতেছে। সেখানে ঋষভ নামে শ্বেতবর্ণ একটি পর্বত আছে। তাহা সুগন্ধ কুসুমে ভূষিত বৃক্ষরাজিতে সমাকীর্ণ। তাহাতে সুদর্শন নামে একটি সরোবরে স্বর্ণকেশর উজ্জ্বল শ্বেতপদ্ম ফুটিয়া থাকে ও রাজহংসেরা বিচরণ করে। দেবতা চারণ যক্ষ কিন্নর ও অপ্সরারা বিলাসার্থ প্রীতমনে সেখানে আসিয়া থাকেন।*

ক্ষীরোদসাগরের পরে জলোদ সাগরে† যাইবে। সেখানে একটি বিশাল হয়মুখ (বড়বানল)‡ আছে। সামুদ্রিক প্রাণীরা তাহা দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া থাকে। তাহাদের সেই আর্তস্বর অনেক দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। জলোদ সাগরের উত্তর তীরে কণকশিল নামে স্বর্ণপ্রভ একটি সুবৃহৎ পর্বত আছে। তোমরা তাহার চূড়ায় সর্বদেবপূজিত ধরণীধর অনন্তদেবকে (শেষনাগকে) উপবিষ্ট দেখিতে পাইবে। তাঁহার শ্বেত বর্ণ, সহস্র শির, নয়নগুলি পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল ও পরিধানে নীল বসন। পর্বতের শিখরে তাঁহার কেতন (ধ্বজ)-স্বরূপ বেদীর উপর একটি ত্রিশির কাঞ্চনময় তালবৃক্ষ বিরাজিত আছে।

* মধুসাগরের (সুরাসাগরের) পরে সর্পি ও দধি সাগরের এবং কুশ ও ক্রৌঞ্চদ্বীপের উল্লেখ না করিয়া একেবারে ক্ষীরোদসাগরের উল্লেখ হইলেও বুঝিতে হইবে যে, সুগ্রীব ঐ দুই সাগর ও ঐ দুই দ্বীপের কথাও বলিয়াছিলেন। (রা-ভূষণ)

† শুদ্ধ বা স্বাদু জলের সাগর।

‡ হয়মুখ—বড়বামুখ, বড়বানল। বড়বা—সমুদ্র-ঘোটকী। বড়বানল—বড়বার মুখনিঃসৃত অগ্নি, অর্থাৎ সামুদ্রিক আগ্নেয়গিরি।

তারপর স্বর্ণময় সুদৃশ্য উদয় পর্বত। সেখান দিয়া সূর্য উদিত হন এবং তাহাতে ভুবন পূর্বে (প্রথমে) প্রকাশিত হয় বলিয়া সে দিককে পূর্বদিক বলা হয়। বানরগণ, তোমরা সেই পর্বতের পৃষ্ঠদেশে নির্ঝরে ও গুহায় রাবণ ও বৈদেহীর খোঁজ করিবে। তাহার পর পূর্বদিকে আর যাইতে পারা যায় না, তাহা চন্দ্রসূর্যরহিত অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অদৃশ্য। যে-সকল দেশের কথা বলা হইল না, তোমরা সেখানেও যাইবে এবং তাহার পর্বতাদিতেও সন্ধান করিবে। এইরূপে উদয়গিরি পর্যন্ত অন্বেষণ করিয়া তোমরা একমাসের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবে। এক মাসের বেশী দেরী করিলে তোমাদের প্রাণদণ্ড হইবে। (৪০ সর্গ)

তারপর সুগ্রীব অঙ্গদের নেতৃত্বে নীল হনুমান জাম্ববান সুহোত্র শরারি শরগুল্ম গজ গবাক্ষ গবয় সুষেণ বৃষভ মৈন্দ দ্বিবিদ গন্ধমাদন উল্কামুখ ও অনঙ্গ প্রভৃতিকে দক্ষিণদিকে যাইতে আদেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা প্রথমে বিন্ধ্যপর্বত এবং নর্মদা গোদাবরী কৃষ্ণবেণী ও মহানদী প্রভৃতি নদীসমূহ অন্বেষণ করিবে। পরে মেকল উৎকল বিদর্ভ মৎস্য কলিঙ্গ ও কৌশিক দেশে এবং দশার্ণ আব্রবন্তী অবন্তী ঋষ্টিক ও মাহিষক নগরে যাইবে। তারপর দণ্ডকারণ্যে যাইয়া সেখানকার পর্বত নদী ও গুহাদিতে খোঁজ করিবে। অনন্তর অন্ধ্র পুণ্ড্র চোল কেরল ও পাণ্ড্য দেশ দেখিয়া সুরম্য অয়োমুখ (মলয়) পর্বতে যাইবে। সেই পর্বত ধাতুমণ্ডিত বিচিত্র-শিখরবিশিষ্ট এবং পুষ্পিতকানন ও উৎকৃষ্ট চন্দনবনে সুশোভিত। সেখানে স্বচ্ছ-সলিলা রমণীয়া কাবেরী নদী দেখিতে পাইবে। অপ্সরারা তাহাতে বিহার করিয়া থাকে। মলয়শিখরে মহাতেজা মুনিবর অগস্ত্যকে দেখিতে পাইবে। তাঁহাকে স্তুতিবাদে প্রসন্ন করিয়া ও তাঁহার

অনুমতি লইয়া হাঙ্গরকুম্ভীরাদিপূর্ণ তাম্রপর্ণী নদী পার হইবে। সেই নদী চন্দনবনে প্রচ্ছন্ন হইয়া চলিয়া, যুবতীর কান্তের সহিত মিলনের ন্যায়, তাহার কান্ত সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হইতেছে।

তাম্রপর্ণীর অপর পারে পাণ্ড্য নগর। বানরগণ, সেখানে গেলে তোমরা তাহার মুক্তামণিবিভূষিত* পুরদ্বারের স্বর্ণকপাট দেখিতে পাইবে। পাণ্ড্যদেশের পরই সমুদ্র। মহর্ষি অগস্ত্য পারাপারের জন্য তাহার মধ্যে মহেন্দ্র পর্বতকে স্থাপন করিয়াছেন। সেই সুরম্য পর্বতে দেবতা ঋষি যক্ষ অপ্সরা সিদ্ধ ও চারণেরা সর্বদা বিচরণ করেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র পর্বে পর্বে সেখানে আসিয়া থাকেন।

সমুদ্রের পরপারে শতযোজন বিস্তৃত ও দীপ্তিময় † একটি দ্বীপ আছে। তাহা মনুষ্যের অগম্য। তোমরা সেখানে সীতার জন্য বিশেষভাবে অন্বেষণ করিবে—কারণ তাহাই আমাদের বধ্য, ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী, রাক্ষসাধিপতি, দুরাত্মা রাবণের বাসস্থান। সেই দক্ষিণ সমুদ্রে অঙ্গারকা নামে এক রাক্ষসী আছে। সে প্রাণীদিগকে ছায়াদ্বারা আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করে। অনন্তর শতযোজন যাইয়া সমুদ্রমধ্যে সিদ্ধচারণসেবিত মহোজ্জ্বল ও অভ্রভেদী পুষ্পিতক গিরিতে উপস্থিত হইবে। তাহা অতিক্রম করিয়া সুদুর্গম সূর্যবান পর্বতে যাইবে। পরে মনোহর বৈদ্যুত পর্বতে যাইয়া, উৎকৃষ্ট ফলমূলাহারে ও মধুপানে তৃপ্ত হইয়া সুদৃশ্য ও মনোরম কুঞ্জর পর্বতে যাইবে। সেখানে অগস্ত্যের স্বর্ণময় ও নানারত্নবিভূষিত এক বিরাট

* মুক্তামণিবিভূষিতম্ (মূল)—মুক্তারূপৈর্মণিভিঃ রত্নৈঃ ভূষিতং তদুৎপত্তিদেশত্বাৎ ইতি ভাবঃ (রা-ভূষণ)। মুক্তারূপ রত্নে বিভূষিত—উহা মুক্তার উৎপত্তিস্থান বলিয়া।

† দীপ্তঃ (মূল)—স্বর্ণবহুল বলিয়া। (রা-তিলক)

ভবন আছে। তাহা বিশ্বকর্মার নির্মিত। আর তথায় নাগগণের ভোগবতী পুরীও দেখিতে পাইবে। তীক্ষ্ণদন্ত মহাবিষধর ভীষণ সর্পেরা সেই পুরী সতত রক্ষা করিয়া থাকে। নাগরাজ বাসুকি সেখানে বাস করেন। তোমরা সেই পুরীতে প্রবেশ করিয়া সীতার অন্বেষণ করিবে।

তারপর সর্বরত্নময় শোভন ও বৃষাকার ঋষভ পর্বতে যাইবে। সেখানে গোশীর্ষক পদ্মক ও হরিশ্যাম প্রভৃতি উৎকৃষ্ট চন্দন জন্মে। তোমরা তাহা দেখিয়া কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না। রোহিত নামে গন্ধর্বেরা সেই ভীষণ বন রক্ষা করে। শৈলূষ গ্রামণী শিক্ষ শুক ও বভ্রু এই পাঁচজন গন্ধর্বপতি সেখানে থাকেন। ঋষভ পর্বতের পরই পৃথিবীর শেষ, দীপ্তদেহ পুণ্যকর্মা স্বর্গবিজয়ীরা সেখানে বাস করেন। তাহার পর যমের রাজধানী—তমসাবৃত সুভীষণ পিতৃলোক। তাহা আমাদের (জীবের) অগম্য। তোমাদিগকে যে স্থানগুলির কথা বলিলাম এবং যাইতে যাইতে অন্যান্য যে-সকল স্থান তোমরা দেখিতে পাইবে, সে-সকল স্থানে ভালরূপ খোঁজ করিয়া বৈদেহীর সংবাদ জানিয়া ফিরিয়া আসিবে। যে এক মাস পূর্ণ হইবার আগে ফিরিয়া সীতার সন্ধান দিবে, সে আমার ন্যায় ঐশ্বর্য লাভ করিয়া ভোগসুখে কাল কাটাইতে পারিবে। সে আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় হইবে ও তাহাকে আমি প্রাণাধিক বলিয়া বিবেচনা করিব। সে বার বার অপরাধ করিলেও আমার বন্ধু থাকিবে। (৪১ সর্গ)

সুগ্রীব তারার পিতা স্বীয় শ্বশুর সুষেণের নিকটে যাইয়া ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সীতার অন্বেষণে পশ্চিম দিকে যাইবার জন্য করজোড়ে অনুরোধ করিলেন। পরে তিনি মহর্ষি মরীচির পুত্র

অর্চিষ্মৎ অর্চিমাল্য প্রভৃতি দুই লক্ষ বানরকে সুষেণের সহিত যাইতে আদেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—তোমরা সৌরাষ্ট্র বাহ্লীক চন্দ্রচিত্র প্রভৃতি সমৃদ্ধ জনপদ, সুবৃহৎ নগর, পুন্নাগ বকুল উদ্দালক বৃক্ষবহুল কুক্ষিদেশ* ও কেতকবনে অনুসন্ধান করিবে। শীতলজলা শুভদায়িনী পশ্চিমবাহিনী নদী, তপোবন, মহারণ্যযুক্ত পর্বত, মরু-প্রায় ভূভাগ, অত্যুচ্চ শীতল শিলাপৃষ্ঠ, পর্বতসঙ্কুল দুর্গম স্থানসকল দেখিয়া পশ্চিম দিকের তিমি ও কুম্ভীরাদি সমাকীর্ণ সমুদ্রের নিকটে যাইবে। তোমরা সেখানকার কেতকী তমাল ও নারিকেল বনে এবং বেলাস্থিত বন-পর্বতে সীতা ও রাবণের অন্বেষণ করিবে। পরে মুরচীপত্তন জটাপুর অবন্তী অঙ্গলেপা প্রভৃতি নগর ও রাষ্ট্র এবং অলক্ষিত নামক বন দেখিয়া সিন্ধুনদ ও সাগরের সঙ্গমস্থলস্থ বৃক্ষ-বহুল শতশৃঙ্গ সোমগিরিতে (চন্দ্রগিরিতে) যাইবে। সেই পর্বতের সানুদেশে সিংহ নামে একরূপ পক্ষী থাকে। তাহারা তিমিমৎস্য ও গজাদিকে নিজেদের নীড়ে লইয়া আসে। তোমরা সোমগিরির অত্যুচ্চ শৃঙ্গ ও সিংহের নীড়গুলি দেখিবে।

ঐ সমুদ্রেই সু-উচ্চ পারিযাত্র পর্বত। সেখানে বহু বহু দুর্ধর্ষ গন্ধর্ব বাস করে। তাহারা সেখানকার ফলমূলাদি রক্ষা করিয়া থাকে। তোমরা তাহাদের কোন অনিষ্ট করিও না বা ফলমূলাদিও লইও না। তোমরা সেখানে সযত্নে জানকীর খোঁজ করিবে; তোমরা বানরজাতি, গন্ধর্বগণ হইতে তোমাদের কোন ভয় নাই। তারপর বজ্রপর্বত। তাহা বৈদূর্যমণির ন্যায় নীলবর্ণ ও বজ্রের ন্যায় কঠিন। তোমরা তাহার গুহাগুলিতে অতিযত্নে অনুসন্ধান করিবে।

* মধ্যদেশবিশেষ। (রামায়ণভূষণ)

সমুদ্রের চতুর্থভাগে তোমরা চক্রবান নামে একটি পর্বত দেখিতে পাইবে। সেখানে বিশ্বকর্মা সহস্র-অরযুক্ত* একটি চক্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম বিষ্ণু পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামে দুইজন দানবকে বধ করিয়া সেখান হইতে একটি শঙ্খ ও ঐ চক্র আনেন। পরে বরাহ পর্বত। সেখানে প্রাগ্‌জ্যোতিষনগরে নরক নামে এক দুরাত্মা দানব বাস করে। তারপর সর্বসৌবর্ণ পর্বত। তাহার অন্য নাম মেঘ। পুরাকালে দেবতারা ইন্দ্রকে ঐ পর্বতে অভিষিক্ত করেন। এখন তিনিই উহার রক্ষক। সর্বশেষে বহু পর্বতের মধ্যে সুমেরু পর্বত দেখিতে পাইবে। সূর্য সেখান হইতে অস্তাচলে যান। সুমেরু শিখরে বরুণের অত্যুজ্জ্বল এক দিব্য ভবন আছে। তাহা বিশ্বকর্মার নির্মিত। মহর্ষি মেরসাবর্ণি সুমেরুতে বাস করেন। তিনি সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ও ব্রহ্মার ন্যায় প্রভাবশালী। বানরগণ, তোমরা তাঁহাকে ভূতলে মস্তক স্পর্শপূর্বক প্রণাম করিয়া মৈথিলীর কথা জিজ্ঞাসা করিবে। অস্তাচলের পর আর যাইতে পারা যায় না। সে স্থান সূর্যবিহীন (তিমিরাচ্ছন্ন) ও অসীম, আমরা তাহার বিষয় আর কিছু জানি না। তোমরা অস্তাচল পর্যন্ত যাইয়া, বৈদেহী ও রাবণের অন্বেষণ করিয়া এক মাসের মধ্যে ফিরিবে, বিলম্বে প্রাণদণ্ড হইবে। (৪২ সর্গ)

তারপর সুগ্রীব শতবল নামে বীর বানরকে বলিলেন,—তুমি তোমার মত শতসহস্র বানরে পরিবৃত হইয়া উত্তর দিকে যাও। সেদিকে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ শূরসেন প্রস্থল ভরত দক্ষিণ-কুরু মদ্রক ও বরদ প্রভৃতি দেশে এবং কাম্বোজ যবন ও শক প্রভৃতির রাজ্যে দেখিয়া হিমালয়ের লোধ্র ও পদ্মকাকীর্ণ প্রদেশ এবং দেবদারু

---

* অর—চক্রের শলাকা বা পাখি, Spoke।

বনে অন্বেষণ করিবে। পরে সোমাশ্রম কাল পর্বত সুদর্শন গিরি ও দেবসখা শৈলে যাইবে। তৎপর নদী পর্বত বৃক্ষ ও জনপ্রাণিহীন একটি সুবিস্তীর্ণ শূন্যস্থান পাইবে। সেই দুর্গম ও রোমহর্ষণ প্রদেশ দ্রুত অতিক্রম করিয়া তোমরা সানন্দে শুভ্রকান্তি কৈলাসে উপনীত হইবে। সেখানে কুবেরের একটি রমণীয় ভবন আছে। তাহা বিশ্বকর্মানির্মিত পাণ্ডুরবর্ণ ও স্বর্ণখচিত। তাহাতে কমল ও উৎপলে শোভিত, হংসকারণ্ডবসমাকুল ও অপ্সরাগণনিষেবিত বিশাল এক সরোবর আছে। সেখানে সর্বলোকপূজ্য ধনপতি যক্ষেশ্বর কুবের গুহ্যকগণের* সহিত বিহার করেন। তোমরা কৈলাসের গণ্ডশৈল ও গুহাদিতে খোঁজ করিবে।

অনন্তর ক্রৌঞ্চ পর্বত। তাহার গুহাগুলি অতিশয় দুর্গম। তোমরা তাহাতে সাবধানে প্রবেশ করিবে। সেখানে দেবরূপী মহর্ষিরা বাস করেন। পরে মানস পর্বত। পুরাকালে কামদেব সেখানে তপস্যা করিয়াছিলেন†। তাহা বৃক্ষাদিশূন্য। দেবতা ও রাক্ষসাদিও সেখানে যাইতে পারেন না। তারপর মৈনাক পর্বত। সেখানে ময়দানবের স্বনির্মিত একটি ভবন আছে। মৈনাকের স্থানে স্থানে অশ্বমুখী কিন্নরীদের গৃহসকল দেখিতে পাইবে। ঐ পর্বতে সিদ্ধগণের একটি আশ্রম পাইবে। সেখানে সিদ্ধ বৈখানস বালখিল্য প্রভৃতি নিষ্পাপ তপঃসিদ্ধ তাপসেরা বাস করেন। তোমরা তাঁহাদিগকে বন্দনা করিয়া সবিনয়ে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিবে। সেখানে বৈখানস নামে একটি সরোবর আছে। তাহা শ্বেতপদ্মে‡ সমাচ্ছন্ন

* কুবেরের ধনরক্ষক যক্ষগণের।

† রামায়ণতিলক।

‡ হিমপুষ্করসংচ্ছন্নং (মূল)।

এবং তরুণাদিত্যবর্ণ শোভন হংসেরা তাহাতে বিচরণ করিয়া থাকে। আর কুবেরের বাহন সার্বভৌম নামে হস্তী সর্বদা হস্তিনীদের সহিত সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। সেই সরোবরের পরে চন্দ্রসূর্যতারকাবিরহিত নির্মেঘ ও নিঃশব্দ একটি বিস্তীর্ণ স্থান। তপঃসিদ্ধ দেবকল্প স্বয়ম্প্রভ মহর্ষিরা সেখানে বিশ্রামসুখ ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সূর্য-কিরণের ন্যায় প্রদীপ্ত দেহপ্রভায় সে স্থান আলোকিত হয়। অনন্তর শৈলোদা নদী। তাহার উভয় তীরে কীচক বাঁশের* ঝাড়। সেগুলি পরস্পর সংগ্রথিত, সিদ্ধগণ তাহার সাহায্যে পার হইয়া থাকেন।

তারপর উত্তরকুরু। সেখানে পুণ্যাত্মারা বাস করেন এবং বহু সুশোভন নদী ও সরোবর আছে। তাহা অতিক্রম করিলেই উত্তর সমুদ্র। তাহাতে সোমগিরি নামে হেমময় একটি মহান্ পর্বত দেখিতে পাইবে। সেখানে সূর্যোদয় হয় না, কিন্তু সোমগিরি সমস্ত স্থানটিকে এরূপ আলোকিত করিয়া রাখে যে, দেখিলে মনে হয়, যেন উহা সূর্যহীন নয়। সোমগিরিতে বিশ্বাত্মা ভগবান বিষ্ণু, একাদশ-রুদ্ররূপী শম্ভু ও ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবেষ্টিত দেবেশ ব্রহ্মা বাস করেন। তোমরা উত্তরকুরুর পরে আর যাইও না। সোমগিরি দেবগণের পক্ষেও দুর্গম। তোমরা তাহা দূর হইতে দেখিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে। তারপর যে স্থান আছে, তাহা অসূর্য (অন্ধকারাচ্ছন্ন) ও অসীম, আমরা তাহার কথা আর কিছু জানি না। যে-সকল দেশের কথা বলিলাম এবং যেগুলির কথা বলিতে বাদ গেল, তোমরা সর্বত্রই যাইবে। তোমরা সীতার সন্ধান করিতে পারিলে রামের ও আমার খুব প্রিয় কাজ করা হইবে। তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে সবান্ধবে পরম সমাদরে রাখিব। (৪৩ সর্গ)

* ছিদ্রবিশিষ্ট বাঁশ, যে বাঁশ হইতে বায়ুসংযোগে শব্দ বাহির হয়।

তারপর সুগ্রীব হনুমানকে বিশেষ করিয়া বলিলেন,—বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি জল স্থল অন্তরীক্ষ আকাশ ও দেবলোক—সর্বত্র অপ্রতিহত গতিতে যাইতে পার। তুমি দেশকালজ্ঞ ও নীতিবিদ্। এই জীবলোকে তোমার মত তেজস্বীও আর কেহ নাই। সুতরাং তুমি সীতার উদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে চিন্তা কর। তখন রাম সানন্দে তাঁহার নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরী হনুমানকে দিয়া বলিলেন,—বানরপ্রধান, জানকী এই নিদর্শন দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, আমিই তোমাকে পাঠাইয়াছি। হনুমান করজোড়ে সেই অঙ্গুরীটি লইয়া ও মস্তকে ধারণ করিয়া রামের চরণ বন্দনা করিলেন এবং প্রস্থানে উদ্যত হইলেন। রাম বলিলেন,—পবননন্দন, তুমি মহাবিক্রমশালী, আমি তোমার উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম। (৪৪ সর্গ)

সুগ্রীবের আদেশানুযায়ী বানরেরা পঙ্গপালের ন্যায় পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া দ্রুত স্ব স্ব নির্দিষ্ট দিকে চলিল। তখন কেহ গর্জন, কেহ সিংহনাদ, কেহ বা চীৎকার করিতে থাকিল। সকলেই নানারূপ আস্ফালন করিয়া বলিতে লাগিল,--আমি একাকীই রাবণ বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিব। (৪৫ সর্গ)

বানরগণ চলিয়া যাইবার পর রাম সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —সখা, তুমি কেমন করিয়া পৃথিবীর সকল স্থানের কথা জানিতে পারিলে ? সুগ্রীব বলিলেন,—বালী দুন্দুভিকে বধ করিবার জন্য গুহামধ্যে প্রবেশ করিলে আমি গুহাদ্বারে তাঁহার প্রতীক্ষায় ছিলাম। এক বৎসর কাটিয়া গেল তথাপি বালী ফিরিলেন না। তখন বালী জীবিত নাই মনে করিয়া আমি দুঃখিতচিত্তে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিলাম এবং তারা ও রুমাকে লইয়া বিশাল কপিরাজ্য ভোগ করিলাম। ইতিমধ্যে বালী দুন্দুভিকে বধ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায়

ফিরিলেন। আমি তাঁহাকে সসম্মানে রাজ্য ফিরাইয়া দিলাম। কিন্তু সেই দুষ্টবুদ্ধি আমাকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইলেন। আমি প্রাণের ভয়ে মন্ত্রিগণের সহিত পলায়ন করিলাম। বালীও আমার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তখন আমি সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করি, কিন্তু কোথাও আশ্রয় পাই না। পরে হনুমানের পরামর্শে আমি মতঙ্গমুনির আশ্রমের সন্নিকটে ঋষ্যমূক পর্বতে আসিয়া বাস করিতে থাকি। মুনির শাপের জন্য বালী সেখানে আসিতে সাহস করিতেন না। রাজকুমার, আমি এইরূপে সমস্ত পৃথিবী দেখিয়াছি। (৪৬ সর্গ)

১৭

সীতার সন্ধানে বিফলকাম হইয়া তিনদিক হইতে বানরগণের প্রত্যাবর্তন—হনুমান প্রভৃতির বিন্ধ্যপর্বতে অনুসন্ধান—ঋক্ষবিল—তাপসী স্বয়ম্প্রভা—হনুমানাদির ঋক্ষবিল হইতে উদ্ধারলাভ (৪৭-৫২ সর্গ

ক্রমে একমাস অতীত হইয়া আসিল। পূর্ব উত্তর ও পশ্চিম দিকে প্রেরিত সেনাপতিরা একে একে ফিরিয়া ভীতমনে সুগ্রীবকে জানাইলেন,—আমরা অনেক অন্বেষণেও সীতার কোন সন্ধান পাইলাম না। বানরেন্দ্র, মহাবীর হনুমান অবশ্য মৈথিলীর সংবাদ জানিতে পারিবেন, কারণ রাবণ যে দিকে সীতাকে লইয়া গিয়াছে, হনুমান সে দিকেই গিয়াছেন। (৪৭ সর্গ)

এদিকে হনুমান তার ও অঙ্গদের সহিত দক্ষিণদিকে নানাস্থানে

খোঁজ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা বিন্ধ্যপর্বতে* আসিয়া সেখানকার গুহা বন নদী সরোবর ইত্যাদি অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও সীতাকে পাইলেন না। পরে তাঁহারা বিচরণ করিতে করিতে একটি ভীষণ বনে আসিলেন। সেখানে বৃক্ষসকল পত্র পুষ্প ও ফল বিহীন, নদীগুলি শুষ্ক, পশুপক্ষী নাই এবং মূলাদিও দুর্লভ। পূর্বে সেই বনে কণ্ডু নামে এক সত্যবাদী ও পরম ক্রোধপরায়ণ মহর্ষি বাস করিতেন। তাঁহার দশ বৎসরের একটি পুত্র ছিল। ঐ বনে সেই পুত্রের মৃত্যু হইল। তখন কণ্ডু বনকে অভিশাপ দিলেন। তাহাতে বনটির ঐরূপ দুর্দশা হইয়াছে। বানরেরা বনের প্রান্তভাগ গিরিগুহা ও নদীসকলে অন্বেষণ করিয়াও সীতা বা রাবণকে পাইল না। পরে চলিতে চলিতে তাহারা হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর অসুরকে দেখিতে পাইল। অসুর সক্রোধে মুষ্টি তুলিয়া বানরদের দিকে ছুটিল। অঙ্গদ তাহাকে রাবণ মনে করিয়া চপেটাঘাতে বধ করিলেন। তারপর বানরেরা সেখানকার সকল স্থানে দেখিতে দেখিতে অত্যন্ত ক্লান্ত ও নিরুৎসাহ হইয়া নির্জনে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। (৪৮ সর্গ)

অঙ্গদ বানরগণকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আমরা বহু বন পর্বত নদী ও গুহা ইত্যাদিতে খুঁজিয়াও সীতা ও রাবণকে পাইলাম না। এদিকে নির্দিষ্ট কালও প্রায় অতীত হইয়া আসিল এবং সুগ্রীবের শাসনও বড় কঠোর। সুতরাং শোক আলস্য ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সকলের জানকীর খোঁজ করা দরকার; খেদহীনতা (অপরিতাপ) দক্ষতা ও চিত্তের অবিমুখিতাই কার্যসিদ্ধির কারণ। অঙ্গদের কথায়

* প্রাচীনকালে পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতমালা ও বিন্ধ্যপর্বতের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত।

আশ্বস্ত হইয়া বানরেরা আবার সোৎসাহে বিন্ধ্যপর্বতে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। (৪৯ সর্গ)

এইরূপে সেই পর্বতের নানাস্থানে অন্বেষণ করিতে করিতে সকলে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ও পরিশ্রান্ত অবস্থায় ঋক্ষবিল নামে এক সুবৃহৎ ও অনাবৃতদ্বার গহ্বর দেখিতে পাইলেন। তাহার নিকটে আসিয়া হনুমান বানরদিগকে বলিলেন,—দেখ, পদ্মপরাগে রঞ্জিত ও জলার্দ্রদেহ হংস সারস ও চক্রবাকেরা বিলদ্বার দিয়া বাহির হইতেছে এবং দ্বারস্থ বৃক্ষাদিও স্নিগ্ধ (রসাল বা সজীব)। ইহাতে বোধ হইতেছে, ভিতরে নিশ্চয় জলপূর্ণ কূপ বা হ্রদ আছে। চল, আমরা ইহার মধ্যে যাই।

সকলে সেই মহাবিলে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভীষণ। সেখানে মৃগ পক্ষী ও সিংহাদি বিচরণ করিতেছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের দৃষ্টি তেজ ও পরাক্রম ব্যাহত হইল না। তাঁহারা পরস্পরকে ধরিয়া নানা মনোরম স্থান ও বৃক্ষাদি দেখিতে দেখিতে এক যোজন অতিক্রম করিলেন। তখন তাঁহারা ক্ষুধাতৃষ্ণা ও পরিশ্রমে প্রায় সংজ্ঞাহীন এবং জীবন রক্ষা সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় তাঁহারা সহসা অদূরে আলোক দেখিতে পাইলেন। অগ্রসর হইয়া তাঁহারা একটি নিরন্ধকার (আলোকিত) বনে আসিলেন। দেখিলেন, সেখানে বৈদূর্যময় বেদীর উপর বালসূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল স্বর্ণময় শাল তাল তমাল পুন্নাগ বকুল ধব চম্পক নাগকেশর ও পুষ্পিত কর্ণিকারাদি বৃক্ষ বিচিত্র স্বর্ণের স্তবক শেখর রক্তপল্লব ও লতাজালে যেন হেমাভরণে বিভূষিত হইয়া পরম শোভাবিস্তার করিতেছে। কোথাও নীল বৈদূর্যবর্ণ ভ্রমরসমাকুল পদ্মলতা, কোথাও স্বচ্ছসলিল

সরোবর, তাহাতে সোনালী মৎস্য ও পদ্ম। কোথাও বৈদূর্যখচিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের সপ্ততল প্রাসাদ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট গৃহসকল,তাহাতে মুক্তাজালে আবৃত স্বর্ণ গবাক্ষ। কোথাও স্বর্ণের ভ্রমরেরা প্রবাল-মণিতুল্য ফলফুলসমন্বিত বৃক্ষে বিচরণ করিয়া মধু পান করিতেছে। কোথাও মণিকাঞ্চনখচিত নানারূপ বৃহৎ বৃহৎ শয্যা ও আসন। কোথাও রাশি রাশি স্বর্ণ রজত ও কাংস্যের ভোজনপাত্র। কোথাও দিব্য অগুরু ও চন্দনের স্তূপ। কোথাও আহারের জন্য পবিত্র ফলমূল। কোথাও মহামূল্য শিবিকাদি যান ও রসাল মদ্য। কোথাও বহুমূল্য উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি এবং কোথাও বা বিচিত্র কম্বল ও মৃগচর্ম।

পরে তাঁহারা কিছু দূরে এক তাপসীকে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন। সেই মিতাহারা বৃদ্ধা তাপসীর পরিধানে চীর ও কৃষ্ণাজিন এবং তিনি যেন স্বতেজে জ্বলিতেছেন। হনুমান তাঁহাকে করজোড়ে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তপস্বিনী, আপনি কে? এই গহ্বর গৃহ ও রত্নাদিই বা কাহার? (৫০ সর্গ)

আমরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ও পরিশ্রান্ত। সহসা এই তিমিরাচ্ছন্ন বিলে (গহ্বরে) প্রবেশ করিয়াছি। এখানকার সবই অদ্ভুত। ইহা কি আপনার প্রভাব না অন্য কাহারও তপোবল? আমরা ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি সকল কথা আমাদিগকে বলুন।

তাপসী বলিলেন,—বানরশ্রেষ্ঠ, পূর্বে ময় নামে এক মহাতেজা ও মায়াবী দানব ছিলেন। তিনি প্রধান প্রধান দানবদিগের বিশ্বকর্মা (শিল্পী) বলিয়া বিখ্যাত। তিনি এই মহাবনে বহু বৎসর তপস্যা করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মার বরে শিল্পজ্ঞান ও সৃষ্টিসামর্থ্য লাভ করেন। এই কাঞ্চনবন ও উৎকৃষ্ট ভবনাদি সবকিছু তাঁহারই

মায়াবলে রচিত। কিছুদিন এখানে সুখে বাস করিবার পর তিনি হেমা নাম্নী অপ্সরার প্রতি আসক্ত হন।* সেজন্য ইন্দ্র তাঁহাকে বজ্রদ্বারা বধ করেন। পরে ব্রহ্মা হেমাকে এই উৎকৃষ্ট বন ও স্বর্ণময় গৃহাদি দেন। আমি মেরুসাবর্ণির কন্যা স্বয়ম্প্রভা। হেমা আমার প্রিয়সখী। তাঁহার অনুরোধে আমি এই বিরাট গৃহ রক্ষা করিতেছি। তোমরা এই সকল সুস্বাদু ফলমূলাদি ভোজ্যবস্তু আহার ও নির্মল জল পান করিয়া, কেন ও কিরূপে এই দুর্গম বনে আসিয়াছ, তাহা আদ্যন্ত বল। (৫১ সর্গ)

পানাহারের পর হনুমান স্বয়ম্প্রভাকে আনুপূর্বিক সকল ঘটনা জানাইয়া বলিলেন,—দেবী, আমরা ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম, আপনিই আমাদিগকে রক্ষা করিলেন ; এখন বলুন, আমরা আপনার কি প্রত্যুপকার করিব। সর্বজ্ঞা স্বয়ম্প্রভা উত্তর করিলেন,—বানরগণ, আমি তোমাদের কথায় পরিতুষ্ট হইলাম ; ধর্মাচরণই আমার কাজ, তাহা ছাড়া আমার আর কিছুরই আবশ্যক নাই।

হনুমান বলিলেন,—ধর্মচারিণী, মহাত্মা সুগ্রীব সীতার অন্বেষণের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, এই বিলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তাহা পার হইয়া গিয়াছে। আমরা আপনার শরণাপন্ন হইতেছি, আপনি আমাদিগকে এখান হইতে উদ্ধার করুন। ধর্মশীলা, আমাদের গুরুতর কাজ করিতে হইবে, আমরা এখানে বদ্ধ থাকিলে সে কাজ করিতে পারিব না। তাপসী বলিলেন,—এখানে প্রবেশ করিলে প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারা দুষ্কর, তবে আমি তপোবলে তোমাদিগকে উদ্ধার করিতেছি, তোমরা চক্ষু বন্ধ কর। বানরেরা সানন্দে করাঙ্গুলিদ্বারা চক্ষু আবৃত করিল।

* এই ময়দানব ও হেমা রাবণের মহিষী মন্দোদরীর পিতামাতা।

তখন তাপসী নিমেষমধ্যে তাহাদিগকে বিলের বাহিরে আনিয়া বলিলেন,—ঐ দেখ, অদূরে বিন্ধ্যগিরি, প্রস্রবণ শৈল ও মহাসাগর। তোমাদের কুশল হউক, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি!—এই বলিয়া স্বয়ম্প্রভা বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (৫২ সর্গ)

১৮

অঙ্গদের খেদোক্তি—হনুমানের অঙ্গদকে উপদেশ প্রদান—অঙ্গদের প্রত্যুত্তর—অঙ্গদ প্রভৃতির প্রায়োপবেশন (৫৩-৫৫ সর্গ)

হনুমানাদি ঋক্ষবিলের বাহিরে আসিয়া চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, অদূরে তরঙ্গাকুল ভীষণ অপার সমুদ্র মহাগর্জন করিতেছে। ময়ের মায়াবলে সৃষ্ট ভবন ইত্যাদিতে অন্বেষণে সুগ্রীবের নির্দিষ্ট সময় অতীত হওয়ায় বানরেরা বিন্ধ্যগিরির পাদদেশে * বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। তখন অঙ্গদ বলিতে লাগিলেন,—এখন আমাদের কর্তব্য কি? আমরা যখন এইরূপ অকৃতকার্য হইলাম, তখন আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। কপিরাজের আদেশ পালন না করিয়া কে সুখে থাকিতে পারিবে? আমাদের এখানে প্রায়োপবেশনে মরাই সঙ্গত। সুগ্রীব উগ্রপ্রকৃতি, তিনি রাজকার্য কঠোরভাবেই পরিচালনা করিয়া থাকেন; আমরা অপরাধ করিয়া ফিরিয়া গেলে, তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। সুতরাং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া অযোগ্য মরণ অপেক্ষা এখানে মৃত্যুই ভাল; আর সুগ্রীব আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন নাই, রামই করিয়াছেন, পূর্ব হইতেই সুগ্রীবের আমার প্রতি শত্রুতা বদ্ধমূল হইয়া আছে, এখন কার্যে এই ত্রুটি পাইয়া তিনি নিশ্চয় আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।

---

* দক্ষিণ পার্শ্বে—অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমের শৃঙ্গাদিতে। (রা-ভূষণ)

আমার আত্মীয়স্বজনের আর তাহা দেখিয়া কাজ কি, আমি এখানে এই পবিত্র সাগরতীরেই প্রায়োপবেশন করিব।

অঙ্গদের কথা শুনিয়া বানর-প্রধানেরা করুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—সুগ্রীব উগ্রপ্রকৃতি, রামও জানকীর প্রতি অত্যাসক্ত, সুতরাং আমাদের অকৃতকার্য হইয়া ফিরিতে দেখিলে, সুগ্রীব নিশ্চয় রামের প্রীতির জন্য আমাদিগকে বধ করিবেন। অপরাধীদের প্রভুর নিকটে যাওয়া উচিত নয়। সুতরাং আমরা সীতার সংবাদ লইয়া যাইতে পারিলেই সেখানে ফিরিব, নতুবা এখানেই মরিব।

তখন তার বানরগণকে বলিলেন,—তোমরা বিষাদে মগ্ন হইতেছ কেন? তোমাদের মত হইলে আইস, আমরা গহ্বরে পুনরায় প্রবেশ করিয়া এখানেই বাস করি। ময়ের মায়ায় রচিত এই সুদুর্গম গহ্বরে প্রচুর ভোজ্য ও পানীয় ইত্যাদি আছে। এখানে থাকিলে ইন্দ্র, রাম বা সুগ্রীব হইতে আমাদের কোন ভয় থাকিবে না।

এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া বানরেরা বলিল,—যাহাতে আমাদের প্রাণনাশ না হয়, এখনই সে ব্যবস্থা কর। (৫৩ সর্গ)

অষ্টাঙ্গ বুদ্ধিশালী, চতুর্দশ গুণসম্পন্ন, চতুর্বল সমন্বিত* বৃহস্পতির তুল্য বুদ্ধিমান ও পিতা বালীর সদৃশ বিক্রমী হইয়াও অঙ্গদ, ইন্দ্রের শুক্রাচার্যের মন্ত্রণা গ্রহণের ন্যায় তারের পরামর্শ শুনিতে যাইতেছেন

* অষ্টাঙ্গবুদ্ধি—শুশ্রূষা (শ্রবণেচ্ছা), শ্রবণ, গ্রহণ (উপলব্ধি), ধারণ (স্মরণ), তর্ক, বিতর্ক, অর্থ ও তত্ত্বজ্ঞান এই আটটি বুদ্ধির অঙ্গ।

চতুর্দশ গুণ—দেশকালজ্ঞতা, দৃঢ়তা, ক্লেশসহিষ্ণুতা, সর্বজ্ঞতা, দক্ষতা, গূঢ়মন্ত্রতা, অবিসংবাদিতা, তেজস্বিতা, শৌর্য, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, শরণাগত-বাৎসল্য, অমর্ষিতা ও অচাপল্য।

চতুর্বল—সাম, দান, ভেদ ও নিগ্রহ।

দেখিয়া সর্বশাস্ত্রবিশারদ হনুমান বুঝিতে পারিলেন যে, অঙ্গদ বিস্তীর্ণ কপিরাজ্য হারাইতে চলিয়াছেন। তখন তিনি বাক্‌কৌশলে বানর-গণের মধ্যে মতভেদ জন্মাইলেন এবং অঙ্গদকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন,—তারানন্দন, তুমি তোমার পিতা হইতে অধিকতর রণদক্ষ এবং কপিরাজ্য তাঁহারই মত দৃঢ়তার সহিত শাসন করিতে পারিবে, কিন্তু বানরেরা সতত অস্থিরচিত্ত, তাহাতে আবার স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া এখানে থাকিলে আরো চঞ্চল হইয়া উঠিবে এবং তোমার আদেশ মানিবে না। আমি তোমাকে স্পষ্টই বলিতেছি, এই জাম্ববান নীল সুহোত্র ও আমাকে তুমি সামদানাদি বা দণ্ডদ্বারা সুগ্রীব হইতে আলাদা করিতে পারিবে না। প্রবল দুর্বলের সহিত বিবাদ করিয়া টিকিতে পারে, কিন্তু দুর্বল প্রবলের সহিত বিবাদ করিয়া টিকিতে পারে না; সুতরাং আত্মরক্ষা করিতে চাহিলে দুর্বলের বলবানের সঙ্গে বিবাদ করা উচিত নয়। তুমি মনে করিতেছ এই গুহায় বাস করিলেই রক্ষা পাইবে, কিন্তু লক্ষ্মণের পক্ষে ইহা বিদারণ করা অতি সামান্য কথা। তাঁহার শাণিত শরে তিনি এই বিল পত্রপুটের মত ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন। তুমি যখনই এই গহ্বরে বাস করিতে যাইবে, তখনই বানরেরা তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। তাহারা স্ত্রীপুত্রের চিন্তায় উৎকণ্ঠিত, বুভুক্ষিত ও দুঃখজনক শয্যায় শয়নে ক্লিষ্ট, তাহারা কখন তোমার সঙ্গে থাকিবে না, তোমাকে ফেলিয়া পলাইবে। তখন তুমি হিতৈষী বন্ধুবান্ধবশূন্য হইয়া সামান্য তৃণের স্পন্দনেও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইবে। আর লক্ষ্মণের সুতীক্ষ্ণ ও ভয়ানক শরে নিশ্চয় প্রাণ হারাইবে। কিন্তু আমাদের সহিত বিনীতভাবে সুগ্রীবের নিকট গেলে, তুমি উত্তরাধিকারসূত্রে বানর রাজ্য পাইবে। তোমার পিতৃব্য ধর্মশীল রাজা, তিনি তোমাকে স্নেহ করেন, তোমার মাতাকে

প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, তিনি কখন তোমাকে বধ করিবেন না। অঙ্গদ, তুমি তোমার মাতার একমাত্র সন্তান, সুতরাং গৃহে চল। (৫৪ সর্গ)

অঙ্গদ বলিলেন,—স্থৈর্য শুচিতা অনৃশংসতা সরলতা বিক্রম ও ধৈর্য এই সমস্ত গুণ সুগ্রীবের কিছুমাত্র নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী ধর্মতঃ মাতৃতুল্য, সুতরাং যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাঁচিয়া থাকিতেই তাহার স্ত্রীকে গ্রহণ করে, সে অতি ঘৃণ্য।* বালী সুগ্রীবকে গুহামুখে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সুগ্রীব গুহার মুখ বন্ধ করিয়া চলিয়া আসেন, সুতরাং তাঁহার যে ধর্মবোধ আছে তাহা কিরূপে বলিব? রামের করস্পর্শ করিয়া তাঁহার কার্য-সাধনে প্রতিশ্রুত হইয়া যে নিজের কার্যোদ্ধারের পর রামের কথা ভুলিয়া যায়, সে কেমন কৃতজ্ঞ? (অর্থাৎ সে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ।) যে ধর্মভয়ে নয়, শুধু লক্ষ্মণের ভয়ে আমাদিগকে সীতার অন্বেষণে পাঠাইয়াছে, তাহার আবার ধর্ম কোথায়? কোন্ সাধু ব্যক্তি বিশেষতঃ জ্ঞাতি সেই পাপী, কৃতঘ্ন, অস্থিরমতি ও স্মৃতিশাস্ত্র-অমান্যকারীকে বিশ্বাস করিবে? সুগ্রীব গুণবান্‌ই হউন বা নির্গুণই হউন, আমি তাঁহার শত্রুপুত্র; তিনি কেন আমাকে রাজ্য দিবেন আর জীবিত রাখিবেন? সুতরাং আমার পক্ষে প্রায়োপবেশনই শ্রেয়। বানরগণ, আপনারা আমাকে প্রায়োপবেশনের অনুমতি দিয়া গৃহে ফিরুন। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আর কিষ্কিন্ধায় যাইব না। আপনারা বানররাজ সুগ্রীবকে, মহাবল রাম-লক্ষ্মণকে

---

* ভ্রাতার জীবিতাবস্থায় তাহার স্ত্রীকে গ্রহণ করার কথা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ভ্রাতার মৃত্যুর পরে তাহার স্ত্রীকে গ্রহণ করা কুলধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। (রা-ভূষণ)

ও মাতা রুমাকে আমার অভিবাদন জানাইয়া কুশল বলিবেন। আর আমার জননী তারা স্বভাবত পুত্রবৎসলা, তিনি আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিলে নিশ্চয় প্রাণত্যাগ (প্রাণত্যাগের ইচ্ছা) করিবেন, আপনারা তাঁহাকে প্রবোধ দিবেন।

এই বলিয়া অঙ্গদ বৃদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদন করিয়া সজলনয়নে ও বিষণ্ণবদনে ভূমিতে কুশের উপর প্রায়োপবেশনে বসিলেন। তখন বানর-প্রধানেরা দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে সুগ্রীবের নিন্দা ও বালীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে সকলে আচমন করিয়া ও অঙ্গদকে ঘিরিয়া প্রায়োপবেশনের জন্য পূর্বমুখে বসিয়া রাম সীতা জটায়ু ও বালী প্রভৃতির কথা আলাপ করিতে থাকিলেন। (৫৫ সর্গ)

১৯

সম্পাতি (৫৬-৬৩ সর্গ)

বানরগণ যেখানে প্রায়োপবেশন করিলেন, জটায়ুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা গৃধ্ররাজ সম্পাতি তাহার নিকটেই বাস করিতেন। তিনি গিরি-গুহার বাহিরে আসিয়া প্রায়োপবেশনে রত বানরদিগকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,—বিধাতা ইহলোকে জীবগণকে যে তাহাদের পূর্বার্জিত কর্মফলানুসারে পরিচালিত করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; বহুদিন পরে আজ এই সকল ভক্ষ্য আপনা হইতেই আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। এখন এই বানরেরা যেমন যেমন মরিবে, আমি ইহাদিগকে তেমন তেমন খাইব।

সম্পাতির কথায় পরম উদ্বিগ্ন হইয়া অঙ্গদ হনুমানকে বলিলেন, —ঐ দেখ, বানরগণের বিনাশের জন্যই যেন সাক্ষাৎ যমতুল্য ঐ

পক্ষী এখানে আসিয়াছে। রামের কার্য সাধিত হইল না, রাজাদেশও পালিত হইল না, বানরগণের সহসা এই অভাবনীয় বিপদ উপস্থিত হইল। সকলেই শুনিয়াছ, গৃধ্ররাজ জটায়ু বৈদেহীর হিতসাধনের জন্য প্রাণ দিয়াছেন। সকল প্রাণীই, এমন কি পশু পক্ষী পর্যন্ত, স্নেহ ও করুণার বশে আমাদেরই ন্যায় প্রাণপণে রামের প্রিয় কাজ করিতেছে। আইস, আমরাও রামের জন্য প্রাণত্যাগ করি। রাবণের সীতাহরণই আমাদের মৃত্যুর কারণ হইল।

তীক্ষ্ণচঞ্চু মহাস্বর সম্পাতি অঙ্গদের কথা শুনিয়া বলিলেন,—কে আমার প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতা জটায়ুর মরণের কথা বলিতেছ? তাহাতে আমার মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। আমার পক্ষ সূর্যের তেজে পুড়িয়া গিয়াছে, আমি একরূপ অচল, তোমরা আমাকে এই পর্বত হইতে নামাও। (৫৬ সর্গ)

তখন অঙ্গদ সম্পাতিকে নামাইয়া আনিয়া নিজের পরিচয় দিলেন এবং রাম-লক্ষ্মণ-সীতার দণ্ডকারণ্যে আগমন, রাবণের জনস্থান হইতে সীতাকে বলপূর্বক অপহরণ, জটায়ুর রাবণকে বাধাপ্রদান ও তাঁহার হস্তে মৃত্যু, রামের সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা, সুগ্রীবের অঙ্গদাদিকে সীতান্বেষণে প্রেরণ, তাঁহাদের অসফলতা ও প্রায়োপবেশন ইত্যাদি সকল কথা বলিলেন। (৫৭ সর্গ)

তাহা শুনিয়া সম্পাতি বলিলেন,—জটায়ু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমি বৃদ্ধ ও পক্ষহীন, সুতরাং বৈরনির্যাতনের (রাবণকে বধ করিয়া প্রতিশোধ লইবার) ক্ষমতা আমার নাই। পুরাকালে ইন্দ্রের বৃত্রাসুর বধের পর জটায়ু ও আমি ইন্দ্রকে জয় করিবার জন্য আকাশপথে স্বর্গে যাই। ইন্দ্রকে জয় করিয়া ফিরিবার কালে মধ্যাহ্নসূর্যের প্রবল কিরণে জটায়ু অবসন্ন হইয়া পড়িলে আমি

স্নেহবশে নিজ পক্ষযুগলের দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করি। তাহাতে আমার পক্ষ পুড়িয়া যায় আর আমি এই বিন্ধ্যপর্বতে পড়ি। তখন হইতে আমি এখানে আছি এবং ভ্রাতার কোন সংবাদ পাই নাই।

অঙ্গদ বলিলেন,—জটায়ু আপনার ভাই হইলে, আপনি আমার কথাগুলি শুনিয়া থাকিলে আর রাবণের নিবাস কোথায় তাহা জানিলে, বলুন সেই অদূরদর্শী রাক্ষসাধম দূরে বা নিকটে কোথায় আছে।

তখন সম্পাতি বানরগণকে পরম পুলকিত করিয়া বলিলেন,—আমি পক্ষ ও বীর্যহীন গৃধ্র, সুতরাং দৈহিক কোনরূপ প্রচেষ্টার দ্বারা রামের সহায়তা করিতে পারিব না, কেবল কথায় উত্তম সাহায্য করিব।* আমি বরুণলোক, ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর দ্বারা অধিকৃত ত্রিলোক (স্বর্গ মর্ত্য পাতাল), দেবাসুর যুদ্ধ, অমৃতের জন্য সমুদ্রমন্থন ইত্যাদির কথা জানি। কিন্তু জরা আমাকে নিস্তেজ ও শিথিলেন্দ্রিয় করিয়াছে, নতুবা রামের কাজ আমি অবশ্য করিতাম। আমি দুরাত্মা রাবণকে একটি সর্বাভরণভূষিতা রূপবতী তরুণীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। তখন তিনি 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া কাঁদিতেছিলেন এবং দেহ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া দিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন শৈল-শিখরে সূর্যপ্রভা; তাঁহার উৎকৃষ্ট কৌশেয় বসন কৃষ্ণবর্ণ রাবণের শরীরে সংলগ্ন হইয়া যেন গগনতলে বিদ্যুতের আভা বিস্তার করিতেছিল। আমার মনে হয় তিনিই সীতা। এখন সেই রাক্ষস রাবণের নিবাসের কথা বলিতেছি, শোন।

* অর্থাৎ সম্পাতি সীতার যে খবর বলিবেন তাহাতে তাঁহার অন্বেষণাদির বেশ ভালরূপ সাহায্য হইবে।

রাবণ লঙ্কানগরীতে বাস করে। সে বিশ্রবার পুত্র ও কুবেরের আপন ভাই। এখান হইতে শতযোজন দূরে সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপ আছে, সেখানে বিশ্বকর্মা লঙ্কাপুরী নির্মাণ করিয়াছেন। তাহা স্বর্ণময় বিচিত্র দ্বার ও বেদীতে এবং হেমবর্ণ বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদে ও অরুণবর্ণ অত্যুচ্চ প্রাচীরে শোভিত। বৈদেহী সেখানে রাবণের অন্তঃপুরে রুদ্ধ ও রাক্ষসীগণের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বাস করিতেছেন। বানরগণ, আমি জ্ঞানচক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি যে, তোমরা সেখানে জানকীর দেখা পাইয়া ফিরিয়া আসিবে। আকাশে প্রথম পথ কুলিঙ্গ (ফিঙ্গে) ও পারাবতাদির, দ্বিতীয় পথ কাক ও শুকাদির, তৃতীয় ভাস (বন্য কুক্কুট) ক্রৌঞ্চ (কোঁচবক) ও কুরর (কুড়ল) প্রভৃতির, চতুর্থ শ্যেনের (বাজের), পঞ্চম গৃধ্রের (শকুনের), ষষ্ঠ বলবীর্যবান ও রূপযৌবনশালী হংসের এবং পরবর্তী সপ্তম পথে বৈনতেয়দের (বিনতানন্দন গরুড় ও অরুণের) গতি। আমরা সেই গরুড় ও অরুণ হইতে জন্মিয়াছি। সুতরাং আমাদের বল ও দৃষ্টিশক্তি অসাধারণ। জাতীয় স্বভাবের ও বিশেষ বিশেষ খাদ্যের গুণে আমরা শতযোজনের কিছু বেশী দূর পর্যন্ত দেখিতে পাই, কিন্তু যাহারা চরণের দ্বারা যুদ্ধ করে (কুক্কুটাদি) তাহারা কেবল বৃক্ষমূল পর্যন্তই দেখিতে পায়। বানরগণ, তোমরা এখন সমুদ্র লঙ্ঘনের কোন উপায় অবলম্বন কর, তাহা হইলেই বৈদেহীর সন্ধানে কৃতকার্য হইয়া ফিরিতে পারিবে। আর তোমরা আমাকে সমুদ্রের ধারে লইয়া চল, আমি আমার ভ্রাতা স্বর্গত মহাত্মা জটায়ুর তর্পণ করিব। তখন মহাতেজা বানরগণ সম্পাতিকে সমুদ্রতীরে লইয়া গেলেন এবং তর্পণের পর তাঁহাকে যথাস্থানে ফিরাইয়া আনিলেন। (৫৮ সর্গ)

বানরশ্রেষ্ঠরা সম্পাতির অমৃততুল্য কথা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। জাম্ববান সীতাহরণের সবিশেষ বিবরণ বলিতে অনুরোধ করিলে সম্পাতি বলিলেন,—আমি বহুকাল হইল এই দুর্গম পর্বতে পতিত হইয়াছি এবং এখানে থাকিয়াই বৃদ্ধ ও ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছি। সুপার্শ্ব নামে আমার একটি পুত্র আছে, সে যথাকালে খাদ্য দিয়া আমাকে প্রতিপালিত করে। গন্ধর্বের কাম, সর্পের ক্রোধ, মৃগের ভয় এবং আমাদের ক্ষুধা বড় প্রবল। একদিন প্রাতে আমি ক্ষুধার্ত হইয়া খাইতে চাহিলে সুপার্শ্ব আহার সংগ্রহের জন্য বাহির হইল, কিন্তু সন্ধ্যাকালে মাংসাদি কিছু না লইয়াই ফিরিয়া আসিল। আমি ক্ষুধায় অস্থির হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে থাকিলে সে বলিল,—পিতা, আমি আহার সংগ্রহের জন্য যথাকালে আকাশে উঠিয়া মহেন্দ্র পর্বতের দ্বার অবরোধ করিয়া ছিলাম। বহু সামুদ্রিক জীবজন্তু সে পথে গমনাগমন করে। আমি অধোমুখে তাহাদের পথরোধ করিয়া থাকিবার কালে দেখিতে পাইলাম, এক অঞ্জনবর্ণ পুরুষ প্রাতঃসূর্যের ন্যায় দীপ্তিময়ী এক রমণীকে লইয়া যাইতেছে। আমি তাহাদের আহার্যরূপে গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিলে পুরুষটি সবিনয়ে পথ ভিক্ষা করিল। আমার কথা কি, এই পৃথিবীতে অতি নীচ ব্যক্তিও শরণাগতকে পীড়ন করে না। সুতরাং আমি পথ ছাড়িয়া দিলাম। তখন সেই পুরুষটি দ্রুতবেগে আকাশ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। পরে আকাশচারী সিদ্ধ ও চারণাদি আমাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন,—সীতা তোমার দৃষ্টিপথে পড়িয়া সৌভাগ্যক্রমেই জীবিত থাকিলেন। তুমি যখন তাঁহাকে ভক্ষণ কর নাই, তখন নিশ্চয়ই তোমার কল্যাণ হইবে। ঐ পুরুষ নিতান্ত ভাগ্যবশেই ঐ নারীর সহিত তোমাকে এড়াইয়া

যাইতে পারিয়াছে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, সেই পুরুষ রাক্ষসরাজ রাবণ আর সেই শোকবিহ্বলা স্খলিতবসনা বিগলিত-আভরণা আলুলায়িত-কুন্তলা ও রাম-লক্ষ্মণের নামোচ্চারণ করিয়া উচ্চ-স্বরে ক্রন্দননিরতা রমণীই দশরথের পুত্র রামের ভার্যা জানকী। পিতা, এই সকল দেখিতে দেখিতেই আমার সময় কাটিয়া গিয়াছে।

বানরগণ, সুপার্শ্বের কথা শুনিয়াও আমি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না ; পক্ষহীন পক্ষী কেমন করিয়া কি করিবে? আমি বাক্য ও বুদ্ধিদ্বারা তোমাদের রামের কার্য-সাধনে সহায়তা করিব ; রামের কাজ আমারও কাজ। তোমরা শক্তিমান, তোমাদের পক্ষে কিছুই দুষ্কর নয়। তোমরা আর বিলম্ব করিও না, বুদ্ধি স্থির করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হও। (৫৯ সর্গ)

তারপর একটি পূর্বকথা স্মরণ করিয়া সম্পাতি আবার অঙ্গদকে বলিলেন,—আমি আরো যে কারণে মৈথিলীর পরিচয় পাইয়াছি, তোমরা তাহা শোন। সূর্যকিরণে দগ্ধপক্ষ হইয়া এই বিন্ধ্যপর্বতে পড়িবার ছয় রাত্রি পরে আমার জ্ঞান হইল। আমি চারিদিকে চাহিয়া কোথায় পড়িয়াছি, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। পরে ক্রমে গিরি নদী সাগর সরোবর বন ও প্রদেশসকল দেখিতে দেখিতে বুঝিতে পারিলাম যে, আমি দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থিত বিন্ধ্যগিরিতে পড়িয়াছি। পূর্বে এই পর্বতে দেবপূজিত একটি পবিত্র আশ্রম ছিল। উগ্রতপা নিশাকর ঋষি সেখানে বাস করিতেন। তিনি স্বর্গে যাইবার পরও আট হাজার বৎসর আমি এখানে আছি। পূর্বে জটায়ু ও আমি তাঁহার চরণ বন্দনা করিবার জন্য বহুবার সেই আশ্রমে গিয়াছি। আমার এইরূপ অবস্থা হইবার

পর তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া, আমি এক সময় অতিকষ্টে পর্বতশৃঙ্গ হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার আশ্রমে গেলাম। সেখানে এক বৃক্ষমূলে আমি তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছুকাল পরে দেখিতে পাইলাম, তিনি স্নান করিয়া ফিরিতেছেন আর লোকেরা যেমন দাতাকে ঘিরিয়া চলে, সেইরূপ সিংহ ব্যাঘ্র সৃমর ভল্লুক ও নানা সরীসৃপ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আসিতেছে। পরে তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিলে, রাজার গৃহ প্রবেশের পর অমাত্য ও সৈন্যাদি যেমন ফিরিয়া যায়, ঐ জন্তুরাও তেমনি ফিরিয়া গেল। মহর্ষি আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, তখনই আবার আমার নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। আমাকে বলিলেন,—সৌম্য, তোমার পক্ষাদির বৈকল্যের জন্য আমি প্রথমে তোমাকে চিনিতে পারি নাই। পূর্বে আমি বায়ুবেগগামী কামরূপী দুইটি গৃধ্রকে দেখিতে পাইতাম। তাহারা গৃধ্রদের রাজা ছিল। বোধ হয়, তুমিই তাহাদের মধ্যে বড় ভাই সম্পাতি এবং জটায়ু তোমার ছোট ভাই। তোমরা মনুষ্যরূপ ধরিয়া আমাকে প্রণাম করিতে আসিতে। বল, তোমার কি ব্যাধি হইয়াছে, পক্ষদ্বয় কিরূপে দগ্ধ হইল, আর কে তোমাকে এমন দণ্ড দিল। (৬০ সর্গ)

তখন আমি মুনিবরকে সকল কথা বলিলাম। তিনি ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া বলিলেন,—তোমার পক্ষ (ডানা) ও প্রপক্ষ (পালক) আবার গজাইবে এবং দৃষ্টিশক্তি বলবীর্য ইত্যাদিও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু দেখ, আমি পুরাণ শ্রবণে জানিয়াছি এবং তপোবলেও দেখিয়াছি, ভবিষ্যতে একটি সুমহৎ কার্য উপস্থিত হইবে। ইক্ষাকুকুলে রাজা দশরথের রাম নামে একটি মহা তেজস্বী পুত্র জন্মিবেন। পিতার আদেশে তিনি তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বনে আসিবেন।

দেবদানবের অবধ্য রাক্ষসরাজ রাবণ জনস্থান হইতে রামের ভার্যা সীতাকে হরণ করিবেন। পরে তাঁহার অন্বেষণের জন্য রামের দূতগণ এখানে আসিবে। তুমি তাহাদের সীতার সন্ধান দিবে। তুমি এস্থান ছাড়িয়া যাইও না, আর এই অবস্থায় কোথায় বা যাইবে?—এই কথা বলিয়া নিশাকর-ঋষি পুনরায় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। (৬১-৬২ সর্গ)

বানরগণ, তারপর আমি ধীরে ধীরে পর্বতশিখরে আরোহণ করিয়া তোমাদের প্রতীক্ষায় থাকি। আমি জানি যে, রাবণ আমার পুত্রের অপেক্ষা অল্পবীর্য, সুতরাং সে মৈথিলীকে রাবণের হাত হইতে রক্ষা করে নাই বলিয়া আমি তাহাকে খুব ভর্ৎসনা করি।

সম্পাতি বানরদের এইরূপ বলিতেছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার অরুণবর্ণ দুইটি পক্ষ বাহির হইল। তিনি অতুল আনন্দ লাভ করিয়া বানরগণকে বলিলেন,—দেখ, রাজর্ষি নিশাকরের অনুগ্রহে আমার পক্ষদ্বয় আবার গজাইয়াছে। যৌবনে আমার যেরূপ বলবীর্য ও পৌরুষ ছিল, আমি এখন আবার তাহাই অনুভব করিতেছি। তোমরা সর্বপ্রকারে চেষ্টা কর, সীতাকে অবশ্যই পাইবে। এই বলিয়া সম্পাতি নিজের গতিশক্তি বুঝিবার জন্য আকাশে উড়িলেন। তাঁহার কথায় যারপরনাই উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হইয়া বানরগণ বায়ুবেগে দক্ষিণদিকে চলিল। (৬৩ সর্গ)

২০

বানরগণের সমুদ্রলঙ্ঘনের উদ্যোগ (৬৪-৬৭ সর্গ)

সেই ভীমবিক্রম বানরেরা সানন্দে সিংহনাদ করিতে করিতে সাগর-তীরে উপনীত হইল। সাগরের উত্তরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া

তাহারা দেখিল, সাগরে গ্রহনক্ষত্রাদি প্রতিবিম্বিত হইতেছে। উহার কোন স্থান যেন প্রসুপ্ত (নিশ্চল), কোন স্থান যেন ক্রীড়াশীল (নৃত্যপর), কোথাও বা পর্বতপ্রমাণ উত্তাল জলরাশিতে (তরঙ্গ-মালায়) আবৃত (সমাকুল)। পাতাল-তলবাসী দানবেন্দ্রগণে সঙ্কুল ও আকাশের ন্যায় দুষ্পার সেই লোমহর্ষণ সমুদ্র দর্শনে বিষাদিত হইয়া কপিবরেরা বলাবলি করিতে লাগিলেন,—এখন কি করিয়া সীতার অন্বেষণে যাওয়া যায় ?

অঙ্গদ বানর-বাহিনীকে বিষণ্ণ দেখিয়া তাহাদের আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—তোমরা বিষাদগ্রস্ত হইও না, বিষাদ বড় দোষজনক ; ক্রুদ্ধ সর্প যেমন বালকের প্রাণনাশ করে, সেইরূপ বিষাদ মানুষকে বিনাশ করিয়া থাকে। যে বিক্রম প্রকাশের কাল উপস্থিত হইলে বিষণ্ণ হয়, সে তেজোহীন, তাহার পৌরুষ কখনও সার্থক হয় না।

পরদিন অঙ্গদ বৃদ্ধ বানরগণের সহিত সাগর লঙ্ঘনের বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তখন যে বিশাল বানর-বাহিনী তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিল, তাহাকে স্থির রাখা অঙ্গদ ও হনুমান ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য ছিল না। পরে অঙ্গদ সেই সৈন্যগণ ও বৃদ্ধ বানরগণকে সসম্মানে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বীরগণ, তোমাদের মধ্যে কোন্ মহাবীর এই শত যোজন বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারিবেন ? কে সুগ্রীবকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিবেন ? কে এই সকল যূথপতিকে মহাভয় হইতে মুক্ত করিবেন ? কাহার অনুগ্রহে আমরা কৃতকার্য হইয়া ও সানন্দে গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীপুত্রাদিকে দেখিতে পারিব ? কাহার কৃপায় আমরা পরম পুলকিত মনে রাম-লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের নিকটে যাইতে পারিব ? যদি কেহ সমুদ্রলঙ্ঘনে সমর্থ হন, তবে তিনি শীঘ্র আমাদের অভয় দিন।

অঙ্গদের কথা শুনিয়া বানরেরা কেহ কিছু বলিল না, সকলে নিস্পন্দ হইয়া রহিল। তখন অঙ্গদ আবার তাহাদের বলিলেন,—তোমরা সকলেই সদ্বংশজাত সম্মানিত পরাক্রমশালী মহাবীর ও সর্বত্র অব্যাহতগতি, কে লাফ দিয়া কতটা যাইতে পার, বল। (৬৪ সর্গ)

তখন বানরবীরেরা একে একে তাঁহাদের সামর্থ্যের কথা অঙ্গদকে বলিতে লাগিলেন। গয় দশ, গবাক্ষ কুড়ি, শরভ ত্রিশ, ঋষভ চল্লিশ, গন্ধমাদন পঞ্চাশ, মৈন্দ ষাট, মহাবল দ্বিবিদ সত্তর, মহাতেজা সুষেণ আশি যোজন অতিক্রম করিতে পারিবেন বলিলেন। পরে বানর-প্রধান বৃদ্ধ জাম্ববান বলিলেন, তিনি তখনও নব্বই যোজন উল্লম্ফন করিতে পারেন, যৌবনে আরো বেশী পারিতেন। সর্বশেষে স্বয়ং অঙ্গদ বলিলেন, তিনি সেই শতযোজন বিস্তীর্ণ বিশাল সমুদ্র পার হইতে পারেন, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে পারিবেন কিনা তাহা নিশ্চিত জানেন না।

অঙ্গদের কথা শুনিয়া জাম্ববান তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস, তুমি অক্লেশে শতসহস্র যোজন গিয়াও ফিরিয়া আসিতে পার, ইহা আমি জানি। কিন্তু তুমি আমাদের নেতা এবং তোমাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা এই দুষ্কর কার্যে অগ্রসর হইয়াছি। আমাদের পক্ষে কার্যের মূল রক্ষা করা সর্বতোভাবে উচিত। সুতরাং তুমি নিরস্ত হও।

অঙ্গদ বলিলেন,—যদি আমি এ কাজে না যাই এবং অন্য কেহও না যান, তবে আমাদের এখানে প্রায়োপবেশন করাই ভাল। কারণ, সুগ্রীবের আদেশ পালন না করিয়া ফিরিলেও আমাদের প্রাণ যাইবে। (৬৫ সর্গ)

তখন জাম্ববান হনুমানকে বলিলেন,—সর্বশাস্ত্রবিশারদ বীরবর হনুমান, তুমি একধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন? তুমি বল-বিক্রমে বানররাজ সুগ্রীবের তুল্য এবং রাম-লক্ষ্মণ হইতেও নিকৃষ্ট নও। তুমি বল বুদ্ধি বিক্রম ও তেজে সকল প্রাণীর মধ্যে অসাধারণ হইয়াও সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য প্রস্তুত হইতেছ না কেন? অপ্সরাশ্রেষ্ঠা পুঞ্জিকস্থলা ঋষির শাপে বানরেন্দ্র কুঞ্জরের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং অঞ্জনা নামে খ্যাত হন। কপিবর কেশরী অঞ্জনাকে পত্নীরূপে লাভ করেন। সেই অঞ্জনা তোমার জননী। তিনি সর্বাঙ্গ-সুন্দরী বলিয়া ত্রিলোকবিখ্যাত ছিলেন। পৃথিবীতে তাঁহার মত রূপবতী আর কেহ ছিল না। কামরূপিণী রূপযৌবনশালিনী অঞ্জনা একদিন মানবীর রূপ ধরিয়া পর্বতশিখরে বিচরণ করিতেছিলেন। পবন তখন সেই বিশালাক্ষীর বসন ধীরে ধীরে অপসারণ করিলেন এবং তাঁহার সুগোল সুসংহত উরুদ্বয়, স্থূল পরস্পরসংশ্লিষ্ট স্তনযুগল, সুগঠন সুচারু আনন, বিপুল নিতম্ব ও ক্ষীণ কটিদেশ দর্শনে কাম-মোহিত হইয়া তাঁহাকে বলপূর্বক আলিঙ্গন করিলেন। তাহাতে ভীত হইয়া সচ্চরিত্রা অঞ্জনা বলিলেন,—বল কে এ ভাবে আমার পাতিব্রত্যধর্ম নষ্ট করিতে চাহিতেছ। পবন উত্তর করিলেন,—সুমধ্যমা, ভয় নাই, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিতেছি না, কেবল তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া মনে মনে তোমার সহিত মিলিত হইয়াছি। তোমার একটি বীর্যবান ও বুদ্ধিমান পুত্র জন্মিবে। সেই মহাবলপরাক্রম পুত্র লঙ্ঘন ও উল্লম্ফনে আমারই মত হইবে। মহাকপি হনুমান, তোমার জননী পবনের এ কথায় তুষ্ট হইয়া তোমাকে গিরিগুহায় প্রসব করিলেন। জন্মিবামাত্র তুমি সূর্য উদিত হইতে দেখিয়া, ফল মনে করিয়া, তাহাকে ধরিবার জন্য

মহাবলে লম্ফ দিয়া আকাশে তিনশত যোজন উঠিয়াছিলে। তখন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার উপর সতেজে বজ্র নিক্ষেপ করেন। তাহাতে পর্বতশিখরে পতিত হওয়ায় তোমার বাম হনু (চোয়াল) ভগ্ন হয়। সেই হইতে তুমি হনুমান নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছ। তোমাকে আহত দেখিয়া, বায়ু যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবাহে বিরত হইলেন। ত্রিলোকের সকলে অস্থির হইয়া উঠিল এবং দেবগণ ভীত হইয়া বায়ুর তুষ্টিসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রসন্ন হইলে, ব্রহ্মা তোমাকে বর দিলেন যে, অস্ত্রাঘাতে তোমার মৃত্যু হইবে না। আর তুমি বজ্রাঘাতেও সুস্থ আছ দেখিয়া, ইন্দ্র তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে স্বেচ্ছামৃত্যুর বর দিলেন। তুমি কেশরীর ক্ষেত্রজ ও বায়ুর ঔরস পুত্র। ঔদার্য ও বিক্রমশালী পবননন্দন, আমরা জীবনে নিরাশ হইয়াছি, এখন তুমিই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা। সমগ্র বানরবাহিনী তোমার বীরত্ব দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। এখন তুমি তোমার বিক্রম প্রদর্শন কর। কপিবর হনুমান উঠ, মহাসাগর লঙ্ঘন কর, তোমার লঙ্কাগমনে সকল প্রাণীর উপকার হইবে। হনুমান, সকল বানর বিষণ্ণ হইয়া আছে, তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেছ কেন? মহাবেগবান, ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মত তুমিও নিজের বিক্রম প্রকাশ কর।

জাম্ববানের কথা শুনিয়া হনুমান হঠাৎ শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘনের উপযোগী সুবৃহৎ আকার ধারণ করিয়া সানন্দে লাঙ্গুল আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বৃদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—বানরজ্যেষ্ঠগণ, তোমরা সকলে প্রফুল্ল হও; আমি মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, নিশ্চয় বৈদেহীকে দেখিতে পাইব। আমি লম্ফপ্রদানে উদ্যত হইলে, কেবল মহেন্দ্র পর্বতের প্রস্তরময়

শিখর ব্যতীত ইহলোকে আর কিছুই আমার বেগ সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং আমি সেখান হইতেই লম্ফপ্রদান করিব। এই বলিয়া পবননন্দন হনুমান মহেন্দ্র পর্বতের এক অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। (৬৬-৬৭ সর্গ)

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড সমাপ্ত

সুন্দরকাণ্ড

১

হনুমানের সমুদ্র-লঙ্ঘন

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া যেখানে রাখিয়াছেন, হনুমান আকাশ-পথে তাহার অন্বেষণে যাইতে অভিলাষী হইলেন। অন্যের অসাধ্য এই দুষ্কর কর্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি গ্রীবা ও মস্তক উন্নত করিয়া মহাবৃষভের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তারপর তিনি নবতৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর দিয়া যথাসুখে (সানন্দ পাদচারণে) অগ্রসর হইলেন। মহাকায় সিংহের ন্যায় অনেক মৃগাদি নিহত, পক্ষিকুলকে বিত্রাসিত ও বক্ষের আঘাতে বৃক্ষাদি বিধ্বংসিত করিয়া চলিলেন। কপিবর হনুমান নীল লোহিত ও পাটলাদি বর্ণ বিমল ধাতুসমূহে সমলঙ্কৃত, দেবতুল্য যক্ষ কিন্নর ও গন্ধর্বগণের দ্বারা অধিষ্ঠিত, মহাগজ ও সর্পাদি-সমাকুল গিরিবর মহেন্দ্রের পাদদেশে থাকিয়া হ্রদস্থ হস্তীর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া সূর্য, ইন্দ্র, পবন ও ব্রহ্মা প্রভৃতিকে নমস্কার করিলেন। পরে সেই কর্মকুশল কপীশ্বর পূর্বমুখে করজোড়ে নিজের জনকের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং সমুদ্র লঙ্ঘনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পর্বকালের সমুদ্রের ন্যায় শরীর বর্ধিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অপরিমিত দেহ ধারণ করিয়া তিনি তাঁহার বাহু ও পদের দ্বারা মহেন্দ্র পর্বতকে দৃঢ়রূপে ধরিলে তাহা কম্পিত হইয়া উঠিল। তাহাতে তথাকার কুসুমিত বৃক্ষসকল হইতে পুষ্পরাজি

পতিত হইয়া পর্বতটিকে যেন পুষ্পময় করিয়া তুলিল। হনুমানের ক্রমাগত নিপীড়নে পর্বত হইতে মদমত্ত মাতঙ্গের মদস্রাবের ন্যায় জল নির্গত হইতে এবং স্বর্ণ রজত ও অঞ্জন বর্ণ স্রোত বহিতে লাগিল। পর্বত হইতে মনঃশিলাময়* বিশাল প্রস্তর সকল নিক্ষিপ্ত হইতে এবং উহা প্রজ্বলিত বহ্নির ধূমরাশির ন্যায় দেখাইতে লাগিল। গুহাস্থ প্রাণীদের বিকৃত চীৎকারে সকল দিক্ পূর্ণ হইল। স্বস্তিক-চিহ্নিত† বিশাল ফণাধারী সর্পেরা যেন ক্রোধভরে অগ্নি উদ্গিরণ করিয়া শিলা দংশন করিতে লাগিল। তখন বৃহৎ বৃহৎ শিলা সেই বিষধর সর্পগণের দংশনে যেন অগ্নিপ্রদীপ্ত বস্তুর ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল এবং সহস্র খণ্ডে বিচূর্ণ হইয়া গেল। পর্বতস্থিত বিষঘ্নষধিসকল সর্পদের সে বিষ নিবারণ করিতে পারিল না। ভূতেরা‡ পর্বত বিদীর্ণ করিতেছে মনে করিয়া তপস্বীরা ও সস্ত্রীক বিদ্যাধরেরা সেখান হইতে দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিলেন। রক্তানুলেপনে রঞ্জিত রক্তমাল্যধারী, মদিরাপানে আরক্তনয়ন বিদ্যাধরেরা তাঁহাদের পানভূমিস্থিত স্বর্ণময় আসন, ভোজনপাত্র, কমণ্ডলু, মহামূল্য পানপাত্র, মাংসাদি ভোজ্য-বস্তু ও নানারূপ লেহ্য পদার্থ, কনকমুষ্টিযুক্ত খড়্গ ইত্যাদি ফেলিয়া আকাশে উঠিলেন। দিব্যহার নূপুর বলয় ও কেয়ুরধারিণী বিদ্যাধরীরা সবিনয়ে মৃদু হাসিয়া তাঁহাদের বল্লভদের সহিত আকাশে অবস্থিতা হইলেন। এইরূপে মহর্ষিরা ও বিদ্যাধরেরা মহাবিদ্যাপ্রভাবে*† শূন্যে থাকিয়া মহেন্দ্র পর্বতের ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন।

---

* মনঃশিলা—মনছাল, সেঁকো গন্ধক-ঘটিত দ্রব্য বিশেষ।

† সর্পের ফণাস্থিত অর্ধচন্দ্রাকার নীল রেখা। (রা-তিঃ, রা-শিঃ)

‡ ব্রহ্মরাক্ষসাদি। (রা-তিলক)।

*† নিরবলম্বনে থাকিবার শক্তিরূপ মহাবিদ্যা (রা-শিরোমণি)।

এদিকে হনুমান তাঁহার দেহ কম্পিত ও সর্বাঙ্গের লোম স্পন্দিত করিয়া মহামেঘের ন্যায় মহাগর্জন করিতেছিলেন। তিনি লম্ফ-প্রদানে অভিলাষী হইয়া তাঁহার লোমশ কুণ্ডলিত লাঙ্গুল পৃষ্ঠদেশে আস্ফালন করিতে থাকিলে বোধ হইতে লাগিল যে, পক্ষিরাজ গরুড় যেন একটি মহাসর্পকে লইয়া গ্রাস করিতেছেন।

তারপর তিনি তাঁহার বিশাল ভুজদ্বয় দৃঢ়রূপে পর্বতে স্থাপিত করিলেন, পদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া কটিদেশে সর্বাঙ্গ আকুঞ্চিত করিয়া লইলেন এবং গ্রীবা ও বাহুযুগল খর্ব করিয়া তেজ ও বলবীর্য * বৃদ্ধি করিলেন। আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রাণবায়ু নিরোধ করিলেন। পরে পদদ্বয়ে ভর দিয়া দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হইয়া ও কর্ণদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া বানরগণকে বলিলেন,—আমি রামের নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় বায়ুবেগে রাবণপালিত লঙ্কায় যাইব। যদি সেখানে জানকীকে দেখিতে না পাই, তবে সেইরূপ বেগেই সুরলোকে যাইব। সেখানেও তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে, আমি রাক্ষসরাজ রাবণকে বাঁধিয়া লইয়া আসিব। হয় আমি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়া সীতার সহিত ফিরিয়া আসিব, না হয় রাবণসহ লঙ্কানগরী উপাড়িয়া আনিব। (১।৪২)।

এই বলিয়া বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান গরুড়ের ন্যায় অক্লেশে লম্ফ প্রদান করিলেন। চারিদিক্ হইতে পর্বতস্থ বৃক্ষসকল তাঁহার বেগে আকৃষ্ট হইয়া উত্থিত হইতে লাগিল। তিনি স্বকীয় বেগে সেই প্রমত্ত পক্ষিকুলে সেবিত পুষ্পিত বৃক্ষগুলি বহন করিয়া বিমল আকাশপথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। স্বজন ও বন্ধুরা যেমন

* তেজ (মূল)—পরাভিভব-সামর্থ্য। সত্ত্ব (মূল)—দৈহিক বল। বীর্য (মূল)—অন্তরের বল (রা-তিলক)

দূরদেশগামী ব্যক্তির এবং সৈন্যেরা যেমন রাজার অনুগমন করে, সেইরূপ হনুমানের উরুবেগে উৎপাটিত শালাদি বৃক্ষসকল মুহূর্ত-কাল হনুমানের অনুসরণ করিল। তখন তিনি বহু সুপুষ্পিতাগ্র বৃক্ষে পরিবেষ্টিত হইয়া অদ্ভুতদর্শন পর্বতের ন্যায় দেখাইলেন। পরে পর্বতেরা যেমন ইন্দ্রের ভয়ে সাগরে নিমগ্ন হয়, সেইরূপ সারবান বৃক্ষেরা সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। মেঘবর্ণ পর্বত খদ্যোতসমূহে সমাকীর্ণ হইলে যেমন শোভা পায়, হনুমানও প্রস্ফুটিত, মুকুলিত ও কোরকাকার কুসুমসকলে সমাকীর্ণ হইয়া সেইরূপ শোভা পাইলেন। তাঁহার বেগে বিমুক্ত বৃক্ষেরা পুষ্প মোচন করিয়া, বিদেশগামী ব্যক্তির স্বজনেরা যেমন কিছুদূর তাহার অনুসরণ করিয়া ফিরিয়া গৃহে প্রবেশ করে, সেইরূপ নিবৃত্ত হইয়া সমুদ্রজলে প্রবেশ করিল। সেই বৃক্ষগুলির বিচিত্র পুষ্পরাজি কপিবরের গমনজনিত বায়ুবেগে চালিত হইয়া লঘুত্বহেতু সাগরে পতিত হইল। তখন নানাবর্ণ সুগন্ধি কুসুমদামে ভূষিত হইয়া হনুমান বিদ্যুৎগণ-বিভূষিত মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন। আর নভোমণ্ডলে রমণীয় তারকারাজির উদয়ে যেরূপ দেখায়, পুষ্পরাশি-সমাকীর্ণ হইয়া সমুদ্রের জলও সেইরূপ দেখাইল। হনুমানের আকাশে প্রসারিত বাহুদ্বয় পর্বতশৃঙ্গ হইতে বিনির্গত পঞ্চমুখ সর্প-যুগলের ন্যায় দেখাইতে থাকিল। সেই মহাকপিকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেন তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরকে ও আকাশকে পান করিতে যাইতেছেন। তাঁহার পিঙ্গলবর্ণ ও বিদ্যুৎতুল্য প্রভাশালী নয়নযুগল পর্বতস্থ দাবানলের ন্যায় উদ্ভাসিত এবং জ্যোতির্মণ্ডলস্থিত চন্দ্রসূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত। তাঁহার তাম্রবর্ণ মুখ ও নাসিকা যেন সন্ধ্যাকালের সূর্যমণ্ডলের ন্যায় প্রভা বিস্তার

করিতে লাগিল, ঊর্ধ্বে উচ্ছ্রিত লাঙ্গুল যেন সমুত্থিত ইন্দ্রধ্বজের শোভা ধারণ করিল। শুক্লদন্ত হনুমান লাঙ্গুলচক্রে বেষ্টিত হইয়া জ্যোতিশ্চক্র-পরিবেষ্টিত সূর্যের ন্যায় শোভা পাইলেন। তাঁহার সুতাম্রবর্ণ (রক্তিম) কটিদেশ গৈরিক-ধাতুদ্বারা রঞ্জিত পর্বতের মধ্যদেশের ন্যায় শোভিত হইল। তাঁহার কুক্ষিগত বায়ু মেঘের মত গর্জন করিতে থাকিল। সপুচ্ছ উল্কা * যেমন উত্তর দিক হইতে নির্গত হইয়া গগনে পতিত হইতে দেখা যায়, সলাঙ্গুল হনুমানকে সেইরূপ দেখাইতে লাগিল। তাঁহার ঊর্ধ্বস্থিত (আকাশস্থ) শরীর ও সমুদ্রে পতিত ছায়ার জন্য তাঁহাকে বায়ুতাড়িত তরণীর † ন্যায় মনে হইতে লাগিল। তিনি সমুদ্রের যে যে স্থানের উপর দিয়া চলিলেন, সে-সকল স্থান উন্মত্তের ন্যায় তরঙ্গ-বিক্ষোভিত হইল। তিনি তাঁহার বক্ষের দ্বারা সাগরের পর্বতাকার উর্মিমালা প্রতিহত করিয়া মহাবেগে সাগর পার হইতে লাগিলেন। তাঁহার গতি-জনিত বায়ু ও মেঘমণ্ডলের বায়ু মিলিত হইয়া ঘোরনাদী সমুদ্রকে অত্যন্ত আলোড়িত করিয়া তুলিল। তিনি বিশাল তরঙ্গসকল আকর্ষণ পূর্বক যেন স্বর্গ ও মর্ত্যকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে থাকিলেন। তিনি যেন মেরু ও মন্দর পর্বতের ন্যায় উচ্চ মহাসাগরের তরঙ্গসকল গণনা করিতে করিতে তাহা অতিক্রম করিয়া চলিলেন। তাঁহার গতিবেগে ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত জল মেঘপথ পর্যন্ত উঠিয়া শরৎকালের মেঘের ন্যায় বিরাজিত হইল। মনুষ্যের দেহ হইতে বস্ত্র খুলিয়া লইলে তাহার সর্বাঙ্গ যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ সাগরবারি ঊর্ধ্বে আকৃষ্ট হওয়ায় তিমি, নক্র (কুম্ভীর),

* মূলে 'উল্কা' আছে কিন্তু বর্ণনা ধূমকেতুর।

† পালতোলা নৌকার সহিত তুলনা।

মৎস্য ও কচ্ছপাদি সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল। সাগরস্থ ভুজঙ্গেরা সেই কপিশার্দূলকে আকাশ অতিক্রম করিতে দেখিয়া, গরুড় উড়িয়া যাইতেছেন মনে করিল (মনে করিয়া মহাভীত হইল)। গমনকালে তাঁহার ছায়া ত্রিশযোজন দীর্ঘ ও দশযোজন বিস্তৃত হইয়া দেখিতে অতিশয় সুন্দর হইল এবং সমুদ্রের জলে তাহা শ্বেতাভ্রবর্ণ মেঘরাজির মত শোভা পাইল। সেই মহাকায় মহাকপি নিরালম্ব বায়ুপথে পক্ষবান্ পর্বতের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। তিনি বায়ুর ন্যায়, পাণ্ডুর রক্ত ও নীল ইত্যাদি বর্ণের মেঘসকল সজোরে আকর্ষণ করিয়া পক্ষিগণের গতিপথে পক্ষিরাজ গরুড়ের মত চলিলেন। এইরূপে তিনি বারবার মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট এবং মেঘ হইতে বহির্গত হইয়া যেন (শারদীয়) মেঘের অন্তরালে ও বহির্ভাগে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশমান চন্দ্রের ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন।

এইরূপে হনুমানকে দ্রুত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া দেব, গন্ধর্ব ও দানবেরা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সূর্য তাঁহাকে তাপিত করিলেন না এবং বায়ুও রামের কার্যসিদ্ধির জন্য ধীরে ধীরে বহিয়া তাঁহার (হনুমানের) শ্রমাপনয়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাগর ইক্ষ্বাকুকুলের সম্মান রক্ষা কবিতে অভিলাষী হইয়া ভাবিলেন, "যদি আমি হনুমানের সহায়তা না করি, তবে সকলের নিকটে নিন্দনীয় হইব। ইক্ষ্বাকুবংশীয় সগরপুত্রগণ আমাকে বিবর্ধিত করিয়াছিলেন এবং এই হনুমান ইক্ষ্বাকুবংশধর রামের সাহায্যকারী, সুতরাং ইঁহাকে ক্লান্ত করা আমার পক্ষে উচিত হইবে না—বরং যাহাতে ইনি কোথাও বিশ্রাম করিয়া অবশিষ্ট পথ সুখে অতিক্রম করিতে পারেন, তাহাই আমার করা কর্তব্য।"—এই প্রকার সাধু সঙ্কল্প করিয়া সমুদ্র তাঁহার জলে মগ্ন স্বর্ণশৃঙ্গ মৈনাক পর্বতকে বলিলেন,

"গিরিবর, তুমি ইচ্ছা করিলে উপরের নীচের ও পাশের দিকে বর্ধিত হইতে পার—অতএব আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি উপরের দিকে এরূপভাবে বর্ধিত হও যাহাতে রামকার্যার্থী ভীমকর্মা হনুমান তোমার উপরে বিশ্রাম করিতে পারেন।"

তখন দীপ্তরশ্মি সূর্য যেমন মেঘমালা ভেদ করিয়া প্রকাশিত হন, সেইরূপ মুহূর্তমধ্যে মৈনাক জলরাশি ভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন। তাঁহার স্বর্ণময় শৃঙ্গগুলির প্রভায় শস্ত্রবর্ণ (অসিবর্ণ)* আকাশ কাঞ্চনবর্ণ ধারণ করিল। হনুমান হঠাৎ লবণার্ণব মধ্যে সেই পর্বতকে সম্মুখে উত্থিত হইতে দেখিয়া, তাঁহাকে বিঘ্নস্বরূপ বিবেচনা করিয়া বক্ষের আঘাতে পাতিত করিলেন। তখন মৈনাক হনুমানের বেগ বুঝিতে পারিয়া সানন্দে গর্জন করিলেন এবং মনুষ্যরূপ ধারণ ও আপনার শিখরে অবস্থান করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে বলিলেন, বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি দুষ্কর কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ; এখন আমার শিখরে সুখে বিশ্রাম করিয়া আবার যাইও। রঘুবংশীয় সগরপুত্র দ্বারা সমুদ্র পরিবর্ধিত হইয়াছেন, আর তুমিও রঘুকুলজাত রামের হিতসাধনে নিযুক্ত—সেজন্য সাগর তোমার প্রত্যর্চনা করিতেছেন। উপকার করিলে প্রত্যুপকার করিতে হয়, ইহাই সনাতন রীতি। সাগর তোমার সৎকার করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। কপিবর, আমারও তোমার সহিত সম্বন্ধ আছে। তোমার কথা কি, সামান্য অতিথিরও সৎকার করা ধর্মজ্ঞের কর্তব্য। তুমি মহাত্মা পবনের পুত্র; তোমার সৎকার করিলে তাঁহারও সৎকার করা হইবে। তুমি আমার পূজনীয় কেন, তাহা শোন। সত্যযুগে পর্বতদিগেরও পক্ষ

* শস্ত্রসঙ্কাশম্ (মূল)—খড়্গাদি শস্ত্রের বর্ণ (রা-তিলক, রা-শিরোমণি) অর্থাৎ steel like (ইস্পাতের বর্ণ)।

ছিল। তাহারা গরুড়ের মত বেগে সর্বত্র যাইত। তাহাতে দেবগণ, ঋষিগণ ও অন্যান্য সকলে তাঁহাদের উপর পর্বতসমূহের পতনের আশঙ্কায় ভীত হন। তখন ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা পর্বতগণের পক্ষ ছেদন করিতে থাকেন। তিনি বজ্র লইয়া আমার নিকটে আসিলে, তোমার পিতা হঠাৎ আমাকে তুলিয়া এই লবণ-সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। তাহাতে আমিও রক্ষা পাই, আমার পক্ষও রক্ষা পায়। মারুতি, তোমার সহিত আমার এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এখন তুমি আমার মান্য এবং আমি তোমার সম্মান করিতেছি। মহামতি, এখন সমুদ্র ও আমি প্রত্যুপকারের সুযোগ পাইয়াছি, তুমি প্রীতমনে আমাদের এই প্রত্যুপকার গ্রহণ কর। আর বায়ু সম্পর্কে আমিও তোমার মান্য। তোমাকে দেখিয়া আমি প্রীতিলাভ করিয়াছি। তুমি আমার সৎকার ও প্রীতি গ্রহণ করিয়া আমাকে আপ্যায়িত কর।

তখন হনুমান মৈনাককে বলিলেন,—গিরিবর, আমি তোমার কথায় তুষ্ট হইলাম; তাহাতেই আমার আতিথ্য করা হইয়াছে। তুমি দুঃখিত হইও না, কার্যের গুরুত্ব ও সময়ের অল্পতার জন্য আমাকে তাড়াতাড়ি করিতে হইতেছে। দিন প্রায় শেষ হইয়া আসিল—বিশেষতঃ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে এই সমুদ্রের মধ্যে কোথাও বিশ্রাম করিব না। ইহা বলিয়া মৃদু হাসিয়া ও হস্তদ্বারা মৈনাককে স্পর্শ করিয়া হনুমান আকাশের আরও অনেক উপর দিয়া চলিলেন।

মৈনাকের কার্যে প্রীত হইয়া আকাশ হইতে ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন,—শৈলবর, তোমার ব্যবহারে খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাকে অভয় দিতেছি, তোমার যেখানে খুশী থাক। ইন্দ্রের নিকট হইতে এই বর পাইয়া মৈনাক সাগরের জলে নিমগ্ন হইলেন।

তখন দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিরা নাগমাতা সুরসাকে বলিলেন,—হনুমান সাগর লঙ্ঘন করিতেছেন, আমরা তাঁহার বল-বিক্রম জানিতে চাই। তুমি অতি ভয়ংকর পর্বতপ্রমাণ রাক্ষসমূর্তি ধরিয়া ক্ষণকালের জন্য হনুমানের গমনে বাধা দাও। সুরসা সেইরূপে হনুমানের পথরোধ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—কপিশ্রেষ্ঠ, দেবতারা তোমাকে আমার ভক্ষ্যরূপে নির্দেশ করিয়াছেন; আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব, তুমি আমার মুখে প্রবেশ কর। এই কথা বলিয়া সুরসা তাড়াতাড়ি তাঁহার বিপুল মুখ ব্যাদান করিয়া থাকিলেন। হনুমান উত্তর করিলেন,—আমি রামের আদেশে তাঁহার দূত হইয়া সীতার নিকটে চলিয়াছি। তুমিও রামের অধিকারে বাস কর—সুতরাং তোমারও তাঁহার সহায়তা করা উচিত। আমি তোমার নিকট প্রতিশ্রুত হইতেছি যে, মৈথিলী ও রামের সহিত দেখা করিয়া এখানে ফিরিয়া সত্য-সত্যই তোমার মুখে প্রবেশ করিব।

সুরসা বলিলেন,—ব্রহ্মার বরে কেহ আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। সুতরাং এখন আমার মুখে প্রবেশ কর, পরে যেখানে হয় যাইও। হনুমান ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—যাহাতে আমি তোমার মুখে প্রবেশ করিতে পারি, তুমি সেইভাবে মুখ ব্যাদান কর। দশযোজন আয়তন সুরসাকে এই কথা বলিয়া হনুমান দশযোজন হইলে, সুরসা তাঁহার মুখ বিশযোজন বিস্তৃত করিলেন। ক্রমে হনুমান ত্রিশ, পঞ্চাশ, সত্তর ও নব্বইযোজন হইলে সুরসাও যথাক্রমে তাঁহার মুখ চল্লিশ, ষাট, আশি ও একশত যোজন বিস্তৃত করিলেন। তখন হনুমান মুহূর্তমধ্যে নিজের দেহ সংকুচিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হইলেন এবং সুরসার মুখে ঢুকিয়াই সেখান হইতে বাহির হইয়া ও অন্তরীক্ষে থাকিয়া বলিলেন,—দাক্ষায়ণি, তোমাকে

নমস্কার। আমি তোমার মুখে ঢুকিয়াছিলাম, তোমার বর সত্য হইয়াছে। এখন আমি বৈদেহীর নিকটে চলিলাম। সুরসা হনুমানকে রাহুমুখ-বিমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার (সুরসার) মুখ হইতে বিমুক্ত হইতে দেখিয়া, নিজরূপ ধরিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—সৌম্য, তুমি তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যথেচ্ছ গমন কর এবং বৈদেহীকে মহাত্মা রামের সহিত মিলিত কর। হনুমান মহাবেগে আকাশপথে চলিলেন। তাঁহাকে সপক্ষ মহাপর্বতের ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

এদিকে সিংহিকানাম্নী এক কামরূপিণী বিশালকায়া রাক্ষসী হনুমানকে দেখিয়া মনে করিল,—বহুকাল পরে আজ আমার আহার মিলিবে—এক মহাকায় প্রাণী আমার আয়ত্তে আসিয়াছে।—এই ভাবিয়া সিংহিকা হনুমানের ছায়া গ্রহণ (অনুসরণ) করিল। তাহাতে হনুমান ভাবিলেন,—সাগরে প্রতিকূল বায়ুবেগে সুবৃহৎ জলযানের যেমন গতির লাঘব হয়, সেইরূপ আমি যেন সহসা কাহারও দ্বারা গৃহীত (অনুসৃত) হইয়া হীনতেজা হইলাম। তখন তিনি চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। দেখিলেন, সমুদ্র হইতে এক বিকৃতাননা মহাপ্রাণী উঠিতেছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন, বানররাজ সুগ্রীব যে অদ্ভুতদর্শন ছায়াগ্রাহী (ছায়ানুসারী) মহাবীর্য জীবের কথা বলিয়াছিলেন, এ নিশ্চয়ই সেই। তখন তিনি বর্ষার মেঘের ন্যায় বিবর্ধিত হইলেন। সিংহিকাও আকাশ-পাতাল জোড়া মুখ-প্রসারণ ও এককালে বহু মেঘের ন্যায় গর্জন করিয়া হনুমানের দিকে ছুটিল। হনুমান মুহূর্তমধ্যে নিজদেহ অতিশয় সংকুচিত করিয়া সিংহিকার মুখে প্রবেশ করিলেন এবং তীক্ষ্ণ নখের দ্বারা তাহার মর্মস্থান ছিন্নভিন্ন করিয়া সবেগে বাহিরে আসিয়া আবার নিজের কলেবর বৃদ্ধি করিলেন। সিংহিকা প্রাণ হারাইয়া সমুদ্রে পড়িল।

তখন আকাশচারী সকল প্রাণী* হনুমানকে বলিলেন,—কপিবর, আজ এই ভয়ংকর রাক্ষসীকে বধ করিয়া তুমি একটি মহৎ কাজ করিলে। এখন তুমি নির্বিঘ্নে তোমার অভীষ্ট সাধন কর। যাহার তোমার মত বুদ্ধি, ধৈর্য, সূক্ষ্মদর্শিতা ও কর্মপটুতা আছে, সে কোন কাজে অক্ষম হয় না।

হনুমান আবার মহাবেগে আকাশপথে চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শতযোজনান্তে পরপারের নিকটে আসিয়া তিনি বিবিধ তরুরাজি-বিভূষিত লংকা দ্বীপ, মলয়পর্বতের উপবন, সাগরের উপকূলস্থ জলাভূমি, সেখানকার বৃক্ষাদি এবং সাগর ও লংকাদ্বীপ-গত নদীসকলের সংগমস্থান দেখিতে পাইলেন। তখন, রাক্ষসেরা তাঁহার বর্ধিতকায় ও প্রচণ্ড বেগ দেখিলে কৌতূহলী হইবে বিবেচনায় হনুমান, বামনদেব যেমন ত্রিপাদক্ষেপে ত্রিলোক পরিভ্রমণে বলির বীর্য হরণ করিয়া আবার তাঁহার স্বাভাবিক দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শরীর অতিশয় সংকুচিত করিয়া আপনার প্রকৃত আকার ধরিলেন। পরে তিনি কেতক, উদ্দালক† ও নারিকেলাদিবৃক্ষে শোভিত লম্ব পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরে অবতরণ করিলেন। সেখান হইতে তিনি অমরাবতী তুল্য লংকানগরী দেখিতে পাইলেন। (১ম সর্গ)

* সিদ্ধ-চারণ—গন্ধর্বাদি।

† কেতক—কেয়াফুলের গাছ।
উদ্দালক—শ্লেষ্মাতক (তিঃ গোঃ), চাল্‌তাগাছ

২

হনুমানের লঙ্কা প্রবেশ

লঙ্কানগরী চিত্রকূট পর্বতের উপরে অবস্থিত। হনুমান লঙ্কার দিকে চলিলেন। তিনি লম্ব পর্বতের প্রত্যন্ত পর্বতশ্রেণী, বহু শ্যামল শাদ্বল (তৃণাচ্ছন্ন ক্ষেত্র) এবং মধুবহুল ও পুষ্পিত সুশোভিত বনরাজি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলেন। সেখানে দেবদারু, কর্ণিকার, খর্জুর, পিয়াল, কূটজ, কেতক, প্রিয়ঙ্গু, কদম্ব, সপ্তপর্ণ প্রভৃতি বৃক্ষ রহিয়াছে। তাহাদের অনেকে মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত পুষ্পভারে অবনত। তাহাদের অগ্রভাগগুলি বায়ুতে মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইতেছে। বহু পক্ষী তাহাতে বাস করিতেছে। মাঝে মাঝে শ্বেত ও রক্তপদ্মে সমাকীর্ণ ও হংস-সারসাদি-সমাকুল সরোবর। স্থানে স্থানে রমণীয় ক্রীড়া পর্বত, ফলফুল ভূষিত বৃক্ষরাজি পরিবৃত নানারূপ জলাশয় ও শোভন উদ্যান। এই সকল দেখিতে দেখিতে হনুমান লঙ্কায় উপনীত হইলেন। দেখিলেন, শ্বেত ও রক্তপদ্মে শোভিত, পরিখায় ভূষিত, কনকপ্রাচীর পরিবেষ্টিত, অত্যুচ্চ ও শরৎকালীন মেঘবর্ণ গৃহসকলে এবং শত শত অট্টালিকায় সমাকীর্ণ, পাণ্ডুরবর্ণ উন্নত রাজপথসমূহে অলংকৃত, ধ্বজ পতাকা শোভিত লঙ্কাপুরীর চারিদিকে ভীষণ ধনুর্ধারী রাক্ষসেরা বিচরণ করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। পর্বতের উপরে অবস্থিত বলিয়া বিশ্বকর্মা নির্মিত সেই সুরম্য লঙ্কানগরীকে দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন উহা আকাশে ভাসিতেছে। হনুমান সেই বিশাল পুরীর গগনস্পর্শী উত্তর দ্বারে আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—বানরেরা এখানে আসিলে তাহা নিরর্থক হইবে, কারণ দেবতারাও যুদ্ধ করিয়া ইহা জয় করিতে পারেন নাই। আর রামই বা রাবণের দ্বারা

সুরক্ষিত এই দুর্গম লঙ্কাপুরীতে আসিয়া কি করিবেন ? রাক্ষসদিগের সহিত সন্ধির কথা তো উঠিতেই পারে না—দান, ভেদ ও যুদ্ধের দ্বারাও কোনও সুফল হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বানরগণের মধ্যে বানররাজ সুগ্রীব, বালিপুত্র অঙ্গদ, নীল ও আমি, কেবল এই চারিজনেরই এখানে আসিবার সামর্থ্য আছে। যাহা হউক, এখন জানকী জীবিত আছেন কিনা আগে তাহাই জানি। তাঁহার সহিত দেখা হইলে, পরে অন্য বিষয়ে চিন্তা করা যাইবে। হনুমান আরও ভাবিলেন যে, এখন তাঁহার লঙ্কায় প্রবেশ করা উচিত হইবে না, কারণ তাহা হইলে রাক্ষসেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। সুতরাং তিনি রাত্রিকালে অদৃশ্যভাবে লঙ্কায় প্রবেশ করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া রাত্রির প্রতীক্ষায় পর্বতোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তারপর সন্ধ্যাবেলা হনুমান বিড়ালের ন্যায় ক্ষুদ্রকায় হইয়া, লম্ফপ্রদানে লংকার প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সেখানে প্রবেশ করিলেন* এবং নিয়ত সাগর বায়ু সেবিত ও তুমুল কোলাহলে পূর্ণ সেই নগরীর ঐশ্বর্য দর্শনে বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, উহার দ্বারগুলি স্বর্ণনির্মিত, চত্বরগুলি মণিময়, সোপানাবলী বৈদূর্যখচিত ও ধূলিশূন্য। সেখানে শোভন সভাগৃহসকল উচ্চশিরে বিরাজ করিতেছে। ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরের রব হইতেছে এবং রাজহংসেরা বিচরণ করিতেছে। কোন স্থানে তূর্যধ্বনি, কোথাও বা ভূষণের রব হইতেছে। রাক্ষসসৈন্য অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া সর্বদা সেই নগরী রক্ষা করিতেছে। স্থানে স্থানে গোষ্ঠ ও যন্ত্রাগার। সকল স্থান দীপালোক ও চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল।

হনুমান পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতেই সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিকৃতবদনা ও ভীষণদর্শনা রাক্ষসীর রূপ ধরিয়া হনুমানের সম্মুখে

---

* হনুমান কোন দ্বার দিয়া প্রবেশ করেন নাই।

আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মহানাদে তাঁহাকে বলিলেন,—বানর, তুই কে? এখানে আসিয়াছিস্ কেন? বাঁচিতে চাহিলে সত্য কথা বল্।

হনুমান বলিলেন,—হে উগ্রস্বভাব বিরূপনয়না, তোমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর আমি পরে দিব; আগে বল, কে তুমি এই পুরদ্বারে অবস্থান করিতেছ এবং আমাকে ভৎর্সনাই বা করিতেছ কেন?

কামরূপিণী লঙ্কা ক্রুদ্ধা হইয়া উত্তর করিলেন,—বানর, আমি লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী, রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে এই নগরী রক্ষা করিয়া থাকি—কেহই আমাকে উপেক্ষা করিয়া এখানে ঢুকিতে পারে না। আজ তুই আমার হাতে নিহত হইবি।

হনুমান অবিচলিতভাবে বলিলেন,—এই অট্টালিকা, প্রাকার ও তোরণ-সমন্বিতা লঙ্কানগরী দেখিতে আমার বড় কৌতূহল হইয়াছে! আমি ইহার প্রধান প্রধান গৃহ, বন, উপবন ও উদ্যানগুলি দেখিতে এখানে আসিয়াছি।

ইহা শুনিয়া লঙ্কা পুনরায় আরও কর্কশ-কণ্ঠে হনুমানকে বলিলেন,—দুর্বুদ্ধি বানরাধম, তুই আমাকে পরাজিত না করিয়া রাবণের এই পুরী দেখিতে পাইবি না। তখন হনুমান বলিলেন,—ভদ্রে, আমি এই নগরী দেখিয়াই যেখান হইতে আসিয়াছি সেখানে ফিরিয়া যাইব।

ইহাতে লঙ্কা ভয়ানক চীৎকার করিয়া হনুমানকে সজোরে চপেটাঘাত করিলেন। তখন হনুমান, ক্রোধে অধীর হইলেও, লঙ্কা স্ত্রীলোক বলিয়া কৃপা করিয়া তাঁহার উপর অধিক কোপ প্রকাশ করিলেন না—কেবল বামমুষ্টির সামান্য আঘাতে তাঁহাকে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন।

তখন লঙ্কা বিনীতভাবে বলিলেন,—বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও—আমাকে রক্ষা কর। মহাবল, তুমি আমাকে জয় করিয়াছ। পূর্বে ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন, যখন তুমি কোন বানরের বিক্রমে তাহার বশীভূত হইবে, তখন জানিবে যে, রাক্ষস-দিগের ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সৌম্য, ব্রহ্মার কথার কখন অন্যথা হয় না, আজ তোমাকে দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিতেছি, তাঁহার নির্দিষ্ট সেই দিন আসিয়াছে। সীতার জন্য রাক্ষসদের বিনাশের দিন সমুপস্থিত হইয়াছে। কপিবর, তুমি এই অভিশপ্তা পুরীতে প্রবেশ করিয়া স্বচ্ছন্দে সর্বত্র যাইয়া সতী জানকীর অন্বেষণ কর।

তখন হনুমান নগরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উহার রাজপথ প্রশস্ত ও বিকশিত পুষ্পে বিভূষিত। তিনি তাহা ধরিয়া চলিলেন। দেখিলেন, লঙ্কা রাক্ষসগণের উৎকৃষ্ট, উন্নত ও সুদৃশ্য গৃহসমূহে যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেগুলি তাহাদের সম্মুখে স্থাপিত তূর্যের নিনাদে ও সুমধুর হাস্য কোলাহলে মুখর। গৃহগুলি পদ্ম ও স্বস্তিকাদির আকারে নির্মিত, শ্বেতবর্ণ, বিচিত্র মাল্যভূষিত ও সর্বপ্রকারে সুসজ্জিত। তাহাতে বজ্র ও অঙ্কুশ চিত্রিত রহিয়াছে এবং তাহার গবাক্ষগুলি হীরকে মণ্ডিত। হনুমান গৃহগুলি দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কোথাও অপ্সরাতুল্য রমনীরা কামাতুর হইয়া সুমধুর গান গাহিতেছে, কোথাও নূপুর ও কাঞ্চীরব হইতেছে, কোথাও করতালির শব্দ এবং কোথাও বা সিংহনাদ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। কোন গৃহে বেদমন্ত্র জপ করা হইতেছে, কোথাও বা বেদ পঠিত হইতেছে। স্থানে স্থানে রাক্ষসেরা রাবণের স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। কোথাও বা বহুসংখ্যক রাক্ষস

রাস্তায় জটলা করিতেছে। হনুমান নগরের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, সেখানে ঘাঁটিতে বহু গুপ্তচর রহিয়াছে। তাহাদের কেহ দীক্ষিত গৃহী, কেহ জটাজুটধারী বানপ্রস্থী, কেহ বা মুণ্ডিতমস্তক যতি। কেহ গো-চর্ম-পরিহিত, কেহ বস্ত্রধারী, কেহ বা উলঙ্গ। বিচিত্র সমুজ্জ্বল বর্মাবৃত হইয়া নানা আকৃতির সুরূপ ও কুরূপ মহাতেজস্বী রাক্ষসেরা অস্ত্রশস্ত্র হস্তে বিচরণ করিতেছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে হনুমান নগরের একটি দ্বারের নিকটে দেখিলেন, সে স্থান অশ্বগণের হ্রেষারবে মুখরিত এবং সুসজ্জিত চতুর্দংষ্ট্র শ্বেত হস্তী রথ শিবিকাদি ও বিমানে সমাকীর্ণ। নানারূপ পশুপক্ষী সেখানে কলরব করিতেছে। মহাবীর্যশালী রাক্ষস সে-স্থান রক্ষা করিতেছে। পুরীমধ্য হইতে অগুরুচন্দনের সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছে।

তখন চন্দ্র উজ্জ্বল কিরণ বিকিরণ করিতেছিলেন। তাহাতে সকলের দুঃখতাপ দূর হইয়াছে এবং মহাসাগর উচ্ছলিত ও জীবলোক শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। ভূতলে মন্দরের, প্রদোষে (সন্ধ্যাকালে) সাগরের, এবং দিবসে জলমধ্যে পদ্মের যেরূপ সৌন্দর্য বিকশিত হয়, তখন প্রিয়দর্শন চন্দ্রও সেইরূপ শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। হংস যেমন রৌপ্য পিঞ্জরে, সিংহ যেমন মন্দর পর্বতের গুহায় এবং বীর যেমন গর্বিত হস্তিপৃষ্ঠে শোভা পায়, আকাশে চন্দ্রও সেইরূপ শোভা পাইতে থাকিলেন। সুস্পষ্ট কলঙ্কযুক্ত চন্দ্র ককুদবিশিষ্ট তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষের, উন্নতশিখর শ্বেতবর্ণ মহাপর্বতের এবং স্বর্ণবলয়বদ্ধ দন্তশালী হস্তীর ন্যায় শোভিত হইলেন। সূর্যের কিরণ-সঞ্চারে চন্দ্রের তম (অন্ধকার) দূর হওয়ায় তিনি তেজবৃদ্ধি হেতু তাঁহার মৃগচিহ্ন বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়া শিলাতলস্থিত পশুরাজ,

রণক্ষেত্র-মধ্যবর্তী গজেন্দ্র ও স্বরাজ্যস্থিত নরেন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। এইরূপ সুন্দর ও মহাসুখকর প্রদোষকালে * ইতস্ততঃ শ্রুতিসুখকর বীণারব শোনা যাইতে লাগিল। রমণীরা প্রণয়কলহ ত্যাগ করিয়া তাহাদের স্বামীদের সহিত সম্মিলিত হইল। রাক্ষসদের মাংসাদি আহারের ও বিহারের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইল।

চলিতে চলিতে হনুমান দেখিলেন, রাক্ষসদিগের গৃহসকল রথ অশ্ব ও স্বর্ণাসনাদিতে সমাকীর্ণ। কোথাও প্রমত্ত রাক্ষসেরা কোলাহল করিতেছে, কোথাও পরস্পর বাদানুবাদ বা গালাগালি করিতেছে, কোথাও বা কেহ হাত ছুঁড়িয়া অত্যন্ত অসংলগ্ন কথা বলিতেছে বা বুক ফুলাইয়া বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। কেহ প্রেয়সীর গাত্র স্পর্শ করিয়া আদর করিতেছে, কেহ বা বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইতেছে, কেহ বা ধনু আকর্ষণ করিতেছে। হনুমান দেখিলেন, সেখানে অনেক বিচক্ষণ মধুরভাষী ও আস্তিক রাক্ষসও আছেন। তাঁহাদের নামগুলিও বেশ সুন্দর এবং তাঁহারা জগতের প্রধান। তাঁহারা রূপবান, গুণবান এবং গুণানুরূপ কার্যাদিও করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিরূপ হইয়াও সুরূপের মত শোভা পাইতেছিলেন। দিব্য বসনভূষণে বিভূষিতা বহু রূপবতীকেও তিনি নানা অবস্থায় সেখানে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে তিনি সীতাকে দেখিলেন না। তাহাতে তিনি কিছুকাল দুঃখে অভিভূত হইয়া থাকিলেন।

---

* স্বর্গপ্রকাশো ভগবান্ প্রদোষঃ (মূল)। স্বর্গস্য সুখস্য প্রকাশঃ যতঃ (রা-তিলক)। স্বর্গতুল্য তদ্বৎ আনন্দবহঃ (গোবিন্দরাজ)। ভগবান্—শ্রীমান্ (গোবিন্দরাজ, অমরকোষ)।

৩

রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহ

তারপর বহু সপ্ততল ভবনে দ্রুত বিচরণ করিয়া হনুমান যথেচ্ছ যাইতে যাইতে রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহের নিকটে আসিলেন। তাহা সূর্যের ন্যায় রক্তিমবর্ণ সমুজ্জ্বল প্রাকারে পরিবেষ্টিত ; সিংহ যেমন মহারণ্যকে রক্ষা করে, ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণের দ্বারা সেইরূপ রক্ষিত। তাহার বিচিত্র তোরণগুলি রৌপ্যে চিত্রিত ও স্বর্ণে খচিত, কক্ষগুলি অতি সুন্দর, দ্বারগুলি সুবিন্যস্ত। স্থানে স্থানে গজপৃষ্ঠে গজপালকেরা (মাহুতেরা) এবং অপ্রতিহতগতি উৎকৃষ্ট* অশ্বে ক্লান্তিবিহীন বীরেরা যাইতেছে। সতত বিচিত্র, সিংহব্যাঘ্রাদির চর্মাবৃত এবং হস্তিদন্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত মূর্তি-সকলে শোভিত রথসকল সশব্দে চলিয়াছে। চারিদিকে মহারথী-দিগের অতি সুন্দর সুন্দর বাসস্থান। তাহা মণিরত্নে সমাকীর্ণ, বহুমূল্য আসনাদিতে ভূষিত, সহস্র সহস্র পশুপক্ষীতে পূর্ণ, এবং বিনীত অন্তপালগণের † দ্বারা সুরক্ষিত। কোথাও বহু বরাঙ্গনা রমণী আমোদ-প্রমোদ করিতেছে। তাহাদের উৎকৃষ্ট ভূষণাদির শিঞ্জনে সর্বত্র নিনাদিত হইতেছে। কোথাও রাজব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি ‡ সঞ্চিত রহিয়াছে। কোথাও উৎকৃষ্ট চন্দনের সৌরভ। সিংহেরা যেমন মহারণ্যে বাস করে, সেইরূপ প্রধান প্রধান রাক্ষসেরা সেখানে বাস করিতেছেন। কোথাও শঙ্খনিনাদ, কোথাও

---

* স্যন্দনযায়িভিঃ (মূল)—স্যন্দনবাহকৈঃ প্রশস্তাশ্বৈরিত্যর্থঃ।

† বহিঃস্থিত রক্ষকগণের (রা-শিরোমণি)।

‡ ছত্রচামরাদি—ছত্র। (রা-তিলক)

ভেরীরব, কোথাও বা মৃদঙ্গধ্বনি, কোথাও রাক্ষসেরা যজ্ঞার্থ সোমরস প্রস্তুত করিতেছে।* কোথাও তাহারা নিজ নিজ ইষ্টদেবতার পূজায় নিরত। এই সকল দেখিয়া হনুমান সেই স্থানকে লঙ্কানগরীর অলঙ্কার স্বরূপ মনে করিলেন।

এইরূপে গৃহের পর গৃহ ও উদ্যানাদি নির্ভয়ে অতিক্রম করিয়া হনুমান ক্রমশ প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহ্ব, বিদ্যুন্মালী, বজ্রদংষ্ট্র, শুক, সারণ, ইন্দ্রজিৎ, জম্বুমালী, সুমালী, ধূম্রাক্ষ প্রভৃতির গৃহে বিচরণ ও তাঁহাদের ধনৈশ্বর্য দর্শন করিলেন। শেষে তিনি রাবণের ভবনের সন্নিকটে আসিলেন। দেখিলেন, সে বিরাট ভবন এক যোজন দীর্ঘ ও অর্ধ যোজন বিস্তৃত, বহু বিকৃতনয়না রাক্ষসী ও মহাকায় রাক্ষস শূল, মুদ্গর, শক্তি ও তোমরহস্তে সে ভবন রক্ষা করিতেছে। সে গৃহের কোথাও শ্বেত রক্ত ও গৌরবর্ণ মহাবেগশালী অশ্বগণ রহিয়াছে; কোথাও বা সুদৃশ্য সুশিক্ষিত এবং যুদ্ধে ঐরাবত তুল্য পরাক্রমী হস্তীরা বারিবর্ষী মেঘ ও ধাতুস্রাবী পর্বতের মত মদধারা ক্ষরণ করিতেছে। কোথাও কনকজালে বিভূষিত নানা আকারের বহু শিবিকা, বিচিত্র লতাগৃহ (কুঞ্জ), চিত্রশালা, ক্রীড়াগৃহ, কাষ্ঠনির্মিত ক্রীড়াপর্বত, রতিগৃহ, দিবাবিহারের গৃহ ইত্যাদি বিরাজ করিতেছে। স্থানে স্থানে ময়ূরের বাসযষ্টি ও ধ্বজদণ্ড উত্তোলিত রহিয়াছে। কোথাও অসংখ্য মণিরত্ন সঞ্চিত আছে। নির্ভীক ও ধীরস্বভাব রক্ষকেরা সেই রত্নাদি রক্ষা করিতেছে। ঐ ভবনের পালঙ্ক ও আসনগুলি স্বর্ণনির্মিত এবং ভোজনপাত্রগুলি শুভ্রবর্ণ। উহা মণিখচিত পানপাত্রসমূহে সমাকীর্ণ, মদ্য ও আসবে সিক্ত এবং রমণীগণের কাঞ্চীরব নূপুরধ্বনি মৃদঙ্গ-

* ঠিক বৈদিক যুগের আর্যদের ন্যায় প্রথা।

নিনাদে মুখরিত। প্রশস্তকক্ষ প্রাসাদমালা শত শত স্ত্রীরত্নে শোভিত। সেই প্রাসাদগুলির মধ্যে একটি প্রাসাদ সর্বোৎকৃষ্ট। তাহা বিশাল-মেঘাকার, মনোহর, চারুকাঞ্চনবর্ণ, রাক্ষসাধিপের বলবীর্যের মত অতুলনীয়। দেখিলে বোধ হয়, যেন স্বর্গ ভূতলে নামিয়া আসিয়াছে। উহা বহু রত্নাদির প্রভায় প্রদীপ্ত এবং পর্বতশিখরের ন্যায় নানা-জাতীয় বৃক্ষের পুষ্প ও পরাগে আকীর্ণ। সেখানে রাবণের রাক্ষসী পত্নীরা ও বলপূর্বক আনীতা রূপবতী কন্যারা বাস করেন। সেই বরাঙ্গনাদের অবস্থানে সে গৃহ যেন বিদ্যুৎশোভিত মেঘের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে অথবা দিব্য হংসেরা যেন আকাশে সুগঠিত শোভন বিমান বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। হনুমান সেখানে রাবণের পুষ্পক রথও দেখিতে পাইলেন। বহুরত্নাদিখচিত সেই রথ যেন নানাধাতুচিত্রিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায়, গ্রহচন্দ্রখচিত আকাশের ন্যায় ও বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত সুদৃশ্য মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। তাহাতে বহুজনের বসিবার যোগ্য স্থানের ব্যবস্থা আছে। সে স্থান স্বর্ণাদির তৈয়ারী কৃত্রিম পর্বত সকলে সমাকীর্ণ, পর্বতগুলি বৃক্ষরাজিপূর্ণ, বৃক্ষগুলি পুষ্পে অলঙ্কৃত এবং পুষ্পগুলি দল (পাপড়ি) ও কেশরে শোভিত। তাহাতে পাণ্ডুরবর্ণ বহু গৃহ, সুপুষ্পশালী সরোবর, সকেশর পদ্ম ও বিচিত্র বন রহিয়াছে। ঐ মহাবিমান সকল উৎকৃষ্ট বিমানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উহার কোথাও বৈদুর্যময় বিহঙ্গ, কোথাও রৌপ্যপ্রবালাদিনির্মিত বিহঙ্গ, কোথাও নানা মণিরত্ন-খচিত বিচিত্র ভুজঙ্গ এবং কোথাও বা শোভনাঙ্গ অশ্ব শোভা পাইতেছে। বিহঙ্গগুলির পক্ষসমূহ যেন লীলাচ্ছলে সংকুচিত ও বক্র, তাহা আবার স্বর্ণ ও প্রবালাদিনির্মিত পুষ্পে ভূষিত। কোথাও হস্তীরা পদ্ম-সরোবরে পদ্ম-হস্তা লক্ষ্মীদেবীর অভিষেকে নিযুক্ত—

তাহাদের সুগঠন শুণ্ডগুলিতে পদ্মের পাপড়ি ও পরাগ (কেশর) লাগিয়া আছে।*

হনুমান সেই মহাবিমান ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাহা মণিরত্ন-খচিত বিশুদ্ধ স্বর্ণনির্মিত গবাক্ষসমূহে শোভিত এবং অনুপম মূর্তিসকলে ভূষিত। স্বয়ং বিশ্বকর্মা তাঁহার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এই পুষ্পককে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই রথ বায়ুপথে (আকাশে) উঠিয়া সূর্যের চলাচল পথ পর্যন্ত যাইয়া থাকে। ইহার সকল অংশই বিশেষ যত্নে নির্মিত ও মহামূল্য। ইহাতে যেরূপ রচনানৈপুণ্য আছে, দেবতাদিগের বিমানেও তাহা নাই। ইহার সকল উপকরণই মহাগুণসম্পন্ন। রাবণ ইহা তপার্জিত বীর্যবলে লাভ করিয়াছেন। ইহা আরোহীর ইচ্ছানুসারে সর্বত্র গমন করিয়া থাকে। ইহা নানাস্থান হইতে সংগৃহীত নানারূপ উৎকৃষ্ট পদার্থে রচিত। ইহা অপ্রতিহতগতি ও বায়ুবেগগামী ; ইহা কেবল মহাত্মা, পুণ্যবান, মহাঋদ্ধিমান (মহা-সৌভাগ্যশালী), যশস্বী ও মহাসুখী ব্যক্তিদিগকেই বহন করিয়া থাকে। ইহা বিশেষ বিশেষ গতিতে আকাশের বিভিন্ন স্থানে যাইতে পারে। ইহাতে নানারূপ বিচিত্র পদার্থের সমবায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বহু গৃহ (কুঠরী) আছে এবং ইহা গিরি-শিখরের ন্যায় উচ্চ। কুণ্ডলশোভিত গগনচারী ভোজনপটু বিশাল-লোচন মহাবেগশালী নিশাচর ভূতগণ বিঘূর্ণিত ও নির্নিমেষ নয়নে ইহাকে বহন করিয়া থাকে।† (৮ সর্গ)

---

* পদ্মবনে বিচরণ করার জন্য। (কারুকার্যের বর্ণনা বিশেষ লক্ষণীয়।)

† ঐরূপ বহুসংখ্যক ভূতের মূর্তি বিমানের নিম্নদেশে স্থাপিত ছিল। তাহা দেখিলে মনে হইত যেন তাহারা উহাকে বহন করিতেছে। (গোবিন্দরাজ)।

বিশ্বকর্মা দেবলোকে ব্রহ্মার জন্য এই দিব্য বিমান (আকাশ-গামী রথ) নির্মাণ করেন। যক্ষপতি কুবের মহা তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে উহা লাভ করেন। পরে রাবণ কুবেরকে পরাস্ত করিয়া তাহা অধিকার করিয়াছিলেন। উহার স্তম্ভগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যে নির্মিত ও সুগঠিত এবং তাহার উপর ঈহামৃগের* মূর্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। উহার সর্বত্র কূটাগার (গুপ্তগৃহ) ও বিহারগৃহ শোভা পাইতেছে। উহার সোপানগুলি স্বর্ণের, গবাক্ষগুলি স্বর্ণ ও স্ফটিকের এবং বেদীগুলি ইন্দ্রনীল মহানীল ইত্যাদি উৎকৃষ্ট মণিময়। উহা প্রবালাদি বিচিত্র ও মহামূল্য মণিরত্ন এবং অনুপম মুক্তাদি-নির্মিত চত্বর সকলে ভূষিত হইয়া অতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে। হনুমান সেই দিব্য বিমান পুষ্পকে আরোহণ করিলেন এবং সেখানে থাকিয়া নানারূপ পানীয় ও ভোজনদ্রব্যের সর্বব্যাপী সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। ঐ গন্ধ বহন করিয়া আনিয়া পবনদেব যেন হনুমানকে রাবণের সভাগৃহের সন্ধান বলিয়া দিলেন।

তখন হনুমান পুষ্পক হইতে নামিয়া সেই গন্ধ অনুসরণ করিয়া রাবণের সুন্দর ও সুবৃহৎ শয়নগৃহে আসিলেন। সে গৃহের সোপানগুলি মণিরত্নে সুগঠিত; গবাক্ষগুলি স্বর্ণের এবং কুট্টিম (মেঝে) স্ফটিকের। স্থানে স্থানে হস্তিদন্ত ও স্বর্ণাদিনির্মিত মূর্তি-সকল রহিয়াছে। সে গৃহ চারিদিকে রত্নখচিত, অত্যুচ্চ, সরল ও সমান আকারের বহু স্তম্ভে বিভূষিত দেখিলে বোধ হয়, যেন ঐ গৃহ পাখা মেলিয়া আকাশে উড়িতেছে। গৃহতলে বিশাল বিচিত্র-কম্বল-আস্তরণ।† সে গৃহ হংসের ন্যায় পাণ্ডুর বর্ণ, বিমল, মত্ত বিহঙ্গের

* বৃক, নেকড়ে বাঘ, ঘোগ।

† কুথা (মূল)। (গালিচা?)।

কূজনে মুখরিত, দিব্য গন্ধে সুবাসিত, অগুরুগন্ধী ধূপে ধূমায়িত। পত্রপুষ্পে নানাবর্ণে ভূষিত সেই গৃহকে যেন বশিষ্ঠের শবলা-ধেনুর* ন্যায় সর্বকামপ্রদা† বলিয়া বোধ হইতেছিল। জননী যেমন (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের দ্বারা) পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে (চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, জিহ্বা ও নাসাকে) তৃপ্ত করেন, রাবণের সেই গৃহ হনুমানকে সেইরূপ তৃপ্ত করিল। তাহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন 'ইহা কি স্বর্গ, না ইন্দ্রপুরী অমরাবতী, না গন্ধর্বের মায়া?' তিনি দেখিলেন, সেখানে বহু স্বর্ণপ্রদীপ স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছে। নানা বেশভূষায় বিভূষিতা বহু সংখ্যক সুন্দরী রমণী বিচিত্র আস্তরণের উপর শয়ন করিয়া আছে। অর্ধরাত্রি অতীত হইলে তাহারা মদ্যপানে বিহ্বল ও নিদ্রামগ্ন হইয়া বিলাস-বিহারে বিরত হইয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া হনুমানের বোধ হইল, যেন পুণ্যক্ষয়ে তারাগণ আকাশচ্যুত হইয়া সেখানে আসিয়া মিলিয়াছে। পান-প্রমোদে তাহাদের কেশপাশ আলুলিত ও বসন-ভূষণাদি স্খলিত হইয়াছে। তাহাদিগকে মহাবনে গজেন্দ্রদলিত পুষ্পিত লতার মত দেখাইতেছিল। কাহারও চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুক্লবর্ণ মুক্তাহার স্তনমধ্যে স্তূপাকার হইয়া নিদ্রিত হংসের মত, কাহারও নীলকান্তমণিহার জলকাকের মত, কাহারও স্বর্ণহার চক্রবাকের মত দেখাইতেছিল। কাহারও সুকুমার অঙ্গে এবং কাহারও কুচাগ্রে বিলাসের চিহ্নসমূহ ভূষণের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কাহারও অঞ্চল মুখনিঃসৃত বায়ুতে কম্পিত হইয়া চঞ্চল পতাকার ন্যায় বোধ হইতেছিল। কাহারও কুণ্ডল নিশ্বাসে

* শবলা—নানাবর্ণযুক্তা। নানাবর্ণযুক্তা বলিয়া বশিষ্ঠের কামধেনুর এক নাম শবলা।

† সুপ্রভাম্ (মূল)—অর্থাৎ সর্বকামপ্রদাত্রী। (রা-শিরোমণি)

মৃদু মৃদু দুলিতেছিল। কেহ নিদ্রাবশে রাবণের মুখভ্রমে বার বার কোন সপত্নীর মুখ আঘ্রাণ করিতেছিল। সেই সপত্নী আবার প্রথমাকে রাবণবোধে তাহার মুখ চুম্বন করিতেছিল। এইরূপে তাহারা মহাপ্রীতিভরে পরস্পরের বিভিন্ন অঙ্গে সংলগ্ন হইয়া নিদ্রিত আছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দেহ-সংস্পর্শে সুখী। হনুমান বিবেচনা করিলেন, ইহাদের মধ্যে সীতার থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

সেই গৃহে হনুমান উৎকৃষ্ট স্ফটিকময় বেদীতে স্থাপিত, গজদন্ত ও স্বর্ণনির্মিত এবং বৈদূর্যমণিখচিত একখানি পালঙ্ক দেখিতে পাইলেন। তাহাতে মহামূল্য আস্তরণের উপর মহাভুজ মহাবীর্যবান রাক্ষসরাজ নিদ্রিত রহিয়াছেন। তাঁহার মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ অঙ্গ সুগন্ধ রক্ত-চন্দনে লিপ্ত, বসন স্বর্ণালংকৃত। তিনি দিব্য আভরণে ভূষিত ও সুরূপ। কিন্তু তাঁহাকে হস্তীর ন্যায় (জোরে জোরে) নিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া, (পিশাচাদিকে সম্মুখে দেখিলে লোকে যেমন) অত্যন্ত ভীত হইয়া (সরিয়া যায়, হনুমানও প্রথমে সেইরূপ) সরিয়া গেলেন। পরে তিনি ধীরে ধীরে বেদীর মধ্যসোপানে উঠিয়া পানোন্মত্ত নিদ্রিত রাবণকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, বিদ্যুন্মালায় মেঘসকল যেমন আলোকিত হয়, সেইরূপ চারিপার্শ্বে প্রজ্বলিত চারিটি কনকদীপের প্রভায় রাবণের সর্বাঙ্গ আলোকিত হইয়াছে। তাঁহার পদতলে তাঁহার পত্নীরা শয়ন করিয়া আছেন।

পরে হনুমান তাঁহাদের এক পার্শ্বে স্বতন্ত্র একটি শোভন শয্যায় পরমরূপবতী কনকবর্ণা এক রমণীকে দেখিতে পাইলেন। ইনি রাবণের প্রিয়তমা পত্নী অন্তঃপুরেশ্বরী মন্দোদরী। তাঁহার সৌন্দর্যে সেই রমণীয় শয়নগৃহ যেন আরও বিভূষিত হইয়াছে। তাঁহাকে সীতা মনে করিয়া হনুমান মহা আনন্দিত হইলেন। তিনি তাল

ঠুকিয়া, পুচ্ছ চুম্বন করিয়া, নাচিয়া, গান করিয়া এবং কখন বা স্তম্ভ আরোহণ করিয়া ও পুনরায় ভূতলে নামিয়া নিজের আনন্দ ও বানরপ্রকৃতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষণপরেই তাঁহার খেয়াল হইল যে, রামের বিরহে সীতা কখনও এরূপ পানাহারে মত্ত বা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নিদ্রা যাইতে পারেন না—ইনি অবশ্য অপর কেহ হইবেন।

এইরূপ বিবেচনা করিয়া হনুমান সীতার অন্বেষণে রাবণের পানশালায় গেলেন। দেখিলেন, সেখানেও সুরূপা সুভূষিতা বহু রমণী নৃত্যগীত বা ক্রীড়াদিতে শ্রান্ত ও সুরাপানে মত্ত হইয়া নিদ্রিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে মৃগ মহিষ ও বরাহের মাংস ভাগে ভাগে সজ্জিত আছে। কোন স্থানে বিশাল স্বর্ণপাত্রে কুক্কুট ও ময়ূরের মাংস ভোজন করা হইয়াছে। একস্থানে মৃগ, বরাহ ও পক্ষি-বিশেষের মাংস লবণে চর্চিত হইয়া অল্পমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। কোনস্থানে অর্ধভক্ষিত ছাগ, শশক ও মহিষের মাংস পড়িয়া আছে। কোথাও সুপক্ক মৎস্য ও ছাগমাংস, কোথাও নানারূপ লেহ্য পেয় ভোজ্য দ্রব, জিহ্বার জড়তানাশক অম্ল ও লবণরসপ্রধান চিনি মধু এবং কোথাও বা গন্ধদ্রব্যদ্বারা নানা বর্ণে রঞ্জিত ভোজ্য বস্তুসমূহ সুসজ্জিত রহিয়াছে। নানারূপ সুপেয় ও সুগন্ধি সুরা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত আছে। স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিময় পানপাত্র-সকল সুরায় পূর্ণ করিয়া পানশালায় এখানে সেখানে রাখা হইয়াছে। কোনস্থানে পাত্রের মদ্য অর্ধপীত এবং কোনস্থানের সম্পূর্ণ পীত হইয়াছে— আবার কোথাও বা পানপাত্রের মদ্য কিছুমাত্র পান করা হয় নাই। সেখানে রমণীরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়া আছে এবং সেজন্য বহু শয্যা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে।

কেহ নিদ্রাবশে অন্যের শয্যায় যাইয়া ও তাহার বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া নিজের সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নিদ্রিত আছে। বায়ু শীতল চন্দন, মধুর মদ্য, নানারূপ মাল্য ও পুষ্পের গন্ধ এবং ধূপের গন্ধ বহন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সুন্দরীদের কতক উজ্জ্বলশ্যামবর্ণা কতক কৃষ্ণবর্ণা এবং কতক কাঞ্চনবর্ণা। নিদ্রাবশে ও বিহারশ্রমে তাহাদের সৌন্দর্য রাত্রিকালের পদ্মের ন্যায় মুদিত হইয়াছে। মহাতেজা হনুমান এইরূপে রাবণের অন্তঃপুরের সকল স্থানে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীকে দেখিতে পাইলেন না। পরে তিনি রাবণের পত্নীদিগকে দেখিয়াছেন বলিয়া ধর্মলোপের ভয়ে শঙ্কিত হইলেন। ভাবিলেন, নিদ্রিতা পরস্ত্রীদর্শনে নিশ্চয়ই তাঁহার ধর্মের অত্যন্ত লাঘব হইবে। জীবনে কখন তিনি পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই; কিন্তু আজ কেবল যে পরনারী দেখিলেন এমন নহে, পরদারাপহারী রাবণকেও দেখিলেন; সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করিবে। পরে তিনি ভাবিলেন, যে অসংকোচে রাবণের পত্নীদিগকে নিদ্রিতা দেখিয়া তাঁহার কিছুমাত্র চিত্তবিকার উপস্থিত হয় নাই। মনই ইন্দ্রিয়গণকে শুভাশুভ কার্যে নিয়োজিত করিয়া থাকে; সেই মনই যখন তাঁহার সুস্থির রহিয়াছে, তখন তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করিবে কেন? আর, স্ত্রীলোকের মধ্যেই স্ত্রীলোকের খোঁজ করিতে হয়, মৃগীদের মধ্যে কে কবে অনুদ্দিষ্টা স্ত্রীলোকের খোঁজ করে? সুতরাং ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র ধর্মলোপ হইবে না। তিনি তো বিশুদ্ধ চিত্তেই সেখানে সীতার খোঁজ করিয়াছেন।

এই ভাবিয়া তিনি সে-স্থান ত্যাগ করিয়া সীতার খোঁজে অন্যস্থানে চলিলেন।

৪

অশোকবনে সীতার সন্ধান

তারপর হনুমান সীতার দর্শনলাভের জন্য উৎসুক হইয়া লতাগৃহ*, চিত্রশালা, নিশাগৃহ † ইত্যাদিতেও ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু সে-সকল স্থানেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন হনুমান ভাবিতে লাগিলেন, 'নিশ্চয় সীতা বাঁচিয়া নাই—তিনি সতীত্ব রক্ষায় সচেষ্ট হইলে দুরাচার রাবণ সে সতীকে মারিয়া ফেলিয়াছে। অথবা তিনি বীভৎসকায়া ও বিকৃতরূপা রাক্ষসীদের দেখিয়া ভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হয়তো রাবণ যখন সীতাকে লইয়া সমুদ্র পার হইতেছিলেন, তখন তিনি সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছেন। নয়তো রাবণ ও তাঁহার পত্নীরা সীতাকে খাইয়া ফেলিয়াছেন। যাহা হউক, এখন আমার কর্তব্য কি? আমার সকল চেষ্টা ও পরিশ্রমই ব্যর্থ হইল! আমি কোন্ মুখে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিব? রাম সীতাকে যারপরনাই ভালবাসেন। আমি যদি এখন রামের নিকট ফিরিয়া তাঁহাকে, সীতার দেখা পাই নাই, এই নিদারুণ কথা বলি, তবে রাম তখনই প্রাণত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে লক্ষ্মণও বাঁচিবেন না। তাঁহাদের মৃত্যুসংবাদে ভরত শত্রুঘ্ন প্রভৃতিও প্রাণত্যাগ করিবেন। আর রামের এই পরিণাম দেখিলে কৃতজ্ঞ সত্যপ্রতিজ্ঞ সুগ্রীবেরও মৃত্যু হইবে। তখন তারা রুমা অঙ্গদও বাঁচিয়া থাকিবেন না। প্রভুর শোকে বানরেরাও চপেটাঘাত ও মুষ্টিপ্রহারে নিজেদের মস্তক চূর্ণ করিবে। সুতরাং সীতার দেখা না পাওয়া পর্যন্ত আমি কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিব না, বার বার তাঁহার সন্ধান করিব।'

* লতাদিবেষ্টিত গৃহবৎ স্থান, কুঞ্জ

† রাত্রিবাসের গৃহ।

হনুমান এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় অনতিদূরে অশোকবনের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি ভাবিলেন, 'কই এ বনে তো সীতার খোঁজ করি নাই!' তখন তিনি রাবণের গৃহের প্রাচীর হইতে লম্ফপ্রদানপূর্বক সেই বনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি ইন্দ্রের নন্দনকানন হইতেও অধিকতর মনোরম এক উদ্যান দেখিতে পাইলেন। পরে সহসা একটি বৃক্ষের মূলে স্বর্ণময় বেদীর উপর উপবিষ্টা এবং ঘোরদর্শনা রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা এক রমণীকে দেখিলেন। তখন হনুমান সেই গাছে উঠিয়া সেই নারীকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার পরিধানে একখানি মাত্র পীতবর্ণ মলিন বসন, দেহ ক্ষীণ ও প্রায় অলঙ্কারশূন্য, কান্তি ধূমজালসমাচ্ছন্ন অগ্নিশিখার ন্যায় এবং তিনি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বিষণ্ণ বদনে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। হনুমান ইঁহাকেই সীতা বলিয়া অনুমান করিলেন, কারণ রাম সীতার অঙ্গে যে-সকল ভূষণ আছে বলিয়াছিলেন, তাহা ইঁহার দেহে রহিয়াছে—আর ঋষ্যমূক পর্বতে সীতা যাহা যাহা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা নাই। এই কনকবর্ণাঙ্গীই রামের প্রিয়া মহিষী, যিনি দৃষ্টির বহির্ভূতা হইলেও তাঁহার মন হইতে অন্তর্হিত হন নাই।

পরে হনুমান সজল নয়নে ভাবিতে লাগিলেন, 'ইনি কুলশীল বয়স রূপলাবণ্য ও অভিজাত্যে রামেরই যোগ্য। ইঁহার জন্যই খর দূষণ ত্রিশিরা প্রভৃতি জনস্থানের চৌদ্দ হাজার রাক্ষস যুদ্ধে নিপতিত হইয়াছে, মহাবল বালী নিহত ও সুগ্রীব রাজা হইয়াছেন এবং আমি সাগরলঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আসিয়াছি। ইঁহার জন্য রাম যদি সসাগরা পৃথিবী ওলটপালট করেন, তাহাও উচিত হইবে। ইনি মিথিলাপতি ধর্মশীল জনকের কন্যা পরম পতিব্রতা। ইনি

মেদিনী ভেদ করিয়া হলকর্ষিত যজ্ঞক্ষেত্র হইতে পদ্মরেণুতুল্য পবিত্র ধূলিজালে আচ্ছন্ন হইয়া উত্থিত হইয়াছেন। ইনি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, ধর্মজ্ঞ রামের প্রিয়া ভার্যা; কিন্তু ইনি এখন রাক্ষসীদের অধীন। ইনি পতিপ্রেমের বশে সকল ভোগসুখ বিসর্জন দিয়া ও সকল কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া বিজন বনে আসিয়াছিলেন। ইনি ফলমূল ভোজনে সন্তুষ্টা ও পতিসেবাপরায়ণা হইয়া বনেও গৃহের ন্যায় পরমানন্দে ছিলেন। এই কাঞ্চনবর্ণা পূর্বে সতত হাস্যমুখে কথা বলিতেন এবং বিপদ কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না, কিন্তু এখন ইহাকে এইরূপ যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে। পিপাসাতুর ব্যক্তি যেমন জলসত্রের জন্য ব্যস্ত হয়, সেইরূপ রাম রাবণের দ্বারা নির্যাতিতা এই সুশীলাকে (সাধ্বীকে) দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা রাজ্য ফিরিয়া পাইলে যেমন খুশী হন, রামও ইঁহাকে ফিরিয়া পাইলে সেইরূপ খুশী হইবেন।'

এদিকে কুমুদরাশির ন্যায় শ্বেতবর্ণ, বিমল চন্দ্র ক্রমে নীলসলিল-বিহারী হংসের ন্যায় নির্মল আকাশে সমুদিত হইলেন। তখন হনুমানের সীতাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হইল। তিনি দেখিলেন, সীতা গুরুভারে নিমজ্জমান নৌকার ন্যায় শোকভারে আচ্ছন্ন হইয়া আছেন। তাঁহার কিছুদূরে ঘোরদর্শনা রাক্ষসীরা বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদের কেহ একচক্ষু, কেহ এককর্ণ, কেহ বিশালকর্ণী, কেহ অকর্ণা (কর্ণহীনা), কেহ শঙ্কুকর্ণ*। কাহারও নাক মাথার উপরে, কাহারও দেহের উপরিভাগ অতি বৃহৎ, কাহারও গলা সরু ও দীর্ঘ। কেহ মুণ্ডিতকেশী, কেহ অকেশী

* শঙ্কু—কীলক, গোঁজ। শঙ্কুকর্ণ—গাধা। এখানে 'শঙ্কুকর্ণ'—গাধার মত কান।

(কেশশূন্যা), কাহারও বা শরীর এরূপ লোমশ যে দেখিলে বোধ হয় যেন কম্বল পরিয়া আছে। কাহারও কানে কপাল ঢাকিয়াছে, কাহারও স্তন উদর পর্যন্ত লম্বিত, কাহারও ওষ্ঠ ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কাহারও ওষ্ঠ চিবুকে সন্নিবিষ্ট, কাহারও মুখ খুব লম্বা, কাহারও বা হাঁটু অতিদীর্ঘ। কেহ খাটো, কেহ লম্বা, কেহ কুব্জা, কেহ বক্রদেহ, কেহ বামন, কেহ দেখিতে অতি ভীষণ, কেহ বাঁকামুখী, কেহ পিঙ্গাক্ষী, কেহ বা বিকৃতাননা (বিকৃতমুখী), কেহ পিঙ্গলবর্ণা, কেহ কৃষ্ণবর্ণা, কেহ ক্রোধিনী (রাগী), কেহ কলহপ্রিয়া (ঝগড়াটে), কাহারও হাতে প্রকাণ্ড লৌহশূল, কাহারও হাতে লৌহমুদ্গর। কেহ বরাহমুখী, কেহ মৃগমুখী, কেহ ব্যাঘ্রমুখী, কেহ মহিষমুখী, কেহ ছাগমুখী, কেহ বা শৃগালমুখী। কাহারও পদ গজের, কাহারও উষ্ট্রের, কাহারও বা অশ্বের ন্যায়। কাহারও মস্তক বক্ষে প্রবিষ্ট।* কেহ একহস্ত, কেহ বা একপদ। কেহ অশ্বতরকর্ণা, কেহ অশ্বকর্ণা, কেহ গোকর্ণা, কেহ হস্তিকর্ণা, কেহ বা সিংহকর্ণা। কাহারও নাক অতি বৃহৎ, কাহারও বক্র, কাহারও নাক নাই, কাহারও হাতীর শুঁড়ের ন্যায়, কাহারও বা নাক কপালে। কাহারও পা হাতীর মত, কাহারও পা খুব বড়, কাহারও পা গরুর মত, কাহারও বা মাথার চুল পা-ছোঁয়ানো। কাহারও কাহারও মস্তক ও গ্রীবা, কাহারও কাহারও স্তন ও উদর, আবার কাহারও কাহারও মুখ ও চোখ অস্বাভাবিক বড়। কোন কোন রাক্ষসীর জিহ্বা ও আনন দীর্ঘ। কেহ ছাগলমুখী, কেহ হস্তিমুখী, কেহ গোমুখী, কেহ শূকরমুখী, কেহ বা অশ্ব, উষ্ট্র বা খরমুখী (গর্দভমুখী), কাহারও মাথায় দীর্ঘ ধূম্রবর্ণ কেশ। সকলেই অনবরত

---

* কবন্ধের ন্যায়।

সুরাপান করিতেছে এবং রক্ত ও মাংস খাইতেছে। তাহাদের দেহ রক্তমাংসে বিলেপিত। তাহারা বিস্তৃত শাখাপ্রশাখাশালী বনস্পতিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে।

হনুমান সেই বৃক্ষতলে অনিন্দিতা সীতাদেবীকে দেখিতে পাইলেন। হনুমান লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সীতা শোকসন্তাপে নিষ্প্রভ হইয়াছেন, তাঁহার কেশপাশ মললিপ্ত। তাঁহাকে পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গচ্যুতা তারার মত দেখাইতেছে। তাঁহার দেহ দিব্য আভরণ-হীন হইলেও তিনি যেন পতিপ্রেমে ভূষিত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি স্বজনবিহীনা ও রাক্ষসরাজের দ্বারা অবরুদ্ধা হইয়া যূথভ্রষ্টা সিংহ-সংরুদ্ধা গজবধূর ন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। (পতিবিরহে) তাঁহার শ্রী যেন বর্ষাশেষে * শারদীয় মেঘমালায় আচ্ছন্ন চন্দ্রকলার ও বাহকহীন বীণার ন্যায় ম্লান বলিয়া বোধ হইতেছে। এইরূপ দীনভাবাপন্না হইলেও তিনি পতির পরাক্রমের কথা স্মরণ করিয়া দুঃখে অভিভূত হন নাই। তাঁহার চরিত্রবলই (পতিভক্তিই) তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া হনুমাম যারপরনাই আনন্দলাভ করিলেন। তিনি আনন্দাশ্রু মোচন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের উদ্দেশে নমস্কার করিলেন। তারপর তিনি সেই বৃক্ষে লুকাইয়া রহিলেন। (১৭ সর্গ)

---

* ইহাতে দুঃখের দিন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ইহাই সূচনা করিতেছে। (রা-তিলক)

৫

সীতা ও রাবণ

ক্রমে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। তখন হনুমান ষড়ঙ্গবেদবিৎ (বেদবেদাঙ্গবিৎ) যজ্ঞশীল ব্রহ্মরাক্ষসদিগের * বেদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। মঙ্গলবাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। তাহার শ্রুতি-মনোহর শব্দে মহাবল রাবণ জাগরিত হইলেন। নিদ্রাবশে তাঁহার মাল্যসকল স্থানভ্রষ্ট ও বসন স্খলিত হইয়াছে। তিনি জাগিবামাত্র সীতার বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন্। সীতার প্রতি তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিল; সে আসক্তি তিনি কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না। তিনি সর্বাভরণধারণে অপূর্বশ্রীমণ্ডিত হইয়া অশোকবনে চলিলেন। স্বর্ণপ্রদীপ, চামর, তালবৃন্ত, জলপূর্ণ কাঞ্চনভৃঙ্গার, মণ্ডলাকার আসন, মদ্যপূর্ণ রত্নপাত্র ও স্বর্ণদণ্ড শ্বেতছত্র লইয়া বহু নারী তাঁহার সহিত গেল। বিদ্যুন্মালা যেমন মেঘের অনুগমন করে, সেইরূপ রাবণের বহুসংখ্যক মনোরমা পত্নীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সেই শুভাননাদের (সুন্দরীদের) হার ও কেয়ূর কিঞ্চিৎ স্খলিত, অঙ্গরাগ বিলুপ্ত, কেশপাশ আলুলিত, মুখ ঘর্মে সিক্ত, লোচনযুগল নিদ্রা ও পানাবেশে ঘূর্ণিত, মাল্য ম্লান ও কটাক্ষ মদির (উন্মাদকর)। তাঁহারা স্বামীর প্রতি সম্মান ও আসক্তিবশে তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন। কামপরবশ রাবণ সীতাসক্ত মনে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। তিনি কাম দর্প ও মদিরাপানে মত্ত, তাঁহার নয়ন বক্র ও আরক্ত, তিনি যেন শরাসনহীন মূর্তিমান কন্দর্প। তাঁহার স্কন্ধে পুষ্পগন্ধে সুবাসিত,

* বেদজ্ঞ রাক্ষস (রা-তিলক)। ব্রাহ্মণ-রাক্ষস (রা-শিরোমণি)। ব্রাহ্মণত্ব-বিশিষ্ট রাক্ষস (গোবিন্দরাজ)।

মথিত-দুগ্ধফেননিভ, বিমল, উৎকৃষ্ট উত্তরীয়। তাহা এক একবার স্খলিত হইয়া হাতের কেয়ূরে আটকাইয়া যাইতেছে এবং তিনি তাহা বিমুক্ত করিয়া যথাস্থানে রাখিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া হনুমান বুঝিলেন, ইনিই সেই মহাবাহু রাবণ যাঁহাকে পূর্বে তিনি (হনুমান) পুরমধ্যে উত্তম গৃহে নিদ্রিত দেখিয়াছিলেন। হনুমান তাঁহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া একটি পত্রবহুল শাখায় লুকাইলেন। রাবণ সীতার দর্শন-লালসায় অগ্রসর হইলেন।

রাবণকে দেখিয়াই সীতা বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। তিনি বসিয়া পড়িয়া দুই উরু দিয়া উদর এবং দুই হাতে স্তনদ্বয় আবৃত করিয়া কাঁদিতে থাকিলেন। রাবণ সীতার নিকটে আসিয়া, আকার ইঙ্গিত ও মধুর বচনে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "নাগনাসোরু, * তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি যেন ভয়ে নিজেকে আমার দৃষ্টির অন্তরালে লুকাইতে চাহিতেছ। হে বিশালাক্ষী, হে প্রিয়া, হে সর্বাঙ্গসুন্দরী, হে সর্বলোকমনোহরা, আমি তোমাকে কামনা করি, তুমি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হও। ভীরু (ভীতস্বভাবা). বলে পরস্ত্রীহরণ ও পরস্ত্রীগমন রাক্ষসগণের স্বধর্ম এবং আমার অত্যন্ত কামোদ্রেকও হইয়াছে; তথাপি তুমি অকামা (কামরহিতা) বলিয়া আমি তোমাকে স্পর্শ করিতেছি না। দেবী, তুমি ভীত হইও না। প্রিয়া, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, আমার প্রতি প্রীতিমতী হও, শোকাকুল হইও না। একবেণী ধারণ, মলিন বসন পরিধান, ভূতলে শয়ন, চিন্তা ও উপবাস—এসকল তোমার পক্ষে সঙ্গত নয়। মৈথিলী, তুমি

* যাহার উরু হাতীর শুঁড়ের মত। (নাগের অর্থাৎ হস্তীর নাসার অর্থাৎ শুণ্ডের ন্যায় উরু যাহার)।

আমাকে গ্রহণ করিয়া বিচিত্র মাল্য, অগুরু, চন্দন, নানারূপ বসন, দিব্য আভরণ, মহার্হ যান, শয্যা, আসন, নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি উপভোগ কর। সুন্দরী, তুমি স্ত্রীরত্ন; তুমি এভাবে থাকিও না। তুমি গাত্রে অলঙ্কারাদি ধারণ কর। আমার গৃহে আসিয়া তুমি কিরূপে বিনা ভূষণে থাকিবে? তোমার মনোরম যৌবন সমুপস্থিত হইয়া অল্পে অল্পে চলিয়া যাইতেছে; যাহা যাইতেছে তাহা নদীর স্রোতের ন্যায় আর ফিরিবে না। সুদর্শনা, বোধ হয়, রূপস্রষ্টা বিশ্ববিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করিয়া কার্যে বিরত হইয়াছেন; সেজন্য তোমার রূপের আর উপমা নাই। বৈদেহী, রূপযৌবনশালিনী তোমাকে পাইলে কে অবিচলিত থাকিতে পারে? স্বয়ং লোক-পিতামহ ব্রহ্মাও তাহা পারেন না। চন্দ্রাননা, সুনিতম্বিনী, তোমার যে যে অঙ্গ দেখিতেছি, আমার চক্ষু সেই সেই স্থানে নিবদ্ধ হইতেছে। মৈথিলী, তুমি বুদ্ধিমোহ দূর কর, আমার ভার্যা হও, তাহা হইলে তুমিই আমার উত্তমা স্ত্রীগণের মধ্যে প্রধানা মহিষী হইবে। আমি ত্রিলোক মথিত করিয়া যে ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছি সে-সকল এবং আমার রাজ্যও তোমাকে দিতেছি। বিলাসিনী, তোমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আমি এই নানা নগরাদিশোভিত সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া জনকরাজাকে দিব। আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে ত্রিভুবনে এমন কেহ নাই। আমি দেবতা ও অসুরদিগকে বারবার যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছি, তাঁহারা আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারেন নাই। আজ তুমি সাজসজ্জা করিয়া আমার প্রতি সকামা হও।* বরাননা, অলঙ্কারাদিতে বিভূষিতা হইলে তোমার যে সুরূপের বিকাশ হইবে, আমি তাহা দেখিতে

* ইচ্ছ মাং (মূল)।

ইচ্ছা করি। সুতরাং তুমি দয়া করিয়া ভূষণাদিতে সুসজ্জিতা হও। ভীরু, তুমি যথেচ্ছ ভোগবিলাসে প্রবৃত্ত হও এবং পানাহার কর। তুমি যেরূপ ইচ্ছা ভূমি ও ধনাদি দান কর। তুমি অশঙ্কচিত্তে আমার প্রতি অনুরাগিণী হও এবং এই ধৃষ্টকে আজ্ঞা কর, আমি তোমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিব। তুমি আমার প্রতি প্রীতিপ্রভাবে আমার নিকট হইতে অভিলষিত বস্তু লাভ করিবে, তোমার স্বজনেরাও তোমার নিকট হইতে অভিলষিত বস্তু লাভ করিতে পারিবে। ভদ্রা, যশস্বিনী, তুমি আমার পরাক্রম ও ধনৈশ্বর্য দেখ ; ইহা ত্যাগ করিয়া চীরবাসী (বল্কলধারী) রামকে লইয়া কি করিবে ? রামের জয়লাভের কোন উপায় নাই। সে বিত্তহীন, বনবাসী, ব্রতচারী ও মৃত্তিকাশায়ী। সে বাঁচিয়া আছে কিনা সন্দেহ। বাঁচিয়া থাকিলেও তোমাকে ফিরিয়া পাওয়া তো দূরের কথা, আর কখন দেখিতেও পাইবে না। হে সুহাসিনী, হে সুদন্তা, হে সুনয়না, হে বিলাসিনী, গরুড় যেমন সর্প হরণ করে, তুমিও সেইরূপ আমার মন হরণ করিতেছ। তুমি জীর্ণ কৌষেয় বসন * পরিহিতা, উপবাসে কৃশা ও অলঙ্কারশূন্যা, তবু তোমাকে দেখিয়া আমার নিজ ভার্যা মন্দোদরীর প্রতিও অনুরাগ নাই। জানকী, আমার অন্তঃপুরে যে সকল সর্বগুণান্বিতা (সর্বগুণবতী) রমণী আছে, তুমি তাহাদের উপর আধিপত্য কর। হে কৃষ্ণকুন্তলা, অপ্সরারা যেমন লক্ষ্মীর সেবা করে, সেইরূপ ঐ সকল ত্রিলোক-সুন্দরী তোমার সেবা করিবে। সুভ্রূ (সুভুরু), সুকটি, তুমি আমার সহিত কুবেরের ধনরত্ন ও স্বর্গ মর্ত পাতাল প্রভৃতি লোক-সমূহ সুখে উপভোগ কর। দেবী, রাম তপস্যায়, বলে, বিক্রমে, ধনে,

* রেশমী কাপড়।

তেজে ও যশে আমার তুল্য নয়। হে বিমল-কনকহার-ভূষিতাঙ্গী, তুমি কুসুমিত তরুরাজিশোভিত, ভ্রমরযুক্ত, সমুদ্রতীরবর্তী কানন-সকলে আমার সহিত বিহার কর।"

উগ্রপ্রকৃতি রাবণের এইরূপ কথা শুনিয়া সীতা অতি দুঃখে কাঁপিয়া কাঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে তিনি নিজ পতিকে স্মরণ করিয়া, রাবণের দুরাশায় ঈষৎ হাসিলেন এবং একটি তৃণ ব্যবধান রাখিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "রাক্ষসরাজ, আমি মহৎ বংশের কন্যা ও মহৎ কুলের বধূ—তুমি আমার আশা ত্যাগ করিয়া নিজের ভার্যাদির প্রতি অনুরক্ত হও। পাপাচারী ব্যক্তি যেমন সিদ্ধি * কামনা করিতে পারে না, সেইরূপ তুমিও আমার কামনা করিবার যোগ্য নও। আমি একপতিব্রতা হইয়া তাঁহার পক্ষে নিন্দনীয় ও অন্যায় কাজ করিতে পারি না।"

এইরূপ বলিয়া সীতা রাবণের দিকে পিছন ফিরিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "রাক্ষস, আমি পরপত্নী ও সাধ্বী, তুমি আমাকে তোমার সামান্য ভোগ্যা স্ত্রীর মত মনে করিও না। তুমি ধর্মকে শ্রেয় জ্ঞান কর এবং সৎপথে চল। নিজের স্ত্রীকে তোমার যেমন রক্ষা করা কর্তব্য, পরের স্ত্রীকেও তোমার তেমনি রক্ষা করা উচিত। সুতরাং তুমি নিজ স্ত্রীতে অনুরাগী হও। যে চপলপ্রকৃতি চঞ্চলেন্দ্রিয় ব্যক্তি নিজের ভার্যায় তুষ্ট নয়, সে পরস্ত্রীর কাছে অপমানিত ও সজ্জনের নিকটে ধিক্কৃত হইয়া থাকে। তোমার সদাচারবর্জিত বিপরীত বুদ্ধি দেখিয়া বোধ হয়, লঙ্কায় সজ্জন নাই অথবা থাকিলেও তুমি তাঁহাদের কথামত চল না। যে রাজা সদুপদেশ গ্রাহ্য করে না ও দুর্নীতিপরায়ণ হয় তাহার রাজ্য ও

* ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি (রা-তিলক)।

ঐশ্বর্যাদি বিনষ্ট হয়। এই ধনরত্নপূর্ণা লঙ্কাও কেবল তোমার দোষেই অচিরে ধ্বংস হইবে। সূর্যের প্রভা যেমন তাহা হইতে স্বতন্ত্র নয়, আমিও সেইরূপ রাম হইতে অভিন্ন। সুতরাং তুমি ঐশ্বর্যের প্রলোভনে আমাকে মুগ্ধ করিতে পারিবে না। আমাকে রামের সহিত মিলিত কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। যদি তোমার লঙ্কাপুরী রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে এবং তুমি নিজের মৃত্যুকামনা না কর, তবে রামের সঙ্গে মিত্রতা কর—আমাকে রামের নিকট ফিরাইয়া দিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর। তাহা না করিলে তুমি ঘোর বিপদে পড়িবে। ইন্দ্রের বজ্র তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, যমও দীর্ঘদিন তোমাকে 'রেহাই' দিতে পারেন, কিন্তু রাম ক্রুদ্ধ হইলে তুমি কিছুতেই রক্ষা পাইবে না।"

সীতার এই কঠোর কথা শুনিয়া রাবণ অপ্রীতিকর বচনে উত্তর করিলেন, "জানকী, পুরুষ যত স্তুতি-মিনতি করে * নারী ততই তাহার বশ হয়, কিন্তু আমি তোমাকে যত প্রিয় কথা বলিতেছি, তুমি আমাকে ততই তিরস্কার করিতেছ। সুসারথি যেমন বিপথগামী অশ্বকে সংযত করিয়া রাখে, সেইরূপ তোমার প্রতি আসক্তিই আমার ক্রোধ নিবারণ করিতেছে। লোকে যাহার উপর আসক্ত হয়, সে ক্রোধের পাত্র হইলেও তাহার প্রতি দয়া ও স্নেহ জন্মিয়া থাকে। সুন্দরী, তুমি বধ ও অপমানের যোগ্য হইলেও ঐ কারণেই আমি তোমাকে বধ করিলাম না। মৈথিলী, তুমি নিষ্প্রয়োজনে ভোগসুখে বিরত হইয়া আমাকে যে-সকল কঠোর কথা বলিয়াছ, তাহার প্রত্যেকটি কথাই তোমার নিদারুণ বধের হেতু হইতে পারে।"

---

* সান্ত্বয়িতা (মূল)—অনুনেতা (গোবিন্দরাজ)

এইরূপ বলিতে বলিতে রাবণ ক্রোধ ও কামের বশীভূত হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "সুরূপসী, আমার কথানুযায়ী আমি আর দুই মাস* অপেক্ষা করিব, তারপর তোমাকে আমার শয্যায় আসিতে হইবে। এই দুই মাসের পরেও যদি তুমি আমাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক থাক, তবে পাচকেরা আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিবে।"

রাবণ এইরূপ বলিলে, তাঁহার সহচারিণী দেবকন্যা ও গন্ধর্ব-কন্যারা বিষাদিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ ওষ্ঠ, কেহ নয়ন, কেহ বা মুখভঙ্গীর দ্বারা ইঙ্গিতে সীতাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন।† তখন সীতা সগর্বে রাবণকে বলিলেন, "রাক্ষসাধম, বোধ হয় লঙ্কায় তোর হিতৈষী এমন কেহ নাই, যে তোকে এই অন্যায় কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে। আমি ধর্মাত্মা রামের পত্নী, তুই ভিন্ন ত্রিভুবনে আর কেহ আমাকে মনে মনেও কামনা করিতে পারে না। তুই আমাকে পাপকথা বলিয়া কোথায় গিয়া মুক্তি পাইবি? রাম বলদৃপ্ত মাতঙ্গ, আর তুই তাঁহার নিকটে একটি ক্ষুদ্র শশক মাত্র, সুতরাং তুই তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিশ্চয় পরাজিত হইবি। অনার্য, তুই আমাকে কুদৃষ্টিতে দেখিতেছিস, তোর ঐ বিকৃত ক্রূর চক্ষু কেন খসিয়া ভূতলে পড়িতেছে না? পাপাত্মা, আমি ধর্মশীল রামের পত্নী ও দশরথের পুত্রবধূ, আমাকে কু-কথা বলিয়া তোর জিহ্বা কেন বিশীর্ণ হইতেছে না? আমি সতীত্বের তেজে এখনই তোকে

* রাবণ সীতাকে এক বৎসর সময় দিয়াছিলেন এবং তাহার দশ মাস অতীত হইয়াছিল।

† অর্থাৎ 'নীচ রাবণ কি করিবে? কোন ভয় নাই।'—এইরূপ আশ্বাস দিতে লাগিলেন। (রামায়ণ-তিলক)

ভস্ম করিতে পারি, কিন্তু রামের আদেশের অভাবে ও তপস্যার হানি হইবে বলিয়া তোকে ভস্ম করিতেছি না। তুই কিছুতেই আমাকে হরণ করিতে পারিতিস না, বিধাতা কেবল তোর বধের জন্য ইহা করিয়াছেন। তুই কুবেরের ভ্রাতা ও বীরপুরুষ হইয়া কেন রামকে কৌশলে আশ্রম হইতে সরাইয়া তাঁহার স্ত্রীকে চুরি করিয়া আনিয়াছিস ?"

সীতার এই কঠোর কথা শুনিয়া রাবণ ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইলেন এবং ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সীতাকে বলিলেন, "তুমি যখন এখনও দুর্ভাগা* ও ঐশ্বর্যহীন রামের প্রতিই অনুরক্ত, তখন সূর্য যেমন অন্ধকার নাশ করেন, আজ আমি তোমাকে তেমনই বিনাশ করিব।" এই বলিয়া রাবণ ভীষণদর্শনা রাক্ষসীদের দিকে তাকাইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "রাক্ষসীগণ, সীতা যাহাতে শীঘ্র আমার বশীভূতা হন, তোমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে বা সকলে মিলিয়া ভাল বা মন্দ যে কোনরূপ ব্যবহারের দ্বারা তাহার ব্যবস্থা কর।" রাবণ বারবার এইরূপ আদেশ করিয়া কাম ও ক্রোধের বশে সীতার প্রতি গর্জন করিতে লাগিলেন।

তখন রাক্ষসী ধান্যমালিনী† তাড়াতাড়ি রাবণের নিকটে আসিয়া এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তুমি আমার সহিত বিহার কর, এই দীনা বিবর্ণা মানুষী সীতাকে দিয়া তোমার কি দরকার ? তুমি বাহুবলে যে-সকল উৎকৃষ্ট ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করিয়াছ, ইন্দ্রাদি দেবগণ ইহার ভাগ্যে সে সকল লিখেন নাই।

---

* অনয়েনাভিসম্পন্নম্ (মূল)। অনয়=অ-নয়। নয়—সৌভাগ্য। অনয়—সৌভাগ্যহীন, দুর্ভাগা।

† রাবণের কনিষ্ঠা পত্নী। অতিকায়ের জননী।

তুমি অনাসক্তাকে (অকামা) কামনা করিতেছ দেখিয়া আমার শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। যে সকামাকে কামনা করে, সে উৎকৃষ্ট প্রীতি লাভ করিয়া থাকে।" এই বলিয়া ধান্যমালিনী রাবণকে সেখান হইতে সরাইয়া লইয়া গেলেন। পরে রাবণ তাঁহার পত্নীগণে বেষ্টিত হইয়া নিজের গৃহে ফিরিলেন। (২২ সর্গ)

৬

সীতা ও রাক্ষসীগণ—ত্রিজটা রাক্ষসীর স্বপ্ন

রাবণ সেখান হইতে প্রস্থান করিলে ভীষণাকৃতি রাক্ষসীরা সীতার নিকটে ছুটিয়া আসিল এবং তাঁহাকে অত্যন্ত ক্রোধভরে ও কঠোর বচনে বলিতে লাগিল, "সীতা, তুমি কি পুলস্ত্যকুলতিলক মহাত্মা দশাননের ভার্যা হওয়া গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে কর না?" একজটা রাক্ষসী তাঁহাকে রোষরক্তনয়নে বলিল, "ব্রহ্মার মানসপুত্র চতুর্থ প্রজাপতি* পুলস্ত্য। তাঁহার মানসপুত্র প্রজাপতিতুল্য মহর্ষি বিশ্রবা। তাঁহার পুত্র শত্রুবিত্রাসন (শত্রুরাবণ) রাবণ। সর্বাঙ্গসুন্দরী সীতা, তোমার সেই রাক্ষসরাজ রাবণের ভার্যা হওয়া উচিত। তবে তুমি আমার কথা গ্রাহ্য করিতেছ না কেন?" বিড়ালাক্ষী হরিজটা ক্রোধে চোখ পাকাইয়া বলিল, "সীতা, যিনি তেত্রিশকোটি দেবতা ও দেবরাজকে পরাজিত করিয়াছেন, তোমার সেই রাক্ষসেন্দ্রের ভার্যা হওয়া উচিত। তুমি সেই বলবীর্যশালী রাবণের ভার্যা হইতে চাহিতেছ না কেন? তিনি তাঁহার প্রিয়তমা

* মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য ও ক্রতু—এই ছয় প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্র।

পত্নী মন্দোদরীকেও ত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে আসিবেন। তিনি তাঁহার বহুসংখ্যক স্ত্রীগণে সমৃদ্ধ ও নানারত্নে সুশোভিত অন্তঃপুর ছাড়িয়া তোমার কাছে উপস্থিত হইবেন।” বিকটা বলিল, “যিনি নাগ, গন্ধর্ব ও দানবদিগকে বারবার পরাজিত করিয়াছেন, তিনিই তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন। অধমা, তুমি কেন সেই সর্বসমৃদ্ধিশালী রাক্ষসরাজের পত্নী হইতে চাহিতেছ না?” দুর্মুখী বলিল, “আয়তলোচনা, যাঁহার ভয়ে সূর্য তাপ দেন না, বায়ু প্রবাহিত হন না, তুমি তাঁহার বশীভূত হইতেছ না কেন? ভামিনী, যাঁহার ভয়ে বৃক্ষেরা পুষ্পবর্ষণ করে, যাঁহার ইচ্ছায় পর্বত ও মেঘেরা বারিবর্ষণ করে, তুমি কেন সেই রাজরাজ রাবণের ভার্যা হইতে চাও না? দেবী, আমি তোমাকে ভাল কথা বলিতেছি, তুমি আমার কথা রাখ, নতুবা তুমি বাঁচিতে পারিবে না।”

তারপর সেই রাক্ষসীরা আবার সীতাকে বলিল, “সীতা, তুমি রাক্ষসপতির বহুমূল্য শয্যাদিতে সুসজ্জিত মনোহর অন্তঃপুরে বাস করিতে অনিচ্ছুক কেন? মানবী, তুমি মানবের ভার্যা হওয়াই গৌরবের মনে করিতেছ, কিন্তু তুমি রাম হইতে মন ফিরাও, তোমার তাহার সহিত পুনর্মিলনের বাসনা কখনই পূর্ণ হইবে না। তুমি মানুষী বলিয়াই মানুষ রাম রাজ্যভ্রষ্ট, ভগ্নমনোরথ ও দীন হইলেও তাহাকেই কামনা করিতেছ। যিনি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য ভোগ করিতেছেন, তুমি সেই রাক্ষসরাজ রাবণকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া সুখে বিহার কর।”

সীতা সেই রাক্ষসীদের কথা শুনিয়া সজলনয়নে বলিলেন, “তোমরা আমাকে যে লোকনিন্দিত পাপকথা বলিতেছ, তাহা কিছুতেই আমার মনে স্থান পাইবে না। মানুষী রাক্ষসের ভার্যা

হইতে পারে না। ইচ্ছা হইলে তোমরা আমাকে খাইয়া ফেল, কিন্তু আমি তোমাদের কথামত কাজ করিতে পারিব না। আমার পতি রাম দীন বা রাজ্যহীন হইলেও তিনিই আমার গুরু (পূজনীয়)। সুবর্চলা যেমন সূর্যের, সেইরূপ আমি রামের নিত্য অনুরাগিণী। শচী যেমন ইন্দ্রের, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের, রোহিণী যেমন চন্দ্রের, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের, সুকন্যা যেমন চ্যবনের, সাবিত্রী যেমন সত্যবানের, শ্রীমতী যেমন কপিলের, মদয়ন্তী যেমন সৌদাসের, কেশিনী যেমন সগরের ও দময়ন্তী যেমন নলের অনুব্রতা, আমিও তেমনি আমার পতি রামের অনুব্রতা।"

ইহা শুনিয়া রাক্ষসীরা ক্রোধে অধীর হইল এবং সীতাকে খুব ভৎ র্সনা করিতে লাগিল। হনুমান বৃক্ষে লুক্কায়িত থাকিয়া সেই তিরস্কার শুনিতে লাগিলেন। রাক্ষসীরা কম্পিতকলেবরা সীতার নিকটে যাইয়া, তাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া তাহাদের প্রলম্বিত ওষ্ঠ বারবার লেহন করিতে লাগিল এবং পরশু হস্তে লইয়া বলিতে লাগিল, "এ রাক্ষসাধিপতি রাবণকে স্বামীরূপে পাইবার যোগ্যা নয়।"

সীতা এইরূপে ভৎ র্সিতা হইয়া, চোখের জল মুছিতে মুছিতে শিংশপা বৃক্ষের (শিশু গাছের) নিকটে আসিয়া শোকাকুল মনে সেখানে বসিলেন। রাক্ষসীরা আবার তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিল। বিনতা নামে এক ভীষণদর্শনা অতিনিম্নোদরী রাক্ষসী বলিল, "সুশীলা সীতা, তুমি এ পর্যন্ত যথেষ্ট পতিপ্রেম দেখাইয়াছ, কিন্তু সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। তোমার কুশল হউক, মানুষের যাহা করা উচিত তাহা তুমি করিয়াছ এবং আমিও তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়াছি। মৈথিলী, এখন আমি তোমাকে

একটি হিতকথা বলিতেছি, তুমি আমার সে কথা রাখ। তুমি ইন্দ্রের ন্যায় বিক্রমশালী, সকল রাক্ষসের অধীশ্বর রাবণকে পতিরূপে ভজনা কর। তুমি দীন মনুষ্য রামকে ত্যাগ করিয়া দয়াশীল, ত্যাগশীল, প্রিয়ভাষী রাবণকে আশ্রয় কর। বৈদেহী, তুমি আজ হইতে দিব্য অঙ্গরাগ ও দিব্য অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সর্বলোকেশ্বরী হও। তুমি দুঃস্থ ও গতায়ু রামকে লইয়া কি করিবে? তুমি আমার কথা না শুনিলে আমরা সকলে মিলিয়া এই মুহূর্তেই তোমাকে খাইয়া ফেলিব।”

পরে লম্বিতস্তনী বিকটা ক্রোধভরে মুষ্টি উত্তোলন করিয়া তর্জন করিতে করিতে বলিল, “জানকী, তোমার নিতান্ত দুর্মতি হইয়াছে। আমরা দয়া করিয়া তোমার বহু অন্যায় কথা সহ্য করিয়াছি। কিন্তু আমরা তোমাকে যে কুলোচিত হিতকথা বলিলাম, তুমি তদনুযায়ী কাজ না করিলে তোমার হিত হইবে না। তুমি দুর্গম সমুদ্রের পরপারে আনীত হইয়াছ, রাবণের গৃহে অবরুদ্ধা রহিয়াছ এবং আমাদের দ্বারা অভিরক্ষিত হইতেছ; সুতরাং স্বয়ং ইন্দ্রও তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। তুমি আমার হিতকথা মানিয়া চল। কাঁদিলে কিছু হইবে না। বৃথা শোক ও নিয়ত দুঃখ দূর করিয়া রাক্ষসরাজের প্রতি প্রীতিমতী ও প্রফুল্ল হও এবং তাঁহার সহিত পরম সুখে বিহার কর। স্ত্রীলোকের যৌবন অস্থায়ী, সুতরাং যতদিন তাহা আছে, ততদিন তুমি সুখভোগ করিয়া লও। সুন্দরী, তুমি সকল রাক্ষসের অধীশ্বর রাবণকে পতিরূপে ভজনা কর, তাহা হইলে অসংখ্য রমণী তোমার অধীনে থাকিবে। তুমি ঠিক আমার কথামত কাজ না করিলে আমি তোমার হৃৎপিণ্ড উপড়াইয়া খাইব।”

তারপর চণ্ডোদরী তাহার প্রকাণ্ড শূল ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, "আমি গর্ভবতী। রক্ষেশ্বর রাবণের ভয়ে কম্পিতস্তনী মৃগশিশুনয়না এই নারীকে দেখা অবধি আমার বড় সাধ যে, আমি ইহার যকৃত প্লীহা বক্ষ হৃৎপিণ্ড অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মস্তকাদি খাই।"

প্রঘসা বলিল, "আমি এই নিষ্ঠুরার গলা টিপিয়া মারিব। তারপর তোমরা গিয়া রাজাকে বল যে মানুষীটা মরিয়া গিয়াছে। তখন তিনি নিশ্চয়ই ইহাকে খাইয়া ফেলিতে বলিবেন।"

অজামুখী বলিল, "ইহার সহিত বিবাদ আমার ভাল লাগিতেছে না, ইহাকে হত্যা করিয়া ইহার মাংস সমান ভাগে ভাগ করিয়া লও। আর তাড়াতাড়ি মদ ও প্রচুর মাল্যাদি লইয়া আইস।"

শূর্পণখা * বলিল, "অজামুখী যাহা বলিয়াছে, আমারও তাহাই ভাল লাগিতেছে। এখন শীঘ্র সর্বসন্তাপবিনাশিনী সুরা লইয়া আইস; আমরা নরমাংস খাইয়া, নিকুম্ভিলার† সম্মুখে গিয়া নাচিব।"

সীতা রাক্ষসীদের এই সকল কথা শুনিয়া অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে তিনি বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বিলাপ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "মানুষী রাক্ষসের ভার্যা হইতে পারে না। ইচ্ছা হইলে তোমরা আমাকে খাইয়া ফেল, আমি তোমাদের কথা রাখিতে পারিব না। (২৫ সর্গ)

আমি যখন রাম বিহনে নিদারুণ কষ্টে আছি, তখন আমার আর জীবনে কাজ কি? ধনরত্ন ও অলঙ্কারেই বা কি দরকার?

---

* রাবণের ভগ্নী নয়—অন্য একজন। (রা-তিলক)

† লঙ্কার পশ্চিমভাগস্থিতা ভদ্রকালী। (রা-তিলক, রা-শিরোমণি, গোবিন্দরাজ)। তাঁহার নাম হইতে তাঁহার অধিষ্ঠানের স্থানও ঐ নামে বিখ্যাত।

তোমরা আমাকে ছিন্নভিন্ন, বিদীর্ণ, অগ্নিতে তাপিত বা ভস্মীভূত করিলেও আমি রাবণের সহিত বাস করিব না। আমি যে এখানে অবরুদ্ধা আছি, বোধ হয় রাম ইহা জানিতে পারেন নাই—নতুবা তিনি কখনই এই অপমান সহ্য করিতেন না। তিনি ইহা জানিতে পারিলেই শরজালে লঙ্কানগরী বিধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। নীচ রাবণের কীর্তি ও নাম বিলুপ্ত করিবেন। তখন গৃহে গৃহে অনাথা রাক্ষসীরা আমার ন্যায় রোদন করিবে। শীঘ্রই আমার এই বাসনা পূর্ণ হইবে। আর রাম আমাকে অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার না করিলে আমি প্রাণত্যাগ করিব।" (২৬ সর্গ)

সীতার এই কথা শুনিয়া রাক্ষসীরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইল। কেহ কেহ সকল কথা রাবণকে জানাইবার জন্য তাঁহার নিকটে গেল। অন্যান্য সকলে বলিল, "সীতা, আজ এখনই রাক্ষসীরা পরম সুখে তোমার মাংস খাইবে।"

ইতিমধ্যে ত্রিজটা নামে এক বৃদ্ধা রাক্ষসী নিদ্রা হইতে জাগরিতা হইয়া সেখানে আসিল এবং আর আর রাক্ষসীদের সীতাকে ভয় প্রদর্শন করিতে দেখিয়া বলিল, "তোমরা সীতাকে না খাইয়া নিজেদের* খাও। আমি আজ ভোরে রাক্ষসদের বিনাশ ও সীতাপতি রামের বিজয়সূচক এক দারুণ লোমহর্ষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি।" ইহা শুনিয়া রাক্ষসীরা ভীতা হইয়া সেই স্বপ্নের বিবরণ জানিতে চাহিল। তখন ত্রিজটা বলিতে লাগিল, "আমি দেখিলাম, রাম শুক্ল বসন পরিধান ও শ্বেতমাল্য ধারণ করিয়া গজদন্তনির্মিত সহস্র অশ্ব-যোজিত আকাশগামী দিব্যরথে লক্ষ্মণের সহিত আরোহণ করিয়া চলিয়াছেন আর শুভ্রবসনা সীতা সাগরবেষ্টিত শ্বেত-পর্বতে বসিয়া

* আত্মানং (মূল)—স্বশরীরং (রা-তিলক, রা-শিরোমণি)

আছেন। তিনি সেখানে রামের সহিত মিলিত হইলেন। আবার দেখিলাম, রামলক্ষ্মণ এক চতুর্দন্ত পর্বতাকার মহাগজে চড়িয়া শোভা পাইতেছেন। তাঁহারা শ্বেত মাল্য ও শ্বেত বসন পরিয়া এবং স্বতেজে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিশালী হইয়া জানকীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি রামের ক্রোড়ে আসিলেন, কিন্তু তখনই সেখান হইতে উঠিয়া, হস্তীর স্কন্ধে বসিয়া দুই হাতে চন্দ্রসূর্যকে স্পর্শ করিলেন। পরে সেই গজবর রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে পৃষ্ঠে লইয়া লঙ্কার উপরে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তারপর দেখিলাম, শুক্লমাল্য ও শুক্ল-বসনধারী রাম লক্ষ্মণের সহিত পাণ্ডুরবর্ণ-অষ্ট-বৃষ-যোজিত রথে আসিলেন। আবার দেখিলাম, পুরুষোত্তম রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত সূর্যসন্নিভ দিব্য পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিয়া উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন। * আমি রাবণকেও স্বপ্নে দেখিলাম। দেখিলাম, তিনি মুণ্ডিতমস্তক, তৈলাক্তদেহ ও রক্তবসন-পরিহিত হইয়া তৈলপানে মত্ত হইয়াছেন। পরে দেখিলাম, মুণ্ডিতমস্তক কৃষ্ণবসন-পরিহিত রাবণ করবীফুলের মালায় সজ্জিত পুষ্পকরথ হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন এবং স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। আবার দেখিলাম, রাবণ রক্তমাল্য ও রক্ত অনুলেপনে ভূষিত হইয়া গর্দভ-যোজিত রথে চড়িলেন এবং পরে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত ও অধীর হইয়া

---

* 'আরোহণং গোবৃষকুঞ্জরাণাং প্রাসাদশৈলাগ্রবনস্পতীনাম্। ধ্রুবমর্থ-লাভদম্' ইতি (রা-তিলক, উদ্ধৃত)।

'আরোহণং গোবৃষকুঞ্জরাণাং প্রাসাদশৈলাগ্রবনস্পতীনাম্।
বিষ্ঠানুলেপো রুদিতং মৃতং চ স্বপ্নেষ্বগম্যাগমনং চ ধন্যম্॥ (গোবিন্দরাজ)
'আদিত্যমণ্ডলং বাপি চন্দ্রমণ্ডলমেব বা।
স্বপ্নে গৃহ্লাতি হস্তাভ্যাং মহদ্রাজ্যং সমাপ্নুয়াৎ॥' (রা-তিলক)

তৈলপান, হাস্য ও নৃত্য করিতে করিতে গর্দভ-আরোহণে দ্রুত দক্ষিণ দিকে চলিলেন। তারপর দেখিলাম, তিনি ভয়ে অভিভূত হইয়া অধোমুখে ভূমিতে পড়িয়া গিয়া তখনই আবার উঠিলেন। পরে তিনি উন্মত্তবৎ ও উলঙ্গ হইয়া নানারূপ কুকথা বলিতে বলিতে দুর্গন্ধময়, দুঃসহ, ঘোর অন্ধকার, নরকতুল্য মলপঙ্কে নিমজ্জিত হইলেন এবং সেখান হইতে উঠিয়া দক্ষিণদিকে এক অকর্দম (শুষ্ক) * হ্রদে গেলেন। রক্তবসনা, কৃষ্ণবর্ণা, কর্দমলিপ্তাঙ্গী একজন নারী আসিয়া দশাননের গলায় দড়ি বাঁধিয়া, তাঁহাকে দক্ষিণদিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। পরে দেখিলাম, কুম্ভকর্ণ ও রাবণের পুত্রেরা মুণ্ডিতমস্তক হইয়া তৈলাক্তদেহে রহিয়াছেন। আর রাবণ বরাহে, ইন্দ্রজিৎ শিশুমারে † ও কুম্ভকর্ণ উষ্ট্রে চড়িয়া দক্ষিণদিকে চলিয়াছেন, কিন্তু বিভীষণের মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র, তিনি চারিজন সচিবের সহিত আকাশে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে মহাসভায় গীতবাদ্য হইতেছে। পরে দেখিলাম, এই রমণীয় লঙ্কাপুরীর দ্বার ও তোরণগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং ইহা হস্তী, অশ্ব ও রথাদির সহিত সাগরে পতিত হইল। আবার দেখিলাম, লঙ্কা ভস্মাবশিষ্ট হইয়াছে, রাক্ষসীরা তৈলপানে প্রমত্ত হইয়া অট্টহাসি হাসিতেছে এবং কুম্ভকর্ণাদি রাক্ষসপ্রধানেরা কুৎসিত রক্তবসন পরিয়া গোময়হ্রদে প্রবেশ করিতেছেন। রাক্ষসীগণ, এখান হইতে পালাও, দেখিবে রাম সীতাকে পাইবেন। তোমরা যে তাঁহার প্রিয়া ভার্যাকে ভৎর্সনা ও তর্জন করিয়াছ, ইহা তিনি সহ্য করিবেন না। তিনি তোমা-দিগকে ও রাক্ষসগণকে বধ করিবেন। আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি,

---

* অকর্দমং (মূল)—জল ও কর্দমশূন্য (রা-তিলক. রা-শিরোমণি)

† শুশুক।

তাহা হইতে বোধ হইতেছে যে, শীঘ্রই সীতার অভীষ্টসিদ্ধি, রামের বিজয়লাভ ও রাক্ষসরাজের বিনাশ দেখিতে পাইব। সুতরাং তোমরা ইঁহার নিকট ক্ষমা চাও এবং প্রণিপাত (দণ্ডবৎ প্রণাম) করিয়া ইঁহাকে প্রসন্ন কর, ইনি তোমাদিগকে মহাভয় হইতে রক্ষা করিবেন। দেখ, ইঁহার পদ্মপলাশতুল্য আয়ত বামচক্ষু স্ফুরিত, বামবাহু হঠাৎ রোমাঞ্চিত ও কম্পিত এবং বাম উরু স্পন্দিত হইয়া যেন রামের উপস্থিতি ঘোষণা করিতেছে। আর পক্ষীরা তাহাদের বৃক্ষশাখাস্থিত নীড়ে থাকিয়া বারবার শান্ত-মধুরস্বরে ডাকিয়া যেন অতিশয় হৃষ্টমনে রামের শুভাগমনের সঙ্কেত করিতেছে।”

ইহা শুনিয়া লজ্জাশীলা সীতা সানন্দে বলিলেন, “ত্রিজটা, তোমার কথা সত্য হইলে আমি অবশ্য তোমাদিগকে রক্ষা করিব।” (২৭ সর্গ)

তারপর সীতা রামকে স্মরণ করিয়া নানারূপ বিলাপ করিতে করিতে বিশুষ্কমুখে ও কম্পিত-কলেবরে শিশুগাছের অতি নিকটে আসিলেন। তাঁহার অন্তরে শোকানল অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি বহুক্ষণ নানারূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার বেণী হস্তে লইলেন এবং স্থির করিলেন যে শীঘ্রই বেণীগ্রথনে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবেন। পরে তিনি বৃক্ষের একটি শাখা ধারণ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও নিজের কুলমর্যাদার বিষয়ে গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন ভাবী শুভসূচক বহু সুলক্ষণ প্রকাশিত হইয়া তাঁহার শোকনাশ ও ধৈর্য-সম্পাদন করিল। (২৮ সর্গ)

ক্রমে তাঁহার মুখমণ্ডল রাহুবিমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার শোক, অবসাদ ও মনস্তাপ বিদূরিত হইল। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া শুক্লপক্ষের চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল রাত্রির ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। (২৯ সর্গ)

৭

সীতা ও হনুমান

হনুমান শিশুগাছে লুকাইয়া থাকিয়া সকলই দেখিলেন ও শুনিলেন। সীতাকে দেখিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "সহস্র সহস্র বানর যাঁহাকে সকল দিকে অন্বেষণ করিতেছে, আমি সেই সীতার দেখা পাইলাম। আমি এই লঙ্কানগরীও ভাল করিয়া দেখিয়াছি। এখন আমার সীতাকে আশ্বাস দেওয়া কর্তব্য। তাঁহাকে আশ্বাস না দিয়া চলিয়া গেলে দোষের হইবে। আর সীতা হয়ত তাঁহার উদ্ধারের উপায় না দেখিয়া প্রাণত্যাগও করিতে পারেন। সুতরাং ইঁহাকে ভরসা দিতে হইবে। কিন্তু রাক্ষসীদের সম্মুখে সীতার সহিত কথা বলা উচিত নয়। তবে কেমন করিয়া এ কাজ করিব? রাক্ষসীরা যখন অমনোযোগী হইবে তখন আমি অল্পে অল্পে সীতাকে আশ্বাস দিব। আমি বানর এবং এখন অতি ক্ষুদ্রকায় হইলেও বিশুদ্ধ মানুষী ভাষায়* কথা বলিব। আমি দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণের) ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিলে সীতা আমাকে কামরূপী রাবণ মনে করিয়া ভয়ে আর্তনাদ করিবেন। তাহা শুনিয়া রাক্ষসীরা তখনই নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ছুটিয়া আসিবে এবং সকল দিক অনুসন্ধান করিয়া আমাকে দেখিতে পাইলেই ধরিতে ও বধ করিতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং আমি তখন স্বমূর্তি ধরিয়া বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা-স্কন্ধে লম্ফ প্রদান করিতে

---

* মানুষীমিহ সংস্কৃতাম্ (মূল)।

সংস্কৃতাং—ব্যাকরণসংস্কারবতীম্ (রা-তিলক)। ব্যাকরণ-দোষবিহীন বিশুদ্ধ ভাষা।

মানুষীভাষা—কোশল দেশের ভাষা। (গোঃ)।

থাকিব। তখন রাক্ষসীরা যারপরনাই ভীতা হইয়া রাক্ষসরাজের গৃহ-রক্ষায় নিযুক্ত সশস্ত্র রাক্ষসদিগকে ডাকিয়া আনিবে। তাহাদের দ্বারা চারিদিকে অবরুদ্ধ হইয়া আমি যদি যুদ্ধে তাহাদিগকে বিনাশ করি তাহা হইলে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িব এবং মহাসাগরের পরপারে যাইতে পারিব না। আর তাহারা যদি আমাকে বন্দী করে তবে সীতাও আমার এখানে আসিবার কারণ কিছুই জানিতে পারিবেন না এবং আমিও অনর্থক বন্দী হইব। রাক্ষসেরা অতিশয় হিংসাপরায়ণ, তাহারা জানকীকে মারিয়া ফেলিতেও পারে। তাহা হইলে রাম ও সুগ্রীবের সকল কার্য ব্যর্থ হইবে। আর যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, আমি যদি যুদ্ধে রাক্ষসদের দ্বারা ধৃত বা বিনষ্ট হই তবে অন্য কেহ যে এই শতযোজনবিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া রামের কার্যসাধনে সহায়তা করিবে, এমনও কাহাকে দেখিতেছি না। সীতার সহিত কথা বলিলে এই সকল বিপদ ঘটিতে পারে, আর কথা না বলিলেও তিনি শোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। সুতরাং যাহাতে কার্য নষ্ট না হয় এবং জানকী নির্ভয়ে আমার কথা শোনেন, তাহাই করিতে হইবে।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া হনুমান, তাঁহার কথা কেবল সীতা শুনিতে পান এইরূপ দূরে থাকিয়া, মধুরবচনে সীতার ও রামের পূর্ববৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন এবং তিনি যে রামের আদেশে সীতার অন্বেষণের জন্য লঙ্কায় আসিয়াছেন তাহাও জানাইলেন।

সীতা সেই সকল কথা শুনিয়া পরম বিস্মিতা হইলেন। তিনি তাঁহার কেশাচ্ছাদিত মুখ তুলিয়া উপরের দিকে তাকাইলেন। সকল দিকে দেখিতে দেখিতে তিনি সভয়ে দেখিলেন, হনুমান শ্বেতবসন পরিয়া গাছের শাখায় প্রচ্ছন্নভাবে বসিয়া আছেন।

হনুমানকে ছদ্মবেশী রাবণ ভাবিয়া সীতা অত্যন্ত ভীতা হইলেন। তাহা দেখিয়া হনুমান দূর হইতেই সীতাকে প্রণাম করিলেন। পরে তিনি সীতার আরও নিকটে আসিলেন এবং করজোড়ে ও মধুরবচনে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "দেবী, আমি রাবণ বা তাহার চর নই। আমি রামের দূত, তাঁহার আদেশে তোমার কাছে আসিয়াছি, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। রাম কুশলে আছেন। তিনি তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।"

তখন সীতা কিছু আশ্বস্ত হইয়া রাম-লক্ষ্মণের বিষয়ে হনুমানকে নানা প্রশ্ন করিলেন। হনুমান তাহার উত্তর দিয়া সীতাকে রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখাইলেন। সীতা সেই অঙ্গুরী লইয়া দেখিতে লাগিলেন। আনন্দে তাঁহার মুখ রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি হনুমানের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "কপিবর, তুমি শতযোজন সমুদ্র গোষ্পদের ন্যায় পার হইয়াছ, তোমার বিক্রম প্রশংসার যোগ্য। তুমি যখন সমুদ্র দেখিয়া ভয় পাও নাই এবং রাবণের ভয়ে বিচলিত হও নাই তখন তোমাকে সামান্য বানর বলিয়া মনে করি না। বানরশ্রেষ্ঠ, রাম যখন তোমাকে পাঠাইয়াছেন, তখন আমার সহিত তোমার আলাপে কোন বাধা নাই। আচ্ছা, যদি রাম কুশলে আছেন তবে তিনি কেন আমার জন্য প্রলয়াগ্নির ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া সাগরমেখলা ধরাকে দগ্ধ করিতেছেন না? আমি দূরে রহিয়াছি বলিয়া রাম আমার প্রতি স্নেহহীন হন নাই তো? তিনি আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন তো? তাঁহার অমোঘ আঘাতে আমি শীঘ্র রাবণকে সবান্ধবে নিহত হইতে দেখিব তো? জল বিহনে পদ্ম যেমন সূর্যের তাপে শুকায়, সেইরূপ রামের হেমবর্ণ পদ্মগন্ধি মুখ কি আমার শোকে শুকাইয়াছে? যিনি ধর্মরক্ষার জন্য

নিজের রাজ্য ত্যাগ করিয়া এবং আমাকে লইয়া পদব্রজে বনে আসিয়াও ব্যথিত, ভীত বা শোকাকুল হন নাই, তিনি এখন ধৈর্য ধারণ করিয়া আছেন তো? দূত, তিনি আমাকে মাতা, পিতা ও অন্যান্য সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসেন। যে-পর্যন্ত আমি প্রিয় রামের সংবাদ শুনিতে পাইব কেবল সে-পর্যন্তই আমি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি।"—সীতাদেবী এইরূপ বলিয়া পুনরায় রামের বিষয়ে সুমধুর কথা শুনিবার জন্য বিরত হইলেন।

তখন হনুমান তাঁহার যুক্তকর কপালে স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেবী, তুমি যে এখানে আছ, তাহা জানেন না বলিয়াই রাম তোমাকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। আমার কাছে তোমার সংবাদ শুনিয়া তিনি শীঘ্রই সুবৃহৎ বাহিনী লইয়া এখানে আসিবেন এবং লঙ্কাপুরী রাক্ষসহীন করিবেন। দেবী, রাম তোমার অদর্শনে শোকাকুল হইয়া সিংহনিপীড়িত হস্তীর ন্যায় সুখলাভ করিতে পারিতেছেন না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি শীঘ্রই প্রস্রবণ-গিরিতে রামের পূর্ণচন্দ্রতুল্য বদন দেখিতে পাইবে। রাম মাংস-ভোজন বা সুরাপান করেন না, সায়াহ্নে শুধু বন্য ফলমূলাদি আহার করিয়া থাকেন। নিয়ত তোমার চিন্তায় মগ্ন ও শোকাভিভূত থাকায় তিনি মশক, কীট ও সরীসৃপের দংশনও অনুভব করেন না। তিনি একরূপ নিদ্রা যান না, কখনও নিদ্রা গেলে, তখনই 'সীতা' বলিয়া জাগিয়া উঠেন। স্ত্রীজনমনোহর ফল, পুষ্প বা অন্য কিছু দেখিলেই তিনি বারবার 'হা প্রিয়া' বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া থাকেন। সেই মহাত্মা তোমাকে লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।" ইহা শুনিয়া সীতা যুগপৎ হর্ষশোকান্বিতা হইয়া শারদীয়া রজনীর মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইলেন। (৩৬ সর্গ)

তিনি বলিলেন, "কপিবর, তোমার কথা বিষমিশ্রিত অমৃতের ন্যায়। রাম যে আমার প্রতি অনন্যমনা এই সংবাদ অমৃততুল্য, আর তাঁহার শোকাকুল হওয়ার সংবাদ বিষবৎ। রাবণ আমাকে এক বৎসর সময় দিয়াছে, তাহার পর সে আমাকে বধ করিবে। এখন সেই বৎসরের দশম মাস, আমি আর দুই মাস মাত্র বাঁচিব। সুতরাং তুমি রামকে তাড়াতাড়ি করিতে বলিবে। রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ আমাকে রামের নিকট ফিরাইয়া দিবার জন্য রাবণকে খুব অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু সে-কথা রাবণ গ্রাহ্য করে নাই। বিভীষণের জ্যেষ্ঠা কন্যা কলা তাহার মাতার আদেশে আমাকে এই সংবাদ দিয়া গিয়াছে।"

হনুমান বলিলেন, "দেবী, আমার কাছে তোমার খবর পাইলেই রাম বিশাল বানরবাহিনী লইয়া এখানে আসিবেন। অথবা আমি এখনই তোমাকে উদ্ধার করিতে পারি—তুমি আমার পিঠে চড়িলে তোমাকে লইয়া আমি স্বচ্ছন্দে সাগর পার হইব। মৈথিলী, অগ্নি যেমন হোমের হবি লইয়া ইন্দ্রকে দেন, আমিও তেমনি তোমাকে লইয়া গিয়া প্রস্রবণগিরিস্থিত রামকে সমর্পণ করিব।* শোভনা, রোহিণী যেমন চন্দ্রের সহিত মিলিত হন, সেইরূপ রামের সহিত মিলিত হইতে চাহিলে, তুমি ঔদাসীন্য না করিয়া আমার পিঠে চড়।"

সীতা হনুমানের কথায় পুলকিত ও বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "হনুমান, তুমি ক্ষুদ্রকায় বানর হইয়া কিরূপে আমাকে এত দূরপথ লইয়া যাইতে সাহস করিতেছ? ইহাতেই তোমার বানরত্ব বুঝিতে পারিতেছি।"

---

* অহং প্রস্রবণস্থায় রাঘবায়াদ্য মৈথিলি।
প্রাপয়িষ্যামি শক্রায় হব্যং হুতমিবানলঃ॥

সীতার এই কথাকে হনুমান নিজের জীবনে প্রথম পরাভব* বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পরে তিনি ভাবিলেন, "সীতা আমার বল-বিক্রমের কথা কিছুই জানেন না, সুতরাং আমি ইচ্ছা করিলে যে কিরূপ আকার ধারণ করিতে পারি, তাহা তিনি দেখুন।" এই ভাবিয়া হনুমান সীতার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য গাছ হইতে নামিয়া, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বর্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে হনুমান মেরুমন্দর পর্বতের তুল্য বিশাল আকার ধারণ করিয়া প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় জ্বলিতে থাকিলেন। তখন তিনি সীতাকে বলিলেন, "দেবী পর্বত বন প্রাসাদ প্রাকার ও তোরণ-সহ এই লঙ্কানগরী এবং ইহার অধীশ্বর রাবণকে লইয়া যাইবার শক্তি আমার আছে ; তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিও না। তুমি আমার সহিত যাইয়া রাম-লক্ষ্মণের শোক দূর কর।"

সীতা বলিলেন, "মহাকপি, তোমার সে শক্তিসামর্থ্য আছে তাহা বুঝিতেছি। কিন্তু অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করা কর্তব্য। তোমার গমনের বেগে আমি মূর্ছিত হইতে পারি। তখন আমি তোমার পিঠ হইতে সমুদ্রে পড়িয়া গেলে, তিমি কুমীর ইত্যাদিতে আমাকে খাইয়া ফেলিবে। আর তুমি আমাকে লইয়া গেলে, রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই তোমার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তোমাকে আক্রমণ করিবে। রাক্ষসেরা যখন সংখ্যায় বহু এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, আর তুমি একক নিরস্ত্র ও শূন্যে অবস্থিত, তখন তুমি কেমন করিয়া যাইবে এবং আমাকেই বা কিরূপে রক্ষা করিবে ? তুমি যখন সেই রাক্ষসদের

* নবং পরিভবং (মূল)। নবং—প্রথমং (রা-শিরোমণি)। তিনি ইতিপূর্বে কোথাও পরাভূত হন তাই, আজ সীতার নিকটে প্রথম পরাভূত হইলেন—এইরূপ মনে করিলেন।

সহিত যুদ্ধ করিবে, তখন আমি হয়তো ভয়াকুল হইয়া তোমার পিঠ হইতে পড়িয়া যাইব। যুদ্ধে জয়পরাজয়ের কথাও বলা যায় না। যুদ্ধে তোমার পরাজয় হইলে, আমার উদ্ধারের জন্য তোমার সকল শ্রম নিষ্ফল হইবে। আর তুমি রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া আমাকে উদ্ধার করিতে পারিলেও, রাম স্বয়ং তাহা করিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার যশোহানি হইবে। সুতরাং তোমার সহিত রাম নিজে এখানে আসিলেই সকল কাজ সিদ্ধ হইবে। স্বামী ছাড়া আমি অন্য কোন পুরুষকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি না, সেজন্য আমি তোমার সহিত যাইতে পারিতেছি না। আমাকে অরক্ষিত ও বিহ্বল অবস্থায় পাইয়াই রাবণ আমার দেহ স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল। যাহা হউক, রাম যদি এখানে আসিয়া রাবণ ও অন্যান্য রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া আমাকে লইয়া যান, তবেই তাঁহার যোগ্য কাজ করা হইবে। সুতরাং তুমি রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব প্রভৃতিকে শীঘ্র এখানে লইয়া আইস। তাহা হইলেই আমি সুখী হইব।" (৩৭ সর্গ)

হনুমান সীতার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "দেবী, তুমি তোমার যোগ্য যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছ। আমি নিজের শক্তির বিষয় জানি বলিয়াই আজই তোমাকে রামের নিকটে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম। তুমি যদি আমার সহিত যাইতে না চাও, তবে রাম যাহাতে বুঝিতে পারেন আমাকে এমন কোন অভিজ্ঞান (নিদর্শন) দাও।"

সীতা হনুমানের নিকটে অভিজ্ঞানের কথা শুনিয়া বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি যখন চিত্রকূট-পর্বতের ঈশান (উত্তর-পূর্ব) কোণে মন্দাকিনী নদী হইতে দূরে সিদ্ধাশ্রমে বাস করিতেছিলাম, তখন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞানস্বরূপ

সেই ঘটনার কথা বলিতেছি, তুমি আমার প্রিয় পতিকে তাহা বলিও।—সেখানে একদিন নানা কুসুমে সুরভিত উপবনে জল-বিহার করিয়া আমরা জলসিক্তদেহে বিশ্রাম করিতেছিলাম। এমন সময়ে একটি কাক মাংসলোলুপ হইয়া চঞ্চুর দ্বারা আমার স্তনমধ্যে আঘাত করিতে লাগিল। আমি ঢিল তুলিয়া উহাকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেও সে আমাকে আঘাত করিতে বিরত হইল না। তখন আমি তাহার উপর রুষ্ট হইয়া, বস্ত্রের গ্রন্থি দৃঢ় করিবার জন্য মেখলা (কটিসূত্র) আকর্ষণ করিতেই উহা স্খলিত হইল। তখন রাম আমাকে উপহাস করিলে, আমি অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া বহুক্ষণ নিদ্রা গেলাম। পরে তিনি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা গেলেন। ইতিমধ্যে সেই কাক আবার আসিয়া আমার স্তন ক্ষতবিক্ষত করিল। তাহা হইতে রামের শরীরে রক্তবিন্দু পতিত হওয়ায় তিনি জাগরিত হইলেন। আমাকে ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া তিনি মহাক্রুদ্ধ হইলেন এবং সেই কাকের উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণের আঘাতে কাকের দক্ষিণ চক্ষু বিনষ্ট হইল। কাক সেখান হইতে চলিয়া গেল। দূত, রাম যাহার নাথ, সেই আমি আজ অনাথার ন্যায় রহিয়াছি। তাঁহাকে আমার প্রতি কৃপা করিতে বলিবে। আমার জন্য যদি তাঁহার কিছুমাত্র ব্যাকুলতা থাকে, তবে তিনি তীক্ষ্ণ শরবর্ষণে রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতেছেন না কেন ? আর শত্রুপীড়ক মহাবল লক্ষ্মণই বা কেন ভ্রাতার অনুমতি লইয়া আমাকে উদ্ধার করিতেছেন না ? যিনি মাল্যাদি নানারূপ ভূষণ, সকল প্রকার রত্ন, প্রিয়া বরাঙ্গনা, দুর্লভ ঐশ্বর্য ও মাতাপিতাকে ত্যাগ করিয়া রামের সহিত

আসিয়াছেন, সুমিত্রা যাঁহাকে পুত্ররূপে পাইয়া সুসন্তানবতী হইয়াছেন, যে ধর্মাত্মা ভ্রাতৃভক্তির বশে পরম সুখভোগ ছাড়িয়া বনে বনে ঘুরিয়া ভ্রাতার সেবা করিতেছেন, যিনি সিংহস্কন্ধ মহাবাহু মনস্বী ও প্রিয়দর্শন, যিনি রামকে পিতার ন্যায় ও আমাকে মাতার ন্যায় সম্মান করেন, যে বীর লক্ষ্মণ আমার অপহরণের বিষয় আগে বুঝিতে পারেন নাই, যিনি বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া থাকেন, যিনি লক্ষ্মীবান, কর্মনিপুণ ও স্বল্পভাষী, যিনি রাজকুমার রামের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও আমার শ্বশুরের তুল্য গুণবান, যিনি আমার অপেক্ষাও রামের অধিকতর প্রিয়, যে বীর্যবান যে-কোন কাজের ভারবহনে সক্ষম, যাঁহার মুখ চাহিয়া রাম পিতৃবিয়োগের শোক ভুলিয়াছেন, তুমি আমার হইয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। বানরশ্রেষ্ঠ, রামের প্রিয়পাত্র, সদা শান্তপ্রকৃতি, পবিত্রস্বভাব ও কার্যকুশল লক্ষ্মণ যাহাতে আমার এই দুঃখ দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তুমি তাঁহাকে সেইভাবে বলিবে। আর তুমিই এই কার্যসিদ্ধির মূল ; যাহাতে ইহা সম্পন্ন হয়, তুমি তাহাই করিবে। তোমার উদ্যোগে রাম আমার উদ্ধারে যত্নবান হইবেন। তুমি তাঁহাকে বারবার বলিবে যে, আমি আর একমাস মাত্র বাঁচিয়া থাকিব। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তাহার পর আর আমি প্রাণ রাখিব না। সুতরাং রাম শীঘ্র আমাকে দুরাচার রাবণের হাত হইতে উদ্ধার করুন।”

তারপর সীতা বস্ত্রমধ্য হইতে একটি সুন্দর শিরোমণি বাহির করিয়া তাহা হনুমানকে দিয়া বলিলেন, “তুমি এই মণিটি অভিজ্ঞান-স্বরূপ রঘুনন্দনকে দিও, তিনি ইহা ভালরূপই চিনেন। ইহা দেখিলেই তিনি তোমার কথা বিশ্বাস করিবেন।”

হনুমান সেই মণি পাইয়া খুব খুশী হইলেন এবং নতমস্তকে সীতাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। তখন সীতা নয়নজলে বদন প্লাবিত করিয়া বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "হনুমান, মহাবাহু রাম যাহাতে শীঘ্র আমাকে এই দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করেন, তুমি তাহার ব্যবস্থা করিবে। তোমার পথ মঙ্গলময় হউক।" (৪০ সর্গ)

৮

হনুমান কর্তৃক অশোকবন নাশ ও রাক্ষসনিধন

সীতার কাছে বিদায় লইয়া হনুমান অশোকবন হইতে বাহির হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, "সীতার দেখা পাওয়ায় আমার প্রধান কাজ সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু অন্য কাজ কিছু বাকী আছে। যদি আমি শত্রুর ও নিজেদের যুদ্ধবলের তারতম্য বুঝিয়া বানর-রাজের নিকটে ফিরিতে পারি, তবেই প্রভুর আদেশ ঠিকমত পালন করা হইবে। আমি বলপ্রকাশ করিলেই রাবণ সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে আসিবেন। তখন আমি তাঁহার মনোভাব ও বল অনায়াসে বুঝিয়া এখান হইতে ফিরিব।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া হনুমান নন্দনকাননের ন্যায় মনোহর অশোকবন ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তাহার বৃক্ষাদি ভঙ্গের শব্দে ও পক্ষীদের কোলাহলে লঙ্কাবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অশোক-বনের রাক্ষসীরা নিদ্রাভঙ্গে ভগ্ন বন ও মহাবীর হনুমানকে দেখিয়া সীতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে? কোথা হইতে ও কেন এখানে আসিয়াছে? তোমার সঙ্গে কি আলাপ করিল?" সীতা বলিলেন, "কামরূপী রাক্ষসদের মায়া আমি কিরূপে বুঝিতে পারিব? তোমরাই

জান এ কে এবং কি কাজ করিতে এখানে আসিয়াছে। সাপই সাপের পা চিনিতে পারে। আমিও বড় ভয় পাইয়াছি।"*

সীতার কথা শুনিয়া রাক্ষসীরা কেহ কেহ দ্রুত সেখান হইতে পলায়ন করিল; কেহ কেহ বা সেখানে রহিল; কেহ বা রাবণকে সংবাদ দিতে গেল। সংবাদ পাইয়া রাবণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তখনই তিনি হনুমানকে শাসন করিবার জন্য বহু ভীমকায় মহাবল কিঙ্করকে আদেশ করিলেন। তাহারা সশস্ত্রে দ্রুত হনুমানের কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপর নানারূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। হনুমান তখন তোরণের উপর বসিয়া ছিলেন। কিঙ্করদিগকে দেখিয়া তিনি লাঙ্গুল আস্ফালন করিয়া মহানিনাদ করিলেন। তাঁহার লাঙ্গুলের শব্দে লঙ্কা ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তিনি তোরণের লৌহনির্মিত ভয়ানক পরিঘ (অর্গল) লইয়া তাহার আঘাতে কিঙ্করদিগকে বিনাশ করিলেন। সংবাদ পাইয়া রাবণ প্রহস্তের পুত্র জম্বুমালীকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। এদিকে হনুমান লম্ফপ্রদানে রাক্ষসগণের কুলদেবতার অত্যুচ্চ প্রাসাদের উপর উঠিয়া তাহা ভঙ্গ ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। প্রাসাদরক্ষক রাক্ষসেরা সেই সিংহনাদ শ্রবণে বাহিরে আসিয়া হনুমানকে চারিদিকে বেষ্টন করিল এবং তাঁহার উপর বিবিধ অস্ত্র ছুঁড়িতে লাগিল। ইহাতে কুপিত হইয়া হনুমান ভীষণ রূপ ধারণ করিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি

* এই অসত্য কথা বলায় সীতার কোন দোষ ঘটে নাই (সীতাকে কোনরূপ পাপের ভাগী হইতে হয় নাই), কারণ—

বিবাহকালে রতিসংপ্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে।
মিত্রস্য চার্থেপানৃতং বদেয়ুঃ পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥

(গোবিন্দরাজ উদ্ধৃত)

প্রাসাদের একটি স্বর্ণখচিত শতধার* স্তম্ভ তুলিয়া তাহা খুব জোরে ঘুরাইতে লাগিলেন। তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সেই প্রাসাদটি ভস্ম করিয়া ফেলিল।

তারপর মহাবল দুর্জয় জম্বুমালী তাঁহার অশ্বতর-(খচ্চর) বাহিত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিলেন। তিনি হনুমানকে সুতীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া হনুমান অতিবেগে পরিঘ ঘুরাইয়া জম্বুমালীর বুকে ছুঁড়িলেন। সেই পরিঘের আঘাতে জম্বুমালী তাঁহার রথ ও রথের বাহনসহ চূর্ণিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

এই সংবাদে রাবণ তাঁহার অতিবলবিক্রমশালী অমাত্যপুত্র-দিগকে যুদ্ধে যাইতে আদেশ করিলেন। সাতজন মন্ত্রিপুত্র যুদ্ধার্থ বিশালবাহিনী সঙ্গে লইয়া রাজভবন হইতে নির্গত হইলেন। কিন্তু তাঁহারাও হনুমানের হস্তে নিহত হইলেন। তারপর তিনি রাবণের প্রেরিত আরও পাঁচজন সেনাপতিকে সসৈন্যে বিনাশ করিলেন। তখন রাবণের আদেশে কুমার অক্ষ যুদ্ধে আসিয়া হনুমানের সহিত অদ্ভুত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত হনুমান অক্ষকেও সংহার করিলেন।

৯

ইন্দ্রজিতের হনুমানকে বন্ধন—রাবণের সভায় হনুমান—বিভীষণের রাবণকে হিতোপদেশ দান

অবশেষে রাবণের আজ্ঞায় তাঁহার পুত্র মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সত্বর রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিলেন। মহাবল হনুমান

* একশত পল-তোলা বা পলকাটা।

ও রাক্ষসরাজকুমার উভয়ে নির্ভয়ে বদ্ধবৈরী সুরপতি ও অসুরপতির ন্যায় পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। ইন্দ্রজিৎ হনুমানের উপর অজস্র বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু হনুমান সে সকলই ব্যর্থ করিয়া দিলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিলেন। এইরূপে আবদ্ধ হইয়া হনুমান মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন, "আমি পিতামহ ব্রহ্মা, বায়ু ও ইন্দ্রের দ্বারা সর্বদা রক্ষিত হইতেছি, সুতরাং অস্ত্রে বদ্ধ হইলেও আমার কোন ভয় নাই। বরং রাক্ষসেরা আমাকে রাবণের নিকট লইয়া গেলে ভালই হইবে, তাঁহার সহিত কথাবার্তার সুযোগ মিলিবে।" এই ভাবিয়া হনুমান নিশ্চেষ্টভাবে রহিলেন। তখন রাক্ষসেরা নানারূপ ভৎর্সনা করিতে করিতে হনুমানকে শন ও বল্কলের রজ্জুদ্বারা বাঁধিয়া ফেলিল। অন্য কোনরূপে বন্ধন করিলে ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন থাকে না, সুতরাং হনুমান তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া ইন্দ্রজিৎ ভাবিলেন, "হায়, এই রাক্ষসেরা মন্ত্রের শক্তি না বুঝিয়া আমার এত বড় কাজ পণ্ড করিল। ব্রহ্মাস্ত্র নিষ্ফল হইলে অন্য কোন অস্ত্রপ্রয়োগে ফল হয় না, অতএব আর আমরা ইহাকে পরাস্ত করিতে পারিব কিনা সন্দেহ।"

এদিকে ব্রহ্মাস্ত্র হইতে মুক্ত হইলেও হনুমান তাহার কোন লক্ষণ দেখাইলেন না। রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভীষণ মুষ্টিপ্রহার করিতে করিতে রাবণের নিকটে টানিয়া লইয়া গেল। (৪৮ সর্গ)

মন্ত্রীরা হনুমানকে তাঁহার পরিচয় এবং তিনি কি উদ্দেশ্যে লঙ্কায় আসিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "আমি বানররাজ সুগ্রীবের দূত, তাঁহার আদেশে এখানে আসিয়াছি।" পরে তিনি রাবণকে দেখিয়া মোহিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,

"আহা, কি রূপ, কি ধৈর্য, কি পরাক্রম, কি কান্তি, কি সুলক্ষণ! যদি ইঁহাতে অধর্ম প্রবল না হইত, তবে ইনি ইন্দ্র সহিত সুরলোকের পালক হইতেন।"

আবার রাবণ কপিশ্রেষ্ঠ হনুমানকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেও তাঁহার তেজোময় চেহারা দর্শনে ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "ইনি কি স্বয়ং ভগবান নন্দী, যিনি আমার উপহাসে কুপিত হইয়া পূর্বে কৈলাসে আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন?* —না ইনি অসুররাজ বাণ, এখন বানরমূর্তি ধরিয়া এখানে আসিয়াছেন?" পরে রাবণ তাঁহার মন্ত্রী প্রহস্তকে বলিলেন, "এই দুরাত্মা বানর কাহার আদেশে, কোথা হইতে, কেন এখানে আসিয়াছে এবং কেনই বা অশোকবন ধ্বংস ও রাক্ষসগণের উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাহা ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জান।"

প্রহস্তের প্রশ্নে হনুমান রাবণকে বলিলেন, "আমি বানরই. অন্য কিছুই নই; রাক্ষসরাজকে দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। রাক্ষসপতির দর্শন দুর্লভ, তাই অশোকবন বিনাশ ও রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি। ব্রহ্মার বরে দেবতা বা অসুরগণও আমাকে অস্ত্রপাশে বন্ধন করিতে পারেন না, কেবল রাজাকে দেখিবার জন্যই আমি এই অস্ত্রের বন্ধন স্বীকার করিয়াছি। আমি মহাবল রামের দূত, তাঁহার কোন কার্যসিদ্ধির জন্য কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীবের

---

* পূর্বে এক সময়ে কৈলাসে মহাদেবের গৃহে নন্দীর বানরের ন্যায় মুখ দেখিয়া রাবণ হাসি সংবরণ করিতে না পারিলে, নন্দী রাবণকে শাপ দিয়াছিলেন —"তুমি আমার বানরের মত রূপ দেখিয়া হাসিয়াছ, তোমার বংশনাশের জন্য আমার তুল্য বীর্যবান ও তেজস্বী বানর উৎপন্ন হইবে।"

—উত্তরকাণ্ড, ১৬ সর্গ।

আদেশে এখানে আসিয়াছি। সুগ্রীব তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং তোমার কল্যাণের জন্য যাহা বলিয়াছেন তাহা শোন। রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তাঁহার পত্নী জনকনন্দিনী সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। সেখানে জনস্থানে সীতা অপহৃতা হইয়াছেন। তাঁহার অন্বেষণে রাম-লক্ষ্মণ ঋষ্যমূকে আসিয়াছেন এবং সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হইয়া বানররাজ বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। তুমি বানরশ্রেষ্ঠ বালীকে পূর্ব হইতেই জান, রাম তাঁহাকে এক বাণেই বধ করিয়াছেন। বানররাজ সুগ্রীব সীতার সন্ধানে সকলদিকে বানরদিগকে পাঠাইয়াছেন। আমি পবননন্দন হনুমান, সীতার খোঁজে শতযোজন সমুদ্র পার হইয়া এখানে আসিয়াছি এবং বেড়াইতে বেড়াইতে তোমার ভবনে সীতার দেখা পাইয়াছি। তুমি ধর্মজ্ঞ, তোমার পক্ষে পরস্ত্রীকে অবরুদ্ধ রাখা উচিত নয়। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির এরূপ কাজ করা শোভা পায় না। রাজা, ত্রিলোকে এমন কেহ নাই যে রামের অপ্রিয় কাজ করিয়া সুখে থাকিতে পারে, অতএব তুমি জানকীকে ফিরাইয়া দাও। রাক্ষসরাজ, তুমি রামের দাস ও দূত বানরের কথা শোন।" (৫১ সর্গ)

রাবণ হনুমানের কথা শুনিয়া, ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে আদেশ করিলেন। তখন রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ তাঁহাকে বলিলেন, "রাক্ষসেন্দ্র, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া অনুগ্রহপূর্বক আমার কথা শোন। সজ্জনেরা বলেন, দূত অবধ্য। এই বানর অনেক অনিষ্ট করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে দূত, সুতরাং বধ্য নয়। তবে দূতের জন্য অন্য বহু প্রকার দণ্ডের বিধান

আছে—যেমন বিরূপীকরণ, কশাঘাত, মস্তক মুণ্ডন ইত্যাদি। কিন্তু দূতের বধের কথা কখনও শোনা যায় না। এই বানর সাধু হউক বা অসাধু হউক, সে পরের আদেশে আসিয়া পরের কথা বলিতেছে। দূত পরাধীন, সুতরাং সে কখনও বধ্য হইতে পারে না।" (৫২ সর্গ)

১০

হনুমানের লঙ্কাদহন ও সীতার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ

বিভীষণের কথা শুনিয়া রাবণ বলিলেন, "বিভীষণ, তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ, দূতকে বধ করা খুবই নিন্দার কাজ। ইহাকে বধ না করিয়া অন্য কোন দণ্ড দিতে হইবে। লেজই বানরদের প্রিয় ভূষণ; অতএব ইহার লেজে আগুন ধরাইয়া রাক্ষসগণ ইহাকে লইয়া নগরের সকল স্থানে বেড়াক্।"

রাবণের আদেশে রাক্ষসেরা হনুমানের লেজে জীর্ণ কার্পাসবস্ত্র* জড়াইতে আরম্ভ করিলে হনুমান ভাবিতে লাগিলেন, "রামের সন্তোষ বিধানের জন্য আমি এ সকল সহ্য করিব। আমি রাত্রিতে লঙ্কার দুর্গের বিধিব্যবস্থা ভাল করিয়া দেখিতে পারি নাই, এখন দিনের বেলা সবই দেখিতে পারিব।" রাক্ষসেরা হনুমানের লেজে জড়ানো কার্পাসবস্ত্র তৈলসিক্ত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল এবং শঙ্খ ও ভেরী বাজাইয়া, 'চরের শাস্তি দেখ' এই বলিয়া ঘোষণা করিতে করিতে হনুমানকে লইয়া লঙ্কামধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এদিকে রাক্ষসীরা সীতাকে এই সংবাদ দিল। তখন সীতা

* জীর্ণৈঃ কার্পাসিকৈঃ পটৈঃ (মূল)।

অত্যন্ত শোকাতুরা হইয়া হনুমানের মঙ্গলের জন্য অগ্নির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "অগ্নিদেব, আমি যদি পতিব্রতা হই, তবে তুমি হনুমানের নিকটে শীতল হও।" আর হনুমান অগ্নির জ্বালা কিছুমাত্র অনুভব না করিয়া সবিস্ময়ে ভাবিলেন, "অগ্নি আমার লেজ বেড়িয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু আমাকে তো দগ্ধ করিতেছেন না। বোধ হয়, রামের প্রভাব, সীতার দয়া ও আমার পিতার স্নেহের জন্য অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতেছেন না। যাহা হউক, রাক্ষসাধমেরা আমাকে বন্ধন করিয়াছে, আমার ইহার প্রতিশোধ লওয়া কর্তব্য।" এই ভাবিয়া তিনি মুহূর্তমধ্যে বন্ধনমুক্ত হইলেন এবং তোরণের অর্গল লইয়া তাহার আঘাতে রক্ষীদের বধ করিলেন।

তারপর দর্শনীয় সবকিছু দেখা হইলে হনুমান ভাবিলেন, "এখন এই রাক্ষসদের যাহাতে আরো দুঃখের কারণ উপস্থিত হয়, আমার তাহাই করা উচিত। অশোকবন বিধ্বস্ত করিয়াছি, কয়েকজন প্রধান রাক্ষসবীরকে নিহত করিয়াছি, কিছু রাক্ষস-সেনাও ধ্বংস করিয়াছি—এখন দুর্গটি বিনষ্ট করিতে বাকী আছে। দুর্গ ধ্বংস হইলে, সমুদ্র পার হইতে আমার যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহা সার্থক হইবে। সীতার খোঁজ করিতে আমার যে পরিশ্রম হইয়াছে, আর একটু কাজ করিলে সে-পরিশ্রমও সফল হইবে। বিশেষতঃ আমার লাঙ্গুলে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছেন, উৎকৃষ্ট গৃহসকল দগ্ধ করিয়া তাঁহাকে সুতৃপ্ত করা কর্তব্য।" এই ভাবিয়া হনুমান প্রজ্বলিত লেজে লঙ্কার গৃহগুলির উপরে ভ্রমণ করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই অগ্নি বায়ুর দ্বারা বর্ধিত হইয়া কালাগ্নির ন্যায় মহাবেগে সকল স্থানে ছড়াইয়া

পড়িল। তখন লঙ্কার বিশাল গৃহগুলি ভগ্ন হইয়া ভূপতিত এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও পশু-পক্ষী ও বৃক্ষাদি দগ্ধ হইতে থাকিলে রাক্ষসেরা মহা আর্তনাদ করিতে লাগিল। তাহারা নিজেদের গৃহরক্ষার আশা পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল, "স্বয়ং অগ্নিই বানররূপ ধরিয়া এখানে আসিয়াছেন।"

এইরূপে সমস্ত লঙ্কায় যারপরনাই দৌরাত্ম্য করিয়া হনুমান সাগরজলে নিজের লেজের আগুন নিবাইলেন। তখন হনুমানের মনে এক আশঙ্কা উপস্থিত হইল—কি জানি পূজনীয়া সীতা যদি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া থাকেন! কিন্তু তখনই তিনি আবার ভাবিলেন, "সীতাদেবী অবশ্য নিজ তেজেই রক্ষা পাইয়া থাকিবেন, অগ্নি কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবেন না।" তবু হনুমান অশোকবনে গিয়া আবার সীতার সহিত দেখা করিলেন। তারপর হনুমান প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, সীতা তাঁহাকে সেদিন কোন নির্জন স্থানে বিশ্রাম করিয়া পরের দিন যাইতে বলিলেন। কিন্তু রামের কাজে বিলম্ব ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় হনুমান তাহাতে সম্মত না হইয়া, সীতাকে অভিবাদন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। (৫৬ সর্গ)

১১

হনুমানের মহেন্দ্র পর্বতে প্রত্যাবর্তন—বানরগণের মধুবন ভঙ্গ ও মধুপান

সীতার কাছে বিদায় লইয়া হনুমান পুনরায় সাগর লঙ্ঘনের জন্য সমুদ্রতীরের অরিষ্টপর্বতে উঠিলেন। তারপর নিজ দেহ বর্ধিত

করিয়া, তিনি লম্ফ দিয়া আকাশপথে চলিলেন। মধ্যপথে মৈনাক পর্বতকে স্পর্শ করিয়া তিনি মহাবেগে অগ্রসর হইলেন।

এদিকে বানরেরা সমুদ্রের উত্তরতীরে হনুমানের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমন মেঘগর্জনের ন্যায় হনুমানের গর্জন শুনিয়া জাম্ববান প্রভৃতি কার্যসিদ্ধি হইয়াছে অনুমান করিয়া মহা আনন্দিত হইলেন। পরে হনুমান সেখানে উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকটে সংবাদ শুনিয়া সকলে পরম উল্লাসে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। হনুমান কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তাঁহাদের কাছে সকল কথা বলিলেন।

তাহা শুনিয়া অঙ্গদ বলিলেন, "রামের কাছে শুধু সীতার খবর লইয়া না গিয়া একেবারে লঙ্কাজয় ও রাবণবধ করিয়া সীতাসহ যাওয়াই আমার মতে ভাল বোধ হয়। হনুমান রাক্ষসদিগকে একরূপ শেষ করিয়া আসিয়াছেন, এখন সীতাকে লইয়া আসা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করিবার নাই।"

অঙ্গদের কথা শুনিয়া কর্তব্যবুদ্ধিসম্পন্ন বৃদ্ধ জাম্ববান বলিলেন, "দক্ষিণ দিকে সীতার খোঁজ করিতে হইবে, সুগ্রীব আমাদিগকে এইরূপ আদেশই করিয়াছেন। সুগ্রীব বা রাম কেহই আমাদের সীতাকে লইয়া যাইতে বলেন নাই। তাহা ছাড়া, উহা রামের প্রীতিকরও হইবে না। তিনি স্বয়ং সীতার উদ্ধার করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমাদের তাহার বিপরীত আচরণ করা উচিত নয়। সুতরাং চল, আমরা রামলক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের নিকটে যাইয়া সকল কথা বলি।"

হনুমান প্রভৃতি সকলে জাম্ববানের কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করিলেন। তখন সেই বানরবাহিনী মহেন্দ্র পর্বত

হইতে নামিয়া পরমানন্দে কিষ্কিন্ধ্যার দিকে চলিল। ক্রমে তাহারা সুগ্রীবের নন্দনকাননতুল্য মনোহর মধুবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুগ্রীবের মাতুল কপিপ্রধান দধিমুখ সতত তাহা রক্ষা করিয়া থাকেন। বানরেরা সেই মহাবনে প্রবেশ করিয়া মধুপানের জন্য যারপরনাই ব্যগ্র হইয়া উঠিল এবং কুমার অঙ্গদের নিকটে মধু-পানের অনুমতি চাহিল। অঙ্গদ জাম্ববান প্রভৃতি বৃদ্ধ বানরগণের অভিমত জানিয়া বানরদিগকে মধুপানের অনুমতি দিলেন। তাহারা মধুবনের সুগন্ধি ফলমূলাদি ভক্ষণে পরম আনন্দিত হইল। বানরেরা মধুপানে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। কেহ গান, কেহ হাস্য, কেহ নৃত্য, কেহ প্রণাম, কেহ মধুপান, কেহ ইতস্ততঃ বিচরণ, কেহ বা লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল, আবার কেহ বা প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল*। কেহ কেহ পরস্পর জড়াজড়ি করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা কলহে প্রবৃত্ত হইল। কেহ এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে, কেহ বৃক্ষাগ্র হইতে ভূতলে, কেহ ভূতল হইতে বৃক্ষাগ্রে মহা-বেগে উৎপতিত হইতে লাগিল। কেহ গান করিতেছে, অপরে উপহাস করিতে করিতে তাহার নিকটে আসিল; কেহ কাঁদিতেছে, অন্যে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকটে গেল; কেহ ব্যথানুভব করিতেছে†, আর একজন আসিয়া তাহাকে আরও ব্যথিত করিয়া তুলিল। এইরূপে সেই বানরবাহিনী যারপরনাই উদ্দাম হইয়া উঠিল। সেখানে এরূপ কেহ থাকিল না যে মত্ত ও উদ্ধত নয়।

* গায়ন্তি কেচিৎ প্রবদন্তি কেচিৎ নৃত্যন্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচিৎ।
পিবন্তি কেচিদ্ বিনদন্তি কেচিৎ স্বপন্তি কেচিৎ কথয়ন্তি কেচিৎ॥

† তুদন্তং (মূল)—ব্যথয়ন্তম্ (রা-তিলক ও রা-শিরোমণি)। তুদ্—পীড়া দেওয়া।

মধুবন এইরূপে লণ্ডভণ্ড হইতে দেখিয়া, দধিমুখ ক্রুদ্ধ হইয়া বানরদিগকে নিবারণ করিতে আসিলে, তাহারা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। তখন দধিমুখ কাহাকেও কড়া কথা বলিলেন, কাহাকেও চপেটাঘাত করিলেন, কাহারও সহিত কলহ করিতে লাগিলেন এবং কাহাকেও বা মিষ্ট কথায় শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মত্ততাবশে বানরেরা কেহ দধিমুখকে নখরে ক্ষত-বিক্ষত করিল, কেহ দন্তে দংশন করিল, কেহ চপেটাঘাত এবং কেহ বা পদাঘাত করিতে লাগিল। এইরূপে বানরেরা দধিমুখকে মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিল। (৬১ সর্গ)

হনুমান বানরগণকে বলিলেন, "তোমরা নিশ্চিন্তমনে মধুপান কর, যাহারা তোমাদিগকে বাধা দিতে আসিবে, আমি তাহাদের নিবারণ করিব।" —হনুমানের এই কথা শুনিয়া অঙ্গদ খুশী হইয়া বলিলেন, "বানরগণ, তোমরা মধু পান কর। হনুমান কৃতকার্য হইয়া ফিরিয়াছেন, এখন ইনি যাহা বলিবেন, অকার্য হইলেও আমার পক্ষে তাহা করা কর্তব্য, মধুপান তো তুচ্ছ ব্যাপার।"

অঙ্গদের কথা শুনিয়া বানরগণ যারপরনাই আনন্দিত হইল এবং 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যভিনন্দন করিল। পরে তাহারা নদীর স্রোত যেমন বনমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ বেগে মধুবনের অন্যদিকে ছুটিল। সেখানে ঢুকিয়া তাহারা সবলে বন-রক্ষকদিগকে পরাভূত করিয়া যথেচ্ছ মধুপান ও রসাল ফলাদি ভক্ষণ করিতে লাগিল। তখন দধিমুখ তাঁহার অনুচরদের বলিলেন, "চল, আমরা সুগ্রীবের নিকটে গিয়া অঙ্গদ ও তাঁহার বানরগণের অত্যাচারের কথা বলি। ক্রোধী সুগ্রীব তাঁহার পিতৃপিতামহ-ক্রমে প্রাপ্ত ও অতিশয় প্রিয় এই দেবদুর্লভ রমণীয় মধুবনের

দুরবস্থার কথা শুনিলে, নিশ্চয়ই এই সকল মধুলোলুপ বানরকে সবান্ধবে বধ করিবেন।" এই কথা বলিয়া দধিমুখ বনরক্ষকগণে পরিবৃত হইয়া তাড়াতাড়ি সুগ্রীবের নিকটে গেলেন। (৬২ সর্গ)

দধিমুখ সুগ্রীবকে সকল কথা বলিতে থাকিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা, এই বনপাল বানর এখানে আসিয়াছেন কেন? ইনি দুঃখিতভাবে তোমাকে কি বলিতেছেন?" সুগ্রীব উত্তর করিলেন, "আর্য লক্ষ্মণ, দধিমুখ বলিতেছেন যে, অঙ্গদ প্রভৃতি বানর-বীরেরা মধুবনে ঢুকিয়া মধুপান করিয়াছে। বনরক্ষকেরা তাহাদিগকে বারণ করিলে তাহারা তাহাদের খুব নিপীড়ন করিয়াছে। তাহারা মধুবনের প্রধান রক্ষক এই দধিমুখকেও কিছু মাত্র গ্রাহ্য করে নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, নিশ্চয় তাহারা কৃতকার্য হইয়া ফিরিয়াছে, কারণ অকৃতকার্যেরা কখন এমন বিপরীত আচরণ করে না। নিশ্চয় হনুমান সীতাদেবীর দেখা পাইয়াছেন। জাম্ববান ও মহাবল অঙ্গদ যেখানে নেতা এবং হনুমান যেখানে প্রধান কার্য-সম্পাদক* সেখানে ইহার অন্যথা হইতে পারে না।" সুগ্রীবের মুখে এই শ্রুতিমধুর কথা শুনিয়া রামলক্ষ্মণ যারপরনাই আনন্দিত হইলেন।

পরে সুগ্রীব দধিমুখকে বলিলেন, "মাতুল, বানরেরা যে কৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া মধুবন লণ্ডভণ্ড করিয়াছে, তাহাতে আমি বড় খুশী হইয়াছি। তুমি শীঘ্র সেখানে যাইয়া পূর্বের মত মধুবন রক্ষা করিতে থাক, আর হনুমান প্রভৃতি সকল বানরকে শীঘ্র এখানে পাঠাইয়া দাও।" (৬৩ সর্গ)

* অধিষ্ঠাতা (মূল)—অধ্যক্ষ, প্রধান কর্ম-সম্পাদক। (প্রকৃতি-অভি)

১২

হনুমান প্রভৃতির প্রত্যাবর্তন—হনুমানের সীতাপ্রদত্ত অভিজ্ঞান প্রদান

দধিমুখ হৃষ্টচিত্তে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে অভিবাদন করিয়া অনুচরগণের সহিত দ্রুত মধুবনে ফিরিলেন। দেখিলেন, বানরেরা তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া মত্ততাশূন্য ও অনুদ্ধত হইয়াছে। তিনি করজোড়ে ও মধুরবচনে অঙ্গদকে বলিলেন, "সৌম্য, এই বনরক্ষকেরা না বুঝিয়া ক্রোধবশে তোমাদিগকে মধুপান করিতে নিষেধ করিয়াছিল, সেজন্য আর রাগ করিও না। মহাবল, তুমি যুবরাজ, এই বনের অধীশ্বর, দূরপথ ভ্রমণে শ্রান্ত হইয়াছ, এ মধু তোমারই, তুমি ইহা পান কর। আমি মূর্খতাবশতঃ পূর্বে তোমার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তুমি আমাকে মার্জনা কর। পূর্বে তোমার পিতা যেমন বানরগণের অধিপতি ছিলেন, এখন সুগ্রীব ও তুমি তেমনি বানরগণের অধিপতি। আমি তোমার পিতৃব্যকে এই বানরগণের এখানে আগমনের সংবাদ দিয়াছি। বন নাশের কথা শুনিয়া তিনি রুষ্ট না হইয়া সন্তুষ্টই হইয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে শীঘ্র সেখানে পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছেন।"

তখন অঙ্গদ বানরপ্রধানদিগকে বলিলেন, "যূথপতিগণ, দধিমুখের আনন্দ দেখিয়া অনুমান করিতেছি যে, রাম আমাদের খবর শুনিয়াছেন। আমরা তো এখানে বহু অকাজ করিয়াছি, আর আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়। যথেষ্ট মধু পান করা হইয়াছে, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। এখন সুগ্রীবের নিকটে যাওয়াই উচিত। আমি আপনাদের অধীন, আপনারা যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। যদিও আমি যুবরাজ, তবু আপনাদিগকে

কোন বিষয়ে আদেশ করিতে পারি না। আপনারা কৃতকর্মা, আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া কিছু করা উচিত নয়।”

সেই বানরেরা বলিলেন, “যুবরাজ, প্রভু হইয়া কে এরূপ বলিয়া থাকে? লোকে ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করে। কিন্তু তুমি তোমার যোগ্য কথাই বলিয়াছ। তোমার বিনয় তোমার ভাবী ভাগ্যোন্নতির সূচনা করিতেছে। আর আমরা এখানে আসিবার পর হইতেই বানররাজ সুগ্রীবের নিকটে যাইবার জন্য উৎসুক আছি। সত্য বলিতেছি, তুমি না বলিলে আমরা এখান হইতে একপাও কোথাও যাইতে পারি না।” অঙ্গদ বলিলেন, “বেশ, চলুন আমরা যাই।”

তখন অঙ্গদ ও হনুমানকে অগ্রবর্তী ও আকাশ আচ্ছাদিত করিয়া বানরগণ যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের ন্যায় অতি বেগে ছুটিয়া চলিল এবং বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় গভীর গর্জন করিতে লাগিল। পরে তাহারা নিকটবর্তী হইলে সুগ্রীব শোকসন্তপ্ত রামকে বলিলেন, “সুদর্শন, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আশ্বস্ত হও, বানরগণ নিশ্চয় দেবী জানকীর দেখা পাইয়াছে—নতুবা নির্দিষ্ট সময়ের পরে ইহারা এখানে আসিতে সাহস করিত না। অঙ্গদের সহর্ষ নিনাদে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কার্যসিদ্ধি হইয়াছে। তাহা না হইলে সে কখনও আমার নিকটে ফিরিয়া আসিত না। সুব্রত, হনুমানই সীতাদেবীকে দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ কাজ অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব নয়। হনুমানের ন্যায় বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, উৎসাহ ও শৌর্য আর কাহার আছে?”

ক্রমে অদূরে বানরগণের কিলকিল ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল এবং শীঘ্রই তাহারা অঙ্গদ ও হনুমানকে অগ্রবর্তী করিয়া সেখানে

আসিয়া উপস্থিত হইল। হনুমান ও অঙ্গদ প্রভৃতি বানরবীরেরা সুগ্রীব ও রামকে প্রণাম করিলেন। হনুমান বলিলেন, "দেবী জানকীর দেখা পাইয়াছি, সেই পতিব্রতা কুশলে (সুস্থদেহে) আছেন।"*—রামলক্ষ্মণ হনুমানের মুখে সেই অমৃততুল্য কথা শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। হনুমানের দ্বারা নিশ্চয় কার্যসিদ্ধি হইবে, সুগ্রীব এই কথা বলিয়াছিলেন—সেজন্য লক্ষ্মণ প্রীতমনে ও সসম্মানে সুগ্রীবের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। আর রাম পরম প্রীত হইয়া হনুমানের প্রতি অত্যন্ত সম্মানসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। (৬৪ সর্গ)

তারপর সকলে প্রস্রবণগিরিতে ফিরিলেন। সীতা যে দিব্য মণিটি নিদর্শনস্বরূপ দিয়াছিলেন তাহা রামের হাতে দিয়া হনুমান সকল কথা তাঁহাকে বলিলেন। মণিটি বুকে করিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত কাঁদিতে লাগিলেন। পরে তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে সুগ্রীবকে বলিলেন, "সন্তানবৎসলা গাভী যেমন বৎসকে দেখিয়া স্নেহবশে দুগ্ধ ক্ষরণ করে, সেইরূপ এই অত্যুৎকৃষ্ট মণি দেখিয়া আমার হৃদয়ও বিগলিত হইতেছে। আমার শ্বশুর জনকরাজা আমাদের বিবাহের সময়ে সীতার শিরোভূষণস্বরূপ এই মণিটি আমার পিতার হস্তে দেন। ইহা জলজাত ও শ্রেষ্ঠ দেবতাদের দ্বারা আদৃত। পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞকালে পরিতুষ্ট হইয়া ইহা জনককে দিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া আমার মনে হইতেছে যে আমরা পিতা দশরথের ও শ্বশুর জনকের দেখা পাইলাম এবং স্বয়ং সীতাকে লাভ করিলাম।"

অবশেষে হনুমান রামকে বলিলেন, "আমি দেবী জানকীকে

---

* নিয়তামক্ষতাম্ (মূল)—নিয়তাম্-পাতিব্রত্যসম্পন্নাম্।
অক্ষতাং—শরীরেণ কুশলিনীম্।

পিঠে করিয়া আনিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন তাহা আপনার ভার্যারই যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার (সীতার) উদ্ধার সাধন করাই আপনার যোগ্য কাজ হইবে। আর, তিনি স্বেচ্ছায় পরপুরুষ স্পর্শ করিতেও চাহেন না। সুতরাং আমি তাঁহাকে আনিতে পারিলাম না। তিনি আপনাকে বারবার প্রণাম জানাইয়া বলিয়াছেন যে, আর দুই মাস অতীত হইলে রাবণ তাঁহার মাংসে প্রাতরাশ করিবে বলিয়াছে। অতএব আপনি যেন তাহার আগেই তাঁহাকে উদ্ধার করেন। আমিও তাঁহাকে সে বিষয়ে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছি। আমার আশ্বাসে শোকাতুরা সীতা কিছুটা শান্তিলাভ করিয়াছেন।

সুন্দরকাণ্ড সমাপ্ত

লঙ্কাকাণ্ড

১

বানরগণসহ রাম-লক্ষ্মণের লঙ্কায় অভিযান

হনুমানের নিকট সকল কথা শুনিয়া রাম যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, "পৃথিবীতে আর কেহ যে কাজের কথা ভাবিতেও (কল্পনা করিতেও) পারে না হনুমান সেই কাজ করিয়াছেন। গরুড়, বায়ু ও হনুমান ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখি না যিনি মহাসাগর পার হইতে পারেন। দেব, দানব, যক্ষ প্রভৃতির অগম্য, রাবণরক্ষিত সেই লঙ্কাপুরীতে বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া কে জীবিত অবস্থায় ফিরিতে পারে? হনুমান যে মহৎ কার্য করিয়াছেন তাহা সুগ্রীবের ভৃত্যেরই যোগ্য। হনুমান তাঁহার কর্তব্য পালন করিয়া ও বিনা পরাভবে ফিরিয়া সুগ্রীবের তুষ্টি সাধন এবং সীতার সংবাদ আনিয়া আমার ও লক্ষ্মণ প্রভৃতির জীবন রক্ষা করিয়াছেন। আমি এখন দীনহীন—হনুমানের ন্যায় প্রিয় সংবাদদাতার প্রতি যথোচিত প্রীতি প্রকাশ করিবার কোনরূপ সামর্থ্য এই দুঃসময়ে আমার নাই—কেবল আলিঙ্গনই আমার সম্বল।" এই কথা বলিয়া প্রীতি-পুলকিত দেহে (রোমাঞ্চিত কলেবরে) রাম হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন। তারপর একটু চিন্তা করিয়া রাম বলিলেন, "সীতার অন্বেষণ সফল হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সাগরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমি হতাশ হইতেছি। বানরেরা কিরূপে এই দুস্তর সমুদ্র পার হইয়া ইহার দক্ষিণ তীরে যাইবে?" এইরূপ বলিয়া রাম আবার গভীর

চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। রামকে চিন্তাকুল দেখিয়া সুগ্রাব তাঁহাকে বলিলেন, "বীর, তুমি সাধারণ লোকের ন্যায় বিলাপ করিতেছ কেন? যখন শত্রুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে,তখন তোমার চিন্তার কোন কারণ দেখি না। আমরা এই ভীষণ কুম্ভীরাদিসমাকুল সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় গিয়া তোমার শত্রু-নিপাত (শত্রু-সংহার) করিব। নিরুৎসাহ ও শোকাকুল ব্যক্তির সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয় এবং সে বিপন্ন হইয়া থাকে। এইসকল রণ-নিপুণ ও বীর বানরযূথপতিরা (বানর-নেতারা) তোমার প্রিয় সাধনের জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিতেও প্রস্তুত। এখন যাহাতে আমরা তোমার শত্রু, পাপকারী (দুষ্কর্ম-নিরত) রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিতে পারি তোমার তাহাই করা উচিত। রাম, এই সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করিয়া আমরা যাহাতে লঙ্কায় যাইতে পারি তুমি তাহার ব্যবস্থা কর। তুমি পরম বুদ্ধিমান ও সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং আমার মত সচিবেরা তোমার সহায়—তুমি নিশ্চয়ই শত্রুজয় করিতে পারিবে। সুতরাং তুমি শোক ছাড়িয়া ক্রোধ (উৎসাহ) অবলম্বন কর। নিশ্চেষ্ট (উদ্যমহীন) ক্ষত্রিয় নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে সকলেই ভয় করিয়া থাকে।"

রাম সুগ্রীবের এই যুক্তিপূর্ণ কথা মানিয়া লইয়া হনুমানকে বলিলেন, "হনুমান, তপোবলে অথবা সেতুবন্ধন বা জলশোষণ করিয়া এই সমুদ্র অতিক্রম করিবার ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু তোমার নিকট হইতে আমি জানিতে চাই লঙ্কায় কয়টি দুর্গ আছে, সৈন্যের পরিমাণ (সংখ্যা) কত, পুরদ্বারের দুর্গমতা সাধনের ও পুররক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ এবং রাক্ষসদিগের বাসগৃহসকল কেমন।"

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান বলিলেন, "লঙ্কানগরী হস্তী, অশ্ব ও রথে

পরিপূর্ণ—রাক্ষসগণের দ্বারা সুরক্ষিত সুতরাং শত্রুর দুষ্প্রবেশ্য। তাহার বৃহৎ অর্গলযুক্ত ও দৃঢ়কপাটবদ্ধ চারিটি বিশাল দ্বার আছে। সেখানে বাণ ও শিলাদি নিক্ষেপের জন্য বৃহৎ যন্ত্রসকল স্থাপিত আছে। তাহার দ্বারা শত্রুসৈন্য আসিবামাত্র নিবারিত হয়। রাক্ষস-বীরেরা সেখানে শত শত লৌহনির্মিত (লৌহময়) শতঘ্নী সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। লঙ্কার চারিদিকে মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণনির্মিত দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। তাহার সকলদিকে শীতলজলে পূর্ণ এবং মৎস্য ও কুম্ভীরাদিসমাকুল ভীষণ ও অগাধ পরিখা। লঙ্কার চারিটি দ্বারেই সুপ্রশস্ত সেতু আছে। তাহার নিকটে বহু যন্ত্র ও সারি সারি বৃহৎ গৃহ। শত্রুসৈন্য সেখানে আসিলে ঐ যন্ত্রসমূহের দ্বারা পরিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। যুদ্ধপ্রিয় রাবণ স্বয়ং তাঁহার সৈন্যদের পরিদর্শন করেন। লঙ্কাপুরী দুর্গম গিরিশিখরে স্থাপিত এবং তথায় নদীদুর্গ, পর্বতদুর্গ, বনদুর্গ ও কৃত্রিম দুর্গ এই চারি প্রকার দুর্গ আছে বলিয়া দেবতারাও সেখানে যাইতে ভয় পান। রাম, লঙ্কা দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্রের দূরপারে (পরপারে) অবস্থিত এবং সেখানে নৌকায় যাইবার পথও নাই, সুতরাং কেহই তাহার কোনরূপ সংবাদ জানে না। বাণ, পরিঘ, শতঘ্নী ও অন্যান্য নানাপ্রকার যন্ত্রে দুরাত্মা রাবণের লঙ্কাপুরী পরিশোভিত। তাহার চারি দ্বারে ও মধ্যস্থিত শিবিরে অগণিত যুদ্ধনিপুণ দুর্ধর্ষ চতুরঙ্গ সেনা রহিয়াছে। আমি সেতুগুলি ভাঙ্গিয়া পরিখা পূর্ণ করিয়াছি, লঙ্কানগরী দগ্ধ করিয়াছি এবং তাহার প্রাচীরগুলি ধ্বংস করিয়াছি। ইহা সুনিশ্চিত জানিবেন, আমরা যে কোন উপায়ে সমুদ্র পার হইয়া সেখানে যাইতে পারিলেই লঙ্কানগরী বানরদের দ্বারা বিনষ্ট হইবে। আপনি অবিলম্বে লঙ্কায় যাইতে উদ্যোগী হউন।”

রাম ইহা শুনিয়া বলিলেন, "হনুমান, তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। সুগ্রীব, তুমি এখনই যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দাও। এখন বিজয়প্রদ অভিজিৎ মুহূর্ত, এখনই যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। আজ উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র, কাল চন্দ্র হস্তাযুক্ত হইবে। সুগ্রীব, আমরা সকল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া এখনই অভিযান (যুদ্ধযাত্রা) করিব। সেনাপতি নীল, তুমি শত সহস্র দ্রুতগামী বানরে পরিবৃত হইয়া পথ পরীক্ষা করিতে করিতে সৈন্যদলের অগ্রে অগ্রে যাও। যেখানে ফলমূল, শীতল জল ও মধু মিলে এইরূপ পথ দিয়া তুমি শীঘ্র সেনা লইয়া চলিতে থাক। দুরাত্মা রাক্ষসেরা পথে ফল মূল ও জল (বিষাদি দ্বারা) দূষিত করিয়া রাখিতে পারে, তুমি সর্বদা সাবধানে সৈন্যদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করিবে। বানরেরা চলিবার সময় দুর্গম বন সকলে প্রবেশ করিয়া যেন গুপ্ত শত্রু সৈন্যের অনুসন্ধান (খোঁজ) করিয়া যায়। যাহারা দুর্বল তাহাদের এখানেই রাখিয়া যাও। মহাবল বানর সিংহেরা এই সাগর প্রবাহ তুল্য বিপুল বাহিনী পরিচালনা করিয়া লইয়া চলুন। মহাবলশালী গয়, গবয় ও গবাক্ষ অগ্রে অগ্রে গমন করুন। কপিশ্রেষ্ঠ ঋষভ উহার দক্ষিণ পার্শ্ব এবং দুর্ধর্ষ গন্ধমাদন বাম পার্শ্ব রক্ষা করিয়া চলিতে থাকুন। আমি ও লক্ষ্মণ মধ্যভাগে হনুমানের ও অঙ্গদের স্কন্ধে চড়িয়া যাইব। ঋক্ষরাজ জাম্ববান এবং মহাবাহু সুষেণও বেগদর্শী সৈন্যগণের পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করিয়া চলুন।

বানরপ্রধান সুগ্রীব রামের কথা শুনিয়া বানরদিগকে সেইরূপ আদেশ করিলেন। তখন সেই বিশাল বানরবাহিনী মহা উৎসাহে ভীষণ গর্জন করিতে করিতে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইল। রামের আদেশ, বানরেরা যেন নিকটস্থ নগরাদির উপর কোনরূপ উপদ্রব

না করে সেজন্য সেনাপতি নীল তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে সংযত করিয়া পরিচালনা করিতে লাগিলেন। বানরেরা রামের ভয়ে নগর ও জনপদ বর্জন করিয়া (এড়াইয়া) চলিল। এইরূপে তাহারা বহু স্বচ্ছসলিল সরোবর, বৃক্ষাকীর্ণ পর্বত, সমতল প্রদেশ ও ফলপূর্ণ বনে পরিবৃত সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ আচ্ছাদিত করিয়া যাইতে লাগিল। সীতার উদ্ধার-কামনায় তাহারা কোন স্থানে বিশ্রাম না করিয়া রাত্রিদিন দ্রুত পথ চলিতে লাগিল। ক্রমে সহ্য ও মলয় পর্বত অতিক্রম করিয়া মহেন্দ্র পর্বতে উপস্থিত হইলে, তাহার শিখর হইতে রাম সমুদ্র দেখিতে পাইলেন। পরে রাম সেখান হইতে অবতরণ করিয়া সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত দ্রুত সমুদ্রের বেলাবনে (সমুদ্রতীরস্থ বনে) উপনীত হইলেন। তখন তিনি সুগ্রীবকে বলিলেন, "সুগ্রীব, আমরা সমুদ্রের নিকটে আসিয়াছি, এখানেই সেনাসন্নিবেশ করিয়া বানরেরা যাহাতে পরপারে যাইতে পারে তাহার মন্ত্রণা (পরামর্শ) কর। কোন সেনাপতি যেন তাঁহার সৈন্যদের ছাড়িয়া কোথাও না যান—এখানে আমাদের অজানা নানারূপ ভয়ের কারণ আছে।"

রামের কথা শুনিয়া সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ সেই বৃক্ষপূর্ণ সমুদ্রতীরে সৈন্যদিগকে সন্নিবেশিত করিলেন।

২

রাবণের মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা ও বিভীষণের বিদায় গ্রহণ

এদিকে হনুমানের ভয়ানক কার্যকলাপে লজ্জিত হইয়া রাবণ কিঞ্চিৎ নতবদনে রাক্ষসগণকে বলিলেন, "দেখ, শুধু একটি বানর লঙ্কায়

আসিয়া লঙ্কাপুরী তছনছ (আবিল) ও বহু রাক্ষস বধ করিয়া জনকনন্দিনী সীতার সহিত দেখা করিয়া গেল। এখন রাম অবশ্য অসংখ্য বানরে পরিবৃত হইয়া আমাদের এই লঙ্কানগরী অবরোধ করিবেন। যে কোন প্রকারেই হউক, রাম যে শীঘ্রই তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণ ও সৈন্যদলের সহিত অনায়াসে সাগর পার হইয়া এখানে আসিবেন তাহা সুনিশ্চিত। এখন লঙ্কার মঙ্গলের জন্য কি করা কর্তব্য, তোমরা মন্ত্রণা করিয়া তাহা স্থির কর।"

নীতিজ্ঞানহীন নির্বোধ রাক্ষসেরা শত্রুপক্ষের বল না বুঝিয়া রাবণকে বলিল, "মহারাজ, আপনার নানা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বিপুল বাহিনী রহিয়াছে, আপনি দুশ্চিন্তা করিতেছেন কেন? আপনি পাতালে গিয়া নাগদিগকে পরাজিত করিয়াছেন, কৈলাসে গিয়া বহুযক্ষরক্ষিত কুবেরকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার পুষ্পকরথ লইয়া আসিয়াছেন, দানবরাজ ময় আপনার ভয়ে ভীত হইয়া মিত্রতা স্থাপনের জন্য আপনাকে তাঁহার কন্যা মন্দোদরীকে ভার্যারূপে দান করিয়াছেন, বরুণের পুত্রেরাও আপনার কাছে পরাভূত হইয়াছেন। রাজা, আপনি যমলোকে জয়লাভ করিয়া মৃত্যুকে নিবারণ করিয়াছেন, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বহু দুর্জয় ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন। রাম বীরত্বে তাঁহাদের তুল্য নহেন। মহারাজ, আপনার শ্রমস্বীকারের দরকার কি, আপনি বিশ্রাম করুন—ইন্দ্রজিৎ একাকীই বানরদিগকে বিনাশ করিবেন। তিনি যজ্ঞ করিয়া মহেশ্বরের নিকট হইতে পরম দুর্লভ বর পাইয়াছেন। তিনি দেবগণের সহিত যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্দী করিয়া লঙ্কায় আনিয়াছিলেন। অতএব মহারাজ, আপনি পুত্র ইন্দ্রজিৎকে আজ্ঞা করুন, তিনি রাম ও সমস্ত বানর-সেনাকে বিনষ্ট করিবেন।

সেনাপতি প্রহস্ত করজোড়ে বলিলেন, “মহারাজ, আমি দেব, দানব, গন্ধর্ব, পিশাচ ও নাগ সকলকেই যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারি, মানুষ রামলক্ষ্মণ তো তুচ্ছ। আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে সুরাপানে প্রমত্ত ছিলাম বলিয়াই হনুমান আমাদিগকে বঞ্চনা করিতে পারিয়াছিল, নতুবা আমি বাঁচিয়া থাকিতে সে বানরটা কখনই প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিত না। আপনি আদেশ করুন, আমি সাগর পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ বানরশূন্য করিয়া রাক্ষসদিগকে বানরের হাত হইতে রক্ষা করিব।”

তারপর দুর্মুখ, বজ্রদংষ্ট্র, কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভ, বজ্রহনু, ইন্দ্রজিৎ, বিরূপাক্ষ, ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষসবীরেরা মহাক্রোধে আস্ফালন করিয়া রাবণকে বলিলেন, “আপনি নিশ্চিন্তমনে আপনার ইচ্ছানুরূপ কার্যে নিরত থাকুন; আমরা আজই রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনুমান প্রভৃতিকে বধ করিব।”

তখন বিভীষণ তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়া করজোড়ে রাবণকে বলিলেন “আর্য, সাম দান ভেদ এই তিন উপায়ে যখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায় না কেবল তখনই পণ্ডিতেরা বিক্রমপ্রকাশের (যুদ্ধের) ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। যে শত্রু অসতর্ক (অসাবধান), অপরের দ্বারা আক্রান্ত বা দৈবাহত (রোগাদিগ্রস্ত), বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার উপর বল প্রয়োগ করিলে জয় লাভ করিতে পারা যায়। তোমরা সেই ধীরস্থির, জয়াভিলাষী, সেনাবল-সমন্বিত, দুর্ধর্ষ রামের সহিত কোন্ সাহসে যুদ্ধ করিতে চাহিতেছ? হনুমান সাগর লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আসিবে, ইহা কে আগে বুঝিতে বা ভাবিতে পারিয়াছিল? যে শত্রুর বল ও বীর্যের পরিমাণ জানা নাই তাহাকে কোন প্রকারেই সহসা অবজ্ঞা করা উচিত নয়। রাম পূর্বে রাক্ষসরাজের

কি অপকার করিয়াছিলেন, যে জন্য তিনি জনস্থান হইতে রামের ভার্যাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন? খর আগে রামের অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল বলিয়াই রাম তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। যথাশক্তি নিজের জীবন রক্ষা করা সকল প্রাণীরই কর্তব্য। সীতা হরণের জন্য আমাদের মহা বিপদ উপস্থিত হইবে, সুতরাং সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই উচিত; যাহাতে বিবাদ বাধে এমন কাজ করিবার আবশ্যক কি? রাজা, বীর্যবান্ ধর্মাত্মা রামের সহিত অনর্থক শত্রুতা করিও না। সীতাকে ফিরাইয়া না দিলে, সমস্ত রাক্ষস সহ এই লঙ্কাপুরী বিনষ্ট হইবে। আমি তোমার হিতৈষী বলিয়াই এই কথা বলিতেছি; আমার কথামত কাজ কর—ক্রোধ ত্যাগ করিয়া ধর্মপথে চল।”

বিভীষণের এই কথা শুনিয়া রাবণ সকলকে বিদায় দিয়া নিজ গৃহে গেলেন।

পরদিন প্রাতে বিভীষণ রাবণের গৃহে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, “বিদেহরাজনন্দিনী সীতা এখানে আসিবার পর হইতেই আমাদের পক্ষে নানারূপ অশুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সুতরাং এই আপদ শান্তির জন্য রামকে সীতা ফিরাইয়া দাও। মহারাজ, যদি আমি লোভ বা মোহের বশবর্তী হইয়া কোন কথা বলিয়া থাকি, তবু দোষ লইও না। তোমার কোন মন্ত্রীই ভয়ে তোমাকে উত্তম পরামর্শ দেয় নাই; কিন্তু আমি যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহা তোমাকে অবশ্য বলা উচিত। এখন বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা ন্যায় বোধ হয় তাহাই কর।”

ইহা শুনিয়া রাবণ সক্রোধে উত্তর করিলেন, “আমি তো ভয়ের কিছুই দেখিতেছি না। রাম কিছুতেই মৈথিলীকে পাইবে না—

সে ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিলেও যুদ্ধে আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না।” এইরূপ বলিয়া মহাবল দশানন তাঁহার হিতবাদী ভ্রাতা বিভীষণকে বিদায় করিলেন। (১০ সর্গ)

পরে মন্ত্রী ও সুহৃদ্‌গণের সহিত মন্ত্রণা করিবার জন্য রাজসভায় আসিয়া রাবণ সেনাপতি প্রহস্তকে বলিলেন, “সেনাপতি, তোমার অধীনে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত যে চতুরঙ্গ সেনা আছে, তাহাদিগকে সাবধানে নগররক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে আদেশ কর।” প্রহস্ত সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। তখন রাবণ সুহৃদ্‌বর্গকে সকল বিষয় বলিয়া তাঁহাদের মতামত জানিতে চাহিলেন। রাবণের অনুজ কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রার পর উঠিয়া সেদিন সভায় আসিয়াছিলেন। সকল কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া রাবণকে বলিলেন, “মহারাজ, তুমি যখন কেবল নিজের বিচারবুদ্ধিতে রাম-লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে ছলনাদ্বারা সীতাহরণের সঙ্কল্প করিয়াছিলে, তখন আমাদের মত জিজ্ঞাসা কর নাই—এখন আমাদের সহিত মন্ত্রণায় লাভ কি? তুমি তোমার অযোগ্য কাজ করিয়াছ। এরূপ কাজ করিবার পূর্বে তুমি আমাদের সহিত পরামর্শ করিলে আমরা ইহার প্রতিবিধান করিতে পারিতাম। দশানন, যে রাজা মন্ত্রণার দ্বারা কর্তব্য স্থির করিয়া ন্যায্য কাজ করেন তাঁহাকে পরে সন্তাপ ভোগ করিতে হয় না। যাহা হউক, আমি তোমার শত্রুদিগকে বধ করিয়া তোমার কার্য সিদ্ধ করিব, তুমি নিশ্চিন্ত হও।”

মহাবল মহাপার্শ্ব বলিলেন, “মহারাজ, সীতাকে হরণ করিয়া আপনি উচিত কাজই করিয়াছেন। আপনি চিন্তা করিবেন না—মহাবল কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ আমাদের সহায়তায় বজ্রপাণি ইন্দ্রকেও নিরোধ করিতে পারেন। আপনার শত্রুরা লঙ্কায় আসিলে আমরা

যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিব তাহাতে সন্দেহ নাই।" (১৩ সর্গ)

ইহা শুনিয়া বিভীষণ পুনরায় রাবণকে বলিলেন, "রাজা, বানরেরা লঙ্কা আক্রমণ করিবার পূর্বেই তুমি রামকে সীতা ফিরাইয়া দাও। কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, মহাপার্শ্ব প্রভৃতি কেহই যুদ্ধক্ষেত্রে রামের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না।" (১৪ সর্গ)

তখন প্রহস্ত বলিলেন, "দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতির সহিত যুদ্ধেও যখন ভয় পাই নাই তখন মানুষ রাম হইতে আমাদের ভয়ের কারণ কি?"

বিভীষণ বলিলেন, "প্রহস্ত, তোমরা রামকে পরাজিত করিবে বলিতেছ, কিন্তু অধার্মিকের স্বর্গ গমনের ন্যায় কাজের বেলা তাহা করিতে পারিবে না। তোমরা কেহই যুদ্ধে রামের বিক্রম সহ্য করিতে পারিবে না। আমি এই লঙ্কাপুরী, রাক্ষসরাজ, তাঁহার বন্ধুবর্গ ও রাক্ষসদিগের হিতের জন্য বলিতেছি—রাক্ষসরাজ রামকে সীতা ফিরাইয়া দিন।"

বৃহস্পতিতুল্য জ্ঞানবান বিভীষণের এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রজিৎ বলিলেন, "কনিষ্ঠ তাত (কাকা), আপনি নিতান্ত ভীতের ন্যায় এরূপ অনর্থক কথা বলিতেছেন কেন? যে এই রাক্ষসকুলে জন্ম-গ্রহণ করে নাই, সেও এরূপ কথা বলে না বা এমন কাজ করে না। আমাদের কুলে একমাত্র পিতৃব্য বিভীষণই বল, বীর্য, পরাক্রম, ধৈর্য ও তেজোবিহীন। ভীরু, আপনি কেন আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছেন? একজন সামান্য রাক্ষসই সেই মনুষ্য রাজপুত্রদ্বয়কে বধ করিতে পারে। আমি ত্রিলোকেশ্বর দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্দী করিয়া পৃথিবীতে আনিয়াছি, ঐরাবতের দন্তদ্বয় আকর্ষণ করিয়া

তাহাকে ভূতলশায়ী করিয়াছি, দেবগণের দর্পচূর্ণ করিয়াছি, দৈত্য-প্রধানদিগকে নিপীড়িত করিয়াছি—তবে কি জন্য সেই সামান্য মনুষ্য রাজপুত্রদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না?”

বিভীষণ উত্তর করিলেন, “বৎস, তুমি এখনও অপরিপক্কবুদ্ধি বালক, সুতরাং কর্তব্য-অকর্তব্য বিচারে অপটু। সেজন্য তুমি আত্ম-বিনাশের হেতু নানারূপ প্রলাপ করিলে। তুমি কেবল নামেই রাবণের পুত্র, কিন্তু কাজে তাঁহার পরম শত্রু—কারণ, তুমি রাম হইতে তাঁহার মহা বিপদের কথা শুনিয়াও মোহবশে তাঁহাকে নিবারণ করিতেছ না। তুমি নিতান্ত দুর্বুদ্ধি, উগ্রপ্রকৃতি ও অদূরদর্শী—তুমি এবং যে তোমাকে এই মন্ত্রণা-সভায় আনিয়াছে সে, উভয়েই বিনষ্ট হইবে। যুদ্ধের সময় রাম যখন কালাগ্নিতুল্য ও যমদণ্ডসদৃশ বাণ নিক্ষেপ করিবেন, তখন কে তাহা সহ্য করিতে পারিবে? রাজা, তুমি রামকে সীতা ফিরাইয়া দিয়া আমাদিগকে নিরুদ্বেগে থাকিতে দাও।”

বিভীষণ এইরূপ সুযুক্তিপূর্ণ হিতকথা বলিলে, রাবণ তাহার উত্তরে কঠোর ভাষায় বলিলেন, “শত্রু বা ক্রুদ্ধ সর্পের সঙ্গে বাস করা বরং ভাল, কিন্তু নামে মিত্র অথচ কাজে শত্রুসেবী (শত্রুর সহায়তা-কারীর) সঙ্গে বাস করা উচিত নয়। বিভীষণ, আমি জ্ঞাতিদের চরিত্র জানি। এক জ্ঞাতির বিপদে অন্য জ্ঞাতিরা আনন্দিত হয় এবং বংশের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ কর্মী, বিদ্বান্‌, ধার্মিক ও বীর তাঁহাকে অপমান করে ও তাঁহার ছিদ্রান্বেষণপূর্বক তাঁহাকে পরাভূত করিয়া থাকে (পরাভূত করিতে চেষ্টা করে)। সুতরাং জ্ঞাতিরা অতি ভয়ানক। বিভীষণ, আমি যে শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া বিপুল ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছি এবং লোকপূজিত হইয়াছি, ইহা

তোমার বাঞ্ছনীয় নয়। কুলাঙ্গার, তোকে ধিক্! তুই আমার ভাই বলিয়াই রক্ষা পাইলি—নতুবা আর কেহ এরূপ কথা বলিলে এই মুহূর্তেই সে প্রাণ হারাইত।"

এইরূপ কঠোর কথা শুনিয়া বিভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার চারিজন অনুচরের সহিত শূন্যে উঠিয়া রাবণকে বলিলেন, "রাজা, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃতুল্য মাননীয়, আমাকে যাহা ইচ্ছা বলিতে পার; কিন্তু তুমি ভ্রান্ত ও ধর্মপথভ্রষ্ট হওয়ায় আমি তোমার কঠোর কথা সহ্য করিতে পারিতেছি না। তোমার হিতকামনায়ই আমি তোমাকে উচিত কথা বলিয়াছি; কিন্তু যাহার মৃত্যু ঘনাইয়াছে (নিকটবর্তী হইয়াছে), সে সদুপদেশ শোনে না। রাজা, সর্বদা প্রিয়কথা বলে এরূপ লোক সুলভ—কিন্তু অপ্রিয় অথচ পরিণামে হিতকর কথার বক্তা ও শ্রোতা, উভয়ই দুর্লভ। তুমি কালপাশে আবদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতে চলিয়াছ বুঝিয়াই তোমাকে হিতকথা বলিয়াছিলাম। আমি তোমাকে রামের বাণে নিহত দেখিতে ইচ্ছা করি না। তুমি আমার গুরুজন, আমি তোমার হিতকামনায় যাহা বলিয়াছি তাহা মার্জনা কর। তুমি নিজেকে এবং রাক্ষসগণের সহিত এই লঙ্কানগরীকে সর্বপ্রকারে রক্ষা কর। আমি চলিলাম; আমাকে বিদায় দিয়া তুমি সুখী হও, তোমার মঙ্গল হউক।"

৩

বিভীষণের রামের নিকট গমন

বিভীষণ মুহূর্তমধ্যে রাম-লক্ষ্মণ যেখানে ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন। বানরযূথপতিরা ভূতল হইতে আকাশস্থিত বিভীষণ ও

তাঁহার অনুচরদিগকে দেখিতে পাইলেন। সুগ্রীব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া হনুমান প্রভৃতিকে বলিলেন, "সর্বাস্ত্রধারী ঐ রাক্ষসেরা যে আমাদিগকে বধ করিতে আসিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" ইহা শুনিয়া সেই বানরপ্রধানেরা শালবৃক্ষ ও বড় বড় শিলা তুলিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, "রাজা, তুমি আমাদিগকে দুরাত্মাদের বধ করিবার অনুমতি দাও—আমরা এখনই উহাদের বধ করিয়া ভূতলে ফেলি।"

বিভীষণ বানরদের এই কথায় বিচলিত হইলেন না। তিনি সমুদ্রের উত্তর তীরে আসিয়া আকাশ হইতে খুব গম্ভীরস্বরে সুগ্রীব প্রভৃতিকে বলিতে লাগিলেন, "রাবণ নামে এক দুর্বৃত্ত রাক্ষসাধিপতি আছেন, আমি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার নাম বিভীষণ। রাবণ জনস্থান হইতে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছেন। আমি রাবণকে বারবার 'রামকে সীতা ফিরাইয়া দাও' এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছি, কিন্তু তিনি আমার হিতকথা না শুনিয়া আমাকে অনেক কটুকথা বলিয়াছেন এবং দাসের ন্যায় অপমান করিয়াছেন। আমি স্ত্রীপুত্রদের ত্যাগ করিয়া রামের শরণাগত হইয়াছি—তোমরা শীঘ্র সেই মহাত্মাকে আমার আগমনের কথা জানাও।"

বিভীষণের কথা শুনিয়া সুগ্রীব রামের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কয়েকজন শত্রুসৈন্য অতর্কিতে (হঠাৎ) এখানে ঢুকিয়াছে। কাকেরা যেমন সুযোগ পাইলেই পেচকদের বধ করে, হয়ত এই রাক্ষসেরাও আমাদিগকে তেমনি বধ করিবে। এই কামরূপী রাক্ষসদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। ইহাদিগকে বধ করাই উচিত বলিয়া বোধ হয়।" সুগ্রীব এইরূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন (নীরব হইলেন)।

তখন রাম হনুমান প্রভৃতিকে বলিলেন, "তোমরা সকলেই বানররাজ সুগ্রীবের যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিলে, এখন তোমরা কি বল ?"

তাঁহারা উত্তর করিলেন, "রাম, কিছুই তোমার অজানা নাই—কিন্তু তুমি সুহৃদ্ বিবেচনায় আমাদিগকে সম্মান করিয়া আমাদের মত জিজ্ঞাসা করিতেছ। তোমার বুদ্ধিমান ও কর্মকুশল সচিবেরা একে একে তাঁহাদের মত বলুন।"

অঙ্গদ বলিলেন, "বিভীষণ শত্রুর নিকট হইতে আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে হঠাৎ বিশ্বাস করা উচিত নয়। রাম, আপনি যদি তাঁহাতে কোন মহাদোষ দেখিতে পান তাঁহাকে ত্যাগ করুন আর বহু গুণ দেখিতে পাইলে তাহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করুন।"

শরভ বলিলেন, "নরশ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্মবুদ্ধি চরের দ্বারা যথোচিত পরীক্ষা করিয়া গ্রহণের যোগ্য বোধ করিলে ইঁহাদের গ্রহণ করিবেন।"

বিচক্ষণ জাম্ববান বলিলেন, "রাজা, বিভীষণ যখন আমাদের বদ্ধবৈরী পাপাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট হইতে আসিয়াছেন, তখন তিনি সকল রকমেই শঙ্কার (ভয়ের) পাত্র।"

মৈন্দ বলিলেন, "মহারাজ, বিভীষণকে মিষ্ট ভাষায় প্রশ্ন করিয়া তাঁহার মনোভাব ভাল না মন্দ তাহা বুঝিয়া পরে যাহা উচিত হয় করিবেন।"

হনুমান বলিলেন, "রাম, অঙ্গদ প্রভৃতি বিভীষণের দোষ-গুণ পরীক্ষার জন্য যাহা বলিলেন, আমি তাহা দোষের হইবে বলিয়া মনে করি। যিনি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট চর পাঠান অনাবশ্যক। বুদ্ধিমান লোককে সহসা অজানা কেহ

কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি শঙ্কিত হন। তিনি মিত্রতা করিতে আসিয়া থাকিলে, মিথ্যা (অনর্থক) প্রশ্নে খুব বিরক্ত হইবেন। রাজা, শত্রুর মনোভাব সহসা বুঝিতে পারা যায় না; কিছুদিন বিভীষণের ব্যবহার লক্ষ্য করিলে, তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার কথাবার্তায় কোন দুষ্টভাব দেখিতে পাইতেছি না এবং তাঁহার মুখও প্রসন্ন, সুতরাং আমি তাঁহাকে কোনরূপ সন্দেহ করি না। বিভীষণ দুষ্টপ্রকৃতি হইলে, কখনও শঙ্কাশূন্য ও সুস্থচিত্তে আপনার নিকটে আসিতে পারিতেন না। লোকে মনোভাব গোপন করিতে যত চেষ্টাই করুক না কেন, তাহা কিছুতেই গোপন থাকে না—আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়। আপনি বালীকে বধ করিয়া যেরূপ সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সেইরূপ রাবণকে নিহত করিয়া বিভীষণকে রাজ্য দিবেন—এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তিনি রাজ্য কামনায় এখানে আসিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করা উচিত।" (১৭ সর্গ)

হনুমানের কথায় খুশী হইয়া রাম উত্তর করিলেন, "তোমরা সকলেই আমার হিতকামী, সুতরাং বিভীষণের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শোন। তিনি যখন মিত্রভাবে আমার শরণ লইয়াছেন তখন তাঁহার দোষ থাকিলেও আমার তাঁহাকে পরিত্যাগ করা উচিত হইবে না। তিনি ভাল বা মন্দ যাহাই হউন না কেন, আমার সামান্যমাত্রও অহিত করিতে পারিবেন না। শত্রুও শরণাগত হইলে, প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তাহাকে রক্ষা করা ধার্মিক ব্যক্তির কর্তব্য। কেহ যদি শরণাপন্ন হইয়া একবার মাত্র বলে, 'আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি', তবে আমি তাহাকে সকল প্রাণী হইতে অভয় দিয়া থাকি—ইহাই আমার ব্রত। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব, ইনি যদি বিভীষণ

বা স্বয়ং রাবণও হন তবু আমি ইহাকে অভয় দিতেছি ; তুমি ইহাকে লইয়া আইস।”

তখন বিভীষণ সানন্দে তাঁহার অনুচরদের সহিত ভূতলে অবতরণ করিলেন এবং রামের চরণে নিপতিত হইয়া বলিলেন, “আজ আমি, রাবণের অনুজ, তাঁহার দ্বারা অপমানিত হইয়া লঙ্কা, আত্মীয়স্বজন ও ধনাদি পরিত্যাগ করিয়া তোমার শরণাগত হইতেছি। আমার রাজ্যলাভ, জীবনধারণ ও সুখ সকলই তোমার উপর নির্ভর করে।”

বিভীষণের এই কথা শুনিয়া রাম তাঁহাকে পরম স্নেহে অবলোকন করিয়া ও সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, “বিভীষণ, তুমি রাক্ষসদের বলাবলের কথা সঠিকভাবে আমাকে বল।”

বিভীষণ বলিলেন, “রাজকুমার, ব্রহ্মার বরে দশানন গন্ধর্ব, উরগ (নাগ বা সর্প) ও পক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণীর অবধ্য। তাঁহার ছোট ও আমার বড় ভাই মহাতেজা কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে ইন্দ্রের সমকক্ষ। কৈলাসে যে যুদ্ধে মণিভদ্রকে পরাজিত করিয়াছিল, সেই প্রহস্ত রাবণের সেনাপতি। রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ গোধাচর্মের (গোসাপের চর্মের) অঙ্গুলিত্রাণ, অভেদ্য কবচ* ও ধনু ধারণ করিয়া এবং অগ্নির বরে অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধে শত্রু বিনাশ করেন। যুদ্ধে লোকপালদিগের ন্যায় বিক্রমশালী মহোদর, মহাপার্শ্ব ও অকম্পন রাবণের উপ-সেনাপতি (সহকারী সেনাপতি)।† লঙ্কাবাসী দশসহস্র কোটি রক্তমাংসাহারী কামরূপী রাক্ষস লইয়া রাবণের সৈন্যদল গঠিত। তাহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাবণ লোকপাল ও দেবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন।”

* অবধ্যকবচঃ (মূল)—অভেদ্যকবচঃ (গোবিন্দরাজ)

† অনীকপাঃ (মূল)—উপসেনাপতয়ঃ (রা-তিলক)

ইহা শুনিয়া রাম বলিলেন, "বিভীষণ, তুমি রাবণের বলবীর্যের কথা যাহা বলিলে, সবই সত্য। কিন্তু, তুমি ঠিক জানিও, আমি প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ ও রাবণকে বধ করিয়া তোমাকে রাজা করিব। আমার তিন ভ্রাতার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, রাবণ রসাতলে বা পাতালে বা পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁহাকে পুত্র ও স্বজনদের সহিত বধ না করিয়া আমি অযোধ্যায় ফিরিব না।"

রামের কথা শুনিয়া বিভীষণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "রাম, আমি রাক্ষসবধে ও লঙ্কা বিধ্বস্ত করিতে তোমাকে যথাশক্তি সাহায্য করিব।"

তখন রাম বিভীষণকে আলিঙ্গন করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ, আমি ইঁহার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি শীঘ্র সমুদ্র হইতে জল আনিয়া এই মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণকে রাক্ষসদের রাজপদে অভিষিক্ত কর।" রামের আদেশানুসারে লক্ষ্মণ বানরপ্রধানদের মধ্যে বিভীষণকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তাহা দেখিয়া বানরেরা 'সাধু! সাধু!' বলিয়া আনন্দে চেঁচামেচি করিতে লাগিল।

পরে হনুমান ও সুগ্রীব বিভীষণকে বলিলেন, "আমরা কিরূপে সসৈন্যে শীঘ্র এই সমুদ্র পার হইব তাহার উপায় স্থির কর।"

বিভীষণ উত্তর করিলেন, "রাম সমুদ্রের শরণাগত হউন। মহাসমুদ্র নিজে সগর হইতে উৎপন্ন। সেইজন্য রামকে জ্ঞাতি (আপনার জন) বিবেচনা করিয়া অবশ্যই তাঁহার কার্যসাধনে সহায়তা করিবেন।"

তখন সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ রামের নিকটে আসিলেন এবং বিভীষণের পরামর্শের কথা রামকে জানাইয়া বলিলেন, "রাম, বিভীষণ কালোচিত সুপরামর্শই দিয়াছেন। এই ভীষণ সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন না

করিয়া দেবতা ও অসুরগণও লঙ্কায় যাইতে পারেন না—সুতরাং আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই, তুমি সাগরের শরণাপন্ন হও।"

ইহা শুনিয়া রাম তখনই সমুদ্রতীরে কুশাসনে বসিয়া সমুদ্রের উপাসনায় রত হইলেন (উপাসনা করিতে লাগিলেন)। (১৯ সর্গ)

৪

শুকের দৌত্য—রামের সমুদ্রশাসন—নল কর্তৃক সেতুবন্ধন—বানর বাহিনীসহ রাম-লক্ষ্মণের লঙ্কায় গমন—রাবণের আদেশে শুক ও সারণের বানরসেনা পরিদর্শন

এদিকে রাবণের চর শার্দূল সেখানে আসিয়া সুগ্রীবের সেই বিশাল বাহিনী দেখিতে পাইল। সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি লঙ্কায় ফিরিয়া রাবণকে বলিল, "রাক্ষসরাজ, অসংখ্য বানর ও ভল্লূকসৈন্য রাম-লক্ষ্মণের সহিত লঙ্কা আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তাহারা সমুদ্রতীরে দশযোজন স্থান জুড়িয়া অবস্থান করিতেছে। এখন আপনি শীঘ্র দূত পাঠাইয়া সকল সংবাদ জানুন এবং যে প্রতিবিধান করিতে হয় করুন।"

ইহা শুনিয়া রাবণ শুক নামে একজন কার্যদক্ষ রাক্ষসকে ব্যস্ত-ভাবে বলিলেন, "শুক, তুমি সত্বর সুগ্রীবের কাছে গিয়া, আমি যাহা বলিতেছি তাহা সুমিষ্ট কথায় তাঁহাকে বলিবে—'বানরপতি, তুমি মহারাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি মহাবীর ও ঋক্ষরাজার পুত্র, সুতরাং আমার ভ্রাতৃতুল্য। রামের সাহায্য করিয়া তোমার কোন লাভ হইবে না এবং সাহায্য না করিলেও তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। আমি রামের পত্নীকে হরণ করিয়া আনিয়াছি, তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইয়াছে? তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া যাও।' "

শুক পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া দ্রুত আকাশে উঠিলেন। পরে সুগ্রীবের নিকটে গিয়া আকাশে থাকিয়াই রাবণের আদেশমত সকল কথা সুগ্রীবকে বলিলেন। তাহা শুনিয়া বানরেরা লাফ দিয়া আকাশে উঠিল এবং শুককে ধরিয়া ঘুঁষি মারিতে মারিতে ভূতলে ফেলিল। ইহাতে কাতর হইয়া শুক রামকে বলিলেন, "রাম, দূত অবধ্য—তুমি এই বানরদিগকে নিবারণ কর। যে দূত প্রভুর আদেশমত কথা না বলিয়া নিজের ইচ্ছামত কথা বলে, সেই দূতকেই বধ করা উচিত।"

তখন রাম "তোমরা উহাকে মারিও না" বলিয়া সেই বানরদিগকে নিবারণ করিলেন। শুক পুনরায় আকাশে উঠিয়া বলিলেন, "সুগ্রীব, লঙ্কায় ফিরিয়া আমি রাবণকে কি বলিব ?"

সুগ্রীব বলিলেন, "তুমি বলিবে, সুগ্রীব বলিয়াছেন, 'রাক্ষসরাজ, তুমি আমার মিত্র, উপকারী, প্রীতিভাজন বা দয়ার পাত্র নও। তুমি রামের শত্রু, সুতরাং আমারও শত্রু এবং বালীর ন্যায় বধার্হ। আমি শীঘ্র আমার এই বিশাল বাহিনী সহ লঙ্কায় যাইয়া তোমাকে সবান্ধব বধ করিব এবং লঙ্কাপুরী ভস্ম করিয়া ফেলিব। ত্রিভুবনে পিশাচ, রাক্ষস, গন্ধর্ব ও অসুরগণের মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না, যে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে। তুমি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ জটায়ুকে বধ করিয়া আপনাকে খুব শক্তিশালী মনে করিও না। তোমার শক্তি থাকিলে, তুমি রাম ও লক্ষ্মণের অসাক্ষাতে সীতাকে চুরি করিয়া আনিতে কি ? রাবণ, যিনি তোমার প্রাণ সংহার করিবেন, তুমি সেই রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রামকে চেন না বলিয়াই এমন কাজ করিয়াছ।' "

তারপর বানরেরা শুককে ধরিয়া তাহার পক্ষচ্ছেদ করিল। সুতরাং তিনি আর উড়িতে না পারিয়া সেখানেই থাকিলেন।

রাম সমুদ্রতীরে কুশ বিছাইয়া তাহার উপর পূর্বমুখে শয়ন করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, হয় সাগর পার হইবেন, নয় সাগরকে বিনাশ করিবেন। এইরূপে বাহু উপাধানে শুইয়া তিনি তিন রাত্রি সাগরের উপাসনা করিলেন। কিন্তু সাগর দেখা দিলেন না। তখন রাম সমুদ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ, সমুদ্রের বোধ হয় গর্ব হইয়াছে, সেইজন্য তিনি দেখা দিতেছেন না। তুমি আমার ধনুর্বাণ লইয়া আইস; আমি সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া ফেলিব; বানরেরা হাঁটিয়াই সমুদ্র পার হইবে।"

লক্ষ্মণ রামের ধনুর্বাণ লইয়া আসিলেন। তখন ক্রোধে বিস্ফারিতলোচন রাম তাঁহার সেই ভীষণ ধনুর নির্ঘোষে জগৎ কম্পিত করিয়া প্রচণ্ড শরসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই জ্বলন্ত বাণগুলি আসিয়া বেগে সমুদ্রের জলে প্রবেশ করিয়া সেখানে মহাতরঙ্গ তুলিল। জলচর প্রাণীরা যারপরনাই ভীত এবং ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইল। প্রবল বায়ু সংযোগে সমুদ্রে অতি ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ অগ্রসর হইয়া রামের ধনু ধরিয়া বলিলেন, "বীরশ্রেষ্ঠ, আপনার ন্যায় ব্যক্তির ক্রোধের বশীভূত হওয়া উচিত নয়—সুতরাং আপনি বাণ প্রয়োগে সমুদ্রকে এরূপ আলোড়িত না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করুন।" কিন্তু রাম লক্ষ্মণের সে কথা না শুনিয়া ধনুতে ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করিয়া জ্যা আকর্ষণ করিলেন। তখন সমুদ্র রামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে তাঁহাকে বলিলেন, "প্রিয়দর্শন রাম, আমি স্বভাবতঃ অগাধ ও অলঙ্ঘ্য (অলঙ্ঘনীয়)—কিন্তু তুমি যেরূপে পার হইতে

পারিবে তাহা বলিতেছি। এই নল নামক বানর বিশ্বকর্মার পুত্র এবং তাঁহার ন্যায় সর্ববস্তুনির্মাণদক্ষ। এ ইহার পিতার বরে আমার উপর সেতু করিতে পারিবে, আমি তাহা ধারণ করিব।"

সমুদ্র এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, নল রামকে বলিলেন, "রাম, সমুদ্র সত্য কথাই বলিয়াছেন ; আমি পিতা বিশ্বকর্মার বরে এই মহাসমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করিতে পারিব। আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করায় আমি পূর্বে নিজের গুণের বিষয় কিছু বলি নাই। যাহা হউক, আজই বানরদিগকে আমার সহিত সেতু নির্মাণের আজ্ঞা দিন।"

তারপর রামের আদেশে অসংখ্য বড় বড় বানর সানন্দে মহারণ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা শাল, তাল, অর্জুন, বেল, আম ও অশোক প্রভৃতি গাছ আনিয়া সাগর পূর্ণ (আবৃত) করিয়া ফেলিতে লাগিল। হস্তীর ন্যায় বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ও পর্বতসকল উৎপাটন করিয়া যন্ত্রের সাহায্যে বহন করিয়া আনিতে লাগিল। তাহা সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত হইলে, সমুদ্রের জল আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পুনরায় নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে চারিদিক হইতে প্রস্তরাদি পতিত হওয়ায় সমুদ্র ক্ষোভিত হইয়া উঠিল। কোন কোন বানর সূত্র এবং কেহ কেহ দণ্ড ধারণ করিয়া সেতুর নির্মাণ-কার্য পরিচালনা করিতে লাগিল। সূত্র ধারণ করিয়া সেতুর উঁচু-নীচু স্থির এবং দণ্ড ধরিয়া পরিমাপ অথবা অধীনস্থ বানরদিগকে পরিচালনা করা হইতে লাগিল। এইরূপে নল ঘোরকর্মা বানর-দিগের সহিত সমুদ্রে শতযোজনব্যাপী সেতুবন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম দিন চৌদ্দ যোজন, দ্বিতীয় দিন কুড়ি, তৃতীয় দিন একুশ, চতুর্থ দিন বাইশ এবং পঞ্চম দিন তেইশ যোজন সেতু নির্মিত হইয়া

লঙ্কার নিকটস্থ বেলাভূমিতে সংযোজিত হইল। নল নির্মিত সেই শতযোজন দীর্ঘ ও দশযোজন বিস্তৃত অদ্ভুত সেতু আকাশস্থ ছায়াপথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিরা আকাশে উঠিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। সেতু প্রস্তুত হইতে না হইতেই মহাবলবান্ সহস্র কোটি বানর গর্জন করিতে করিতে ও লম্ফঝম্ফ দিতে দিতে তাহার উপর দিয়া সমুদ্র পার হইয়া চলিল। বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত (নিবারণ) করিবার জন্য বিভীষণ তাঁহার অনুচরদের সহিত পরপারে গিয়া গদাহস্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সুগ্রীবের অনুরোধে রাম হনুমানের এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে চড়িয়া সেই বিপুল বাহিনীর সহিত সমুদ্র পার হইলেন। বানরসেনার উল্লাসধ্বনি সমুদ্রের ভীষণ গর্জনকে আচ্ছন্ন করিল। পরপারে আসিয়া সুগ্রীব তাহাদিগকে বহু ফলমূল ও জনসমন্বিত স্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। (২২ সর্গ)

তারপর রাম সেই বাহিনীকে ব্যূহবদ্ধ করিয়া যুদ্ধশাস্ত্রানুযায়ী তাহার বলবিভাগে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার আদেশে দুর্জয় অঙ্গদ সেনাপতি নীলের সহিত মধ্যস্থলে, কপিবর ঋষভ বানরগণে বেষ্টিত হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে, বেগবান গন্ধমাদন বানর-পরিবৃত হইয়া বাম পার্শ্বে, বানরপ্রধান মহাবল জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শী এই তিন জন সৈন্যের অভ্যন্তরভাগে এবং বানররাজ সুগ্রীব পশ্চাদ্দেশে থাকিয়া বানরদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাম লক্ষ্মণের সহিত সর্বাগ্রে রহিলেন। এইরূপে সৈন্যবিন্যাস শেষ হইলে রামের আজ্ঞায় সুগ্রীব ছিন্নপক্ষ শুককে ছাড়িয়া দিলেন।

মুক্তি পাইয়াই শুক তাড়াতাড়ি রাবণের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাবণ ছিন্নপক্ষ শুককে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা-

করিলেন, "একি! তোমার পক্ষদ্বয় ছিন্ন দেখিতেছি কেন? তুমি কি চঞ্চলচিত্ত বানরদের হাতে পড়িয়াছিলে?" তখন শুক রাবণকে সুগ্রীবের কথা শুনাইয়া বলিলেন, "রাক্ষসরাজ, দেব-দানবে যেরূপ সন্ধি হয় না, সুগ্রীবের সহিত আপনারও সেইরূপ সন্ধি হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বানরেরা লঙ্কার প্রাচীরের নিকটে আসিবার আগেই আপনি শীঘ্র যাহা হয় একটি করুন—হয় তাড়াতাড়ি রামকে সীতা ফিরাইয়া দিন, নয়তো তাঁহার সহিত যুদ্ধ করুন।"

শুকের কথা শুনিয়া রাবণ ক্রোধে রক্তনয়ন হইয়া শুককে বলিলেন, "যদি দেব-দানব-গন্ধর্ব মিলিত হইয়াও আমার সহিত যুদ্ধ করে, তথাপি আমি সীতাকে ফিরাইয়া দিব না। সূর্য উদিত হইয়া যেমন অন্যান্য সকল জ্যোতিষ্কের প্রভাই বিলুপ্ত করিয়া থাকে, আমিও তেমনি আমার বিপুল বাহিনী পরিবৃত হইয়া সমস্ত বানর সেনার বিলোপ সাধন করিব। দশরথের পুত্র রাম জানে না যে, আমার বেগ সাগরের তুল্য এবং বল বায়ুর ন্যায়, সেজন্য সে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিতেছে।" এই কথা বলিয়া রাবণ শুক ও সারণ নামে তাঁহার দুইজন অমাত্যকে কহিলেন, "রাম সেতুবন্ধন করিয়া বানরসেনা সহ দুস্তর সাগর পার হইয়াছে, ইহা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, তোমরা অজানিত ভাবে বানরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সত্বর তাহাদের সকল সংবাদ জানিয়া আইস।"

শুক ও সারণ বানরবেশে বানরসৈন্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু বিভীষণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং রামের নিকটে লইয়া গেলেন। তাঁহারা জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া ভীতভাবে করজোড়ে রামকে বলিলেন, "রঘুনন্দন, আমরা রাবণের আদেশে

আপনার সেনাবল জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।" রাম একটু হাসিয়া বলিলেন, "যদি তোমরা সব কিছু দেখিয়া ও জানিয়া থাক তবে স্বচ্ছন্দে ফিরিয়া যাও। যদি কিছু দেখিতে বাকী থাকে অথবা আবার দেখিতে চাও, তবে বিভীষণ তোমাদের সে সকল দেখাইয়া দিবেন। তোমরা আমাদের হাতে পড়িয়াছ বলিয়া প্রাণের ভয়ে ভীত হইও না, কারণ দূত, অস্ত্রহীন ও শরণাগত অবধ্য। রাক্ষসরাজকে বলিবে, তিনি যে বলে আমার সীতাকে হরণ করিয়াছেন, এখন সসৈন্য ও সবান্ধব সেই বল আমাকে দেখান। কাল প্রভাতেই আমার শরে তোরণ-শোভিত ও প্রাকার-বেষ্টিত লঙ্কানগরী এবং রাক্ষসসেনা বিনষ্ট হইবে।"

শুক ও সারণ এইরূপ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া, ধর্মবৎসল রামকে 'আপনার জয় হউক' বলিয়া অভিনন্দন করিলেন এবং লঙ্কায় রাবণের নিকট ফিরিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রাক্ষসেশ্বর, রাম-লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব রক্ষিত বানরসেনা সমস্ত সুরাসুরগণেরও অজেয়। আপনি তাহাদের সহিত বিবাদ করিবেন না, সীতাকে ফিরাইয়া দিয়া রামের সঙ্গে সন্ধি করুন।" (২৫ সর্গ)

৫

রাবণের বানরসেনা দর্শন—সীতাকে ছলনা—সীতা ও সরমা—রাবণের প্রতি তাঁহার মাতামহ মাল্যবানের উপদেশ

সারণের কথা শুনিয়া রাবণ তাঁহাকে বলিলেন, "দেব-দানব-গন্ধর্ব অথবা ত্রিলোকবাসী সকলে একত্রিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেও আমি তাহাদের ভয়ে সীতাকে ফিরাইয়া দিব

না। সারণ, বানরেরা তোমাকে বড় পীড়ন করিয়াছে (কষ্ট দিয়াছে), সেজন্য তুমি খুব ভীত হইয়াছ এবং সীতাকে ফিরাইয়া দেওয়াই উচিত বলিয়া মনে করিতেছ; কিন্তু কোন্ শত্রু আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে?" রাবণ সক্রোধে এই কথা বলিয়া বানরদল দেখিবার জন্য সেই চরদ্বয়ের সহিত অত্যুচ্চ প্রাসাদে উঠিলেন। শুক ও সারণ সকলদিকে রাবণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে প্রধান প্রধান বানরগণের পরিচয় দিলেন এবং তাঁহাদের বল-বিক্রমের ও বানরসেনার বিশালতার কথা বলিলেন। ইহাতে কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া রাবণ রোষগদগদ বচনে তাঁহাদিগকে বলিলেন, "যিনি ইচ্ছা করিলে অনুগ্রহ ও নিগ্রহ দুই-ই করিতে পারেন, সেই রাজাকে অপ্রিয় কিছু বলা তাঁহার আশ্রিত সচিবের উচিত নয়। যে শত্রু আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, তোমরা তাহারই স্তবগান (মহিমাকীর্তন) করিতেছ। তোমরা রাজনীতির সার কথাই জান না। আমি এরূপ মূর্খ সচিব লইয়াও যে রাজ্যরক্ষা করিতে পারিতেছি, ইহা শুধু আমার সৌভাগ্যের জন্যই সম্ভব হইতেছে। তোমাদের কি মরণের ভয়ও নাই যে, আমার কথার উপর তোমাদের শুভাশুভ নির্ভর করে জানিয়াও তোমরা আমাকে এমন কঠোর কথা বলিতেছ? তোমরা আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও, আমি যেন আর তোমাদের না দেখি।" ইহা শুনিয়া শুক ও সারণ লজ্জিতভাবে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

তারপর রাবণ শার্দূল প্রভৃতি কয়েকজন চরকে রাম ও তাঁহার মন্ত্রীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সব কিছু জানিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। তাহারা গোপনে গিয়া দেখিল—রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণ সুবেল-পর্বতের নিকট অবস্থান করিতেছেন। বানরসেনা

দর্শনে তাহারা ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। বিভীষণ তাহাদের ধরিয়া ফেলিয়া খুব নির্যাতন করিলেন। বানরেরা তাহাদের মারিতে মারিতে রামের নিকটে লইয়া গেল। কিন্তু দয়ালু রাম তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন। তাহারা হাঁপাইতে হাঁপাইতে হত-চেতনের ন্যায় লঙ্কায় ফিরিয়া রাবণকে সকল কথা বলিল। (৩০ সর্গ)।

রাম সুবেল-পর্বতে উপস্থিত হইয়াছেন জানিয়া রাবণ কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি পুনরায় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। তারপর নিজগৃহে ফিরিয়া তিনি বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে মায়াবী রাক্ষসকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "তুমি মায়াবলে রামের মুণ্ড ও ধনুর্বাণ তৈয়ারী করিয়া লইয়া আইস। তাহা দেখাইয়া আমরা সীতাকে মোহিত করি (সীতার ভ্রম জন্মাই)।"

বিদ্যুজ্জিহ্ব তাহাই করিল। তখন তাহাকে সঙ্গে লইয়া রাবণ অশোকবনে গিয়া সীতাকে বলিলেন, "সীতা, আমি তোমার সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করিলেও তুমি যাহার ভরসায় আমাকে অপমান করিয়া থাক, তোমার স্বামী সেই রাম যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। সুতরাং তোমার সে আশা নির্মূল এবং দর্পচূর্ণ হইল। এখন তুমি মৃত পতিকে লইয়া আর কি করিবে? এখন তুমি আমার প্রধানা মহিষী হও। তোমার স্বামীর বধের কথা শোন। —রাম আমাকে বধ করিবার জন্য বানররাজ সুগ্রীবের বিপুল বাহিনীসহ সূর্যাস্তের সময় সমুদ্রের উত্তর তীরে আসিয়া সৈন্যসমাবেশ করিয়াছিল। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া মধ্যরাত্রে যখন সকলে সুখে নিদ্রিত ছিল তখন প্রহস্ত সসৈন্যে সেখানে গিয়া বানরসেনা বিনাশ করিয়াছে। রামও নিদ্রা যাইতেছিল, প্রহস্ত অসিদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছে।

বিভীষণ পলায়ন করিতেছিল, কিন্তু ধরা পড়িয়া যথেষ্ট নিগৃহীত (লাঞ্ছিত) হইয়াছে। লক্ষ্মণ অবশিষ্ট বানরদিগের সহিত একদিকে পলাইয়া গিয়াছে। বানররাজ সুগ্রীব গ্রীবাভঙ্গ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। রাক্ষসেরা হনুমানের হনু চূর্ণ করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছে। জাম্ববান ভগ্নজানু হইয়া খড়্গের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়াছে। মৈন্দ ও দ্বিবিদ অসির দ্বারা মধ্যদেশে আহত হইয়া রুধিরাক্ত দেহে পড়িয়া আছে এবং ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে। পনস পনসের (কাঁঠালের) মত ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। কুমুদ বাণবিদ্ধ হইয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিয়াছে। অঙ্গদ বহু শরে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া মাটিতে পড়িয়া রুধির বমন করিতেছে। সীতা, এইরূপ সাগরতীরে এবং পর্বত ও বনমধ্যে বহু বানর বধ করিয়া আমার সেনারা তোমার স্বামীকে সসৈন্যে নিহত করিয়াছে। তোমার বিশ্বাসের জন্য তাহার রক্তাক্ত মুণ্ড লইয়া আসিয়াছি।”

তারপর রাবণ সীতাকে শুনাইয়া এক রাক্ষসীকে কহিলেন, “বিদ্যুজ্জিহ্ব রণস্থল হইতে রামের মুণ্ড ও শরাসন আনিয়াছে, তাহাকে এখানে লইয়া আইস।” পরে বিদ্যুজ্জিহ্ব সেখানে আসিলে রাবণ তাহাকে বলিলেন, “তুমি রামের মুণ্ড সীতার সম্মুখে রাখ, সীতা পতির দুর্দশা দেখুন।” বিদ্যুজ্জিহ্ব মুণ্ড ও ধনুর্বাণ সীতার সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেল। রাবণ সীতাকে বলিলেন, “যাহা হইবার হইয়াছে, এখন তুমি আমার বশীভূত হও।” (৩১ সর্গ)

সীতা সেই ধনু ও মুণ্ড দেখিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, “কৈকেয়ী, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। তুমি রামকে নিহত এবং রঘুকুলকে উৎসন্ন করিলে। রাম তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন যে, তুমি তাঁহাকে চীরবসন পরাইয়া বনে পাঠাইয়াছিলে?”

এই কথা বলিয়া সীতা কাঁপিতে কাঁপিতে (কম্পিত কলেবরে) ছিন্ন কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া, তিনি সেই মুণ্ড কাছে লইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন—"হায় মহাবাহু, আমার এইরূপ সর্বনাশ হইল! তুমি বীরের ব্রত পালন করিয়া চলিয়া গেলে, আর আমি বিধবা হইয়া তোমার এই চরম দশা দেখিলাম! আমি তো কোন পাপ করি নাই তবে কেন তুমি আমাকে ছাড়িয়া অগ্রে চলিয়া গেলে? আমি মহা-দুঃখিনী, শোকসাগরে ডুবিয়া আছি, তুমি আমাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিতে আসিয়া বিনষ্ট হইলে! আমার শ্বশ্রূ (শ্বাশুড়ী) কৌশল্যা কি কারণে তোমার মত পুত্রকে হারাইলেন? তুমি নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, বিপদ নিবারণে পটু, তবে কেন তোমার এরূপ অজ্ঞাত কারণে মৃত্যু হইল? নিষ্পাপ, তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে পিতা দশরথ ও পিতৃগণের সহিত মিলিত হইয়াছ, মহৎ কাজ করিয়া আকাশে নক্ষত্ররূপে অবস্থান করিতেছ, কিন্তু তুমি নিজের পবিত্র রাজর্ষিবংশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলে কেন? তুমি বাল্যকালে যে বালিকাকে সহচরী ভার্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলে, এখন কেন তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছ না বা তাহার কথার উত্তর দিতেছ না? আমার সহিত ধর্মাচরণ করিবে, পাণিগ্রহণের সময় তুমি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে; সেই কথা স্মরণ করিয়া এখন দুঃখিনী আমাকেও তোমার সঙ্গে লও। আমরা তিনজনে একত্র বনবাসে আসিয়াছিলাম, এখন কৌশল্যা কেবল লক্ষ্মণকে ফিরিতে দেখিয়া শোকে আকুল হইবেন। আমি দুঃশীলা—আমার জন্যই নিষ্পাপ বীর্যবান রাজকুমার রাম সাগর পার হইয়া গোষ্পদে নিহত হইলেন? হা রাম, তুমি না বুঝিয়া এই কুলনাশিনীকে বিবাহ করিয়াছিলে—

তোমার মৃত্যু ঘটাইবার জন্যই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। রাবণ, তুমি শীঘ্র আমাকে রামের দেহের উপর রাখিয়া বধ কর—পতিপত্নীকে মিলিত করিয়া পরম মঙ্গলসাধন কর।”

সীতা এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় একজন দ্বার-রক্ষক আসিয়া রাবণকে জানাইল যে, সেনাপতি প্রহস্ত ও অমাত্য-গণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাহা শুনিয়া রাবণ তখনই অশোকবন ত্যাগ করিয়া অমাত্যদের সহিত মন্ত্রণাসভায় গেলেন। রাবণের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই রামের মায়ামুণ্ড ও ধনুর্বাণ অন্তর্হিত (অদৃশ্য) হইল। (৩২ সর্গ)

তখন বিভীষণের পত্নী সরমা সীতার কাছে আসিলেন। সরমা রাবণের আদেশে সীতার রক্ষাকার্যে নিযুক্তা ছিলেন এবং তাঁহার সখী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সরমা সীতাকে সখীর ন্যায় স্নেহভরে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, “আমি বনমধ্যে লুকাইয়া তোমাদের সকল কথা শুনিয়াছি। আমি রাবণের ভয়ে ভীত না হইয়া তোমার হিতসাধন করিয়া থাকি। রাক্ষসরাজ যেজন্য তাড়াতাড়ি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, আমি তাঁহার পিছু পিছু গিয়া সে সকলই জানিয়া আসিয়াছি। সীতা, রাম নিহত হন নাই, তিনি ও লক্ষ্মণ কুশলে আছেন, মায়াবী রাবণ তোমাকে ছলনা করিয়াছেন। তোমার শোকের অবসান হইয়াছে এবং সমূহ কল্যাণ উপস্থিত। তোমাকে প্রিয়সংবাদ দিতেছি, শোন। রাম বানরসেনাসহ সাগর পার হইয়া লঙ্কায় আসিয়াছেন—রাবণের চরেরা তাঁহাকে এই সংবাদ দিয়াছে। রাক্ষসরাজ তাহা শুনিয়া মন্ত্রীদের সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন। ঐ শোন, মেঘগর্জনের ন্যায় ভেরীনিনাদ হইতেছে। ঐ দেখ, মত্ত মাতঙ্গগণ সজ্জিত এবং অশ্বগণ রথে যোজিত হইতেছে,

হাজার হাজার অশ্বারোহী প্রাসহস্তে* আসিয়াছে, অদ্ভুতদর্শন সৈন্যেরা রাজপথ পূর্ণ করিয়া উচ্চনাদ করিতেছে। ঐ শোন ঘণ্টা-ধ্বনি, রথসকলের চক্রধ্বনি, তূর্যনাদ† ও অশ্বদের হ্রেষারব হইতেছে। সীতা, তুমি চিন্তা করিও না, রাম শীঘ্রই রাবণকে বধ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন।"

সরমা এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় বানরসৈন্যের শঙ্খভেরী-ধ্বনি‡ ও তুমুল কোলাহলে পৃথিবী যেন কম্পিত হইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া সীতা আনন্দিত হইলেন এবং লঙ্কাবাসী রাক্ষসেরা অমঙ্গল আশঙ্কায় নিস্তেজ হইল। (৩৪ সর্গ)

শত্রুপরজয়ী মহাবাহু রাম শঙ্খ ও ভেরীধ্বনির সহিত লঙ্কার নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। সেই তুমুল শব্দ শুনিয়া রাবণ মুহূর্ত-কাল চিন্তা করিয়া মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, "তোমরা রামের সমুদ্র তরণের (পার হওয়ায়) ও বল-বিক্রম-পৌরুষের বিষয় যাহা বলিলে তাহা শুনিলাম। কিন্তু আমি তোমাদিগকে যুদ্ধে মহা-পরাক্রমশালী বলিয়া জানি তবে তোমরা রামের বিক্রমের কথা শুনিয়া নীরবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছ কেন ?"

তখন রাবণের মাতামহ মহাপ্রাজ্ঞ মাল্যবান*† বলিলেন "রাজা, যে নৃপতি বিদ্বান ও নীতিপরায়ণ তিনি চিরকাল ঐশ্বর্য ভোগ করিয়া থাকেন এবং শত্রুরাও তাঁহার বশীভূত থাকে। যিনি শত্রুর সহিত সময়মত সন্ধি অথবা বিরোধ (যুদ্ধ) করিয়া স্বপক্ষ বর্ধন (পুষ্ট)

---

* বর্শার মত প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ।

† তূরী, 'ট্রাম্পেট' জাতীয় একরূপ বাদ্যযন্ত্র।

‡ ভেরী—ঢাক, "ড্রাম"।

*† রাবণের মাতামহ সুমালীর বড় ভাই।

করেন, তিনিই মহৈশ্বর্যলাভে সমর্থ হন। রাজার কখনও শত্রুকে উপেক্ষা করা উচিত নয়—তিনি শত্রুর অপেক্ষা অধিকতর বলশালী হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন, হীনবল বা সমবল হইলে সন্ধি করিবেন। অতএব রাবণ, রামের সহিত সন্ধি করাই আমার ভাল বোধ হয়—যাঁহার জন্য এই বিরোধ সেই সীতাকে ফিরাইয়া দাও। দেবতা, গন্ধর্ব ও ঋষিগণ সকলেই রামের জয় কামনা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার সহিত বিবাদ করিও না। তুমি ত্রিলোক ভ্রমণের (দিগ্বিজয়ের) সময়ে ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্মাচরণ করিয়াছ বলিয়াই তোমার শত্রুরা এরূপ প্রবল হইয়াছে। তোমার ভ্রমকৃত সেই অধর্মই এখন আমাদিগকে গ্রাস করিতে যাইতেছে। তুমি (ব্রহ্মার নিকটে) বর লাভ করিয়া দেব, দানব ও যক্ষগণের অবধ্য হইয়াছ ; কিন্তু যে দৃঢ়বিক্রম ও মহাবল শত্রুরা এখানে আসিয়া গর্জন করিতেছে তাহারা মানুষ, বানর, ঋক্ষ (ভল্লূক) ও গোলাঙ্গুল। তাহা ছাড়া নানারূপ উৎপাত (দুর্লক্ষণ) দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, সমগ্র রাক্ষসকুলের বিনাশ আসন্ন হইয়াছে। অতি ভয়ঙ্কর মেঘেরা সুগভীর গর্জন করিয়া লঙ্কায় উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করিতেছে ; হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বাহনেরা অশ্রুপাত করিতেছে ; শৃগাল, শকুনাদি মাংসাশী পশুপক্ষীরা লঙ্কার উদ্যানে প্রবেশ করিয়া একযোগে অতি ভীষণ শব্দ করিতেছে, কুকুরেরা পূজার উপকরণ ভক্ষণ করিতেছে ; পশুপক্ষিগণ সূর্যের দিকে মুখ করিয়া রোদন করিতেছে। এইরূপ অন্যান্য দুর্লক্ষণও প্রকাশ পাইতেছে। যিনি সমুদ্রে পরমাদ্ভুত সেতু নির্মাণ করিয়াছেন, সেই দৃঢ়বিক্রম রাম মনুষ্যমাত্র নহেন—বোধ হয়, স্বয়ং বিষ্ণুই মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। রাবণ, সকল বিষয় বুঝিয়া, যাহাতে

ভবিষ্যতে মঙ্গল হয়, সেভাবে কর্তব্য স্থির কর—রামের সঙ্গে সন্ধি কর।" (৩৫ সর্গ)

মাল্যবানের এই হিতকথা দুর্মতি রাবণের অসহ্য হইল। ক্রোধে তাঁহার চক্ষুদ্বয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি ভ্রূকুটি করিয়া সক্রোধে মাল্যবানকে বলিলেন, "শত্রুপক্ষকে প্রবল মনে করিয়া আমার হিত-কামনায় আপনি আমাকে যে অহিতকর ও কটুকথা বলিলেন, সেরূপ কথা আমি আর কখনও শুনি নাই। যে রাম পিতাকর্তৃক নির্বাসিত হইয়া বনবাসী হইয়াছে, একমাত্র বানরেরা যাহার সহায়, সেই হীনবল রামকে আপনি প্রবল ভাবিতেছেন কেন? আর রাক্ষস-গণের অধীশ্বর, দেবগণের ভয়ের কারণ, সর্বপ্রকার বিক্রমশালী আমাকেই বা আপনি হীন বিবেচনা করিতেছেন কেন? বোধ হয় আমার উপর বিদ্বেষবশতঃ, বা শত্রুর প্রতি পক্ষপাতের জন্য, অথবা আমাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যেই আপনি এরূপ কঠোর কথা বলিতেছেন। আপনি শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন যে, অসংখ্য বানর, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে আমি নিহত করিয়াছি। আমি বরং দ্বিধা ভগ্ন হইব, তথাপি কাহারও কাছে নত হইব না। রাম দৈবক্রমে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছে, তাহাতে বিস্মিত বা ভীত হইবার কি আছে? রাম বানরসেনার সহিত সাগর পার হইয়া এখানে আসিয়াছে বটে, কিন্তু আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সে জীবিত অবস্থায় ফিরিতে পারিবে না।"

রাবণ এইরূপ বলিলে, মাল্যবান বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি রুষ্ট হইয়াছেন এবং রামের সহিত যুদ্ধ করাই তাঁহার অভিপ্রেত; সুতরাং মাল্যবান লজ্জিত হইয়া আর কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি রাবণকে যথোচিত জয়াশীর্বাদ করিয়া নিজগৃহে চলিয়া গেলেন।

তখন রাবণ মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া লঙ্কা রক্ষার জন্য এইরূপ আদেশ করিলেন—প্রহস্ত পূর্বদ্বারে, মহাবীর্যবান মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণদ্বারে, মহামায়াবী কুমার ইন্দ্রজিৎ পশ্চিমদ্বারে এবং শুক ও সারণ উত্তরদ্বারে থাকিবেন। পরে বলিলেন যে, তিনি (রাবণ) স্বয়ংই উত্তরদ্বার রক্ষা করিবেন। মহাপরাক্রমশালী বিরূপাক্ষ বহু রাক্ষস লইয়া পুরমধ্যে শিবিরে অবস্থান করিবেন। ইহার পর মন্ত্রীদিগকে বিদায় দিয়া রাবণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। (৩৬ সর্গ)

৬

সুগ্রীবের হস্তে রাবণের লাঞ্ছনা—
লঙ্কা অবরোধ—যুদ্ধারম্ভ

এদিকে লঙ্কায় আসিয়া রাম জাম্ববান, বিভীষণ, অঙ্গদ, লক্ষ্মণ, সুষেণ ও নল প্রভৃতিকে লইয়া কি উপায়ে কার্যসিদ্ধ হইতে পারে, সে বিষয়ে মন্ত্রণা করিতেছিলেন। তখন বিভীষণ রামকে বলিলেন, "আমি আমার চারিজন অমাত্যকে লঙ্কানগরীতে পাঠাইয়াছিলাম। তাহারা পক্ষিরূপে শত্রুসৈন্যের বিধিব্যবস্থা দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। রাম, তাহারা রাবণের লঙ্কারক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, আমি আপনাকে তাহা বলিতেছি। প্রহস্ত পূর্ব-দ্বারে, মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণদ্বারে, রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ পশ্চিমদ্বারে এবং স্বয়ং রাবণ উত্তরদ্বারে রহিয়াছেন। বিরূপাক্ষ পুরমধ্যের শিবিরে আছেন। দশ হাজার হস্তী, অযুত রথ, দুই অযুত অশ্ব এবং এক কোটিরও উপরে বল-বিক্রমশালী সশস্ত্র রাক্ষস যোদ্ধা তাঁহাদের সহিত রহিয়াছে। রাম, শত্রুপক্ষের বিষয়ে যাহা বলিলাম, তাহা শুনিয়া আপনি রাগ করিবেন না—আপনাকে ভয় দেখাইবার

জন্য আমি উহা বলি নাই, উদ্দীপিত (উত্তেজিত) করিবার জন্যই বলিয়াছি। আপনি নিজের বীর্যবলে দেবগণকেও নিগ্রহ করিতে পারেন। আপনি আপনার এই বিশাল বানরসৈন্যের দ্বারা ব্যূহ-রচনা করুন, আপনি অবশ্য রাবণকে তাঁহার চতুরঙ্গ বাহিনীর (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির) সহিত বিমথিত করিতে পারিবেন।”

বিভীষণ এই কথা বলিলে, রাম শত্রুদিগকে প্রতিহত করিবার জন্য এইরূপ আদেশ করিলেন—“নীল পূর্বদ্বারে প্রহস্তের প্রতিদ্বন্দ্বী, অঙ্গদ দক্ষিণদ্বারে মহাপার্শ্ব ও মহোদরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং হনুমান পশ্চিমদ্বারে ইন্দ্রজিতের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধ করুন। সর্বলোকের উৎপীড়ক দুর্মতি রাবণকে বধের জন্য আমি নিজে লক্ষ্মণের সহিত উত্তরদ্বারে প্রবেশ করিব। সুগ্রীব, জাম্ববান ও বিভীষণ শত্রুসৈন্যের মধ্যভাগ আক্রমণ করুন। আর আমাদের এই নিয়ম রহিল যে, কোন বানর যেন মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে না যায়—তাহাদের বানররূপ দেখিয়াই আমরা তাহাদিগকে আমাদের স্বজন বলিয়া বুঝিতে পারিব। কেবল আমি, মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ, সখা বিভীষণ ও তাঁহার চারিজন অমাত্য—এই সাতজন মনুষ্যরূপে যুদ্ধ করিব।” এই প্রকার বিধিব্যবস্থা করিয়া রাম সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ প্রভৃতির সহিত সে রাত্রি সুবেল-পর্বতে অতিবাহিত করিলেন। (৩৯ সর্গ)

তাহার পরদিন রাম লঙ্কার অভ্যন্তরভাগ দর্শনের জন্য সুগ্রীবাদির সহিত সুবেলশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা ত্রিকূটশিখরে অবস্থিত বিশ্বকর্মানির্মিত মনোরম লঙ্কাপুরী দেখিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা লঙ্কার গোপুরের (তোরণের) উপর রাক্ষসরাজকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মস্তকে বিজয়চ্ছত্র

এবং দুইপার্শ্বে শ্বেতচামর শোভা পাইতেছে। তাঁহার দেহের বর্ণ নীলমেঘের ন্যায়, পরিধানে স্বর্ণখচিত বসন, গাত্রে রক্তাভরণ এবং উত্তরীয় শশকের শোণিতের তুল্য রক্তবর্ণ। এজন্য তাঁহাকে যেন সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘ বলিয়া বোধ হইতেছিল।

রাম ও সুগ্রীব রাক্ষসরাজকে এইরূপ দেখিতেছেন, ইতিমধ্যে সুগ্রীব হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া সেই পর্বতচূড়া হইতে লাফ দিয়া লঙ্কার তোরণে রাবণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, "রাক্ষস, আমি লোকনাথ রামের সখা ও দাস সুগ্রীব। আজ তুমি আমার নিকট হইতে নিস্তার পাইবে না।" তারপর সুগ্রীব সহসা লম্ফপ্রদানে রাবণের উপর পড়িয়া তাঁহার মুকুট আকর্ষণ করিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিলেন এবং আবার দ্রুতবেগে রাবণের দিকে আসিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া রাবণ বলিলেন, "সুগ্রীব, আমি যে পর্যন্ত তোমাকে দেখি নাই, সে পর্যন্ত তুমি সুগ্রাব ছিলে, এইবার হীনগ্রীব (গ্রীবাহীন) হইবে।" এই বলিয়াই রাবণ সুগ্রীবের দুই হাত ধরিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দিলেন। সুগ্রীবও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া রাবণের বাহুদ্বয় ধরিয়া তাঁহাকে ভূপাতিত করিলেন। এইরূপ বিবিধ কৌশল প্রদর্শনে উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। পরে রাবণ সুগ্রীবের হাত হইতে মুক্তিলাভের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া মায়াবল বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব তাহা বুঝিতে পারিয়া লাফ দিয়া আকাশে উঠিয়া রাবণের সে চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন এবং বানরসেনামধ্যে রামের পাশে ফিরিয়া আসিলেন।

রাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "সখা, তুমি আমার সহিত বিনা পরামর্শে যে দুঃসাহসের কাজ করিয়াছ, রাজারা সেরূপ

কাজ করেন না। যাহা হউক, আর কখনও এমন কাজ করিও না। তোমার কিছু ঘটিলে, সীতায় আমার কি প্রয়োজন?" সুগ্রীব বলিলেন, "রাম, আমি নিজের বলের কথা জানিয়া কিরূপে তোমার ভার্যাপহারী রাবণকে দেখিয়া স্থির থাকিতে পারি?"

সুগ্রীবের এই কথা শুনিয়া রাম তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন। পরে লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ, আইস, আমরা শীতলজল- ও ফলাদি-পূর্ণ বনদেশে আশ্রয় করি এবং সেনাবিভাগ ও ব্যূহরচনা করিয়া অবস্থান করি।" লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া রাম সুবেল-পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া পরমদুর্ধর্ষ বানরসেনা পরিদর্শন করিলেন। তারপর তিনি সুগ্রীবের সহায়তায় তাহাদিগকে ব্যূহ-বদ্ধ করিয়া শুভক্ষণে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিলেন। তিনি নিজেও ধনুর্বাণ-হস্তে লঙ্কানগরীর দিকে অগ্রসর হইলেন। বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, নল, নীল ও লক্ষ্মণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সুবিশাল ভল্লুক- ও বানর-বাহিনী বিস্তীর্ণ ভূভাগ সমাচ্ছাদিত করিয়া তাঁহাদের পিছু পিছু যাইতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ অল্পকালের মধ্যেই লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। রামের আজ্ঞায় বানরেরা লঙ্কা আক্রমণ করিল। লঙ্কার উত্তরদ্বার পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত, রাম-লক্ষ্মণ এই দ্বার অবরোধ করিলেন। নীল মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত পূর্বদ্বার, অঙ্গদ ঋষভ গবাক্ষ গয় ও গবয়ের সহিত দক্ষিণদ্বার, হনুমান প্রজজ্ঘ-তরস ও অন্যান্য বীরগণের সহিত পশ্চিমদ্বার এবং স্বয়ং সুগ্রীব গরুড় ও পবনোপম বানরপ্রধানগণের সহিত মধ্যদেশ অবরোধ করিলেন। ছত্রিশ কোটি যূথপতি বানর তাঁহার নিকটে থাকিয়া লঙ্কার উপর উৎপীড়ন করিতে লাগিল। রামের আদেশে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ দ্বারে দ্বারে কোটি কোটি বানর সন্নিবেশিত করিলেন।

রামের পশ্চিমে এবং মধ্যদেশের অদূরে সুষেণ ও জাম্ববান বহু সৈন্যে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপ সেই শার্দূল-তুল্য বানরপ্রধানেরা বৃক্ষ ও শৈলাগ্রসকল লইয়া সানন্দে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। ত্রিকূট-পর্বতের সকল স্থান যেন বানরগণে আবৃত হইয়া গেল। সেতুবদ্ধ সাগরের কল্লোলের ন্যায় এই বানর-সেনার মহা কোলাহলে লঙ্কার প্রাকার, পর্বত, বন, উপবন সবই যেন বিকম্পিত হইতে লাগিল।

তারপর রামের আদেশে আকাশপথে মুহূর্তকাল মধ্যে মূর্তিমান অগ্নির ন্যায় অঙ্গদ সচিবগণে পরিবৃত রাবণের সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রাক্ষসরাজ, আমি কোশলপতি রামের দূত—বালিপুত্র অঙ্গদ ; বোধ হয় আমার নাম শুনিয়াছ। রাম তোমাকে বলিয়াছেন, 'নিষ্ঠুর, তুমি পুরীর বাহিরে আসিয়া আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর—তোমার পৌরুষ প্রদর্শন কর। আমি অমাত্য, পুত্র, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত তোমাকে বধ করিব, তুমি হত হইলে ত্রিলোক নিরুদ্বিগ্ন হইবে। তুমি দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, উরগ ও রাক্ষসদের শত্রু এবং ঋষিগণের কণ্টক—আমি তোমাকে সমূলে বিনাশ করিব। তুমি যদি আমার পদানত হইয়া সসম্মানে সীতাকে ফিরাইয়া না দাও তবে তুমি প্রাণ হারাইবে এবং বিভীষণ তোমার ঐশ্বর্য লাভ করিবেন।' " (৪১ সর্গ)

অঙ্গদ এই কথা বলিলে, রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সচিবদিগকে বলিলেন, "এই দুর্মতিকে ধরিয়া এখনই বধ কর।" তখন চারিজন ঘোরকায় রাক্ষস অঙ্গদকে ধরিল। অঙ্গদ তাঁহার বাহুদ্বয়ে সংলগ্ন পতঙ্গের ন্যায় সেই রাক্ষসদিগকে লইয়াই লম্ফ দিয়া প্রাসাদশিখরে উঠিলেন—তাঁহার লম্ফের বেগে সেই রাক্ষসেরা

রাবণের সম্মুখে ভূমিতে পড়িয়া গেল। পরে বালিপুত্র পদাঘাতে সেই প্রাসাদের চূড়া ভগ্ন করিয়া দশাননের সম্মুখে ফেলিলেন এবং উচ্চস্বরে নিজের নাম ঘোষণা ও মহাগর্জন করিতে করিতে লাফ দিয়া আকাশে উঠিলেন। শীঘ্রই তিনি বানরগণের মধ্যে রামের পাশে ফিরিয়া আসিলেন। লঙ্কায় অতি ভীষণ কোলাহল পড়িয়া গেল। (৪১ সর্গ)

তারপর তুইপক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইন্দ্রজিতের সহিত অঙ্গদ, প্রজঙ্ঘের সহিত দুর্ধর্ষ বানরবীর সম্পাতি, জম্বুমালীর সহিত হনুমান এবং মিত্রঘ্ন রাক্ষসের সহিত বিভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। গজ তপনের সহিত, নীল নিকুম্ভের সহিত, সুগ্রীব প্রঘসের সহিত, লক্ষ্মণ বিরূপাক্ষের সহিত এবং রাম অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, সুপ্তঘ্ন ও যজ্ঞকোপ নামে চারিজন রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মৈন্দ ও দ্বিবিদের রাক্ষস বজ্রমুষ্টি ও অশনিপ্রভের সহিত এবং সুষেণের বিদ্যুন্মালীর সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অন্যান্য বহু বহু বানর ও রাক্ষসগণের মধ্যেও যুদ্ধ হইতে লাগিল। এইরূপে জয়াভিলাষী বানর ও রাক্ষস বীরগণের তুমুল ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ চলিল। ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদকে গদা প্রহার করিলে, অঙ্গদ সেই গদা লইয়া ইন্দ্রজিতের অশ্ব, রথ ও সারথি বিনষ্ট করিলেন। সম্পাতি প্রজঙ্ঘ কর্তৃক তিনটি বাণে বিদ্ধ হইয়া একটি অশ্বকর্ণ বৃক্ষের আঘাতে প্রজঙ্ঘকে বধ করিলেন। রথস্থিত জম্বুমালী সক্রোধে হনুমানের বক্ষে শক্তির দ্বারা আঘাত করিলে, পবননন্দন তাহার রথে আরোহণ করিয়া তাহাকে চপেটাঘাতে ধরাশায়ী করিলেন। প্রঘস বানরসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে থাকিলে সুগ্রীব একটি সপ্তপর্ণ বৃক্ষ লইয়া তাহার আঘাতে প্রঘসকে নিহত করিলেন। বিরূপাক্ষ

লক্ষ্মণের শরে প্রাণ হারাইলেন, দুর্ধর্ষ রাক্ষস অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, সুপ্তঘ্ন ও যজ্ঞকোপ রামের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন, রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চারিটি ভয়ঙ্কর বাণে তাঁহাদের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস বজ্র মৈন্দের মুষ্টিপ্রহারে ভূতলে নিপতিত হইলেন। নীল নিকুম্ভ ও নিকুম্ভ-সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। দ্বিবিদ অশনিপ্রভের বাণে বিদ্ধ হইয়া একটি শালবৃক্ষের দ্বারা অশনিপ্রভকে অশ্ব ও রথ সহ বিনাশ করিলেন। রাক্ষস বিদ্যুন্মালী সুষেণের হস্তে নিহত হইল। এইরূপে রাক্ষসেরা বানর বীরগণের দ্বারা বিমথিত হইতে লাগিল।

তারপর সূর্য অস্তমিত হইলে নিশাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দারুণ অন্ধকারে বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পরকে বধ করিতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ সর্পতুল্য বাণসমূহের দ্বারা প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরাও শরবর্ষণ করিতে করিতে রামের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিল। কিন্তু রামের সুশাণিত বাণে আহত হইয়া তাহারা শীঘ্রই পলায়ন করিল। অঙ্গদ পুনরায় ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে তাঁহার সারথি ও অশ্বদিগকে নিহত করিলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া রাম-লক্ষ্মণকে শরে বিদ্ধ করিয়া ভীষণ নাগপাশে আবদ্ধ করিলেন। রাম-লক্ষ্মণ সর্বাঙ্গে বাণবিদ্ধ হইয়া কম্পিতদেহে ধরাশায়ী হইলেন। তাঁহাদের সর্বশরীর হইতে রক্তধারা বহিতে লাগিল। বিভীষণ ও বানরবীরেরা তাঁহাদিগকে এইরূপ ভূপতিত ও অচেতনপ্রায় দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। রাক্ষসেরা রাম-লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া মহোল্লাসে পুরে প্রবেশ করিল। ইন্দ্রজিৎ পিতার নিকটে গিয়া রাম-লক্ষ্মণের নিধনবার্তা নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া রাবণের

রামভয় দূর হইল এবং তিনি যারপরনাই আনন্দিত হইয়া পুত্রকে অভিনন্দিত করিলেন। (৪৬ সর্গ)

তারপর ইন্দ্রজিৎকে বিদায় দিয়া রাবণ সীতার রক্ষিকা ত্রিজটা প্রভৃতি রাক্ষসীদের ডাকাইয়া বলিলেন, "ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণকে নিহত করিয়াছেন। তোমরা সীতাকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে পুষ্পকরথে করিয়া সকল দেখাইয়া আন।"

রাক্ষসীরা পতিশোককাতরা সীতাকে পুষ্পকে আরোহণ করাইয়া রণস্থলে লইয়া গেল। সীতা দেখিলেন, অগণিত বানর-সেনা রণক্ষেত্রে পতিত রহিয়াছে। মাংসাশী নিশাচরেরা সানন্দে চারিদিকে বেড়াইতেছে। কতকগুলি বানর দুঃখিত চিত্তে অচেতন ও ভূপতিত রাম-লক্ষ্মণকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। তাহা দেখিয়া শোকাকুলা সীতা রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন।

তখন সীতার রক্ষিকা ত্রিজটা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "দেবী, তুমি বিলাপ করিও না, রাম-লক্ষ্মণ বাঁচিয়া আছেন। মৈথিলী, তুমি চরিত্র ও স্বভাব গুণে আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছ—আমি পূর্বে তোমার নিকট কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই এবং এখনও বলিব না। দেখ, ইঁহারা শরপীড়িত ও অজ্ঞান হইলেও শ্রীহীন হন নাই। মানুষ মরিলে প্রায়ই তাহার মুখশ্রীর বিকৃতি ঘটিতে দেখা যায়। সুতরাং তুমি শোক ও মোহ ত্যাগ কর।" সীতা ত্রিজটার এই কথা শুনিয়া করজোড়ে বলিলেন, "তুমি যাহা বলিলে তাহাই যেন সত্য হয়।" তারপর রাক্ষসীরা সীতাকে আবার অশোকবনে লইয়া গেল। (৪৮ সর্গ)

এদিকে নাগপাশে বদ্ধ রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীবাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রক্তাক্তদেহে ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। কিছুকাল পরে

রাম চেতনালাভ করিলেন। তখন লক্ষ্মণকে অচেতন দেখিয়া রাম বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই লক্ষ্মণকে যখন যুদ্ধে নিহত দেখিতেছি, তখন আমার সীতার উদ্ধারে বা নিজের জীবনে প্রয়োজন কি? খুঁজিলে এই পৃথিবীতে সীতার ন্যায় নারী পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মণের মত ভাই ও যোদ্ধা পাইব না।* যদি ইঁহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও বানরগণের সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব। আমি যদি লক্ষ্মণ বিনা অযোধ্যায় ফিরিয়া যাই, তবে মাতা সুমিত্রাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব? আমি তাঁহার তিরস্কার সহ্য করিতে পারিব না, সুতরাং আমি এখানেই দেহত্যাগ করিব। আমার আর বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা নাই। সুগ্রীব, সুহৃদের পক্ষে যাহা করা সম্ভব সে সবই তোমরা করিয়াছ; কিন্তু মানুষে দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না। আমি তোমাদিগকে অনুমতি দিতেছি, তোমরা এখন যেখানে ইচ্ছা হয় যাইতে পার।"

রামের এইরূপ বিলাপ শুনিয়া বানরেরা অশ্রুজলে প্লাবিত হইতেছেন, এমন সময় বিভীষণ সেখানে আসিলেন। বিভীষণও লক্ষ্মণকে অচেতন দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন সুগ্রীব বলিলেন, "রাম-লক্ষ্মণ গরুড়ের আশ্রিত, গরুড় আসিলেই তাঁহারা মোহ ও নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবেন এবং অচিরে যুদ্ধে রাবণকে সবংশে নিধন করিবেন।" তাহা শুনিয়া সুষেণ বলিলেন, "পূর্বে আমি দেবাসুরের মহাযুদ্ধ দেখিয়াছি। তাহাতে দানবদের অস্ত্রাঘাতে দেবগণের সংজ্ঞালোপ বা মৃত্যু হইলে, দেবগুরু বৃহস্পতি মন্ত্র ও ওষধি দ্বারা চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদের চেতনা সম্পাদন ও

---

*দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥

প্রাণদান করিতেন। দেবতাদের এই ওষধির নাম সঞ্জীবকরণী (মৃতসঞ্জীবনী) বিশল্যা। যেখানে অমৃতমন্থন হইয়াছিল সেই ক্ষীরোদসাগরে চন্দ্র ও দ্রোণ নামে দুইটি পর্বতে ঐ মহৌষধি আছে। হনুমান সেখান হইতে উহা লইয়া আসুন।”

সুষেণ এই কথা বলিতেছেন এমন সময় হঠাৎ গরুড় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র নাগপাশের সর্পেরা ভয়ে পলায়ন করিল। তিনি রাম-লক্ষ্মণকে অভিনন্দন করিয়া হাত দিয়া তাঁহাদের মুখ মুছাইয়া দিলেন। তাঁহার স্পর্শে রাম-লক্ষ্মণের ক্ষতাদি দূর হইল—তাঁহারা সুস্থ হইয়া পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ কান্তি, বল, বীর্য, উৎসাহ, দৃষ্টিশক্তি, স্মৃতি ও বুদ্ধি লাভ করিলেন। তারপর গরুড় রামকে নিজের পরিচয় দিয়া এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন ও প্রদক্ষিণ করিয়া বায়ুবেগে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। রাম-লক্ষ্মণ পুনরায় সুস্থ হইয়াছেন দেখিয়া বানর-সেনা মহাগর্জনে রাক্ষসদের ভয়োৎপাদন করিয়া আবার যুদ্ধ করিবার জন্য লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত হইল। (৫০ সর্গ)

৭

ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন ও প্রহস্ত বধ

রাবণ বানরগণের সেই তুমুল আনন্দধ্বনি শুনিয়া তাঁহার সচিবদিগকে বলিলেন, “রাম-লক্ষ্মণ তো শরে (নাগপাশে) আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন বানরদের এই উচ্চ নিনাদে আমার যেন আশঙ্কা হইতেছে যে, তাঁহারা পাশমুক্ত হইয়াছেন।” এই কথা বলিয়া রাবণ তাঁহার নিকটস্থ রাক্ষসগণকে বলিলেন, “বানরদের

শোকের সময়ে আনন্দের কি কারণ উপস্থিত হইল, জানিয়া আইস।”

রাক্ষসেরা রাবণের আদেশ শিরোধার্য করিয়া প্রাচীরে উঠিয়া দেখিয়া আসিয়া জানাইল যে, রাম-লক্ষ্মণ নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। ইহা শুনিয়া রাবণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ধূম্রাক্ষকে যুদ্ধে যাইতে আদেশ করিলেন।

ধূম্রাক্ষ বহু সৈন্যাদি সহ যুদ্ধযাত্রা করিয়া পশ্চিম দ্বারে যেখানে হনুমান অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সমরোৎসুক বানরেরা সিংহনাদ করিয়া উঠিল। তারপর বানর ও রাক্ষসদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ধূম্রাক্ষ বাণবর্ষণে চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া বানরগণকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া হনুমান কোপে আরক্তনয়ন হইয়া ধূম্রাক্ষের রথের উপর একখানা প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করিলেন। ধূম্রাক্ষ ভয়ে গদা হস্তে রথ হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে পড়িলেন। পরে তিনি ক্রোধভরে সেই কণ্টকযুক্ত গদা হনুমানের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। হনুমান সেই ভীষণ গদা প্রহারকে তুচ্ছ করিয়া ধূম্রাক্ষের শিরে প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা আঘাত করিলেন। তাহাতে আহত হইয়া ধূম্রাক্ষ ভূতলে পতিত হইলেন। তাহা দেখিয়া হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা অত্যন্ত ভীত হইল এবং পলায়ন করিয়া দ্রুত লঙ্কায় প্রবেশ করিল। (৫২ সর্গ)

ধূম্রাক্ষের নিধনসংবাদে রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়া মহাবল বজ্রদংষ্ট্রকে বলিলেন, “তুমি রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাও এবং দশরথপুত্র রাম ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরদিগকে বধ করিয়া আইস।” বজ্রদংষ্ট্র রাক্ষসপতির আদেশানুযায়ী যুদ্ধযাত্রা

করিয়া, দক্ষিণ দ্বারে যেখানে অঙ্গদ অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে গেলেন। তখন পরস্পর বধাভিলাষী মহাবল বানর ও রাক্ষসগণে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। বজ্রদংষ্ট্র লোকসংহারে উদ্যত যমের মত রণস্থলে বিচরণ করিয়া বানরদিগকে নিধন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বালিতনয় অঙ্গদ রোষে প্রজ্বলিত হইয়া বৃক্ষের প্রহারে রাক্ষসগণকে ভয়ানকভাবে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তারপর বজ্রদংষ্ট্র ও অঙ্গদ উভয়ে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পবের সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পরের আঘাতে তাঁহাদের সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইল। শেষে অঙ্গদ শাণিত খড়্গাঘাতে বজ্রদংষ্ট্রের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। বজ্রদংষ্ট্রকে নিহত দেখিয়া ভয়ে রাক্ষসদের বুদ্ধি লোপ পাইল—তাহারা বিষণ্ণ বদনে ও নত মুখে পলায়ন করিয়া লঙ্কায় উপনীত হইল। (৫০ সর্গ)

বজ্রদংষ্ট্র নিহত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ সেনাপতি প্রহস্তকে বলিলেন, "ভীমবিক্রম দুর্ধর্ষ রাক্ষসেরা সর্বাস্ত্রবিশারদ অকম্পনকে অগ্রবর্তী করিয়া শীঘ্র যুদ্ধে গমন করুন।" রাজাদেশে অকম্পন বৃহৎ রথে আরোহণ করিয়া ও ভীমকায় রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া লঙ্কা হইতে বাহির হইলেন। তখন বানর ও রাক্ষসগণের অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুমুদ, নল, মৈন্দ প্রভৃতি বানর-বীরেরা পরম ক্রুদ্ধ হইয়া খুব বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অকম্পনের আদেশে নানা-অস্ত্রধারী রাক্ষসেরাও বানরদিগকে অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত করিতে লাগিল। অকম্পন নিজেও বানরগণের অভিমুখে ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে বাণজালে সমাচ্ছন্ন করিতে থাকিলেন। বানরেরা তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না—সকলেই পলায়ন করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া হনুমান সেখানে ছুটিয়া

আসিলেন। সেই মহাবানরকে দেখিয়া বানরেরা আবার রণক্ষেত্রে ফিরিল। অকম্পন হনুমানের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হনুমান তাহা অগ্রাহ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে অকম্পনের দিকে ধাবিত হইলেন এবং একটি বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া খুব জোরে অকম্পনের মস্তকে আঘাত করিলেন। অকম্পন ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহা দেখিয়া এবং বানরগণের দ্বারা তাড়িত হইয়া রাক্ষসেরা ভয়ে অস্ত্রাদি ফেলিয়া লঙ্কার দিকে ছুটিল।

অকম্পনের বধের কথা শুনিয়া রাক্ষসপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে তিনি যুদ্ধ-বিশারদ প্রহস্তকে বলিতে লাগিলেন, "শত্রুরা লঙ্কায় আসিয়া যেরূপ উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে যুদ্ধ ভিন্ন মুক্তির অন্য কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু এখন আমি, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, নিকুম্ভ অথবা আমার সেনাপতি তুমি ছাড়া আর কে সে ভার গ্রহণ করিতে পারে? সুতরাং তুমি সত্বর সসৈন্যে বানর-বিজয়ে গমন কর। তুমি যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়াছ, বোধ হয়, ইহা শুনিয়াই বানরবাহিনী বিচলিত হইবে এবং রাক্ষস-প্রধানগণের নিনাদ শ্রবণে নানাদিকে পলায়ন করিবে।"

রাবণের আদেশে সেনাপতি প্রহস্ত রথে আরোহণ করিয়া এবং বিশাল বাহিনী পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ লঙ্কা হইতে বহির্গত হইলেন। তখন নানা-অস্ত্রধারী বানরসেনাও সেদিকে ছুটিয়া আসিল। এইরূপে পরস্পরের সম্মুখীন হইলে বানর ও রাক্ষসগণের অতি ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। রথারোহী প্রহস্ত ধনুর্ধারণ করিয়া বানরদিগকে খুব পীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন নীল দ্রুত প্রহস্তের সম্মুখীন হইলেন। প্রহস্ত নীলের উপর বাণ বর্ষণ করিতে

লাগিলেন। তখন নীল ক্রুদ্ধ হইয়া একটি বৃহৎ শালবৃক্ষের আঘাতে প্রহস্তের রথের অশ্বগুলিকে বধ করিয়া তাঁহার ধনু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। প্রহস্ত একটি ভীষণ মুষল লইয়া রথ হইতে লাফ দিয়া ভূতলে পড়িলেন এবং নীলের ললাটে সেই মুষলের দ্বারা আঘাত করিলেন। তখন নীল একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ লইয়া প্রহস্তের বক্ষে প্রহার করিলেন। প্রহস্ত তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মুষল হস্তে নীলের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু প্রহস্ত নীলকে মুষল প্রহার করিবার পূর্বেই নীল একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর লইয়া প্রহস্তের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা প্রহস্তের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল এবং তিনি গতাসু হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। সেনাপতি নিহত হইলে অবশিষ্ট রাক্ষসেরাও আর সেখানে তিষ্ঠিতে পারিল না—তাহারা শোকাকুল ও নিরুদ্যম হইয়া রাক্ষসরাজের গৃহে ফিরিল। (৫৮ সর্গ)

৮

রাবণের যুদ্ধে আগমন—রামের হস্তে পরাজয়

সেনাপতি প্রহস্তের নিধন সংবাদে রাক্ষসাধিপ বিষম ক্রুদ্ধ ও শোকাকুল হইয়া রাক্ষস-দলপতিগণকে বলিলেন, "যে শত্রুদের হস্তে আমার সেনাপতি নিহত হইয়াছেন, তাহাদের অবজ্ঞা করা কর্তব্য নহে। সুতরাং শত্রুবিনাশ ও বিজয়লাভের জন্য আমি নিজেই যুদ্ধে যাইব। আমি আজ বানরসেনা ও রাম-লক্ষ্মণকে শরানলে দগ্ধ করিব।" রাবণ এই কথা বলিয়া উত্তম অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিলেন। তখন শঙ্খ, ভেরী ও পণব নিনাদিত

হইতে লাগিল এবং রাক্ষসবীরেরা বাহ্বাস্ফোটন, আস্ফালন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সংবর্ধিত ও রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাক্ষসরাজ যুদ্ধে চলিলেন।

এদিকে রাম সেই অতি প্রচণ্ড রাক্ষসবাহিনী দর্শনে বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নানাবর্ণ ধ্বজপতাকাশোভিত ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এই সেনাদল কাহার?" তখন বিভীষণ একে একে রাবণ এবং ইন্দ্রজিৎ, অতিকায়, মহোদর, পিশাচ, ত্রিশিরা, কুম্ভ, নিকুম্ভ ও নরান্তক প্রভৃতি বীরের পরিচয় দিলেন। রাম মহাতেজা রাক্ষসেশ্বরের প্রদীপ্ত আকৃতি দেখিয়া তাঁহার তেজস্বিতার বিশেষ প্রশংসা করিলেন। পরে বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে আজ এই পাপাত্মা আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে। সীতাহরণে আমার মনে যে ক্রোধ উদ্দীপিত হইয়াছে আজ ইহার উপরে প্রয়োগ করিয়া তাহার নিবৃত্তি করিব।" এই বলিয়া রাম ধনুর্ধারণ করিয়া অগ্রসর হইলে লক্ষ্মণও তাঁহার অনুগামী হইলেন।

উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণ বাণবর্ষণে বহু বানরসেনা নিপীড়িত ও নিহত করিতে থাকিলে, রামের অনুমতি লইয়া লক্ষ্মণ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু হনুমান লক্ষ্মণকে নিবৃত্ত করিয়া নিজেই রাবণের শরজাল নিবারণ করিবার জন্য তাঁহার দিকে ছুটিলেন। হনুমানের সহিত কিছুকাল যুদ্ধের পর রাবণ তাঁহার বক্ষে মুষ্টিপ্রহার করিয়া তাঁহাকে অচেতন করিলেন। তারপর রাবণ নীলের দিকে ধাবিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর একটি আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। নীল তাহাতে আহত ও দগ্ধপ্রায় হইয়া বিচেতন হইলেন। তখন রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে থাকিলে, লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণাগ্র বাণসমূহে রাবণের

বাণসকল কাটিয়া তাঁহাকে জর্জরিত ও রক্তাক্ত করিয়া তুলিলেন। রাবণ অন্য উপায় না দেখিয়া ব্রহ্মদত্ত অমোঘ (অব্যর্থ) শক্তি লক্ষ্মণের উপর নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ কিছুতেই তাহা প্রতিহত করিতে না পারিয়া তাহার প্রহারে বিকল ও অচেতন হইয়া ভূপতিত হইলেন। তাহা দেখিয়া হনুমান রাবণের বক্ষে এক বজ্র-মুষ্টি প্রহার করিলেন। রাবণ তাহাতে কাতর হইয়া রথ হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার মুখ, চক্ষু ও কর্ণ হইতে প্রচুর রক্তপাত হইতে লাগিল। এই সুযোগে হনুমান লক্ষ্মণকে তুলিয়া রামের কাছে আনিলেন। কিছুপরে লক্ষ্মণ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

এদিকে রাবণ সুস্থির হইয়া যুদ্ধার্থ পুনরায় রথে আরোহণ করিলেন। তাহা দেখিয়া রাম রাবণের দিকে ধাবিত হইবার উপক্রম করিলে, হনুমান্ তাঁহাকে পৃষ্ঠে তুলিয়া রাবণের দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন রাবণ হনুমানের গাত্রে ভীষণ বাণ ছুঁড়িয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিলেন। ইহাতে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া রাম সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহে রাবণের অশ্ব, রথ ও সারথিকে কাটিয়া ফেলিলেন এবং একটি বজ্রতুল্য শরে রাবণকে আঘাত করিলেন। রামবাণে আহত রাবণের হাত হইতে ধনু খসিয়া পড়িল। তখন রাম একটি অর্ধচন্দ্রবাণে রাবণের কিরীট কাটিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি অতি ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছ। আমার অনেক বড় বড় বীর তোমার হাতে নিহত হইয়াছেন। সুতরাং তুমি এখন পরিশ্রান্ত এই বিবেচনায় আমি তোমাকে শরাঘাতে যমালয়ে পাঠাইলাম না। নিশাচররাজ, তুমি রণক্লান্ত হইয়াছ, আমি অনুমতি দিতেছি তুমি তোমার ধনুর্ধরদিগের সহিত লঙ্কায় ফিরিয়া বিশ্রাম কর। পরে রথারোহণে আবার আসিয়া আমার পরাক্রম দেখিও।"

রামের বাণে জর্জরিত রাক্ষসরাজের দর্প চূর্ণ হইয়াছিল, তাঁহার মনের আনন্দও গিয়াছিল, তিনি দ্রুত লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। (৫৯ সর্গ)

৯

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ও রামের হস্তে নিধন

রামের হস্তে পরাজিত এবং তাঁহার ব্রহ্মদণ্ডতুল্য বাণসমূহে জর্জরিত হইয়া রাবণ অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। কনকনির্মিত দিব্য সিংহাসনে উপবেশন করিয়া তিনি রাক্ষসদিগকে বলিতে লাগিলেন, “আমি যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম, এখন তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইল বলিয়া বোধ হইতেছে—ইন্দ্রের সমান হইয়াও আমি মানুষের দ্বারা নির্জিত হইলাম। আমি মানুষের কথা কিছু না বলিয়া দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ ও পন্নগের অবধ্য হইবার বর প্রার্থনা করিলে, ব্রহ্মা আমাকে সেই বর দিয়া বলিয়াছিলেন, কেবল মনুষ্য হইতেই আমার ভয় উপস্থিত হইবে। এখন ব্রহ্মার সেই নিদারুণ বাক্যই ফলিল। পূর্বকালে ইক্ষ্বাকুবংশের অনরণ্য আমাকে অভিশাপ দিয়া বলিয়াছিলেন, ‘রাক্ষসাধম, আমার বংশে এমন একজন জন্মগ্রহণ করিবেন যিনি পুত্র, অমাত্য, সেনা, অশ্ব ও সারথির সহিত তোকে যুদ্ধে বধ করিবেন।’—দশরথের পুত্র এই রামই বোধ হয় সেই মানুষ। আমার দ্বারা ধর্ষিতা হইয়া বেদবতীও আমাকে শাপ দিয়াছিলেন। সেই মহাভাগা (মহাভাগ্যবতী) বেদবতীই বোধ হয় জনকনন্দিনী রূপে জন্মিয়াছেন। উমা, নন্দীশ্বর, রম্ভা এবং বরুণের কন্যা পুঞ্জীকাস্থলীও আমাকে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন, বোধ হয় আমি তাহারই ফলভোগ করিতেছি। রাক্ষসগণ, তোমরা

এই সকল সবিশেষ জানিয়া ইহার প্রতিবিধানে যত্নবান হও। দেব-দানবগণের দর্পহারী অতুলপরাক্রম কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার শাপে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন, তোমরা তাঁহাকে জাগাও। তিনি ছয়মাস নিদ্রিত থাকিয়া মাত্র একদিনের জন্য জাগরিত হন। সম্প্রতি তিনি মাত্র নয় দিন হইল ঘুমাইয়াছেন—সুতরাং তাঁহাকে বিশেষ চেষ্টা করিয়া জাগাইতে হইবে। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহাবাহু কুম্ভকর্ণ রাজকুমার রাম-লক্ষ্মণ ও বানরগণকে শীঘ্রই রণে নিহত করিবেন। আমি নিদারুণ যুদ্ধে রামের হস্তে পরাজিত হইয়াছি বটে, কিন্তু কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলে আমার আর দুঃখের কারণ উপস্থিত হইবে না। এই ঘোর বিপদেও যদি তিনি আমাকে সাহায্য না করেন, তবে ইন্দ্রতুল্য তাঁহাকে দিয়া আমি কি করিব?”

রাক্ষসরাজের আদেশে রাক্ষসেরা গন্ধ, মাল্য ও উৎকৃষ্ট খাদ্যাদি লইয়া কুম্ভকর্ণের গৃহে (নিবাসগুহায়) গেল। সেই রমণীয় গুহা সকলদিকে এক যোজন বিস্তৃত এবং পুষ্পের গন্ধে সুরভিত। মহাবল রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণের নিশ্বাসে নিক্ষিপ্ত হইতে হইতে বিশেষ চেষ্টায় স্থির থাকিয়া অতিকষ্টে সেই গুহায় প্রবেশ করিল। তাহারা দেখিল যে, ভীমবিক্রম কুম্ভকর্ণ শুইয়া আছেন। সকলে সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দেখিল, কুম্ভকর্ণ গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়া বিস্তীর্ণ পর্বতের মত পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দেহের লোম উর্ধ্বে উত্থিত, ভীষণ নাসাপুট হইতে সর্প-গর্জনের ন্যায় প্রবল নিশ্বাস নির্গত হইতেছে, মুখবিবর পাতালের ন্যায় বিপুল, সর্বাঙ্গে মেদ ও রুধিরের গন্ধ। রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণের সম্মুখে রাশীকৃত পরমতৃপ্তিকর মৃগ-মহিষ-বরাহ মাংস এবং অন্ন ও শোণিতপূর্ণ কলস রাখিল, তাঁহার দেহে চন্দন লেপন

করিয়া তাঁহাকে সুগন্ধ গন্ধদ্রব্য ও সুবাসিত মাল্যাদি আঘ্রাণ করাইতে লাগিল। চারিদিক ধূপসৌরভে আমোদিত করিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে তাঁহার স্তুতিগান করিতে থাকিল। অনেকে শঙ্খধ্বনি সহকারে যুগপৎ তুমুল নিনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাতেও জাগিলেন না। তখন রাক্ষসেরা প্রস্তরখণ্ড, মুষল, মুদ্গর, গদা ও মুষ্টিদ্বারা সুখসুপ্ত কুম্ভকর্ণের বক্ষে দারুণ আঘাত করিতে এবং মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী ও শঙ্খ ইত্যাদি বিবিধ বাদ্য বাজাইতে লাগিল। তাহাতেও তাঁহাকে জাগাইতে না পারিয়া তাহারা আরও গুরুতর ও দারুণ উপায় অবলম্বন করিল। তাহারা অশ্ব, উষ্ট্র. গর্দভ ও হস্তীদিগকে কশা ও অঙ্কুশের আঘাত করিয়া কুম্ভকর্ণের দেহের উপর সঞ্চরণ করাইতে লাগিল, ভেরী শঙ্খ ও মৃদঙ্গাদি যথাশক্তি বাজাইতে লাগিল এবং সুবৃহৎ কাষ্ঠ, মুষল ও মুদ্গরের দ্বারা তাঁহাকে সর্বশক্তি প্রয়োগে আঘাত করিতে লাগিল। সেই তুমুল শব্দে সবনপর্বত লঙ্কা পরিপূরিত হইল, কিন্তু কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলেন না। তখন রাক্ষসেরা তাঁহার দেহের উপর এককালে সহস্র (বহু) হস্তী সবেগে ধাবিত করিল। তাহার সুখস্পর্শে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি ক্ষুধায় কাতর হইয়া জৃম্ভণ করিতে করিতে (হাই তুলিতে তুলিতে) হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাকে বরাহ, মহিষ ও অন্যান্য আহার্য দ্রব্য দেখাইয়া দিল। তিনি প্রচুর মাংস ভক্ষণে এবং শোণিত, মদ্য ও মেদ পানে পরিতৃপ্ত হইয়া রাক্ষসদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কেন আমাকে জাগাইলে? রাজার কুশল তো? কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হয় নাই তো? আমার বোধ হয়, তোমরা সামান্য কারণে আমাকে জাগাও নাই। সুতরাং আমাকে জাগাইবার কারণ কি সত্য করিয়া বল।"

তখন রাক্ষসরাজের সচিব যূপাক্ষ করজোড়ে কুম্ভকর্ণকে সকল কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া কুম্ভকর্ণ চোখ পাকাইয়া (চক্ষু বিঘূর্ণিত করিয়া) যূপাক্ষকে বলিলেন, "আমি আজই রাম-লক্ষ্মণের সহিত সমস্ত বানরসেনাকে রণে পরাজিত করিয়া পরে (রাক্ষসরাজ) রাবণের সঙ্গে দেখা করিব। বানরগণের রক্ত ও মাংসে রাক্ষসদিগকে তৃপ্ত করিয়া আমি নিজে রাম-লক্ষ্মণের শোণিত পান করিব।" তাহা শুনিয়া যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ মহোদর কৃতাঞ্জলিপুটে কুম্ভকর্ণকে বলিলেন, "মহাবাহু, আপনি আগে রাবণের কথা শুনিয়া এবং তাহার দোষগুণ বিচার করিয়া পরে শত্রুদিগকে যুদ্ধে জয় করিবেন।" তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ ধুইয়া স্নান করিলেন। তারপর তিনি দুই হাজার কলস মদ্যপানে ঈষৎ মত্ত ও উত্তেজিত হইয়া রাবণের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কুম্ভকর্ণ রাবণের নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে তিনি কুম্ভকর্ণকে লঙ্কার বিষম বিপদের কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া কুম্ভকর্ণ হাসিয়া বলিলেন, "পূর্বে মন্ত্রণার সময়ে আমরা যে বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তুমি আমাদের হিতকথা গ্রাহ্য না করিয়া সেই বিপদ ঘটাইয়াছ। তুমি পরিণাম চিন্তা না করিয়া কেবল বলদর্পে যে পাপকার্য করিয়াছ, তাহার ফল শীঘ্রই ফলিয়াছে। রাজার অর্থতত্ত্বজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবী সচিবদের সহিত আলোচনা করিয়া যাহাতে পরিণামে নিজের হিত হয়, এইরূপ কাজ করা উচিত। বিপক্ষগণ চপলপ্রকৃতি ও হঠকারী রাজার ছিদ্র পাইয়া তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে। যিনি শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া আত্মরক্ষা করেন না, তাঁহার নানা অনর্থ উপস্থিত হয় এবং তিনি স্বস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকেন।

মন্দোদরী ও বিভীষণ পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের পক্ষে হিতকর ; তবে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর।"

কুম্ভকর্ণের এই কথা শুনিয়া দশানন ক্রোধে ভ্রূকুটি করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "আমি তোমার মাননীয় গুরুজন, তুমি আমাকে উপদেশ দিতেছ কেন ? এরূপ বাক্-শ্রমের প্রয়োজন কি ? এখন যাহা করা উচিত তাহাই কর। বিভ্রম, চিত্তমোহ বা বলবীর্যের দর্পে আমি আগে তোমাদের যে কথা শুনি নাই, এখন তাহার পুনরুল্লেখ বৃথা। যদি তোমার আমার প্রতি স্নেহ ও বিক্রম থাকে, তবে আমার দুঃখ দূর কর। যিনি বিপন্নের প্রতি দয়া করেন, তিনিই তাহার সুহৃৎ। নীতিপথভ্রষ্টকে যিনি সাহায্য করেন, তিনিই তাহার বন্ধু।"

রাবণ ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইয়াছেন বুঝিয়া কুম্ভকর্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "রাজা, তুমি ক্ষোভ ও রোষ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিস্থ হও। আমি জীবিত থাকিতে মনোমধ্যে এরূপ দুঃখকে স্থান দিও না। যাহার জন্য তুমি এমন দুঃখ ভোগ করিতেছ, আমি তাহাকে নিশ্চয় বিনাশ করিব। মহারাজ, সকল অবস্থায়ই তোমাকে আমার হিতকথা বলা উচিত বিবেচনায় আমি বন্ধুভাবে ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ এইরূপ বলিয়াছিলাম। যাহা হউক, এখন স্নেহশীল বন্ধুর যাহা করা কর্তব্য আমি তাহা করিব—আমি যুদ্ধে শত্রুগণকে কিরূপ নির্যাতন করি তাহা দেখিতে পাইবে। তোমাকে যুদ্ধের জন্য আর কাহাকেও পাঠাইতে হইবে না, তুমি এখন আমাকে তোমার ইচ্ছানুরূপ আদেশ কর। আমিই তোমার মহাবল শত্রুদিগকে উৎসন্ন করিব। আমি যখন তোমার শত্রু বিনাশ করিতে যাইতেছি, তখন রাম হইতে তোমার যে বিষম ভয়

উপস্থিত হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ কর। আমি রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে এবং যে হনুমান লঙ্কাদহন ও রাক্ষসনাশ করিয়াছে তাহাকে রণে নিহত করিব—আর যে সকল বানর যুদ্ধে আসিয়াছে, তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিব। রাজা, আমি এখন রাম-লক্ষ্মণকে বধ করিতে চলিলাম। তুমি দুঃখ ত্যাগ করিয়া কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান, মদিরাপান ও বিলাসে ব্যাপৃত থাক। আমি আজ রামকে যমালয়ে পাঠাইলে সীতা চিরদিনের জন্য তোমার বশীভূতা হইবেন।" (৬৩ সর্গ)

তারপর রাবণের আদেশে কুম্ভকর্ণ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পর্বতশিখরের ন্যায় সমুন্নতদেহ মহাবল কুম্ভকর্ণকে আসিতে দেখিয়া বানরেরা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া অঙ্গদ নল, নীল, গবাক্ষ ও কুমুদকে বলিলেন, "সাধারণ বানরদের ন্যায় ভয়ে বিচলিত হইয়া নিজেদের বীর্য ও আভিজাত্য ভুলিয়া কোথায় যাইতেছ ? তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হও। তোমরা যে রাক্ষসকে দেখিয়া ভীত হইয়াছ, উহা একটি মহা-বিভীষিকামাত্র, উহার যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য নাই। আমরা নিজ বিক্রমে এই 'মহাবিভীষিকা'কে বিধ্বস্ত (বিনাশ) করিব। সুতরাং বানরগণ, তোমরা ফিরিয়া আইস।"*

অঙ্গদের কথায় আশ্বস্ত হইয়া বানরেরা বৃক্ষ ও শিলাদি হস্তে রণস্থলে ফিরিয়া আসিল। তখন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হনুমান আকাশে উঠিয়া কুম্ভকর্ণের মস্তকে শিলা ও বৃক্ষাদি বর্ষণ করিতে থাকিলে, কুম্ভকর্ণ স্বীয় শূলাগ্রের দ্বারা সেই সকল শিলা খণ্ড খণ্ড এবং বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। পরে কুম্ভকর্ণ শূলহস্তে

* বিধমিষ্যামো (মূল)—বিনাশ করিব।

বানরসেনার দিকে ধাবিত হইলে, হনুমান একটি শৈলশৃঙ্গ লইয়া রোষভরে কুম্ভকর্ণকে আঘাত করিলেন। তাহাতে আহত ও রক্তাক্ত-দেহ হইয়া কুম্ভকর্ণ তাঁহার শূলের দ্বারা হনুমানের বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। হনুমান অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া প্রলয়কালীন মেঘগর্জনের ন্যায় ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিলেন; তাঁহার মুখ হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। হনুমানের এইরূপ অবস্থা দর্শনে রাক্ষসেরা আনন্দে সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং বানরেরা ভয়ে পলাইতে লাগিল। তখন নীল, ঋষভ, শরভ, গবাক্ষ, গন্ধমাদন ও অঙ্গদ প্রভৃতি মহাবল বানরপ্রধানেরা কুম্ভকর্ণকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাঁহারাও তাঁহার হস্তে পরাজিত হইলেন।

তারপর কুম্ভকর্ণ শূলহস্তে সুগ্রীবের দিকে ধাবিত হইলেন। সুগ্রীব একটি পর্বতাগ্র লইয়া তাহার দ্বারা কুম্ভকর্ণের বক্ষে আঘাত করিলেন। কিন্তু তাহা কুম্ভকর্ণের বিশাল বক্ষে পতিত হইয়াই ভাঙ্গিয়া গেল। তখন কুম্ভকর্ণ সক্রোধে গর্জন করিয়া বানররাজাকে বধ করিবার জন্য শূল নিক্ষেপ করিলে, হনুমান বেগে আসিয়া সেই শাণিত শূল গ্রহণপূর্বক তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া কুম্ভকর্ণ একটি শৈলশৃঙ্গ উপড়াইয়া তাহার দ্বারা সুগ্রীবকে আঘাত করিলে তিনি অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তখন কুম্ভকর্ণ তাঁহাকে বগলে করিয়া লঙ্কায় চলিলেন। কিন্তু সুগ্রীব অল্পকাল মধ্যেই চেতনা লাভ করিয়া সহসা তাঁহার তীক্ষ্ণ নখদন্তে কুম্ভকর্ণের কর্ণদ্বয় ও নাসিকা ছেদন এবং দুই পার্শ্ব বিদীর্ণ করিলেন। তারপর তিনি দ্রুত আকাশে উঠিয়া পুনরায় রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে নাসাকর্ণহীন ও রক্তাক্তকলেবর কুম্ভকর্ণ আর রাবণের

নিকটে আসিলেন না। এক ভীষণ মুদ্গরহস্তে সহসা লঙ্কা হইতে বাহির হইয়া তিনি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলেন।

তখন কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছিলেন— তিনি রাক্ষস, বানর, পিশাচ প্রভৃতি যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহাকেই খাইতে থাকিলেন। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ রোষভরে কুম্ভকর্ণের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণকে অগ্রাহ্য ও অতিক্রম করিয়া রামের দিকে ছুটিলেন। তখন রাম ভীষণ শাণিত বাণসকলে কুম্ভকর্ণের বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। শরাঘাতে জর্জরিত হওয়ায় তাঁহার গদা হস্তচ্যুত হইল এবং অন্যান্য অস্ত্রাদিও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এইরূপে নিরস্ত্র হইয়া তিনি মুষ্টি ও করাঘাতে মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ বাণে অতিবিদ্ধ হওয়ায় তাহা হইতে রক্তধারা ছুটিল। অতিশয় ক্রোধে ও রুধিরগন্ধে জ্ঞানহারা হইয়া তিনি বানর ও রাক্ষস প্রভৃতিকে খাইতে খাইতে সবেগে ধাবিত হইলেন। পরে তিনি একটি ভীষণ গিরিশৃঙ্গ লইয়া রামের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাঁহার উপর পতিত হইবার পূর্বেই রাম তাহা সপ্তশরে খণ্ড খণ্ড করিয়া কুম্ভকর্ণকে বলিলেন, "রাক্ষসপ্রধান, আইস—এই আমি ধনুর্হস্তে অবস্থান করিতেছি—আমাকেই তুমি রাক্ষসকুলনাশন (রাক্ষসকুলের নাশক) রাম বলিয়া জানিবে। মুহূর্ত মধ্যে আমার হস্তে তুমি প্রাণ হারাইবে।"

তাহা শুনিয়া কুম্ভকর্ণ ভীষণ ও বিকৃত অট্টহাসি হাসিয়া রামকে বলিলেন, "রাম, তুমি আমাকে বিরাধ, কবন্ধ, খর, বালী বা মারীচ বলিয়া বিবেচনা করিও না—আমি কুম্ভকর্ণ। আমি নাসাকর্ণহীন হইয়াছি বলিয়া তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না—নাসাকর্ণ কর্তিত হওয়ায় আমি স্বল্পমাত্র (অণুমাত্র) ক্লেশও বোধ করিতেছি না।

তুমি আমাকে তোমার বীর্য দেখাও, তোমার পৌরুষ ও বিক্রম দেখিয়া আমি তোমাকে খাইয়া ফেলিব।”

কুম্ভকর্ণের কথা শুনিয়া রাম তাঁহার উপর বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু সুরারি (দেবতাগণের শত্রু) কুম্ভকর্ণ তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা ব্যথিত হইলেন না। যে সকল বাণে সপ্ত মহাশাল বিদীর্ণ হইয়াছিল এবং বানরশ্রেষ্ঠ বালী নিহত হইয়াছিলেন, বজ্রতুল্য সেই সকল বাণও কুম্ভকর্ণের শরীর ব্যথিত করিতে পারিল না। তিনি তাঁহার উগ্রবেগ মুদ্গর বিঘূর্ণিত করিয়া রামের শরবেগ নিবারিত এবং বানরসেনা বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন রাম উৎকৃষ্ট বায়ব্য অস্ত্র লইয়া কুম্ভকর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে তাঁহার সমুদ্গর বাহু ছিন্ন হইলে তিনি তুমুল চীৎকার করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অপর হস্তে একটি তালবৃক্ষ উপড়াইয়া রামের দিকে ধাবিত হইলেন। রাম ঐন্দ্রাস্ত্রে কুম্ভকর্ণের সে হাতও কাটিয়া ফেলিলেন। তখন কুম্ভকর্ণ গর্জন করিয়া রামের দিকে ছুটিলে, রাম দুইটি সুতীক্ষ্ণ অর্ধচন্দ্র বাণে কুম্ভকর্ণের পদদ্বয় ছেদন করিলেন। তথাপি, অন্তরীক্ষে (আকাশে) রাহু যেমন চন্দ্রের দিকে ছুটিয়া থাকে, সেইরূপ ছিন্নবাহু ও ছিন্নপদ কুম্ভকর্ণ বড়বার (ঘোটকীর) ন্যায় মুখব্যাদান ও মহাগর্জন করিয়া দ্রুত রামের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেন। তাহা দেখিয়া রাম কুম্ভকর্ণের মুখে বহু বাণ নিক্ষেপ করিলে, কুম্ভকর্ণের একরূপ বাক্‌রোধ হইল এবং তিনি অতিকষ্টে অস্ফুট ধ্বনি করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন রাম খরধার ও সূর্যকিরণতুল্য উজ্জ্বল ঐন্দ্র বাণে, পূর্বকালে ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রাসুরের শিরশ্ছেদনের ন্যায়, কুম্ভকর্ণের মহাপর্বতশৃঙ্গতুল্য মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কুম্ভকর্ণের বিশাল

দেহ সমুদ্রে নিপতিত হইল এবং কুম্ভীর, মৎস্য ও সর্পাদিকে মর্দিত করিয়া তলস্পর্শ করিল। কুম্ভকর্ণের নিধনে রাক্ষসেরা রামকে দেখিয়া তুমুল আর্তনাদ করিতে লাগিল। রাম কুম্ভকর্ণকে বধ করিয়া, রাহুমুখবিমুক্ত সূর্য যেরূপ অন্ধকার অপসারণ করিয়া আকাশে বিরাজ করেন, সেইরূপ বানরসেনামধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। (৬৭ সর্গ)

১০

ত্রিশিরা-অতিকায়াদি বধ (৬৮-৭২ সর্গ)

রাক্ষসেরা রাবণের নিকটে গিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, কৃতান্ত-তুল্য কুম্ভকর্ণ কিছুকাল সমরে বিক্রম প্রকাশ ও বানরসেনা বিনাশ করিয়া পরে রামের তেজে নিহত হইয়াছেন। তাঁহার মস্তকহীন দেহ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার নাসাকর্ণহীন পর্বততুল্য মস্তক লঙ্কার দ্বারে পড়িয়া তাহা রুদ্ধ করিয়াছে।"

এই সংবাদ শুনিয়া রাবণ শোকে মূর্ছিত হইলেন। (রাবণ-তনয়) দেবান্তক, নরান্তক ত্রিশিরা ও অতিকায় পিতৃব্যের শোকে কাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহোদর ও মহাপার্শ্ব (বৈমাত্রেয়) ভ্রাতার জন্য শোকাতুর হইলেন। পরে রাবণ চেতনা লাভ করিয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন—"হা রিপুদর্পহারী বীর কুম্ভকর্ণ, তুমি আমার শল্য উদ্ধার (শত্রুনাশ) না করিয়াই যমালয়ে গেলে। হায়, আমি যে দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে সুরাসুরকে ভয় করিতাম না, আজ তাহা পতিত হওয়ায় বিনষ্টপ্রায় হইলাম। হায়, বজ্রাঘাতেও যাহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারিত না, আজ সে

কিরূপে রামের শরে প্রাণত্যাগ করিল। তোমার নিধনে দেবতা ও ঋষিরা আনন্দধ্বনি করিতেছে। বানরেরা আজ সুযোগ পাইয়া নিশ্চয়ই চারিদিক হইতে লঙ্কার দুর্গে ও দ্বারে আরোহণ করিবে। কুম্ভকর্ণকে হারাইয়া আমার রাজ্যের আবশ্যক নাই এবং জীবন-ধারণের ইচ্ছা নাই, এখন আমি সীতাকে লইয়াই বা কি করিব? আমি অজ্ঞানতাবশে বিভীষণের হিতকথা না শুনিয়া এখন তাহার ফল ভোগ করিতেছি।" (৬৮ সর্গ)

শোকাকুল রাবণের এইরূপ বিলাপ শুনিয়া ত্রিশিরা বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যে ত্রিভুবনজয়ে সমর্থ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই—তবে আপনি সামান্য লোকের মত শোক করিতেছেন কেন? আপনি দেবতা ও দানবদিগকে বহুবার পরাজিত করিয়াছেন, সুতরাং রামকেও জয় করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। আপনি সুখে বিশ্রাম করুন, গরুড় যেমন সর্পকুলকে বিনাশ করেন, সেইরূপ আমি যুদ্ধে যাইয়া আপনার শত্রুদিগকে সংহার করিব। দেবরাজ শম্বরকে এবং বিষ্ণু নরকাসুরকে যেরূপ নিপাতিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি আজ যুদ্ধে রামকে নিপাতিত করিয়া ভূতলশায়ী করিব।" ত্রিশিরার কথা শুনিয়া রাবণ যেন পুনর্জন্ম লাভ করিলেন। দেবান্তক, নরান্তক এবং অতিকায় যুদ্ধে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাবণ তাঁহাদিগকে সস্নেহে আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ করিয়া যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দিলেন এবং মহোদর ও মহাপার্শ্বকে কুমারদের রক্ষার জন্য সঙ্গে যাইতে বলিলেন। তখন তাঁহারা নানারূপ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। অসংখ্য সশস্ত্র রাক্ষসবীর তাঁহাদের অনুগমন করিল।

রাক্ষসগণকে আসিতে দেখিয়া বানরসেনা বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড উত্তোলন করিয়া বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরাও তাহা অসহ্য বোধে ভীমতর (অধিকতর ভয়ঙ্কর) সিংহনাদ করিয়া উঠিল। পরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন বানরগণ শিলা ও বৃক্ষদ্বারা রাক্ষসদিগকে আঘাত করিতে থাকিলে তাহারাও বিবিধ অস্ত্রে সেই শিলা ও বৃক্ষসকলকে কাটিয়া ফেলিতে লাগিল। নরান্তক প্রাসহস্তে বায়ুগামী একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বানরদিগকে মথিত করিতে লাগিলেন। তখন অঙ্গদ নরান্তকের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি সামান্য বানরদের সহিত যুদ্ধ করিতেছ কেন? তোমার বজ্রস্পর্শ প্রাস আমার বক্ষে নিক্ষেপ কর।" ইহা শুনিয়া নরান্তক অতিক্রোধে সেই প্রাস বালিপুত্রের উপর নিক্ষেপ করিলে তাহা তাঁহার বজ্রতুল্য বক্ষে লাগিয়া ভগ্ন ও ভূপতিত হইল। তখন অঙ্গদ চপেটাঘাতে নরান্তকের রথের অশ্ব বিনাশ করিয়া মুষ্টির প্রহারে তাঁহাকে বধ করিলেন বানরগণ মহা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। (৬৯ সর্গ)

নরান্তককে নিহত হইতে দেখিয়া দেবান্তক, ত্রিশিরা ও মহোদর একযোগে অঙ্গদকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মহাতেজস্বী বালি-নন্দন তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত (বিচলিত) হইলেন না। তিনি চপেটাঘাতে মহোদরের হস্তীকে বধ করিলেন এবং তাহার দন্ত উৎপাটন করিয়া (উপড়াইয়া) সেই দন্তের দ্বারা দেবান্তককে আঘাত করিলেন। তাহাতে বিহ্বল হইয়া দেবান্তক রক্ত বমন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পরিঘ লইয়া তাহার দ্বারা অঙ্গদকে প্রহার করিলেন। তাহাতে আহত হইয়া অঙ্গদ ক্ষণকালের জন্য

হাঁটু গাড়িয়া ভূমিতে বসিয়া আবার তখনই উত্থিত হইলেন। তাঁহার উত্থানকালে ত্রিশিরা তিনটি ভীষণ বাণে অঙ্গদের ললাট বিদ্ধ করিলেন। তাঁহাকে এইরূপে আক্রান্ত হইতে দেখিয়া হনুমান ও নীল অঙ্গদের নিকটে আসিলেন। পরে নীল ত্রিশিরার দিকে একটি শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলে, তিনি শাণিত শরে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে দেবান্তক পরিঘ লইয়া হনুমানের দিকে ছুটিলেন। তখন হনুমান লম্ফপ্রদানে উপরে উঠিয়া তাঁহার বজ্রতুল্য মুষ্টির দ্বারা দেবান্তকের মস্তকে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে দেবান্তকের মস্তক নিষ্পেষিত, দন্ত ভগ্ন, চক্ষু নির্গত এবং জিহ্বা বিলম্বিত (বহির্গত) হইল—দেবান্তক গতাসু হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

দেবান্তকের নিধনে ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশিরা বানরসেনাপতি নীলের বক্ষে উগ্র ও নিশিত (তীক্ষ্ণ) বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহোদরও যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া নীলের উপর শর নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন। তাহাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া নীল একটি শৈল তুলিয়া মহাবেগে মহোদরের মাথায় আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া মহোদর ভূতলশায়ী হইলেন।

এদিকে ত্রিশিরা হনুমানের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিতেছিলেন। পিতৃব্যকে নিহত হইতে দেখিয়া তিনি মহারুষ্ট হইয়া হনুমানকে সুতীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন হনুমান কুপিত হইয়া একটি গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলে, ত্রিশিরা তীক্ষ্ণবাণে তাহা কাটিয়া ফেলিলেন। শৈলাগ্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া হনুমান ত্রিশিরার উপর বৃক্ষবর্ষণ করিতে থাকিলেন। ত্রিশিরা তাহাও শাণিত বাণে ছেদন করিলেন। তাহা দেখিয়া হনুমান লম্ফপ্রদানে ত্রিশিরার অশ্বকে

নখদ্বারা বিদারিত করিয়া ফেলিলেন। পরে ত্রিশিরা হনুমানের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলে, হনুমান তাহা গ্রহণ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং গর্জন করিতে লাগিলেন। শক্তি ব্যর্থ হইলে ত্রিশিরা খড়্গ লইয়া তাহার দ্বারা হনুমানের বক্ষে আঘাত করিলেন। তখন মহাকপি হনুমান প্রচণ্ড চপেটাঘাতে ত্রিশিরাকে গতচেতন ও ভূতলশায়ী করিলেন এবং খড়্গ কাড়িয়া লইয়া তাঁহার সকুণ্ডল ও সকিরীট তিনটি মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। বানরগণ সিংহনাদ করিয়া উঠিল—রাক্ষসেরা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। (৭০ সর্গ)

ত্রিশিরা, মহোদর, দেবান্তক ও নরান্তককে নিহত হইতে দেখিয়া মহাপার্শ্ব একটি বিপুল লৌহগদা লইয়া বানরগণের দিকে ধাবিত হইলেন। পরে বানরবীর মহাবল ঋষভ লম্ফপ্রদানে মহাপার্শ্বের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি সরোষে তাঁহার বজ্রতুল্য গদাদ্বারা ঋষভের বুকে আঘাত করিলেন। তাহা হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হইলেন। কিছুকাল পরে চেতনালাভ করিয়া ঋষভ সহসা বেগে মহাপার্শ্বের নিকটে আসিয়া তাঁহার বক্ষে দারুণ মুষ্টি প্রহার করিলেন। সেই আঘাতে আহত হইয়া মহাপার্শ্ব রক্তাক্তদেহে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পড়িলেন। সেই সুযোগে ঋষভ মহাপার্শ্বের যমদণ্ডতুল্য গদা লইয়া তাহার আঘাতে তাঁহাকে বধ করিলেন। মহাপার্শ্বের পতনে রাক্ষসসেনা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষার জন্য চারিদিকে ছুটিল। (৭০ সর্গ)

তখন অতিকায় রথারোহণে সিংহনাদ করিতে করিতে রণস্থলে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বানরেরা সভয়ে চারিদিকে পলাইতে লাগিল। তাঁহার বিশাল দেহ ও অস্ত্রসজ্জাদি দেখিয়া রাম

বিভীষণকে অতিকায়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "এই বীর রাক্ষসরাজের পুত্র। ইনি পিতার তুল্য পরাক্রমশালী। ইনি সর্বাস্ত্রবিশারদ এবং অশ্ব-গজ-চালনায়, সামদানাদি রাজনীতিতে ও মন্ত্রণায় সুনিপুণ। ইনি ধান্যমালিনীর তনয়—ইঁহার নাম অতিকায়। ব্রহ্মার বরে ইনি সুরাসুরের অবধ্য এবং দিব্য কবচ ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান রথ লাভ করিয়াছেন। শত শত দেব-দানব ইঁহার হস্তে পরাজিত হইয়াছেন। ইনি যুদ্ধে ইন্দ্রের বজ্র বিফল এবং বরুণের পাশ প্রতিহত করিয়াছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম, তুমি শীঘ্র ইঁহার বধে যত্নবান হও, বিলম্ব করিলে ইনি বানরসেনা ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন।" (৭১ সর্গ)

অনন্তর অতিকায় বানরসৈন্যে প্রবেশ করিয়া ধনু বিস্ফারণপূর্বক বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, নীল ও শরভ প্রভৃতি বানরপ্রধানেরা বৃক্ষ ও শিলা হস্তে একযোগে অতিকায়কে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অতিকায় স্বর্ণভূষিত বাণ-সকলের দ্বারা তাঁহাদের বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি কাটিয়া ফেলিয়া লৌহময় শরবর্ষণে তাঁহাদিগকে প্রপীড়িত করিলেন। তাঁহারা ক্ষতবিক্ষত ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন, কোন প্রতিকারই করিতে পারিলেন না। তখন অতিকায় রামের সম্মুখে আসিয়া সগর্বে বলিলেন, "আমি কোন সামান্য যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিব না। এই আমি ধনুর্বাণহস্তে রথে অবস্থান করিতেছি, যাহার যুদ্ধের ইচ্ছা ও শক্তি আছে, সে শীঘ্র আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুক।"

এই কথা লক্ষ্মণের অসহ্য বোধ হইল, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর্বাণ-হস্তে অতিকায়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অতিকায় বলিলেন, "সুমিত্রানন্দন, তুমি বালক এবং যুদ্ধে অনভিজ্ঞ, তুমি

ফিরিয়া যাও। তুমি কেন কৃতান্ততুল্য আমার সহিত যুদ্ধের ইচ্ছা করিতেছ? তুমি ধনু পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হও, কেন আমার হাতে প্রাণ হারাইবে? দেখিতেছি, তুমি অহঙ্কারবশতঃ যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে চাহিতেছ না। তবে থাক, প্রাণত্যাগ করিয়া যমালয়ে যাও।" (৭১ সর্গ)

লক্ষ্মণ অতিকায়ের এইরূপ গর্বিত বচনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "দুরাত্মা, কেবল কথায় বড় হওয়া যায় না; কেবল আত্ম-শ্লাঘা দ্বারা লোকে গুণবান বলিয়া বিবেচিত হয় না। এই আমি ধনুর্বাণহস্তে রহিতেছি, তুমি নিজের শক্তি প্রদর্শন কর। তুমি আমাকে বালক বলিয়া অবজ্ঞা করিও না; জানিও, আমি বালক হই বা বৃদ্ধ হই, যুদ্ধে আমার হাতেই তোমার মৃত্যু হইবে।"

লক্ষ্মণের কথায় কুপিত হইয়া অতিকায় তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ নিজ শরের দ্বারা সে সকল কাটিয়া ফেলিয়া একটি শাণিত শরে অতিকায়ের ললাট বিদ্ধ করিলেন। অতিকায়ও একটি সুতীক্ষ্ণ শর লইয়া লক্ষ্মণের বক্ষে আঘাত করিলেন। এইরূপে দারুণ যুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন। পরে লক্ষ্মণ ধনুতে ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিয়া অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অতিকায় প্রদীপ্ত কালানল-তুল্য সেই বাণ শক্তি, গদা, কুঠার, শূল ও শর ইত্যাদির দ্বারা প্রতিহত (নিবারণ) করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই ব্রহ্মাস্ত্র তাঁহার সকল অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া তাঁহার কিরীটশোভিত মস্তক ছেদন করিল। হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা অতিকায়কে ভূপতিত হইতে দেখিয়া ভয়ে লঙ্কার দিকে ছুটিল। বানরগণের আনন্দের সীমা রহিল না। (৭১ সর্গ)

১১

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে আগমন ও বানরসেনার পরাজয়

দেবান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় প্রভৃতির নিধনসংবাদে রাবণ অতিশয় উদ্বিগ্ন ও শোককাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্ত ও কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি মহাবল রাক্ষসবীরগণকে রাম সসৈন্যে বধ করিয়াছেন। নানাস্ত্রবিশারদ, মহাকায় ও মহাবীর অন্যান্য অনেক রাক্ষসও নিহত হইয়াছেন। আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে নাগপাশে বন্ধন করিয়াছিল ; জানি না, কোন্ মায়া বা মোহিনী-বিদ্যার প্রভাবে তাঁহারা তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছেন। এখন সুগ্রীব ও বিভীষণাদিসহ রাম-লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে, আমি তো এমন কাহাকেও দেখিতেছি না। যাহা হউক, তোমরা সকলে যে-স্থানে সীতা রক্ষিত হইতেছেন সেই অশোকবন, রাজপুরী ও সেনানিবেশগুলি সাবধানে রক্ষা কর।" এই কথা বলিয়া রাবণ স্বগৃহে গমন করিয়া শোকাকুল চিত্তে ও অশ্রুপ্লাবিত লোচনে পুত্র ও ভ্রাতৃগণের নিহত হইবার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ বলিলেন, "পিতা, ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনার এরূপ শোকবিহ্বল হওয়া উচিত নয়। এমন কেহ নাই যে যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের বাণে আহত হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে (বাঁচিয়া থাকিতে) পারে। আমি পৌরুষ ও দৈববলের জোরে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজই অমোঘ (অব্যর্থ) শরে রাম-লক্ষ্মণকে প্রপীড়িত করিব।"

এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসরাজের অনুমতি লইয়া বায়ুতুল্য দ্রুতগামী উৎকৃষ্ট গর্দভ-যোজিত রথে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বহু

মহাবল রাক্ষস নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হস্তী, অশ্ব, ব্যাঘ্র, বৃশ্চিক, মার্জার, গর্দভ, উষ্ট্র, সর্প, বরাহ, সিংহ, শৃগাল, কাক, হংস ও ময়ূরাদি আরোহণে ইন্দ্রজিতের অনুগমন করিল। পরে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধস্থলে* আসিয়া তাঁহার রথের চারিদিকে রাক্ষসদিগকে স্থাপন করিয়া অগ্নিতে যথাবিধি হোম করিলেন। এইরূপে অগ্নিতে আহুতি দিয়া তিনি ধনুর্বাণ, অসি, শূল, অশ্ব ও রথের সহিত আকাশে অন্তর্হিত হইলেন। রাক্ষসসেনা সিংহনাদ করিতে করিতে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া তোমর, অঙ্কুশ ও শর দ্বারা বানরদিগকে জর্জরিত করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ নিজে শূন্যে অদৃশ্য থাকিয়া নালীক, নারাচ, গদা ও মুষল ইত্যাদির দ্বারা বানরগণকে বধ করিতে লাগিলেন। বানরবীরেরা শিলা ও বৃক্ষাদি লইয়া রামের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রজিৎ নিদারুণ বাণবর্ষণে বানরসেনাকে মথিত করিতে থাকিলেন। তিনি সুতীক্ষ্ণ প্রাস, শূল, বাণ ইত্যাদির দ্বারা হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, জাম্ববান, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, গবাক্ষ, গবয়, কেশরী, নল ও কুমুদ প্রভৃতি বানরপ্রধানদিগকে বিদ্ধ করিয়া রাম-লক্ষ্মণের উপর সূর্যরশ্মিতুল্য প্রদীপ্ত বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অদৃশ্য ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ করা সম্ভব নয় বিবেচনায় রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ, এই ইন্দ্রশত্রু ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মার বরে অদৃশ্য থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, আমরা কিরূপে ইঁহাকে বধ করিতে পারিব? অতএব এস, আমরা ইঁহার শরবর্ষণ সহ্য করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে ভূতলে

*যুদ্ধভূমি (মূল)—যুদ্ধজয়-সম্পাদক হোমসাধন ভূমি অর্থাৎ নিকুম্ভিলাস্থান (রামায়ণতিলক), যুদ্ধজয়-সম্পাদক হবনভূমি অর্থাৎ নিকুম্ভিলাস্থান (রামায়ণ-শিরোমণি)।

পড়িয়া থাকি, ইনি জয়শ্রী লাভ করিয়া লঙ্কাপুরীতে গমন করুন।”—ইহা স্থির করিয়া রাম-লক্ষ্মণ অচেতনের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন।

এইরূপে রাম-লক্ষ্মণ ও বানরসেনাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রজিৎ দ্রুত লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিলেন এবং সানন্দে পিতাকে সকল সংবাদ জানাইলেন। (৭৩ সর্গ)

১২

হনুমানের ওষধি আনয়ন এবং রাম-লক্ষ্মণ ও বানরবীরগণের সুস্থতা সম্পাদন

এদিকে রাম-লক্ষ্মণকে নিশ্চেষ্ট এবং সুগ্রীব, নীল, অঙ্গদ, জাম্ববান প্রভৃতিকে মোহগ্রস্ত দেখিয়া সুবিজ্ঞ বিভীষণ বানর বীরগণকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “তোমরা ভীত হইও না, এখন বিষাদের সময় নয়। ব্রহ্মা ইন্দ্রজিৎকে যে অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র দিয়াছেন, তাহার সম্মান রক্ষার জন্যই রাজকুমার রাম-লক্ষ্মণ বিহ্বল হইয়া পড়িয়া আছেন।” ইহা শুনিয়া ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতি মর্যাদা দেখাইয়া হনুমান বলিলেন, “আমাদের সৈন্যমধ্যে যাহারা জীবিত আছে, চলুন তাহাদিগকে আশ্বস্ত করি।”

তারপর হনুমান ও বিভীষণ উভয়ে সেই রাত্রে উল্কা (মশাল)-হস্তে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সে-স্থান পর্বতাকার বানরসৈন্য ও অস্ত্রাদিতে সমাচ্ছন্ন। সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল, শরভ, গন্ধমাদন, জাম্ববান, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, নল ও দ্বিবিদ প্রভৃতি বানরবীরেরা নিহতের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। বাণজালে জর্জরিত ও জরাগ্রস্ত জাম্ববানকে দেখিতে পাইয়া বিভীষণ তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর্য, শরাঘাতে আপনার

প্রাণ সংহার করে নাই তো ?" জাম্ববান অতিকষ্টে উত্তর দিলেন, "রাক্ষসেন্দ্র, আমার শরীর তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ, আমি তোমাকে চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না, কেবল চিনিতে পারিতেছি। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান আছেন তো ?" জাম্ববানের কথা শুনিয়া বিভীষণ বলিলেন, "আর্য, আপনি রাম-লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও অঙ্গদের সংবাদ না লইয়া কেবল হনুমানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?" জাম্ববান উত্তর করিলেন, "হনুমান বাঁচিয়া থাকিলে আমাদের সৈন্যেরা মরিয়া থাকিলেও বাঁচিবে, কিন্তু তিনি যদি মরিয়া থাকেন তবে আমরা বাঁচিয়া থাকিলেও মরিব।"

তখন হনুমান জাম্ববানের কাছে আসিলেন এবং বিনীতভাবে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। জাম্ববান যেন পুনর্জীবন লাভ করিলেন—বলিলেন, "কপিবর, আইস, বানরগণকে রক্ষা কর। তুমি বানরদিগের পরম বন্ধু; তোমার পরাক্রম-প্রকাশের সময় আসিয়াছে: তোমার তুল্য আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। তুমি রাম-লক্ষ্মণকে বিশল্য (ব্যথাশূন্য) করিয়া ঋক্ষ ও বানরবীরদিগকে আনন্দিত কর। তুমি সাগর পার হইয়া পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে যাও। সেখানে কাঞ্চনময় দুর্গম ঋষভ পর্বত ও কৈলাস শিখর দেখিতে পাইবে। সেই শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে সর্বৌষধিযুক্ত সমুজ্জ্বল ওষধি-পর্বত আছে। তাহার শিখরদেশে তুমি দেখিতে পাইবে,—মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী এই চার প্রকার মহৌষধি তাহাদের প্রভায় দশদিক্ আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। পবননন্দন, তুমি শীঘ্র সেই ওষধিগুলি আনিয়া বানরগণকে সঞ্জীবিত কর।"

জাম্ববানের কথা শুনিয়া হনুমান তাঁহার দেহ স্ফীত করিয়া

ত্রিকূট পর্বতের শিখরে আরোহণ করিলেন। সেখান হইতে লম্ফ-প্রদানে আকাশে উঠিয়া তিনি বিষ্ণুকরাগ্রমুক্ত চক্রের ন্যায় বেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরে তিনি হিমালয় পর্বতে উপনীত হইলেন এবং দেবর্ষিগণসেবিত বহু পুণ্যাশ্রম ও কৈলাসশিখর অতিক্রম করিয়া (জাম্ববানকথিত) ওষধি-পর্বতে আসিয়া ওষধি-গুলি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ওষধিসকল, হনুমান তাহাদিগকে লইতে আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, অদৃশ্য হইল। ইহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, হনুমান নানা বৃক্ষাদিশোভিত ও স্বর্ণাদি ধাতুসমন্বিত সেই ওষধি-পর্বতের শৃঙ্গটি উপড়াইয়া লইয়া আবার আকাশে উঠিলেন। তারপর হনুমান ত্রিকূটের উপর বানর-সৈন্যমধ্যে অবতরণ করিয়া বানরপ্রধানদিগকে নতমস্তকে অভিবাদন ও বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন। মহৌষধিগুলির গন্ধ আঘ্রাণে রাম-লক্ষ্মণ সুস্থ হইলেন এবং বানরবীরেরাও আরোগ্য লাভ করিয়া উত্থিত হইলেন। নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন নিশান্তে জাগরিত হয়, সেইরূপ যুদ্ধে যে বানরবীরেরা নিহত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই সেই মহৌষধিগুলির গন্ধে পুনর্জীবন লাভ করিল। পরে হনুমান সেই ওষধি-পর্বত আবার যথাস্থানে রাখিয়া আসিলেন। (৭৪ সর্গ)

১৩

লঙ্কাদাহ—কম্পন-কুম্ভ-নিকুম্ভাদি বধ

তারপর সুগ্রীব হনুমানকে বলিলেন, “কুম্ভকর্ণ ও রাবণের পুত্রেরা অনেকে নিহত হইয়াছেন—রাবণ আর লঙ্কাপুরী রক্ষা করিতে পারিবেন না। সুতরাং মহাবল ও বেগবান বানরেরা আজ রাত্রিতে উল্কাহস্তে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া তাহা দগ্ধ করুক।”

সুগ্রীবের আদেশে সূর্যাস্তের পর বানরবীরগণ উল্কা লইয়া লঙ্কার দিকে চলিল। তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া দ্বাররক্ষক রাক্ষসেরা দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিল। তখন বানরেরা হৃষ্টমনে পুরদ্বার, উপরিতল গৃহ ও প্রাসাদ প্রভৃতিতে অগ্নিসংযোগ করিল। শীঘ্রই অগ্নি সর্বত্র প্রজ্বলিত হইয়া লঙ্কাবাসীদের আবাসগৃহাদি দগ্ধ করিতে লাগিল। অগ্নিভয়ে সকলে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে থাকিল। সেই রাত্রিকালে প্রজ্বলিতা লঙ্কানগরী কুসুমিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় বোধ হইল। অগ্নিশিখা সমুদ্রের জলে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তাহা রক্তিমবর্ণ দেখাইল। অগ্নিসন্তপ্তা ও ধূমব্যাপ্তা রাক্ষসরমণীদের হাহাকার শত যোজন দূর হইতে শুনা যাইতে লাগিল। যে-সকল রাক্ষস দগ্ধদেহে বাহিরে আসিল, বানরেরা তাহাদের আক্রমণ করিল। রাম-লক্ষ্মণের ধনুকের টঙ্কারে রাক্ষসগণের মধ্যে ভীষণ কোলাহল উঠিল। বানরদিগের গর্জন, রাক্ষসগণের চীৎকার ও রাম-লক্ষ্মণের জ্যানির্ঘোষে (ধনুর টঙ্কারে) দশদিক পরিপূর্ণ হইল। সেই রজনী রাক্ষসদিগের পক্ষে কালরাত্রি স্বরূপ হইয়া উঠিল।

এদিকে বানরেরা প্রদীপ্ত উল্কাহস্তে লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত হইলে, রাবণ ক্রোধভরে কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। রাবণের আদেশে যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ ও কম্পন বহু সশস্ত্র রাক্ষসসৈন্য সহ কুম্ভ ও নিকুম্ভের সহিত চলিলেন। রাক্ষসেরা সিংহনাদ করিতে করিতে লঙ্কা হইতে বাহির হইল। তখন বানর-সেনাও সিংহনাদ করিয়া শত্রুসৈন্যের দিকে ছুটিল। এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণের মধ্যে অতিঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। (৭৫ সর্গ)

অঙ্গদ কম্পনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখীন হইলে,

কম্পন গদাপ্রহারে অঙ্গদকে আহত করিলেন। কিছুকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া অঙ্গদ কম্পনের উপর একটি শিলা নিক্ষেপ করিলে, তিনি তাহার আঘাতে ভূপতিত হইলেন।

কম্পনকে নিহত হইতে দেখিয়া, শোণিতাক্ষ রথারোহণে অগ্রসর হইয়া অঙ্গদকে তীক্ষ্ণশরে বিদ্ধ করিলেন। অঙ্গদ সবেগে শোণিতাক্ষকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার ধনুর্বাণ ও রথ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তখন শোণিতাক্ষ অসিচর্ম লইয়া সক্রোধে অঙ্গদকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অঙ্গদ শোণিতাক্ষের অসি কাড়িয়া লইয়া তাঁহার স্কন্ধে আঘাত করিলেন। তাহা দেখিয়া যূপাক্ষ ও প্রজঙ্ঘ শোণিতাক্ষের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। এদিকে মৈন্দ ও দ্বিবিদ অঙ্গদকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার কাছে আসিলেন। তখন মৈন্দ, দ্বিবিদ ও অঙ্গদের সহিত প্রজঙ্ঘ, যূপাক্ষ ও শোণিতাক্ষের ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অঙ্গদ মুষ্টিপ্রহারে প্রজঙ্ঘের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। দ্বিবিদ শোণিতাক্ষের মুখ নখে বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে ভূমিতে ফেলিলেন এবং সবলে নিষ্পেষিত করিয়া বধ করিলেন। মৈন্দ যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া যূপাক্ষকে বাহুপীড়নে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিলেন। তখন হতাবশিষ্ট রাক্ষসসেনা কুম্ভকর্ণ-নন্দন কুম্ভের কাছে দৌড়িয়া গেল।

মহাবীর কুম্ভ সেই সৈন্যদিগকে আশ্বাস দিয়া দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তিনি বাণবর্ষণে বানরগণকে প্রপীড়িত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার বাণে আহত হইয়া দ্বিবিদ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া মৈন্দ একটি বিপুল শিলা কুম্ভের দিকে নিক্ষেপ করিলে, কুম্ভ পাঁচটি বাণে তাহা কাটিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি আর একটি বাণে মৈন্দের বক্ষে আঘাত করিলেন।, মৈন্দ

মূর্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। অঙ্গদ মহাবল মাতুলযুগলকে ব্যথিত দেখিয়া কুম্ভের দিকে ছুটিলেন। কিন্তু কুম্ভের বাণে ব্যথিত হইয়া অঙ্গদও ভূপতিত ও মূর্ছিত হইলেন।

রাম এই সংবাদ পাইয়া জাম্ববান প্রভৃতিকে অঙ্গদের সাহায্যার্থ পাঠাইলেন। তাঁহারাও কুম্ভের বাণবর্ষণ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তখন স্বয়ং সুগ্রীব কুম্ভের দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি অশ্বকর্ণাদি বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া কুম্ভের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুম্ভ সুতীক্ষ্ণ শরে সেই বৃক্ষসকল ছেদন করিয়া সুগ্রীবকে বাণবিদ্ধ করিলেন। সুগ্রীব তাহাতে ব্যথিত না হইয়া, কুম্ভের ধনু কাড়িয়া লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। পরে সুগ্রীব কুম্ভকে বলিলেন, "তুমি প্রভাবে রাবণের ন্যায় এবং বলে পিতা কুম্ভকর্ণের অনুরূপ। তুমি আজ এই মহাযুদ্ধে ভীম-পরাক্রম বানরবীরগণকে ধরাশায়ী করিয়া অতুলনীয় অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিয়াছ। এখন তুমি যুদ্ধে পরিশ্রান্ত; লোকনিন্দা ভয়ে আমি এখন তোমাকে বধ করিতে চাই না। তুমি বিশ্রাম করিয়া লও; পরে আমার বল (পরাক্রম) দেখিতে পাইবে।"

সুগ্রীবের এই কথায় কুম্ভ অপমানিত বোধ করিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাহুযুগলের দ্বারা সুগ্রীবকে জড়াইয়া ধরিলেন। সুগ্রীব তাঁহাকে বেগে সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন। কুম্ভ সেখান হইতে উঠিয়া, সুগ্রীবকে ভূতলশায়ী করিয়া সক্রোধে তাঁহার বক্ষে বজ্রতুল্য মুষ্টি প্রহার করিলেন। তাহাতে সুগ্রীবের গাত্রচর্ম বিদীর্ণ হইয়া রক্তধারা ছুটিল। কিন্তু সুগ্রীব গাত্রোত্থান করিয়া কুম্ভের বক্ষে মুষ্টির দ্বারা এরূপ দারুণ আঘাত করিলেন যে, কুম্ভ নিতান্ত বিহ্বল হইয়া শিখাহীন অনলের ন্যায় (দীপ্তিহীন) হইয়া ভূপতিত হইলেন।

ভ্রাতা কুম্ভের নিধনে নিকুম্ভ যমদণ্ডতুল্য ভীষণ একটি পরিঘ হস্তে মুখ ব্যাদান করিয়া গর্জন করিলেন। তাহা শুনিয়া রাক্ষস এবং বানরেরা সকলেই ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিল, কেবল বলী হনুমান বক্ষ প্রসারিত করিয়া নিকুম্ভের দিকে অগ্রসর হইলেন। নিকুম্ভ হনুমানের বক্ষে সেই প্রদীপ্ত পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন। হনুমানের বক্ষে পড়িয়া পরিঘটি শতখণ্ড হইয়া গেল, কিন্তু তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন হনুমান নিকুম্ভের বক্ষে সবলে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। তাহাতে নিকুম্ভের গাত্রচর্ম ফাটিয়া শোণিতধারা প্রবাহিত হইল। কিছুকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া নিকুম্ভ হনুমানকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া লঙ্কার দিকে যাইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া রাক্ষসেরা আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল। হনুমান অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বজ্রতুল্য মুষ্টিপ্রহারে আপনাকে নিকুম্ভের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া ভূমিতে পড়িলেন। পরে তিনি নিকুম্ভকে ভূতলে ফেলিয়া তাঁহাকে নিষ্পেষিত করিলেন এবং লম্ফ দিয়া বক্ষে চড়িয়া দুইহস্তে তাঁহার গলা মুচড়াইয়া মস্তক ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। (৭৭ সর্গ)

১৪

মকরাক্ষ বধ

কুম্ভ ও নিকুম্ভের বধের সংবাদ শুনিয়া, রাবণ ক্রোধে ও শোকে অধীর হইয়া খরের পুত্র মকরাক্ষকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি সসৈন্যে যুদ্ধে যাইয়া রাম-লক্ষ্মণ ও বানরদিগকে বধ করিয়া আইস।"—রাবণের আদেশানুযায়ী মকরাক্ষ যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বানরপ্রধানেরা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। উভয় দলে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। মকরাক্ষের বাণে প্রপীড়িত হইয়া বানরেরা ভয়ে চারিদিকে পলাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রাম শরবর্ষণে রাক্ষসগণকে নিবারণ করিয়া বানরদিগকে আশ্বস্ত করিলেন। তখন মকরাক্ষ কোপানলে জ্বলিয়া রামকে বলিলেন, "আইস রাম, আজ তোমার সহিত আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইবে—আমার শাণিত শরে তোমার প্রাণ যাইবে। তুমি পূর্বে দণ্ডকারণ্যে আমার পিতাকে বধ করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া তোমার উপর আমার আরও বেশী করিয়া ক্রোধ হইতেছে। ভাগ্যক্রমে আজ আমি তোমার দেখা পাইয়াছি। ক্ষুধার্ত সিংহ যেরূপ ইতর মৃগকে চাহিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ তোমাকে চাহিতেছি। অস্ত্র, গদা বা বাহু যাহাতে তুমি অভ্যস্ত তাহার দ্বারাই তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর।"

মকরাক্ষের কথা শুনিয়া রাম হাসিয়া বলিলেন, "রাক্ষস, বৃথা বড়াই করিতেছ কেন? যুদ্ধ ছাড়া (যুদ্ধ না করিয়া) কেবল কথার জোরে রণে জয়লাভ করিতে পারা যায় না। দণ্ডকবনে তোমার পিতা (খর), ত্রিশিরা, দূষণ এবং তাহাদের অনুচর চৌদ্দ হাজার রাক্ষস আমার হস্তে নিহত হইয়াছে। আজ গৃধ্র, শৃগাল ও কাকেরা তোমার মাংস আহারে পরিতৃপ্ত হইবে।"

তারপর মকরাক্ষের সহিত রামের তুমুল যুদ্ধ বাধিল। রাম ক্রোধভরে মকরাক্ষের ধনু কাটিয়া ফেলিয়া আটটি নারাচের দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ এবং শরবর্ষণে তাঁহার রথ ভগ্ন ও অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন মকরাক্ষ তাঁহার রুদ্রদত্ত মহাশূল বেগে ঘুরাইয়া সক্রোধে রামের উপর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু সেই শূল শূন্যে থাকিতেই রাম তাহা চারিটি বাণে কাটিয়া ফেলিলেন। পরে

রাম ধনুতে অগ্নিবাণ সন্ধান করিয়া মকরাক্ষের বক্ষ বিদীর্ণ করিলেন। মকরাক্ষ ভূতলে পড়িয়া তখনই প্রাণ হারাইলেন। তাহা দেখিয়া রামের বাণের ভয়ে রাক্ষসেরা দ্রুত লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিল। (৭৯ সর্গ)।

১৫

মায়াসীতা-প্রদর্শন—বানরগণের যুদ্ধে বিরতি ও রামের নিকট গমন—বিভীষণের ইন্দ্রজিতের যজ্ঞে বাধা প্রদানের উপদেশ—

মকরাক্ষ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ অতিশয় ক্রোধে দাঁত কড়মড় করিতে লাগিলেন। পরে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন, "বীর, তুমি অদৃশ্য বা দৃশ্য যেরূপেই যুদ্ধ কর না কেন, তুমি সকলের অপেক্ষা সর্বপ্রকারেই সমধিক বীর্যশালী। তুমি মহাবীর ভ্রাতৃযুগল রাম-লক্ষ্মণকে বধ করিয়া আইস।"

ইন্দ্রজিৎ যথাবিধি হোম করিয়া পিতার আদেশানুযায়ী যুদ্ধ করিতে আসিলেন। তখন অদৃশ্যরথে আকাশে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আমি আজ কপট-সন্ন্যাসী রাম-লক্ষ্মণকে রণে নিহত করিয়া পিতা রাবণকে যুদ্ধে জয়যুক্ত ও পরম আহ্লাদিত করিব।" এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ বাণবর্ষণে চারিদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া রাম-লক্ষ্মণ ও বানরগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাম-লক্ষ্মণ শরজালে গগন আচ্ছন্ন করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের শর অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শ করিতেও পারিল না। ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে আকাশ ও সকল দিক ধূমান্ধকারে আচ্ছন্ন করিলেন এবং শরবর্ষণে

রাম-লক্ষ্মণকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিলেন। তখন রাম-লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের শরের গতি লক্ষ্য করিয়া শাণিত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সকল শর ইন্দ্রজিৎকে বিদ্ধ করিয়া, রক্তাক্ত হইয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল। পরে রাম-লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের প্রতি বহুল পরিমাণে শর বর্ষণ করিয়া তাঁহার বধে যত্নবান হইলে ইন্দ্রজিৎ তাহা বুঝিতে পারিয়া যুদ্ধে বিরত হইয়া পুরে প্রবেশ করিলেন। (৮০ সর্গ)

কিছুকাল পরে ইন্দ্রজিৎ একটি মায়াময়ী সীতামূর্তি রথে স্থাপন করিয়া পশ্চিম দ্বার দিয়া আবার যুদ্ধস্থলে ফিরিয়া আসিলেন। বানরেরা শিলাহস্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। তাহাদের অগ্রবর্তী হনুমান দেখিলেন, উপবাসে কৃশা, একবেণীধরা, মলিনবসনা, ধূলিধূসরিতা, রামপ্রিয়া সীতা দুঃখিতভাবে ইন্দ্রজিতের রথে বসিয়া আছেন। দেখিয়া হনুমান বানরপ্রধানগণের সহিত ইন্দ্রজিতের দিকে ছুটিলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ যেন ক্রোধে অভিভূত হইয়া অসি নিষ্কোশিত করিলেন এবং রথমধ্যে 'রাম রাম' রবে রোদনকারিণী মায়াময়ী সীতার কেশে ধরিয়া বানরগণের সম্মুখেই তাঁহাকে তাড়না করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া হনুমান অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন—তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি কঠোরবচনে ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন, "দুরাত্মা, তুই নিজের বিনাশের জন্যই সীতার কেশ আকর্ষণ করিতেছিস। তুই ব্রহ্মর্ষিগণের কুলে জন্মিয়াও রাক্ষসযোনি (জাতিতে রাক্ষস) হইয়াছিস। তুই অতিশয় নিষ্ঠুর, দুরাচার, নীচপ্রকৃতি ও পাপাত্মা, তোর এরূপ ইতর কাজেও ঘৃণা নাই, তোকে ধিক্! তুই যখন আমার হাতে পড়িয়াছিস্ তখন সীতাকে হত্যা করিয়া কোনরূপেই

অধিককাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিবি না। বধযোগ্য কর্মকারীরাও যাহার নিন্দা করে, তুই মৃত্যুর পরে স্ত্রীঘাতীদের গন্তব্য সেই লোকে যাইবি।"

এই কথা বলিয়াই হনুমান সশস্ত্র বানরগণে পরিবৃত হইয়া অপরিসীম ক্রোধে রাবণ-তনয়ের দিকে ধাবিত হইলেন। বানর-সেনাকে আসিতে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসসেনার দ্বারা তাহাদের নিবারণ করিলেন এবং তাহাদিগকে বাণবর্ষণে বিক্ষোভিত করিয়া হনুমানকে বলিলেন, "যাহার জন্য রাম-লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও তোমরা এখানে আসিয়াছ, আজ তোমাদের সম্মুখেই সেই বৈদেহীকে বধ করিব। তারপর রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, বিভীষণ এবং তোমাকেও বধ করিব। বানর, তুই বলিতেছিস্ 'স্ত্রীহত্যা করা উচিত নয়'—কিন্তু যাহা শত্রুগণের পীড়াদায়ক তাহাই করিতে হয়।"

এই কথা বলিয়া ইন্দ্রজিৎ তীক্ষ্ণধার খড়্গের দ্বারা রোরুদ্যমানা মায়াময়ী সীতাকে কাটিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া বানরেরা চারিদিকে পলাইতে লাগিল। পরে হনুমানের আশ্বাসবাক্যে ফিরিয়া তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বানরগণ কর্তৃক রাক্ষসসেনা বিনষ্ট হইতে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ সক্রোধে শত্রুসৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন এবং শূল, অশনি (বজ্র), খড়্গ, পট্টিশ ও মুদ্গর ইত্যাদির দ্বারা যুদ্ধ করিয়া বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন হনুমান বানরদিগকে বলিলেন, "তোমরা যুদ্ধে বিরত হও, যাঁহার জন্য প্রাণ দিয়া যুদ্ধ করা হইতেছে, সেই সীতাই যখন নিহত হইয়াছেন, তখন আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। চল, আমরা রাম ও সুগ্রীবকে এই সংবাদ জানাই—তাঁহারা যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই করিব।"—এই কথা বলিয়া হনুমান যুদ্ধ

বন্ধ করিয়া রামের নিকটে যাইতে থাকিলে, ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলার যজ্ঞভূমিতে গিয়া যথাবিধি হোম করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা বসিয়া তাহা দেখিতে লাগিল। (৮২ সর্গ)

এদিকে সীতার নিধনের কথা শুনিয়া, রাম শোকে মূর্ছিত হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পড়িলেন। বানরপ্রধানেরা মূর্ছাভঙ্গের জন্য তাঁহার দেহে পদ্মগন্ধ বারি সেচন করিতে লাগিলেন। অতিদুঃখিত লক্ষ্মণ দুই বাহুর দ্বারা রামকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আর্য, আপনি জিতেন্দ্রিয় ও সৎপথাবলম্বী (ধর্মপরায়ণ), কিন্তু ধর্ম আপনাকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, সুতরাং ধর্ম নিরর্থক। আমার মনে হয়, ধর্ম বলিয়া কিছুই নাই—থাকিলে, আপনার মত লোক কখনও দুঃখভোগ করিতেন না। আর, যদি অধর্মের দ্বারা দুঃখলাভ হইত, তবে রাবণ নরকে যাইত। অধার্মিকের শ্রীবৃদ্ধি এবং ধার্মিকের দুঃখ দেখিয়া ধর্ম ও অধর্ম উভয়কেই নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। পর্বত হইতে যেমন নদী নির্গত হয়, তেমনি নানাস্থান হইতে সমাহৃত ও বিবর্ধিত অর্থ হইতেই সকল কার্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আবার, ক্ষুদ্র নদী যেমন গ্রীষ্মের তাপে শুকাইয়া যায়, সেইরূপ অর্থহীন ও অল্পবুদ্ধি লোকের সকল কাজই নিষ্ফল হয়। যাহার অর্থ আছে, মিত্র ও বান্ধবগণ তাহারই হইয়া থাকে—সে-ই পণ্ডিত, বিক্রমশালী, বুদ্ধিমান, মহাবল ও অতি গুণবান। আপনার যে কেন রাজ্য-পরিত্যাগের বুদ্ধি হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি পিতার কথানুযায়ী বনে আসিয়াছেন বলিয়াই রাক্ষসে আপনার প্রাণাধিকা প্রিয়া পত্নীকে অপহরণ করিয়াছে। বীর, ইন্দ্রজিৎ আজ যে মহাদুঃখ দিয়াছে, তাহা আমি নিজ পৌরুষে বিদূরিত করিব। নরশ্রেষ্ঠ, আপনি

উঠুন, আমি শরবর্ষণে রথ, অশ্ব, হস্তী ও রাক্ষসরাজের সহিত লঙ্কানগরী বিধ্বংস করিব।" (৮৩ সর্গ)

এই সময়ে বিভীষণ সেখানে আসিলেন। তিনি রামকে শোক-সন্তপ্ত হইয়া লক্ষ্মণের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকিতে এবং বানরগণকে অশ্রুপূর্ণনয়নে রোদন করিতে দেখিয়া দুঃখিতভাবে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, "ইন্দ্রজিৎ সীতাকে বধ করিয়াছেন, হনুমানের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া রাম শোকাকুল হইয়াছেন।" লক্ষ্মণের কথায় বাধা দিয়া বিভীষণ বলিলেন, "হনুমান যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি সাগরশোষণের ন্যায় অসম্ভব বলিয়া মনে করি। আমি সীতার সম্বন্ধে রাবণের মনোভাব জানি, তিনি কিছুতেই সীতাকে বধ করিতে দিবেন না। ইন্দ্রজিৎ মায়া-সীতা বধ করিয়া বানরদিগকে প্রতারণা করিয়াছে। সে আজ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হোম করিবে। এই হোম শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলে, সে যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দুরাধর্ষ হইবে। যাহাতে বানরেরা যজ্ঞে কোন বিঘ্ন না ঘটায়, ইন্দ্রজিৎ নিশ্চয় সেজন্য মায়াবলে বানরদিগকে মোহিত করিয়াছে। নরশ্রেষ্ঠ রাম, তুমি মিছামিছি শোক করিও না। তুমি সুস্থমনে এখানে থাক, আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় যাইতেছি। লক্ষ্মণকে আমাদের সহিত প্রেরণ কর। ইনি সুতীক্ষ্ণ শরে ইন্দ্রজিৎকে হোম হইতে নিবৃত্ত করিলে, তাহাকে অবশ্য বধ করিতে পারা যাইবে। লক্ষ্মণ তাঁহার সর্পতুল্য বিষাক্ত বাণে ইন্দ্রজিৎকে বধ করিতে পারিবেন। ইন্দ্রজিৎ তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মশির অস্ত্র ও কামগামী অশ্ব লাভ করিয়াছে। এখন সে যদি নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সমাপন করিয়া ফিরিয়া আসে, তবে আমরা সকলেই নিশ্চয় তাহার হস্তে নিহত হইব। ব্রহ্মা বর

দিবার সময় ইন্দ্রজিৎকে বলিয়াছিলেন, 'নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ করিবার কালে যজ্ঞশেষের পূর্বে যে-শত্রু তোমাকে আক্রমণ করিবে তাহার হাতেই তোমার মৃত্যু হইবে।' রাম, ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। ইন্দ্রজিৎ হত হইলেই রাবণ সবংশে নিহত হইবেন।" (৮৫।১৬ সর্গ)

১৬

ইন্দ্রজিৎ বধ

বিভীষণের কথা শুনিয়া, রাম ইন্দ্রজিতের মায়া ও বীর্যের বিষয় চিন্তা করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ, তুমি বানররাজ সুগ্রীবের সমগ্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া জাম্ববান ও হনুমান প্রভৃতির সহিত যাইয়া মায়াবী ইন্দ্রজিৎকে বধ কর। বিভীষণ ইন্দ্রজিতের সমস্ত মায়া ভালরূপ জানেন; ইনি অমাত্যগণকে লইয়া তোমার সঙ্গে থাকিবেন।

রামের আদেশে লক্ষ্মণ, বানরবীরগণ ও বিভীষণের সহিত দ্রুত নিকুম্ভিলার দিকে চলিলেন। অনেক পথ চলিয়া লক্ষ্মণ কিছুদূর হইতে রাক্ষসরাজের ব্যূহবদ্ধ সৈন্যগণকে দেখিতে পাইলেন। তখন বিভীষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন, "ঐ যে মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ রাক্ষস-বাহিনী দেখা যাইতেছে, বানরেরা শিলাদি লইয়া শীঘ্র উহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক। লক্ষ্মণ, তুমি নিজেও রাক্ষসসেনা ভেদের চেষ্টা কর; তাহাদিগকে ভেদ করিতে পারিলে এখানেই ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বীর, যজ্ঞ শেষ হইবার পূর্বেই শীঘ্র তোমার বজ্রতুল্য বাণে শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া দুরাত্মা রাবণ-নন্দনকে বধ কর।"

তারপর বানর ও রাক্ষসগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভল্লূক,ও বানর-প্রধানগণের পরাক্রম দর্শনে রাক্ষসেরা মহা ভীত হইয়া উঠিল। তাহারা শত্রুহস্তে বিমথিত হইতেছে শুনিয়া, ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞশেষের পূর্বেই ক্রোধভরে রথারোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। হনুমান রাক্ষসসেনা বিধ্বস্ত করিতেছেন দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ তাঁহার সারথিকে বলিলেন, "ঐ বানরের কাছে চল, উহাকে উপেক্ষা করিলে উহার হাতে আমাদের সৈন্যেরা বিনষ্ট হইবে।" সারথি ইন্দ্রজিৎকে হনুমানের নিকটে লইয়া গেল। ইন্দ্রজিৎ হনুমানের মস্তক লক্ষ্য করিয়া খড়্গ, পরশু ও পট্টিশাদি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি হনুমানকে বধ করিবার জন্য শরাসন (ধনু) গ্রহণ করিলে, বিভীষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন, "সুমিত্রানন্দন, বাসববিজয়ী রাবণাত্মজ (রাবণতনয়) হনুমানকে বধ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তুমি জীবনান্তকর (প্রাণনাশী) ভীষণ শরে উহাকে বধ কর।"

তখন লক্ষ্মণ অগ্রসর হইয়া ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন, "আমি তোমাকে সমরে আহ্বান করিতেছি, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর।" ইন্দ্রজিৎ এইরূপে যুদ্ধে আহূত হইয়া এবং বিভীষণকে সেখানে দেখিতে পাইয়া কঠোর বচনে তাঁহাকে বলিলেন, "রাক্ষস, তুমি এখানে (লঙ্কায়) জন্মগ্রহণ করিয়া বর্ধিত হইয়াছ, তুমি আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, আমার পিতৃব্য, তুমি পুত্রের (ভ্রাতুষ্পুত্রের) সহিত শত্রুতা করিতেছ কেন? দুর্মতি, তোমার কিছুমাত্র জ্ঞাতিত্ব-বোধ, সৌহার্দ (বন্ধুপ্রীতি) বা স্বজাতি-প্রেম নাই। দুর্বুদ্ধি, তুমি স্বজনগণকে ত্যাগ করিয়া (ছাড়িয়া), শত্রুর ভৃত্য হইয়া সজ্জনের নিন্দনীয় হইয়াছ। তোমার শিথিল বুদ্ধির জন্য তুমি স্বজন-সহবাস ও নীচ পরাশ্রয়ের (হীন শত্রুর আশ্রয় গ্রহণের) মহা পার্থক্য বুঝিতে

পারিতেছ না। স্বজন নির্গুণ এবং শত্রু গুণবান হইলেও নির্গুণ স্বজনের সহবাসই শ্রেয়—যে শত্রু সে চিরকাল শত্রুই থাকে। যে স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষের আশ্রয় লয়, স্বপক্ষক্ষয়ের পর সে শত্রুপক্ষের দ্বারাই বিনষ্ট হয়।" (৮৭।১৬ সর্গ)

ভ্রাতুষ্পুত্রের এই কথা শুনিয়া বিভীষণ উত্তর করিলেন, "ইন্দ্রজিৎ, তুমি যেন আমার স্বভাব জান না এইভাবে আমার প্রতি কটূক্তি করিতেছ কেন? রাক্ষসরাজকুমার, আমাকে গুরুজন জ্ঞান করিলে, এরূপ পরুষভাব ত্যাগ কর। আমি ক্রূরকর্মা রাক্ষসকুলে জন্মিয়া থাকিলেও মানুষের যাহা শ্রেষ্ঠ গুণ এবং রাক্ষসে যাহা দুর্লভ* তাহাই (সেই সত্ত্বগুণই) আমার প্রকৃতিগত। যে ব্যক্তি ধর্মপথবিচ্যুত ও পাপবুদ্ধি, তাহাকে হস্তস্থিত সর্পের ন্যায় ত্যাগ করিলেই স্বস্তিলাভ করিতে পারা যায়। পরস্বাপহারী ও পরস্ত্রীধর্ষণকারী দুরাত্মাকে প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় ত্যাগ করা উচিত। মহর্ষিগণকে ভয়াবহ হত্যা, দেবগণের সহিত বিবাদ, গর্ব, রোষ, বৈরিতা (শত্রুতা) ও (হিতবক্তার) প্রতিকূলতা, এইসকল দোষ আমার ভ্রাতার ধনপ্রাণ নাশের কারণ হইয়াছে—তাঁহার গুণরাশিকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। সেই সকল দোষের জন্যই আমি আমার ভ্রাতা এবং তোমার পিতা রাবণকে পরিত্যাগ করিয়াছি। এখন এই লঙ্কাপুরী, তুমি ও তোমার পিতা কিছুই থাকিবে না। রাক্ষস, তুমি অতিশয় গর্বিত, বালক ও দুর্বিনীত এবং কালপাশে বদ্ধ, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় আমাকে বল। তুমি আজ ককুৎস্থনন্দন লক্ষ্মণকে পরাজিত করিয়া জীবিত অবস্থায় ফিরিতে পারিবে না। তুমি তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।" (৮৭ সর্গ)

---

* রাক্ষসে রজ ও তমগুণের প্রাবল্য।

বিভীষণের কথা শুনিয়া ইন্দ্রজিৎ তাঁহাকে অনেক রূঢ় কথা বলিলেন। তারপর তিনি কৃষ্ণবর্ণ-অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া বিশাল ধনুহস্তে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। লক্ষ্মণও হনুমানের পৃষ্ঠারোহণে ইন্দ্রজিতের সম্মুখে আসিলেন। পরস্পর পরস্পরকে নানারূপ ভৎর্সনা করিয়া তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ইন্দ্রজিতের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে থাকিলে, ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের ধনুকের টঙ্কার শুনিয়া বিবর্ণবদনে তাঁহার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। তখন বিভীষণ ইন্দ্রজিতের ম্লানমুখ এবং সুমিত্রানন্দনের যুদ্ধে অনুরাগ দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মহাবাহু, আমি রাবণতনয়ের যে-সকল দুর্লক্ষণ দেখিতেছি তাহাতে সে যে ভগ্নোদ্যম হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং তুমি উহার বধে ত্বরান্বিত হও।"

ইহা শুনিয়া লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের প্রতি সর্পতুল্য শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহার আঘাতে ইন্দ্রজিৎ ক্ষণকালের জন্য অচেতন ও অবসন্ন হইলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি আবার লক্ষ্মণের সম্মুখীন হইয়া ক্রোধারক্ত নয়নে তাঁহাকে বলিলেন, "প্রথম-বারের যুদ্ধে তুমি ও তোমার ভ্রাতা যে আমার অস্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলে, তাহা কি তোমার মনে নাই? বোধ হয় তুমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি যখন আবার আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ, তখন নিশ্চয় তোমার যমালয়ে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে।"—এই কথা বলিয়া ইন্দ্রজিৎ সাত বাণে লক্ষ্মণকে, দশ বাণে হনুমানকে এবং শত বাণে বিভীষণকে বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণ ভীষণ শরবর্ষণে ইন্দ্রজিতের কনক কবচ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রজিৎও যারপরনাই ক্রোধে লক্ষ্মণকে সহস্র

বাণে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই দুই বীরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলিল। উভয়ের বাণে উভয়ের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরাক্ত হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াও কেহ শ্রান্ত বা যুদ্ধবিমুখ হইলেন না। তখন বিভীষণ লক্ষ্মণের রণশ্রম দূর করিবার জন্য উৎকৃষ্ট ধনুহস্তে রণস্থলে আসিয়া রাক্ষসগণের প্রতি তীক্ষ্ণাগ্র শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বজ্রের মহাগিরি বিদারণের ন্যায় এই অগ্নিস্পর্শ বাণসমূহ রাক্ষস-দিগের দেহ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বিভীষণের অনুচর রাক্ষসেরাও শূল, অসি ও পট্টিশের দ্বারা রাক্ষসগণকে ছেদন করিতে থাকিলেন। পরে বানরগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য বিভীষণ তাহাদিগকে বলিলেন, "এখন এই ইন্দ্রজিৎই রাক্ষসরাজের একমাত্র অবলম্বন এবং যে সেনাদিগকে দেখিতেছ ইহারাই তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্য। সুতরাং তোমরা আর অপেক্ষা করিতেছ কেন? এই পাপাত্মা রাক্ষস (ইন্দ্রজিৎ) যুদ্ধে নিহত হইলে রাবণ ছাড়া আর সকলকেই বধ করা হইবে। প্রহস্ত, কুম্ভকর্ণ, কুম্ভ, নিকুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, প্রজঙ্ঘ, অকম্পন, সুপার্শ্ব, দেবান্তক ও নরান্তক প্রভৃতি মহাবল রাক্ষসপ্রধানেরা তোমাদের হস্তে নিহত হইয়াছেন। তোমরা বাহুবলে সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছ, এখন সামান্য গোষ্পদ লঙ্ঘন কর—হতাবশিষ্ট এই ইন্দ্রজিৎকে জয় কর। পিতৃতুল্য হইয়া পুত্রস্থানীয় ইহাকে বধ করা আমার পক্ষে অনুচিত হইলেও, আমি রামের জন্য দয়া ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে বধ করিব। আমি ইহাকে বধ করিতে চাহিতেছি বটে, কিন্তু অশ্রুতে আমার চক্ষু নিরুদ্ধ হইতেছে—সুতরাং মহাবাহু লক্ষ্মণ ইহাকে বধ করুন। বানরগণ, তোমরা অগ্রসর হইয়া ইহার অনুচরদিগকে বিনাশ কর।"

বিভীষণ বানরগণকে এইরূপে উৎসাহিত করিলে, তাহারা

সানন্দে লেজ নাড়িতে এবং মেঘদর্শনে ময়ূরগণের ন্যায় নানারূপ শব্দ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে জাম্ববান স্বদলে পরিবেষ্টিত হইয়া সেখানে আসিলেন। পূর্বে দেবাসুরে যেরূপ ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইসময় বানর ও রাক্ষসেও সেইরূপ যুদ্ধ চলিল। হনুমান লক্ষ্মণকে পিঠ হইতে নামাইয়া দিয়া সক্রোধে একটি পর্বত শৃঙ্গ উপড়াইয়া রাক্ষসদিগকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। এদিকে ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্য বিভীষণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া আবার লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইলে, তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহাদের শরজালে সকল দিক আচ্ছন্ন এবং আকাশ তমসাবৃত হইয়া উঠিল। এই সময় সূর্য অস্ত গেলেন। তাহাতে সকল দিক আরও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। লক্ষ্মণ চারি বাণে ইন্দ্রজিতের রথের কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব চারিটিকে বিদ্ধ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্লদ্বারা সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। ইন্দ্রজিৎ নিজে সারথির কাজ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার রথচালনা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। পরে প্রমাথী, রভস, শরভ ও গন্ধমাদন এই চারি বানরবীর সবেগে ইন্দ্রজিতের অশ্ব চারিটিকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিল। অশ্ববিহীন হইয়াও ইন্দ্রজিৎ ভূমিতে অবস্থান করিয়া দারুণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও ইন্দ্রজিৎকে বাণে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন। পরে রাক্ষসগণকে আশ্বাস দিয়া ইন্দ্রজিৎ অন্ধকারের সুযোগে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং একখানি উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত ও মনোহর রথারোহণে আবার যুদ্ধস্থলে আসিয়া শরবর্ষণ করিলেন। তাঁহার ক্ষিপ্রকারিতা দর্শনে লক্ষ্মণ, বিভীষণ প্রভৃতি পরম বিস্মিত হইলেন। তাঁহার ভীষণ নারাচে বিদ্ধ হইয়া বানরেরা লক্ষ্মণের শরণাপন্ন হইল। তখন লক্ষ্মণ

ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে ইন্দ্রজিতের ধনু কাটিয়া ফেলিলেন এবং সর্পতুল্য বিষাক্ত পাঁচটি বাণে তাঁহার বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ রক্ত বমন করিতে করিতে আর একখানি সুদৃঢ় ধনু লইয়া, লক্ষ্মণের প্রতি অবিরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ সুতীক্ষ্ণ বাণে তাহা ছেদন করিয়া ভল্লদ্বারা ইন্দ্রজিতের সারথির মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিলেন। কিন্তু ইন্দ্রজিতের রথের অশ্বগুলি সারথিশূন্য হইয়াও অক্লান্তভাবে রথ বহন করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া তিনটি বাণদ্বারা লক্ষ্মণের ললাট বিদ্ধ করিলেন। লক্ষ্মণও পাঁচটি শর নিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রজিতের কুণ্ডলশোভিত বদন বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ পরস্পরকে বাণে জর্জরিত করিলে, তাঁহারা রুধিরে লিপ্ত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক (পলাশ) বৃক্ষযুগলের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। পরে ইন্দ্রজিৎ তিনটি লৌহফলক বাণে বিভীষণকে বদনে বিদ্ধ করিলেন। বিভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া গদাঘাতে ইন্দ্রজিতের অশ্বগুলিকে বধ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ অশ্ব ও সারথিবিহীন রথ হইতে লাফ দিয়া নামিয়া পিতৃব্যের উপর একটি শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলেন। লক্ষ্মণ তাহা শাণিত শরে দশ টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর তাঁহারা নানা অস্ত্র প্রয়োগে পরস্পরের সহিত অদ্ভুত ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার জন্য একটি উৎকৃষ্ট অগ্নিস্পর্শ বাণ ধনুতে সন্ধান করিলেন। পূর্বে দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্র ইহার সাহায্যে দানবদিগকে জয় করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ স্বকার্যসাধনের জন্য সেই শরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রাস্ত্রকে বলিলেন, "দশরথ-নন্দন রাম যদি ধর্মাত্মা, সত্যসন্ধ (সত্যপ্রতিজ্ঞ) ও পৌরুষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হন, তাহা হইলে তুমি এই রাবণতনয়কে বিনাশ কর।"

এই কথা বলিয়া তিনি ইন্দ্রজিতের প্রতি সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহার আঘাতে শিরস্ত্রাণ ও উজ্জ্বল কুণ্ডলে ভূষিত ইন্দ্রজিতের শোভন মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ভূতলে ফেলিলেন। মৃত ইন্দ্রজিৎকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন নির্বাপিত অগ্নি বা শান্তরশ্মি সূর্য।

ইন্দ্রজিতের নিধনে বিভীষণ ও বানরেরা বৃত্রবধে দেবগণের ন্যায় আনন্দিত হইয়া উল্লাসধ্বনি করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা ভয়ে অস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া নানাদিকে পলাইতে লাগিল। বানর-গণের দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া কেহ লঙ্কায় প্রবেশ করিল, কেহ সমুদ্রে পড়িল, কেহ বা পর্বতে আশ্রয় লইল। সহস্র সহস্র রাক্ষসের মধ্যে কাহাকেও আর যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিতে দেখা গেল না। আকাশ হইতে দেবগণের দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং গন্ধর্ব ও অপ্সরারা নৃত্য করিতে লাগিলেন। বিভীষণ, হনুমান ও জাম্ববান জয়নাদে লক্ষ্মণকে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকিলেন। বানরগণ লক্ষ্মণকে ঘিরিয়া লম্ফপ্রদান, গর্জন, লাঙ্গুল-আস্ফালন, পরস্পরকে আলিঙ্গন ইত্যাদি করিয়া এবং লক্ষ্মণের জয়ধ্বনি তুলিয়া মহা আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। (৯০ সর্গ)

যুদ্ধে অত্যন্ত ক্লান্ত ও রক্তাক্তদেহ হইলেও ইন্দ্রজিৎকে নিহত করিয়া লক্ষ্মণ খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি বিভীষণ ও হনুমানের স্কন্ধে ভর দিয়া রামের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। বিভীষণের মুখে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছেন এই সংবাদ শুনিয়া রাম যারপরনাই আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "লক্ষ্মণ, তুমি অতি দুষ্কর কাজ করিয়াছ। রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ যখন নিহত হইয়াছে, তখন আমরা নিশ্চয় জয়লাভ

করিব।" এই বলিয়া রাম সলজ্জ লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া, তাঁহাকে স্নেহভরে সবলে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার প্রতি বারংবার সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পরে রামের আদেশে সুষেণ লক্ষ্মণের দেহ বেদনাহীন এবং ক্ষতাদি সম্পূর্ণ শুষ্ক করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিলেন। সুষেণের চিকিৎসায় বিভীষণ প্রভৃতিও প্রকৃতিস্থ হইলেন। (৯১ সর্গ)

১৭

ইন্দ্রজিৎ-নিধনে রাবণের বিলাপ ও ক্রোধ—রাবণের যুদ্ধে আগমন—রাক্ষসবীর বিরূপাক্ষ, মহোদর ও মহাপার্শ্বের পতন—রাবণের যুদ্ধ ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল—রামের বিলাপ—সুষেণের কথায় হনুমানের ওষধি আনয়ন—লক্ষ্মণের চেতনালাভ এবং রামকে রাবণবধে প্ররোচনা

পুত্র ইন্দ্রজিতের নিধনের দারুণ সংবাদ শুনিয়া রাবণ শোকে মূর্ছিত হইলেন। বহুক্ষণ পরে চেতনালাভ করিয়া তিনি শোকাকুল হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন—"বৎস, তুমি ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিলে, তবে আজ লক্ষ্মণের হাতে নিহত হইলে কেন? তোমার যখন মৃত্যু হইল, তখন আমার পক্ষেও তাহাই (মৃত্যুই) একান্ত বাঞ্ছনীয়। তুমি যে পথের পথিক হইয়াছ, সুযোদ্ধারা (মহাযোদ্ধারা) এবং অমরগণও সেই পথের পথিক হইতে ইচ্ছা করেন—কারণ, প্রভুর (রাজার) কাজে প্রাণ বিসর্জন দিলে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। আজ ইন্দ্রজিৎকে নিহত দেখিয়া দেবতারা, লোকপালেরা ও মহর্ষিরা

নির্ভয়ে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিবেন। একমাত্র ইন্দ্রজিতের অভাবে আজ সকাননা সমগ্র পৃথিবী ও ত্রিলোক আমার কাছে শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। পরন্তপ (শত্রুতাপন), তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কা, রাক্ষসকুল, মাতা, ভার্যা ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছ? বীর, কোথায় আমি পরলোকগমন করিলে তুমি আমার প্রেতকার্য করিবে, না তাহার বিপরীত হইল—আমাকেই তোমার প্রেতকার্য করিতে হইল! রাম-লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব জীবিত রহিয়াছেন, তুমি আমার শল্য উদ্ধার না করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় গেলে?"

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে স্বভাবতঃ ক্রোধী রাবণের ক্রোধ গ্রীষ্মকালের সূর্যরশ্মির ন্যায় আরও প্রদীপ্ত হইল। তিনি সীতাকে বধ করিবার মানসে একখানি সুতীক্ষ্ণ খড়্গ লইয়া ভার্যাগণ ও সচিববৃন্দে পরিবৃত হইয়া বেগে অশোকবনে সীতার নিকটে গমন করিলেন। জানকী দেখিলেন, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে আসিতেছেন—সুহৃদ্‌গণের নিষেধ মানিতেছেন না। দেখিয়া তিনি অতি দুঃখে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দুর্মতি যখন মহাক্রুদ্ধ হইয়া নিজেই আমার দিকে আসিতেছে, তখন বোধ হয় সনাথা হইয়াও আজ আমাকে অনাথার ন্যায় তাহার হাতে মরিতে হইবে। হয়ত সে আজ যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণকে নিহত করিয়াছে অথবা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে না পারিয়া, পুত্রশোকে অধীর হইয়া আমাকে বধ করিতে আসিতেছে। অল্পবুদ্ধি আমি হনুমানের কথামত কাজ করি নাই—আমি যদি তখন তাহার পিঠে চড়িয়া পতির নিকটে যাইতাম, তবে আজ আমাকে এরূপ অনুতাপ করিতে হইত না।" (৯২।৫২ সর্গ)

সীতার এরূপ বিলাপ শুনিয়া সুপার্শ্ব নামে রাবণের একজন সুশীল ও মেধাবী অমাত্য অন্যান্য সচিবদের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া রাবণকে বলিলেন, "দশানন, আপনি বৈশ্রবণের (কুবেরের) সাক্ষাৎ অনুজ হইয়া, কিরূপে ক্রোধের বশে ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া বৈদেহীকে বধ করিতে চাহিতেছেন ? বীর রাক্ষসেশ্বর, আপনি ব্রহ্মচর্য পালন ও বেদাদি পাঠ সমাপন করিয়া গুরুগৃহ হইতে ফিরিবার পর সংসার-ধর্মে নিরত হইয়াছেন, আপনার কেন স্ত্রীবধের ইচ্ছা হইল ? মহারাজ, আপনি এই রূপবতী মৈথিলীর জন্য রামের নিধন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করুন। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী ; সুতরাং আজ যুদ্ধের আয়োজন করিয়া, আগামীকাল অমাবস্যায় আপনি সসৈন্যে জয়যাত্রা করিবেন। আপনি মহাবীর, আপনি নিশ্চয় রামকে বধ করিয়া মৈথিলীকে লাভ করিতে পারিবেন।"

সুপার্শ্বের কথায় রাবণ গৃহে ফিরিয়া সুহৃদ্‌গণের সহিত আবার সভাগৃহে আসিলেন। সিংহাসনে বসিয়া তিনি সেনাপতিদিগকে বলিলেন, "আজ তোমরা সকলে অবশিষ্ট সৈন্যাদিসহ যুদ্ধে যাও এবং শরবর্ষণে রামকে বধ করিতে চেষ্টা কর। প্রয়োজন হইলে আমি আগামীকাল তোমাদের সহিত যুদ্ধে যাইয়া তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপে মহাযুদ্ধ করিয়া সকলের সাক্ষাতে রামকে বধ করিব।"

রাবণের এই কথা শুনিয়া রাক্ষসেরা যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। সূর্যোদয় হইতে রাক্ষস ও বানরগণে অতি ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। পরে বানরেরা রাক্ষসগণের দ্বারা ভীষণভাবে মথিত হইতে থাকিলে, তাহারা রামের শরণ লইল। রাম ধনুহস্তে রাক্ষসসেনামধ্যে প্রবেশ করিয়া অজস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সূর্য মেঘের অন্তরালে গেলে কেহ যেমন তাঁহাকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ

রাক্ষসেরা রণে প্রবিষ্ট রামকে দেখিতে পাইল না—কেবল তাঁহার ঘোরতর কাজ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। রাম গন্ধর্ব-অস্ত্রে রাক্ষসসেনাকে বিভ্রান্ত করিয়া অলক্ষিতভাবে তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে থাকিলেন। এইরূপে প্রাতঃকাল হইতে দিনের এক-অষ্টমাংশের মধ্যে রাম তাঁহার অগ্নিশিখাতুল্য বাণসমূহের দ্বারা আরোহীদের সহিত বহু অশ্ব ও হস্তী এবং পদাতিক ও রথীকে বিনষ্ট করিলেন। তখন হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা নিরুৎসাহ (হতোদ্যম) হইয়া লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিল।

এদিকে রাক্ষসরমণীদের মধ্যে অনেকে স্বামী পুত্র ও আত্মীয়-বিয়োগে শোকার্ত হইয়া একযোগে উচ্চস্বরে রোদন ও বিলাপ করিতে থাকিলে, তাহা শুনিয়া রাবণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ক্রোধা-রক্তনয়নে অধর দংশন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি মূর্তিমান কালাগ্নির ন্যায় ভীষণ হইয়া তাঁহার নিকটস্থিত মহোদর, মহাপার্শ্ব* ও বিরূপাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষসবীরগণকে ক্রোধজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "সৈন্যদিগকে শীঘ্র যুদ্ধার্থ বাহির হইতে বল। আজ আমি যুগান্ত কালের সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত বাণসমূহে রাম-লক্ষ্মণকে যমালয়ে পাঠাইয়া খর, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত ও ইন্দ্রজিতের বধের প্রতিশোধ লইব। যে-সকল রমণীর ভ্রাতা, পতি বা পুত্র নিহত হইয়াছে, আজ আমি শত্রু বিনাশ করিয়া তাহাদের চোখের জল মুছাইব। আজ আমি কাক ও গৃধ্রাদি মাংসাশী প্রাণীকে শত্রুর মাংসে তৃপ্ত করিব। শীঘ্র আমার রথ সজ্জিত কর এবং ধনু লইয়া আইস। হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা সকলেই আমার সহিত যুদ্ধে চলুক।"

---

* পূর্বে মহোদর ও মহাপার্শ্ব নামে যে দুইজন সেনাপতি নিহত হইবার কথা বলা হইয়াছে তাঁহারা ভিন্ন লোক।

তারপর নিযুত রথ, তিন নিযুত হস্তী, ষাট কোটি অশ্ব, ষাট কোটি গর্দভ ও উষ্ট্র এবং অসংখ্য পদাতি লইয়া ধনুর্হস্তে রাবণ যুদ্ধে চলিলেন। তূরী (trumpet), মৃদঙ্গ, পটহ ও শঙ্খের মহানাদে এবং রাক্ষসগণের কোলাহলে চারিদিক পরিপূর্ণ হইল। মহারথী রাবণ অতি দ্রুতগামী অষ্টাশ্ব-যোজিত রথারোহণে যে দ্বারে রাম-লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দ্বার দিয়া নির্গত হইলেন। তখন সূর্য নিষ্প্রভ এবং সকলদিক তিমিরাবৃত (অন্ধকারাচ্ছন্ন) হইল। অশুভসূচক পক্ষীরা অমঙ্গলধ্বনি করিতে এবং পৃথিবী বিকম্পিত হইতে লাগিল। দেবগণ রুধিরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অশ্বের গতি স্খলিত ও ধ্বজাগ্রে গৃধ্র নিপতিত হইল, শৃগালাদি অশুভ জন্তুরা অশুভ রব করিতে থাকিল। রাবণের বামচক্ষু ও বামবাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল, বদন বিবর্ণ ও কণ্ঠস্বর কিছু বিকৃত হইল। কিন্তু রাবণ এই সকল দুর্লক্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধে আসিলেন। রাক্ষসগণের রথের শব্দ শুনিয়া বানরসেনাও যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। বানর ও রাক্ষসে ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কনকভূষিত বাণসমূহের দ্বারা বানরসেনা বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরে বিদীর্ণদেহ বানরগণে ধরণী আচ্ছাদিত হইল। বানরগণ চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন সুগ্রীব অগ্রসর হইয়া বৃক্ষের আঘাতে ও শিলাবর্ষণে রাক্ষসগণকে বিমথিত করিতে লাগিলেন। আহত রাক্ষসেরা আর্তনাদ করিতে করিতে ভূপতিত হইতেছে দেখিয়া, মহাবল বিরূপাক্ষ গজারোহণে সিংহনাদ করিতে করিতে বানরগণের দিকে ধাবিত হইলেন এবং সেনামুখে অবস্থিত সুগ্রীবের উপর ঘোরতর

বাণবর্ষণ করিয়া উদ্বিগ্ন রাক্ষসগণকে আনন্দিত ও সুস্থির করিলেন। সুগ্রীব একটি বৃক্ষ উপড়াইয়া তাহার দ্বারা বিরূপাক্ষের হস্তীর মস্তকে আঘাত করিলেন। সেই মহাগজ আর্তনাদ করিতে করিতে বসিয়া পড়িল। তখন বিরূপাক্ষ দ্রুত লম্ফপ্রদানে হস্তী হইতে নামিয়া বানররাজের দিকে ছুটিলেন এবং তাঁহার উপর খড়্গাঘাত করিলেন। তাহাতে আহত হইয়া সুগ্রীব ক্ষণকালের জন্য অচেতন ও ভূপতিত হইলেন। পরে সহসা উত্থিত হইয়া তিনি বিরূপাক্ষের কপালে বজ্রাঘাতের ন্যায় দারুণ চপেটাঘাত করিলেন। বিরূপাক্ষ রক্তবমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

নিজ সৈন্যের ক্ষয় এবং বিরূপাক্ষের বিনাশে রাবণ দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তাঁহার সমীপস্থিত মহোদরকে বলিলেন, "বীর, এখন তুমিই আমার একমাত্র ভরসা—তুমি শত্রুসৈন্য বধ করিয়া তোমার পরাক্রম দেখাও।"

রাবণের আদেশে মহোদর শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া বানরগণকে বিমথিত করিতে লাগিলেন। তখন সুগ্রীব মহোদরকে বধ করিবার জন্য প্রকাণ্ড একখানা প্রস্তর লইয়া তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহোদর সেই শিলাকে বাণদ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর কিছুক্ষণ নানাপ্রকারে যুদ্ধ করিয়া, সেই বীরযুগল উভয়ে এক একখানি খড়্গ লইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। মহোদর সুগ্রীবের বর্মে খড়্গাঘাত করিলে, খড়্গ বর্মে সংলগ্ন হইল। মহোদর তাহা ছাড়াইয়া লইবার পূর্বেই সুগ্রীব খড়্গের আঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

তাহা দেখিয়া, মহাপার্শ্ব ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া শরনিক্ষেপে

অঙ্গদের সৈন্যগণকে প্রপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। বানরেরা তাহাতে খুব কাতর ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তখন অঙ্গদ একটি লৌহপরিঘ লইয়া মহাপার্শ্বের দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। সেই পরিঘ রাক্ষসের ধনুর্বাণ ও শিরস্ত্রাণ কাটিয়া ফেলিল। পরে অঙ্গদ যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বজ্রস্পর্শ মুষ্টিপ্রহারে মহাপার্শ্বের বক্ষ বিদীর্ণ করিলেন। মহাপার্শ্ব প্রাণ হারাইয়া ভূপতিত হইলেন। (৯৮ সর্গ)

বিরূপাক্ষ, মহোদর ও মহাপার্শ্বের নিধনে রাবণ মহাক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সারথিকে বলিলেন, "আমি রাম-লক্ষ্মণকে বধ করিয়া অমাত্যগণের নিধন ও নগর-অবরোধের দুঃখ দূর করিব।" —এই বলিয়া রাবণ তাঁহার রথশব্দে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া দ্রুত রামের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া রাম হৃষ্টচিত্তে ধনুকে টঙ্কার দিতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মণ অগ্রে রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় অগ্রসর হইয়া তাঁহার প্রতি অগ্নিশিখা-তুল্য শরসকল ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাবণ বাণনিক্ষেপে লক্ষ্মণের সেইসকল শর কাটিয়া ফেলিয়া এবং তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া রামের প্রতি শর বর্ষণ করিতে থাকিলেন। রাম তীক্ষ্ণ ভল্ল-সমূহের দ্বারা সেই বাণগুলিকে ছেদন করিলেন। পরে রাম ও রাবণ পরস্পরের প্রতি নানাপ্রকার সুতীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পূর্বে বৃত্র ও ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, পরস্পর বধেচ্ছু রাম ও রাবণে সেইরূপ অভাবনীয় ও অদৃষ্টপূর্ব মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল। রাবণ নানারূপ আসুর অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, রাম পাবকাস্ত্রে (আগ্নেয় অস্ত্রে) সেগুলি বিনষ্ট করিলেন। তখন রাবণ দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইয়া ময়দানব-নির্মিত মহাদ্যুতি রৌদ্রাস্ত্র সন্ধান করিলেন। তাহা

হইতে তেজোময় শূল, গদা, মুষল, মুদ্গর, পাশ, অশনি প্রভৃতি নির্গত হইল। রাম উৎকৃষ্ট গান্ধর্বাস্ত্রে সে-সকল প্রতিহত করিলেন। রাবণ ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া সৌরাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তাহা হইতে মহাদীপ্যমান চক্রসকল বাহির হইয়া সকল দিকে ধাবিত হইল। রাম বাণ দিয়া সেই চক্রসমূহ কাটিয়া ফেলিলেন। সে অস্ত্রও বিফল হইল দেখিয়া রাবণ দশবাণে রামের মর্মস্থলগুলি * বিদ্ধ করিলেন। রাম তাহাতে বিচলিত না হইয়া যারপরনাই ক্রোধভরে রাবণের সর্বশরীর বহু শরে বিদ্ধ করিলেন।

ইতিমধ্যে লক্ষ্মণ সাতবাণে রাবণের নরমুণ্ডচিহ্নিত ধ্বজা খণ্ড খণ্ড করিয়া একবাণে সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। তারপর পাঁচটি সুতীক্ষ্ণ শরে রাবণের বিশাল ধনু কাটিয়া ফেলিলেন। আর বিভীষণ গদার আঘাতে রাবণের রথের অশ্বগুলিকে বধ করিলেন। রাবণ লাফ দিয়া রথ হইতে নামিয়া ভ্রাতা বিভীষণের প্রতি (উদ্দেশে) প্রদীপ্ত অশনিতুল্য একটি মহাশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু সেই শক্তি বিভীষণের উপর পড়িবার পূর্বেই লক্ষ্মণ তাহা তিন বাণে ছেদন করিলেন। পরে রাবণ যমেরও দুঃসহ এবং অমোঘ ও বিপুল অন্য একটি শক্তি লইলেন। রাবণ সবলে ঘুরাইতেই তাহা জ্বলিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রাণরক্ষার জন্য রাবণের সম্মুখীন হইলেন এবং তাঁহাকে বাণে বাণে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন রাবণ সেই শক্তিনিক্ষেপে বিরত হইয়া লক্ষ্মণের দিকে ফিরিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ওহে বলদর্পিত, তুমি বিভীষণকে রক্ষা করিলে বটে, কিন্তু এখন তাহাকে ছাড়িয়া আমি তোমার উপরই এই শক্তি

---

* সর্বেষু মর্মসু (মূল)—সকল কর্মস্থল ; Vital parts, যে সকল স্থানে আঘাত করিলে প্রাণনাশ হইতে পারে।

নিক্ষেপ করিব—এই শত্রুরুধিরপায়ী শক্তি তোমার বক্ষ ভেদ করিয়া প্রাণ লইয়া বহির্গত হইবে।"

এই বলিয়া রাবণ মহাক্রোধভরে লক্ষ্মণের উদ্দেশে ময়দানব-নির্মিত সেই শক্তি ছুঁড়িয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। উহা বজ্রনিনাদে লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল। তাহা দেখিয়া রাম বলিলেন, "লক্ষ্মণের কল্যাণ হউক—শক্তি ব্যর্থ হউক।" কিন্তু নাগরাজের জিহ্বার ন্যায় দীপ্যমান সেই শক্তি মহাবেগে লক্ষ্মণের বিশাল বক্ষে অনুপ্রবিষ্ট হইল এবং তিনি ভূতলে পতিত হইলেন।

লক্ষ্মণের পতনে রাম বিষণ্ণ হইলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে চিন্তা করিয়া প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। 'এখন বিষাদের সময় নয়,' এই বিবেচনায় তিনি রাবণের বধের জন্য সর্বপ্রযত্নে মহাযুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পরে রাম লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া দুই হস্তে তাঁহার বক্ষ হইতে সেই ভয়ানক শক্তি উৎপাটন করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এই সুযোগে রাবণ রামের সর্বশরীর বাণে বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম তাহা গ্রাহ্য না করিয়া এবং লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া সুগ্রীব ও হনুমান প্রভৃতিকে বলিলেন, "বানরশ্রেষ্ঠগণ, তোমরা লক্ষ্মণকে বেষ্টন করিয়া এখানে থাক, এখন আমার চির-ঈপ্সিত পরাক্রম প্রকাশের কাল আসিয়াছে। আমি তোমাদের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, শীঘ্রই তোমরা দেখিতে পাইবে, জগৎ অ-রাবণ বা অ-রাম হইয়াছে। গ্রীষ্মশেষে তৃষিত চাতকের বারিলাভের ন্যায়, আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত পাপাত্মা দশানন আজ আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে—আজ আমি রাবণকে বধ করিয়া রাজ্যনাশ, বনবাস, সীতাহরণ প্রভৃতি সকল দুঃখ দূর করিব। গরুড়ের দৃষ্টিপথে পতিত

সর্পের ন্যায় আজ রাবণ যখন আমার নয়নপথে পড়িয়াছে, তখন সে আর প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে না। কপিশ্রেষ্ঠগণ, তোমরা পর্বতের উপরে বসিয়া আমার ও রাবণের যুদ্ধ দেখ। আজ সিদ্ধ, গন্ধর্ব, পন্নগ, চারণ প্রভৃতি ত্রিলোকের সকল প্রাণী রামের রামত্ব দেখুক।"

এই কথা বলিয়া রাম সুতীক্ষ্ণ শরনিক্ষেপে রাবণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণও রামের উপর নারাচ ও মুষল বর্ষণ করিতে থাকিলেন। উভয়ের শরক্ষেপণে তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। পরে রামের শরজালে সমাচ্ছন্ন ও প্রপীড়িত হইয়া রাবণ ভয়ে পলায়ন করিলেন। (১০০ সর্গ)

তখন রাম লক্ষ্মণের নিকটে ফিরিয়া সুষেণকে বলিলেন, "আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর বীর লক্ষ্মণকে রক্তাক্তদেহে ভূতলে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আমার মন যারপরনাই ব্যাকুল হইয়াছে—আমার আর যুদ্ধ করিবার শক্তি নাই। আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণই যখন নিহত হইলেন, তখন আর যুদ্ধের আবশ্যক কি? আমার প্রাণধারণেই বা কি প্রয়োজন? আমি বনে আসিবার সময় ইনি যেমন আমার সহিত আসিয়াছিলেন, সেইরূপ ইঁহার যমালয়ে যাইবার সময় আমিও ইঁহার সহিত যাইব। দেশে দেশে ভার্যা পাওয়া যায়, দেশে দেশে বন্ধুও জোটে, কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই না যেখানে সহোদর ভ্রাতা মিলে। দুর্ধর্ষ সুষেণ, লক্ষ্মণ ছাড়া আমি রাজ্য দিয়া কি করিব? আমি পুত্রবৎসলা জননী সুমিত্রাকেই বা কি বলিব? ভরত ও শত্রুঘ্ন যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, লক্ষ্মণ আপনার সঙ্গে বনে গিয়াছিলেন; আপনি তাঁহাকে না লইয়া কিরূপে আসিলেন? তখন আমি কি উত্তর দিব? আত্মীয়স্বজনের কাছে এইরূপ গঞ্জনা ভোগ করা অপেক্ষা এখানে জীবন ত্যাগ করাই ভাল।"

তখন সুষেণ রামকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "নরবর, আপনি স্থির হউন, শোক করিবেন না। লক্ষ্মণ প্রাণত্যাগ করেন নাই, তাঁহার মুখ বিকৃত, শ্যামবর্ণ বা নিষ্প্রভ হয় নাই। করতল পদ্মপলাশের ন্যায় রক্তবর্ণই রহিয়াছে, হৃদয়ও স্পন্দিত হইতেছে।" মহাপ্রাজ্ঞ সুষেণ রামকে এই কথা বলিয়া নিকটস্থ মহাকপি হনুমানকে বলিলেন, "বীর জাম্ববান তোমাকে পূর্বে যে ওষধিপর্বতের কথা বলিয়াছিলেন, তুমি শীঘ্র তাহার দক্ষিণ শিখর হইতে বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানী—এই মহৌষধিগুলি লইয়া আইস।"

হনুমান তখনি সেই ওষধি-পর্বতে গেলেন, কিন্তু তিনি ওষধিগুলি চিনিতে পারিলেন না। সেজন্য তিনি শৃঙ্গটিকেই তুলিয়া লইয়া আসিলেন। সুষেণ ওষধি পিষিয়া লক্ষ্মণকে আঘ্রাণ করাইলে, তিনি শীঘ্রই ব্যথাশূন্য ও সুস্থ হইয়া উঠিলেন। রাম "এস, এস" বলিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে তাঁহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বীর, ভাগ্যক্রমে তোমাকে পুনর্জীবন লাভ করিতে দেখিলাম, তোমার মৃত্যু হইলে, জয়লাভে বা সীতার উদ্ধারে বা জীবনধারণে আমার কোন প্রয়োজন ছিল না।"

রামের এইরূপ শিথিল কথায় ক্ষুণ্ণ হইয়া লক্ষ্মণ বলিলেন, "সত্য-পরাক্রম, শত্রুনাশের প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন আপনি অসার দুর্বল ব্যক্তির ন্যায় কথা বলিবেন না। সত্যবাদী ব্যক্তিরা কখনও প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ করেন না—প্রতিজ্ঞাপালনই মহতের লক্ষণ। আমার জন্য আপনার নিরাশ (নিরুৎসাহ) হওয়া উচিত নয়। আপনি আজ রাবণকে বধ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন। আজ সূর্যাস্তের পূর্বেই আপনি দুরাত্মা রাবণকে বধ করেন ইহাই আমার ইচ্ছা।" (১০১ সর্গ)

১৮

রাবণবধ (১০২-১০৮ সর্গ)

লক্ষ্মণের কথায় রাম পুনরায় যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এদিকে রাবণ অন্য এক রথে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া রামের প্রতি বজ্রতুল্য বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রামও একমনে রাবণের প্রতি জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য শর বর্ষণ করিতে থাকিলেন। তখন দেবতা, গন্ধর্ব ও কিন্নরেরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "রাম ভূতলে এবং রাবণ রথে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, সুতরাং ইঁহাদের যুদ্ধ সমান হইতেছে না।" তাঁহাদের কথা শুনিয়া, ইন্দ্র তাঁহার সারথি মাতলিকে ডাকিয়া বলিলেন, "মাতলি, তুমি শীঘ্র আমার রথ লইয়া ভূতলে রামের নিকটে যাও এবং তাঁহাকে রথে তুলিয়া দেবগণের হিতকর কার্যসাধনে সহায়তা কর।"

ইন্দ্রের আদেশে মাতলি রথ লইয়া রামের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কাকুৎস্থ, ইন্দ্র আপনার বিজয়লাভের জন্য এই রথ, ঐন্দ্র মহাধনু, কবচ, শর ও শক্তি পাঠাইয়াছেন। আমার সারথ্যে ইন্দ্র যেরূপ দানবদিগকে বিনাশ করেন, আপনিও সেইরূপ এই রথে আরোহণ করিয়া রাবণকে বধ করুন।"

মাতলি এইরূপ বলিলে, রাম সেই রথকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। তখন রাম-রাবণে অদ্ভুত ও লোমহর্ষণ দ্বৈ-রথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরমাস্ত্রবিৎ রাম রাবণের গান্ধর্বাস্ত্র গান্ধর্ববাণে, দৈবাস্ত্র দৈববাণে এবং সর্পাস্ত্র গরুড়াস্ত্রে প্রতিহত করিলেন। তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ ঘোরতর সহস্র বাণ বর্ষণে রামকে প্রপীড়িত করিয়া মাতলিকেও শরবিদ্ধ করিলেন এবং এক বাণে ইন্দ্ররথের স্বর্ণধ্বজ কাটিয়া ফেলিয়া ইন্দ্রের

অশ্বদিগকে শরবর্ষণে আহত করিলেন। রামচন্দ্রকে এইরূপে রাবণ-রাহুগ্রস্ত দেখিয়া দেবতা, গন্ধর্ব, চারণ, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ বিষণ্ণ এবং সুগ্রীব ও বিভীষণ প্রভৃতি ব্যথিত হইলেন। তখন ধনুর্ধারী দশানন বিংশতিবাহু রাবণকে মৈনাক পর্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রাম মহাক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া ভ্রূকুটি করিলেন। তাহা দেখিয়া সকল প্রাণী সন্ত্রস্ত হইল—রাবণও ভীত হইলেন। তারপর দুই বীর বিবিধ ভীষণ অস্ত্র প্রয়োগে প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই মহাযুদ্ধদর্শনকারী অসুরেরা বারংবার রাবণের এবং দেবতারা রামের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রাবণ রামের প্রতি বজ্রতুল্য এক মহাশূল নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "রাম, এই শূল তোমার প্রাণ সংহার করিবে। রাম, যে-সকল রাক্ষস নিহত হইয়াছে, আজ তোমাকে বধ করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইব।" রাম সেই ঘোরদর্শন প্রজ্বলিত শূল প্রতিহত করিবার জন্য অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য হইলেন না। তখন তিনি মাতলি ইন্দ্রের দত্ত যে শক্তি আনিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা রাবণের শূল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে রাম রাবণের রথের অশ্বগণকে বাণে বিদ্ধ এবং তাঁহার সর্বশরীর শাণিত শরে ক্ষতবিক্ষত করিয়া বলিলেন, "রাক্ষসাধম, তুমি জনস্থান হইতে আমার অনুপস্থিতিতে আমার অসহায়া ভার্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ বলিয়াই কি আপনাকে বীর মনে করিতেছ? তুমি কেবল অনাথা স্ত্রীলোকের উপর বীরত্ব প্রকাশ করিতে পার। তুমি কুবেরের ভ্রাতা হইয়া খুব প্রশংসার ও যশের কাজ করিয়াছ বটে! দুর্মতি, চোরের মত সীতাকে হরণ করিয়া নিজেকে যে বীর মনে করিতেছ, তাহাতে তোমার লজ্জা হইতেছে না? তুমি যখন সীতাকে হরণ করিতে

গিয়াছিলে, তখন আমি উপস্থিত থাকিলে, তুমি তখনই আমার বাণে তোমার ভ্রাতা খরের গতি লাভ করিতে। ভাগ্যক্রমে তুমি আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছ (চোখের সম্মুখে আসিয়াছ), আজ আমি তোমাকে তীক্ষ্ণবাণে যমালয়ে পাঠাইব।"

এই বলিয়া রাম রাবণের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বল, বীর্য ও উৎসাহ দ্বিগুণতর হইল এবং তিনি অধিকতর ক্ষিপ্রহস্ত হইলেন। তখন বানরগণের নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাদিতে এবং রামের শরসমূহে আহত রাবণ দিশাহারা ও অচেতনপ্রায় হইয়া ধনু-আকর্ষণ ও বাণনিক্ষেপে অপারগ (অক্ষম) হইলে রাম আর বিক্রম প্রকাশ করিলেন না। রাবণের সারথি তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, সভয়ে রথ ফিরাইয়া দ্রুত রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। কিছুকাল পরে চেতনালাভ করিয়া রাবণ সারথিকে তাহার কাজের জন্য তিরস্কার করিলে, সারথি আবার তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া আসিল। তখন দেবগণের সহিত যুদ্ধদর্শনে আগত ভগবান অগস্ত্য রামের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "রাম, আমি তোমাকে সর্বশত্রুবিনাশন ও পরমমঙ্গলকর গুহ্য আদিত্যহৃদয় স্তোত্র* বলিয়া দিতেছি। এই স্তোত্র একমনে তিনবার জপ করিলে তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবে।

---

* ৺রাজকৃষ্ণ রায় কৃত অনুবাদ :

তবে সে অগস্ত্য ঋষি দেবগণ সনে,
রণস্থলে আইলেন যুদ্ধ দরশনে।
রামের নিকটে গিয়া কহে মুনিবর ;—
"আমার বচনে, বৎস ! অবধান কর।

অগস্ত্যের কথায় রাম আচমনান্তে শুচি হইয়া সূর্যের উদ্দেশে সেই স্তোত্র পাঠ করিলেন। তারপর তিনি, রাবণ আবার যুদ্ধস্থলে আসিয়াছেন দেখিয়া, পুনরায় তাঁহার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। (১০৫ সর্গ)

এইরূপে সেই বীরদ্বয়ে আবার লোমহর্ষণ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

যাহার প্রভাবে তুমি শত্রুরে তোমার,
পারিবে আজিকে রণে করিতে সংহার।
'আদিত্যহৃদয়' নামে স্তোত্র সনাতন,
তোমারে শুনাই রাম! করহ শ্রবণ।
পরম পবিত্র গোপ্য এই স্তোত্র হয়,
বিপক্ষ বিনাশ এতে হয় সুনিশ্চয়।
এই স্তোত্র সকল পাপের শান্তিকর,
সর্বমঙ্গলেরো হয় মঙ্গল-আকর।
এই স্তোত্রে চিন্তা শোক হয় বিদূরিত,
আয়ু বৃদ্ধি হয়, জীব মুক্ত সুনিশ্চিত।
শুন, বৎস! এই সূর্য চিররশ্মিমান,
ভুবন ঈশ্বর ইনি, সবার প্রধান।
দেবাসুরগণ এঁরে সদা পূজা করে,
সর্ব দেবাত্মক ইনি জগত ভিতরে।
তেজস্বী সবার চেয়ে হন দিবাকর,
ইহার প্রভাব, রাম! অতীব প্রখর।
সর্ব বস্তু উদ্ভাবন করেন কিরণে,
কিরণে পালেন যত দেবাসুরগণে।
ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ, প্রজাপতি,
কুবের, সমুদ্র, ইন্দ্র, কাল মৃত্যুপতি।

দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিরা সেখানে সমবেত হইয়া সেই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। রামের জয়সূচক নানা সুলক্ষণ প্রকাশিত হইতে থাকিল। রাবণের বধসূচক বিবিধ নিদারুণ উৎপাত উপস্থিত হইল। তাঁহার রথের উপর রক্তবৃষ্টি হইতে লাগিল। রথ যে দিকে চলিল, গৃধ্রেরা সেই দিকে উড়িয়া রথোপরি বিচরণ

ইনি সাধ্যগণ, বসু আর পিতৃগণ,
অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ, পবন।
ইনি মনু, ঋতুকর্তা, অগ্নি, প্রজা, প্রাণ,
আদিত্য, সবিতা, সূর্য, খগ, অংশুমান্।
ইনিই গভস্তিমান্, পূষা দিবাকর,
ইনিই হিরণ্য রেতা ভুবন-ভিতর।
সপ্তাশ্ব, সহস্ররশ্মি, হরিদশ্ব, রবি,
মার্তণ্ড, মরীচিমান, অগ্নিগর্ভ, কবি।
আতপী, তিমিরধ্বংসী, শিশির-নাশন,
ব্যোমকর্তা, বিশ্বকর্মা, অদিতি-নন্দন।
বেদত্রয়-প্রতিপাদ্য, তমোঘ্ন, পিঙ্গল,
ইঁহার প্রভাবে হয় সমুৎপন্ন জল।
ইনি শংখ, ইনি শম্ভু, সর্ব-সংহারক,
আপনার পথে ইনি ত্বরিত ধাবক।
সমস্ত কার্যের ইনি উৎপত্তি-কারণ,
ব্রহ্মাণ্ডের তেজ ইনি, জগত-ভাবন।
তেজস্বীগণেরো ইনি তেজস্বী, মণ্ডলী,
দ্বাদশাত্মা মৃত্যু ইনি অতিশয় বলী।
অধিপতি হ'ন ইনি গ্রহ তারকার,
অতএব ভক্তিসহ কর নমস্কার।

করিতে আরম্ভ করিল। দিবাভাগেই লঙ্কানগরী যেন জবাফুলের ন্যায় (রক্তবর্ণ) সন্ধ্যারাগে প্রদীপ্ত (সমুজ্জ্বল) হইয়া উঠিল। সুবৃহৎ উল্কাসকল মহাশব্দ করিয়া পতিত হইতে লাগিল। রাবণ যেখানে ছিলেন, সে স্থানের ভূমি কম্পিত হইতে থাকিল। শৃগালের তাঁহার দিকে তাকাইয়া অগ্নিশিখা বমন (উদ্গীরণ) করিতে

ইনি হ'ন পূর্ব আর পশ্চিম পর্বত,
জয় জয়ভদ্র, বীর, উগ্র সত্যব্রত।
ওঁকার স্বরূপ ইনি প্রচণ্ড, ভীষণ,
পথ-প্রকাশক আর ব্রহ্মাণ্ড-লোচন।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবেরও ইনি সে ঈশ্বর,
আদিত্যের হ'ন ইনি জ্ঞান সে আস্তর।
জ্ঞান আর অজ্ঞানের ইনি প্রকাশক,
সর্বভুক, রুদ্রমূর্তি, অরাতি-ঘাতক।
অচ্ছিন্ন-স্বভাব ইনি কৃতঘ্ন-নাশন,
স্বর্ণপ্রভ, হরি, লোকসাক্ষী, সনাতন।
সবারে করেন ইনি বিনাশ সৃজন,
কিরণে করেন ইনি শোষণ বর্ষণ।
প্রাণিগণ ঘুমাইলে ইনি জাগরিত,
সবাকার অন্তর্যামী ইনি সুবিদিত।
অগ্নিহোত্র ইনি, অগ্নিহোত্র-ফলপ্রদ,
ভক্তগণ প্রতি ইনি পরম বরদ।
ইনি যজ্ঞ, যজ্ঞদেব, আর যজ্ঞফল,
ইঁহার প্রভাবে দীপ্ত নীলাম্বর তল।
জীবেদের মধ্যে ঘটে যে সকল কাজ,
ইনিই ঘটক তা'র শুন রঘুরাজ!

করিতে অশুভ ধ্বনি করিতে লাগিল। বায়ু যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ধূলি-রাশি উড়াইয়া, রাক্ষসরাজের দৃষ্টিলোপ করিয়া প্রতিকূলে প্রবাহিত হইল। তাঁহার সৈন্যের উপর বিনামেঘে ভীমরবে অশনিপাত (বজ্রপাত) হইতে লাগিল। ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া সকল দিক্ অন্ধকারে আবৃত ও আকাশ দুর্দর্শ হইল। শত শত শারিকা তীব্রস্বরে ঘোর কলহ করিতে করিতে রাবণের রথে পড়িতে লাগিল। তাঁহার অশ্বগণের জঘন হইতে স্ফুলিঙ্গ এবং নেত্র হইতে অশ্রু বিনির্গত হইতে থাকিল। রাবণের বধসূচক সেইরূপ বহু দুর্লক্ষণ প্রকাশ পাইল। রামের জয়সূচক সকলপ্রকার সুলক্ষণ

যেই জন মৃত্যুজর আদি দুঃখ ভরে,
চৌর আদি ভয় হেতু ভকতি অন্তরে,
এই সূর্যে স্তব করে, কভু সেই জন,
অবসন্ন কিংবা দুঃখে না হয় মগন।
একাগ্র অন্তরে এবে তুমি রঘুপতি,
সূর্যদেবে পূজা কর করিয়া ভকতি।
আদিত্যহৃদয় এই স্তোত্র তিনবার,
পাঠ কৈলে জয়ী হ'বে সংগ্রাম-মাঝার।
এই দণ্ডে রাবণেরে নাশিতে পারিবে,
এই দণ্ডে জয় তব হইবে হইবে।"
মহর্ষি অগস্ত্য রামে বলি' এ বচন,
তথা হ'তে নিজ স্থানে করিলা গমন।
অগস্ত্যের বাক্য শুনি' রাম রঘুবর,
রাবণ নিধনে হৈলা নিশ্চিত-অন্তর।
আদিত্যহৃদয় মন্ত্র সংযত হইয়া,
ধারণ করিলা, সূর্যে প্রণাম করিয়া।

দেখা গেল। তাহা দেখিয়া রামের স্বপক্ষীয়েরা পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং রাবণকে নিহত বলিয়াই মনে করিলেন। রাম নিজের সেই সুলক্ষণসকল দেখিয়া সানন্দে যুদ্ধে অধিকতর বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাম-রাবণ উভয়েই কৃতনিশ্চয় হইয়া অবিচলিতভাবে একমনে যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। রাম যুদ্ধজয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন এবং রাবণ প্রাণপণ করিয়া নিজ বীর্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ চলিল। তাঁহারা পরস্পরকে অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত করিতে লাগিলেন। গদা, মুষল ও পরিঘাদির শব্দে এবং শরের পুচ্ছ-বায়ুতে সাগর ক্ষুভিত হইল, শৈল কানন-সহিত মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল, সূর্য নিষ্প্রভ এবং বায়ু প্রবাহে বিরত (স্তম্ভিত) হইলেন। তখন দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ প্রভৃতি সকলে অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ, 'গো-ব্রাহ্মণের মঙ্গল হউক, ত্রিলোক নির্বিঘ্নে থাকুক, রাম রাক্ষসরাজ রাবণকে যুদ্ধে জয় করুন'—এইরূপ বলিতে বলিতে রাম-রাবণের সেই অতি ভয়ানক ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরারা সেই অতুলনীয় যুদ্ধ দেখিয়া বলিতে থাকিলেন, "সাগর যেমন সাগরের ন্যায়, আকাশ যেমন আকাশের ন্যায়, সেইরূপ রাম-রাবণের যুদ্ধও রাম-রাবণের যুদ্ধের ন্যায়—ইহার অন্য তুলনা নাই।"

অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর মহাবাহু রাম ধনুতে সর্পতুল্য বাণ সন্ধান করিয়া রাবণের কুণ্ডলভূষিত শোভন মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তখনই তাহার স্থানে সেইরূপ একটি মস্তক উত্থিত হইল। রাম ক্ষিপ্রহস্তে সেই দ্বিতীয় মস্তক ছেদন করিলে, তাহার স্থানে আবার অনুরূপ একটি মস্তক উঠিল। রাম বজ্রতুল্য শরে সে মস্তকও

কাটিয়া ফেলিলেন। এই প্রকারে রাম ঐরূপ একশত মস্তক ছেদন করিলেন, কিন্তু তথাপি রাবণের প্রাণনাশ করিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া মাতলি রামের স্মরণার্থ তাঁহাকে বলিলেন, "বীর, আপনি না বুঝিয়া এ কি করিতেছেন? সুরগণ রাবণের যে বিনাশ-কালের কথা বলিয়াছেন, তাহা এখন উপস্থিত হইয়াছে। আপনি উহার বধের জন্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করুন।"

তখন রাম মুনিবর অগস্ত্য তাঁহাকে যে অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র দিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করিলেন। পূর্বে অমিততেজা ব্রহ্মা ত্রিলোক বিজয়ে অভিলাষী সুরপতি ইন্দ্রের জন্য এই অস্ত্রটি নির্মাণ করিয়া ইহা তাঁহাকে দিয়াছিলেন। ইহার পক্ষদ্বয়ে পবন, ফলকে অগ্নি ও সূর্য, শরীরে (অর্থাৎ মধ্যভাগে) ব্রহ্মা এবং গুরুতায় (ভারে, ওজনে) মেরু ও মন্দর অধিষ্ঠান করেন। ইহা আপন দেহপ্রভায় সমুজ্জ্বল, সূর্যের ন্যায় তেজোময়, সধূম কালাগ্নি ও দীপ্ত আশীবিষ (সর্প) তুল্য ভয়ঙ্কর, রথ, হস্তী, অশ্ব, দ্বার, পরিঘ ও গিরি ইত্যাদি (সকল প্রকার বাধা) দ্রুত বিদারণে সমর্থ, রুধির ও মেদলিপ্ত, বজ্রসার, মহানদী, সর্বপ্রাণী-ভয়প্রদ, গর্জনকারী সর্পের ন্যায় ভীষণ এবং সমতুল্য ভয়াবহ। এই অস্ত্র দেখিয়া বানরেরা উৎফুল্ল এবং রাক্ষসেরা অবসাদ-গ্রস্ত (নিরুৎসাহ) হইল। মহাবল রাম এই মহাস্ত্র বেদোক্ত বিধিমতে মন্ত্রপূত করিয়া ধনুতে সন্ধান করিলে, সকল প্রাণী সন্ত্রাসিত এবং বসুন্ধরা কম্পিত হইল। পরে রাম অতিশয় ক্রোধভরে সেই মর্মভেদী বাণ রাবণের উপর নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রের ন্যায় দুর্ধর্ষ এবং কৃতান্ততুল্য অনিবার্য সেই শর মহাবেগে দুরাত্মা রাবণের বক্ষ বিদীর্ণ ও প্রাণ হরণ করিয়া রুধিরাক্ত হইয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। এইরূপে স্বকার্য সাধন করিয়া উহা বিনীতভাবে আবার রামের

তূণে ফিরিয়া আসিল। গতপ্রাণ রাবণ বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় রথ হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন। হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা প্রভুর মৃত্যুতে ভীত হইয়া সকলদিকে পলায়ন করিল। বানরেরা বৃক্ষ-হস্তে সিংহনাদ করিতে করিতে তাহাদের দিকে ছুটিল। এইরূপে বানরগণের দ্বারা নির্যাতিত হইয়া সেই হতাশ্রয় রাক্ষসেরা চোখের জলে মুখ ভাসাইতে ভাসাইতে লঙ্কায় প্রবেশ করিল।

তখন বিজয়ী বানরেরা মহানন্দে রাবণের নিধন ও রামের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। আকাশে দেবদুন্দুভি ধ্বনিত হইল, অতি সুখকর দিব্য সুগন্ধ বায়ু বহিতে লাগিল, রামের রথের উপর পুষ্প-বৃষ্টি হইতে থাকিল এবং দেবতারা 'সাধু! সাধু!' বলিয়া রামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সর্বলোকভয়ঙ্কর রাবণের নিধনে দেবতা ও চারণগণ মহা আনন্দিত হইলেন। মরুদ্‌গণ শান্ত, দিক্-সকল প্রসন্ন, নভোমণ্ডল নির্মল, পৃথিবী নিষ্কম্প হইল। বায়ু সুখে প্রবাহিত হইতে এবং সূর্য স্থিরভাবে কিরণ দিতে থাকিলেন। তখন সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ ও লক্ষ্মণ প্রভৃতি আনন্দিত মনে রামের নিকটে আসিয়া 'জয়! জয়!' রবে তাঁহাকে সংবর্ধনা করিলেন। (১০৮ সর্গ)

১৯

বিভীষণের বিলাপ—রাবণ-পত্নীগণের শোক—রাবণের অন্ত্যেষ্টি

পরে বিভীষণ মৃত ভ্রাতা রাবণকে ভূতলে শয়ান দেখিয়া শোকাকুল-চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন—"হায় পরাক্রমশালী বিখ্যাত প্রবীণ নীতিজ্ঞ বীর, তুমি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিতে অভ্যস্ত,

তবে আজ কেন ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ ? আমার হিতকথা কাম ও মোহের বশীভূত তোমার নিকট রুচিকর বোধ হয় নাই—সুতরাং আমি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। দর্পভরে প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ, অতিরথ, অতিকায়, নরান্তক প্রভৃতি এবং তুমি—কেহই আমার কথা গ্রাহ্য কর নাই, এখন তাহারই ফল ফলিল। হায় বীরশ্রেষ্ঠ, তোমাকে ভূতলশায়ী দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন সূর্য ভূপতিত, চন্দ্র তমসাবৃত (রাহুগ্রস্ত), অগ্নি নির্বাপিত এবং কর্মপ্রবৃত্তি (কর্মোৎসাহ) নিরুদ্যম হইয়াছে। রাক্ষস-শার্দূল, তোমার মৃত্যুতে লঙ্কার আর কি রহিল ? (সবই গেল।)"

রাম বিভীষণকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "মিত্র, তোমার ভ্রাতা রণে নিশ্চেষ্ট হইয়া বিনষ্ট হন নাই। এই প্রচণ্ড-বিক্রম মহোৎসাহী বীর অশঙ্কিতভাবে ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করিয়া যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহার জন্য শোক করা উচিত নয়। ইনি এক সময়ে ইন্দ্রাদিদেবগণের সহিত ত্রিভুবনকে ত্রাসিত করিয়াছিলেন, আজ কালবশে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। যুদ্ধে যে সকল সময়ই বিজয়-লাভ হইবে, তাহা বলা যায় না। বীর ব্যক্তি কখন বা রণে শত্রুকে বিনাশ করেন, আবার কখন বা নিজেই শত্রুর হস্তে বিনষ্ট হন। প্রাচীনেরা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাকে বীরের গতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—সুতরাং ইঁহার জন্য শোক করিও না। এখন স্থির হইয়া ইঁহার অন্তিম-কার্যের ব্যবস্থা কর। মরণে (মৃত্যুতে) সকল শত্রুতার শেষ হয়। আমাদের উদ্দেশ্য (প্রয়োজন) সফল হইয়াছে। তুমি ইঁহার সংকার কর ; ইনি যেমন তোমার ভাই, আমারও সেইরূপ।" (১০৯ সর্গ)

এদিকে রাবণের পত্নীরা তাঁহার নিধনের সংবাদে শোকাকুলা

হইয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন। কাহারও নিষেধ না মানিয়া, তাঁহারা বিমুক্ত আলুলায়িত কেশে বিলাপ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলেন। তাঁহারা সেই কবন্ধসঙ্কুল শোণিত কর্দমময় স্থানে 'হা নাথ! হা আর্যপুত্র!' বলিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বামীর অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, মহাকায় মহাবীর্য মহাদ্যুতি রাবণ নিহত হইয়া নীলাঞ্জন রাশির ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছেন। রণস্থলে ধূলিশয্যায় শায়িত পতিকে হঠাৎ দেখিয়া, তাঁহারা ছিন্ন বনলতার ন্যায় রাবণের দেহের উপর পতিত হইলেন। কেহ তাঁহাকে আলিঙ্গন, কেহ তাঁহার চরণযুগল ধারণ, কেহবা কণ্ঠ অবলম্বন করিয়া রোদন করিতে থাকিলেন। কেহ ঊর্ধ্বে হাত ছুঁড়িয়া ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন; কেহ বা মৃত পতির মুখদর্শনে মূর্ছিতা হইলেন। আবার কেহ স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া তাহা দেখিতে দেখিতে তুষার-তুল্য অশ্রুধারায় স্বীয় মুখ-কমল প্লাবিত করিলেন। এইরূপে তাঁহারা শোকে যারপরনাই কাতর হইয়া রোদন-সহকারে নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন—"হায়, ইন্দ্র ও যম যাঁহার ভয়ে সন্ত্রস্ত, যিনি কুবেরের পুষ্পকরথ কাড়িয়া লইয়াছেন এবং দেবতা, গন্ধর্ব ও ঋষিগণের ভয়ের হেতু ছিলেন, তিনি রণে নিহত হইয়া এখন ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন। সুর অসুর পন্নগাদি হইতে যাঁহার কিছুমাত্র ভয়ের আশঙ্কা ছিল না, মনুষ্য হইতে তাঁহার এইরূপ ভয়ের কারণ ঘটিল। যিনি দেব-দানব-রাক্ষসগণের অবধ্য ছিলেন, তিনি একজন পাদচারী মানুষের হস্তে নিহত হইয়া রণস্থলে পড়িয়া আছেন। দেবতা-অসুর-যক্ষগণ যাঁহাকে বধ করিতে পারেন নাই, তিনি একজন মনুষ্যের হস্তে বীর্যহীনের ন্যায় নিহত হইলেন। হায় নাথ, তুমি সতত হিতবাদী

সুহৃদ্‌গণের কথা না শুনিয়া নিজের মরণের জন্য সীতাকে হরণ করিয়াছিলে এবং রাক্ষসগণকেও মারিলে। তুমি যদি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা বিভীষণের হিতকথা শুনিয়া সীতাকে রামের নিকট ফিরাইয়া দিতে, তাহা হইলে রাম তোমার মিত্র হইতেন, আমরা বিধবা হইতাম না এবং তোমার শত্রুগণের মনস্কামনাও পূর্ণ হইত না। তুমি বলপূর্বক সীতাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাক্ষসগণকে, আমাদিগকে ও নিজেকে তুল্যরূপে (সমানভাবে) বিনাশ করিলে।"

রাবণের অন্যান্য পত্নীরা এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার প্রিয়া (প্রেয়সী) জ্যেষ্ঠাপত্নী মন্দোদরী সেখানে আসিয়া, স্বামী রামের হস্তে নিহত হইয়াছেন দেখিয়া, কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন—"মহাবাহু রাক্ষসরাজ, তুমি ক্রুদ্ধ হইলে পুরন্দরও (ইন্দ্রও) তোমার সম্মুখে থাকিতে ভয় পাইতেন এবং মহর্ষি ও চারণগণ সভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতেন ; সেই তুমি সামান্য মানুষ রামের সহিত যুদ্ধে নির্জিত (পরাজিত) হইলে ইহাতে তোমার লজ্জা হইতেছে না, ইহা কেমন ? (কি আশ্চর্য ইহাতে তুমি লজ্জিত হইতেছ না !) তুমি বীর্যবলে ত্রিভুবন জয় করিয়া বিপুল ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিলে, শেষে একজন বনচারী মানুষ তোমাকে বধ করিল—ইহা যে নিতান্ত অসহ্য। তুমি সর্বত্র জয়লাভ করিতে, সুতরাং এখন যুদ্ধে তোমার নিধন রামের কাজ বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না। হয়ত কৃতান্ত স্বয়ং রামরূপে অতর্কিত-ভাবে (হঠাৎ) আসিয়া তোমার বিনাশের জন্য মায়া বিস্তার করিয়াছেন। অথবা ইন্দ্র আসিয়া কি তোমাকে বধ করিলেন ? কিন্তু তাহাও সম্ভব নয়—ইন্দ্রের কি সাধ্য যে যুদ্ধে তোমার সম্মুখীন হইবেন ? আমার নিশ্চিতরূপে বোধ হইতেছে, আদি-

মধ্য-নিধনরহিত (জন্ম-বৃদ্ধি-নিধনবিহীন), সনাতন মহৎ হইতেও মহান্ পরমপুরুষ শঙ্খচক্র গদাধর সত্যপরাক্রম সর্বলোকেশ্বর বিষ্ণু ত্রিলোকের হিতকামনায় নররূপ ধারণ করিয়া বানররূপী দেবগণের সাহায্যে দেবশত্রু তোমাকে রাক্ষসকুলের সহিত বিনাশ করিয়াছেন। পূর্বে তুমি ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া ত্রিভুবন জয় করিয়াছিলে; বোধ হয়, সেই শত্রুতা স্মরণ করিয়াই ইন্দ্রিয়গণ এখন তোমাকে পরাজিত করিয়াছে। যখন জনস্থানে তোমার ভ্রাতা খর বহু রাক্ষসের সহিত নিহত হইয়াছিলেন, তখনই বুঝিয়াছিলাম যে, রাম, মনুষ্যমাত্র নহেন। যখন হনুমান আপনার বীর্যবলে সুরগণেরও দুষ্প্রবেশ্য এই লঙ্কা-নগরীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখনই তোমাকে রামের সহিত বিরোধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহা গ্রাহ্য কর নাই—এখন তাহারই ফল ফলিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, তুমি ঐশ্বর্য, স্বজন ও নিজের বিনাশের জন্যই সহসা সীতার প্রতি কামাসক্ত হইয়াছিলে। তুমি পতিপরায়ণা সর্বাঙ্গসুন্দরী সীতাকে বিজন বন হইতে ছলনা করিয়া আনিয়া নিজের ও স্ববংশের বিনাশ ঘটাইলে। নাথ, তোমার সীতা লাভের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, উপরন্তু (আবার) সেই পতিব্রতার তপস্যানলে দগ্ধ হইলে। সময় উপস্থিত হইলে পাপীকে পাপের ফল ভোগ করিতে হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর যে সৎকর্ম করে, সে সুফল লাভ করিয়া থাকে। সেই জন্যই বিভীষণ সুখ লাভ করিলেন এবং তুমি এইরূপ ফলভোগ করিলে। তোমার অন্তঃপুরে সীতা অপেক্ষা রূপবতী অনেক রমণী ছিল, কিন্তু তুমি কাম ও মোহের বশে তাহা বুঝিলে না। সীতা কুল ও রূপ-গুণে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়—আমার তুল্যও নয়, তাহাও তুমি

মোহবশে বুঝিতে পারিলে না। সীতাই তোমার মৃত্যুর কারণ— তুমি নিজেই সেই মৃত্যুকে দূর হইতে ডাকিয়া আনিয়াছ। হায়! আমি কখনও যাহার কথা ভাবি নাই, এখন আমার সেই বৈধব্যদশা উপস্থিত হইল! দানবরাজ ময় আমার পিতা, রাক্ষসেশ্বর রাবণ আমার স্বামী এবং ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ আমার পুত্র, আমি এই গর্বে অতিশয় গর্বিতা ছিলাম—এখন আমার সে গর্ব দূর হইয়াছে। হায়, সকলই স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে—নাথ, তুমি মৃত্যুরও মৃত্যু-স্বরূপ হইয়া কিরূপে রামের হস্তে নিহত ও মৃত্যুর বশীভূত হইলে? তোমাকে নিহত দেখিয়া আমি এখনও জীবিত আছি, আমার কী কঠিন প্রাণ! রাক্ষসরাজ, তুমি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিতে অভ্যস্ত হইয়া, এখন কিরূপে ধূলিধূসরিত অবস্থায় ভূতলে পড়িয়া ঘুমাইতেছ? পুত্র ইন্দ্রজিৎ যখন লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, তখন আমি নিদারুণ আঘাত পাইয়াছিলাম,—আজ তোমার নিধনে একেবারে নিপাতিত হইলাম। মহারাজ, তুমি অতি দুর্গম দূর পথে যাইতেছ, এই দুঃখিনীকেও তোমার সঙ্গে লও, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। আমি কাতরভাবে বিলাপ করিতেছি দেখিয়াও মন্দভাগিনী আমাকে এখানে ফেলিয়া এবং সম্ভাষণমাত্র না করিয়া তুমি চলিয়া যাইতেছ কেন? রাজা, তুমি কত গুরুসেবাপরায়ণা, ধর্মরতা ও পতিব্রতা কুলস্ত্রীকে বিধবা করিয়াছ, সেই শোকসন্তপ্তাদের অভিসম্পাতেই এইরূপ শত্রুহস্তে নিহত হইলে। তুমি বীরত্বাভিমানী ছিলে এবং বীর্যবলে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে, তবে তুমি কেন নারী-হরণরূপ ক্ষুদ্র (হীন) কাজ করিলে? তুমি যে মায়ামৃগের সহায়তায় রামকে আশ্রম হইতে সরাইয়া রামপত্নী সীতাকে হরণ করিয়াছিলে,

তাহাতেই তোমার দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। তুমি বীর্যমত্ত হইয়া মারীচ, কুম্ভকর্ণ ও আমার পিতার কথামত কাজ কর নাই, তাহারই এই ফল ফলিল। তুমি কেন রণভূমিকে প্রিয়ার ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া শুইয়া আছ এবং অপ্রিয়ার ন্যায় আমার সহিত কথা বলিতেছ না? আমার হৃদয়কে ধিক্, তোমার শোকেও ইহা ফাটিয়া সহস্র টুকরা হইতেছে না।"

মন্দোদরী বাষ্পাকুল নয়নে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে স্নেহাতিশয্যে রাবণের বক্ষে পড়িয়া মূর্ছিত হইলেন। সপত্নীগণ রোদন-সহকারে তাঁহাকে তুলিয়া প্রবোধ দিতে লাগিলেন। মন্দোদরী উচ্চস্বরে রোদন করিতে থাকিলেন; তাঁহার সুনির্মল মুখমণ্ডল ও স্তনযুগল চোখের জলে প্লাবিত হইতে লাগিল।

এদিকে রাম বিভীষণকে রাবণের স্ত্রীগণকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার সৎকার করিতে বলিলেন। রামের অভিমত হইবে বিবেচনায় বিভীষণ উত্তর করিলেন, "রাবণ ধর্মপথভ্রষ্ট ক্রূর নৃশংস অসত্যবাদী ও পরস্ত্রীপীড়ক ছিলেন—সুতরাং আমার পক্ষে তাঁহার সংস্কার করা উচিত হইবে না। তিনি আমার ভ্রাতৃরূপী শত্রু ছিলেন, সর্বদা সকল প্রকারে আমার অহিতই করিয়াছেন—অতএব গুরুজন বলিয়া পূজনীয় হইলেও প্রকৃতপক্ষে আমার সম্মানার্হ নন। এজন্য লোকে প্রথমে আমাকে নিষ্ঠুর বলিলেও পরে রাবণের অগুণের (দুষ্কর্মের) কথা শুনিয়া, আমি যে ভাল (বা ঠিক) কাজই করিয়াছি তাহা স্বীকার করিবে।" রাম বলিলেন, "রাক্ষসেশ্বর, তোমার প্রভাবেই আমি জয়লাভ করিয়াছি, সুতরাং তোমার প্রিয় কার্য সাধন করা এবং তোমাকে যোগ্য উপদেশ দেওয়াই আমার কর্তব্য। রাবণ অধার্মিক ও দুষ্কর্মনিয়ত হইলেও তেজস্বী মহাবীর ছিলেন—ইন্দ্রাদি

দেবগণও তাঁহাকে কখন পরাজিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার মরণে আমাদের সহিত সকল শত্রুতার অবসান হইয়াছে। এখন তুমি যথাবিধি তাঁহার সৎকার কর, তাহাতে তুমি যশোলাভ করিবে।"

তখন বিভীষণ রাবণের সৎকারের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শীঘ্র শকট, চন্দনাদি কাষ্ঠ, অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, মণিমুক্তা-প্রবালাদি ও অগ্নি সংগ্রহ করিয়া শ্মশানে পাঠাইয়া মাল্যবানের সাহায্যে অন্ত্যেষ্টির কাজ আরম্ভ করিলেন। রাক্ষস ব্রাহ্মণেরা অশ্রুপূর্ণ মুখে স্তুতি পাঠ করিতে করিতে রাক্ষসরাজকে ক্ষৌমবসন (পট্টবস্ত্র) পরাইয়া স্বর্ণময় এবং বিচিত্র মাল্য ও পতাকাদি দ্বারা শোভিত দিব্য শিবিকায় তুলিয়া দিলেন। বাহকেরা সেই শিবিকা স্কন্ধে করিয়া দক্ষিণে শ্মশানের দিকে চলিল। বিভীষণ প্রভৃতি শিবিকার অনুগমন করিলেন। অধ্বর্যুগণ পাত্রস্থিত প্রদীপ্ত অগ্নি লইয়া তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। অন্তঃপুর-বাসিনী রমণীরা কাঁদিতে কাঁদিতে সকলের পশ্চাতে চলিলেন।

সকলে শ্মশানে উপস্থিত হইয়া রাবণের দেহ পবিত্রস্থানে রাখিলেন। চন্দনকাষ্ঠ, পদ্মক ও উশীর (বেনার মূল) ইত্যাদি দ্বারা চিতা প্রস্তুত করা হইল। ঋত্বিকেরা যথাস্থানে বেদী নির্মাণ এবং তাহাতে অগ্নি স্থাপন করিয়া রাবণের পিতৃমেধ যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। যথাবিধানে মেধ্য পশু হনন করিয়া যথাস্থানে রাখা হইলে, বিভীষণ প্রভৃতি দুঃখিতচিত্তে ও অশ্রুপ্লাবিত বদনে রাবণের দেহ গন্ধমাল্যে অলঙ্কৃত ও বস্ত্রাদিতে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার উপর লাজাঞ্জলি দিলেন। তারপর বিভীষণ বিধিমতে রাবণের দেহে অগ্নিসংযোগ করিলেন। পরে দাহকার্য শেষ হইলে,

তিনি (বিভীষণ) স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে তিল ও দর্ভ (কুশ) মিশ্রিত উদকাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতার তর্পণ করিলেন। পরে তিনি রমণীগণকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা দিয়া ও অনুনয় করিয়া নগরে পাঠাইলেন। তাঁহারা রাজপুরীতে ফিরিলে, বিভীষণ আবার রামের নিকটে আসিলেন। (১১১ সর্গ)

২০

বিভীষণের অভিষেক—রামের আদেশে হনুমানের সীতার নিকটে গমন এবং রাবণবধের সংবাদ প্রদান—সীতার প্রহরিণী রাক্ষসীদের ক্ষমা—হনুমানের রামের নিকটে প্রত্যাবর্তন

রাবণের নিধনের পর দেবতা, গন্ধর্ব ও দানবেরা নানারূপ সদালাপ করিতে করিতে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাম দেবরাজের সারথি মাতলিকে অভিনন্দিত করিয়া বিদায় দিলেন, তিনি রথ লইয়া স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন। তখন রাম শিবিরে আসিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ, বিভীষণ আমার ভক্ত, অনুরক্ত ও উপকারী, তুমি এখন ইঁহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত কর।" লক্ষ্মণ হৃষ্টচিত্তে একটি স্বর্ণঘট লইয়া তাহাতে সাগরের জল আনাইলেন এবং বিভীষণকে উত্তম আসনে বসাইয়া রাক্ষসগণের সম্মুখে তাঁহাকে যথাবিধি রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। পুরবাসীরা বিভীষণকে দধি, লাজ, মোদক ও পুষ্প ইত্যাদি উপহার দিল। বিভীষণ তাহা লইয়া রাম-লক্ষ্মণকে নিবেদন করিলেন। রাম বিভীষণের সন্তুষ্টির (প্রীতির) জন্য তাহা গ্রহণ করিলেন।

তারপর রাম হনুমানকে বলিলেন, "সৌম্য, তুমি মহারাজ বিভীষণের অনুমতি লইয়া লঙ্কানগরীতে মৈথিলীর নিকটে গিয়া

তাঁহাকে রাবণের নিধনের সংবাদ এবং আমাদের কুশল জানাও। কপিবর, তুমি বৈদেহীকে এই প্রিয় সংবাদ দিয়া তাঁহার সংবাদ লইয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে।”

হনুমান অশোকবনে গমন করিয়া সীতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “দেবী, আমি রামের আদেশে আপনাকে সুসংবাদ দিতে আসিয়াছি। রাম শত্রুজয় করিয়াছেন এবং লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবাদির সহিত কুশলে আছেন। রাবণ নিহত হইয়াছেন। ধর্মশীলা আপনার পাতি-ব্রত্যের প্রভাবেই রাম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন।”

হনুমানের মুখে এই কথা শুনিয়া সীতা অতি হর্ষে কথা বলিতে পারিলেন না। তখন হনুমান বলিলেন, “দেবী, কি চিন্তা করিতেছ? আমার সঙ্গে কথা বলিতেছ না কেন?” সীতা বাষ্পগদ্‌গদস্বরে উত্তর করিলেন, “পতির বিজয়ের প্রিয় সংবাদে আনন্দে ক্ষণকালের জন্য আমি বাক্‌শক্তি হারাইয়া ছিলাম। কপিবর, তুমি আমাকে যে প্রিয় সংবাদ দিলে, তোমাকে তাহার উপযুক্ত পুরস্কার কি দিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তোমাকে দিতে পারা যায় এমন কিছুই পৃথিবীতে দেখিতে পাই না। স্বর্ণ, রত্নাদি, অথবা ত্রিলোকের রাজ্য প্রদান করিলেও তোমার সংবাদের যোগ্য পুরস্কার দেওয়া হইবে না।”

সীতা এইরূপ বলিলে, হনুমান করজোড়ে তাঁহাকে বলিলেন, “অনিন্দিতা, তুমি সর্বদা পতির প্রিয় ও হিতসাধনে নিরত এবং তাঁহার বিজয়াভিলাষিণী, এরূপ স্নেহপূর্ণ কথা তোমারই যোগ্য। দেবী, তোমার এই স্নেহময় ও সারপূর্ণ কথা বিবিধ রত্নরাজি ও দেবরাজ্য (স্বর্গরাজ্য) হইতেও অধিক। রামকে বিজয়ী ও

শত্রুশূন্য হইতে দেখিয়া আমার দেবরাজ্য হইতেও অধিক পাওয়া হইয়াছে।”

সীতা বলিলেন, “পবননন্দন, তুমি পরম ধার্মিক এবং বল, বীর্য, উদারতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, স্থৈর্য ও বিনয় ইত্যাদি উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত, তুমি তোমার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ।”

হনুমান সীতার কথায় আনন্দিত হইয়া কহিলেন, “দেবী, এই সকল ঘোররূপা, নিষ্ঠুরা রাক্ষসীরা পূর্বে তোমাকে তর্জন করিত এবং নানারূপে ক্লেশ দিত, তোমার অনুমতি পাইলে আমি মুষ্টিপ্রহারে বা চপেটাঘাতে বা জানুপ্রহারে বা দংশনে বা নাসাকর্ণ ছেদনে বা কেশাকর্ষণে ইহাদিগকে বধ করি।”

দীনবৎসলা দয়াবতী সীতা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “বানরশ্রেষ্ঠ, এই দাসীরা রাজাজ্ঞায় আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে, সুতরাং ইহাদের উপর কে কুপিত হইতে পারে? মহাবাহু, আমি ভাগ্যদোষে ও পূর্ব দুষ্কৃতির জন্যই দুঃখভোগ করিয়াছি, সুতরাং তুমি ইহাদিগকে বধ করিবার কথা বলিও না। আমি এই দাসীদিগকে ক্ষমা করিতেছি, ইহারা রাবণের আদেশেই আমাকে তর্জন করিত, সে নিহত হওয়ায় আর তর্জন করিবে না। অন্যের প্রেরণায় যে পাপ করে, বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও সেজন্য তাহার অপকার করিয়া প্রতিশোধ লন না। সর্বদা এইরূপ আচরণ করাই উচিত, কারণ চরিত্রই সজ্জনের ভূষণ। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পাপী (দোষী) বা সদাচারী বা বধার্হ সকলের সহিতই সদয় আচরণ করা কর্তব্য , অপরাধ করে না এরূপ কেহ নাই।”

সীতার এই কথা শুনিয়া হনুমান বলিলেন, “দেবী, তুমি রামের উপযুক্ত গুণান্বিতা (গুণবতী) ধর্মপত্নী। এখন অনুমতি কর, আমি

রামের নিকটে যাই।" তখন সীতা বলিলেন, "কপিবর, আমি (শীঘ্র) ভক্তবৎসল স্বামীকে দেখিতে ইচ্ছা করি।" মহামতি হনুমান কহিলেন, "দেবী, আজই তুমি রাম-লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইবে।" ইহা শুনিয়া সীতা আনন্দিতা হইলেন।

তারপর হনুমান সীতার কাছে বিদায় লইয়া রামের নিকটে ফিরিলেন। (১১৩ সর্গ)

২১

রামের সীতাকে প্রত্যাখ্যান

রাম হনুমানের নিকট সকল কথা শুনিয়া সহসা চিন্তামগ্ন হইলেন। তাঁহার নয়নযুগল ঈষৎ অশ্রুপরিপ্লুত হইয়া উঠিল। পরে ভূমির দিকে তাকাইয়া এবং উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বিভীষণকে বলিলেন, "রাক্ষসরাজ, তুমি সীতাকে স্নান করাইয়া এবং দিব্য অঙ্গরাগ ও দিব্য আভরণে ভূষিত করিয়া শীঘ্র এখানে আমার নিকট লইয়া আইস।"

বিভীষণ দ্রুত অন্তঃপুরে গিয়া নিজ পুরস্ত্রীগণের দ্বারা সীতাকে সংবাদ দিলেন। তারপর তিনি নিজে সীতার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে করজোড়ে নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "দেবী, তোমার মঙ্গল হউক, তোমার স্বামী তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন; তুমি দিব্য অঙ্গরাগ ও দিব্য আভরণে ভূষিত হইয়া যানে আরোহণ কর।"

ইহা শুনিয়া সীতা বিভীষণকে বলিলেন, "রাক্ষসেশ্বর, আমি স্নান না করিয়াই স্বামীকে দেখিতে ইচ্ছা করি।" বিভীষণ বলিলেন,

"দেবী, তোমার স্বামী রাম যাহা বলিয়াছেন, তাহাই করা উচিত।" তখন পতিপ্রাণা সাধ্বী সীতা স্নানান্তে মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া শিবিকায় আরোহণ করিলেন। রাক্ষসেরা সেই শিবিকা বহন করিয়া রামের নিকটে লইয়া চলিল।

বিভীষণ রামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সীতার আগমন-সংবাদ নিবেদন করিলেন (জানাইলেন)। বহুকাল রাক্ষসগৃহে বাসের পর সীতা সেখানে আসিয়াছেন শুনিয়া রাম এককালে হর্ষ, দুঃখ ও রোষের বশীভূত হইলেন। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দুঃখিতভাবে বিভীষণকে বলিলেন, "রাক্ষসাধিপতি, বৈদেহীকে শীঘ্র আমার কাছে আসিতে বল।" তখন বিভীষণের আদেশে উষ্ণীষধারী ও বেত্রহস্ত কঞ্চুকীরা চারিপাশের লোকদিগকে অপসারিত করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রাম সক্রোধ দৃষ্টিতে বিভীষণের দিকে তাকাইয়া তিরস্কারের স্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "আমার কথা অমান্য করিয়া এই লোকদিগকে কষ্ট দিতেছ কেন? ইহারা সকলেই আমার স্বজন, ইহাদের উত্যক্ত করিও না। গৃহ, বস্ত্র বা প্রাচীর স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, এইরূপ লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, ইহা রাজকীয় আড়ম্বরমাত্র; চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। বিপৎকালে, অসুখের সময়ে, যুদ্ধে, স্বয়ম্বরে, যজ্ঞে ও বিবাহে স্ত্রীলোকের পক্ষে লোকের সম্মুখে বাহির হওয়া দূষণীয় নয়। সীতা এখন বিপন্না; তিনি মহাকষ্টে পড়িয়াছেন। এরূপ অবস্থায়, বিশেষতঃ আমার সম্মুখে, তাঁহার দর্শনে দোষ হইবে না। অতএব তিনি শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজেই এখানে আসুন, এই বানরগণ আমার সম্মুখে তাঁহাকে দেখুক।"

রামের কথায় উদ্বিগ্ন হইয়া বিভীষণ বিনীতভাবে সীতাকে

সেখানে লইয়া আসিলেন। লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং হনুমানও রামের কথা শুনিয়া খুব ব্যথিত হইলেন। সীতা যেন লজ্জায় নিজদেহে বিলীন হইয়া (মিশিয়া গিয়া) [অর্থাৎ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া] বিভীষণের পিছু পিছু রামের সম্মুখে আসিলেন। সেখানে আসিয়া তিনি বিস্ময়, হর্ষ ও স্নেহভরে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বহুদিন পরে প্রিয় পতির পূর্ণচন্দ্রতুল্য মুখ দর্শনে তাঁহার মনের দুঃখ দূর হইল—তাঁহার বদনমণ্ডল বিমল চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। (১১৪ সর্গ)

লজ্জানম্রা সীতা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া, রাম নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমি যুদ্ধে শত্রু জয় করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি, পৌরুষে যাহা করা যাইতে পারে তাহা করিয়াছি। আমার ক্রোধের শান্তি হইয়াছে, তোমাকে হরণের অপমান দূর হইয়াছে। আজ আমার পৌরুষ দেখান হইল, শ্রম সফল হইল, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল, আজ আমি আবার নিজের প্রভু হইলাম। চঞ্চলচিত্ত রাক্ষস আমার অনুপস্থিতিতে তোমাকে হরণ করিয়াছিল—দৈবক্রমে তোমার এই দোষ ঘটিয়াছিল, আমি মানুষ হইয়াও দৈবকৃত সে দোষ ক্ষালন করিয়াছি। যে অপমানিত হইয়া অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারে না, সেই অল্পচেতার পৌরুষে কি প্রয়োজন? হনুমানের সমুদ্র-লঙ্ঘন ও লঙ্কাদহনাদি গৌরবের কাজ, সুগ্রীবের যুদ্ধে বিক্রম প্রদর্শন ও হিত পরামর্শ দান এবং বিভীষণের সকল পরিশ্রম আজ সফল হইয়াছে।"

রামের এইরূপ কথা শুনিয়া হরিণীর ন্যায় উৎফুল্লনয়না সীতার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। তখন সেই পদ্মপলাশাক্ষী ও কৃষ্ণকুঞ্চিত-কুন্তলা ও হৃদয়প্রিয়া সীতাকে দেখিয়া রাম লোকনিন্দার ভয়ে দ্বিধা-

গ্রস্ত হইলেন।* (ক্ষণকাল পরে) তিনি বানর ও রাক্ষসগণের সম্মুখেই সীতাকে বলিলেন, "অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য আত্মসম্মানবোধযুক্ত মানুষের যাহা করা উচিত, রাবণকে বধ করিয়া আমি তাহা করিয়াছি। অগস্ত্য মুনি যেরূপ দক্ষিণ দিক্‌কে (দেশকে) (ইল্বল ও বাতাপির ভয় হইতে) মুক্ত করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ রাবণের ভয় হইতে জীবলোককে মুক্ত করিয়াছি। ভদ্রে, তোমার কল্যাণ হউক—তুমি জানিবে, এই রণ-পরিশ্রম, যাহা হইতে আমি সুহৃদগণের বীর্যের সহায়তায় উদ্ধার পাইয়াছি, তাহা তোমার জন্য করি নাই। আমি নিজের সদাচার রক্ষা, সর্বপ্রকার অপবাদ নিরসন (খণ্ডন), এবং আমার সুপ্রসিদ্ধ বংশের হীনতা ক্ষালনের জন্যই এই কাজ করিয়াছি। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আমার সম্মুখে থাকিয়া, নেত্ররোগীর সম্মুখস্থ দীপশিখার মত, আমাকে দারুণ কষ্ট দিতেছ। তোমার যে-দিকে ইচ্ছা যাও, তোমাকে আর আমার কোন দরকার নাই। যে-স্ত্রী (দীর্ঘদিন) পরগৃহে বাস করিয়াছে, কোন্ সৎকুলজাত তেজস্বী পুরুষ প্রীতিভরে আবার তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে? তুমি রাবণের অঙ্কে পরিক্লিষ্ট (নিপীড়িত) হইয়াছ, সে তোমার প্রতি দুষ্টচক্ষে চাহিয়াছে, এখন তোমাকে আবার গ্রহণ করিলে আমি কিরূপে নিজের মহৎ কুলের পরিচয় দিব? যে-জন্য তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি, তাহা সফল হইয়াছে, এখন তোমার উপর আর আসক্তি (বা অনুরাগ) নাই, সুতরাং তুমি যেখানে খুশি যাও। ভদ্রে, আমি বুদ্ধি স্থির করিয়াই ইহা বলিতেছি। তুমি এখন লক্ষ্মণ,

* সীতার রূপদর্শনে তাঁহাকে গ্রহণের ইচ্ছা এবং লোকনিন্দার ভয়ে তাঁহাকে ত্যাগের বুদ্ধি—এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইল (রা-তিলক)।

ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ, যাঁহার আশ্রয়ে ইচ্ছা গিয়া থাক—অথবা অন্য যেখানে খুশি যাও।* সীতা, দিব্যরূপা (অলৌকিক রূপবতী), মনোরমা তোমাকে নিজ গৃহে পাইয়া রাবণ বেশীদিন ধৈর্যধারণ (ধৈর্যাবলম্বন) করিতে পারে নাই।"

চিরকাল প্রিয়কথা শ্রবণে অভ্যস্তা মানিনী (অভিমানিনী) সীতা প্রিয় পতির মুখে এইরূপ অপ্রিয় কথা শুনিয়া গজেন্দ্রের শুণ্ডকর্ষিতা বল্লরীর (লতার) ন্যায় মুহুর্মুহুঃ বিকম্পিত হইয়া অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। (১১৫ সর্গ)

২২

সীতার অগ্নিপরীক্ষা

রাম সক্রোধে এইরূপ কঠোর লোমহর্ষণ কথা বলিলে, সীতা যারপরনাই ব্যথিতা হইলেন। বহু লোকের মধ্যে স্বামীর সেই অশ্রুতপূর্ব কথা শ্রবণে তিনি ঘোর লজ্জায় অবনত হইয়া যেন নিজের দেহে প্রবেশ করিলেন। পতির বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া তিনি খুব

---

* মূল—তদদ্য ব্যাহৃতং ভদ্রে ময়ৈতৎ কৃতবুদ্ধিনা।
লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম্ ॥ ২২ ॥
শত্রুঘ্নে বাথ সুগ্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে।
নিবেশয় মনঃ সীতে যথা বা সুখমাত্মনা ॥ ২৩ ॥ (১১৫ সর্গ)
(শ্লোকদ্বয় একান্বয়ী)

যথা বা সুখম্—স্বমাতৃপিতৃকুলে বা (রা তিলক)

অত্র লক্ষ্মণাদৌ মনস্করণং নাম অনাথায়া রক্ষকত্বেন তত্তদ্‌গৃহে বর্তনম্। ভর্তা পরিত্যক্তয়া স্ত্রিয়া বন্ধুগৃহে বাসবিধানাৎ। ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতীতি স্মৃতেঃ ন ত্বন্যাগুথা গ্রহীতুং যুক্তম্। মহাপুরুষেণ তাদৃশোক্ত্যযোগাৎ ॥ (গোবিন্দরাজ)।

কাঁদিতে লাগিলেন। পরে অশ্রুসিক্ত মুখ মুছিয়া তিনি মৃদু ও গদ্‌গদস্বরে রামকে বলিলেন, "বীর, ইতর লোক ইতর স্ত্রীলোককে যেরূপ কথা বলে, তুমি আমাকে সেইরূপ অনুচিত (বা অকথ্য), শ্রুতিকটু ও রূঢ় কথা বলিতেছ কেন? মহাবাহু তুমি আমাকে যেমন মনে করিতেছ, আমি তেমন নহি। আমি নিজের চরিত্রের সম্বন্ধে শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। সাধারণ স্ত্রীলোকের চরিত্র দেখিয়া তুমি সমগ্র স্ত্রীজাতিকেই সন্দেহ (বা অবিশ্বাস) করিতেছ। তুমি তো আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ (অর্থাৎ আমার স্বভাব জান), তবে ঐরূপ আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। নাথ, বিবশ (অনাত্মবশ) অবস্থায় রাবণের সহিত আমার দেহ-সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল, তাহা আমার ইচ্ছাকৃত নয়, দৈবই সেজন্য অপরাধী (দোষী)। আমার অধীন যে হৃদয়, তাহা তোমারই ছিল (তোমার প্রতিই অনুরক্ত ছিল)। কিন্তু আমি যখন নিজের কর্ত্রী ছিলাম না (পরের আয়ত্তে ছিলাম), তখন আমার পক্ষে পরাধীন দেহের সম্বন্ধে কি করা সম্ভব ছিল? বহুকাল একত্র বাস এবং পরস্পরের প্রতি অনুরাগের বিশেষ বৃদ্ধিতেও যদি তুমি আমাকে ভালরূপ না জানিতে পারিয়া থাক, তবে তাহাতেই তো আমার চিরকালের জন্য সর্বনাশ হইয়াছে। তুমি যখন হনুমানকে আমার সহিত দেখা করিতে লঙ্কায় পাঠাইয়াছিলে, তখন কেন আমাকে বর্জনের কথা জানাও নাই? তখন ইহা শুনিলে, আমি তৎক্ষণাৎ সেই বানরের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিতাম। তাহা হইলে তোমাকে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া বৃথা কষ্ট পাইতে হইত না এবং তোমার সুহৃদ্‌গণও মিছামিছি ক্লেশ ভোগ করিতেন না। নৃপশ্রেষ্ঠ, তুমি ক্রোধের বশে নীচ লোকের ন্যায় আমাকে সাধারণ স্ত্রীলোক বলিয়া

বিবেচনা করিতেছ। আমি জনকের তনয়া বলিয়া পরিচিতা, তাঁহার যজ্ঞভূমি হইতে আমার উৎপত্তি—তুমি বিচারজ্ঞ হইয়াও আমার বহুমানযোগ্য (সম্মানযোগ্য) চরিত্র বিচার করিয়া দেখিলে না। যে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া বাল্যকালে আমার পাণিপীড়ন (আমাকে বিবাহ) করিয়াছিলে, তাহাও রক্ষা করিলে না ;—তুমি আমার পতিভক্তি, স্বভাব সবই অগ্রাহ্য করিলে (বা ভুলিয়া গেলে)।"

রামকে এইরূপ বলিয়া, সীতা রোদন করিতে করিতে বাষ্প-গদ্‌গদস্বরে দুঃখিত ও চিন্তামগ্ন লক্ষ্মণকে বলিলেন, "সুমিত্রানন্দন, আমি এমন মিথ্যাপবাদগ্রস্তা হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাই না, তুমি আমার জন্য চিতা প্রস্তুত কর, তাহাই আমার এই বিপদের ঔষধ। স্বামী অসন্তুষ্ট হইয়া জনগণের সম্মুখে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, সুতরাং আমি এখন অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া আমার যোগ্য গতি লাভ করিব।"

সীতা এই কথা বলিলে, লক্ষ্মণ ক্রোধভরে রামের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। পরে আবার ইঙ্গিতে রামের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া চিতা প্রস্তুত করিলেন। সুহৃদ্‌গণের মধ্যে কেহই কালান্তক যমতুল্য রামকে অনুনয় করিয়া কিছু বলিতে বা তাঁহার দিকে তাকাইতে সাহস করিলেন না। অধোমুখে (নতমুখে) স্থিত রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া সীতা প্রজ্বলিত চিতার কাছে গেলেন এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া করজোড়ে অগ্নির নিকটে বলিলেন, "যদি আমার মন কখনও রাম হইতে বিচ্যুত না হইয়া থাকে তবে লোকসাক্ষী সর্বশুচি অগ্নি (যিনি লোকের পাপপুণ্যের সাক্ষী এবং সব কিছুকে শুচি করেন, সেই অগ্নি)

আমাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন। রাম যাহাকে দুষ্টা মনে করিতেছেন সেই আমি যদি শুদ্ধচরিত্রা (সতী) হই, তবে লোকসাক্ষী সর্বশুচি অগ্নি আমাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন।”—এই বলিয়া সীতা চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে (নির্ভয়ে) জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। আবালবৃদ্ধ সকলেই সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা তপ্তকাঞ্চন-ভূষণা বিশালাক্ষী সীতাকে অগ্নিতে পতিত হইতে দেখিল। দেখিয়া সকলের বোধ হইল, যেন যজ্ঞানলে পূর্ণাহুতি পড়িল। উপস্থিত রমণীরা উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল। বানর ও রাক্ষসেরা মহা হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া রামও অত্যন্ত দুঃখিত ও বাষ্পাকুলনয়ন হইলেন।

তখন দৈববাণী হইল, “রাম, তুমি সর্বলোকের কর্তা ও জ্ঞানি-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া সাধারণ মনুষ্যের মত বৈদেহীকে উপেক্ষা করিতেছ কেন? সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং তুমি প্রজাপালক বিষ্ণু—রাবণবধের জন্য মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছ।”

ইতিমধ্যে মূর্তিমান অগ্নি বালসূর্যপ্রতিমা, তপ্তকাঞ্চনভূষণা, রক্তাম্বরধরা, কৃষ্ণকুঞ্চিতকেশা, অম্লানমাল্যাভরণা, অবিকৃতরূপা, অনিন্দিতা সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া চিতানল হইতে উত্থিত হইলেন। তিনি সীতাকে রামের নিকটে রাখিয়া বলিলেন, “রাম, এই তোমার বৈদেহী; ইনি পাপশূন্যা। ইনি কখন বাক্য, মন, বুদ্ধি বা চক্ষুর দ্বারাও চরিত্র কলুষিত করেন নাই—ইনি সম্পূর্ণ সচ্চরিত্রা। ইনি যখন নির্জন বনে একাকিনী ছিলেন, তখন তোমার অনুপস্থিতিতে রাক্ষস রাবণ ইঁহাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া নিজের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করে। সেখানে ঘোররূপা রাক্ষসীদের দ্বারা নানারূপে তর্জিতা ও প্রলোভিতা হইলেও ইনি তোমাতেই অনুরক্তা ছিলেন—কখন

রাবণকে চিন্তাও করেন নাই। ইনি বিশুদ্ধস্বভাবা নিষ্পাপা, তুমি ইঁহাকে গ্রহণ কর।"

রাম মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে বলিলেন, "অগ্নিদেব, সীতা যে পূতচরিত্রা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি দীর্ঘকাল রাবণের অন্তঃপুরে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাকে বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করিলে, লোকে আমাকে কামুক ও মূর্খ বলিত। আমি জানি যে, ইনি অনন্যহৃদয় এবং আমার প্রতি একান্ত অনুরক্তা—যেমন মহাসাগর বেলাভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ রাবণও নিজ তেজে রক্ষিতা অগ্নিশিখাতুল্যা এই বিশালাক্ষী সীতাকে বশীভূত করিতে পারে নাই। সূর্য ও তাঁহার প্রভা যেরূপ অভিন্ন, আমি এবং সীতাও সেইরূপ। আত্মবান ব্যক্তি যেমন নিজ কীর্তিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, আমিও তেমন ত্রিলোক-বিশুদ্ধা জনকনন্দিনী সীতাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমি আপনাদের মঙ্গল নির্দেশ অবশ্য পালন করিব।"

তারপর মহাযশাঃ রাম প্রিয়া সীতার সহিত মিলিত হইয়া সুখী হইলেন।

২৩

পিতৃপুরুষ ও দেবগণের বরদান

সীতার অগ্নিপরীক্ষার সময় পিতৃগণ এবং যম, ইন্দ্র, বরুণ, মহাদেব ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ বিমান আরোহণে সেখানে আসিয়াছিলেন। রাম সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিলে, মহেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন, "ধার্মিকশ্রেষ্ঠ মহাবাহু রঘুনন্দন, ভাগ্যবলে তুমি রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া সর্বলোকের ভয় দূর এবং সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়াছ।

এখন তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া ভরত, কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে আশ্বস্ত কর। পরে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বন্ধুবর্গকে আনন্দিত করিবে এবং ইক্ষ্বাকুকুলে নিজ বংশ স্থাপন, অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন ও ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিয়া মহা যশস্বী হইয়া স্বর্গে গমন করিবে। এই দেখ, তোমার পিতা রাজা দশরথ ইন্দ্রলোক হইতে বিমানে আরোহণ করিয়া এখানে আসিয়াছেন। তুমি ও লক্ষ্মণ ইঁহাকে অভিবাদন কর।”

রাম ও লক্ষ্মণ বিমানস্থিত পিতাকে প্রণাম করিলেন। দশরথ প্রাণাধিক পুত্র রামের দর্শনে যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। তিনি রামকে কোলে তুলিয়া দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “রাম, তোমাকে ছাড়িয়া সুরশ্রেষ্ঠগণের তুল্য সমাদরে স্বর্গবাসও আমার মনঃপূত হয় নাই। তুমি ও লক্ষ্মণ কুশলে আছ দেখিয়া আজ আমার দুঃখ বিদূরিত হইল। এখন সুরশ্রেষ্ঠদিগের কথায় জানিতে পারিলাম যে তুমি পুরুষোত্তম, রাবণবধের জন্য আমার পুত্ররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি আমার প্রীতিসাধনের জন্য লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত চতুর্দশ বৎসর বনে বাস করিয়া তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছ এবং রাবণকে রণে নিহত করিয়া দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছ। তোমার বনবাসের কাল শেষ হইয়াছে, তুমি এখন ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্যে অধিষ্ঠিত হও, দীর্ঘায়ু লাভ কর।”

রাজা দশরথ এই কথা বলিলে, রাম করজোড়ে তাঁহাকে বলিলেন, “ধর্মজ্ঞ, আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের উপর প্রসন্ন হউন। আপনি যে কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন, ‘পুত্রের সহিত তোমাকে ত্যাগ করিলাম’, সেই ভীষণ অভিশাপ যেন তাঁহাদিগকে স্পর্শ না

করে।” দশরথ ‘তাহাই হইবে’ বলিয়া রামের কথায় স্বীকৃত হইলেন।

তারপর দশরথ লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “লক্ষ্মণ, রাম সর্বদা লোকহিতে রত থাকেন, তুমি তাঁহার সেবা কর; তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে। রাম প্রসন্ন থাকিলে, তুমি ধর্ম, যশ ও স্বর্গলাভ করিতে পারিবে। ইন্দ্রাদি দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ এবং ত্রিলোকের অন্যান্য সকলেই এই মহাত্মা, পুরুষোত্তম, অব্যক্ত, অক্ষর ও ব্রহ্মস্বরূপের অর্চনা করিয়া থাকেন। তুমি সীতার সহিত ইঁহার সেবা করিয়া বিপুল যশ ও ধর্মলাভ করিয়াছ।”

লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া দশরথ সম্মুখে করজোড়ে অবস্থিতা পুত্রবধূ সীতাকে মধুর বচনে বলিলেন, “বৈদেহী, তুমি রামের উপর ক্রুদ্ধ হইও না, তোমার হিতকামনায় ও বিশুদ্ধির জন্যই রাম তোমাকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। বৎসে, তুমি সচ্চরিত্র প্রমাণের জন্য যে দুষ্কর কাজ করিলে, তাহাতে অন্য সকল নারীর যশ ম্লান হইবে। স্বামিসেবা সম্বন্ধে তোমাকে বিশেষ করিয়া কোন উপদেশ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, তথাপি আমার বলা উচিত বলিয়াই বলিতেছি—রাম তোমার পরম দেবতা।”

নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূকে এইরূপ বলিয়া, হৃষ্টচিত্তে বিমান আরোহণে ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র পরম প্রীতিভরে রামকে বলিলেন, “পরন্তপ রাম, আমরা তোমার উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার কিছু বাঞ্ছিত থাকিলে বল।” রাম বলিলেন, “দেবেন্দ্র, আমার জন্য যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া যে-সকল বানর যমালয়ে গিয়াছে, তাহারা সকলেই আবার বাঁচিয়া উঠিয়া সানন্দে স্ত্রীপুত্রের সহিত মিলিত হউক।

পুরন্দর, আমার প্রিয়কার্য সাধনের জন্য যাহারা মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, তোমার প্রসাদে (অনুগ্রহে) তাহারা আবার আমার সহিত সম্মিলিত হউক। মানদ (মাননীয়), আমি এই সকল বানর ও গোলাঙ্গুল প্রভৃতিকে পূর্বের ন্যায় অক্ষতদেহ, নীরোগ ও বলবীর্য-সম্পন্ন দেখিতে ইচ্ছা করি। আর, ইহারা যেখানে থাকিবে, তাহা যেন অকালেও ফল-মূল-পুষ্পে পরিপূর্ণ থাকে এবং সেখানকার নদীগুলি যেন নির্মলজলশালিনী হয়। আমি এই বর চাই।"

ইন্দ্র প্রীতিভরে উত্তর করিলেন, "বৎস রাম, তুমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছ তাহা পূর্ণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য—যাহা হউক, আমার কথার অন্যথা হয় না, সুতরাং তুমি যাহা চাহিয়াছ সেইরূপই হইবে।" তখন মৃত বানর ও ভল্লুকাদি সকলে সুস্থদেহে নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল, 'এ কি হইল !'

ইন্দ্রাদি দেবগণ আদিত্যবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। (১২০ সর্গ)

২৪

রাম-লক্ষ্মণ-সীতার প্রত্যাবর্তন

রাম সে-রাত্রি সুখে কাটাইয়া পরদিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিলে, বিভীষণ তাঁহাকে বলিলেন, "রাঘব, এই সকল কমলনয়না প্রসাধন-নিপুণা নারী তোমার জন্য স্নানের দ্রব্যাদি (জলাদি), অঙ্গরাগ, বস্ত্র, আভরণ, চন্দন ও নানারূপ দিব্য মাল্য লইয়া আসিয়াছে। তুমি অনুমতি দিলে, ইহারা তোমাকে যথাবিধি স্নান করাইয়া দিতে পারে।" রাম বলিলেন, "সখা, তুমি সুগ্রীব প্রভৃতিকে স্নানের জন্য নিমন্ত্রণ কর। সত্যনিষ্ঠ ভরত আমার জন্য ব্রহ্মচর্য অবলম্বন

করিয়া রহিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় আমার স্নান ও বসনভূষণে স্পৃহা নাই। এখন আমরা যাহাতে শীঘ্র অযোধ্যায় ফিরিতে পারি, তুমি তাহার উপায় দেখ (ব্যবস্থা কর), সেখানে যাইবার পথ অতিশয় দুর্গম।"

ইহা শুনিয়া বিভীষণ উত্তর করিলেন, "রাজকুমার, তোমার কল্যাণ হউক। আমি তোমাকে একদিনেই সেখানে পৌঁছাইয়া দিব। আমার ভ্রাতা কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাবণ তাঁহার পুষ্পকরথ হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই কামগামী দিব্য বিমান তোমার জন্য রাখা হইয়াছে (প্রস্তুত আছে), তুমি তাহাতে চড়িয়া অনায়াসে অযোধ্যায় যাইতে পারিবে। রাম, আমার প্রতি যদি তোমার প্রীতি ও ভালবাসা থাকে, তবে লক্ষ্মণ ও বৈদেহীর সহিত কিছুদিন এখানে সর্বপ্রকার সুখভোগ করিয়া এবং সৈন্য ও সুহৃদ্‌গণের সহিত আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, পরে অযোধ্যায় যাইও।" রাম বলিলেন, "বীর, তুমি উৎকৃষ্ট মন্ত্রিত্ব, পরম মিত্রতা ও কায়মনোবাক্যে যুদ্ধচেষ্টা দ্বারা আমার যথেষ্ট সেবা করিয়াছ। রাক্ষসেশ্বর, আমি যে তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি না তা নয়, কিন্তু ভ্রাতা ভরতকে দেখিবার জন্য আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে। ভরত আমাকে ফিরাইবার জন্য চিত্রকূটে আসিয়া আমার পায়ে মাথা রাখিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন আমি তাঁহার কথা রাখিতে পারি নাই। আর, কৌশল্যাদি মাতৃগণ, (মিত্র) গুহ, আত্মীয়স্বজন এবং অযোধ্যার পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগকে দেখিবার জন্যও মন খুব অধীর হইয়াছে। সখা, তুমি দুঃখিত হইও না, তুমি আমার যথেষ্ট সৎকার করিয়াছ, এখন আমাকে অযোধ্যায় যাইবার অনুমতি দাও এবং শীঘ্র বিমান লইয়া আসিতে বল।"

বিভীষণ তখনই সেই সূর্যতুল্য দীপ্তিশালী পুষ্পকরথ সেখানে আনিতে বলিলেন। বিশ্বকর্মা-নির্মিত, কাঞ্চনে বিচিত্রিত (decorated), বৈদূর্য-মণিময়-বেদি-সমলঙ্কৃত, সর্বদিকে রজতপ্রভ-কূটাগার-সমন্বিত, পাণ্ডুবর্ণ ধ্বজ-পতাকায় সুশোভিত, হেমপদ্ম-বিভূষিত কনক-হর্ম্য (কক্ষ)-রাজিতে পরিবৃত হইয়া কাঞ্চনময় বলিয়া প্রতীয়মান, মণি-মুক্তাখচিত-গবাক্ষ-বিশিষ্ট, সকল দিকে ঘণ্টাসমূহে ও কিঙ্কিণীজালে ব্যাপ্ত, * মধুরধ্বনি, মুক্তা ও রজতশোভিত বৃহৎ হর্ম্যসকলে (halls) ভূষিত, স্ফটিকে বিচিত্রিত তলশালী, বৈদূর্যময় উৎকৃষ্ট আসনযুক্ত, মণি-রত্নাদিখচিত মহামূল্য আস্তরণে মণ্ডিত, মেরুশিখরাকার অপরাজেয় ও মনোগামী (মনের ন্যায় অতি শীঘ্রগামী) সেই বিমান অবিলম্বে সেখানে আনীত হইল। রাম-লক্ষ্মণ সেই কামগামী, পর্বততুল্য পুষ্পকরথ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তখন রাক্ষসেশ্বর বিভীষণ করজোড়ে বিনীতভাবে রামকে বলিলেন, "রঘুনন্দন, আর কি করিতে হইবে বল।"

ইহা শুনিয়া, রাম লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ এবং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সস্নেহে বিভীষণকে বলিলেন, "রাক্ষসরাজ, এই বানরেরা বহু আয়াসসাধ্য কাজ করিয়াছে। ইহারা প্রাণের ভয় না করিয়া সানন্দে যুদ্ধ করিয়াছে বলিয়াই আমরা লঙ্কা জয় করিতে পারিয়াছি এবং তুমি রাজ্যলাভ করিয়াছ। তুমি ধনরত্ন দিয়া ইহাদের পরিশ্রম সার্থক কর, ইহাদিগকে পরিতুষ্ট কর" বিভীষণ ধনরত্ন বিতরণে সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন।

তখন রাম সলজ্জা সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া, লক্ষ্মণের সহিত

* চারিকোণে ঘণ্টাসমূহ এবং চারিপাশে কিঙ্কিণীসকল যুক্ত--সুতরাং মধুর-ধ্বনি-বিশিষ্ট। (গোবিন্দরাজ)

বিমানশ্রেষ্ঠ পুষ্পকে চড়িয়া বলিলেন, "বানরশ্রেষ্ঠগণ, তোমরা মিত্রের কাজ করিয়াছ। এখন আমি অনুমতি দিতেছি, তোমরা যেখানে খুশি যাইতে পার। সুগ্রীব, তুমি স্নেহশীল হিতৈষী বন্ধুর যাহা কর্তব্য তাহা সবই করিয়াছ, এখন সসৈন্যে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া যাও। বিভীষণ, আমি তোমাকে এই লঙ্কারাজ্য প্রদান করিয়াছি, তুমি নির্ভয়ে এখানে বাস কর—ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমার উপর উৎপীড়ন করিতে পারিবেন না। আমি এখন তোমাদের সকলকে অভিনন্দন করিয়া বিদায় চাহিতেছি—তোমরা আমাকে আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দাও।"

মহাবল বানরগণ ও বিভীষণ জোড়হাতে রামকে বলিলেন, "নৃপশ্রেষ্ঠ, আমরা তোমার সহিত অযোধ্যায় যাইতে চাই—আমাদিগকে সেখানে লইয়া চল। আমরা তোমার রাজ্যাভিষেক দেখিয়া এবং কৌশল্যা দেবীকে প্রণাম করিয়া শীঘ্রই নিজ নিজ গৃহে ফিরিব।"

রাম যারপরনাই আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আমি যদি তোমাদের ন্যায় সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যায় যাইতে পারি, তাহা তো খুবই সুখের বিষয় হইবে। সুগ্রীব, তুমি শীঘ্র বানরগণের সহিত রথে উঠ। রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ, তুমিও অমাত্যগণের সহিত আইস।" সানুচর সুগ্রীব ও বিভীষণ সানন্দে সেই দিব্য পুষ্পকরথে উঠিয়া তাহাতে সুখে উপবেশন করিলেন। তখন রামের অনুমতিক্রমে কুবেরের সেই হংসযুক্ত * উৎকৃষ্ট বিমান মহানাদে আকাশে উঠিল (উত্থিত হইল)। (১২২ সর্গ)

---

* ডানাযুক্ত? হংসযুক্তেন (মূল)—হংস শব্দেন বাহকত্বাকারেণ নির্মিত হংস প্রতিমা উচ্যত ইতি ব্যাখ্যাতারঃ। (রা-তিলক)

তখন রাম সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সীতাকে বলিতে লাগিলেন, "বৈদেহী, ঐ দেখ, কৈলাস শিখরতুল্য ত্রিকূট শিখরে অবস্থিত বিশ্বকর্মা-নির্মিত লঙ্কানগরী। ঐ দেখ, মাংস-শোণিত-কর্দমে পূর্ণ রণস্থল—অসংখ্য বানর ও রাক্ষস এখানে প্রাণ হারাইয়াছে। বিশালাক্ষী, ঐস্থানে রাক্ষসরাজ রাবণ তোমার জন্য আমার হাতে নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন।* ঐ স্থানে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ, ঐ স্থানে রাক্ষস-সেনাপতি প্রহস্ত, ঐ স্থানে ধূম্রাক্ষ নিহত হন। এইখানে সুষেণ বিদ্যুন্মালীকে বধ করেন। এখানে লক্ষ্মণ রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎকে বধ করেন। ঐখানে রাবণের পত্নী মন্দোদরী সপত্নীগণে পরিবৃতা হইয়া বিলাপ করিয়াছিলেন।"

এইরূপে রাম প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরগণের নিধনের স্থান ইত্যাদি সীতাকে দেখাইলেন। পরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "বরাননা, আমরা সাগর পার হইয়া যেখানে রাত্রি কাটাইয়াছিলাম, ঐ সেই সমুদ্রে অবতরণের স্থান দেখা যাইতেছে। ঐ নলের নির্মিত সেতু, আমি তোমার জন্য সমুদ্রের উপর ঐ সুদুষ্কর সেতু প্রস্তুত করিয়াছি। ঐ দেখ, শঙ্খ-শুক্তি-সমাকীর্ণ অপার অক্ষোভ্য বরুণালয় সাগর যেন গর্জন করিতেছে। ঐ কাঞ্চনের আকর ও কাঞ্চনবর্ণ শৈলেন্দ্র মৈনাক—হনুমান তোমার অন্বেষণে সমুদ্র পার হইবার কালে উহা তাঁহার বিশ্রামের জন্য সাগর ভেদ করিয়া উঠিয়াছে এবং সেই হইতে সাগরের মধ্যেই অবস্থান করিতেছে। সীতা, সমুদ্রের উত্তর তীরে ঐ স্থানে আমরা প্রথমে সেনানিবাস স্থাপন করি। সেতু বন্ধনের পূর্বে যেখানে মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হন, সেতু-

* রাবণের দাহের স্থান দেখান হইতেছে। (রা-তিলক)।

মূলে ঐ সেই স্থান। ঐ পরম পবিত্র ও মহাপাতক-নাশন স্থান ভবিষ্যতে সেতুবন্ধ নামে খ্যাত এবং ত্রিলোকে পূজিত হইবে। সেখানে রাক্ষসরাজ বিভীষণ প্রথম আমার নিকট আসেন। সীতা, ঐ বিচিত্র কাননশোভিতা কিষ্কিন্ধ্যানগরী এবং সুগ্রীবের রমণীয়া পুরী দেখা যাইতেছে। ঐখানে আমি বালীকে বধ করি।"

কিষ্কিন্ধ্যানগরী দেখিয়া, সীতা রামকে সপ্রেম অনুনয় করিয়া বলিলেন, "রঘুমণি, তারা প্রভৃতি সুগ্রীবের প্রিয়া ভার্যা এবং অন্যান্য বানরপ্রধানগণের পত্নীগণে পরিবৃতা হইয়া অযোধ্যায় যাইতে চাই।" তখন কিষ্কিন্ধ্যায় বিমান থামাইয়া রাম সুগ্রীবকে সীতার অভিলাষ জানাইলেন। সুগ্রীব তাড়াতাড়ি তাঁহার অন্তঃপুরে গিয়া তারাকে বলিলেন, "প্রিয়া, তুমি শীঘ্র বানরশ্রেষ্ঠদের পত্নীগণকে লইয়া আইস, সীতা তোমাদিগকে তাঁহার সহিত অযোধ্যায় লইয়া যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।" বানর-রমণীরা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সীতার দর্শন কামনায় তারার সহিত সত্বর বিমানে আরোহণ করিলেন।

বিমান আবার চলিতে আরম্ভ করিল এবং অতি অল্পকালের মধ্যে ঋষ্যমূক পর্বতের নিকটে আসিল। তখন রাম আবার বলিতে লাগিলেন, "সীতা, দেখ গিরিবর ঋষ্যমূক স্বর্ণাদি ধাতুতে আকীর্ণ বলিয়া উহা সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় দেখাইতেছে। সেখানেই আমি বানরেন্দ্র সুগ্রীবের সহিত সম্মিলিত হই এবং বালীবধের প্রতিজ্ঞা করি। ঐ দেখ, বিচিত্র কাননে বেষ্টিতা ও পদ্ম-শোভিতা পম্পা সরোবর। তোমার বিরহে যারপরনাই কাতর হইয়া আমি ঐস্থানে কতই না বিলাপ করিয়াছিলাম। উহার তীরেই ধর্মচারিণী শবরীর সহিত আমার দেখা হয় এবং আমি কবন্ধকে বধ করি। সীতা, ঐ

জনস্থানের সেই বনস্পতিকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তোমার জন্য মহাতেজা মহাবল জটায়ু ঐখানে রাবণের হস্তে নিহত হন। ঐ আমাদের পঞ্চবটীর আশ্রম ও পর্ণশালা (পর্ণকুটীর) উহা এখনও তেমনই সুন্দর রহিয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ তোমাকে সেখান হইতেই বলপূর্বক হরণ করেন। ঐ নির্মলসলিলা রমণীয়া গোদাবরী এবং অগস্ত্যের কদলীবন-বেষ্টিত আশ্রম। ঐ শরভঙ্গের মহান্ আশ্রম, যেখানে সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়াছিলেন। ঐ কুলপতি অত্রির আশ্রম, যেখানে তাপসী অনসূয়ার সহিত তোমার দেখা হইয়াছিল। ঐ প্রদেশেই আমি মহাকায় বিরাধকে বধ করি। ঐ চিত্রকূট পর্বত দেখা যাইতেছে—আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য ভরত ঐখানেই আসিয়াছিলেন। মৈথিলী, ঐ দেখ দূরে বিচিত্র-কানন-শোভিতা যমুনা দেখা যাইতেছে। ঐ ভরদ্বাজের আশ্রম, ঐ পবিত্রা ত্রিপথগামিনী গঙ্গা, ঐ আমার সখা গুহের বাসস্থান শৃঙ্গবেরপুর। আর ঐ আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যা।* বৈদেহী, তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে, উহাকে প্রণাম কর।"

তখন বানর ও রাক্ষসগণ সকলেই বার বার আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দূর হইতে ইন্দ্রের অমরাবতীতুল্য সেই অযোধ্যানগরী দেখিতে লাগিলেন। (১২৩ সর্গ)

---

* বিমান ভরদ্বাজের আশ্রমের কাছে আসিলে আকাশ হইতে অযোধ্যাদি দেখা গিয়াছিল। (রা-তিলক)

২৫

রামের মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট গমন—হনুমানকে ভরতের নিকট প্রেরণ—ভরতের নিকট হনুমান কর্তৃক রামের বৃত্তান্ত কথন

চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইবার পর পঞ্চম দিনে রাম ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভক্তিভরে মুনিবরকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান, অযোধ্যার কুশল তো? কেহ অন্নকষ্ট ভোগ করে না তো? ভরত ঠিক প্রজাপালন করিতেছেন তো? আর আমার মাতৃগণ বাঁচিয়া আছেন তো?" রামের এই কথা শ্রবণে খুশী হইয়া মহামুনি ভরদ্বাজ মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তোমার গৃহের সব কুশল। তোমার আজ্ঞাধীন ভরত শিরে জটা ধারণ করিয়া, তোমার পাদুকাদ্বয় সম্মুখে রাখিয়া, তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি যখন পিতার আদেশে সকল ভোগৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চীরবসনে পদব্রজে বনে গিয়াছিলে, তখন তাহা দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইয়াছিল। এখন তোমাকে সফলকাম হইয়া এবং শত্রুবিজয় করিয়া, মিত্র ও বান্ধবগণের সহিত ফিরিতে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলাম। তোমার সুখ-দুঃখের কথা সবই আমি জানি। আমার শিষ্যেরা সর্বদা অযোধ্যায় যাইয়া থাকে, তাহারা তোমার আগমনের সংবাদ সেখানে দিয়া আসিবে। আজ তুমি এখানে থাকিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ কর, কাল অযোধ্যায় যাইও।"

রাম সানন্দে তাহাতে স্বীকৃত হইয়া ভরদ্বাজের নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন—"ভগবান, আমি যে পথে অযোধ্যায় যাইব, তাহার গাছগুলি যেন অকালেও ফলফুলবান ও মধুস্রাবী হয়।"

ভরদ্বাজের বরে অযোধ্যা গমনের তিন যোজন পথের বৃক্ষসকল ঐরূপ হইল। তখন বানরবীরেরা পরমানন্দে ঐসকল বৃক্ষের নানারূপ দিব্য ফল ভক্ষণ করিয়া স্বর্গ-বিজয়ীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন।

তারপর রাম হনুমানকে বলিলেন, "বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় যাইয়া রাজবাড়ীর সকলে কুশলে আছেন কিনা জানিয়া আইস। তুমি প্রথমে শৃঙ্গবেরপুরে গিয়া নিষাদরাজ গুহকে আমার কুশল জানাইবে। তাহা শুনিলে তিনি খুব সুখী হইবেন—তিনি আমার প্রাণতুল্য প্রিয় সখা। তিনি তোমাকে সানন্দে অযোধ্যার পথ বলিয়া দিবেন এবং ভরতের খবরও বলিতে পারিবেন। পরে তুমি ভরতের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বলিবে যে, আমরা কুশলে আছি এবং পিতৃসত্য পালন করিয়া অযোধ্যায় ফিরিতেছি। তাঁহাকে সকল ঘটনা (সংক্ষেপে) জানাইয়া বলিবে, 'রাম শত্রুজয়ে বিপুল যশোলাভ করিয়া এবং পূর্ণমনোরথ হইয়া মহাবল মিত্রগণের সহিত অযোধ্যায় আসিতেছেন।'—এই সংবাদ শুনিয়া ভরতের মনোভাব কিরূপ হয় তাহা তাঁহার আকার (চেহারা), ভাবভঙ্গী, মুখের বর্ণ, চোখের দৃষ্টি (চাহনি) ও কথা লক্ষ্য করিয়া ঠিকমত বুঝিয়া আসিবে। সর্বসুখে সমৃদ্ধ পৈতৃক রাজ্য পাইলে (হাতে পাইলে) কাহার না মনের পরিবর্তন হয়? বহুকাল রাজ্য ভোগ করিয়া ভরত যদি রাজ্যাভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে তিনিই সমগ্র রাজ্য শাসন করুন। আমার আর অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই তুমি তাঁহার মতিগতি বুঝিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে।"

পবননন্দন হনুমান অবিলম্বে মনুষ্যমূর্তি ধরিয়া দ্রুত আকাশপথে অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল

অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবেরপুরে গুহকে রামের সংবাদ জানাইলেন। পরে তিনি আবার আকাশে উঠিয়া পরশুরামতীর্থ, বালুকিণী, বরূথী ও গোমতী নদী এবং বহু জনাকীর্ণ সুবিস্তৃত জনপদসকল পার হইয়া অযোধ্যা হইতে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত নন্দিগ্রামে আসিলেন। হনুমান দেখিলেন, ভরত ভ্রাতা রামের বিরহে কৃশ ও মলিন হইয়া গিয়াছেন, তিনি তপস্বীর ন্যায় জটাচীর ধারণে ও ফলমূলাহারে ধর্মাচরণে রত আছেন এবং রামের পাদুকাযুগল সম্মুখে রাখিয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন। হনুমান ভরতের নিকট উপস্থিত হইয়া করজোড়ে তাঁহাকে রামের সংবাদ নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া, ভরত আনন্দে বিমোহিত হইয়া সহসা ভূতলে পড়িয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া ও গাত্রোত্থান করিয়া তিনি প্রীতিভরে হনুমানকে আলিঙ্গন এবং আনন্দাশ্রুতে অভিষিক্ত করিয়া বলিলেন, "সৌম্য, তুমি দেবতা বা মানুষ যাহাই হও, দয়া করিয়া এখানে আসিয়াছ। তুমি যে প্রিয় সংবাদ দিলে, সেজন্য আমি তোমাকে শত সহস্র (এক লক্ষ) গো, একশত উৎকৃষ্ট গ্রাম এবং সদাচারশীলা, সৎকুলজাতা, হেমবর্ণা, চন্দ্রাননা, সর্বাভরণভূষিতা (সর্বাভরণসম্পন্না) ষোলটি কুমারীকে ভার্যারূপে দিতেছি।"

তারপর রামের বানরগণের সহিত কোথায় কিরূপে মিলন হইল, ভরত তাহা জানিতে চাহিলে, হনুমান রামের বনবাসের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "রাম এখন গঙ্গাতীরে ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে বাস করিতেছেন, আগামীকাল পুষ্যানক্ষত্রে তুমি এখানে তাঁহার দেখা পাইবে।" এই মধুর কথা শুনিয়া ভরত পরম আনন্দিত হইলেন এবং করজোড়ে বলিলেন, "এতদিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হইল।"

২৬

রামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন—রাজ্যাভিষেক —রামায়ণের মাহাত্ম্য

ভরত পরমানন্দে শত্রুঘ্নকে রামের অভ্যর্থনার সমুচিত ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন। শত্রুঘ্নের আজ্ঞায় পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল ও সুমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রিগণ রাজপথাদি সুশোভিত করাইয়া বহু বীরের সহিত সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব ও রথ আরোহণে বহির্গত হইলেন। শক্তি, পাশ ইত্যাদি অস্ত্র এবং ধ্বজপতাকাধারী অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক তাঁহাদের অনুসরণ করিল। তাহার পর কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অগ্রে করিয়া দশরথের পত্নীরা যানারোহণে চলিলেন। চীর-কৃষ্ণাজিনধারী উপবাসকৃশ ধর্মাত্মা ভরত আর্যরামের পাদুকা-যুগল মস্তকে স্থাপন এবং শুক্লমাল্যশোভিত শ্বেত ছত্র ও হেমদণ্ড-ভূষিত রাজোচিত শ্বেতচামর ধারণ করিয়া, শঙ্খ-ভেরীধ্বনি ও বন্দি-গণের স্তুতিগানে অভিনন্দিত হইয়া, ব্রাহ্মণগণ ও বণিকগণসহ প্রধান প্রধান নাগরিকগণ ও মাল্যমোদকধারী মন্ত্রিগণের সহিত, রামকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাহা দেখিয়া বোধ হইল, যেন সমগ্র নন্দিগ্রামই (নন্দিগ্রামের সকলেই) রামকে সংবর্ধনা করিতে (অথবা রামদর্শনে) চলিয়াছে।

অল্পকালের মধ্যেই আকাশে বহুদূরে চন্দ্রতুল্য সুদৃশ্য পুষ্পকরথ দেখিতে পাওয়া গেল। তাহা দেখিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই 'ঐ রাম' বলিয়া মহা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। পরে সকলে রথ, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি হইতে অবতরণ করিয়া গগনস্থ সুধাকরের (চন্দ্রের) ন্যায় রামকে দেখিতে লাগিল। ভরত হৃষ্টমনে করজোড়ে

পাদ্য ও অর্ঘাদির দ্বারা মেরুশিখরস্থ দিবাকরের ন্যায় বিমানস্থ রামকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রণাম করিলেন। শীঘ্রই সেই হংসযুক্ত মহাবেগশালী উৎকৃষ্ট বিমান রামের আজ্ঞায় ভূতলে অবতীর্ণ হইল। তখন ভরত রামের অনুমতি লইয়া উহাতে উঠিয়া আবার প্রীতমনে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। রামও বহুদিন পরে ভরতকে দেখিয়া, তাঁহাকে প্রীতিভরে ক্রোড়ে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তারপর ভরত প্রণত লক্ষ্মণকে সাদর সম্ভাষণ এবং সীতাকে অভিবাদন করিয়া সুগ্রীব, জাম্ববান ও অঙ্গদ প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি সুগ্রীবকে বলিলেন, "সুগ্রীব, লোকে উপকারের দ্বারা মিত্র, আর অপকারের দ্বারা শত্রু হইয়া থাকে। তুমি উপকারের দ্বারা আমাদের চারি ভ্রাতার পঞ্চম ভ্রাতা হইয়াছ।" পরে ভরত বিভীষণকে বলিলেন, "রাক্ষসরাজ, রাম সৌভাগ্যক্রমে তোমার সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাই এরূপ সুদুষ্কর কাজ করিতে পারিয়াছেন।"

এদিকে শত্রুঘ্ন রাম ও লক্ষ্মণকে অভিবাদন করিয়া বিনীতভাবে সীতার পাদবন্দনা করিলেন। রাম শোককৃশা বিবর্ণা জননী কৌশল্যাদেবীর নিকটে যাইয়া তাঁহার আনন্দবর্ধন ও চরণ বন্দনা করিলেন। পরে তিনি সুমিত্রা ও কৈকেয়ী প্রভৃতি মাতৃগণকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাদের সহিত পুরোহিত বশিষ্ঠের নিকটে (গৃহে) চলিলেন। নগরবাসীরা কৃতাঞ্জলি হইয়া, "কৌশল্যানন্দবর্ধন মহাবাহু রাম, আপনার শুভাগমন হউক" বলিয়া, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ধর্মজ্ঞ ভরত স্বয়ং রামের পাদুকাযুগল তাঁহার চরণে পরাইয়া দিয়া করজোড়ে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমার নিকটে যে রাজ্য গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তাহা আমি এখন

আপনাকে ফিরাইয়া দিতেছি। আমি যে আপনাকে অযোধ্যায় ফিরিতে দেখিলাম, তাহাতেই আজ আমার জন্ম সার্থক ও মনোরথ পূর্ণ হইল। আপনি ধনাগার, শস্যাগার, গৃহ ও সেনা পরিদর্শন করুন, আপনার তেজঃপ্রভাবে আমি সকলই দশগুণ বর্ধিত করিয়াছি।” তখন রাম সানন্দে ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া বিমানে চড়িয়া সসৈন্যে ভরতের আশ্রমে গেলেন।

ভরতের আশ্রমে আসিয়া, রাম বিমান হইতে নামিয়া সেই অত্যুত্তম বিমানকে বলিলেন, “আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি ফিরিয়া গিয়া কুবেরকে বহন করিতে থাক।” বিমান উত্তর দিকে কুবেরালয়ে চলিয়া গেল। পরে দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বৃহস্পতির চরণে প্রণাম করেন, বীর্যবান রাম সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরোহিত বশিষ্ঠের পদে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটস্থ একখানি উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন।

ভরত মস্তকে যুক্তকর স্থাপন করিয়া রামকে বলিলেন, “আর্য, আপনি আমার জননীর সম্মান রক্ষা করিয়া আমাকে এই রাজ্য দিয়াছিলেন। এখন আপনার প্রদত্ত রাজ্য আমি আবার আপনাকেই দিতেছি। আমি এই রাজ্যশাসনের গুরুভার বহন করিতে পারিতেছি না। অরিন্দম, গর্দভ যেমন অশ্বের এবং কাক যেমন হংসের গতি অবলম্বন করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও আপনার স্থান পূরণে অক্ষম। রঘুনন্দন, আজ জগতের সকলে মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায় প্রতাপশালী আপনাকে রাজপদে অভিষিক্ত দেখুক।”

ভরতের কথার উত্তরে রাম “তাহাই হউক” বলিয়া সম্মতি জানাইলেন।

শত্রুঘ্নের আদেশে নিপুণ শ্মশ্রুচ্ছেদকেরা (নাপিতেরা) সত্বর সেখানে আসিয়া রামের চারিদিকে সমবেত হইল। অগ্রে ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব ও বিভীষণ স্নানাদি সম্পন্ন করিলেন। পরে রাম জটামুণ্ডন ও স্নানান্তে বিচিত্র মাল্য, চন্দনাদি অনুলেপন ও মহামূল্য বসনে শোভিত হইলেন। শত্রুঘ্ন রাম-লক্ষ্মণকে অলঙ্কারে ভূষিত করিলেন। মনস্বিনী দশরথ-পত্নীরা স্বহস্তে সীতাকে মনোহর অলঙ্কারাদি পরাইলেন। পুত্রবৎসলা কৌশল্যা সানন্দে ও সযত্নে বানররমণীদের সজ্জিত করিয়া দিলেন।

তখন সারথি সুমন্ত্র সুশোভন রথ লইয়া আসিলে, রাম তাহাতে আরোহণ করিলেন। সর্বালঙ্কারভূষিতা সীতা ও সুগ্রীবের পত্নীরা নগরদর্শনের জন্য সমুৎসুক হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রথ রাম প্রভৃতিকে বহন করিয়া অযোধ্যার দিকে চলিল। ভরত অশ্বের রশ্মি (রজ্জু) এবং শত্রুঘ্ন ছত্র ধারণ করিলেন। লক্ষ্মণ (তালবৃন্তের) ব্যজন (পাখা) লইয়া রামের মস্তকে ব্যজন করিতে (বাতাস দিতে) লাগিলেন। বিভীষণ শ্বেত চামর ধরিয়া এক পার্শ্বে অবস্থান করিতে থাকিলেন। সুগ্রীব শত্রুঞ্জয় নামক হস্তীতে আরোহণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অন্যান্য বানরগণ মনুষ্যবেশে বিভূষিত হইয়া গজপৃষ্ঠে রামের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনিতে চারিদিক নিনাদিত হইতে লাগিল। নগরবাসীরা ভ্রাতৃগণে পরিবৃত রামকে জয়ধ্বনিদ্বারা সংবর্ধিত করিয়া এবং রাম কর্তৃক প্রত্যভিনন্দিত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। এইরূপে অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণগণ ও প্রজাবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাম নক্ষত্রগণে পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন। তখন রাম মন্ত্রিগণের নিকটে সুগ্রীবের মিত্রতা, পবননন্দন হনুমানের

বিক্রম ও অপরাপর বানরগণের অদ্ভুত কার্যাবলীর কথা বলিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া পুরবাসীরা বিস্মিত হইল। এইরূপে রাম অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। তিনি স্বগৃহে সুগ্রীবের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া নিজ পিতা দশরথের ভবনে গেলেন।

ভরতের অনুরোধে সুগ্রীব জাম্ববান, হনুমান, বেগদর্শী ও ঋষভ এই চারি বানরপ্রধানকে চারিটি সর্বরত্নবিভূষিত সুবর্ণ ঘট দিয়া বলিলেন, "তোমরা চারি সাগরের জলে ঘট পূর্ণ করিয়া যাহাতে আগামী প্রত্যূষে এখানে ফিরিতে পার, সে জন্য সচেষ্ট হও।" তাঁহারা সত্বর আকাশপথে গিয়া, পঞ্চশত নদী ও চারি সমুদ্র হইতে কলসী পূর্ণ করিয়া জল লইয়া আসিলেন।

পরদিন যথাসময়ে বৃদ্ধ বশিষ্ঠ ও অপরাপর ব্রাহ্মণেরা রাম ও সীতাকে রত্নময় পীঠে উপবেশন করাইলেন। তারপর বশিষ্ঠ, বিজয়, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম, বামদেব প্রভৃতি পুরোহিতেরা নির্মল ও সুগন্ধ জলের দ্বারা রামের অভিষেক সম্পন্ন করিলেন। বশিষ্ঠ তাঁহার মস্তকে ব্রহ্মার নিমিত ও বংশপরম্পরাগত রত্নময় রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন। অন্যান্য ঋত্বিকেরা তাঁহাকে অলঙ্কারাদির দ্বারা বিভূষিত করিলেন। শত্রুঘ্ন রামের মস্তকে শুভ শ্বেত ছত্র ধারণ করিলেন এবং সুগ্রীব ও বিভীষণ শ্বেত চামরের দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

তারপর রাম ব্রাহ্মণদিগকে বহু ধেনু*, গো, বৃষ, অশ্ব, স্বর্ণ এবং মহামূল্য বস্ত্র ও আভরণ দান করিলেন। তিনি সুগ্রীবকে দিব্য মণিময় কাঞ্চনমালা, অঙ্গদকে বৈদূর্যময় অঙ্গদ (কেয়ূর) এবং সীতাকে মণিবিজড়িত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট মুক্তাহার,

* নবপ্রসূত বৎসবতী। (গোঃ)। ধেনুঃ-স্যান্নবসূতিকে—(অমর)।

দিব্য বসন ও শোভন অলঙ্কারাদি দিলেন। সীতা তাঁহার কণ্ঠ হইতে সেই হার খুলিয়া বারংবার স্বামী ও বানরগণের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। রাম সীতার মনোভাব বুঝিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছ, তাহাকেই ঐ হার দাও।" স্বামীর অনুমতি পাইয়া সীতা নিত্য (সতত) তেজ, ধৈর্য, যশ, নৈপুণ্য, সামর্থ্য, বিনয়, নীতি, পৌরুষ, বিক্রম ও বুদ্ধির আধার হনুমানকে সেই হার উপহার দিলেন। হনুমান সেই চন্দ্রকিরণতুল্য গৌরবর্ণ হার গলায় পরিয়া শ্বেতবর্ণ মেঘযুক্ত পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অন্যান্য বানরপ্রধানেরা এবং বিভীষণ, জাম্ববান প্রভৃতি সকলেই বহুমূল্য বসনভূষণ ও প্রচুর ধনরত্নাদি লাভে সম্মানিত হইলেন। এইরূপে আপ্যায়িত হইয়া সুগ্রীব ও বিভীষণাদি সদল-বলে নিজ নিজ দেশে ফিরিলেন।

পরম উদারপ্রকৃতি মহাযশস্বী ধর্মবৎসল রাম রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্মজ্ঞ লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ, আমাদের পূর্বপুরুষেরা সসৈন্যে যে রাজ্য পালন করিয়া গিয়াছেন, তুমি যুবরাজ হইয়া আমার সহিত সে রাজ্যভার গ্রহণ কর।" কিন্তু লক্ষ্মণ কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন রাম ভরতকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

রাম দশহাজার বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি, ভ্রাতা মিত্র ও বান্ধবগণের সাহায্যে দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অন্যান্য বহু যজ্ঞ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে কোন স্ত্রীলোক বিধবা হয় নাই, হিংস্র প্রাণী ও ব্যাধির ভয় ছিল না, পৃথিবী দস্যুশূন্য ছিল, কাহারও অনর্থ ঘটে নাই এবং বৃদ্ধকে বালকের (অপ্রাপ্তবয়স্কের) প্রেতকার্য (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) করিতে হয় নাই। রামের দৃষ্টান্তে সকলেই ধর্ম-

পথে থাকিয়া আনন্দে জীবন কাটাইত, কেহ কাহাকেও হিংসা করিত না। রামরাজ্যে সকলেই রোগ-শোক-বিহীন হইয়া ও অনেক পুত্রাদি লাভ করিয়া বহু সহস্র বৎসর (দীর্ঘকাল) জীবিত থাকিত। বৃক্ষসকল নিত্য ফল-মূল-পুষ্পশালী ছিল। মেঘ প্রচুর বারিবর্ষণ করিত এবং বায়ু সুখস্পর্শ ছিল। প্রজারা সন্তুষ্টচিত্তে নিজ নিজ কার্য ও ধর্মানুষ্ঠান করিত, কখনও অসত্যাচরণ করিত না। সকলে সুলক্ষণসম্পন্ন ও ধর্মপরায়ণ ছিল।

পুরাকালে মহর্ষি বাল্মীকি বেদমূল (বেদার্থ-প্রতিপাদক) এই আদি কাব্য রচনা করেন। ইহা ধর্ম, যশ ও আয়ুপ্রদ এবং রাজগণের বিজয়াবহ (বিজয়দাতা)। ইহা শুনিলে লোকে পাপমুক্ত হয়, পুত্রকামী পুত্র ও ধনকামী (ধনাকাঙ্ক্ষী) ধন পায়, স্ত্রীলোকে কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীর পুত্রগণের ন্যায় দীর্ঘজীবন পুত্র লাভ করে। রামের বিজয়কাহিনী সম্বলিত এই রামায়ণ শ্রবণ করিলে লোকে দীর্ঘায়ু হয়। যিনি শ্রদ্ধাবান ও জিতক্রোধ হইয়া বাল্মীকি-প্রণীত এই কাব্য শোনেন তিনি সকল সঙ্কট অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইহা শোনেন, তাঁহারা রামের নিকট বাঞ্ছিত বর লাভ করেন এবং দেবতারা তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট হন। এই গ্রন্থ গৃহে থাকিলে, গৃহস্থিত বিঘ্নকারী অপদেবতাগণের উপদ্রব প্রশমিত (নিবারিত) হয় (অর্থাৎ সকল বিঘ্ন দূর হয়), রাজা রাজ্যজয়ে সমর্থ হন, প্রবাসী ব্যক্তি সুখী হয়। রজস্বলা স্ত্রীলোক এই রামায়ণ শুনিলে উত্তম পুত্র লাভ করে। এই পুরাতন ইতিহাস পূজা ও পাঠ করিলে, লোকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। এই রামায়ণ আদ্যোপান্ত শ্রবণ বা পাঠে অবশ্য ঐশ্বর্য ও পুত্রলাভ হয় এবং রামচন্দ্র ইহার শ্রোতা ও পাঠকের

উপর সতত সন্তুষ্ট থাকেন। মহাবাহু রামই সনাতন বিষ্ণু, আদিদেব, হরি, নারায়ণ, ভগবান্। এই রামায়ণ-কাহিনী পুরাবৃত্ত অবলম্বনে রচিত; ইহা পাঠে তোমাদের মঙ্গল হউক। ধীরচিত্তে (শান্তমনে) মুক্তকণ্ঠে বল—'বিষ্ণুর বল বিবর্ধিত হউক।'* এই রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণে দেবগণ তুষ্ট হন এবং পিতৃগণ সর্বদা তৃপ্ত থাকেন। যাঁহারা ঋষিকৃত এই রামসংহিতা (রামায়ণ) ভক্তিপূর্বক লিখেন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে বাস হয়। এই মহার্থযুক্ত মঙ্গলকর কাব্য শুনিলে ইহলোকে কুটুম্ববৃদ্ধি, ধনধান্যবৃদ্ধি, উত্তম স্ত্রীলাভ, পরম সুখলাভ এবং সকল অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা আরোগ্য, আয়ু, যশ, বল, বুদ্ধি, ভ্রাতৃপ্রেম ও কল্যাণদায়ক। সুতরাং ঋদ্ধিকামী (উন্নতিকামী) সজ্জনদিগের ইহা নিয়মিত ভাবে শ্রবণ করা উচিত। (১২৮ সর্গ)

লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত

---

* বলং বিষ্ণোঃ প্রবর্ধতাম্ (মূল)

উত্তরকাণ্ড

১

রামের নিকট অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণের আগমন—বৈশ্রবণ কুবেরের কথা—রাক্ষসদিগের উৎপত্তি ও বংশ বিবরণ—নারায়ণের হস্তে রাক্ষসগণের পরাজয় এবং লঙ্কা ত্যাগ করিয়া পাতালে গমন

রাক্ষসকুলবধের পর রাম অযোধ্যা রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, চারিদিক্ হইতে সশিষ্য মুনিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য অযোধ্যায় আসিতে লাগিলেন। পূর্বদিক্‌বাসী কৌশিক যবক্রীত গর্গ্য গালব কণ্ব প্রভৃতি, দক্ষিণদিক্‌বাসী স্বস্ত্যাত্রেয় নমুচি প্রমুচি অগস্ত্য অত্রি সুমুখ বিমুখ প্রভৃতি, পশ্চিমদিক্‌নিবাসী নৃষঙ্গু কবষী ধৌম্য কৌশেয় প্রভৃতি এবং নিয়তউত্তরদিক্‌বাসী বশিষ্ঠ কশ্যপ অত্রি বিশ্বামিত্র গৌতম জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ এই সপ্তর্ষি রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাম উঠিয়া সেই মহর্ষিগণকে অভ্যর্থনা এবং করযোড়ে পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি নিবেদন করিয়া তাঁহাদিগকে আসন দিতে আদেশ করিলেন। পরে তাঁহারা যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলে, রাম তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "রাম, আমাদের সব মঙ্গল। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তুমি রাবণকে পুত্রপৌত্রাদি-সহ নিহত করিয়া শত্রুহীন হইয়াছ এবং এখন সীতার, মাতাদের ও ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া কুশলে আছ। কিন্তু রাবণের পরাজয় বিশেষ কিছু নয়—রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ যে নিহত হইয়াছে ইহাই খুব সৌভাগ্যের কথা এবং এই জন্যই আমরা তোমার অভিনন্দন করিতেছি।"

রাম পরম বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনারা রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এই দুই মহাবীর এবং মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, অতিকায়, ত্রিশিরা প্রভৃতি মহাবীর্যবান রাক্ষসগণকে অগ্রাহ্য (উপেক্ষা বা তুচ্ছ জ্ঞান) করিয়া রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতেছেন কেন? ইন্দ্রজিৎ কিরূপে তাহার পিতার অপেক্ষা অধিকতর বলশালী হইল, তাহা আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনারা উহা আমাকে বলুন।"

ইহা শুনিয়া মহাতেজা অগস্ত্য বলিলেন, "রাম, আমি অগ্রে রাবণের কুল, জন্ম ও বরপ্রাপ্তির কথা বলিয়া পরে তাহার পুত্র ইন্দ্রজিতের বলবীর্যের বিষয় বলিতেছি, শোন। পুরাকালে সত্য-যুগে প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য তপস্যা করিবার জন্য সুমেরু পর্বতের পার্শ্বে রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করেন। তাঁহাদের এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্রের নাম বিশ্রবা। অল্পদিনের মধ্যে তিনিও তাঁহার পিতার তুল্য তপস্বী হইলেন। ধর্মপরায়ণ বিশ্রবার চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া মহামুনি ভরদ্বাজ বিশ্রবার সহিত নিজ কন্যা দেববর্ণিনীর বিবাহ দিলেন। তাঁহাদের পুত্র শমদমাদিগুণশালী ও বীর্যবান বৈশ্রবণ (কুবের)। তিনি মহাবনে থাকিয়া দুই হাজার বৎসর ঘোর তপস্যা করিলে, ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধনাধিপতি (কুবের) বলিলেন এবং পুষ্পক বিমান দিলেন। এইরূপে ব্রহ্মার বরে বৈশ্রবণ ইন্দ্র, যম ও বরুণের পরে চতুর্থ লোকপাল হইয়া দেবগণের সমকক্ষ হইলেন। তখন ধনাধি-পতি বৈশ্রবণ তাঁহার পিতার নিকটে আসিয়া করযোড়ে তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবান, আমি লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট হইতে অভীষ্ট বর লাভ করিয়াছি। কিন্তু তিনি আমার বাসস্থান স্থির

করিয়া দেন নাই। আমি যেখানে থাকিলে কোন প্রাণীর কোনরূপ কষ্ট না হয়, আপনি আমার জন্য সেইরূপ একটি বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিন। বিশ্রবা পুত্রের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, ‘দক্ষিণ সাগরের তীরে ত্রিকূট নামে পর্বতের শিখরে লঙ্কা নামে একটি বিশাল পুরী আছে। ইন্দ্রের অমরাবতীর তুল্য সেই রমণীয় লঙ্কাপুরী, বিশ্বকর্মা রাক্ষসদিগের বাসের জন্য নির্মাণ করেন। উহা স্বর্ণময় প্রাচীর ও পরিখায় পরিবেষ্টিত এবং নানারূপ যন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্রে সমাবৃত। রাক্ষসেরা বিষ্ণুর ভয়ে ঐ পুরী ছাড়িয়া রসাতলে আশ্রয় লওয়ায় উহা শূন্য পড়িয়া আছে এবং এখন তাহার কোন রাজাও নাই। পুত্র, তুমি সেখানে গিয়া স্বচ্ছন্দে বাস কর; তুমি সেখানে নির্বিঘ্নে বাস করিতে পারিবে, তাহাতে কেহ তোমাকে কোনরূপ বাধা দিবে না।’—পিতার কথায় কুবের বহু সহস্র রাক্ষস সঙ্গে লইয়া লঙ্কায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনাধীনে লঙ্কা শীঘ্রই সর্বৈশ্বর্যশালিনী হইয়া উঠিল। তিনি পুষ্পকে চড়িয়া মাঝে মাঝে পিতামাতার সহিত দেখা করিতে আসিতেন।” (১-৩ সর্গ)

রাম বিস্মিত হইয়া অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবান, কুবেরের পূর্বেও লঙ্কায় রাক্ষস ছিল, ইহা কিরূপে সম্ভব; আমরা শুনিয়াছি যে, পুলস্ত্যের বংশ হইতেই রাক্ষসদের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু আপনি এখন অন্য কথা বলিতেছেন। আগেকার সেই রাক্ষসেরা কি রাবণ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত, বিকট ও রাবণের পুত্রগণের অপেক্ষা অধিকতর বলশালী ছিল? কে ইহাদের পূর্বপুরুষ, তাহার বল কিরূপ ছিল এবং কি অপরাধে বিষ্ণু তাহাদিগকে লঙ্কা হইতে বিতাড়িত করেন—সব আমাকে খুলিয়া (সবিস্তারে বা বিস্তারিত ভাবে) বলুন।”

অগস্ত্য বলিতে লাগিলেন, "পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া পরে কতকগুলি প্রাণী সৃষ্টি করেন। সেই প্রাণীরা 'আমরা কি করিব?'—এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা সযত্নে এই জল রক্ষা কর।' তাহাদের মধ্যে কতক বলিল, 'রক্ষাম' (আমরা রক্ষা করিব) এবং অন্যেরা বলিল, 'যক্ষাম' (আমরা পূজা করিব)। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যাহারা রক্ষাম বলিয়াছ তাহারা রাক্ষস এবং যাহারা যক্ষাম বলিয়াছ তাহারা যক্ষ হইলে।'—সেই রাক্ষসকুলে হেতি ও প্রহেতি নামে দুই ভ্রাতা জন্মে। তাহারা মধুকৈটভের ন্যায় পরাক্রমশালী হয়। প্রহেতি ধার্মিক, সে (তপস্যা করিবার জন্য) তপোবনে যায়। হেতি যমের ভগিনী মহাভয়ঙ্করা ভয়াকে বিবাহ করে। তাহাদের বিদ্যুৎকেশ নামে এক পুত্র হয়। সে যৌবনপ্রাপ্ত হইলে, তাহার পিতা হেতি তাহাকে রাক্ষসী সন্ধ্যার কন্যা সালকটঙ্কটার সহিত বিবাহ দিল। তাহাদের পুত্র সুকেশ। তাহার সহিত গ্রামণী নামক গন্ধর্বের কন্যা রূপযৌবনে ত্রিলোকবিখ্যাতা দেববতীর বিবাহ হয়। তাহাদের মহাবলবান তিনটি পুত্র জন্মে—মাল্যবান, সুমালী ও মালী। ইহারা অতিশয় তেজস্বী ও তপস্যারত ছিল। ব্রহ্মার বরে বলী হইয়া ইহারা নির্ভয়ে সুরাসুরদিগকে উৎপীড়ন করিতে থাকে। তাহাদের অনুরোধে শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা দক্ষিণসাগরের তীরে ত্রিকূট পর্বতের শিখরে লঙ্কানগরী নির্মাণ করেন। মাল্যবান, সুমালী ও মালী সহস্র সহস্র অনুচরসহ সেখানে গিয়া বাস করিতে থাকে। নর্মদা নাম্নী এক গন্ধর্বী ছিল। তাহার হ্রী (লজ্জা), শ্রী (লক্ষ্মী) ও কীর্তির ন্যায় কান্তিমতী তিনটি কন্যা ছিল—সুন্দরী, কেতুমতী ও বসুদা।

নর্মদা সুন্দরীকে মাল্যবানের ; কেতুমতীকে সুমালীর এবং বসুদাকে মালীর হস্তে সমর্পণ করিল। সুন্দরী ও মাল্যবানের বজ্রমুষ্টি, বীরূপাক্ষ, দুর্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত ও উন্মত্ত নামে পুত্র এবং অমলা নাম্নী এক সুন্দরী কন্যা হয়। কেতুমতী ও সুমালীর প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দন্ত, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস ও ভাসকর্ণ নামে মহাবল পুত্র এবং রাকা, পুষ্পোৎকটা ; কৈকসী, কুম্ভনসী নাম্নী কন্যা হয়। বসুদা-মালীর অনল, অনিল, হর ও সম্পাতি নামে পুত্র জন্মে। এই চারিজন রাক্ষসই পরে বিভীষণের অমাত্য হয়।

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মাল্যবান, সুমালী ও মালী অত্যন্ত বলদর্পিত ও তাহাদের পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া দেব, ঋষি, নাগ ও যক্ষগণকে খুব উৎপীড়ন করিতে লাগিল। তাহাতে ভীত হইয়া দেবতা ও ঋষিরা দেবদেব মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে মহাদেব তাঁহাদিগকে বলিলেন, এই রাক্ষসেরা আমার অবধ্য, তোমরা বিষ্ণুর কাছে যাও—তিনিই তাহাদিগকে বধ করিবেন। তখন দেব ও ঋষিগণ জয়ধ্বনিতে মহেশ্বরকে অভিনন্দিত করিয়া বিষ্ণুর নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে রাক্ষসদিগের উৎপীড়নের কথা জানাইলেন। দেবদেব জনার্দন তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা নির্ভয় হও, আমি এই রাক্ষসদিগকে বধ করিব।' ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা সর্বশক্তিমান বিষ্ণুর প্রশংসা করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে এই সংবাদ পাইয়া রাক্ষস মাল্যবান তাহার ভ্রাতৃদ্বয়কে বলিল, 'হরি আমাদিগকে বধ করিবেন বলিয়া আমাদের ভয়ে ভীত দেবগণের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব এখন কি কর্তব্য চিন্তা কর।' সেই কথার উত্তরে সুমালী ও মালী বলিল, 'রাক্ষসেশ্বর,

বিষ্ণুর আমাদের উপর বিদ্বেষের কোন কারণ নাই, দেবতাদের দোষেই বিষ্ণুর মন বিচলিত হইয়াছে, সুতরাং আমরা তাহাদিগকে বধ করিব।' এইরূপ পরামর্শের পর তাহারা যুদ্ধের সকল আয়োজন করিয়া, শত সহস্র রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া দ্রুত দেবলোকের দিকে অগ্রসর হইল। দেবদূতগণের নিকটে এই সংবাদ শুনিয়া পীতাম্বর হরি দিব্য কবচে দেহ আবৃত করিয়া এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ ও শার্ঙ্গধনু হস্তে লইয়া গরুড়ে চড়িয়া রাক্ষসসেনামধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে রাক্ষসসেনা বিধ্বস্ত ও মালী নিহত হইল। সুমালী ও মাল্যবান তুমুল যুদ্ধ করিল, কিন্তু তাহারাও পরাজিত হইল। তখন তাহারা লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া, সপরিবারে পাতালে গিয়া বাস করিতে লাগিল। রাম, সালকটঙ্কটার বংশের মাল্যবান সুমালী মালী প্রভৃতি ও পুলস্ত্যবংশীয় রাবণ প্রভৃতি অপেক্ষাও অধিকতর বলশালী ছিল। শঙ্খ-চক্র-গদাধর দেব নারায়ণ ভিন্ন আর কেহ দেবশত্রু রাক্ষসদিগকে বধ করিতে পারে না। রাম, তুমি সেই সনাতন দেব নারায়ণ, রাক্ষস বধ করিবার জন্য মায়াবলে রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। রাক্ষস সুমালী প্রভৃতি পাতালে আশ্রয় লইলে, ধনেশ্বর কুবের লঙ্কায় বাস করিতে লাগিলেন।" (সর্গ ৮ শেষ)

২

রাবণাদির পূর্ব বিবরণ—রাবণের কুবেরজয়—মহাদেব কর্তৃক রাবণের নিগ্রহ —রাবণের তপস্যা ও মহাদেবের নিকট হইতে বরলাভ (৯-১৬)

"পরে সুমালী এক সময় তাঁহার পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী কন্যা কৈকসীকে* সঙ্গে লইয়া রসাতল হইতে মর্ত্যলোকে আসিল। তখন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সে ধনেশ্বরকে দেখিতে পাইল। কুবের তখন পুষ্পকে আরোহণ করিয়া তাঁহার পিতা পুলস্ত্যকে দেখিতে যাইতেছিলেন। পাবকতুল্য (অগ্নিতুল্য) ও দেবোপম কুবেরকে সেই অবস্থায় দেখিয়া সুমালী বিস্মিত হইল এবং পাতালে ফিরিয়া কিরূপে তাহাদের ঐরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, সেই চিন্তা করিতে লাগিল। পরে সে কৈকসীকে বলিল, 'পুত্রী, তোমার যৌবন অতীত হইতেছে; ইহাই বিবাহের যোগ্যকাল। তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সর্বগুণে বিভূষিতা; সুতরাং আমরা তোমার উপযুক্ত পতিলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি। তুমি প্রজাপতি-কুলোদ্ভব পুলস্ত্যনন্দন মুনিবর বিশ্রবাকে পতিত্বে বরণ কর। তাহা হইলে তোমার ধনেশ্বর কুবেরের ন্যায় তেজস্বী পুত্র জন্মিবে।' পিতার কথায় কৈকসী বিশ্রবা যেখানে তপস্যা করিতেন, সেখানে গেলেন। তখন প্রদোষকাল এবং বিশ্রবা প্রদোষকালীন হোম করিতেছিলেন। কিন্তু কৈকসী দারুণ প্রদোষকালের বিষয় বিবেচনা না করিয়াই বিশ্রবার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অধোমুখে পায়ের অঙ্গুষ্ঠাগ্রের দ্বারা বারংবার মৃত্তিকায় রেখাঙ্কন করিতে লাগিল। পরম উদারপ্রকৃতি মুনি তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্রে, তুমি কাহার কন্যা, কোথা হইতে ও কি জন্য এখানে আসিয়াছ এবং আমাকেই বা কি

---

* কৈকসীর অন্য নাম নিকষা।

করিতে হইবে সব খুলিয়া বল।' কৈকসী করজোড়ে বলিল, 'ব্রহ্মর্ষি, আমি কৈকসী, সুমালীর কন্যা, পিতার আদেশে এখানে আসিয়াছি; অবশিষ্ট কথা আপনি নিজের প্রভাবে (তপোবলে) অবগত হউন।' বিশ্রবা-মুনি ধ্যানযোগে কৈকসীর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'ভদ্রে, আমি তোমার মনোভাব এবং এখানে আসিবার কারণ বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি পুত্রকামনা করিতেছ, কিন্তু দারুণ প্রদোষকালে আমার নিকটে আসিয়াছ বলিয়া তুমি ভীষণাকৃতি ও ক্রূরকর্মা রাক্ষসগণকে প্রসব করিবে।' বিশ্রবার এই কথা শুনিয়া কৈকসী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'ভগবান, আপনি ব্রহ্মবাদী, আপনার নিকটে আমি এরূপ দুরাচার পুত্র কামনা করি না, আপনি আমার প্রতি সদয় হউন।' তখন বিশ্রবা আবার কৈকসীকে বলিলেন, 'শুভাননা, তোমার কনিষ্ঠ পুত্র আমার বংশের যোগ্য ও ধার্মিক হইবে।'

যথাসময়ে কৈকসী এক অতি দারুণ ও বীভৎস রাক্ষস প্রসব করিল। সেই রাক্ষসের দশটি মাথা, কুড়িটি হাত, মুখগুলি বিশাল, ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, দাঁতগুলি প্রকাণ্ড, মাথার চুলগুলি প্রদীপ্ত অগ্নিবর্ণ এবং গায়ের রং নীলাঞ্জনতুল্য। সে জন্মিলে শৃগালদিগের মুখ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল, গৃধ্রাদি চক্রাকারে বামাবর্তে উড়িতে আরম্ভ করিল, দেবতারা রক্ত বৃষ্টি করিলেন, মেঘসকল ঘোর গর্জন করিতে লাগিল, সূর্য রশ্মিদানে বিরত হইলেন, মহোল্কাপাত হইতে থাকিল, পৃথিবী কম্পিত হইলেন, সুদারুণ বায়ু বহিতে লাগিল এবং অক্ষোভ্য সাগর ক্ষুভিত (আলোড়িত) হইয়া উঠিল। দশগ্রীবা সহ জন্মিয়াছে বলিয়া পিতা বিশ্রবা পুত্রের নাম রাখিলেন দশগ্রীব। তারপর বিপুলদেহ মহাবল কুম্ভকর্ণ জন্মগ্রহণ

করিল। পরে বিকৃতাননা শূর্পণখা জন্মিল। ধর্মাত্মা বিভীষণ কৈকসীর কনিষ্ঠ পুত্র। তাহার জন্মসময়ে পুষ্পবৃষ্টি এবং আকাশে দেবদুন্দুভিধ্বনি হইল। তারপর মহাবল কুম্ভকর্ণ ও দশগ্রীব সকল প্রাণীর উদ্বেগ জন্মাইয়া সেই মহারণ্যে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ধর্মাত্মা বিভীষণ সর্বদা ধর্মকার্যাদিতে রত থাকিয়া দিনপাত করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে ধনেশ্বর কুবের এক সময়ে পুষ্পকে চড়িয়া পিতার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাহাকে দেখিয়া কৈকসী দশগ্রীবকে বলিল, 'পুত্র, তোমার ভ্রাতা তেজোদীপ্ত ধনেশ্বর কুবেরকে দেখ এবং যাহাতে তাহার মত হইতে পার, সেজন্য চেষ্টা কর।' মাতার কথা শুনিয়া প্রতাপবান দশগ্রীব যারপরনাই ঈর্ষান্বিত হইয়া বলিল, 'মা, তুমি দুঃখ করিও না—আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি ভ্রাতার তুল্য বা তাহার অপেক্ষাও বেশী তেজশালী হইব।' তারপর সে তপস্যার দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধির মানসে অনুজদিগের সহিত গোকর্ণাশ্রমে গিয়া ঘোর তপস্যা করিতে লাগিল। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণসহ সেখানে আসিয়া তাহাকে বলিলেন 'দশগ্রীব, আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি, তুমি ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।' দশগ্রীব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'ভগবান, প্রাণীরা সর্বদা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া থাকে, তাহাদের মৃত্যুর তুল্য আর কোন শত্রু নাই; সুতরাং আমি অমর হইতে চাই।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'অমরত্ব সকলের জন্য নয় (সকলেই অমরত্ব লাভ করিতে পারে না); তোমাকে আমি অমর করিতে পারিব না; তুমি অন্য কোন বর লও।' রাম, লোককর্তা ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, দশগ্রীব করজোড়ে বলিল, 'হে প্রজাপতি, হে

শাশ্বত, আমি যেন পক্ষী, সর্প, যক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস ও দেবগণের অবধ্য হই। হে দেবপূজিত, মানুষ প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণীদের জন্য আমি চিন্তা করি না, আমি তাহাদের তৃণতুল্য মনে করি।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'তাহাই হইবে। আর তোমাকে আমি অন্য একটি দুর্লভ বরও দিতেছি—তুমি ইচ্ছামাত্রেই যে কোন রূপ ধরিতে পারিবে।' রাম, পিতামহ দশগ্রীবকে এইরূপ বলিয়া বিভীষণকে বলিলেন, 'বৎস বিভীষণ, তোমার ধর্মবুদ্ধিতে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি—তুমি বর প্রার্থনা কর।' ধর্মাত্মা বিভীষণ করজোড়ে বলিলেন, 'ভগবান, মহাবিপদে পড়িলেও যেন আমার ধর্মে মতি থাকে, (সদ্গুরুর নিকট) শিক্ষা ছাড়াই যেন আমি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারি।' ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'বৎস, তাহাই হইবে। আর রাক্ষসকুলে জন্মিয়াও তোমার অধর্মে মতি হয় নাই, সেজন্য তোমাকে আমি অমরত্ব দিতেছি।' তারপর ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বরদানে উদ্যত হইলে, দেবগণ করজোড়ে ব্রহ্মাকে বলিলেন, 'দেব, এই দুর্মতি ত্রিলোককে ত্রাসিত (ভীত) করিয়া তুলিয়াছে, সুতরাং আপনি ইহাকে বর দিবেন না। এই রাক্ষস নন্দনবনে ইন্দ্রের দশজন অনুচর, সাতটি অপ্সরা এবং বহু ঋষি ও মনুষ্যকে খাইয়াছে। এ বর না পাইয়াই এইরূপ করিয়াছে, বর পাইলে ত্রিভুবনের সকলকে খাইয়া ফেলিবে। অতএব আপনি বরদানের ছল করিয়া ইহাকে মোহ দিন। তাহা হইলে ত্রিলোকের মঙ্গল হইবে এবং ইহারও সম্মান করা হইবে। তখন ব্রহ্মা দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন এবং তিনি আসিলে তাঁহাকে বলিলেন, 'বাণী, তুমি কুম্ভকর্ণের মুখে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাহাকে দিয়া দেবগণের বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করাও।'—ব্রহ্মার কথায় সরস্বতী কুম্ভকর্ণের

মুখে প্রবেশ করিলেন। তখন ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বলিলেন, 'মহাবাহু, তুমি তোমার ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর।' সরস্বতীর আবেশে কুম্ভকর্ণ বলিল, 'দেবদেব, আমার ইচ্ছা, আমি বহু বৎসর নিদ্রা যাই।' 'তাহাই হউক,' বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণের সহিত প্রস্থান করিলেন। তখন সরস্বতীর আবেশ (ভর) হইতে মুক্ত হইয়া কুম্ভকর্ণ দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'আজ আমার মুখ হইতে এমন কথা বাহির হইল কেন ? বোধ হয়, সমাগত দেবতারা তখন আমাকে বিমোহিত করিয়াছিলেন।' (যাহা হউক) দীপ্ততেজা সেই তিন ভ্রাতা এইরূপ বর লাভ করিয়া, শ্লেষ্মাতকবনে (পিতার তপোবনে) গিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল।

সুমালী সেই নিশাচরদের বরপ্রাপ্তির কথা শ্রবণে ভয় ত্যাগ করিয়া অনুচরগণের সহিত রসাতল হইতে উঠিয়া আসিয়া দশগ্রীবকে বলিল, 'বৎস, ভাগ্যক্রমে তুমি ব্রহ্মার নিকট হইতে উৎকৃষ্ট বর পাইয়াছ। মহাবাহু, বিষ্ণুর ভয়ে আমরা লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া পাতালে গিয়াছিলাম, এখন আমাদের সে ভয় দূর হইয়াছে। এখন তোমার ভ্রাতা কুবের লঙ্কায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তুমি সাম, দান বা বলে লঙ্কা পুনরধিকার করিয়া রাক্ষসকুলের অধীশ্বর হও।' মাতামহকে দশগ্রীব বলিল, 'ধনপতি কুবের আমাদের গুরুজন, সুতরাং আপনার এমন কথা বলা উচিত নয়।' ইহা শুনিয়া সুমালী আর কিছু বলিল না।

তাহার পর কিছুকাল অতীত হইলে (রাবণের মাতুল) প্রহস্ত একদিন তাহাকে বলিল, 'দশগ্রীব, তোমার মাতামহকে ঐরূপ কথা বলা সঙ্গত হয় নাই। বীরদিগের মধ্যে যে সৌভ্রাত্র (ভ্রাতৃপ্রেম) নাই, আমি তাহার উদাহরণ দিতেছি। কেবল তুমিই যে ভ্রাতৃ-

দ্রোহরূপ বিপরীত আচরণ করিবে তাহা নয়। পুরাকালে সুরাসুরগণও এইরূপ আচরণ করিয়াছেন। সুতরাং তুমি আমার কথামত কাজ কর।' এই কথা শুনিয়া রাবণ কিছুকাল চিন্তা করিয়া প্রহস্তের প্রস্তাবে সম্মত হইল। সেই দিনই সে রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কার নিকটস্থ বনে গেল এবং প্রহস্তকে বলিল, 'রাক্ষসপুঙ্গব, তুমি দূত হইয়া কুবেরের নিকটে যাও। তাঁহাকে বলিবে, লঙ্কাপুরী পূর্বে রাক্ষসদিগের ছিল, তাঁহার সেখানে বাস করা উচিত নয়— তিনি তাহা আমাদিগকে দিয়া আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন ও ধর্ম রক্ষা করুন।'

প্রহস্ত লঙ্কাপুরীতে যাইয়া কুবেরকে ঐকথা বলিলে তিনি বলিলেন, 'আমার পিতা রাক্ষসশূন্য এই লঙ্কাপুরী আমাকে দিয়াছিলেন, এবং আমি ধনমানাদি বিতরণে এখানে যক্ষদের বসতি স্থাপন করিয়াছি। যাহা হউক, তুমি রাবণকে বলিবে, তিনি অকণ্টকে আমার সহিত এই রাজ্য ও আমার সমস্ত ঐশ্বর্য ভোগ করিতে পারেন।'

পরে কুবের পিতা বিশ্রবার নিকটে গিয়া তাঁহাকে সকল বিষয় জানাইলেন। তিনি বলিলেন, 'পুত্র, দুর্মতি দশানন আমার নিকটেও এই কথা বলিয়াছিল। সেজন্য আমি তাহাকে খুব তিরস্কার করিয়াছি এবং ক্রুদ্ধ হইয়া "তুমি ধ্বংস হইবে" পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিয়াছি। বৎস, তুমি আমার হিতকথা শোন। দশানন এখন বরলাভে মোহিত হইয়া মান্যামান্য বিচার করে না। সুতরাং তুমি তোমার অনুচরগণের সহিত লঙ্কা ত্যাগ করিয়া কৈলাস-পর্বতে গিয়া বাস কর। সেখানে নদীশ্রেষ্ঠা রমণীয়া মন্দাকিনী বিরাজমানা এবং দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ ও কিন্নরগণ সর্বদা বিহার করিয়া

থাকে। কুবের, তোমার পক্ষে বরদৃপ্ত রাবণের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হইবে না।'—পিতার কথানুযায়ী কুবের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, আমত্য, বাহন ও ধনাদিসহ কৈলাসে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে ইন্দ্রের অমরাবতীতুল্য পুরী নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

প্রহস্তের নিকটে কুবেরের লঙ্কাত্যাগের সংবাদ পাইয়া, দশানন ভ্রাতৃগণের সহিত সদলবলে সেখানে আসিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইল। পরে ভ্রাতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া দশানন দানবেন্দ্র বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত ভগ্নী শূর্পণখার বিবাহ দিল। তারপর একদিন মৃগয়া করিতে গিয়া দশানন ময়-দানব ও তাঁহার কন্যাকে দেখিতে পাইল। দশানন ময়কে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কে এবং কি জন্যই বা একাকী এই কন্যার সহিত পশু ও জনমানবহীন বনে বাস করিতেছেন?' ময় নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, দেবলোকে হেমানাম্নী এক অপ্সরা আছে। দেবতারা আমাকে সেই অপ্সরা সম্প্রদান করেন। আমার এই কন্যা সেই হেমার গর্ভে জন্মিয়াছে। আমাদের মায়াবী ও দুন্দুভি* নামে দুইটি পুত্রও আছে। হেমা ত্রয়োদশ বৎসর হইল দেবকার্যের জন্য দেবলোকে বাস করিতেছে। তাহার বিরহে আমি মায়াবলে (বিচিত্র কৌশলে) স্বর্ণ, হীরক ও বৈদূর্য-ভূষিত এক পুরী নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতেছিলাম। এখন আমি এই কন্যার যোগ্য পাত্রের সন্ধানে ফিরিতেছি।—বৎস, তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি সব বলিলাম। তুমি কে?'

তখন দশানন বিনীতভাবে বলিলেন, 'আমি পুলস্ত্য-তনয়

*কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে যে মায়াবী ও দুন্দুভির কথা আছে তাহারা অসুরজাতীয় ও অন্যলোক।

বিশ্রবা-মুনির পুত্র, আমার নাম দশানন।' দানবশ্রেষ্ঠ ময় রাবণের এই কথায় তাঁহাকে মহর্ষি-তনয় জানিয়া, তাঁহার করের দ্বারা নিজ কন্যার কর গ্রহণ করাইয়া সহাস্যে বলিলেন, 'রাক্ষসরাজ, আমার এই কন্যার নাম মন্দোদরী, তুমি ইহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর।' দশানন তাহাতে সম্মত হইয়া সেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া (তাহার সম্মুখে) মন্দোদরীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তারপর ময় রাবণকে তপস্যালব্ধ একটি অমোঘ শক্তি অস্ত্র দান করিলেন। এই শক্তির দ্বারাই রাবণ পরে লক্ষ্মণকে আহত করিয়াছিলেন।

তারপর দশানন লঙ্কানগরীতে ফিরিয়া বৈরোচন-পুত্র বলির দৌহিত্রী বজ্রজ্বালার সহিত কুম্ভকর্ণের এবং গন্ধর্বরাজ মহাত্মা শৈলূষের তনয়া ধর্মজ্ঞা সরমার সহিত বিভীষণের বিবাহ দিলেন। পরে মন্দোদরীর একটি পুত্র জন্মিল। জন্মিয়াই সে মেঘগর্জনের ন্যায় সুমহান্ নাদে রোদন করিতে থাকায় দশানন তাহার নাম রাখিলেন মেঘনাদ। রাম, তাহাকেই তোমরা ইন্দ্রজিৎ বলিয়া থাক।

কিছুদিন অতীত হইলে, ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিদ্রা জৃম্ভণাদিরূপ ধারণ করিয়া কুম্ভকর্ণের নিকটে আসিল। তখন কুম্ভকর্ণ দশাননকে বলিলেন, 'রাজা, আমি নিদ্রায় অভিভূত হইতেছি, আমার জন্য শয়নগৃহ প্রস্তুত করাইয়া দাও।' রাজাদেশে বিশ্বকর্মাতুল্য শিল্পীরা কুম্ভকর্ণের জন্য এক যোজন বিস্তীর্ণ, তাহার দ্বিগুণ দীর্ঘ, সর্বত্র স্বর্ণ ও মণিরত্নাদি বিভূষিত, সর্বসুখকর ও মনোহর একটি গৃহ নির্মাণ করিল। মহাবল কুম্ভকর্ণ সেখানে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকিলেন।

তারপর নিরঙ্কুশ দশানন দেবতা, ঋষি, যক্ষ ও গন্ধর্বদিগকে বধ এবং নন্দন প্রভৃতি বিচিত্র উদ্যানসকল ভগ্ন করিতে লাগিলেন।

ধর্মজ্ঞ কুবের তাহা জানিতে পারিয়া ভ্রাতা দশাননকে হিতোপদেশ দিয়া তাঁহার কাছে দূত পাঠাইলেন। দূত লঙ্কায় আসিয়া বিভীষণের সহিত দেখা করিল। বিভীষণ ধনেশ্বর ও জ্ঞাতিগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া সেই দূতকে সভায় সমাসীন দশাননের নিকটে লইয়া গেলেন। দূত জয়োচ্চারণ করিয়া ক্ষণকাল মৌন রহিল। পরে সসম্মানে বলিল, 'রাক্ষসরাজ, আপনার ভ্রাতা বৈশ্রবণ কুবের নিজ কুল ও চরিত্রানুরূপ যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা আপনাকে নিবেদন করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন—"তুমি এপর্যন্ত যে সকল দুষ্কার্য করিয়াছ তাহাই যথেষ্ট, এখন সংযতচরিত্র হও, পারিলে সাধুজনোচিত ধর্মাচরণ কর। আমি রুদ্রের প্রসাদ (অনুগ্রহ) লাভের জন্য হিমালয়ে ধর্মোপাসনা করিতে গিয়াছিলাম। বহুবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যায় শঙ্করের বন্ধুত্বলাভের পর ফিরিয়া তোমার পাপাচরণের কথা শুনিতে পাইলাম। দেবতা ও ঋষিরা তোমার বধোপায় চিন্তা করিতেছেন, তুমি কুলদূষণ (কুলদোষকর) অধর্মাচরণ হইতে বিরত হও।"

এই কথা শুনিয়া দশানন ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া দন্ত ও হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া বলিলেন, 'দূত' যিনি তোমাকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন, আমার সেই ভ্রাতা আর তুমি—উভয়েই প্রাণ হারাইবে। মহেশ্বরের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইয়াছে, এই কথাই সেই মূঢ় (নির্বোধ) আমাকে শুনাইতেছে। দূত, কুবের জ্যেষ্ঠ গুরুজন, সুতরাং অবধ্য—এই বিবেচনায়ই আমি এতদিন তাহাকে বধ করি নাই, কিন্তু আর ক্ষমা করা চলিবে না। এখন তাহার কথা শুনিয়া আমি স্থির করিলাম যে, বাহুবলে ত্রিলোক জয় করিব—চারি লোকপালকেই যমালয়ে পাঠাইব।' এই কথা

বলিয়া লঙ্কাধিপতি দশানন খড়্গের আঘাতে দূতকে বধ করিয়া তাহার মৃতদেহ খাইয়া ফেলিবার জন্য রাক্ষসদিগকে দিলেন। (১৩ সর্গ)।

পরে বলগর্বিত দশানন মহোদর, প্রহস্ত, মারীচ, শুক, সারণ ও ধূম্রাক্ষ এই ছয় সচিব এবং বহু সৈন্যাদি লইয়া কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কৈলাস পর্বতে গমন করিলেন। যক্ষেরাও যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। দুই পক্ষে সঙ্কুল (বা ঘোরতর) যুদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু শেষে রাক্ষসগণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া যক্ষেরা পলায়ন করিল। তখন কুবেরের আদেশে মহাযক্ষ মণিভদ্র চারি হাজার যক্ষসেনায় পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে আসিলেন। কিন্তু যক্ষ ও রাক্ষসগণের যুদ্ধপ্রণালী বিভিন্ন। যক্ষেরা সরল উপায়ে যুদ্ধ করে এবং রাক্ষসেরা মায়াবল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করে। সেজন্য রাক্ষসেরা যুদ্ধে অধিক প্রবল। প্রহস্ত, মহোদর ও মারীচ বহু যক্ষসেনা নিহত করিলেন। মণিভদ্র রাবণের নিকট পরাজিত হইলেন। তখন কুবের গদাহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দশাননকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'দুর্মতি, তুই আমার বারণ মানিলি না— নরকে গিয়া ইহার ফল ভোগ করিবি।' পরে কুবের ও দশাননে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর দশাননের গদাঘাতে মূর্ছিত হইয়া কুবের ভূপতিত হইলেন। তখন কুবেরের সচিবেরা তাঁহাকে নন্দনবনে লইয়া গিয়া তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিলেন। কুবেরকে পরাজিত করিয়া দশানন বিজয়চিহ্নস্বরূপ কুবেরের পুষ্পক-রথ গ্রহণ করিলেন।

তারপর দশানন পুষ্পকে আরোহণ করিয়া দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের জন্মস্থান বিশাল শরবনে আসিলেন। সেখানে

আসিয়া পুষ্পকের গতিরোধ হইল। তখন দশানন তাঁহার সচিবগণকে বলিলেন, 'বোধ হয় ইহা এই পর্বতের উপরিস্থিত কাহারও কাজ।' মারীচ বলিলেন, 'পুষ্পক কুবের ভিন্ন অন্য কাহাকেও বহন করে না—সুতরাং অচল হইয়াছে।' এই সময় মহাদেবের অনুচর নন্দী সেখানে আসিলেন। তিনি ভীষণদর্শন, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ, বামন (খর্বাকার), বিকটাকৃতি, মুণ্ডিতশির, হ্রস্বভুজ ও মহাবলশালী। নন্দী নির্ভয়ে রাক্ষসরাজের পাশে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'দশানন, ফিরিয়া যাও, শঙ্কর এই পর্বতে বিহার করেন। ইহা পক্ষী, নাগ, যক্ষ, দেব, গন্ধর্ব ও রাক্ষস প্রভৃতি সকল প্রাণীর অগম্য।'

ইহা শুনিয়া দশানন সক্রোধে পুষ্পক হইতে নামিয়া, রক্তনয়নে 'কে এই শঙ্কর?' বলিয়া কৈলাস পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সেখানে শঙ্করের অদূরে দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় নন্দী দীপ্ত শূলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বানরমুখ দেখিয়া দশানন অবজ্ঞায় সজল মেঘতুল্য গুরুগম্ভীর স্বরে হাসিয়া উঠিলেন। তাহাতে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান নন্দী বলিলেন, 'দশানন, তুমি আমার বানররূপ দেখিয়া অবজ্ঞাভরে হাসিলে, সেই হেতু আমার তুল্য বীর্যবান ও তেজস্বী বানরগণ উৎপন্ন হইয়া তোমার বংশ নাশ করিবে। তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার এবং তোমার পুত্র ও আমত্যগণের প্রবল দর্প দূর করিবে। রাক্ষস, আমি তোমাকে বধ করিতে পারি, কিন্তু এখন তোমাকে বধ করা উচিত হইবে না, কারণ তুমি আপন দুষ্কর্মের দ্বারা পূর্বেই হত হইয়াছ।'

নন্দীর কথা গ্রাহ্য না করিয়া পর্বতের নিকটে আসিয়া দশানন

বলিলেন, 'যাহার জন্য পুষ্পকের গতি রুদ্ধ হইয়াছে, আমি সেই পর্বতকে উন্মুলিত করিব (উপড়াইয়া ফেলিব)। কিসের জোরে শিব এখানে নিয়ত রাজার ন্যায় বিহার করেন, তাহা জানা দরকার। ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা কি তিনি জানেন না ?'—রাম, এই কথা বলিয়া দশানন সেই পর্বতের অধোদেশ তাঁহার বাহুসকলের দ্বারা ধরিয়া তাহা উত্তোলনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার আকর্ষণে পর্বত বিকম্পিত হইল, পর্বতবাসী শিবানুচরগণ বিচলিত হইল এবং পার্বতী চঞ্চল হইয়া মহেশ্বরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। রাম, তখন মহাদেব লীলাভরে পায়ের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা সেই গিরিতে চাপ দিলেন। তাহাতে দশাননের শিলাস্তম্ভতুল্য বাহুসকল নিপীড়িত হইল এবং তিনি যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া ত্রিলোক কম্পিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার অমাত্যগণ বলিলেন, 'দশানন, তুমি নীলকণ্ঠ উমাপতি মহাদেবকে তুষ্ট কর, তিনি ভিন্ন তোমাকে আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তুমি নত মস্তকে স্তুতি করিয়া তাঁহার শরণ লও। শঙ্কর দয়ালু, তিনি তুষ্ট (প্রীত) হইয়া তোমাকে কৃপা করিবেন।' তখন দশানন প্রণত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিবিধ সামগানে মহাদেবের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সহস্র বৎসর অতীত হইলে, মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া পর্বতের চাপ হইতে দশাননের বাহুসকল মুক্ত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'দশানন, আমি তোমার বীরত্বে প্রীত হইয়াছি। পর্বতের পীড়নে নিদারুণ রব করিয়া ত্রিলোককে ভীত করিয়াছিলে বলিয়া তুমি রাবণ নামে খ্যাত হইবে। পৌলস্ত্য, এখন তোমার যে-পথে ইচ্ছা, সে-পথে স্বচ্ছন্দে যাও।' রাবণ বলিলেন, 'দেবদেব, যদি

আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে বর দিন। আমি ব্রহ্মার বরে দেব, দানব, গন্ধর্ব, রাক্ষস, নাগ প্রভৃতির অবধ্য হইয়াছি, এবং দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছি। অল্পবীর্য মানুষদিগকে আমি গ্রাহ্য করি না। আপনি আমাকে এই বর দিন যেন আমার বাকী জীবন নির্বিঘ্নে কাটে—আর সেজন্য আমাকে কোন (সর্বজয়ী) অস্ত্র দিন।' তখন শঙ্কর রাবণকে তাঁহার অভীষ্ট বর ও চন্দ্রহাস নামে বিখ্যাত মহাদীপ্তিশালী খড়্গ দিয়া বলিলেন, 'তুমি ইহাকে অবজ্ঞা করিও না; তাহা করিলে, এই অস্ত্র আমার নিকটে ফিরিয়া আসিবে।' মহাদেবকে অভিবাদন করিয়া রাবণ পুষ্পকে আরোহণ করিলেন। তারপর তিনি পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া মহাবীর্যশালী ক্ষত্রিয়গণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। কোন কোন তেজস্বী যুদ্ধ-দুর্মদ ক্ষত্রিয় বীর রাবণের শাসন (আদেশ) না মানিয়া সপরিজনে বিনষ্ট হইলেন। আবার অপর কেহ কেহ বলদর্পিত (বলগর্বিত) রাবণকে দুর্জয় জানিয়া তাঁহার কাছে পরাজয় স্বীকার করিলেন। (১৬ সর্গ)

৩

বেদবতীর উপাখ্যান—মরুত্ত-অনরণ্যের কথা

এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে রাবণ একদিন হিমালয় পর্বতস্থিত এক বনে উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি কৃষ্ণাজিন-পরিহিত, জটাধারিণী, তপোনিরতা, দেবকন্যার ন্যায় কান্তিমতী একটি কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। সেই রূপবতী কন্যাকে দেখিয়া রাবণ কামমোহিত হইয়া তাঁহাকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্রে, তুমি এরূপ যৌবনবিরুদ্ধ কাজ করিতেছ কেন? এ কাজ তোমার

মত রূপবতীর উপযুক্ত নয়। তোমার অনুপম সৌন্দর্য দেখিলে লোকে কামোন্মত্ত হয়, সুতরাং তোমার তপস্যায় নিরত থাকা অনুচিত। ভদ্রে, তুমি কাহার কন্যা? কিজন্য এই ব্রতাচরণ করিতেছ? বরাননে, তোমার স্বামী কে? ভীরু, যে তোমাকে স্ত্রীরূপে লাভ করিয়াছে, সেই ধন্য। তুমি কেন এত পরিশ্রম করিতেছ? আমাকে সব কথা বল।'

সেই যশস্বিনী কন্যা যথাবিধি রাবণের আতিথ্যসৎকার করিয়া বলিলেন, 'বৃহস্পতিতনয়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য, অমিততেজা, ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজ আমার পিতা। সেই মহাত্মা নিত্য বেদাভ্যাস করিতেন। তাঁহার বেদাভ্যাসের সময় আমি বাঙ্ময়ীরূপে জন্মলাভ করি।* তাহার জন্য আমার নাম বেদবতী। দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগেরা পিতার নিকটে আসিয়া আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পিতা আমাকে তাঁহাদিগের হস্তে সম্প্রদান করেন নাই; তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ত্রিভুবনপতি সুরেশ্বর বিষ্ণু তাঁহার জামাতা হন। পিতার এই ইচ্ছার কথা শুনিয়া বলদর্পিত (বলগর্বিত) দৈত্যরাজ শম্ভু তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন। পরে একদিন রাত্রিকালে পিতা শুইয়া আছেন, এমন সময়ে পাপাত্মা শম্ভু তাঁহাকে হত্যা করেন। আমার শোকার্তা জননী স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করেন। নারায়ণ সম্বন্ধে পিতার যে বাসনা ছিল,

---

* পিতার আমার বেদপাঠের সময়,
বাঙ্ময়ী মূর্তিতে মোর জন্মলাভ হয়।
বেদবতী নাম মোর হৈল এ কারণ,
পিতা মোর করিলেন লালন পালন।

—রাজকৃষ্ণ রায়

তাহা সত্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি তাঁহাকে হৃদয়ে বহন করিয়া (প্রতিষ্ঠিত করিয়া) তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। নারায়ণই আমার স্বামী—সেই পুরুষোত্তম ভিন্ন আর কেহই আমার স্বামী নহেন। তাঁহাকে পাইবার জন্যই আমি এই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছি। পৌলস্ত্যনন্দন, আমি তপোবনে ত্রিলোকের সব কিছুই জানিতে পারি—তোমার মনোভাবও বুঝিতে পারিতেছি—তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।'

তখন কন্দর্পশরপীড়িত রাবণ বিমান হইতে নামিয়া বেদবতীকে বলিলেন, 'সুশ্রোণি, তুমি অতিশয় গর্বিতা, সে জন্যই তোমার এইরূপ মতি (বুদ্ধি) হইয়াছে। মৃগশাবকনয়না, পুণ্যসঞ্চয় করা বৃদ্ধদিগেরই শোভা পায়। সর্বগুণসম্পন্না হইয়া তোমার এরূপ (তপস্যার কথা) বলা উচিত নয়। ত্রিলোকসুন্দরী, তোমার যৌবন অতীত হইতেছে। ভদ্রে, আমি লঙ্কাধিপতি, আমার নাম দশানন, তুমি আমার ভার্যা হইয়া সকল প্রকার সুখ ভোগ কর। তুমি যাহাকে বিষ্ণু (নারায়ণ) বলিতেছ, সে কে? সুন্দরী, তুমি যাহাকে কামনা করিতেছ, সে কিছুতেই বীর্য, তপস্যা, ভোগ ও বলে আমার সমান নয়।'—নিশাচর রাবণ এই কথা বলিলে, বেদবতী বলিলেন, 'রাক্ষসরাজ, তুমি (বিষ্ণুর বিষয়ে) এরূপ কথা বলিও না। বিষ্ণু ত্রিলোকের অধিপতি, সকলের প্রণম্য; তুমি ছাড়া কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহাকে অবজ্ঞা করে?'

ইহা শুনিয়া রাবণ করাগ্রের দ্বারা বেদবতীর কেশস্পর্শ (কেশ ধারণ) করিল। তাহাতে রুষ্ট হইয়া, বেদবতী হস্তদ্বারা সবলে তাঁহার নিজের কেশ ছাড়াইয়া লইলেন। পরে প্রাণত্যাগের জন্য অগ্নি জ্বালিয়া, তিনি যেন রোষানলে রাবণকে দগ্ধ করিয়া বলিলেন,

'অনার্য রাক্ষস, তোর দ্বারা ধর্ষিত হইয়া আমি আর বাঁচিয়া থাকিতে চাই না; আমি তোর সম্মুখেই অগ্নিতে প্রবেশ করিব। পাপাত্মা, তোর বধের জন্য আমি কোন ধার্মিকের অযোনিজা সতী কন্যারূপে আবার জন্মগ্রহণ করিব।' এই বলিয়া বেদবতী জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। আর আকাশ হইতে চারিদিকে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মহাবাহু রাম, সেই বেদবতীই জনকরাজের কন্যারূপে জন্মিয়া তোমার ভার্যা হইয়াছেন এবং তুমিই সনাতন বিষ্ণু। (১৭ সর্গ)

বেদবতী অনলে প্রবেশ করিলে, রাবণ আবার পুষ্পকে চড়িয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। উশীরবীজ দেশে আসিয়া তিনি দেখিলেন, মরুত্ত রাজা যজ্ঞ করিতেছেন এবং বৃহস্পতির সহোদর ভ্রাতা ধর্মজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি সংবর্ত দেবগণে পরিবৃত হইয়া সেই যজ্ঞ করাইতেছেন। দুর্জয় রাবণকে দেখিয়া উৎপীড়নের ভয়ে দেবগণ তির্যগ্‌যোনিরূপে আত্মগোপন করিলেন। ইন্দ্র ময়ূর, ধর্মরাজ কাক, কুবের কৃকলাস ও বরুণ হংস হইলেন। অন্যান্য দেবগণ অন্যান্য তির্যগ্‌যোনিরূপে রহিলেন। অশুচি কুকুরের মত যজ্ঞস্থলে আসিয়া রাবণ মরুত্তকে বলিলেন, 'হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর, না হয় বল পরাজিত হইলে।' মরুত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর্বাণহস্তে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তখন মহর্ষি সংবর্ত মরুত্তের পথরোধ করিয়া তাঁহাকে সস্নেহে বলিলেন, 'এই মাহেশ্বর যজ্ঞ অসমাপ্ত থাকিলে কুলনাশ হইবে। যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধ করা বা ক্রোধের বশবর্তী হওয়া অনুচিত। আর এই সুদুর্জয় রাক্ষসকে তুমি যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে কি না তাহাতেও সন্দেহ আছে।' গুরুর কথায় মরুত্ত যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন। ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়া তিনি স্থিরচিত্তে

যজ্ঞসমাপনে উদ্যোগী হইলেন। মরুত্ত পরাজিত হইয়াছেন মনে করিয়া রাবণের মন্ত্রী শুক সানন্দে উচ্চস্বরে রাবণের জয় ঘোষণা করিলেন। রাবণ যজ্ঞে আগত ঋষিদিগের রুধিরপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আবার পৃথিবী পর্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাবণের প্রস্থানের পর ইন্দ্রাদি দেবগণ আবার নিজ নিজ মূর্তি গ্রহণ করিয়া, তাঁহারা যে সকল প্রাণীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বর দিলেন। ইন্দ্র নীলপুচ্ছ ময়ূরকে বলিলেন, 'তোমার সর্পভয় থাকিবে না। আমার সহস্র নয়ন তোমার পুচ্ছে শোভা পাইবে। আমি বারিবর্ষণ করিলে তুমি আমার প্রীতির চিহ্নস্বরূপ আনন্দ লাভ করিবে।' ধর্মরাজ (যম) কাককে বলিলেন, 'আমি অন্যান্য প্রাণীদের যে-সকল রোগে পীড়িত করিয়া থাকি, তোমার সে সকল রোগ হইবে না। তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না। যে-পর্যন্ত মানুষ তোমাকে না মারিবে, সে-পর্যন্ত তুমি বাঁচিয়া থাকিবে। তুমি ভোজন করিলে আমার আলয়স্থিত ক্ষুধার্ত মানবেরা সবান্ধবে পরিতৃপ্ত হইবে।' বরুণ হংসকে বলিলেন, 'তোমার বর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মনোরম এবং ফেনপুঞ্জের ন্যায় শুভ্র হইবে। তুমি আমার দেহস্বরূপ জলে বিচরণ করিয়া সর্বদা কমনীয়তা ও অতুল আনন্দ লাভ করিবে।' রাম, পুরাকালে হংসের সর্বাঙ্গ শুভ্র ছিল না; পক্ষের অগ্রভাগ নীলবর্ণ এবং ক্রোড়দেশ কচি তৃণের ন্যায় কোমল শ্যামবর্ণ ছিল। কুবের কৃকলাসকে বলিলেন, 'তোমার বর্ণ স্বর্ণতুল্য হইবে এবং মস্তক সর্বদা স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল রহিবে।' এইরূপ বর দিয়া যজ্ঞশেষে দেবগণ নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন। (১৮ সর্গ)

মরুত্তকে জয় করিয়া রাবণ যুদ্ধকামনায় রাজগণের নগরে নগরে

যাইতে লাগিলেন। দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, পুরূরবা প্রভৃতি সকল রাজাই রাবণের নিকটে পরাভব স্বীকার করিলেন, কেবল অযোধ্যাপতি অনরণ্য তাঁহার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। মারীচ, শুক, সারণ, প্রহস্ত প্রভৃতি রাবণের অমাত্যগণ অনরণ্যের কাছে পরাভূত হইয়া পলাইয়া গেলেন। তখন তিনি রাবণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া বহু শর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাহাতে রাবণের কিছুই হইল না। পরে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া অনরণ্যের মস্তকে চপেটাঘাত করিলে, তিনি বিকলচিত্তে ও কম্পিতকলেবরে রথ হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। রাবণ উপহাস করিয়া অনরণ্যকে বলিলেন, 'রাজা, আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমার কি লাভ হইল? আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, এমন কেহ ত্রিভুবনে নাই। বোধ হয় তুমি ভোগসুখে মগ্ন থাকায় আমার পরাক্রমের কথা শোনে নাই।' মরণাপন্ন অনরণ্য উত্তর করিলেন, 'রাক্ষস, তুমি বৃথা আত্মপ্রশংসা করিতেছ, আমি তোমার হস্তে পরাজিত হই নাই। দুরতিক্রমণীয় (দুর্নিবার) কালই আমাকে বিপন্ন করিয়াছে; তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র। তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের অপমান করিলে বলিয়া বলিতেছি, আমি যদি যথারীতি দান, হোম, তপস্যা ও প্রজাপালন করিয়া থাকি, তবে যেন আমার কথা সত্য হয়—এই ইক্ষ্বাকুকুলের দাশরথি রাম তোমার প্রাণ হরণ করিবেন।' এইরূপ বলিয়া রাজশ্রেষ্ঠ অনরণ্য স্বর্গে গমন করিলেন। (১৯ সর্গ)

৪

রাবণের যমের সহিত যুদ্ধ—নিবাতকবচগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ ও মিত্রতা—রাবণের বরুণলোকে গমন ও বরুণ-পুত্রদের পরাজয়

পরে একদিন রাবণ যখন মনুষ্যগণকে বিত্রাসিত করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিলেন সেই সময় মেঘোপরি অবস্থিত মুনিশ্রেষ্ঠ নারদের সহিত তাঁহার দেখা হইল। রাবণ নারদকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার কুশল ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ পুষ্পকস্থিত রাবণকে বলিলেন, 'রাক্ষসাধিপতি, আমি তোমার পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু দেবগণের অবধ্য হইয়া তুমি অনর্থক মনুষ্যদিগকে বধ করিতেছ কেন? তাহারা যখন মৃত্যুর অধীন, তখন তো একরূপ মরিয়াই রহিয়াছে। তাহারা সতত মহা ব্যসনগ্রস্ত, শোকদুঃখে কাতর এবং ক্ষুৎপিপাসা ও জরা ইত্যাদিতে ক্ষয় পাইতেছে—তাহাদিগকে পীড়ন করিয়া কি হইবে? সকল মানুষই যমালয়ে যাইবে, সুতরাং তুমি যমকে নিগ্রহ (শাসন) কর। যমকে জয় করিলেই তোমার সকলকে জয় করা হইবে।'—এই কথায় রাবণ নারদকে অভিবাদন করিয়া যমকে জয় করিবার জন্য দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিলেন। যম ও রাবণের যুদ্ধ দেখিতে কৌতূহলী হইয়া নারদও দ্রুত যমালয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন।

যমালয়ে আসিয়া নারদ দেখিলেন, যমরাজ সম্মুখে অগ্নিস্থাপন করিয়া জীবগণের শুভাশুভ কর্মানুযায়ী অনুগ্রহ ও নিগ্রহের ব্যবস্থা করিতেছেন। যম নারদকে যথারীতি অর্ঘ্যাদি নিবেদন করিয়া এবং উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবর্ষি, আপনার কুশল তো? ধর্ম তো বিনষ্ট হইতেছে না? আপনার আগমনের কারণ

আমাকে বলুন।' নারদ বলিলেন, 'ধর্মরাজ, সুদুর্জয় রাক্ষস রাবণ তোমাকে জয় করিতে আসিতেছে। তোমাকে সেই সংবাদ দিবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি এখানে আসিয়াছি। দণ্ডধর যমরাজ, আজ তোমার ভাগ্যে কি আছে বলিতে পারি না।'

এই সময়ে দূরে সমুদিত সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল রাবণের পুষ্পকরথ আসিতেছে দেখিতে পাওয়া গেল। শীঘ্রই সেই রথের প্রভায় যমলোকের অন্ধকার দূর করিয়া মহাবল রাবণ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, প্রাণীরা সেখানে নিজ নিজ সুকৃত ও দুষ্কৃতের (পুণ্য ও পাপকার্যের) ফলভোগ করিতেছে। ভীষণ-মূর্তি উগ্রপ্রকৃতি যমদূতেরা পাপীদের প্রহার করিতেছে ও নানারূপ যাতনা দিতেছে এবং তাহারা চীৎকার ও ঘোর আর্তনাদ করিতেছে। অনেকে দারুণ সারমেয় ও কৃমিকুলের দংশনে শ্রুতিক্লেশকর ভয়ানক ধ্বনি করিতেছে। অনেকে বারবার শোণিতবাহিনী বৈতরণী পারাপার, তপ্ত বালুকায় দগ্ধ ও অসিপত্রবনে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে। অনেকে রৌরব, ক্ষারনদী ও ক্ষুরধারে পড়িয়া, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পানীয় চাহিতেছে। কত পাপী মুক্তকেশে, মল ও পঙ্কলিপ্ত দেহে, রুক্ষগাত্রে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। অন্যস্থানে পুণ্যাত্মারা নিজেদের পুণ্যফলে নানারূপ সুখ ভোগ করিতেছেন। রাবণ পাপীদিগকে মুক্তি দিলেন। তাহারা মুক্ত হইয়া হঠাৎ অভাবনীয় সুখানুভব করিতে লাগিল। তখন প্রেতরক্ষকেরা যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণের দিকে ছুটিল। ধর্মরাজের আজ্ঞাধীন বীর যোদ্ধারাও ছুটিয়া আসিলেন। সকল দিকে মহা কোলাহল উঠিল। যমের সেনা ও রাবণের সেনায় দারুণ যুদ্ধ হইল। রাবণের দিব্য পাশুপত অস্ত্রে দগ্ধ হইয়া যমসেনা ভূপতিত হইতে লাগিল।

তখন যম নিজেই রথারোহণে যুদ্ধে আসিলেন। তাঁহার সম্মুখে প্রাস ও মুদ্গরধারী সর্বসংহারক মৃত্যু এবং পার্শ্বে জ্বলদগ্নিতুল্য মূর্তিমান কালদণ্ড অবস্থিত দেখিয়া রাবণের সচিবেরা ভয়ে পলায়ন করিলেন। রাবণের সহিত যমের সাত রাত্রি অবিরাম তুমুল যুদ্ধ হইল। পরে ক্রুদ্ধ যমের মুখ হইতে সধূম অগ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল। তখন মৃত্যু বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া যমকে বলিলেন, 'আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি এই পাপাত্মা রাক্ষসকে বিনাশ করিতেছি। যে যত বলবানই হউক না কেন, আমার দৃষ্টিপথে পড়িলে কেহই জীবিত থাকে না—এই রাক্ষসও মুহূর্তকাল বাঁচিবে না।' ধর্মরাজ বলিলেন, 'তুমি থাক, আমিই ইহাকে বধ করিতেছি।' এই বলিয়া তিনি অমোঘ কালদণ্ড হাতে লইলেন। তখন রণস্থলস্থিত সকলে সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। দেবগণও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মা যমের নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'অমিতবিক্রম বৈবস্বত যম, এই নিশাচর তোমার বধের যোগ্য নয়। আমার বরে রাবণ দেবগণের অবধ্য। আবার সকল প্রাণীর বিনাশের জন্য অমোঘ কালদণ্ডও আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং কালদণ্ডের আঘাতে রাবণ না মরিলে অথবা মরিলে—উভয় প্রকারেই আমার কথা মিথ্যা হইবে। অতএব তুমি এই দণ্ড সংবরণ করিয়া আমার কথা সত্য কর।' যম উত্তর করিলেন, 'আপনি আমাদের প্রভু; আপনার আদেশে আমি কালদণ্ড সংবরণ করিলাম। আমি যদি এই রাক্ষসকে বধ করিতেই না পারিলাম, তবে আমার যুদ্ধ করিয়া কি হইবে? আমি ইহার দৃষ্টিপথ হইতে চলিয়া যাইতেছি।' এই বলিয়া যম তাঁহার রথ ও অশ্বের সহিত সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন

রাবণও নিজের বিজয় ঘোষণা করিয়া যমলোক হইতে চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং মহামুনি নারদও সানন্দে দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। (২২ সর্গ)

রাবণ দৈত্য ও নাগগণের বাসস্থান রসাতলে যাইবার জন্য বরুণ কর্তৃক সুরক্ষিত সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি (পাতালে) বাসুকিরক্ষিত ভোগবতী পুরীতে আসিয়া নাগগণকে স্ববশে আনিলেন। সেখান হইতে তিনি হৃষ্টমনে মহাবলবিক্রম-শালী নিবাতকবচ দৈত্যগণের মণিময়ী পুরীতে আসিলেন। সেখানে দৈত্য ও রাক্ষসগণের মধ্যে এক বৎসরের কিছু উপর তুমুল যুদ্ধ চলিল, কিন্তু কোন দলেরই জয় বা পরাজয় হইল না। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেখানে আসিয়া নিবাতকবচদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, 'আমার বরে রাবণ সুরাসুরের অজেয় এবং তোমরাও দেবদানবের অবধ্য। সুতরাং আমার ইচ্ছা যে, তোমরা তাহার সহিত মিত্রতা করিয়া উভয়ে মিলিতভাবে সকল ঐশ্বর্য উপভোগ কর।' তখন রাবণ অগ্নিসাক্ষী করিয়া নিবাতকবচদিগের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইলেন। তাহাদের কাছে যথোপযুক্ত সমাদরে এক বৎসর কাল থাকিয়া তিনি নিজ গৃহবাসের ন্যায় আনন্দ লাভ এবং একশত মায়া শিক্ষা করিলেন। পরে তিনি সলিলপতি বরুণের পুরীর অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে কালকেয় দৈত্যগণের বাসভূমি অশ্মনগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে চারিশত কালকেয়কে বধ করিলেন। এমন কি, তখন তিনি নিজের ভগ্নীপতি শূর্পনখার স্বামী বিদ্যুজ্জিহ্বকেও অসির আঘাতে কাটিয়া ফেলিলেন।

তারপর রাবণ কৈলাসের ন্যায় দীপ্তিমান পাণ্ডুর মেঘাভ দিব্য বরুণালয়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি কামধেনু সুরভিকে

দেখিতে পাইলেন। এই সুরভি মহাদেবের বৃষের জননী এবং তাঁহার দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়াই ক্ষীরোদ সাগর উৎপন্ন হইয়াছে। সেই পরমাদ্ভুতা সুরভিকে প্রদক্ষিণ করিয়া রাবণ শত জলধারায় আকীর্ণ (পরিবৃত) ও বহুবিধ বলে সুরক্ষিত বরুণভবনে প্রবেশ করিলেন। বলাধ্যক্ষদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তিনি তাহাদের অধীনস্থ যোদ্ধাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা শীঘ্র বরুণরাজের নিকটে গিয়া বল যে, রাবণ যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, বরুণ হয় যুদ্ধ করুন নয়তো করজোড়ে পরাভব স্বীকার করুন।'

ইতিমধ্যে বরুণের পুত্র ও পৌত্রেরা এবং গৌর ও পুষ্পক নামে দুইজন সেনাপতি সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া সরোষে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। দুই পক্ষে দারুণ ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বরুণের পুত্রাদি পরাজিত হইলেন। তখন রাবণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা এখন বরুণকে সংবাদ দাও।' ইহা শুনিয়া বরুণের মন্ত্রী প্রহাস রাবণকে বলিলেন, 'জলাধিপতি মহারাজ বরুণ গান শুনিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গিয়াছেন এবং তাঁহার বীর পুত্রেরাও তোমার নিকট পরাজিত হইয়াছেন—সুতরাং তোমার আর বৃথা পরিশ্রমের প্রয়োজন কি?'

তখন রাবণ সানন্দে জয় ঘোষণা করিয়া বরুণালয় হইতে বাহির হইলেন এবং যে-পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে নির্গত হইয়া আকাশপথে লঙ্কাভিমুখে চলিলেন। (২৩ সর্গ)

৫

রাবণের বলির নিকটে গমন—সূর্যলোক ও চন্দ্রলোকে গমন —মান্ধাতার সহিত যুদ্ধ ও মিত্রতা— পাতালে কপিল দর্শন

ফিরিবার পথে রাবণ অশ্মনগরে মণিমুক্তা ইত্যাদিতে বিভূষিত ও ইন্দ্রালয়ের ন্যায় রমণীয় এক পরম ভাস্বর (মহোজ্জ্বল) গৃহ দেখিতে পাইয়া, সে ভবন কাহার প্রহস্তকে তাহা শীঘ্র জানিয়া আসিতে বলিলেন। প্রহস্ত সেই গৃহে প্রবেশ এবং ক্রমে তাহার সাতটি শূন্য কক্ষ অতিক্রম করিয়া সেখানে অগ্নিশিখার মধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। প্রহস্তকে দেখিয়া ঐ পুরুষ আনন্দে হাসিয়া উঠিলেন। সেই উচ্চ হাসি শ্রবণে প্রহস্ত রোমাঞ্চিত কলেবরে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে বাহিরে আসিয়া রাবণকে সকল কথা বলিলেন। তখন রাবণ রথ হইতে নামিয়া সেই ভবনে প্রবেশ করিতে গেলে, সেই বিশালদেহ কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রমৌলি (ললাটে চন্দ্রকলা-যুক্ত) ভয়ঙ্কর পুরুষ সহসা দ্বার রোধ করিয়া রাবণের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকা মহাভীষণ, ওষ্ঠ বিম্বতুল্য, গ্রীবা কম্বু (শঙ্খ) সদৃশ, হনু (চোয়াল) বিশাল, মুখ শ্মশ্রুবিশিষ্ট, কণ্ঠাস্থি নিমগ্ন, দংষ্ট্রা সুভীষণ ও হস্তে লৌহমুষল। তাঁহাকে দেখিয়া রাবণের রোমাঞ্চ ও হৃৎকম্প উপস্থিত হইল এবং সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। রাম, সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ রাবণকে চিন্তাকুল দেখিয়া বলিলেন, 'রাক্ষস, তুমি কি চিন্তা করিতেছ, নির্ভয়ে বল। বীর, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। অথবা তোমার অভিলাষ কি? তুমি কি বলির সহিত যুদ্ধ করিবে?' ইহা শুনিয়া রাবণের পুনরায় রোমাঞ্চ হইল। তিনি কোনরূপে ধৈর্যাবলম্বন

করিয়া বলিলেন, 'ঐ গৃহে কে আছেন, বলুন। আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে চাই—অথবা আপনার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই করিব।' সেই পুরুষ তখন রাবণকে বলিলেন, 'বহুগুণে বিভূষিত দানবেন্দ্র বলি এই ভবনে আছেন। বলির সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিলে, তুমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।'

এই কথা শুনিয়া রাবণ বলির নিকট উপস্থিত হইলেন। বলি রাবণকে দেখিয়াই হাসিয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে কোলে বসাইয়া বলিলেন, 'রাক্ষসরাজ, তুমি কেন এখানে আসিয়াছ—আমাকে তোমার জন্য কি করিতে হইবে, বল।' রাবণ বলিলেন, 'মহাভাগ, আমি শুনিয়াছি, বিষ্ণু আপনাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আপনাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিব, সন্দেহ নাই।'

ইহা শুনিয়া বলি আবার হাসিয়া বলিলেন, 'রাবণ, যে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ নিয়ত দ্বারে রহিয়াছেন, তিনি পূর্বকালের সকল দানবরাজ এবং অন্যান্য সমধিক বলশালী ব্যক্তিদের বশীভূত করিয়াছেন। তিনিই আমাকেও বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি কৃতান্তের ন্যায় দুরতিক্রম্য। ত্রিলোকে এমন কে আছে যে, তাঁহাকে বঞ্চনা করিবে? তিনি ত্রিলোকের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্তা। ত্রিভুবনে তাঁহার ন্যায় মহাশ্চর্য আর কেহ নাই। আমাকে, তোমাকে এবং আমাদের পূর্বের সকল বীরপুরুষকে তিনি রজ্জুবদ্ধ পশুর মত টানিয়া লইয়া যাইতে পারেন। বৃত্র, দনু, নিশুম্ভ, শুম্ভ, কালনেমি, বৈরোচন, বাংস, মধু, কৈটভ প্রভৃতি মহাবল দানবেন্দ্ররাও সেই মহাত্মা দেবতা বিষ্ণুর হস্তে নিপীড়িত ও বিনষ্ট হইয়াছেন। যাহা হউক, বীর, ঐ যে দীপ্ত অনলের ন্যায় কুণ্ডল দেখা যাইতেছে,

তুমি উহা আমার নিকটে লইয়া আইস; পরে আমি তোমাকে মুক্তির উপায়ের কথা বলিব।' রাম, বলদর্পিত মহাবল রাবণ বলির এই কথা শুনিয়া হাসিয়া সেই কুণ্ডলের কাছে গেলেন। তিনি উহা অনায়াসে তুলিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই তাহা আনিতে পারিলেন না। ইহাতে লজ্জিত হইয়া বারবার চেষ্টা করিতে গিয়া, তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া রুধিরাক্ত দেহে ভূতলে পতিত হইলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার সচিবেরা মহা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া তিনি ভূমি ছাড়িয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় নতশিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বলি তাঁহাকে বলিলেন, 'এই কুণ্ডল আমার পূর্বপুরুষ হিরণ্যকশিপুর কর্ণাভরণ ছিল। ইহা বহুকাল এখানে এইরূপ পড়িয়া আছে। অন্য কুণ্ডলটি পর্বতসানুতে পড়িয়া রহিয়াছে। আর তাঁহার মুকুট পর্বতের উপর বেদীর ন্যায় পড়িয়া আছে। (ব্রহ্মার বরে) তাঁহার ব্যাধি বা মৃত্যুভয় ছিল না। এক সময় মহাত্মা প্রহ্লাদের সহিত তাঁহার বিষম বিতর্ক উপস্থিত হয়। তখন বিষ্ণু সর্বলোকভয়ঙ্কর নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে নখরাঘাতে বধ করেন। সেই নিরঞ্জন বাসুদেবই দ্বারী হইয়া এখানে অবস্থান করিতেছেন।

রাবণ উত্তর করিলেন, 'দানবেশ্বর, আমি মৃত্যুর সহিত পাশহস্ত প্রেতরাজ যমকে দেখিয়াছি। সেই সর্বপ্রাণীভয়ঙ্কর কৃতান্তকে আমি যুদ্ধে পরাজিতও করিয়াছি। তাঁহাকে আমি কিছুমাত্র ভয় করি না। কিন্তু আপনার দ্বারস্থিত পুরুষকে আমি চিনি না—তিনি কে বলুন।'

বলি বলিলেন, 'রাবণ, ইনি ত্রিলোকেশ্বর হরি নারায়ণ।' ইনি

অনন্তদেব, কপিল, বিষ্ণু, মহাদ্যুতি নরসিংহ, পাশহস্ত যম ও পুরুষোত্তম। ইনি ভুবনাথ, সুরোত্তম, মহাযোগী ও ভক্তজনের প্রিয়। ইনিই লোকসমূহ সৃষ্টি করেন, তাহাদিগকে পালন (রক্ষা) করেন এবং আবার মহাবল কাল হইয়া সমস্ত সংহার করিয়া থাকেন। ইনি সর্বদেবময়, সর্বভূতময়, সর্বলোকময় ও সর্বজ্ঞানময়। ইনি ত্রিলোকের গুরু ও অব্যয়। মুনিগণ মোক্ষলাভের জন্য ইহারই চিন্তা করেন। যিনি ইহাকে জানিয়াছেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। ইহাকে স্মরণ, ইহার নাম (বা গুণকীর্তন) শ্রবণ এবং ইহার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে সর্বকাম লাভ হইয়া থাকে।'

রাম, মহাবল রাবণ এই কথা শুনিয়া ক্রোধে সংরক্তনয়ন হইয়া অস্ত্রহস্তে সেখান হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু মুষলধারী প্রভু হরি ভাবিলেন, 'এই পাপীকে এখন বধ করিব না।' এইরূপ ভাবিয়া ব্রহ্মার প্রিয়কামনায় তিনি অন্তর্হিত হইলেন। রাবণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া আনন্দে সিংহনাদ করিতে করিতে বরুণালয় হইতে বাহির হইলেন এবং যে পথে সেখানে আসিয়াছিলেন, সেই পথে ফিরিয়া চলিলেন।

রমণীয় সুমেরুশিখরে আসিয়া রাবণ সেখানে রাত্রি কাটাইলেন। পরে তিনি সূর্যলোকে আসিয়া প্রহস্তকে বলিলেন, 'তুমি সূর্যকে বল আমি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি; তিনি হয় যুদ্ধ করুন নয়তো পরাজয় স্বীকার করুন।' প্রহস্ত সূর্যের দ্বারপাল পিঙ্গল ও দণ্ডীকে রাবণের অভিলাষের কথা বলিলেন। দণ্ডী সূর্যকে তাহা জানাইলে সূর্য তাহাকে বলিলেন, 'তোমরা যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই কর—রাবণকে পরাস্ত কর, অথবা বল যে আমরা পরাজয়

স্বীকার করিতেছি।' দণ্ডীর মুখে সেই কথা শুনিয়া রাবণ জয় ঘোষণা করিয়া সেখান হইতে বাহির হইলেন।

পুনরায় সুমেরুশৃঙ্গে রাত্রি যাপন করিয়া রাবণ চন্দ্রলোকে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, দিব্যানুলেপন ও দিব্য মাল্য ধারণ করিয়া একজন পুরুষ রথারোহণে চলিয়াছেন; প্রধান প্রধান অপ্সরারা তাঁহার সেবা করিতেছে। তিনি শ্রান্ত (রতিশ্রান্ত) হইয়া অপ্সরাদের অঙ্কে শুইয়া আছেন; তাহারা চুম্বন করিয়া তাঁহার তন্দ্রা ভঙ্গ করিতেছে। তাহা দেখিয়া রাবণ খুব কৌতূহলান্বিত হইলেন। এমন সময় দেবর্ষি পর্বতকে দেখিতে পাইয়া রাবণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবর্ষি, ঐ অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত হইয়া কাহাকেও ভয় না করিয়া যে লোকটি নির্লজ্জের ন্যায় যাইতেছে, ও কে?' পর্বত বলিলেন, 'বৎস, উনি তপোবলে পুণ্যলোকসকল অর্জন ও ব্রহ্মাকেও সন্তুষ্ট করিয়াছেন। সেইজন্য উনি এখন সোমপান করিয়া উত্তম লোকে যাইতেছেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, তুমি সত্যপরাক্রম ও শূর; এরূপ পুণ্যাত্মাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া তোমার পক্ষে অনুচিত।'

তারপর রাবণ একখানি অত্যুৎকৃষ্ট রথে একজন মহাদ্যুতিমান পুরুষ কিন্নরগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদের মনোরম নৃত্যগীত দর্শন ও শ্রবণ করিতে করিতে যাইতেছেন দেখিয়া আবার মুনিবর পর্বতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবর্ষি, এ পুরুষটি কে?' পর্বত বলিলেন, 'ইনি একজন বীর যোদ্ধা, প্রভুর জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বহু শত্রু বিনাশ করিয়া অবশেষে শত্রুর প্রহারে জর্জরিত দেহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এখন ইনি ইন্দ্রলোকে অথবা অন্য কোন পুণ্যলোকে গমন করিতেছেন।'

রাবণ পুনর্বার পর্বতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবর্ষি, ঐ স্বর্ণময় বিমানে অপ্সরাগণে পরিবৃত হইয়া পূর্ণচন্দ্রানন যে ব্যক্তি যাইতেছেন, উনি কে?' পর্বত উত্তর করিলেন, 'মহারাজ, ঐ মহাকান্তিমান পুরুষ সুবর্ণ দান করিয়াছিলেন। সেজন্য এখন বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া দ্রুতগামী যানে দিব্যলোকে চলিয়াছেন।'

তখন রাবণ বলিলেন, 'ঋষিশ্রেষ্ঠ, আমি যুদ্ধ করিতে চাহিলে ইহাদের মধ্যে কেহ কি আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না?' পর্বত উত্তরে বলিলেন, 'ইহারা স্বর্গার্থী, যুদ্ধার্থী নহেন। মহাভাগ, যিনি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন, আমি তাঁহার কথা বলিতেছি, শুন। সপ্তদ্বীপের অধিপতি, মহাতেজস্বী, যুবনাশ্ব-তনয়, অযোধ্যাপতি মহারাজ মান্ধাতা এদিকে আসিতেছেন, তিনি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন।'

এমন সময় রাবণ দেখিতে পাইলেন যে, মান্ধাতা রূপচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত হইয়া বিচিত্র স্বর্ণরথে সেখান দিয়া যাইতেছেন। রাবণ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'রাজা, আমার সহিত যুদ্ধ কর।' মান্ধাতা হাসিয়া বলিলেন, 'রাক্ষস, যদি তোমার বাঁচিবার ইচ্ছা না থাকে, তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।' দুইজনে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। উভয়ে পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত হইলেন। তাঁহাদের অস্ত্রপ্রভাবে সকল প্রাণী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল—ত্রিলোক কাঁপিতে আরম্ভ করিল। তখন মুনিবর পুলস্ত্য ও গালব ধ্যানযোগে সকল বিষয় জানিতে পারিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বিবিধ মিষ্ট ভর্ৎসনাবাক্যে নররাজ ও রাক্ষসরাজকে নিবারণ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রীতি (মিত্রতা) স্থাপন করিয়া দিলেন।

রাম, মুনিদ্বয় চলিয়া গেলে রাবণ বায়ুপথে দশ সহস্র যোজন

উপরে উঠিলেন। সর্বগুণান্বিত হংসগণ সেখানে বিচরণ করে। তারপর তিনি ক্রমে মেঘলোক, সিদ্ধ ও চারণলোক, ভূত ও বিনায়কগণের বাসস্থান, নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা ও কুমুদাদি নাগের (হস্তিবৃন্দের) স্থান, গরুড়ের আবাস, সপ্তর্ষিলোক এবং সূর্যপথ-বর্তিনী আকাশগঙ্গা পার হইয়া অশীতি সহস্র যোজন উপরে চন্দ্রমণ্ডলে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে সর্বজীবের সুখকর রশ্মিজাল বিনির্গত হইয়া জগৎ আলোকিত করিতেছে। চন্দ্র রাবণকে দেখিবামাত্র শীতাগ্নিদ্বারা তাঁহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নারাচসমূহের আঘাতে চন্দ্রকে পীড়িত (ক্লিষ্ট) করিতে থাকিলেন। তখন ব্রহ্মা তাড়াতাড়ি সেখানে আসিয়া রাবণকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, 'মহাবাহু বিশ্রবা-নন্দন, চন্দ্রকে পীড়ন করিও না, মহাদ্যুতি দ্বিজরাজ চন্দ্র সর্বলোকের হিতকামী। আমি তোমাকে একটি মন্ত্র (মহাদেবের অষ্টোত্তর শত নাম)* প্রদান করিতেছি, তুমি এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া যাও। জীবননাশের সম্ভাবনা হইলে যে এই মন্ত্র যপ করে, তাহার মৃত্যু হয় না। কেবল প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেই তুমি জপমালায় এই মন্ত্র জপ করিবে, সকল সময় জপ করিবে না। এই মন্ত্র জপে তুমি অজেয় হইবে এবং শত্রু জয় করিতে পারিবে।'

* মহাদেবের অষ্টোত্তর শত নাম
(৺ রাজকৃষ্ণ রায় কৃত পদ্যানুবাদ)

'নমামি দেবেশদেব! সুরাসুরনমস্কৃত ॥
ভূতভব্য! মহাদেব! পিঙ্গললোচন, হরি!
শিশু তুমি, বৃদ্ধ তুমি, বৈয়াঘ্রবসনচ্ছদ।
অর্চনীয় তুমি, দেব! ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর প্রভু!

রাম, পদ্মযোনি লোকপিতামহ ব্রহ্মা রাবণকে এইরূপ বর দিয়া পুনরায় ব্রহ্মলোকে গেলেন। রাবণও বর পাইয়া মর্ত্যলোকে ফিরিলেন।

কিছুদিন পরে রাবণ তাঁহার সচিবগণের সহিত পশ্চিম সাগরের এক দ্বীপে আসিলেন। সেখানে তিনি বিমল-স্বর্ণকান্তি ও কালানল-

---

হে হব, হরিত নেমি যুগান্তদহনোঽনল,
বিনায়ক, লোকশম্ভু, লোকপাল, মহাভুজ,
মহাভাগ, মহাশূলী, মহাদংষ্ট্রী, মহেশ্বর,
তুমি কাল, বলরূপী, নীলগ্রীব, মহোদর,
তুমি তপ, দেবান্তক, অব্যয়, পশুর পতি,
শূলপাণি, বৃষকেতু, নেতা, গোপ্তা, হব, হরি,
হে শিখরী, জটী, মুণ্ডী, হে লগুটী, মহাযশা,
ভূতেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, সর্বাত্মা, সর্বভাবন,
সর্বগামী, সর্বহারী, শিব, স্রষ্টা, মহাগুরু,
কমণ্ডলুধর দেব, পিনাকী ধূর্জটি তুমি,
প্রধান, সামগ, মান্য, ওঙ্কার, বরিষ্ঠ শূলী,
মৃত্যু, মৃত্যুভূত, মীঢ়, পারিযাত্র, সাধুব্রত,
ব্রহ্মচারী, গুহাবাসী, বীণাপবনতূণবান্,
অমর, দর্শনযোগ্য, বালসূর্যনিভ, নাথ,
অনিন্দিত, উমাপতি ; শ্মশাননিবাসী প্রভু,
ভগাক্ষিনিপাতকারী, পূষার দশননাশী,
জ্বরহর্তা, পাশহস্ত, তুমিই প্রলয়, কাল,
উল্কামুখ, অগ্নিকেতু, মুনির্দীপ্ত, বিশাম্পতি,
উন্মাদ, বেপনকর, চতুর্থ লোক সপ্তম,
হে বামন, বামদেব, ভুজঙ্গভূষণ প্রভু,
ত্রিজটী, কুটিল, ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, ত্রিলোচন,

তুল্য ভীষণাকার এক মহাপুরুষকে দেখিতে পাইয়া শূল, শক্তি ও পট্টিশ ইত্যাদির দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রাবণের প্রহারে সেই মহাপুরুষ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'দুর্মতি রাক্ষস, আমি তোর যুদ্ধলালসা দূর করিতেছি।' এই বলিয়া তিনি তাঁহার বজ্রসার হস্তের এক চাপড়ে অনায়াসে রাবণকে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন। তারপর তিনি অন্যান্য রাক্ষসদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন।

ইন্দ্রকর প্রতিষ্ঠন্তী অষ্টবসুস্তম্ভন হে,
ঋতু, ঋতুকর, কাল, মধুকলোচন, মধু,
বানস্পত্য, বাজসন, আশ্রয়পূজিত নিত্য,
জগদ্ধাতা, জগৎকর্তা, পুরুষ, শাশ্বত, ধ্রুব,
ধর্মাধ্যক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্রিধর্মা, ভূতভাবন,
ত্রিনেত্র, অনেকরূপ, অযুততপনপ্রভ,
দেবদেব, অতিদেব, শশাঙ্ক-অঙ্কিত-জট,
নর্তক, লাসক, সর্পী, পূর্ণচন্দ্রনিভানন,
ব্রহ্মণ্য, শরণ্য তুমি, সর্বজীবময় প্রভু,
সবতুযনিনাদী হে, সর্ববন্ধ-বিমোক্ষক,
মোহন, বন্ধন তুমি, সর্বদা নিধনোত্তম,
শঙ্কর, বিভাগ, মুখ্য, পুষ্পদন্ত, সর্বহর,
হরিশ্মশ্রু, ধনুর্ধারী, ভীম, ভীমপরাক্রম।'

হরি, পিঙ্গলোচন—মূল (হরিপিঙ্গলোচন)—হরির ন্যায় পিঙ্গল নয়ন।
বৈয়াঘ্রবসনচ্ছদ (মূল)—ব্যাঘ্রচর্মরূপ বসনধারী।
যুগান্তদহনোঽনল (মূল)—যুগান্তদহন (যুগান্তকর) অনল।
বিনায়ক—গণেশ। লোকশম্ভু—ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্তা।
দেবান্তকস্তপোন্তশ্চ (মূল)—দেবান্তক ও তপস্যার অন্ত।

কিছুকাল পরে রাবণ ভূমি হইতে উঠিয়া তাঁহার সচিবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সেই পুরুষ হঠাৎ কোথায় গেলেন ?' প্রহস্ত, শুক ও সারণাদি বলিলেন, 'মহারাজ, দেবদানবের দর্পহারী সেই পুরুষ এখানেই ভূমিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।' নির্ভয় রাবণ বেগে ধাবিত হইয়া সত্বর সেই গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, নীলাঞ্জনচয়-তুল্য, কেয়ূরধারী, রক্তমাল্যবিভূষিত, রক্তচন্দনচর্চিত, উৎকৃষ্ট স্বর্ণ ও রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত তিন কোটি (অসংখ্য) মহাপুরুষ সেখানে নৃত্যাদি উৎসবে মত্ত রহিয়াছেন। ইহারা সর্বপ্রকারে তাঁহার পূর্বদৃষ্ট পুরুষের ন্যায় সকলেই—বর্ণ, বেশ, রূপ ও তেজে একপ্রকার—সকলেই চতুর্ভুজ ও মহোৎসাহসম্পন্ন। ইহাদিগকে দেখিয়া রাবণের রোমাঞ্চ হইল এবং তিনি সত্বর সেখান হইতে বাহিরে আসিলেন।

তারপর রাবণ পাতালের অন্যত্র গিয়া দেখিতে পাইলেন যে এক পাণ্ডুর বর্ণ গৃহে মহামূল্য শ্বেতবর্ণ শয্যায় পাবক বসনে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া এক পরমপুরুষ শয়ন করিয়া আছেন। দিব্যমাল্য-ধারিণী, দিব্যচন্দনচর্চিতা, দিব্যালঙ্কারভূষিতা, দিব্যবসনপরিহিতা, ত্রিলোকের একমাত্র ভূষণস্বরূপা, এক স্বাধ্বী ত্রিলোকসুন্দরী দেবী বালব্যজন হস্তে (চামর হস্তে) সেই পুরুষের পাশে বসিয়া সাক্ষাৎ

বৃষকেতু—বৃষধ্বজ। গোপ্তা—রক্ষাকর্তা।

শিখণ্ডী—শিখণ্ডযুক্ত (শিখণ্ড—শিখা, চূড়া, কাকপক্ষ, জুল্পী)।

লকুটী—মুকুটী।

সর্বভাবন—সকলের স্রষ্টা। প্রধান—মূল 'জ্যেষ্ঠ'।

মীঢ়—(মূলে নাই) [কড়ি খেলায় যে প্রথম দান পায়।]

পারিযাত্র—পরিত্রাণকারী, উদ্ধারকর্তা।

সাধুব্রত—মূল 'সুব্রত'। ভগাক্ষিনিপাতকারী—ভগদেবের নয়ন-নাশকারী।

পদ্মহস্তা লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। দুর্মতি রাবণ কামবশে তাঁহাকে ধরিতে গেলেন। তখন সেই শয়ান মহাপুরুষ মুখ অনাবৃত করিয়া, রাবণের দিকে তাকাইয়া, অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহাতে রাবণ ছিন্নমূল বৃক্ষের মত ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন সেই পুরুষ রাবণকে বলিলেন, 'রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, উঠ, এখন তোমার মৃত্যু হইবে না—প্রজাপতি ব্রহ্মার বরই তোমাকে রক্ষা করিতেছে।' রাবণ ভয়ে রোমাঞ্চিত দেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রলয়-পাবক তুল্য মহাবীর্যশালী আপনি কে ? আপনি কোথা হইতে আসিয়া এখানে অবস্থান করিতেছেন বলুন।' সেই মহাপুরুষ হাসিয়া মেঘগম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, 'রাবণ, আমার পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন কি ? তুমি আমারই বধ্য ; তাহারও আর বেশী বিলম্ব নাই।' ইহা শুনিয়া রাবণ করজোড়ে বলিলেন, 'দেব, প্রজাপতির বরে আমি অমর। দেবগণের মধ্যে এমন কেহ উৎপন্ন হন নাই, হইবেনও না, যিনি আমার তুল্য হইবেন, অথবা যিনি বীর্যবলে প্রজাপতির বর লঙ্ঘন করিবেন। যাহা হউক, প্রভু, যদি আমাকে মরিতেই হয়, তবে অন্য কাহারও হাতে না মরিয়া আমি যেন আপনার হাতেই মরি। তাহাই আমার পক্ষে যশের ও শ্লাঘার বিষয় হইবে।' ”

মুনিবর অগস্ত্যের কথা শুনিয়া রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহর্ষি, সেই দ্বীপস্থিত পুরুষ কে ? সেই তিন কোটি পুরুষই বা কাঁহারা ? আর দৈত্যদানবের দর্পহারী সেই শয়ান পুরুষই বা কে ?

অগস্ত্য বলিলেন, “রাম, সেই দ্বীপস্থিত পুরুষ ভগবান কপিল।* সেই তিন কোটি পুরুষ কপিলদেবের অনুচর দেবগণ**। তেজ ও

* Followed by R. Sekhar

** Bombay—'স্বরান্তে' পাঠ।

প্রভাবে তাঁহারাও ভগবান কপিলেরই তুল্য। রাম, কপিলদেব পাপাত্মা রাবণকে কোপদৃষ্টিতে দেখেন নাই, সে জন্য তিনি তখন ভস্মীভূত হন নাই। কপিলের বাক্যবাণেই রাবণ স্তম্ভিত হইয়া ভূপতিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, বহুক্ষণ পরে চেতনা লাভ করিয়া রাবণ তাঁহার অমাত্যগণের নিকটে ফিরিলেন।"

৬

রাবণ কর্তৃক দেব, দানব ও ঋষি প্রভৃতির স্ত্রী-কন্যা হরণ—
তাঁহাদের বিলাপ ও অভিশাপ প্রদান—রাবণ-
শূর্পণখা সংবাদ—ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা
যজ্ঞ—কুম্ভনসী

রাবণ হৃষ্টচিত্তে লঙ্কায় ফিরিয়া চলিলেন। পথে তিনি যে-সকল সুন্দরী রাজ, ঋষি, দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, অসুর ও মানবকন্যা বা স্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনকে বধ করিয়া সকলকেই রথে তুলিয়া লইলেন। রথ শোক-দুঃখ-ভয়ে কাতর সেই কন্যাদের অশ্রুজলে প্লাবিত এবং দীর্ঘনিশ্বাসে প্রতপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা মাতা-পিতা পতি-পুত্র প্রভৃতির জন্য বিলাপ এবং রাবণের নিন্দা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'এই দুর্মতি রাক্ষসাধম যখন পরস্ত্রীদের ধর্ষণ করিতেছে, তখন পরস্ত্রীর জন্যই এ নিহত হইবে।' সেই পতিব্রতা সতীদের এইরূপ অভিসম্পাতে রাবণ যেন কিছু নিস্তেজ, নিষ্প্রভ ও বিমনা হইলেন। যাহা হউক, তিনি লঙ্কায় ফিরিয়া রাক্ষসদের নিকট সংবর্ধনা লাভ করিলেন।

ইতিমধ্যে রাবণের ভগিনী ঘোররূপা (বিকটাকারা) কাম-

রূপিণী রাক্ষসী শূর্পণখা সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ভূতলে পতিত হইল। রাবণ তাহাকে তুলিয়া ও সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'ভদ্রে, তুমি এরূপ করিতেছ কেন?—তুমি শীঘ্র আমাকে ইহার কারণ বল।' তখন সেই রক্তনয়না রাক্ষসী অশ্রুরুদ্ধ লোচনে বলিল, 'রাজা, তুমি বলবান; বলপ্রকাশে আমাকে বিধবা করিয়াছ। তুমি কালকেয় নামে বিখ্যাত যে চতুর্দশ সহস্র দৈত্যকে বধ করিয়াছ, তাহার মধ্যে আমার প্রাণাধিক মহাবল পতিও ছিলেন; তুমি তাঁহাকেও বিনাশ করিয়াছ। তুমি আমার ভ্রাতৃরূপী শত্রু (নামেই আমার ভাই, কিন্তু কাজে শত্রু)। তোমার জন্যই আমাকে বৈধব্য ভোগ করিতে হইবে। তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও ভগ্নীপতিকে তোমার রক্ষা করা উচিত ছিল। তাহা না করিয়া তুমি নিজেই তাঁহাকে বধ করিয়াছ, অথচ লজ্জাবোধ করিতেছ না।'

ভগিনী রোদন করিতে করিতে এইরূপ বলিলে, রাবণ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'বৎসে, তুমি কাঁদিও না। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি কাহাকেও ভয় না করিয়া এখন হইতে তোমার যাহা খুশি করিবে। আমি দান, মান ও প্রসাদে (অনুগ্রহে) তোমাকে সযত্নে তুষ্ট করিব। ভগিনী, আমি যুদ্ধে প্রমত্ত হইয়া শর নিক্ষেপ করিতেছিলাম; তখন আমার আত্মীয়-পর-বোধ ছিল না; সুতরাং বুঝিতে পারি নাই যে, ভগিনীপতিকে বিদ্ধ করিতেছি। যাহা হউক, এখন তোমার যতদূর হিত করা যাইতে পারে, আমি তাহা করিব। তুমি তোমার মাসতুতো ভাই খরের নিকটে গিয়া বাস কর। মহাবল খর চৌদ্দ হাজার রাক্ষসের প্রভু হইয়া দণ্ডকারণ্যে থাকিবেন এবং সতত তোমার আদেশ পালন করিবেন। মহাবল দূষণ খরের সেনাপতি হইয়া তাঁহার সহিত যাইবেন।'

রাবণের আদেশে খর চৌদ্দ হাজার ঘোরদর্শন (ভীষণদর্শন) পরাক্রমশালী রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া দণ্ডকবনে গিয়া নিষ্কণ্টকে আধিপত্য করিতে লাগিল। শূর্পণখাও সেখানে বাস করিতে থাকিল।

ভগিনীকে আশ্বস্ত করিয়া রাবণ অনুচরগণের সহিত নিকুম্ভিলা নামক লঙ্কার রমণীয় উপবনে গেলেন। দেখিলেন, সেখানে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে এবং যজ্ঞস্থল শত যূপ ও মনোহর চৈত্য (বেদিকা)-সমূহে শোভিত হইয়া যেন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পুত্র মেঘনাদ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণাজিন, কমণ্ডলু, শিখা ও ধ্বজ ধারণ করিয়া সেখানে অবস্থান করিতেছেন। রাবণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'বৎস, তুমি কি জন্য এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছ যথার্থ করিয়া বল।' যজ্ঞে ব্রতী থাকায় মেঘনাদ কোন উত্তর করিলেন না। দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহাতপা উশনা (শুক্রাচার্য) বলিলেন, 'রাজা আপনার পুত্র সপ্ত মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুসুবর্ণক, রাজসূয়, গোমেধ ও বৈষ্ণব যজ্ঞ শেষ হইয়াছে। তারপর সুদুষ্কর মাহেশ্বর যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ং পশুপতির নিকট হইতে বর পাইয়াছেন। অন্তরীক্ষগামী কামচারী দিব্য অবিনশ্বর রথ ও তামসী মায়া লাভ করিয়াছেন। এই মায়া অন্ধকার উৎপন্ন করে। ইহা প্রয়োগ করিলে, সুরাসুরও প্রয়োগকারীর গতিবিধি জানিতে পারেন না। ইহা ছাড়া আপনার পুত্র বিবিধ বাণে পূর্ণ দুইটি অক্ষয় তূণীর, একখানা সুদুশ্ছেদ্য ধনু এবং যুদ্ধে শত্রুবিনাশক নানা অস্ত্রশস্ত্রও পাইয়াছেন। রাক্ষসেশ্বর, যজ্ঞ শেষ হইয়াছে এবং আমরা আপনাকে দর্শনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি।'

রাবণ শুনিয়া বলিলেন, 'ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার শত্রু,

তাহাদিগকে যে হোমের দ্বারা পূজা করা হইয়াছে, তাহা শোভন হয় নাই। যাহা হউক, আসুন গৃহে যাই।'

লঙ্কায় ফিরিয়া রাবণ অপহৃতা রমণীদিগকে রথ হইতে নামাইলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া এবং তাহাদের সম্বন্ধে রাবণের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ধর্মাত্মা বিভীষণ সরোষে তাঁহাকে বলিলেন, 'রাজা, এই পাপে তোমার যশ, অর্থ ও কুল নষ্ট হইবে। এই বরাঙ্গনাদিগকে তুমি তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে বলপূর্বক লইয়া আসিয়াছ, এদিকে মধুদানব তোমাকে উপেক্ষা করিয়া কুম্ভনসীকে* হরণ করিয়াছে। তোমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ তখন যজ্ঞ করিতেছিল, আমি জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া তপস্যা করিতেছিলাম আর কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত ছিলেন। এমন সময়ে মধু তোমার প্রধান প্রধান অমাত্য প্রভৃতিকে বধ করিয়া, অন্তঃপুর হইতে কুম্ভনসীকে বলপ্রয়োগে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। পরে আমি ইহা জানিয়াও মধুকে বধ করি নাই, কারণ ভগিনীর বিবাহ দেওয়া ভ্রাতৃগণের অবশ্য কর্তব্য। মহারাজ, তুমি যে দুষ্কার্য করিয়াছ, তাহার ফলেই এইরূপ ঘটিয়াছে।'

রাবণ যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া মধুর বধের জন্য নানাস্ত্রধারী অসংখ্য রাক্ষসসৈন্যসহ অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইন্দ্রজিৎ সেনাপতি হইয়া সৈন্যের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। রাবণ সৈন্যের মধ্যভাগে এবং কুম্ভকর্ণ পশ্চাদ্ভাগে চলিলেন। কেবল বিভীষণ লঙ্কায় থাকিয়া ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত রহিলেন। কিন্তু রাবণ

* কুম্ভনসী—মাল্যবানের দৌহিত্রী—প্রহস্ত, অকম্পন, ধূম্রাক্ষ প্রভৃতির ভগ্নী। মাল্যবান রাবণাদির মাতামহ সুমালীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা। সুতরাং কুম্ভনসী রাবণাদির মাসতুতো ভগিনী।

মধুপুরে আসিয়া মধুকে দেখিতে পাইলেন না। কুম্ভনসী রাবণের চরণে মস্তক লুটাইয়া করজোড়ে বলিলেন, 'রাজা, তুমি আমার স্বামীকে বধ করিও না। মানদ, কুলস্ত্রীগণের পক্ষে সকল ভয়ের মধ্যে বৈধব্যই সব চেয়ে বেশী দুঃখের।' রাবণ প্রীত হইয়া ভগিনী কুম্ভনসীকে বলিলেন, 'তোমার স্বামী কোথায়, শীঘ্র আমাকে বল। আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সুরলোক জয় করিতে যাইব। তোমার প্রতি স্নেহ ও করুণার জন্য আমি মধুকে বধ করিলাম না।' তখন কুম্ভনসী নিদ্রিত মধুকে ঘুম হইতে তুলিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আমার ভ্রাতা মহাবল রাবণ দেবলোক জয় করিতে অভিলাষী হইয়া তোমার সাহায্য চাহিতে এখানে আসিয়াছেন। সুতরাং তুমি তোমার স্বজন-গণের সহিত তাঁহার সাহায্যে যাও।' মধু তাহাতে সম্মত হইয়া রাবণের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মধুর সমাদরে খুশী হইয়া রাবণ একরাত্রি সেখানে বাস করিলেন। পরদিন তিনি কুবেরালয় কৈলাস-পর্বতে উপস্থিত হইয়া সেনা সন্নিবেশ করিলেন। (২৫ সর্গ)

৭

রাবণ ও রম্ভা—রাবণের প্রতি নলকুবরের অভিশাপ—
দেবরাক্ষসের যুদ্ধ—ইন্দ্রের পরাজয়—
অহল্যার উপাখ্যান

সূর্যাস্তের পর চন্দ্র উদিত হইলে, রাবণের বিশাল বাহিনী ঘুমে অচেতন হইল। রাবণ পর্বত-শিখরে বসিয়া সেখানকার প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে লাগিলেন। রাত্রিকাল, চারিদিক্ চন্দ্রকিরণে

সমুদ্ভাসিত, সুখস্পর্শ বায়ু বসন্তকালীন সকলপ্রকার পুষ্পের সুগন্ধ বহন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, দূর হইতে কিন্নর ও অপ্সরাদিগের মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—এই সকল রমণীয় দৃশ্য, শব্দ ও গন্ধ রাবণকে কামাতুর করিয়া তুলিল। তিনি চন্দ্রের দিকে চাহিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। এই সময় দিব্যাভরণভূষিতা অপ্সরা-শ্রেষ্ঠা রম্ভা সেখান দিয়া যাইতেছিলেন। কামবাণে প্রপীড়িত রাবণ উঠিয়া রম্ভার হাত ধরিলেন; রম্ভা লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইলেন। রাবণ মৃদু হাসিয়া রম্ভাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুন্দরী, তুমি কোথায় যাইতেছ? স্বেচ্ছায় কাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে চলিয়াছ? আজ কাহার এমন সৌভাগ্যকাল উপস্থিত হইয়াছে? ইন্দ্র, বিষ্ণু অথবা অশ্বিনীকুমারই হউন, এখন আমার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষ আর কে আছেন? অতএব তুমি যে আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছ, তাহা শোভন হইতেছে না। শোভনে, তুমি এই রম্য শিলাতলে বিশ্রাম কর। আমি ভিন্ন আর কেহ এই ত্রিলোকের প্রভু নহে—সেই আমি কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাকে ভজনা কর।'

রম্ভা কম্পিত কলেবরে করজোড়ে উত্তর করিলেন, 'রাক্ষসরাজ, আপনি আমাকে এরূপ কথা বলিবেন না; আপনি আমার গুরুজন। অন্য কেহ আমার উপর অত্যাচার করিতে আসিলে, আপনি আমাকে রক্ষা করিবেন। আমি ধর্মতঃ আপনার পুত্রবধূ। আপনার ভ্রাতা কুবেরের প্রাণ হইতে প্রিয়তর পুত্র নলকুবরের সঙ্কেতানুসারে আমি তাঁহার নিকটে যাইতেছি। বিশেষতঃ আমরা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত এবং আজ তিনি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষে আমার

আসক্তি নাই। সুতরাং আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন। ধর্মাত্মা নলকুবর আমার জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার বিঘ্ন করা আপনার উচিত হয় না, আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, আপনি সাধুগণের অনুসৃত পথে চলুন। আপনি যেমন আমার মাননীয়, আমিও তেমনি আপনার পালনীয়া (রক্ষণীয়া)।'

রাবণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'রূপসী, তুমি একনিষ্ঠা পত্নী হইলে, তোমাকে পুত্রবধূ বিবেচনা করিতাম। অপ্সরাদের পতি নাই এবং দেবতারাও একপত্নীনিষ্ঠ নহেন। এই কথা বলিয়া কামাতুর রাবণ রম্ভাকে শিলাতলে স্থাপন করিয়া বলে গ্রহণ করিলেন।

পরে রাবণের নিকট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রম্ভা লজ্জা ও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নলকুবরের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার চরণে পড়িয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া নলকুবর ক্রোধে রক্তনয়ন হইলেন। তিনি যথাবিধি আচমন করিয়া রাবণকে নিদারুণ অভিশাপ দিয়া রম্ভাকে বলিলেন 'ভদ্রে, তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাবণ যখন তোমাকে ধর্ষণ করিয়াছে তখন সে আর কোন যুবতীকে তাহার অনিচ্ছায় বলপূর্বক গ্রহণ করিতে পারিবে না। সে অকামা কোন নারীকে ধর্ষণ করিলে, তখনই তাহার মস্তক সাত খণ্ড হইয়া চূর্ণ হইবে।'

এই লোমহর্ষণ শাপের বিষয় জানিয়া দেবগণ খুব আনন্দিত হইলেন এবং সেই হইতে রাবণও অকামা নারী গ্রহণে বিরত থাকিলেন।

যাহা হউক, রাবণ সসৈন্যে কৈলাস অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র দেবগণকে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইতে

বলিয়া অত্যন্ত ভীত ও দীনভাবে বিষ্ণুর নিকটে গিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, 'দেবেন্দ্র, ভীত হইও না, যাহা বলি শুন। আমি কখনও শত্রু সংহার না করিয়া যুদ্ধ হইতে ফিরি না, কিন্তু রাবণকে এখন বিনাশ করাও একরূপ অসম্ভব, কারণ ব্রহ্মার বর তাহাকে রক্ষা করিতেছে। যাহা হউক, দেবরাজ, আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যখন সময় হইয়াছে বুঝিব, তখন আমিই রাবণকে তাহার স্বজনগণের সহিত বধ করিয়া দেবতাদিগকে আনন্দিত করিব। এখন তুমি ভয় ত্যাগ করিয়া সুরগণকে লইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ কর।'

তারপর রুদ্র, আদিত্য, বসু ও মরুদ্‌গণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় বর্ম পরিধান করিয়া, দ্রুত দেবপুর হইতে বাহির হইয়া রাক্ষসদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অন্যদিকে রাবণের মাতামহ সুমালী মারীচ, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, দুর্মুখ, খর, দূষণ প্রভৃতি রাক্ষসবীরগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে বিবিধ সুশাণিত অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা দেবগণকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া অষ্টম বসু সাবিত্র এবং ত্বষ্টা ও পূষা নামে মহাবীর্যশালী আদিত্যদ্বয় সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইতে থাকিল। রাক্ষসেরা শত সহস্র দেবতাকে বিনাশ করিতে লাগিল এবং দেবতারাও মহাবলবিক্রমশালী রাক্ষসদিগকে যমালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। সাবিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সুমালীর সম্মুখীন হইলে, উভয়ে লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরে সাবিত্র শত শত বাণে সুমালীর রথ বিনষ্ট করিয়া গদাঘাতে তাঁহাকে বধ করিলেন। রাক্ষসেরা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন মেঘনাদ তাহাদিগকে ফিরাইয়া স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে রণস্থলে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই দেবতারা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া বলিলেন, 'দেবগণ, তোমরা ভয় করিও না, ফিরিয়া আইস ; আমার অপরাজিত পুত্র জয়ন্ত যুদ্ধে যাইতেছেন।' তারপর দেবতা ও রাক্ষসে—জয়ন্ত ও মেঘনাদে ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরে মেঘনাদ মায়াবলে অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া জয়ন্ত ও দেবসৈন্যগণকে বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেবসৈন্য বিভ্রান্ত হইয়া জয়ন্তকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে (জয়ন্তের মাতামহ) দৈত্যরাজ পুলোমা আসিয়া তাঁহার দৌহিত্র জয়ন্তকে লইয়া সাগরতলে প্রবেশ করিলেন।

পুত্রের অদর্শন ও দেবগণের পলায়নে দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং যুদ্ধে আসিলেন। রাবণও পুত্র মেঘনাদকে নিবারণ করিয়া নিজেই যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। রাক্ষসগণের সহিত দেবগণের আবার ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবতারা রাক্ষসদের উপর অজস্র অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখে যাহাকে পাইলেন তাহাকেই আক্রমণ করিয়া ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবগণ নিয়ত অস্ত্রবর্ষণে তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিলেন। পরে মরুদ্‌গণের সহিত রাক্ষসগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, তাঁহারাও রাক্ষসসৈন্যকে বিধ্বস্ত করিতে থাকিলেন। তাহা দেখিয়া রাবণ কুপিত হইয়া যুদ্ধে দেবগণকে নিহত করিতে করিতে ইন্দ্রের দিকে ধাবিত হইলেন। ইন্দ্র ও রাবণ উভয়ে নিরন্তর বাণবর্ষণ করিতে থাকিলে, চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল ; আর কিছুই বুঝিতে (দেখিতে) পারা গেল না।

সেই অন্ধকারে রাক্ষস ও দেবগণ (পরপক্ষীয় বা স্বপক্ষীয় বুঝিতে না পারিয়া) পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। কেবল ইন্দ্র, রাবণ ও মেঘনাদ এই তিন জন সেই অন্ধকারে বিভ্রান্ত হইলেন না। অসংখ্য রাক্ষসসৈন্য নিহত হইতেছে দেখিয়া রাবণ ক্রোধে মহাশব্দ করিয়া উঠিলেন এবং সারথিকে বলিলেন, 'আমাকে শত্রুসেনার মধ্য দিয়া উহার শেষ পর্যন্ত লইয়া চল। আজ আমি একাকীই পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সমস্ত দেবতাকে যমালয়ে পাঠাইব। শীঘ্র রথ চালাও। আমরা এখন নন্দনবনে রহিয়াছি, তুমি এখনই আমাকে উদয়াচলে লইয়া চল।'

রাবণের আদেশে সারথি দেবসেনার মধ্য দিয়া রথ চালনা করিল। ইন্দ্র রাবণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'দেবগণ, তোমরা রাবণকে জীবিত অবস্থায়ই ধর, ব্রহ্মার বরের জন্য উহাকে আমরা বধ করিতে পারিব না।' এইরূপে রাবণ দেবসৈন্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও ধৃত হইলে, দানব ও রাক্ষসেরা 'হায়! আমরা মরিলাম!' বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। তখন রাবণনন্দন মেঘনাদ যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া মহামায়া অবলম্বনে আকাশ হইতে অদৃশ্যভাবে ইন্দ্রের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি মায়াবলে ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়া তাঁহাকে রাবণের নিকট আনিয়া বলিলেন, 'পিতা, এই দেখুন যিনি সুরসৈন্যের ও ত্রিলোকের প্রভু, তিনি দেবসৈন্যের মধ্য হইতে ধৃত হইয়াছেন; দেবগণের দর্প চূর্ণ হইয়াছে। এখন আপনি বীর্যবলে শত্রুকে বদ্ধ রাখিয়া যথেচ্ছ ত্রিলোক ভোগ করুন; যুদ্ধের আর কোন প্রয়োজন নাই।'

মেঘনাদের এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রহীন দেবগণ যুদ্ধে নিবৃত্ত (বিরত) হইয়া প্রস্থান করিল।

দেবরিপু রাবণ মেঘনাদকে সাদরে বলিলেন, 'পুত্র, তুমি যোগ্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়া আমার বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছ। তুমি বাসবকে রথে তুলিয়া সসৈন্যে লঙ্কায় যাও। আমিও অমাত্য-গণের সহিত শীঘ্রই তোমার পিছু পিছু যাইতেছি।'

মেঘনাদ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া লঙ্কায় লইয়া আসিলে, দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সেখানে গেলেন। ব্রহ্মা আকাশে থাকিয়া পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃত রাবণকে বলিলেন, 'বৎস, তোমার পুত্রের বীরত্বে আমি তুষ্ট হইয়াছি, ইহার বিক্রম তোমারই তুল্য অথবা তোমার অপেক্ষাও অধিক। তুমি ত্রিলোক জয় করিয়া তোমার প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছ। তোমার এই মহাবল পুত্র জগতে ইন্দ্রজিৎ নামে বিখ্যাত হইবে। এখন তুমি ইন্দ্রকে মুক্তি দাও এবং সেজন্য দেবগণের তোমাকে কি দিতে হইবে বল।'

ব্রহ্মার কথা শুনিয়া ইন্দ্রজিৎ বলিলেন, 'দেব, ইন্দ্রকে মুক্তি দিতে হইলে, (তাহার বদলে) আমি অমরত্ব চাই।' ব্রহ্মা বলিলেম, এই পৃথিবীতে কোন প্রাণীই একেবারে অমর নয়, সুতরাং তুমি অন্য বর চাও।' ইন্দ্রজিৎ বলিলেন, 'তবে আমাকে এই বর দিন যে, আমি যখন মন্ত্রপূত হবির দ্বারা যথাবিধি অগ্নির পূজা করিয়া (অর্থাৎ যথাবিধি অগ্নিতে হোম শেষ করিয়া) শত্রুজয়ের জন্য যুদ্ধে যাইতে ইচ্ছা করিব, তখনই যেন অগ্নি হইতে অশ্বযোজিত এক দিব্যরথ উত্থিত হয় এবং আমি সেই রথে থাকিয়া যুদ্ধ করিলে কেহ যেন আমাকে বধ করিতে না পারে। আর জপ ও হোম শেষ না হইতেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, আমি বিনষ্ট হইব।* দেব, সকলে তপস্যা করিয়া অমর হইতে চায়, কিন্তু আমি বিক্রমের দ্বারাই অমর

* প্রকারান্তরে ইন্দ্রজিৎ আবার অমরত্বই প্রার্থনা করিলেন। (গোঃ)

হইব। ব্রহ্মা বলিলেন, 'তথাস্তু' (তাহাই হউক)। তখন ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে মুক্তি দিলেন এবং দেবতারা স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন।

রাম, তারপর ইন্দ্র দেবশ্রীভ্রষ্ট, বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, 'দেবরাজ, ব্যাকুল হইও না; নিজের পূর্বকৃত দুষ্কর্ম স্মরণ কর।—আমি যখন প্রথমে প্রজা সৃষ্টি করি তখন সকলেরই বর্ণ, বাক্য ও রূপ একপ্রকার ছিল; আকারে বা লক্ষণে তাহাদের কোন পার্থক্য ছিল না। পরে প্রজাগণের যে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উৎকৃষ্ট তাহা লইয়া আমি রূপে গুণে নিখুঁত একটি স্ত্রী সৃষ্টি করিলাম। 'হল' শব্দের অর্থ—বিরূপতা (খুঁত), সেই স্ত্রীর কোন বিরূপতা ছিল না বলিয়া আমি তাহার নাম রাখিলাম 'অহল্যা'। তাহাকে সৃষ্টি করিয়া আমার ভাবনা হইল যে, সে কাহার ভার্যা হইবে। পুরন্দর, তখন তুমি পদগৌরবে নিজেকে সর্বোচ্চ বিবেচনা করিয়া মনে করিয়াছিলে যে, সে তোমারই পত্নী হইবে। কিন্তু আমি তাহাকে মহাত্মা গৌতমের নিকটে গচ্ছিত রাখিলাম। বহু বৎসর পরে তিনি অহল্যাকে আমার কাছে ফিরাইয়া দেন। তখন আমি সেই মহা-মুনির স্থিরচিত্ততা (জিতেন্দ্রিয়তা) ও তপঃসিদ্ধির বিষয় জানিয়া অহল্যাকে পত্নীরূপে সম্প্রদান করিলাম। ধর্মাত্মা মহামুনি গৌতম অহল্যার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। দেবতারা অহল্যা-প্রাপ্তির বিষয়ে আশা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইন্দ্র, অহল্যার প্রতি তোমার একান্ত আসক্তি ছিল, সুতরাং তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মুনির আশ্রমে গেলে এবং সেখানে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় অহল্যাকে দেখিয়া কামার্ত হইয়া তাহাকে ধর্ষণ (গ্রহণ) করিলে। তখন গৌতম রোষভরে তোমাকে অভিশাপ দিলেন, দুর্বুদ্ধি, তোমার

দুষ্কার্যের জন্য তুমি যুদ্ধে শত্রুর হস্তে বন্দী হইবে। তোমার এই দুষ্প্রবৃত্তি মনুষ্যলোকেও সংক্রামিত হইবে। আর তাহার ফলে লোকে যে পাপ'কার্য করিবে, তাহার পাপ অর্ধেক পাপকারীতে এবং অপর অর্ধেক তোমাতে বর্তিবে। তোমার ইন্দ্রত্ব পদও চিরস্থায়ী হইবে না। অন্য যে-কেহ দেবরাজ হইবেন, তিনিও চিরস্থায়ী হইতে পারিবেন না। পরে গৌতম অহল্যাকে খুব তিরস্কার করিয়া বলিলেন, দুর্বিনীতা, তুমি সৌন্দর্যবিহীনা হইয়া আমার আশ্রমের নিকটে থাক। রূপযৌবনসম্পন্না হইয়াই তুমি বিপথগামিনী হইয়াছ এবং কেবল তোমাতেই সকল রূপরাশির সমাবেশ দেখিয়া ইন্দ্রের এইরূপ মতিভ্রম হইয়াছে। সুতরাং তুমি একাই এইরূপ রূপবতী থাকিবে না; আরও অনেকে তোমার মত রূপবতী হইবে।—তখন অহল্যা গৌতমকে প্রসন্ন করিবার জন্য বলিলেন, ব্রহ্মর্ষি, আমি জানিয়া শুনিয়া এই পাপ করি নাই, ইন্দ্র তোমার রূপ ধরিয়া আমাকে ধর্ষণ করিয়াছেন; তুমি আমার প্রতি করুণা কর।* গৌতম বলিলেন, মহাবাহু বিষ্ণু মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ইক্ষ্বাকুকুলে জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই মহাতেজা রাম নামে বিখ্যাত হইবেন এবং ব্রাহ্মণের কার্য সাধনের জন্য বনে আসিবেন। ভদ্রে, তুমি যখন তাঁহার দেখা পাইবে, তখন তুমি শুচি হইবে। তুমি যে দুষ্কার্য করিয়াছ, কেবল তিনিই তোমাকে তাহার পাপ হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। সুন্দরী, রামের আতিথ্য করিয়া যখন তুমি আমার নিকটে আসিবে, তখন তুমি আবার আমার সহিত বাস করিতে পারিবে। এই বলিয়া বিপ্রর্ষি গৌতম নিজ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং ব্রহ্মবাদীর পত্নী অহল্যাও অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।'

---

* আদিকাণ্ড, ৪৮ সর্গ দ্রষ্টব্য।

তারপর ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলিলেন, 'বাসব, গৌতমের শাপেই তোমার এই দুর্দশা হইয়াছে। সেইজন্যই তুমি শত্রুর হস্তে বন্দী হইয়াছিলে—অন্য কোন কারণে নয়। অতএব তুমি সুসমাহিতচিত্তে অবিলম্বে বৈষ্ণব যজ্ঞ কর। তাহাতে পবিত্র হইয়া তুমি আবার দেবলোকে যাইতে পারিবে। তোমার পুত্র জয়ন্তও মহাযুদ্ধে বিনষ্ট হয় নাই। তাহার মাতামহ তাহাকে মহাসাগর মধ্যে লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছেন।'

ব্রহ্মার কথায় ইন্দ্র বৈষ্ণব যজ্ঞ করিয়া, দেবলোকে ফিরিয়া স্বর্গরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।—রাম, ইন্দ্রজিতের বলবীর্যের বিষয় আমি তোমাকে বলিলাম। অন্যের কথা কি, সে দেবরাজকেও পরাস্ত করিয়াছিল।"

অগস্ত্যের কাছে ইন্দ্রজিতের পরাক্রমের কথা শুনিয়া রাম-লক্ষ্মণ এবং উপস্থিত বানর ও রাক্ষসেরা সকলেই 'আশ্চর্য!' বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। রামের পার্শ্বে উপবিষ্ট বিভীষণ বলিলেন, 'বহুকাল পরে এই আশ্চর্য পুরাতন কাহিনী আবার আমার মনে পড়িতেছে।' (৩০ সর্গ)

৮

কার্তবীর্যার্জুনের সহিত রাবণের যুদ্ধ—কার্তবীর্যার্জুন কর্তৃক রাবণ গ্রহণ—পুলস্ত্য-কার্তবীর্যার্জুন সংবাদ—রাবণের মুক্তি—রাবণকে লইয়া বালীর চতুঃসমুদ্র ভ্রমণ ও উভয়ের মিত্রতা

(সর্গ ৩১—৩৪)

রাম বিস্মিতভাবে অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান, রাবণ যখন পৃথিবী পর্যটন করিতেছিলেন তখন কি মনুষ্যলোক বীরশূন্য ছিল?

রাবণকে দমন করিতে পারেন, এমন কোন ক্ষত্রিয় বা অক্ষত্রিয় বীর কি জগতে ছিলেন না ?"

অগস্ত্য সহাস্যে বলিলেন, "এইরূপে রাজাদিগকে উৎপীড়িত করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণের কালে রাবণ একদিন অমরাবতীতুল্য মাহিষ্মতী পুরীতে* উপস্থিত হইলেন। পুরীর অধিপতি মহা-পরাক্রমশালী হৈহয়রাজ অর্জুন (কার্তবীর্যার্জুন) সেদিন স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া নর্মদায় জলবিহারে গিয়াছিলেন। রাবণ অর্জুনের অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শীঘ্র বল, নৃপতি অর্জুন কোথায় ? —আমি রাবণ, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। তোমরা অবিলম্বে তাঁহাকে আমার আগমনের সংবাদ দাও।' অমাত্যগণ রাবণকে অর্জুনের অনুপস্থিতির কথা বলিলেন। তারপর পুরবাসীদের মুখে অর্জুনের নর্মদায় গমনের সংবাদ শুনিয়া, রাবণ, সেখান হইতে বাহির হইয়া বিন্ধ্যপর্বতে আসিলেন। দেখিলেন, বিন্ধ্যগিরি যেন ধরা ভেদ করিয়া আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। তাহার উচ্চ পার্শ্বদেশ বাহিয়া শীতল জলরাশি পতিত হইতেছে। উহার শব্দ শুনিয়া মনে হয়, যেন পর্বত অট্ট অট্ট হাসিতেছে। তাহার গাত্র দিয়া স্ফটিকস্বচ্ছ জলধারাসকল ক্ষরিত হওয়ায় সেই পর্বত যেন ফণাধর লোলজিহ্বা অনন্তনাগের ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

হিমালয়ের ন্যায় উচ্চ এবং বহু গহ্বরসমন্বিত সেই বিন্ধ্যগিরি দেখিতে দেখিতে রাবণ পশ্চিমসমুদ্রগামিনী পুণ্যসলিলা নর্মদায় উপনীত হইলেন। তিনি পুষ্পক হইতে নামিয়া নর্মদার সুখস্পর্শ

* হৈহয়-রাজের রাজধানী। ইহা জব্বলপুরের কিছু দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। ইনি যারপরনাই পরাক্রমশালী ছিলেন; দত্তাত্রেয়ের বরে সহস্র বাহু লাভ করিয়াছিলেন।

জলে অবগাহন করিলেন। পরে তাহার রমণীয় পুলিনে বসিয়া তিনি তাঁহার অমাত্যদিগকে বলিলেন, 'এই নদী গঙ্গাতুল্যা। এই সুখদায়িনী ও কল্যাণময়ী নর্মদায় স্নান করিয়া সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হও। আমি ইহার শরদিন্দুতুল্য শুভ্র পুলিনে বসিয়া পুষ্পদ্বারা মহাদেবের অর্চনা করিব।'

তখন রাক্ষসেরা নর্মদায় স্নানান্তে কূলে উঠিয়া রাবণের পূজার জন্য পুষ্প আহরণে গেল এবং শীঘ্রই প্রচুর ফুল আনিয়া স্তূপাকার করিল। রাবণ বালুকাবেদীর উপর কাঞ্চনময় শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধ পুষ্পে মহাদেবের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। পূজা শেষে তিনি শিবলিঙ্গের সম্মুখে হস্তসকল প্রসারণ করিয়া নাচিতে এবং গান (সামগান) করিতে লাগিলেন।

অদূরে মাহিষ্মতীপতি অর্জুন স্ত্রীগণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি নিজের বাহুবল পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সহস্র বাহুর দ্বারা নর্মদার স্রোত রুদ্ধ করিলেন। তখন নর্মদার জলরাশি বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইয়া কূল প্লাবিত করিল এবং রাবণের শিবোদ্দেশে প্রদত্ত পুষ্পোপহার ভাসাইয়া লইয়া চলিল। রাবণ অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শুক ও সারণকে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। তাঁহারা অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, অর্ধ যোজন দূরে বৃহৎ শালবৃক্ষাকার এক পুরুষ তাঁহার সহস্র বাহুর দ্বারা নদীর গতিরোধ করিয়া রমণীদের সহিত জলকেলি করিতেছেন। শুক ও সারণের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া রাবণ বলিলেন, 'এই অর্জুন'। তারপর তিনি মহোদর, মহাপার্শ্ব, শুক ও সারণ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া অর্জুনের দিকে চলিলেন। সেখানে আসিয়া রাবণ অর্জুনের অমাত্যদিগকে বলিলেন, 'তোমরা হৈহয়পতিকে শীঘ্র বল যে,

রাবণ যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন।' তাঁহারা সশস্ত্রে উঠিয়া রাবণকে (বিদ্রূপ করিয়া) বলিলেন, 'সাধু, সাধু রাবণ, তুমি ঠিক সময় বুঝিয়াই আসিয়াছ; রাজা এখন সুরাপানে মত্ত হইয়া স্ত্রীগণের মধ্যে রহিয়াছেন, আর তুমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিতেছ! দশানন, আজ ক্ষান্ত হও, এখানে রাত্রি অতিবাহিত কর, কাল অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিও। আর যদি তোমার যুদ্ধের বাসনা খুব প্রবল হইয়া থাকে, তবে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর; আমাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিও।'

তারপর রাবণের ও অর্জুনের অমাত্যগণের মধ্যে যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাবণের অমাত্যগণ কুপিত হইয়া কার্তবীর্যের সেনাদিগকে বধ করিতে থাকিলেন। অর্জুন সেই সংবাদ পাইয়া, স্ত্রীগণকে 'ভয় নাই' বলিয়া জল হইতে উঠিলেন এবং ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া দ্রুত গদাহস্তে যুদ্ধে আসিলেন। প্রহস্ত মুষল লইয়া অর্জুনের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলে, তিনি তাঁহার গদাদ্বারা প্রহস্তকে অতিবেগে (খুব জোরে) আঘাত করিলেন। প্রহস্ত বজ্রাহত শৈলের ন্যায় নিপতিত হইলেন। তাঁহাকে ভূপতিত হইতে দেখিয়া মারীচ, শুক, সারণ প্রভৃতি পলায়ন করিলেন। তখন রাবণ নৃপশ্রেষ্ঠ অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন। সহস্রবাহু অর্জুন ও বিংশতিবাহু রাবণে ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। অবশেষে অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গদাদ্বারা রাবণের বিশাল বক্ষে আঘাত করিলেন। বরপ্রভাবে রাবণের বক্ষ সুরক্ষিত, গদা দুই খণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। কিন্তু রাবণ সেই প্রচণ্ড আঘাতে পিছু হটিয়া রোদন করিতে করিতে বসিয়া পড়িলেন। তখন অর্জুন বিহ্বল রাবণকে সহস্র বাহুর দ্বারা সবলে ধরিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিলেন। তারপর তিনি রাক্ষসদিগকে

রণক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিয়া, রাবণকে লইয়া স্বজনগণের সহিত মাহিষ্মতীনগরে ফিরিলেন। ব্রাহ্মণগণ ও নাগরিকেরা অর্জুনের মস্তকে পুষ্প ও লাজ (খই) বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে পুলস্ত্য-ঋষি সুরলোকে দেবগণের মুখে রাবণের বন্ধনের সংবাদ পাইয়া বায়ুপথে বায়ুবেগে মাহিষ্মতীতে উপস্থিত হইয়া অর্জুনকে বলিলেন, 'নরশ্রেষ্ঠ, তোমার বলের তুলনা নাই। যাহার ভয়ে সাগর ও বায়ু নিস্পন্দ হয়, আমার সেই দুর্জয় পৌত্রকে তুমি বদ্ধ করিয়াছ। তাহার যশ নাশ করিয়া তুমি নিজের নাম বিখ্যাত করিয়াছ। বৎস, এখন তুমি আমার অনুরোধে দশাননকে মুক্তি দাও।' পুলস্ত্যের কথায় অর্জুন সানন্দে রাবণকে মুক্তি দিয়া তাঁহাকে দিব্য বস্ত্রাভরণ ও মাল্যাদি দ্বারা সংবর্ধনা করিলেন এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের ভাব পরিত্যাগ করিয়া ও অগ্নিসাক্ষী করিয়া তাঁহার সহিত সখ্যে আবদ্ধ হইলেন। পরে রাবণ পুলস্ত্য ও অর্জুনের নিকটে বিদায় লইয়া সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। পুলস্ত্য ব্রহ্মলোকে ফিরিয়া গেলেন।—রাম, বলবান হইতেও বলবান আছে। যে নিজের হিত চায়, তাহার কাহাকেও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। (৩৩ সর্গ)

অর্জুনের নিকট পরাজিত হইয়াও রাবণ নিরস্ত হইলেন না; মুক্তি পাইয়াই আবার পৃথিবী পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মনুষ্য বা রাক্ষস যাহার বলাধিক্যের কথা শুনিতে লাগিলেন, তাহারই নিকটে গিয়া তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন। এইরূপে একদিন তিনি কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তখন বালীর ভার্যা তারার পিতা তার এবং অন্যান্য বানর অমাত্যগণ রাবণকে বলিলেন, 'রাক্ষসরাজ, বালী চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যা করিতে গিয়াছেন; তিনি এখনই ফিরিবেন; তুমি কিছুকাল

অপেক্ষা কর। দশানন, এই শঙ্খের ন্যায় শুভ্র অস্থিরাশি দেখ, যাঁহারা ইতিপূর্বে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, বানররাজ বালীর তেজে তাঁহাদের এই দশা হইয়াছে। যদি তুমি অমৃতও পান করিয়া থাক, তথাপি বালীর সহিত যুদ্ধে তোমার জীবনান্ত হইবে; সুতরাং তুমি এই বেলা এই বিচিত্র জগৎ দেখিয়া লও। আর যদি তোমার সত্বর মরিবার জন্য আগ্রহ থাকে, তবে দক্ষিণসমুদ্রে যাও, সেখানে জীবন্ত পাবকের ন্যায় বালীকে দেখিতে পাইবে।'

রাবণ তারকে তিরস্কার করিয়া পুষ্পকারোহণে দক্ষিণসাগরে গেলেন। দেখিলেন, বালসূর্যের ন্যায় মুখকান্তিবিশিষ্ট হেমগিরি-সদৃশ বালী আহ্নিক করিতেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি রথ হইতে নামিয়া বালীকে ধরিবার জন্য নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বালী হঠাৎ রাবণকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার মন্দ অভিপ্রায়ও বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তিনি কিছুমাত্র ভীত হইলেন না—নীরব ও পর্বতের ন্যায় নিশ্চল থাকিয়া বেদমন্ত্র জপ করিতে থাকিলেন। পরে রাবণের পদশব্দে তিনি হাতের নাগালের মধ্যে আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, বালী মুখ না ফিরাইয়াই, গরুড় যেমন সর্পকে ধরে, তেমনি রাবণকে ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর রাবণকে বগলে করিয়া বালী সবেগে আকাশে উঠিলেন। রাবণ তাঁহাকে নখ ও দন্তাঘাতে পীড়িত করিতে এবং রাবণের অমাত্যেরা শোরগোল করিয়া পশ্চাতে ধাবিত হইতে থাকিলেও বালী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। রাক্ষসপ্রধানেরা বালীকে ধরিতে পারিলেন না; তাঁহার লাথি ও চড়ে পরিশ্রান্ত হইয়া অনুসরণে বিরত হইলেন। তখন বালী একে একে পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব সমুদ্রে যাইয়া সন্ধ্যাবন্দনা শেষ করিয়া রাবণকে লইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিলেন। তারপর তিনি রাবণকে

মুক্ত করিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' বিস্মিত ও পরিশ্রান্ত রাবণ চঞ্চল লোচনে বলিলেন, 'বানরেন্দ্র, আমি রাক্ষসাধিপতি রাবণ, তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া পরাজিত হইয়াছি। বীরবর, কি অদ্ভুত তোমার বল-বীর্য-গাম্ভীর্য যে, তুমি আমাকে পশুর মত ধরিয়া চারি সাগরে ভ্রমণ করাইলে! আমাকে এরূপ দ্রুতবেগে বহন করিয়া অপরিশ্রান্ত থাকে, তুমি ছাড়া এমন বীর আর কে আছে? কপিশ্রেষ্ঠ, মন, বায়ু ও গরুড় এই তিনের গতি একরূপ—তোমার গতিশক্তিও তত্তুল্য। তোমার বলের পরিচয় পাইয়াছি; এখন আমি অগ্নিসাক্ষী করিয়া তোমার সহিত চিরমিত্রতা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। বানরেশ্বর, স্ত্রী, পুত্র, পুর (নগর), রাজ্য, ভোগ্য ও ভোগ্যবস্তু, বস্ত্রাদি যাহা আমাদের আছে, সে-সকলই উভয়ের অবিভক্ত (যৌথ) সম্পত্তি হউক।'

তখন বালী ও রাবণ অগ্নি প্রজ্বালন'পূর্বক তাহার সম্মুখে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া বান্ধবতা স্থাপন করিলেন। পরে রাবণ সেখানে সুগ্রীবের ন্যায় ভ্রাতার মত (ভ্রাতৃভাবে) ভ্রাতৃ-আদরে একমাস কাল কাটাইলে, তাঁহার অমাত্যগণ আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন।—রাম, বালী অতুল বলবীর্যশালী ছিলেন, কিন্তু অগ্নি যেমন পতঙ্গকে দগ্ধ করে, তুমি সেইরূপ বালীকে দগ্ধ করিয়াছ।" (৩৪ সর্গ)

৯

হনুমানের পূর্ববৃত্তান্ত—দেবগণের হনুমানকে বরদান ও মুনিগণের অভিশাপ প্রদান—মুনিগণের শাপে হনুমানের আত্মবিস্মৃতি

(৩৫—৩৭ সর্গ)

তখন রাম বিনীতভাবে অগস্ত্যকে বলিলেন, "মহর্ষি, বালী ও রাবণের বলের তুলনা নাই, কিন্তু আমার বিবেচনায় ইঁহাদের বল হনুমানের বলের সমান নয়। শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য, দক্ষতা, প্রজ্ঞা (বুদ্ধি), নীতিজ্ঞান, বিক্রম ও প্রতাপ—সকলই হনুমানে আছে। শতযোজন সাগর লঙ্ঘন, সীতার সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান, রাবণের সেনাপতি প্রভৃতিকে নিধন, অগ্নিসংযোগে লঙ্কা-দহন ইত্যাদি হনুমান একাকীই করিয়াছেন। যুদ্ধে হনুমান যেরূপ অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছেন, যম, ইন্দ্র, বিষ্ণু বা কুবের সম্বন্ধেও সেরূপ কার্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। ইঁহার বাহুবলেই আমি লঙ্কা জয়, সীতা উদ্ধার, যুদ্ধ জয় ও রাজ্যলাভ করিয়া মিত্র ও বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়াছি, ইঁহার বাহুবলেই লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে। কিন্তু বালী ও সুগ্রীবের বিবাদের সময় হনুমান কেন বালীকে বিনাশ করিয়া সুগ্রীবের প্রীতিসাধন করেন নাই ?"

অগস্ত্য বলিলেন, "রঘুশ্রেষ্ঠ, তুমি হনুমানের বিষয়ে যাহা বলিলে, তাহা সত্য ; বল, গতি বা বুদ্ধিতে হনুমানের তুল্য আর কেহ নাই। কিন্তু হনুমান শক্তিশালী হইয়াও মুনিদের শাপের জন্য নিজের শক্তির কথা সবিশেষ জানিতে পারেন নাই। রাম, হনুমান বাল্যকালেই যে অদ্ভুত কাজ করিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, শোন।—হনুমানের পিতা কেশরী সুমেরু পর্বতে রাজত্ব করিতেন।

কেশরীর ভার্যা অঞ্জনার গর্ভে বায়ুর ঔরসে হনুমান জন্মলাভ করেন। পুত্র প্রসব করিয়া অঞ্জনা ফল আহরণের জন্য গহন বনে প্রবেশ করিলে, শিশু ক্ষুধায় কাতর হইয়া এবং মাতাকে না দেখিতে পাইয়া রোদন করিতে থাকে। সেই সময় জবাকুসুমতুল্য রক্তবর্ণ সূর্য উদিত হইতেছিলেন। শিশু তাঁহাকে দেখিয়া, ফল মনে করিয়া ধরিবার জন্য লম্ফপ্রদানে আকাশে উঠিয়া তাঁহার দিকে ছুটিল। তাহা দেখিয়া দেব, দানব ও যক্ষেরা যারপরনাই বিস্মিত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'এই বায়ুপুত্র যেরূপ বেগে আকাশ অতিক্রম করিতেছে, স্বয়ং বায়ু বা গরুড় কি মনের পক্ষেও তাহা সম্ভব নয়। শৈশবেই যখন ইহার এইরূপ গতিশক্তি, তখন না জানি যৌবনে ইহার বেগ কিরূপ হইবে। যাহা হউক, বায়ু তুষারশীতল হইয়া গগনোত্থিত পুত্রের অনুসরণে বহিয়া তাহাকে সূর্যের উত্তাপ হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। শিশু আকাশপথে বহু সহস্র যোজন উঠিয়া সূর্যের নিকটবর্তী হইল। 'এ শিশু, অবোধ এবং পরে ইহার দ্বারা মহৎ কার্য হইবে'—এই মনে করিয়া দিবাকর তাহাকে দগ্ধ করিলেন না। রাম, সেদিন আবার রাহুও সূর্যকে গ্রাস করিতে আসিতেছিলেন। সূর্যের রথের উপর (সূর্যমণ্ডলে) রাহুকে দেখিয়া হনুমান তাঁহাকেই আক্রমণ করিলেন। রাহু ভয়ে পলায়ন করিয়া, ইন্দ্রালয়ে আসিয়া সরোষে দেবগণ-পরিবৃত ইন্দ্রকে বলিলেন, 'বাসব, আমার ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য তুমি আমাকে চন্দ্রসূর্য দিয়াছ, তবে এখন আবার অন্যকে দিতেছ কেন? আজ আমি সূর্যকে গ্রহণ করিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু সহসা আর এক রাহু আসিয়া সূর্যকে গ্রাস করিল।'

রাহুকে অগ্রে করিয়া ইন্দ্র ঐরাবত আরোহণে সূর্য ও হনুমানের

উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু রাহু ইন্দ্রকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতগমনে তাঁহার পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হইলেন। হনুমান সূর্যকে পরিত্যাগ করিয়া ফলবোধে রাহুকে ধরিতে গেলেন। মুখাবশেষ রাহু ভয়ে 'ইন্দ্র! ইন্দ্র!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র দূর হইতেই বলিলেন, 'রাহু, ভয় নাই, আমি উহাকে বধ করিতেছি।' —রাম, তখন হনুমান ঐরাবতকে দেখিয়া বৃহৎ ফল মনে করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। তখন শচীপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া হনুমানকে বজ্রদ্বারা আঘাত করিলেন। বজ্রাহত হইয়া হনুমান গিরিপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন এবং তাঁহার বাম হনু ভাঙ্গিয়া গেল। তখন বায়ু ইন্দ্রের প্রতি ক্রোধে নিজের গতিরোধ করিয়া শিশুপুত্রকে লইয়া গুহার ভিতর প্রবেশ করিলেন। বায়ু অন্তর্হিত হওয়ায় সকল প্রাণীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস মলমূত্রাশয় ও সন্ধিস্থানের ক্রিয়া * নিরুদ্ধ হইল; তাহাতে সকলেই কাষ্ঠের ন্যায় অচল হইয়া উঠিল। সুতরাং অধ্যয়ন, যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড ও ধর্মকর্ম সকলই লোপ পাইল। এইরূপে বায়ুর প্রকোপে ত্রিলোক যেন নরকতুল্য হইয়া উঠিল। তখন দেবতা গন্ধর্ব অসুর ও মানুষ প্রভৃতি প্রাণিগণ অতিকষ্টে প্রজাপতির নিকটে গেলেন। বায়ুরোধ হওয়ায় উদরী রোগীর ন্যায় স্ফীতোদর দেবগণ করজোড়ে ব্রহ্মাকে বলিলেন, 'ভগবান, আপনিই এই চারি প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনিই বায়ুকে আমাদের জীবনের অধিপতি করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু আজ আমাদের সেই প্রাণেশ্বর (প্রাণাধিপতি) প্রাণ নিরোধ করিয়া, অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা স্ত্রীগণের ন্যায় আমাদিগকে কষ্ট দিতেছেন। আমরা আপনার শরণ লইতেছি; আপনি আমাদের বায়ুনিরোধজনিত কষ্ট দূর করুন।'

* দেহের সন্ধিস্থানগুলির আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি।

প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রাণীদের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, 'প্রাণিগণ, যেজন্য বায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাদের প্রাণরোধ করিয়াছেন, তাহা শোন। আজ ইন্দ্র রাহুর কথায় বায়ুর পুত্রকে নিহত করিয়াছেন, সেজন্য বায়ু কুপিত হইয়াছেন। অশরীরী বায়ু সকল প্রাণীর শরীরে বিচরণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করেন। বায়ু ভিন্ন জীবের দেহ কাষ্ঠবৎ হইয়া উঠে। বায়ুই প্রাণ, বায়ুই সুখ, বায়ুই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড। বায়ু ভিন্ন জগৎ সুখ লাভ করিতে পারে না। (দেখ,) এইমাত্র জগৎ প্রাণরূপী বায়ুর দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ায় তোমরা সকলেই নিরুচ্ছ্বাস ও কাষ্ঠদণ্ডের মত হইয়াছ। অতএব চল, যেখানে আমাদের পীড়াপ্রদ বায়ু আছেন, সেখানে যাই। দিতিপুত্র বায়ুকে (পবন দেবকে) প্রসন্ন না করিয়া বিনষ্ট হইও না।

তখন বজ্রাহত পুত্রকে লইয়া বায়ু যেখানে ছিলেন, প্রজাপতি দেব ও গন্ধর্বাদির সহিত সেখানে গেলেন। বায়ুর ক্রোড়স্থিত সূর্যরশ্মির ন্যায় কাঞ্চনবর্ণ শিশুটিকে দেখিয়া চতুরানন ব্রহ্মা তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্র সে জলসিক্ত শস্যের ন্যায় পুনরায় জীবন লাভ করিল। পুত্রকে সজীব দেখিয়া বায়ু সানন্দে পূর্বের ন্যায় অবিরোধে সর্বভূতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন ; সকল প্রাণী আবার প্রফুল্ল হইল। ব্রহ্মা দেবতাদিগকে বলিলেন, 'দেবগণ, এই শিশুর দ্বারা তোমাদের মহাকার্য সাধিত হইবে, তোমরা সকলে ইহাকে বর দিয়া বায়ুকে তুষ্ট কর।'

তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র প্রীতমনে পবননন্দনকে একটি স্বর্ণ-পদ্মমালা দিয়া বলিলেন, 'আমার বজ্রে ইহার হনু ভাঙ্গিয়াছে, সুতরাং এ কপিশার্দূল হইয়া হনুমান নামে বিখ্যাত হইবে। আর আমার বজ্রে ইহার প্রাণনাশ হইবে না।' তিমিরহারী ভগবান

সূর্যদেব বলিলেন, 'আমি ইহাকে আমার তেজের শতভাগের এক-ভাগ দান করিলাম। এ যখন শাস্ত্রাধ্যয়নে সমর্থ হইবে, তখন আমি ইহাকে শাস্ত্রজ্ঞান দিব ; তাহাতে এ বাগ্মী (সুবক্তা) হইবে।' বরুণ বর দিলেন, 'আমার পাশে শতসহস্র বৎসর বদ্ধ থাকিলেও ইহার মৃত্যু হইবে না ; জলেও ইহার মৃত্যুভয় থাকিবে না।' যম বর দিলেন, 'আমার দণ্ডে এ মরিবে না; আর চিরদিন নীরোগ থাকিবে এবং কখনও যুদ্ধে অবসন্ন হইবে না।' কুবের বলিলেন, 'আমার গদা ইহাকে বধ করিবে না।' শঙ্কর বর দিলেন, 'আমার দ্বারা বা আমার অস্ত্রশস্ত্র হইতে ইহার মৃত্যু হইবে না।' বিশ্বকর্মা বলিলেন, 'আমি দেবগণের জন্য যে-সকল অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছি ও করিব, এ সে-সকলের অবধ্য হইয়া চিরজীবী হইবে।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'ব্রহ্মাস্ত্রে বা ব্রহ্মশাপে ইহার মৃত্যু হইবে না ; এ দীর্ঘায়ু ও মহাবলশালী হইবে।'

এইরূপে দেবগণ সকলেই পবননন্দনকে বর দিলে, ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া বায়ুকে বলিলেন, 'বায়ু, তোমার এই পুত্র মিত্রদের অভয়দাতা এবং শত্রুদের ভয়ঙ্কর ও অজেয় হইবে। আর এ কামরূপী, কামচারী, কামগামী, কপিশ্রেষ্ঠ, অব্যাহতগতি ও কীর্তিমান হইবে ; রামের প্রীতিকর বিবিধ কার্য করিবে এবং যুদ্ধে লোমহর্ষণ কার্যসকলের দ্বারা রাবণকে উৎসন্ন করিবে।'

তারপর ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বায়ুও পুত্রকে লইয়া অঞ্জনার নিকটে আসিলেন এবং তাঁহাকে পুত্রের বর-লাভের কথা বলিয়া সেখান হইতে নির্গত হইলেন।

এদিকে হনুমান বরপ্রভাবে ও স্বাভাবিক তেজে সাগরের ন্যায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি নির্ভয়ে ঋষিদের আশ্রমে

নানারূপ উৎপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা তাঁহাকে ব্রহ্ম-দণ্ডের অবধ্য করিয়াছেন জানিয়া সকলে তাহা সহ্য করিয়া চলিলেন। পরে কেশরী ও বায়ুর নিষেধেও হনুমানের উপদ্রব কমিল না। অবশেষে ভৃগু ও আঙ্গিরা বংশীয় মহর্ষিরা কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া হনুমানকে শাপ দিলেন, 'বানর, যে বলের জোরে তুই আমাদিগকে বিরক্ত করিতেছিস, তুই বহুকাল সেই বলের বিষয় জানিতে পারিবি না (বিস্মৃত হইয়া থাকিবি); যখন কেহ তোকে তোর কীর্তির কথা মনে করাইয়া দিবে, তখন আবার তোর বল বর্ধিত হইবে।' এইরূপে মহর্ষিদের শাপে হৃততেজা হইয়া, তখন হইতে হনুমান শান্তভাবে আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন।...বালীর সহিত সুগ্রীবের বিরোধের সময় হনুমান নিজের বল অবগত ছিলেন না। রাম, পরাক্রম উৎসাহ বুদ্ধি প্রতাপ সুশীলতা মাধুর্য নীতিজ্ঞান গাম্ভীর্য বীর্য ধৈর্য ও চতুরতায় ইহলোকে হনুমান হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। ইনি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত—সকল বিদ্যায় সুরগুরুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন।" (৩৬-৩৭ সর্গ)

১০

ঋক্ষরজা ও বালী-সুগ্রীবের কাহিনী

(প্রক্ষিপ্ত ১-৫ সর্গ)

রাম পুনরায় অগস্ত্যমুনিকে বলিলেন, "ব্রহ্মর্ষি, আপনি আমাকে বালী ও সুগ্রীবের কাহিনী বলুন; তাহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে।"

অগস্ত্য বলিলেন, "রাম, আমি দেবর্ষি নারদের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তোমাকে তাহা বলিতেছি।—সুমেরু পর্বতের মধ্যম শৃঙ্গে

ব্রহ্মার শতযোজন বিস্তীর্ণ দিব্য রমণীয় সভা প্রতিষ্ঠিত। পদ্মযোনি চতুর্মুখ ব্রহ্মা সেখানে সতত বিরাজ করেন। একদিন তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রু নির্গত হইল। ব্রহ্মা সেই অশ্রু হস্তে লইয়া অঙ্গে বিলেপন এবং তাহার অবশিষ্টাংশ ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত অশ্রুকণা হইতে এক বানরের জন্ম হয়। তিনিই ঋক্ষরজা নামে বিখ্যাত। ব্রহ্মার আদেশে তিনি সুমেরু পর্বতে বাস এবং ফলমূলাদি খাইয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল কাটিল। পরে একদিন তৃষ্ণায় যারপরনাই কাতর হইয়া সুমেরুর উত্তর শিখরে নানাজাতীয় পক্ষিকুলের কলরবে নিনাদিত নির্মল-সলিলবিশিষ্ট এক সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বসিয়া কেশর-সঞ্চালনের সময় তিনি সেই সরোবরে আপনার মুখের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই প্রতিবিম্বকে নিজের মহাশত্রু এবং সে তাঁহাকে অপমান করিতেছে মনে করিয়া, বানরসুলভ চপলতাবশে লাফ দিয়া জলে পড়িলেন; আবার লাফ দিয়া জল হইতে উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি পরমাসুন্দরী স্ত্রীমূর্তি ধারণে নিজ রূপে দশদিক উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় ইন্দ্র ব্রহ্মার পদবন্দনা করিয়া সে-পথে ফিরিতেছিলেন এবং সূর্যও পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সুরসুন্দরীকে দেখিয়া দেবতাদ্বয় অত্যন্ত কামাতুর হইলেন। ইন্দ্রের অমোঘ বীর্য সুন্দরীর কেশে পতিত হইয়া একটি পুত্র উৎপাদন করিল। বাল অর্থাৎ কেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহার নাম হইল বালী। আর সূর্যের বীর্য পড়িল রমণীর গ্রীবায় (গলদেশে)। তাহা হইতে সুগ্রীব জন্মলাভ করিলেন। বালীকে একটি অক্ষয় কাঞ্চনমালা দিয়া দেবরাজ দেবলোকে ফিরিলেন।

সূর্যও পবননন্দন হনুমান সুগ্রীবের সহায় হইবেন এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঋক্ষরজা আবার বানররূপ ফিরিয়া পাইলেন। তখন তিনি তাঁহার পুত্রদ্বয়কে লইয়া ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া এক দেবদূতকে বলিলেন, 'দূত, তুমি ইহাদিগকে কিষ্কিন্ধ্যায় লইয়া যাও। আমার আদেশে বিশ্বকর্মা সেখানে একটি সুদৃশ্য পুরী নির্মাণ করিয়াছেন। অন্যের দুর্গম ও বহুরত্নে সমাকীর্ণ সেই পবিত্র নগরী কামরূপী বানর-গণের বাসভূমি। সেখানে গিয়া, বানরগণ ও তাহাদের দলপতি-দিগকে ডাকিয়া তুমি ঋক্ষরজাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবে।' এইরূপে ঋক্ষরজা সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সকল বানরের অধীশ্বর হইলেন। তিনিই একাধারে বালী ও সুগ্রীবের জনকজননী। যে বিদ্বান ব্যক্তি অপরকে ইহা শোনান আর যিনি ইহা শোনেন, তাঁহাদের কার্যসিদ্ধি হয় এবং তাঁহারা মনে আনন্দ পান।"

এই দিব্য পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়া রাম ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ পরম বিস্মিত হইলেন। পরে তিনি অগস্ত্যকে বলিলেন, "মুনিবর, আপনার অনুগ্রহে এই পুণ্যকথা শুনিয়া আমার মহা কৌতূহল চরিতার্থ হইল।" তখন অগস্ত্য বলিলেন, "রাম, আর একটি পুরাতন বিচিত্র কথা শোন। পূর্বে রাবণ যেজন্য সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিতেছি।—পুরাকালে সত্যযুগে রাবণ প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তপোধন, দেবতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলশালী এমন কে আছেন, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া দেবতারা যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করেন? দ্বিজগণ নিত্য কাহাকে পূজা করেন এবং যোগীরাই বা কাহাকে ধ্যান করিয়া

থাকেন?' মহাযশা ঋষি ধ্যানবলে রাবণের মনোভাব বুঝিয়া সস্নেহে তাঁহাকে বলিলেন, 'বৎস, শোন। যিনি নিখিল জগৎ পালন করেন, যাঁহার উৎপত্তির কথা আমরা জানি না, সুরাসুরেরা সর্বদা যাঁহার নিকট বিনীতভাবে অবস্থান করেন, বিশ্বজগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা যাঁহার নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, জ্ঞানিগণ সেই সর্বশক্তিমান হরি ও নারায়ণের পূজা, যজ্ঞ ও ধ্যান করিয়া থাকেন। দেবদ্বেষী দৈত্য দানব রাক্ষস প্রভৃতি সকলকেই তিনি সংগ্রামে জয় করেন। তিনি সর্বদা সর্বজনকর্তৃক পূজিত হন।' রাবণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহর্ষি, দৈত্য দানব ও রাক্ষসাদি যে-সকল দেবশত্রু যুদ্ধে দেবগণের হস্তে নিহত হয়, তাহাদের কিরূপ গতি হইয়া থাকে এবং হরির হস্তে নিহত হইলেই বা তাহারা কোন্ গতি লাভ করে?' সনৎকুমার উত্তর করিলেন, 'দেবগণের হস্তে যাহাদের মৃত্যু হয় তাহারা স্বর্গে যায় এবং পুণ্যক্ষয়ে আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, কারণ পূর্বজন্মার্জিত সুখদুঃখ ভোগ করিবার জন্য জীবগণের জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে। আর ত্রিলোকপতি চক্রধর জনার্দন যাহাদিগকে বধ করেন, সেই নরশ্রেষ্ঠরা তাঁহারই নিলয়ে (বৈকুণ্ঠে) গমন করিয়া থাকেন। সেই দেবদেবের ক্রোধও বরের তুল্য।'

মহামুনি সনৎকুমারের মুখে এই কথা শুনিয়া, রাবণ বিস্মিত ও অতিশয় আনন্দিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে মহাসমরে হরিকে পাইবেন। তখন সনৎকুমার আবার রাবণকে বলিলেন, 'মহাবাহু, তুমি আশ্বস্ত হও, কিছুদিন অপেক্ষা কর— তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। সত্যযুগের পরে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে দেবতা ও মনুষ্যগণের হিতের জন্য প্রভু নারায়ণ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথের পুত্র রামরূপে

জন্মগ্রহণ করিবেন। লক্ষ্মী জনকদুহিতা সীতারূপে জন্মিয়া রামের পত্নী হইবেন। পিতার আদেশে রাম ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত দণ্ডকাদি বনে বিচরণ করিবেন।' রাম, ইহা শুনিয়া রাবণ তোমার সহিত বিরোধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেজন্যই তিনি সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন।"

রাম বলিলেন, "মুনিবর, আপনি আমাকে আরও পুরাতন কাহিনী বলুন।" অগস্ত্য বলিলেন, "রাম, নারদ সুমেরু-পর্বতে দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ ও ঋষিদের সম্মুখে আমাকে এই কাহিনী বলিয়াছিলেন। আমি এই মহাপাপ-প্রনাশন কাহিনীর শেষাংশ (অবশিষ্টাংশ) তোমাকে বলিতেছি।

তারপর রাবণ মহাবীর রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি দৈত্য দানব ও রাক্ষস প্রভৃতির মধ্যে যাহাকে সমধিক বলবান বলিয়া শুনিতে পাইলেন, তাহাকেই যুদ্ধে আহ্বান করিতে থাকিলেন। এইরূপে পর্যটন করিতে করিতে একদিন রাবণ দেখিলেন, নারদ মেঘপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোক হইতে আসিতেছেন। রাবণ তাঁহার নিকটে গিয়া, করজোড়ে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, 'মহাভাগ, আপনি আব্রহ্ম সকল লোকই দেখিয়াছেন। কোন্ লোকের অধিবাসীরা সর্বাধিক বলবান, আমাকে বলুন; আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে চাই।' নারদ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, 'রাক্ষসরাজ, ক্ষীরোদ-সাগরের শ্বেতদ্বীপের লোকেরা যারপরনাই বলশালী। তাহারা মহাকায়, মহাবীর্য এবং তাহাদের দেহকান্তি চন্দ্রতুল্য ও কণ্ঠস্বর মেঘ-গম্ভীর। তাহারা অনন্যমনে (একমনে) নিত্য নারায়ণের আরাধনা করে। সেজন্যই তাহারা শ্বেতদ্বীপে বাসলাভ করিয়াছে। লোকনাথ

চক্রধর দেব নারায়ণ তাঁহার শাঙ্গর্ধনু আনত করিয়া যাহাদের যুদ্ধে বধ করেন, তাহারা ত্রিপিষ্টপে (বৈকুণ্ঠে) বাস করিয়া থাকে। বৎস, যজ্ঞ, তপস্যা, সংযম বা উৎকৃষ্ট দানের ফলে সালোক্য সুখ* লাভ করা যায় না।' নারদের কথায় বিস্মিত হইয়া রাবণ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'আমি শ্বেতদ্বীপে গিয়াই যুদ্ধ করিব।' এই বলিয়া রাবণ নারদের নিকট বিদায় লইয়া শ্বেতদ্বীপের দিকে রওনা হইলেন। বিপ্রবর নারদ সর্বদা কৌতুক ও বিরোধপ্রিয়, সুতরাং তিনিও কৌতূহলান্বিত হইয়া অবিলম্বে শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন।

রাম, রাবণ মহাসিংহনাদে দশদিক প্রকম্পিত করিয়া রাক্ষসগণের সহিত শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেই দ্বীপের জ্যোতিতে (আলোকে) ও বায়ুবেগে রাবণের পুষ্পকরথ বাতাহত (বায়ুতাড়িত) মেঘের ন্যায় স্থির থাকিতে পারিল না। তাঁহার সচিবেরাও তাঁহাকে সভয়ে বলিতে লাগিলেন, 'রাক্ষসরাজ, আমরা সকলেই ভয়ে জড়সড়, হতজ্ঞান ও অচেতনপ্রায় হইয়াছি ; আমরা এখানে তিষ্ঠিতে পারিতেছি না, যুদ্ধ করিব কিরূপে ?' এই বলিয়া তাঁহারা সকলেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাবণ পুষ্পককে ও তাঁহাদের বিদায় দিয়া মহাভয়ঙ্কর মূর্তি ধরিয়া একাকীই অগ্রসর হইলেন। তিনি সেখানে সর্বাগ্রে নারীদের দৃষ্টিপথে পড়িলেন। তাহাদের মধ্যে একজন মৃদু হাসিয়া রাবণের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে, কাহার পুত্র এবং কেন এখানে আসিয়াছ, বল।' রাবণ সক্রোধে উত্তর করিলেন, 'আমি বিশ্রবার পুত্র রাক্ষস রাবণ, যুদ্ধ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি, কিন্তু কাহাকেও তো এখানে দেখিতে পাইতেছি না।' ইহা শুনিয়া সেই যুবতীরা মধুর স্বরে হাসিয়া উঠিল। একজন সরোষে

---

* ঈশ্বরের সহিত সমান বা একলোকে বাসের সুখ।

অবলীলাক্রমে (অনায়াসে) রাবণকে বালকের ন্যায় কটিদেশে (কোমরে) ধরিয়া তুলিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে অন্য একজনকে বলিল, 'সখী, এই দেখ, দশমুখ কুড়িহাত ও কাজলকালো একটা কীট (পোকা) ধরিয়াছি।' এইরূপে রাবণ একজনের হাত হইতে অন্যের হাতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। তখন তিনি যাহার হাতে ছিলেন, কোপভরে (রাগে) তাহার হাতে দংশন করিলেন (কামড়াইয়া দিলেন)। সেই সুন্দরী হস্তবেদনায় ব্যথিত হইয়া রাবণকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু আর একজন রাবণকে লইয়া আকাশে উঠিল। রাবণ তাহাকে নখের দ্বারা আঁচড়াইয়া দিলেন। সে রাবণকে ছাড়িয়া দিলে, তিনি সমুদ্রের জলে পড়িলেন। রাবণকে এইরূপে উৎপীড়িত হইতে দেখিয়া নারদ উচ্চস্বরে হাসিতে ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।"

অবশেষে অগস্ত্য বলিলেন, "রাম, রাবণ তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়াই সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন। তুমি শঙ্খচক্র-গদাধারী, শার্ঙ্গধনু পদ্ম ও বজ্রপাণি, সর্বদেব-নমস্কৃত ও সর্বদেব-পূজিত শ্রীবৎসলাঞ্ছিত হৃষীকেশ। তুমিই ভক্তদের অভয়দাতা মহাযোগী পদ্মনাভ। তুমিই সনাতন বিষ্ণু—রাবণ বধের জন্যই মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছ। তোমার হস্তে রাবণ নিহত হওয়ায় দেবগণের কার্য সাধিত হইয়াছে। সুরেশ্বর, তোমার প্রসাদে (কৃপায়) সমস্ত সুরগণ ও তপোধন ঋষিরা যারপরনাই আনন্দ পাইয়াছেন এবং সমগ্র জগৎ পরম শান্তি লাভ করিয়াছে। প্রভু, তোমার জন্যই লক্ষ্মী সীতারূপে জনকের গৃহে ধরাতল হইতে উত্থিত হইয়াছেন। রাবণ সীতাকে লঙ্কায় লইয়া গিয়া সযত্নে মাতৃভাবে রাখিয়াছিলেন। মহাযশস্বী রাম, এই আমি তোমাকে সমস্ত বিবরণ বলিলাম।"

রাম এই দিব্য কথা শুনিয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। সুগ্রীবাদি বানরগণ, বিভীষণ প্রভৃতি রাক্ষসেরা এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলে খুব আনন্দিত হইয়া উৎফুল্লনয়নে বারবার রামকে দেখিতে লাগিলেন। পরে মহাতেজস্বী অগস্ত্য রামকে বলিলেন, "রাম, আমরা তোমাকে দর্শন করিয়াছি এবং সম্মানিতও হইয়াছি ; এখন আমরা যাই।" এইরূপ বলিয়া তাঁহারা সকলে পূজিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

১১

জনক, সুগ্রীব, বিভীষণ ও হনুমান প্রভৃতিকে বিদায় দান

(৩৮-৪০ সর্গ)

রাম প্রতিদিন পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজাদের জন্য করণীয় সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, বিদেহপতি জনক, কেকয়রাজ-নন্দন যুধাজিৎ, রামের প্রিয় সখা কাশীনরেশ প্রতর্দন এবং অন্যান্য তিন শত নরপতি বিদায় লইয়া নিজ নিজ দেশে রওনা হইলেন। রাম তাঁহাদের সকলকেই প্রচুর ধনরত্নাদি উপহার দিয়া আপ্যায়িত করিলেন। জনক বলিলেন, "আমি এই সকল ধনরত্ন আমার কন্যাদের দিতেছি।" আর যুধাজিৎ এই ধনরত্ন তোমাতেই অক্ষয় হইয়া থাকুক" বলিয়া তাহা আবার রামকেই ফিরাইয়া দিলেন। নরপতিরা দেশে ফিরিয়া রামের প্রীতিকামনায় তাঁহাকে বিবিধ রত্ন, অশ্ব, যান, হস্তী, উৎকৃষ্ট চন্দন, দিব্য আভরণ, রূপবতী দাসী ইত্যাদি উপহার প্রেরণ করিলেন। রাম সেই রত্নাদি সুগ্রীব ও বিভীষণ প্রভৃতিকে দিলেন। বানর ও রাক্ষসেরা রামের প্রদত্ত

রত্নসকল মস্তকে ও বাহুতে ধারণ করিল। পরে রাম হনুমান ও অঙ্গদকে ক্রোড়ে লইয়া সুগ্রীবকে বলিলেন, "কপীশ্বর, অঙ্গদ তোমার সুপুত্র এবং পবননন্দন হনুমান তোমার মন্ত্রী; ইঁহারা উভয়েই তোমাকে সুমন্ত্রণা দিয়া থাকেন এবং আমারও হিতসাধন করেন। সুতরাং ইঁহারা বিশেষ সম্মানের যোগ্য।" এই বলিয়া রাম নিজের গাত্র হইতে মহামূল্য আভরণসকল খুলিয়া অঙ্গদ ও হনুমানকে পরাইয়া দিলেন। তারপর তিনি নল, নীল, কেশরী, কুমুদ, সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিধ, জাম্ববান, দধিমুখ প্রভৃতিকে সুকোমল মধুর বচনে বলিলেন, "তোমরা আমার সুহৃদ; তোমরা আমার ভ্রাতা; তোমরা আমার দেহতুল্য। তোমরাই আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। ধন্য রাজা সুগ্রীব, যিনি তোমাদের ন্যায় পরম সুহৃদ পাইয়াছেন।" —এই কথা বলিয়া রাম তাঁহাদের যথাযোগ্য বসনভূষণ দিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

মহাবল বানর, রাক্ষস ও ভল্লুকেরা সুগন্ধি মধু পান এবং সুপক্ব বিবিধ মাংস ও ফলমূল আহার করিয়া কয়েক মাস পরমসুখে অযোধ্যায় কাটাইল। তারপর রামের নিকট বিদায় লইয়া সুগ্রীব ও বিভীষণ তাঁহাদের অনুচরগণের সহিত নিজ নিজ রাজ্যের দিকে রওনা হইলেন। যাইবার সময় তাঁহারা বার বার রামের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "রাম, তুমি বল বুদ্ধি ও চরিত্র-মাধুর্যে স্বয়ম্ভূর তুল্য।" হনুমান রামকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "রঘুনন্দন, তোমার প্রতি যেন আমার চিরকাল অবিচলিত স্নেহ ও ভক্তি থাকে। আর যতকাল পৃথিবীতে রামকথা প্রচলিত থাকিবে, আমি যেন ততকাল বাঁচিয়া থাকি (ততকাল যেন আমার দেহে প্রাণ থাকে)। অপ্সরারা যেন তোমার দিব্য চরিতকথা আমাকে শোনায়। প্রভু, সেই চরিতামৃত

শুনিয়া বায়ু যেমন মেঘখণ্ড অপসারিত করে সেইরূপ আমারও তোমার অদর্শনজনিত দুঃখ দূর হইবে।”

রাম সিংহাসন হইতে উঠিয়া, হনুমানকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “কপিশ্রেষ্ঠ, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে। যতদিন আমার কথা ইহলোকে প্রচলিত থাকিবে, ততদিন তোমার কীর্তি ও দেহে প্রাণ থাকিবে। কপিবর, তুমি যে উপকার করিয়াছ, প্রাণ দিয়াও আমরা তাঁহার ঋণ শোধ করিতে পারিব না। বিপদের সময়ই লোকের প্রত্যুপকার আবশ্যক হয়, তুমি যে উপকার করিয়াছ, তাহা আমার শরীরেই জীর্ণ হউক।” (অর্থাৎ তুমি যে উপকার করিয়াছ, বিপৎকাল উপস্থিত না হইলে, তাহার প্রত্যুপকার করা যায় না; তোমার যেন সেরূপ কাল কখনও না আসে—তুমি নিরাপদে থাক।)”

এই কথা বলিয়া রাম নিজের কণ্ঠ হইতে বৈদূর্যময় মধ্যমণি মণ্ডিত চন্দ্রাভ হার খুলিয়া হনুমানের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। কাঞ্চন-শৈল সুমেরুর চূড়া চন্দ্রকিরণে যেরূপ শোভা পায়, হনুমান-বক্ষ সেই হার ধারণে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। তারপর মহাবল বানরগণ একে একে রামকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। সুগ্রীব ও বিভীষণ অশ্রুপূর্ণলোচনে রামকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রামকে ছাড়িয়া যাইতে সকলেরই চক্ষু সজল ও কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল; তাঁহারা যারপরনাই দুঃখিত ভাবে নিজ নিজ গৃহে চলিলেন। (৪০ সর্গ)

১২

পুষ্পক রথের আগমন—সীতার সন্তান-সম্ভাবনা

(৪১-৪২ সর্গ)

ভল্লুক, বানর ও রাক্ষসদিগকে বিদায় দিয়া, রাম ভ্রাতাদের সহিত সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে একদিন অপরাহ্ণে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এইরূপ মধুর আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন —"সৌম্য রাম, প্রসন্ন বদনে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। প্রভু, আমি পুষ্পক; কুবেরালয় হইতে আসিতেছি। আমি তোমার আদেশে কুবেরের নিকটে গিয়াছিলাম, কিন্তু তোমাকে বহন করিবার জন্য তিনি আবার আমাকে তোমার নিকটেই পাঠাইয়াছেন; তুমি বিনা দ্বিধায় আমাকে গ্রহণ কর; আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া সর্বত্র বিচরণ করিব।"

রাম বলিলেন, "বিমানশ্রেষ্ঠ পুষ্পক, যদি তাহাই হয়, তবে স্বচ্ছন্দে আমার নিকটে আইস; কুবের যখন অনুগ্রহ করিয়া তোমাকে আমার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তখন তোমাকে গ্রহণ করিলে দোষ হইবে না।" তারপর রাম লাজ, পুষ্প ও সুগন্ধি ধূপাদির দ্বারা পুষ্পকের পূজা করিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি এখন যাও যখন আমি তোমাকে স্মরণ করিব তখন আসিও।" পুষ্পক "তাহাই হউক" বলিয়া, রামের পূজা গ্রহণ করিয়া যথাভিলষিত স্থানে চলিয়া গেল।

পুষ্পক অন্তর্হিত হইলে, ভরত রামকে বলিলেন, "বীরশ্রেষ্ঠ, আপনার শাসন আরম্ভ হওয়া অবধি নানা দেবমূর্তি দৃষ্ট হইতেছে; বারবার অলৌকিক প্রাণীদের কথা শোনা যাইতেছে। রাম, আপনার অভিষেকের পর হইতে কোন প্রাণীরই আর পীড়া হয় নাই; জরাগ্রস্ত প্রাণীদেরও মৃত্যু হইতেছে না; নারীরা নীরোগ সন্তান প্রসব

করিতেছে; মনুষ্যদিগের শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইতেছে; পুরবাসীরা অধিকতর প্রফুল্ল হইয়াছে; মেঘ যথাকালে অমৃততুল্য বারি বর্ষণ করিতেছে এবং সুখস্পর্শ মঙ্গলকর (স্বাস্থ্যকর) বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। নরেশ্বর, পুরবাসী ও জনপদবাসীরা বলিতেছে, 'আমাদের চিরদিন যেন এইরূপ রাজাই হয়।'" ভরতের মুখে এই প্রকার সুমধুর কথা শুনিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ রাম অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

তারপর রাম মনোরম অশোকবনে* গমন করিলেন। সেই উপবন চন্দন, অগুরু, চূত (আম্র), দেবদারু, চম্পক, পুন্নাগ, মধূক, পনস, শাল, পারিজাত; লোধ্র, কদম্ব, অর্জুন, নাগকেশর, সপ্তপর্ণ, মান্দার, কদলী, প্রিয়ঙ্গু, জম্বু, দাড়িম্ব, কোবিদার (কাঞ্চন) প্রভৃতি নানা বৃক্ষ এবং লতা ও গুল্মসমূহে সুশোভিত। বৃক্ষরোপণে সুনিপুণ শিল্পিগণ কর্তৃক পরিকল্পিত দিব্য বৃক্ষসকলে শোভিত সেই উদ্যান সর্বদা মনোরম সুগন্ধি পুষ্প ও সুরসাল ফলে পূর্ণ এবং তরুণ অঙ্কুর ও পল্লবযুক্ত বৃক্ষরাজি সেখানে বিরাজ করিতেছে। কোকিলকুল, ভ্রমরদল ও নানাবর্ণ পক্ষিসমূহ আম্রমুকুলের পরাগে ভূষিত হইয়া সেই উপবন বিচিত্রিত ও সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। স্থানে স্থানে বিবিধাকার দীঘিসকল রহিয়াছে। তাহাদের জল নির্মল; সোপানশ্রেণী মাণিক্যে ও প্রান্তের চাতালগুলি স্ফটিকে নির্মিত। তাহাতে প্রস্ফুটিত পদ্ম শোভা পাইতেছে এবং (তাহার তীরে) চক্রবাক, হংস, সারস প্রভৃতি পক্ষিকুল কূজন করিতেছে। বৈদূর্যমণি (নীলকান্তমণি)-তুল্য নবতৃণাচ্ছাদিত হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র এবং পুষ্পিত বৃক্ষ হইতে পতিত কুসুমে আকীর্ণ শিলাতল প্রভৃতিতে সেই উপবনকে

* শোকবিরহিত বন—অর্থাৎ প্রমোদ বন। অশোক বৃক্ষের বন নয়, সেখানকার বৃক্ষের মধ্যে অশোক বৃক্ষের নামও নাই।

আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ ইন্দ্রের নন্দনবন এবং কুবেরের ব্রহ্ম-বিরচিত চৈত্ররথের ন্যায় রামের অশোকবনও সুচারু-রূপে নির্মিত হইয়াছিল।

রাম এইরূপ মনোরম, বহুবিধ গৃহ, লতাসন (লতাগৃহ) ও আসন-সম্পন্ন, সুবিস্তীর্ণ (বা সুসমৃদ্ধ) অশোকবনে প্রবেশ করিয়া পুষ্প-স্তবকে ভূষিত কুশাস্তরণে আবৃত সুন্দরাকার আসনে উপবেশন করিলেন এবং ইন্দ্র যেমন শচীকে অমৃত পান করাইয়া থাকেন, বাম বাহুদ্বারা গ্রহণ করিয়া রামও সেইরূপ সীতাকে বিশুদ্ধ মৈরেয় মধু (মদ্য) পান করাইতে লাগিলেন। রামের আহারের জন্য কিঙ্করেরা (ভৃত্যগণ) সত্বর বিবিধ সুপক্ক মাংস ও নানারূপ ফল লইয়া আসিল। অপ্সরা, কিন্নরী ও অন্যান্য রূপবতী রমণীরা পানোন্মত্তা হইয়া নৃত্য-গীতে রামের তুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। তিনি সীতার সহিত উপবেশন করিয়া অরুন্ধতীর সহিত উপবিষ্ট বশিষ্ঠের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিলেন। রাম প্রতিদিন এই প্রকারে সীতার আনন্দ বিধান করিতে লাগিলেন।

এইরূপ আমোদ-প্রমোদে শীতকাল কাটিল। রাম দিবসের পূর্বার্ধে যথাবিধি ধর্মকার্যাদি করিয়া শেষার্ধ অন্তঃপুরে অতিবাহিত করিতেন। সীতাও পূর্বাহ্নে দেবকার্যাদি করিয়া সমভাবে শ্বশ্রূদের সেবা করিতেন; পরে বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া স্বর্গে (অমরাবতীতে) সহস্রলোচনের নিকট শচীর ন্যায়, রামের নিকটে উপস্থিত হইতেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, রাম সহসা একদিন বুঝিতে পারিলেন যে, সীতা সন্তানবতী হইয়াছেন। তাহাতে তিনি যারপরনাই আনন্দিত হইয়া সীতাকে বলিলেন, "বৈদেহী, তোমাতে সন্তান লাভের লক্ষণ পরিস্ফুট দেখিতে পাইতেছি; 'এখন

তোমার কি ইচ্ছা, তোমার কি প্রিয়সাধন করিব, বল।" সীতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "রঘুনন্দন, আমার গঙ্গাতীরবাসী ঋষিদের পুণ্য তপোবন দর্শন এবং সেখানে অন্ততঃ একরাত্রি বাস করিতে খুব ইচ্ছা হয়।" রাম বলিলেন, "বৈদেহী, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, কালই তুমি সেখানে যাইতে পারিবে।" এই বলিয়া রাম অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া রাজপুরীর মধ্য-মহলে সুহৃদ্‌গণের সহিত মিলিত হইলেন।

১৩

রাম-ভদ্র সংবাদ—রামের সীতা-বর্জনের সঙ্কল্প

(৪৩-৪৫ সর্গ)

রাম মধ্য-মহলে সুহৃদ্‌বর্গের মধ্যে উপবেশন করিলে, তাঁহারা নানারূপ হাস্যালাপ করিতে লাগিলেন। বিজয়, মধুমত্ত, মঙ্গল, সুরাজি, ভদ্র, দন্তবক্র, সুমাগধ প্রভৃতি হাস্যকারগণ নানারূপ হাস্য-পরিহাসের কথা বলিয়া রামের সন্তোষসাধন (চিত্তরঞ্জন) করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, এখন নগরে ও রাজ্যমধ্যে কি কি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হইয়া থাকে ? নগর ও জনপদবাসীরা আমার সম্বন্ধে কি বলে ? সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও জননী কৈকেয়ীর সম্বন্ধেই বা তাহারা কিরূপ আলোচনা করে ? লোকে ভালমন্দ যাহা বলে, তুমি সব নির্ভয়ে আমাকে বল।"

ভদ্র বলিলেন, "মহারাজ, পুরবাসীরা চত্বরে, পথে, হাটে-বাজারে, বনে, উপবনে ভালমন্দ যাহা বলে, তাহা বলিতেছি শুনুন। তাহারা বলিয়া থাকে, 'রাম সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়া অতি দুষ্কর কাজ করিয়াছেন। দেবদানবের মধ্যেও কেহ কোনদিন ইহা করিতে

পারিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। রাম ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসদিগকে বশীভূত এবং দুর্ধর্ষ রাবণকে সবল-বাহনে বিনষ্ট করিয়া অতি অদ্ভুত কাজ করিয়াছেন। কিন্তু রাবণবধের পর সীতাকে গৃহে আনিয়া তাঁহার সহবাসে রাম যে সুখলাভ করিতেছেন, তাহা বড় কুৎসিত হইতেছে। রাবণ সীতাকে বলপূর্বক ক্রোড়ে তুলিয়া লঙ্কায় লইয়া যায় এবং তাঁহাকে অশোকবনে রাখে। সেখানে সীতা রাক্ষসদের বশে ছিলেন। তথাপি সীতার উপর রামের ঘৃণা হয় না কেন? রাজা যাহা করেন, প্রজারাও তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে; সুতরাং আমাদিগকেও স্ত্রীদের এই দোষ হইলে সহ্য করিতে হইবে (তাহাদের আবার গ্রহণ করিতে হইবে)।'—মহারাজ, নগর ও জনপদের লোকেরা এইরূপ নানা কথা বলাবলি করে।"

ভদ্রের মুখে এইরূপ অপ্রীতিকর কথা শুনিয়া, রাম পরম দুঃখিত হইয়া বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, ইহাই কি ঠিক?" তাঁহারা অবনত মস্তকে উত্তর করিলেন, "রঘুনন্দন, ভদ্র যাহা বলিলেন, তাহাই সত্য।" তখন রাম তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

তারপর রাম বিবেচনা করিয়া কর্তব্য স্থির করিলেন এবং নিকটস্থ দ্বারীকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে এখানে লইয়া আইস।" তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, রামের মুখ রাহু-গ্রস্ত চন্দ্র ও সন্ধ্যাকালীন সূর্যের ন্যায় মলিন—নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ। তিনি তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া এবং আসনে উপবেশন করিতে বলিয়া কহিলেন, "নরশ্রেষ্ঠগণ, তোমরা আমার সর্বস্ব; তোমরা আমার জীবন; তোমাদের রাজ্যই আমি পালন করিতেছি। তোমরা সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ ও স্থিরবুদ্ধি। এখন আমি যাহা বলি শোন।"

ইহা শুনিয়া ভ্রাতৃগণ উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'না' জানি

রাম কি বলিবেন।'...রাম তাঁহাদিগকে সীতা ও নিজের সম্বন্ধে অপবাদের কথা জানাইয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের কল্যাণ হউক; তোমরা আমার ইচ্ছার অন্যথাচরণ করিও না। আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বিখ্যাত বংশে জন্মিয়াছি, সীতাও মহাত্মা জনকের কুলে জন্মিয়াছেন। লক্ষ্মণ, বিজন দণ্ডকবনে রাবণ যেরূপে সীতাকে হরণ করিয়াছিল এবং আমি যেরূপে তাহাকে বিনাশ করিয়াছি, তুমি তাহা জান। সে সময় আমার মনে হইয়াছিল, সীতা বহুদিন লঙ্কায় ছিলেন, সুতরাং আমি কিরূপে তাঁহাকে আবার গৃহে আনিব? তখন সীতা আমার বিশ্বাসের জন্য তোমার ও দেবতা প্রভৃতির সম্মুখে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং অগ্নি বলিয়াছিলেন, সীতা নিষ্পাপ। আমার অন্তরাত্মাও তাঁহাকে শুদ্ধা (সচ্চরিত্রা) বলিয়া জানে। এইজন্যই আমি তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়াছি। কিন্তু এখন এই অপবাদের কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে যারপরনাই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। অপযশ অতি নিন্দনীয়; যশই পূজিত হইয়া থাকে। সীতার কথা কি, লোক-নিন্দার ভয়ে আমার নিজের জীবন, এমন কি তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি। আমি শোকসাগরে পতিত হইয়াছি, আমার পক্ষে এই অপবাদের অপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং লক্ষ্মণ, তুমি কাল প্রাতে সীতার সহিত সুমন্ত্রচালিত রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে অন্যদেশে পরিত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার অপর পারে তমসাতীরে মহাত্মা বাল্মীকির দিব্যাশ্রমতুল্য আশ্রম আছে। তুমি সেখানে কোন নির্জন স্থানে সীতাকে রাখিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে। লক্ষ্মণ, আমার কথামত কাজ কর। তোমরা সীতার জন্য আমাকে কোনরূপ

অনুরোধ করিও না ; তোমরা আমার কথার প্রতিবাদ করিলে আমি যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইব। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহারা আমার মত পরিবর্তনের জন্য অনুনয় করিবে, আমি তাহাদিগকে আমার অহিতকারী (শত্রু) বলিয়া মনে করিব। সীতা ইতিপূর্বেই আমার নিকটে গঙ্গাতীরে মুনিদের আশ্রম দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তুমি তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ কর।"

এই কথা বলিয়া রাম অশ্রুপূর্ণলোচনে কক্ষান্তরে গেলেন। লক্ষ্মণ প্রভৃতিও শোকাকুলচিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

১৪

সীতাবর্জন (৪৬—৫২ সর্গ)

রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণ শুষ্কমুখে ও দুঃখিতভাবে সুমন্ত্রকে বলিলেন, "সারথি, তুমি রথে শীঘ্রগামী অশ্ব যোজনা কর এবং রাজভবন হইতে সীতার শুভাসন আনিয়া তাহাতে পাতিয়া দাও। রাজাদেশে আমি সীতাকে পুণ্যকর্মা মহর্ষিদের আশ্রমে লইয়া যাই ; সুতরাং তুমি সত্বর রথ লইয়া আইস।"

সুমন্ত্র রথ আনয়ন করিলে লক্ষ্মণ রাজভবনে গিয়া সীতাকে বলিলেন, "দেবী, মহারাজ আপনাকে গঙ্গাতীরে ঋষিদের পবিত্র আশ্রমে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন।" সীতা লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিতা হইলেন। তিনি মুনিপত্নীদের জন্য মহামূল্য বসন ও রত্নাদিসহ রথে আরোহণ করিলেন। সুমন্ত্র দ্রুত রথ চালনা করিতে লাগিলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সীতা লক্ষ্মণকে বলিলেন, "সুমিত্রানন্দন,

আজ আমি বহু অশুভ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। আমার চক্ষু স্পন্দিত ও গাত্র কম্পিত হইতেছে। আমি মনেও অস্বস্তিবোধ করিতেছি। পৃথিবী যেন আমার নিকট শূন্য বলিয়া মনে হইতেছে। ভ্রাতৃবৎসল, তোমার ভ্রাতা কুশলে আছেন তো? আমার শাশুড়ীরা তো ভাল আছেন? নগরে ও জনপদে সকলের কুশল তো?" এই বলিয়া সীতা করজোড়ে দেবতাদের নিকটে সকলের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। মন বিশুষ্ক হইলেও বাহিরে প্রফুল্লভাব দেখাইয়া লক্ষ্মণ বলিলেন, "সমস্ত কুশল।" পরে (দিবাশেষে) গোমতীতীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা এক আশ্রমে আশ্রয় লইলেন।

পরদিন প্রভাতে তাঁহারা আবার রথে চড়িয়া যাত্রা করিলেন। অর্ধদিবস চলিয়া ভাগীরথীর তীরে আসিলে লক্ষ্মণ উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সীতা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লক্ষ্মণ, আমার চিরাভিলষিত জাহ্নবী-তীরে আসিয়া এমন আনন্দের সময় তুমি আমাকে বিষাদিত করিতেছ কেন? তুমি নিয়ত রামের নিকটে থাক, সেজন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া দুইরাত্রি যাপন করাতেই কি শোকাকুল হইয়াছ? রাম আমারও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, কিন্তু আমি তো তোমার মত শোক করিতেছি না; তুমি নির্বোধের মত এরূপ শোকবিহ্বল হইও না। আমাকে গঙ্গা পার করাইয়া তাপসদিগের সহিত দেখা করাও; আমি তাঁহাদিগকে এই বস্ত্র ও আভরণ উপহার দিব। একরাত্রি সেখানে কাটাইয়া, মহর্ষি ও মহর্ষিপত্নীদের যথাবিধি অভিবাদন করিয়া আমি আবার অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিব। রামকে দেখিবার জন্য আমার মনও খুব চঞ্চল হইয়াছে।"

লক্ষ্মণ চক্ষু মুছিয়া নাবিকদিগকে (মাঝিদিগকে) ডাকিলেন।

তাহারা একখানা সুবিস্তীর্ণ ও সুসজ্জিত নৌকা লইয়া আসিল। তখন তিনি সুমন্ত্রকে রথসহ সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সীতাকে অগ্রে নৌকায় তুলিলেন এবং পরে নিজেও তাহাতে আরোহণ করিলেন। এইরূপে তিনি সাবধানে সীতাকে গঙ্গা পার করিয়া তাহার দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলেন।

সীতা নৌকা হইতে নামিলে লক্ষ্মণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি করজোড়ে বাষ্পাকুলকণ্ঠে সীতাকে বলিলেন, "দেবী, আর্য যে আমাকে এই কার্যে নিযুক্ত করিয়া লোকের নিকটে নিন্দা-ভাজন করিলেন, ইহাই আমার হৃদয়ে মহাশেলের মত বিদ্ধ হইয়াছে। এই লোকনিন্দিত কার্যে নিযুক্ত হওয়া অপেক্ষা আমার পক্ষে মৃত্যু অথবা মৃত্যু হইতেও যদি কিছু অধিক থাকে, তাহাই শ্রেয়। বৈদেহী, আমাকে অপরাধী মনে করিবেন না, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" এই বলিয়া লক্ষ্মণ ভূতলে নিপতিত হইলেন।

সীতা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, "লক্ষ্মণ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ; তুমি সব খুলিয়া বল।"

তখন লক্ষ্মণ নতমুখে সকাতরে বাষ্প-গদগদস্বরে বলিলেন, "দেবী, নগরে ও জনপদে আপনার নিদারুণ অপবাদের কথা আলোচিত হইতেছে, সভাস্থ লোকদের মুখে এই কথা শুনিয়া রাম যারপরনাই ব্যথিত হইয়াছেন এবং আপনাকে এই আশ্রমের নিকটে পরিত্যাগ করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন। আপনি আমাদের সম্মুখে নির্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলেন, তবুও রাম লোকাপবাদভয়ে আপনাকে ত্যাগ করিয়াছেন ; আর কোন কারণে নহে। এই জাহ্নবী-তীরে ঐ ব্রহ্মর্ষিদের পুণ্য ও রমণীয় তপোবন। আমাদের পিতা রাজা দশরথের পরম বন্ধু সুমহাযশা ব্রহ্মর্ষি বাল্মীকি সেখানে বাস

করেন। আপনি সেই মহাত্মার পদচ্ছায়ায় থাকিয়া পাতিব্রত্য অবলম্বনে ও রামের অনুধ্যানে কালযাপন করিতে থাকুন। তাহাতেই আপনার পরম মঙ্গল হইবে।”

লক্ষ্মণের এই নিদারুণ কথা শুনিয়া সীতা অতিশয় শোকাভিভূতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কিছুকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে ও কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, “লক্ষ্মণ, বিধাতা আমাকে দুঃখভোগের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জন্যই আজ আবার আমাকে দুঃখের মুখ দেখিতে হইতেছে। পূর্বজন্মে আমি কি পাপ করিয়াছিলাম, অথবা কাহার পত্নীবিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম, যেজন্য আমি শুদ্ধচারিণী ও সতী হইলেও রাজা আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? পূর্বে আমি রামের অনুসরণে (সহিত) বনে গিয়া বনবাসের ক্লেশ সহিয়াছি, কিন্তু এখন আমি একাকিনী কিরূপে এই বিজন আশ্রমে বাস করিব? আর কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে, কাহাকেই বা আমার দুঃখের কথা বলিব? মুনিরা আমাকে স্বামীর পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই বা আমি কি উত্তর দিব? যদি আমার স্বামীর বংশলোপের সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে আমি এখনই জাহ্নবীর জলে জীবন বিসর্জন করিতাম। সুমিত্রানন্দন, রাজা যেমন আদেশ করিয়াছেন, তুমি তাহাই কর; এই দুঃখিনীকে এখানে পরিত্যাগ করিয়া যাও। তুমি আমার হইয়া আমার শাশুড়ীদিগকে প্রণাম করিবে। পরে নতমস্তকে সেই ধর্ম-পরায়ণ নরপতির চরণবন্দনা করিয়া তাঁহাকে বলিবে, আমি যে শুদ্ধচারিণী, তাঁহার প্রতি পরম ভক্তিমতী এবং নিয়ত তাঁহার হিতৈষিণী, তাহা তিনি ভালরূপেই জানেন। আর তিনি যে লোকাপবাদের ভয়েই আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আমিও তাহা

বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তিনিই আমার পরম গতি; তাঁহার যাহাতে নিন্দা হয় তাহা না হইতে দেওয়াই আমার পক্ষে উচিত। তিনি তাঁহার ভ্রাতাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন পুরবাসীদের সহিতও যেন সর্বদা সেইরূপ ব্যবহার করেন। ইহাই তাঁহার পরম ধর্ম; ইহাতেই তিনি অত্যুত্তম কীর্তিলাভ করিবেন। আমি নিজের দেহের জন্য শোক করি না, কিন্তু পুরবাসীদের নিকটে তাঁহার যে নিন্দা রটিয়াছে, তাহাই আমার পরম দুঃখ। যাহাতে তাহা দূর হয়, তিনি যেন তাহাই করেন। নারীর পতিই দেবতা, পতিই বন্ধু, পতিই গুরু; সুতরাং প্রাণ দিয়াও যাহাতে পতির মঙ্গল হয়, তাহাই নারীর করা উচিত। সুমিত্রানন্দন, তুমি আমার এই কথাগুলি রঘুনন্দনকে বলিবে; আর তুমি আমার গর্ভলক্ষণ দেখিয়া যাও।"

লক্ষ্মণ দুঃখিতচিত্তে ধরণীতে মস্তক লুটাইয়া সীতাকে প্রণাম করিলেন। শোকে তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে সীতাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দেবী, আপনি কি বলিতেছেন! আমি যে কখনও আপনার রূপ দেখি নাই, (প্রণামকালে) কেবল আপনার পদযুগলই দেখিয়াছি। বিশেষতঃ রাম এখানে নাই, সুতরাং এখন এই বনমধ্যে আমি কিরূপে আপনাকে দেখিব?"—এই বলিয়া লক্ষ্মণ আবার সীতাকে প্রণাম করিয়া নৌকায় উঠিলেন।

শোকাতুর লক্ষ্মণ গঙ্গার উত্তর পারে আসিয়া বিহ্বলের মত রথে উঠিলেন। রথ চলিতে আরম্ভ করিলে, তিনি বারবার পিছন ফিরিয়া সীতার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। সীতাও বারবার লক্ষ্মণকে দেখিতে থাকিলেন। ক্রমে লক্ষ্মণকে লইয়া রথ দূরে চলিয়া

গেল। তখন শোক ও উদ্বেগে অধীর হইয়া অনাথা (অসহায়া) সীতা উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া, সেখানে যে মুনিকুমারেরা ছিলেন তাঁহারা মহর্ষি বাল্মীকির নিকটে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ক্রন্দনরতা সীতার কথা নিবেদন করিলেন। বিচক্ষণ বাল্মীকি তপোবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি সীতার নিকটে আসিলেন এবং মধুর বচনে তাঁহাকে বলিলেন, "পতিব্রতা, তুমি জনকের কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রিয়া মহিষী, তোমার আগমন শুভ হউক। তুমি যে আসিবে, তাহা আমি যোগবলে জানিতে পারিয়াছিলাম। তোমার আসিবার কারণও আমি জানি। সীতা ত্রিলোকে যাহা কিছু ঘটে, তপোবলে সবই আমি জানিতে পারি; সুতরাং তুমি যে নিষ্পাপা তাহাও আমি জানি। বৈদেহী, তুমি আশ্বস্ত হও, এখন তুমি আমার আশ্রমে থাকিবে। বৎসে, অনতিদূরে তাপসীরা তপস্যা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সতত তোমাকে কন্যার ন্যায় পালন করিবেন। এখন তুমি নিশ্চিন্তমনে অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া নিজের বাড়ীর মত এখানে থাক; কোন দুঃখ করিও না।" সীতা নতমস্তকে বাল্মীকির চরণবন্দনা করিয়া করজোড়ে বলিলেন, "আমি তাহাই থাকিব।" এই বলিয়া সীতা তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন। মহর্ষি তাপসীদের নিকটে আসিয়া, তাঁহাদিগকে সীতার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইনি সতী সাধ্বী সীতা, ধীমান্ রামের পত্নী, দশরথের পুত্রবধূ এবং জনকের দুহিতা। স্বামী বিনা দোষে ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন ইনি আমার প্রতিপালনীয়া। আমার আদেশে তোমরা ইঁহাকে পরম স্নেহচক্ষে দেখবে এবং বিশেষ আদরে রাখিবে।" মহাযশা মহাতপা বাল্মীকি

বারবার এই কথা বলিয়া, সীতাকে তাপসীদের নিকটে রাখিয়া শিষ্যগণের সহিত আবার নিজের আশ্রমে আসিলেন।

এদিকে লক্ষ্মণ সীতাকে আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন, "সারথি, সীতার বিরহে রামের কিরূপ দুঃখ হইবে তাহা একটু ভাবিয়া দেখ। তাঁহাকে শুদ্ধচারিণী পত্নীকেও ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার পক্ষে ইহার অপেক্ষা বেশী দুঃখের কারণ আর কি হইতে পারে? আমার বোধ হয়, রামের এই সীতা-বিরহ দৈববলেই ঘটিয়াছে; দৈবকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। দেখ, যে রাম ক্রুদ্ধ হইলে দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর ও রাক্ষসদিগকে বধ করিতে পারেন, আজ তিনিও দৈবের বশীভূত হইলেন। পূর্বে রাম পিতার আদেশে চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকবনে বাস করিয়া দুঃখভোগ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার পক্ষে সীতার নির্বাসন তাহা অপেক্ষাও কষ্টকর হইবে। পুরবাসীদের কথা শুনিয়া রাম যে সীতাকে নির্বাসিত করিলেন, ইহা আমার নিকট অতি নিষ্ঠুর কাজ বলিয়া বোধ হইতেছে। অসঙ্গতভাষী পৌরগণের অন্যায় কথায় রাম এই যশোহর (যশোহানিকর) কাজ করিয়া কি ধর্ম সঞ্চয় (পুণ্যলাভ) করিলেন?"

সুমন্ত্র বলিলেন, "সুমিত্রানন্দন, তুমি সীতার জন্য দুঃখ করিও না। সীতার এইরূপ নির্বাসন হইবে, তাহা ব্রাহ্মণেরা পূর্বেই তোমার পিতাকে বলিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও বলিয়াছিলেন যে, রাম অসুখী হইবেন, বহু কষ্ট ভোগ করিবেন এবং প্রিয়জন-বিরহে দুঃখ পাইবেন। তিনি তোমাকে, সীতাকে এবং শত্রুঘ্ন ও ভরতকেও পরিত্যাগ করিবেন। রাজা দশরথ জিজ্ঞাসা করিলে দুর্বাসা বশিষ্ঠ ও আমার সাক্ষাতে তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহা কাহাকেও

বলা অনুচিত হইলেও তোমার কৌতূহলের জন্যই আমি ইহা তোমাকে বলিলাম, কিন্তু তুমি ইহা ভরত ও শত্রুঘ্নকে বলিও না।”

তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, “সারথি, তুমি আমাকে বিস্তৃতভাবে সকল কথা বল।” সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন, “পূর্বকালে অত্রিনন্দন মহামুনি দুর্বাসা এক সময় বর্ষাকালীন চাতুর্মাস্য ব্রত পালনের জন্য বশিষ্ঠের আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। তোমার পিতা তখন বশিষ্ঠের সহিত দেখা করিবার জন্য সেখানে যান। ঐ সময় দুর্বাসা বশিষ্ঠের পাশে বসিয়া ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে মহারাজ দুর্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভগবান, ভবিষ্যতে আমার বংশের পরিণাম কি হইবে, বলুন।’ দুর্বাসা বলিলেন, ‘একটি পুরাতন কাহিনী শোন। দেবাসুর যুদ্ধের সময় দৈত্যগণ দেবগণের হস্তে নিগৃহীত (নির্যাতিত) হইয়া ভৃগুপত্নীর আশ্রয় লয়। ভৃগুপত্নী দৈত্যদের অভয় দিলে, তাহারা নির্ভয়ে সেখানে বাস করিতে থাকে। সুরেশ্বর বিষ্ণু তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চক্রের দ্বারা ভৃগুপত্নীর মস্তক ছেদন করেন। পত্নীকে নিহত হইতে দেখিয়া ভৃগু সহসা রোষভরে বিষ্ণুকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন,— জনার্দন, আমার ভার্যা অবধ্যা হইলেও তুমি ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছ ; সুতরাং তুমি মনুষ্যলোকে জন্মিয়া বহু বৎসর পত্নী-বিরহ ভোগ করিবে। কিন্তু পরে সেজন্য ভৃগুর অনুতাপ হইল। তখন তিনি বিষ্ণুর আরাধনা করিলে, ভক্তবৎসল বিষ্ণু ত্রিলোকের প্রিয়কার্য সাধনের জন্য ঐ শাপ মানিয়া লইলেন। —নৃপতিশ্রেষ্ঠ দশরথ, ভৃগুর শাপেই বিষ্ণু ইহলোকে তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিলোকে রামনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। রামকে অবশ্যই ভৃগুর শাপের ফলভোগ করিতে হইবে। তিনি একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন। তিনি মহা-

সমারোহে অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান এবং বহু রাজবংশ স্থাপন করিবেন। সীতার গর্ভে রামের দুইটি পুত্র হইবে। তিনি সেই পুত্রদ্বয়কে অযোধ্যায় নয়—অন্যত্র রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন।' এইরূপ বলিয়া দুর্বাসা নীরব হইলেন। রাজা দশরথ বশিষ্ঠ ও দুর্বাসাকে অভিবাদন করিয়া অযোধ্যায় ফিরিলেন।—সুমিত্রানন্দন, দুর্বাসার কথার অন্যথা হইবে না। সুতরাং তোমার সীতা ও রামের জন্য দুঃখ করা উচিত নয়; তুমি চিত্ত দৃঢ় (স্থির) কর।"

পথিমধ্যে লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় সূর্যাস্ত হইল। তাঁহারা সে রাত্রি কেশিনী নদীর তীরে কাটাইলেন। (সর্গ ৫১)।

পরদিন দ্বিপ্রহরে লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। রাজভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাম অশ্রুপূর্ণ নেত্রে ও বিষণ্ণভাবে পরমাসনে বসিয়া আছেন। লক্ষ্মণ তাঁহার চরণ ধরিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "আর্য, আপনার আদেশানুযায়ী আমি জনকনন্দিনীকে গঙ্গাতীরে বাল্মীকির পুণ্য আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আপনার পদসেবার জন্য এখানে ফিরিতেছি। পুরুষশ্রেষ্ঠ, শোক করিবেন না, কালের গতিই এইরূপ। সকল সঞ্চয়ই পরিণামে ক্ষয় হয় (মহা ঐশ্বর্যও কালে নিঃশেষিত হইয়া থাকে), অতিশয় উন্নতি হইলেও শেষে পতন হয়, মিলনের পরে বিচ্ছেদ আসে, জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়। সুতরাং স্ত্রী, পুত্র, মিত্র ও ধনে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া উচিত নয়, কারণ ইহাদের সহিত বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। রাজা, আপনি যদি জানকীর জন্য শোকে অভিভূত হন, তাহা হইলে যে অপবাদ ভয়েই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন সেই অপবাদই আবার রটিবে। সুতরাং, আপনি

ধৈর্যাবলম্বন করিয়া সুস্থির হউন, দুর্বলতা পরিত্যাগ করুন, আর শোক করিবেন না।"

তখন রাম প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "লক্ষ্মণ, তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। বীর, তুমি আমার আদেশ মত কাজ করায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং তোমার সুসঙ্গত কথায় আমার দুঃখ দূর হইয়াছে।" (৫২ সর্গ)

১৫

(সর্গ ৫৩-৫৯)

রাম লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, "সৌম্য (প্রিয়দর্শন), এরূপ শোকের সময় তোমার ন্যায় মহাবুদ্ধিমান ও মনোমত বন্ধু সুদুর্লভ। আমি চারিদিন রাজকার্য করি নাই, সেজন্য এখন আমার বড় অনুতাপ হইতেছে। তুমি প্রজা, পুরোহিত, মন্ত্রিবর্গ এবং কার্যার্থ আগত স্ত্রী ও পুরুষ সকলকে ডাক। যে রাজা প্রতিদিন পৌরকার্য করেন না, তিনি যে বায়ুলেশহীন ঘোর নরকে পতিত হন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শোনা যায়, পুরাকালে নৃগ নামে এক সত্যবাদী ব্রাহ্মণভক্ত শুদ্ধস্বভাব মহাযশা রাজা ছিলেন। এক সময় তিনি পুষ্করতীর্থে ব্রাহ্মণদিগকে এক কোটি সবৎসা স্বর্ণভূষিতা গাভী দান করেন। দৈবাৎ সেই গাভীদের সহিত কোন উঞ্ছবৃত্তি সাগ্নিক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি সবৎসা গাভী মিলিত হইয়া দানে চলিয়া গিয়াছিল। বহুদিন নানাস্থানে অন্বেষণ করিয়া শেষে ব্রাহ্মণ কনখলে অন্য এক ব্রাহ্মণের গৃহে সেই গাভীটিকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি গাভীটির নাম ধরিয়া ডাকিলে, সে কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে চিনিয়া তাঁহার

পিছু পিছু চলিল। তাহা দেখিয়া গাভীর নব পালয়িতা দ্রুত গো-স্বামীর (গাভীর মালিকের) সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, 'এ গাভী আমার, মহারাজা নৃগ আমাকে ইহা দিয়াছেন। এইরূপে দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে মহা কলহ উপস্থিত হইল। অবশেষে উভয়ে ঝগড়া করিতে করিতে গাভীদাতা নৃগরাজার গৃহে গেলেন, কিন্তু রাজদ্বারে বহুদিন অপেক্ষা করিয়াও তাঁহারা রাজার দেখা পাইলেন না। তখন তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া নৃগকে শাপ দিলেন, 'তুমি যখন বিচারপ্রার্থীদের দেখা দিলে না, তখন তুমি সকল প্রাণীর অদৃশ্য কৃকলাস (কাঁকলাস) হইয়া বহু সহস্র বৎসর গর্তে বাস করিবে। বিষ্ণু যখন মনুষ্যমূর্তি ধারণ করিয়া যদুকুলে বাসুদেবরূপে জন্মিবেন তখন তিনি তোমাকে এই শাপ হইতে মুক্ত করিবেন।' নৃগকে এইরূপ শাপ দিয়া সেই ব্রাহ্মণদ্বয় সুস্থির হইলেন। তারপর তাঁহারা অন্য এক ব্রাহ্মণকে সেই গাভীটি দিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। নৃগরাজা এখনও সেই নিদারুণ শাপ ভোগ করিতেছেন।" (৫৩ সর্গ)

লক্ষ্মণ বলিলেন, "আর্য, ব্রাহ্মণদ্বয় সামান্য অপরাধে রাজর্ষি নৃগকে যমদণ্ড তুল্য কঠোর শাপ দিয়াছিলেন। যাহা হউক, শাপের কথা শুনিয়া তিনি কি বলিলেন ?" রাম বলিলেন, "ব্রাহ্মণদ্বয়ের শাপের কথা এবং তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া নৃগরাজা তাঁহার পুরোহিত ও মন্ত্রী প্রভৃতিকে ডাকিয়া খুব দুঃখিত ভাবে বলিলেন, 'নারদ ও পর্বত নামে দুইজন ব্রাহ্মণ আমাকে অতি ভীষণ শাপ দিয়া বায়ুবেগে ব্রহ্মলোকে চলিয়া গিয়াছেন। আপনারা এখনই আমার পুত্র বসুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন এবং আপনার বাসের জন্য শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের উপযোগী তিনটি সুখস্পর্শ গর্ত প্রস্তুত করিতে

শিল্পীদের আদেশ দিন। সেই গর্তগুলির সকল দিকে অর্ধ যোজন পর্যন্ত স্থানে ফলবান বৃক্ষ, কুসুমিত লতা, ছায়াতরু ও সুগন্ধি পুষ্প-বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া তাহাকে যেন রমণীয় করা হয়। আমি এই গর্তগুলিতে বাস করিয়া আমার শাপের কাল কাটাইব।' সকল ব্যবস্থার পর নৃগ গর্তে প্রবেশ করিয়া শাপ ভোগ করিতে লাগিলেন।" (৫৪ সর্গ)

তারপর রাম বলিলেন, "লক্ষ্মণ, আমি তোমাকে আর একটি কাহিনী বলিতেছি, শোন।—নিমি নামে এক পরমধার্মিক ও মহাবীর্যবান রাজা ছিলেন। তিনি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর দ্বাদশ পুত্র। তিনি মহর্ষি গৌতমের আশ্রমের নিকটে বৈজয়ন্ত নামে বিখ্যাত এবং দেবীপুরীর ন্যায় সুন্দর একটি নগর স্থাপন করিয়া সেখানে বাস করিতে থাকেন। সেই মহানগর প্রতিষ্ঠা করিয়া নিমির ইচ্ছা হইল যে, দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পিতার সন্তোষসাধন করিবেন। তিনি পিতা ইক্ষাকুকে নিমন্ত্রণ করিয়া, প্রথমে ব্রহ্মর্ষি-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে এবং পরে অত্রি, অঙ্গিরা ও ভৃগুকে যজ্ঞের পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। বশিষ্ঠ নিমিকে বলিলেন, 'রাজর্ষি, ইন্দ্র আমাকে ইতিপূর্বেই বরণ করিয়াছেন, সুতরাং তুমি তাঁহার যজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।' বশিষ্ঠ প্রস্থান করিলে, নিমি বশিষ্ঠের স্থানে গৌতমকে যাজকত্বে বরণ করিলেন। বশিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। এদিকে নিমিও ঐ বিপ্রর্ষিদিগকে আনাইয়া যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ হইলে, বশিষ্ঠ নিমির যজ্ঞ করিতে আসিয়া দেখিলেন যে, গৌতম যজ্ঞ করিতেছেন। তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ কিছুকাল সেখানে বসিয়া রহিলেন। নিমি তখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। সুতরাং

বশিষ্ঠ নিমির দেখা পাইলেন না। তাহাতে যারপরনাই কুপিত হইয়া বশিষ্ঠ নিমিকে অভিশাপ দিলেন, 'রাজা, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া অন্যকে যজ্ঞের যাজকত্বে বরণ করিয়াছ, অতএব তোমার মৃত্যু হইবে।' পরে নিমি জাগরিত হইয়া, ঐ অভিসম্পাতের কথা শুনিয়া ক্রোধে অভিভূত হইলেন এবং বশিষ্ঠকে শাপ দিয়া বলিলেন, 'ব্রহ্মর্ষি, আমি নিদ্রিত ছিলাম, আপনি যে আসিয়াছেন আমি তাহা জানিতে পারি নাই; তথাপি আপনি ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া আমাকে অভিশাপ দিলেন; সেজন্য আপনারও মৃত্যু হইবে—তবে আপনার দেহকান্তি বহুদিন অটুট থাকিবে।'—পরস্পরের শাপে তখনই নিমি ও বশিষ্ঠ উভয়েরই প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করিল। (দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।) ৫৫ সর্গ)

পরে বায়ুভূত বশিষ্ঠ দেহান্তরপ্রাপ্তির বাসনায় ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ভগবান, আমি নিমির শাপে দেহহীন হইয়াছি। দেহহীনের বড় দুঃখ, তাহার সকল কার্যই লুপ্ত হয়। প্রভু, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে অন্য দেহ দিন।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তুমি মিত্রাবরুণের তেজে (বীর্যে) প্রবেশ কর, তাহা হইলে তুমি অযোনিজ দেহলাভ করিবে এবং অশেষ ধর্মার্জন করিয়া আবার প্রাজাপত্য লাভ করিতে পারিবে।' বশিষ্ঠ ব্রহ্মাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া তখনই বরুণালয়ে গেলেন। তখন মিত্রদেবও দেবগণের দ্বারা পূজিত হইয়া ক্ষীরোদসাগরে বরুণের কার্য করিতেছিলেন। এমন সময় সখীগণে পরিবৃতা অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশী সেখানে আসিয়া সাগরে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। উর্বশীকে দেখিয়া, বরুণ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া তাঁহাকে কামনা

করিলেন। উর্বশী করজোড়ে বলিলেন, 'সুরেশ্বর, মিত্রদেব পূর্বেই আমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন।' বরুণ বলিলেন, 'সুন্দরী, তবে এই দেবনির্মিত কুম্ভে বীর্যত্যাগ করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হই।' উর্বশী সানন্দে বলিলেন, 'প্রভু, তাহাই হউক; আমার হৃদয় আপনার প্রতিই আসক্ত এবং আপনিও আমার প্রতি খুব অনুরক্ত হইয়াছেন, কিন্তু আমি (আমার দেহ) এখন মিত্রদেবের অধীন।' তখন বরুণ জ্বলদগ্নিতুল্য বীর্য সেই কুম্ভে নিক্ষেপ করিলেন। পরে উর্বশী মিত্রদেবের নিকটে গেলে, তিনি যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া উর্বশীকে বলিলেন, 'দুষ্টা, আমি তোমাকে পূর্বে কামনা করিয়াছি, তথাপি তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যকে বরণ করিলে কেন? এই দুষ্কার্যের জন্য তোমাকে কিছুকাল নরলোকে বাস করিতে হইবে। তুমি বুধের পুত্র রাজর্ষি কাশিরাজ পুরূরবার নিকটে যাও, তিনি তোমার ভর্তা হইবেন।' এইরূপ শাপগ্রস্তা হইয়া উর্বশী প্রতিষ্ঠানপুরে পুরূরবার কাছে গেলেন। পরে তাঁহাদের আয়ু নামে এক মহাবল ও শ্রীমান্ পুত্র জন্মিল। আয়ুব পুত্র নহুষ। তিনি ইন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ ছিলেন। ইন্দ্র বৃত্রাসুরের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিয়া শ্রান্ত হইলে, নহুষ বহু সহস্র বৎসর ইন্দ্রত্ব করিয়া স্বর্গরাজ্য শাসন করেন। যাহা হউক, শাপাবসানে উর্বশী পুনরায় ইন্দ্রালয়ে ফিরিলেন।" (৫৬ সর্গ)

লক্ষ্মণ এই অত্যাশ্চর্য দিব্য কাহিনী শুনিয়া পরম প্রীত হইয়া রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবপূজিত বশিষ্ঠ ও নিমি রাজা আবার কিরূপে দেহলাভ করিলেন?" রাম বলিতে লাগিলেন—"যে কুম্ভে বরুণ বীর্য নিক্ষেপ করেন তাহাতে মিত্রও পূর্বে বীর্য

ত্যাগ করিয়াছিলেন।* সেই কুম্ভ হইতে দুইজন তেজোময় ব্রহ্মর্ষি উৎপন্ন হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ভগবান অগস্ত্য অগ্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুম্ভ হইতে বাহির হইয়া, মিত্রকে 'আমি কেবল আপনারই পুত্র নই' †, এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে মিত্র ও বরুণ উভয়ের বীর্যে বশিষ্ঠ জন্মিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মহাতেজা ইক্ষ্বাকু তাঁহাকে ইক্ষ্বাকু-কুলের মঙ্গলের জন্য পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন।...এদিকে নিমির দেহত্যাগের পরে মনীষী ঋষিরা যজ্ঞে বিরত হইলেন না; তাঁহারা গন্ধমাল্যাদির দ্বারা নিমির দেহ রক্ষা করিয়া যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ শেষ হইলে ভৃগু বলিলেন, 'রাজা নিমি, আমি তোমার উপর তুষ্ট হইয়াছি, সুতরাং তোমার চেতনাকে পুনরানয়ন করিব।' দেবতারা খুব খুশী হইয়া বলিলেন, 'রাজর্ষি, তুমি বর প্রার্থনা কর; তোমার চেতনা কোথায় স্থাপন করিব বল।' নিমির আত্মা বলিলেন, 'সুরশ্রেষ্ঠগণ, আমি সকল প্রাণীর চক্ষে বাস করিব!' দেবগণ বলিলেন, 'তাহাই হইবে; তুমি বায়ুরূপে সর্বভূতের চক্ষে বিচরণ করিবে। তোমার সেখানে অবস্থানের জন্যই সকলের চক্ষু বিশ্রামার্থ বারবার নিমেষ (পলক) ফেলিবে।'‡ এই কথা বলিয়া দেবতারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান

---

* মিত্র প্রথমে উর্বশীকে দেখিয়া তাঁহাকে আহ্বান করেন। উর্বশী বলেন "আমি আপনার গৃহে যাইব।" মিত্র তখন বরুণলোকে ছিলেন। তিনি উর্বশী দর্শনে তাঁহার স্খলিত বীর্য কুম্ভে নিক্ষেপ করিয়া নিজ গৃহে যান। পরে বরুণও উর্বশীকে দেখিয়া ঐ কুম্ভে স্খলিত বীর্য ত্যাগ করেন। তারপর উর্বশী মিত্রালয়ে গেলে মিত্র উর্বশীকে শাপ দেন। (তিলক)

† অর্থাৎ অগস্ত্য মিত্র ও বরুণ উভয়ের পুত্র।

‡ বায়ুরূপী হয়ে তুমি জীবের নয়নে,
সঞ্চরণ কর গিয়া হরষিত মনে।

করিলেন। তখন ঋষিগণ নিমির পুত্রোৎপাদনের জন্য মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক হোম করিয়া তাঁহার দেহ সবলে অরণির ন্যায় মথন (মর্দন বা ঘর্ষণ) করিতে লাগিলেন।* তাহাতে মহাতপা মিথি জন্ম-গ্রহণ করিলেন। মথনে জন্ম বলিয়া তাঁহার নাম হইল 'মিথি' এবং জনন হইতে তাঁহার নাম হইল 'জনক'। বিদেহ (বিগতপ্রাণ দেহ) হইতে জন্মের জন্য তাঁহার অন্য নাম 'বৈদেহ'। লক্ষ্মণ, মহাতেজা বিদেহরাজ প্রথম জনক মিথির এইরূপে জন্ম হইয়াছিল।"

লক্ষ্মণ প্রশ্ন করিলেন, "নিমি ক্ষত্রিয় বীর, বিশেষতঃ তখন তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন, তথাপি বশিষ্ঠকে ক্ষমা করেন নাই কেন?" রাম বলিলেন, "লক্ষ্মণ, সকল পুরুষে ক্ষমাগুণ দেখা যায় না। যাহা হউক, সত্ত্বগুণ অবলম্বনে যযাতি যেরূপে দুঃসহ ক্রোধ নিবারণ করিয়াছিলেন, তুমি তাহা মন দিয়া শোন। নহুষের পুত্র প্রজাপতি-পালক যযাতির পরম রূপবতী দুই পত্নী ছিলেন। একজন দিতির পৌত্রী ও বৃষপর্বার দুহিতা শর্মিষ্ঠা—তিনিই ছিলেন রাজর্ষি যযাতির আদরিণী। অন্যজন শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী—তিনি রাজার প্রিয়া ছিলেন না। তাঁহাদের দুইটি রূপবান পুত্র জন্মে। তাহার

তোমার সংযোগে এবে জীবের নয়ন,
ক্লেশ পেয়ে বিশ্রাম করিবে অনুক্ষণ।
সেই বিশ্রামের নাম হইবে নিমেষ,
পূরণ করিনু তব বাসনা নরেশ!

—রাজকৃষ্ণ রায়।

* অগ্নি উৎপাদনের জন্য অরণিকাষ্ঠকে যেরূপ সবলে ঘর্ষণ করিতে হয় সেইরূপ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মথন—massage?

মধ্যে শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরু নিজগুণে এবং মাতা রাজার প্রেয়সী বলিয়া তাঁহার প্রিয় হইলেন। ইহাতে যারপরনাই দুঃখিত হইয়া যদু তাঁহার মাতাকে বলিলেন, 'মা, ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্যের কুলে জন্মিয়াও তোমাকে মানসিক দুঃখ ও দুঃসহ অপমান সহ্য করিতে হইতেছে, সুতরাং চল, আমরা উভয়ে একসঙ্গে অগ্নিতে প্রবেশ করি; রাজা দৈত্যপুত্রীর সহিত বিহার করিতে থাকুন। যদি তোমার নিকট সহনীয় হয়, তবে তুমি ইহা ক্ষমা কর; কিন্তু আমি ইহা ক্ষমা করিব না। আমাকে অনুমতি দাও, আমি নিশ্চয় মরিব।'

পুত্র পরম দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে এই কথা বলিলে, দেবযানী যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা শুক্রাচার্যকে স্মরণ করিলেন। তিনি সত্বর সেখানে আসিলেন এবং কন্যাকে অপ্রকৃতিস্থ ও অপ্রফুল্ল দেখিয়া বারবার তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন দেবযানী নিজের দুঃখ ও অপমানের কথা পিতাকে জানাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'পিতা, আমি আর জীবন রাখিতে পারিব না—আমি অগ্নি বা জলে প্রবেশ করিব, অথবা তীব্র বিষ খাইব। রাজা আমাকে অনাদর ও অপমান করিয়া আপনাকেও অশ্রদ্ধা ও অপমান করিতেছেন।'

তখন শুক্রাচার্য অতিশয় ক্রোধাভিভূত হইয়া যযাতিকে শাপ দিয়া বলিলেন, "নহুষপুত্র দুরাত্মা যযাতি, তুমি আমাকে অপমান করিয়াছ, সুতরাং তুমি জরায় জীর্ণ হইবে, তোমার সর্বাঙ্গ শিথিল হইবে।' তারপর দেবযানীকে প্রবোধ দিয়া তিনি স্বগৃহে ফিরিয়া গেলেন। (৫৮ সর্গ)

শুক্রাচার্য ক্রোধে অভিশাপ দিয়াছেন শুনিয়া যযাতি নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। পরে তিনি শুক্রাচার্যকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার

নিকট হইতে অপরকে জরা দিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন। তখন তিনি পুত্র যদুকে বলিলেন, 'যদু, তুমি ধর্মজ্ঞ, আমার হইয়া এই জরা লও। আমি বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই, ইচ্ছানুরূপ বিষয়সুখ উপভোগ করিয়া আমি আবার জরা গ্রহণ করিব।' যদু বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার প্রিয়পুত্র পুরুই আপনার জরা গ্রহণ করুন। আপনি আমাকে বিষয়ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন ; এমন কি, আপনার নিকট হইতেও দূরে রাখিয়াছেন ; আপনি যাঁহার সহিত ভোজনাদি করিয়া থাকেন, তিনিই আপনার জরা লউন।' তখন যযাতি পুরুকে বলিলেন, 'মহাবাহু, আমার হইয়া তুমি এই জরা লও।' পুরু করজোড়ে বলিলেন, 'পিতা, আমি আপনার কথায় ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম ; আমি সর্বদাই আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত আছি।' যযাতি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া পুরুকে জরা দিয়া আবার নবযৌবন লাভ করিলেন। তারপর বহু সহস্র বৎসর অসংখ্য যজ্ঞানুষ্ঠান ও রাজ্যপালন করিয়া তিনি পুরুকে বলিলেন, 'পুত্র, আমি তোমাকে যে জরা দিয়াছিলাম, তাহা আমাকে ফিরাইয়া দাও। তুমি আমার আজ্ঞা পালন করায় আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি ; আমি সানন্দে তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব।' পরে তিনি যদুকে বলিলেন, 'দুর্মতি, তুমি আমার বংশে ক্ষত্ররূপী দুর্ধর্ষ রাক্ষস হইয়া জন্মিয়াছ ; আমি তোমার পিতা, কিন্তু তুমি আমাকে অপমান করিয়াছ ; সুতরাং তুমি দারুণ রাক্ষসদের জন্ম দিবে। তোমার সন্তানরাও তোমার মত দুর্বিনীত হইবে, তাহারা চন্দ্রবংশে স্থান পাইবে না।' যদুকে এই কথা বলিয়া রাজর্ষি যযাতি পুরুকে মহাসমাদরে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। ইহার বহুকাল পরে যযাতি দেহত্যাগ করিয়া

স্বর্গে গেলেন। মহাযশা পুরু কাশিরাজ্যের প্রতিষ্ঠানপুরে ধর্মানুসারে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যদু রাজকুল হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দুর্গম ক্রৌঞ্চবনে গেলেন এবং সেখানে সহস্র সহস্র রাক্ষসের জন্ম দিলেন। —লক্ষ্মণ, যযাতি শুক্রাচার্যের শাপ ক্ষাত্রধর্মানুযায়ী সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু নিমি বশিষ্ঠকে ক্ষমা করেন নাই। প্রিয়দর্শন, যাহারা কার্যানুরোধে এখানে আসিয়াছে আমি তাহাদের সকলকেই দর্শন দিব; নৃগ-রাজার যে দোষ হইয়াছিল, আমার যেন তাহা হয় না।"

রাম এইরূপ বলিতে বলিতে আকাশে তারাসকল খুব বিরল হইয়া আসিল এবং পূর্বদিক অরুণকিরণে রঞ্জিত হইয়া যেন কুসুম-রসরঞ্জিত বসনে অবগুণ্ঠিতা হইল (কুসুমরসরঞ্জিতবসনে অবগুণ্ঠিতা রমণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল)। (৫৯ সর্গ)।

১৬

কুকুর ও ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—গৃধ্র ও উলূকের কাহিনী (প্রক্ষিপ্ত ৩ সর্গ)

[৫৯ (ক), ৫৯ (খ), ৫৯ (গ)]

বিমল প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে রাম শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, পুরোহিত বশিষ্ঠ, ঋষি কশ্যপ, ব্যবহারজ্ঞ মন্ত্রিগণ, অন্যান্য ধর্ম-পাঠকগণ, নীতিজ্ঞ সভাসদগণ ও সামন্ত রাজগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, ধর্মাসনে (বিচারাসনে) বসিয়া রাজকার্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, "সুমিত্রানন্দন, তুমি পুরদ্বারে গিয়া কার্যার্থী (আবেদনপ্রার্থী) নাগরিকদের ডাকিয়া আন।" লক্ষ্মণ দ্বারদেশে গিয়া দেখিলেন, সেখানে আবেদনকারী

কেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে 'রামের রাজত্বকালে আধিব্যাধি (রোগ-শোক) ছিল না, পৃথিবী পক্বশস্যা (পক্বশস্যশালিনী) ও সর্বওষধি-সমন্বিতা ছিল, বালক যুবা প্রৌঢ় কাহারও মৃত্যু হইত না এবং রাজ্য ধর্মানুসারে শাসিত হওয়ায় কোনরূপ উৎপাতই ছিল না। লক্ষ্মণ ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন, দ্বারে প্রার্থী কেহ নাই। রাম খুশী হইয়া বলিলেন, "রাজনীতি সুপ্রযুক্ত হইলে অধর্ম কোথাও তিষ্ঠিতে পারে না; সেই জন্যই প্রজারা রাজভয়ে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতেছে। লক্ষ্মণ, তথাপি তুমি তৎপর হইয়া প্রজাদের রক্ষা করিবে। যাহা হউক, তুমি আবার দ্বারে যাইয়া দেখ কোন প্রার্থী আছে কি না।"

লক্ষ্মণ রাজভবন হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন, দ্বারে একটি কুকুর অনবরত চীৎকার করিতেছে। লক্ষ্মণ তাহাকে বলিলেন, "তোমার কি প্রয়োজন, নির্ভয়ে বল।" কুকুর বলিল, "আমি সকল প্রাণীর রক্ষাকর্তা এবং সকল ভয়ে অভয়দাতা রামকে আমার প্রয়োজনের কথা বলিব।" লক্ষ্মণ বলিলেন, "চল, তাহাই বলিবে।" কুকুর বলিল, "দেবালয়, রাজভবন ও ব্রাহ্মণগৃহে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য ও বায়ু অবস্থান করেন, আমরা সকল প্রাণীর অধম, সেখানে যাইবার যোগ্য নহি।" লক্ষ্মণ রাজভবনে প্রবেশ করিয়া রামকে সকল কথা বলিলে, তিনি শীঘ্র কুকুরটিকে সেখানে লইয়া আসিতে বলিলেন। [৫৯ সর্গ (ক)]

লক্ষ্মণ কুকুরকে ডাকিয়া আনিলেন। তাহার মস্তকে আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান। রাম তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "সারমেয়, তোমার বক্তব্য নির্ভয়ে বল।" তখন কুকুর বলিল, "সর্বার্থসিদ্ধ নামে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ এই নগরে বাস করেন; তিনি আমাকে অকারণে

প্রহার করিয়াছেন।” রাম দারোয়ানের দ্বারা সেই ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি অপরাধে এই কুকুরকে যষ্টির দ্বারা আঘাত করিয়াছেন?” ব্রাহ্মণ বলিলেন, “আমি ক্ষুধার্ত হইয়া অবেলায় ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে-ছিলাম। তখন এই কুকুর আমার পথরোধ করিয়া থাকায় আমি ইহাকে—‘যা, যা!’ বলিলাম; কিন্তু এ পথ ছাড়িল না। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আমি ইহাকে মারিয়াছি। মহারাজ, আমি অপরাধ করিয়াছি, আপনি আমাকে শাস্তি দিন। আপনি আমাকে শাস্তি দিলে, আমার আর নরকের ভয় থাকিবে না।”

রাম সভাসদদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে কি করা উচিত? ইঁহাকে কি দণ্ড দেওয়া যায়? ভৃগু আঙ্গিরস বশিষ্ঠ প্রভৃতি প্রধান ধর্মপাঠকগণ, শাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিবর্গ ও অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তিরা সকলে একবাক্যে বলিলেন, “রঘুনন্দন, শাস্ত্রবিদেরা বলেন, ব্রাহ্মণ অদণ্ডার্হ।” তখন কুকুর বলিল, “মহারাজ, আপনি যদি আমার উপর তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই ব্রাহ্মণকে কালঞ্জরে কুলপতির পদ প্রদান করুন।” কুকুরের কথা মত রাম ব্রাহ্মণকে কুলপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে সম্মানিত হইয়া ব্রাহ্মণ সানন্দে গজারোহণে কালঞ্জরে গেলেন। সচিবেরা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “মহারাজ, আপনি ইহাকে দণ্ড না দিয়া বর দিলেন (পুরস্কৃত করিলেন)।” রাম বলিলেন, “আপনারা ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানেন না, এই কুকুর তাহা জানে।”

তখন রামের আজ্ঞায় কুকুর বলিতে লাগিল, “পূর্বে আমি কালঞ্জরে কুলপতি ছিলাম। দেবদ্বিজের সেবা এবং দাসদাসী প্রভৃতি সকলের আহারের পর আমি আহার করিতাম। বিনীত,

সুশীল, সৎকর্মপরায়ণ ও সর্বহিতে রত ছিলাম। বিত্তাদি সকলের সহিত ভোগ এবং দেবদ্রব্য সযত্নে রক্ষা করিতাম। তথাপি কুলপতি হওয়ার জন্য আমার এই দারুণ অধোগতি হইয়াছে। ঐ ক্রোধ-প্রবণ, নিষ্ঠুর, অবিদ্বান ও অধার্মিক ব্রাহ্মণ কুলপতি হওয়ায় উহার চতুর্দশপুরুষ নরকে যাইবে। অতএব কোন অবস্থাতেই কুলপতির কাজ করা উচিত নয়।* এইরূপ বলিয়া কুকুরটি বারাণসীতে প্রায়োপবেশন করিতে গেল। জাতিতে দূষিত কুকুর হইলেও সে মনস্বী ছিল। [৫৯ সর্গ (খ)]

অযোধ্যার নিকটে কোন বনে এক গৃধ্র ও এক উলূক (পেঁচা) বহু বৎসর হইতে বাস করিত। একদিন দুষ্টবুদ্ধি গৃধ্র উলূকের বাসায় গিয়া, তাহা তাহার নিজের (গৃধ্রের) বাসা বলিয়া উলূকের সহিত কলহ আরম্ভ করিল। পরে তাহারা তাহাদের বিবাদের মীমাংসার জন্য রামের নিকটে গেল। গৃধ্র বলিল, "রঘুনন্দন, আমি পূর্বে একটি বাসা প্রস্তুত করি, কিন্তু এই উলূক তাহা হরণ করিয়াছে; আপনি আমাকে রক্ষা করুন।" উলূক বলিল, "নরনাথ, গৃধ্র আমার বাসায় প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিতেছে, আপনি ইহা নিবারণ করুন।" রাম তাঁহার সর্বশাস্ত্রবিশারদ ও নীতিজ্ঞ সচিবদের লইয়া পুষ্পকারোহণে বিবাদের স্থানে গেলেন। পুষ্পক হইতে নামিয়া তিনি গৃধ্র ও উলূককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৃধ্র, কত বৎসর হইল

---

* কুলপতি—যে ঋষি অন্নদানাদি দ্বারা পোষণ করিয়া দশ হাজার শিষ্যকে শিক্ষাদান করেন।

"বোধ হয় অতিরিক্ত প্রভুত্ব ও সম্পত্তি লাভের ফলে অনেক কুলপতির এখনকার মঠস্বামীর ন্যায় অধঃপতন হ'ত, তার ফলে এই আখ্যানের উৎপত্তি হয়েছে।" (রাজশেখর বসু)।

তুমি এই বাসা নির্মাণ করিয়াছ? উলূক, তুমিই বা কত কাল হইল ইহা প্রস্তুত করিয়াছ?" গৃধ্র বলিল, "যতদিন হইতে মানুষেরা এই পৃথিবীতে বাস করিতেছে ততদিন হইতে আমার বাসা।" আর উলূক বলিল, "এই পৃথিবীতে যখন প্রথম বৃক্ষ জন্মে তখন হইতে আমার বাসা।"

ইহা শুনিয়া রাম তাঁহার সভাসদদিগকে বলিলেন, "যে সভায় বৃদ্ধ নাই তাহা সভা নহে; যাঁহারা ধর্মকথা বলেন না তাঁহারা বৃদ্ধ নহেন; যাহাতে সত্য নাই তাহা ধর্ম নয়; যাহাতে ছল থাকে তাহা সত্য নয়। আর যে-সকল সভাসদ সত্য (প্রকৃত ব্যাপার) বুঝিয়াও নীরব থাকেন, কোন অভিমত প্রকাশ করেন না, তাঁহারা অসত্যবাদী।* সুতরাং উপস্থিত বিষয়ে আপনারা যে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, বলুন।" সচিবেরা বলিলেন, "মহামতি, উলূকের কথাই সত্য, গৃধ্র সত্য বলিতেছে না। মহারাজ, এখন আপনি ইহার বিচার করুন—এ বিষয়ে আপনার বিচারই প্রমাণ-সিদ্ধ (ঠিক) হইবে; কারণ রাজাই সকল বিষয়ের শেষ গতি।" রাম বলিলেন, "পুরাণে যেরূপ কথিত আছে, বলিতেছি, শুনুন। পুরাকালে সচরাচর বিশ্ব জলমগ্ন ছিল। তখন লক্ষ্মীর সহিত পৃথিবীকে জঠরে ধারণ করিয়া ভূতাত্মা দেব বিষ্ণু বহুকাল সমুদ্রে

* ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা
বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্।
নাসৌ ধর্ম্মো যত্র ন সত্যমস্তি
ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধম্॥ [৫৯ সর্গ (গ) ৩৩]
যে তু সভ্যাঃ সদা জ্ঞাত্বা তূষ্ণীং ধ্যায়ন্ত আসতে।
যথা প্রাপ্তং ন ব্রুবতে তে সর্ব্বেঽনৃতবাদিনঃ॥ (৫৯ সর্গ)।

সুপ্ত ছিলেন। বিষ্ণু সৃষ্টিস্রোত রুদ্ধ করিয়া নিদ্রিত হইলেন দেখিয়া মহাযোগী ব্রহ্মাও তাঁহার উদরে প্রবেশ করিলেন। পরে বিষ্ণুর নাভিদেশে স্বর্ণবিভূষিত পদ্ম উৎপন্ন হইলে, ব্রহ্মাও সেই সঙ্গে বহির্গত হইয়া যোগাবলম্বনে পৃথিবী, বায়ু, পর্বত, বৃক্ষ এবং মনুষ্য ও সরীসৃপাদি জীবগণকে সৃষ্টি করিলেন। তারপর বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই মহাবীর্য ও ভীষণদর্শন দৈত্য উৎপন্ন হইল। তাহারা ব্রহ্মাকে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং মহাবেগে তাহার দিকে ছুটিল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বিষ্ণু সেই শব্দে জাগরিত হইয়া মধু ও কৈটভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং চক্রাঘাতে তাহাদের বধ করিলেন। সমস্ত পৃথিবী তাহাদের মেদে প্লাবিত হইল। লোক-পালক বিষ্ণু পৃথিবীকে পুনরায় বিশোধিত করিয়া তাহাকে বৃক্ষরাজি দ্বারা পূর্ণ করিলেন। তখন নানারূপ ওষধি ও সকল প্রকার শস্য জন্মিতে লাগিল। মেদে ব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া পৃথিবীর নাম 'মেদিনী' হইয়াছে। সুতরাং আমার মতেও বাসাটি গৃধ্রের নয়, উলূকেরই। পাপাত্মা গৃধ্র পরের গৃহ হরণ করিয়া অত্যাচার করিতেছে—ইহার শাস্তি পাওয়া উচিত।"

তখন আকাশ হইতে দৈববাণী হইল, "রাম, তুমি এই গৃধ্রকে বধ (বিনাশ) করিও না ; এ পূর্বেই গৌতমের তপোবলে দগ্ধ হইয়াছে। এই গৃধ্র পূর্বে ব্রহ্মদত্ত নামে সত্যপ্রতিজ্ঞ ও শুদ্ধচেতা এক নরপতি ছিলেন। একদিন গৌতম ব্রহ্মদত্তের গৃহে উপস্থিত হইয়া ভোজন করিতে চাহিলেন। রাজা নিজে পাদ্যঅর্ঘ্যাদি দিয়া গৌতমের আহারের আয়োজন করিয়া দিলেন। কিন্তু কিরূপে যেন আহার্যে মাংস ছিল। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গৌতম ব্রহ্মদত্তকে

দারুণ শাপ দিয়া বলিলেন, 'রাজা, তুমি গৃধ্র হও।' ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, 'ধর্মজ্ঞ, এরূপ অভিশাপ দিবেন না ; আমি না জানিয়া এই অপরাধ করিয়াছি ; আপনি আমার উপর কৃপা করুন।' মহাভাগ, যাহাতে এই শাপের অবসান হয়, তাহা করুন। তখন গৌতম মুনি বলিলেন, 'ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে এক মহা যশস্বী রাজা জন্মিবেন। তিনি তোমাকে স্পর্শ করিলে তুমি শাপ হইতে মুক্ত হইবে।' ”

দৈববাণী শুনিয়া রাম গৃধ্রকে স্পর্শ করিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত গৃধ্ররূপ ত্যাগ এবং দিব্যরূপ ধারণ করিয়া বলিলেন, "প্রভু রঘুনন্দন, তোমার অনুগ্রহে আমি ঘোর নরক হইতে মুক্ত হইলাম—তুমি শাপের অবসান করিলে।" [৫৯ সর্গ]

১৭

লবণাসুরের অত্যাচার—শত্রুঘ্নের প্রতি রামের লবণবধের আদেশ —শত্রুঘ্নের অভিষেক

রাম লক্ষ্মণ এইরূপে প্রজাপালন ও ধর্মালোচনা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমে নাতিশীতোষ্ণ বসন্তকাল উপস্থিত হইল। তখন একদিন প্রভাতে রাম রাজসভায় উপবেশন করিলে সুমন্ত্র বলিলেন, "নরনাথ, যমুনাতীরবাসী মহর্ষিরা ভার্গব (ভৃগুবংশোৎপন্ন) চ্যবনকে অগ্রে করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন এবং দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।" রাম তাঁহাদিগকে শীঘ্র লইয়া আসিতে বলিলেন। তখন দ্বারপাল শতাধিক ঋষিকে সেখানে লইয়া আসিল। তাঁহারা রামকে

সকল তীর্থের জলে পূর্ণ একটি কলসী ও নানা ফলমূল উপহার দিলেন। রাম সানন্দে তাহা গ্রহণ করিয়া মহর্ষিগণকে সংবর্ধনা করিলেন। পরে তাঁহারা যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলে রাম বিনীতভাবে ও করজোড়ে তাঁহাদিগকে বলিলেন, "মহর্ষিগণ, আপনারা কি জন্য আসিয়াছেন এবং আমাকেই বা কি করিতে হইবে, বলুন। আমি সর্ববিষয়েই আপনাদের আজ্ঞাবহ। আমার রাজ্য ও জীবন সকলই দ্বিজগণের জন্য।"—ঋষিরা খুব খুশী হইয়া বলিলেন, "নরশ্রেষ্ঠ, তোমার কথা তোমারই উপযুক্ত ; পৃথিবীতে তুমি ভিন্ন আর কেহই এরূপ কথা বলিতে পারেন না। অনেক মহাবল রাজা আমাদের কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া তাহা সম্পাদনের প্রতিশ্রুতি দিতে চাহেন নাই ; কিন্তু তুমি কি কাজ তাহা না জানিয়াই, ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মানবশতঃ অগ্রেই প্রতিশ্রুতি দিলে। তুমি যে আমাদের কার্য করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা, তুমি ঋষিদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ কর।" (৬০ সর্গ)

রাম বলিলেন, "মুনিগণ, আপনাদের কোন ভয় নাই, আমাকে কি করিতে হইবে, বলুন।" চ্যবন বলিতে লাগিলেন, "সত্যযুগে মধুনামে এক মহাসুর ছিলেন। তিনি লোলার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ব্রাহ্মণের হিতকারী, শরণাগতবৎসল এবং দেবতাদের পরম বন্ধু ছিলেন। রুদ্রদেব মধুর উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিজের শূল হইতে শক্তিগ্রহণে প্রস্তুত একটি উৎকৃষ্ট শূল মধুকে দিয়া বলিয়াছিলেন,— 'মহাসুর, তুমি যতদিন দেবতা ও ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদ না করিবে, ততদিন এই শূল তোমার নিকটে থাকিবে ; কিন্তু ইহার অন্যথা হইলেই শূল অদৃশ্য হইবে। কেহ সাহস করিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ

করিতে আসিলে, এই শূল তাহাকে ভস্ম করিয়া তোমার হস্তে ফিরিয়া আসিবে।' মধু মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'ভগবান, এই শূল যেন বরাবর আমার বংশেই থাকে।' মহাদেব উত্তর করিলেন, 'সৌম্য, তাহা হইতে পারে না। তবে আমার প্রসাদে তোমার প্রার্থনা একেবারে বিফল হইবে না; তোমার এক পুত্র এই শূল পাইবে। ইহা যতদিন তাহার হস্তে থাকিবে ততদিন সুরাসুর প্রভৃতি কোন প্রাণীই তাহাকে বধ করিতে পারিবে না।'

রাম, এই অদ্ভুত বর লাভ করিয়া মধু এক সুশোভন গৃহ নির্মাণ করাইলেন। বিশ্বাবসু ও অনলার কন্যা সুরূপা কুম্ভনসী* মধুর প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন। লবণ নামে তাঁহাদের এক মহাবল ও উগ্রপ্রকৃতি পুত্র আছে। সে বাল্যকাল হইতেই অসচ্চরিত্র ও পাপাচারী। মধু পুত্রের দুর্বিনীত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হইলেও তাহাকে কিছু বলিতেন না। পরে মধু পুত্রকে সেই শূল দিয়া এবং তাহাকে মহাদেবের বরের কথা বলিয়া, ইহলোক ত্যাগ করিয়া বরুণালয়ে গেলেন। এখন দুষ্টস্বভাব লবণ সেই শূলের প্রভাবে ত্রিলোকের সকলের—বিশেষতঃ তাপসদের উপর বড় অত্যাচার করিতেছে। ঋষিরা ভীত হইয়া পূর্বে বহু রাজার নিকটে অভয় প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদের এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন নাই। বৎস রাম, তুমি রাবণকে সবলবাহনে (সসৈন্যে) বধ করিয়াছ শুনিয়া, আমরা তোমাকে ত্রাণকর্তা বোধে তোমার নিকট আসিয়াছি। এই পৃথিবীতে তুমি ভিন্ন এমন আর কোন নরপতি নাই, যিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। তুমি আমাদের লবণের ভয় হইতে উদ্ধার কর।" (৬১ সর্গ)।

---

* ৬ অধ্যায়, (মূল—রামায়ণ, ২৫) দ্রষ্টব্য।

রাম করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লবণ কোথায় থাকে? তাহার আহার ও আচরণ কিরূপ?" ঋষিরা বলিলেন, "লবণ মধু-বনে বাস করে। সকল প্রকার জীব বিশেষতঃ তাপসেরাই তাহার আহার এবং তাহার আচরণ বড় উগ্র (নিষ্ঠুর)। সে প্রত্যহ বহু সহস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পক্ষী ও মনুষ্য হত্যা করিয়া আহার করে।" রাম বলিলেন, "মহর্ষিগণ, আমি সেই রাক্ষসকে বধ করিব; আপনারা ভয় পরিত্যাগ করুন।" মুনিগণের নিকটে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রাম ভ্রাতাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীরগণ, তোমাদের মধ্যে কে লবণকে বধ করিবে? তাহাকে কাহার ভাগে ফেলিব?—মহাবাহু ভরতের, না ধীমান শত্রুঘ্নের?" ভরত বলিলেন, "আর্য, আমিই লবণকে বধ করিব; তাহাকে আমার ভাগেই ফেলুন।"—ইহা শুনিয়া শত্রুঘ্ন রামকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "নরনাথ, আমাদের মধ্যম ভ্রাতা তাঁহার কর্তব্য পালন করিয়া কৃতকর্মা হইয়াছেন। আপনার অনুপস্থিতিতে তিনি সন্তপ্তহৃদয়ে নন্দীগ্রামে বাস এবং বহু কষ্টস্বীকার করিয়া অযোধ্যা শাসন করিয়াছেন। অতএব আর্য, আজ্ঞাবহ আমি বর্তমান থাকিতে তাঁহার আবার কষ্টভোগ করা উচিত হইবে না।" রাম বলিলেন, "তাহাই হউক, তুমিই আমার আদেশ পালন কর। আমি তোমাকে মধুর রাজ্যে ও সুন্দর নগরীতে অভিষিক্ত করিব। তুমি বীর ও কৃতবিদ্য; সুতরাং নূতন নগর সংস্থাপনে সমর্থ। তুমি (মধুর অধিকারভুক্ত প্রদেশে) যমুনাতীরে সুদৃশ্য নগর ও জনপদ প্রতিষ্ঠা করিবে। যিনি কোন রাজবংশ উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থানে আবার কাহাকেও রাজা নিযুক্ত না করেন, তিনিও নরকে যান। সুতরাং শত্রুঘ্ন, তুমি পাপাত্মা লবণকে বধ করিয়া ধর্মানুসারে তাহার রাজ্য শাসন কর।

বীর, অগ্রজের আজ্ঞা পালন করা অনুজের কর্তব্য, ইহাতে সন্দেহ নাই ; তুমি আমার কথার প্রতিবাদ করিও না।" (৬৩ সর্গ)।

শত্রুঘ্ন যারপরনাই লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "নরেশ্বর, জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠ কিরূপে রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারে ? তাহা অধর্মজনক হইবে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আপনার আদেশও অবশ্য পালনীয়। মধ্যম ভ্রাতা যখন লবণকে বধ করিবেন বলিয়াছেন, তখন তাহার প্রতিবাদ করা আমার উচিত হয় নাই। তাহারই জন্য এখন আমাকে (জ্যেষ্ঠ বর্তমানে রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার) দুর্গতি (পাপফল) ভোগ করিতে হইবে। যাহা হউক, আপনার কথায় আমি আর দ্বিরুক্তি করিব না ; আপনি যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব। কিন্তু আপনি আমাকে রাজ্যাভিষেকের অধর্ম হইতে রক্ষা করিবেন।"

তখন রাম ভরত ও লক্ষ্মণকে বলিলেন, "তোমরা শত্রুঘ্নের অভিষেকের আয়োজন কর ; আমি আজই তাহাকে অভিষিক্ত করিব।" এইরূপে রামের আদেশে মহাসমারোহে শত্রুঘ্নের অভিষেক সম্পন্ন হইলে পুরবাসীরা ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ প্রভৃতি সকলেই পরম আনন্দিত হইলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাজমহিলারা রাজান্তঃপুরে নানারূপ মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। পরে রাম শত্রুঘ্নকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার তেজবৃদ্ধি করিবার জন্য বলিলেন, "শত্রুঘ্ন, আমি তোমাকে এই দিব্য ও অমোঘ শর দিতেছি। তুমি এই শরে লবণকে বধ করিতে পারিবে। পুরাকালে মধু-কৈটভের বধের জন্য বিষ্ণু এই শর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দারুণ লোকক্ষয় হইবে বিবেচনায় আমি পূর্বে রাবণবধের সময় এই বাণ নিক্ষেপ করি নাই। ত্র্যম্বক (শিব) লবণের পিতাকে যে মহাশূল

দিয়াছিলেন, লবণ সেই শূলকে পূজা করিয়া গৃহে রাখিয়া আহার সংগ্রহের জন্য বাহির হয়। সে গৃহে ফিরিবার পূর্বেই তুমি তাহার গৃহের দ্বার অবরোধ করিয়া অবস্থান করিবে। তাহা হইলেই সে আর ঐ শূল পাইবে না। পরে সে যখন গৃহে প্রবেশ করিতে আসিবে, তখন তুমি তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া বিনাশ করিতে পারিবে। নতুবা (অর্থাৎ শূল তাহার হাতে থাকিলে) তুমি কোনরূপেই তাহাকে বধ করিতে পারিবে না। চারি সহস্র অশ্বারোহী, দুই সহস্র রথী ও একশত গজারোহী তোমার সহিত যাইবে। বিবিধ পণ্যবিক্রেতা বণিক এবং নট ও নর্তকেরাও তোমার অনুগমন করিবে। তুমি নিযুত (দশ লক্ষ) স্বর্ণ মুদ্রা ও প্রচুর বলবাহন সঙ্গে লও। তুমি যথোচিত বেতনাদি দানে ও সুমিষ্ট সম্ভাষণে সৈন্যদের মনোরঞ্জন করিয়া তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিবে। শত্রুর সহিত বিরোধের সময় সন্তুষ্ট ভৃত্যগণের সাহায্য যেমন কার্যকর হয়, অর্থ, স্ত্রীপুত্র ও বান্ধবের সাহায্য তেমন কার্যকর হয় না। অগ্রে সৈন্যগণকে পাঠাইয়া তুমি পরে মধুবনে যাইবে। তুমি যে যুদ্ধ করিতে যাইতেছ, লবণ যেন তাহা জানিতে না পারে। সৌম্য, গ্রীষ্মান্তে বর্ষাকালই লবণকে বধ করিবার উপযুক্ত সময়।* তোমার সেনারা এখন এই মহর্ষিদের সহিত যাত্রা করুক; তাহা হইলেই গ্রীষ্মাবসানে জাহ্নবী পার হইতে পারিবে। তুমি পরে নদীতীরে যাইয়া, সকল সেনা সন্নিবেশ করিয়া ধনুহস্তে সাবধানে অগ্রসর হইবে।"

---

* বর্ষাকালে কেহ যুদ্ধ করিতে আসিবে না মনে করিয়া তখন লবণ শূল না লইয়াই বিচরণ করে। সুতরাং তাহাই তাহাকে বধের উপযুক্ত কাল। (রামায়ণ-তিলক)

তখন শত্রুঘ্ন সেনানায়কদের ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে সসৈন্যে মহর্ষিদের সহিত যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। তিনি নিজেও সেই বাহিনীর সহিত কিছুদূর পর্যন্ত গেলেন। পরে তিনি আবার রামের নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। (৬৪ সর্গ)

১৮

শত্রুঘ্নের লবণবধে যাত্রা—বাল্মীকির আশ্রমে গমন—সৌদাসের কাহিনী—কুশ ও লবের জন্ম—চ্যবন মুনির আশ্রমে শত্রুঘ্ন—মান্ধাতার উপাখ্যান—লবণ বধ—(সর্গ ৬৫-৬৯)

সৈন্যদলের যাত্রার একমাস পরে শত্রুঘ্ন নিজে অযোধ্যা হইতে বহির্গত হইলেন। পথে দুইরাত্রি অতিবাহিত করিয়া তৃতীয় দিনে তিনি বাল্মীকির আশ্রমে আসিলেন। তিনি বাল্মীকিকে অভিবাদন করিয়া করজোড়ে বলিলেন, "ভগবান, আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশে লবণকে বধ করিতে যাইতেছি। আজ আপনার আশ্রমে থাকিয়া কাল প্রাতে পশ্চিমদিকে রওনা হইব।"

বাল্মীকি সহাস্যে বলিলেন, "মহাযশস্বী শত্রুঘ্ন, তোমার শুভাগমন হউক। এই আশ্রম রঘুবংশীয়দের নিজেদেরই। তুমি আমার প্রদত্ত আসন ও পাদ্যার্ঘ অসঙ্কোচে গ্রহণ কর।"

শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ফলমূল আহারে পরম তৃপ্ত হইলেন। পরে তিনি বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহর্ষি, আশ্রমের নিকটে ঐ কাহার পুরাতন যজ্ঞের উপকরণাদি দেখা যাইতেছে?"

বাল্মীকি বলিলেন, "শত্রুঘ্ন, সৌদাস নামে এক রাজা ছিলেন;

তিনি তোমাদেরই পূর্বপুরুষ। তিনি একদিন মৃগয়ায় গিয়া দেখিলেন, ভয়ঙ্কর দুই রাক্ষস ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া মৃগভক্ষণে বন প্রায় মৃগশূন্য করিয়াছে ; তথাপি পরিতৃপ্ত হইতেছে না। ইহাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সৌদাস শরাঘাতে ঐ দুই রাক্ষসের একজনকে বধ করিলেন। তখন অন্য রাক্ষসটি অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া সৌদাসকে বলিল, 'পাপিষ্ঠ তুমি বিনা অপরাধে আমার সহচরকে বিনাশ করিয়াছ ; আমি তোমাকে ইহার প্রতিফল দিব।' রাক্ষস এই কথা বলিয়া সেখান হইতে অন্তর্হিত হইল। ইহার বহুকাল পরে সৌদাস তাঁহার পুত্র মিত্রসহকে* রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজে এই আশ্রমের নিকটে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। বশিষ্ঠ সেই মহাযজ্ঞের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। যজ্ঞাবসানে রাক্ষস পূর্ব-শক্রতার জন্য বশিষ্ঠের রূপ ধরিয়া রাজা সৌদাসকে বলিল, 'রাজা, আজ যজ্ঞ শেষ হইল, তুমি আমাকে সমিধ হবিষ্যান্ন (ঘৃতপক্ব সমিধ অন্ন) ভোজন করাও।' সৌদাস সুনিপুণ পাচকদিগকে ডাকিয়া গুরু বশিষ্ঠের জন্য ঐরূপ সুস্বাদু অন্ন প্রস্তুত করিতে বলিলেন। এদিকে রাক্ষস পাচকের বেশ ধরিয়া নরমাংস রন্ধন করিয়া লইয়া আসিল এবং রাজাকে বলিল, 'মহারাজ, এই ঘৃতপক্ব সুস্বাদু সমিধ অন্ন আনিয়াছি।' সৌদাস ও তাঁহার পত্নী মদয়ন্তী বশিষ্ঠকে সেই অন্ন ভোজন করিতে দিলেন। বশিষ্ঠ সেই সমিধ অন্নে নরমাংস আছে বুঝিতে পারিয়া মহাক্রোধে বলিলেন, 'রাজা, তুমি আমাকে নরমাংস খাইতে দিয়াছ, সুতরাং ইহাই তোমার আহার হইবে।' তখন সৌদাসও ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠকে শাপ দিবার জন্য জল হাতে লইলেন, কিন্তু রাণী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। সৌদাস তেজোবল-

* অন্য নাম বীর্যসহ

সমন্বিত ঐ জল ফেলিয়া দিলে তাহাতে সিক্ত হইয়া তাঁহার পদদ্বয় কল্মাষ (কৃষ্ণবর্ণ) হইল। সেই হইতে তিনি কল্মাষপাদ নামে খ্যাত হইলেন। পরে রাজা ও রাণী বশিষ্ঠকে বারবার প্রণাম করিয়া, বশিষ্ঠরূপী রাক্ষস যাহা বলিয়াছিল, তাহা জানাইলেন। বশিষ্ঠ সকল বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'রাজা, আমি ক্রোধভরে যাহা বলিয়া ফেলিয়াছি তাহা বিফল হইবে না। কিন্তু তোমাকে আমি বর দিতেছি যে, দ্বাদশ বৎসর পরে তোমার শাপান্ত হইবে এবং অতীত ঘটনাও তোমার স্মরণ থাকিবে না।'...সৌদাস শাপাবসানে আবার রাজ্যলাভ করিয়া প্রজাপালন করিয়াছিলেন। শত্রুঘ্ন, তুমি এই আশ্রমের নিকটে যে যজ্ঞভূমির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা সেই কল্মাষপাদেরই পুণ্য যজ্ঞায়তন।"

শত্রুঘ্ন সৌদাস রাজার সুদারুণ বৃত্তান্ত শুনিয়া, মহর্ষি বাল্মীকিকে অভিবাদন করিয়া পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন। (সর্গ ৬৫)

এদিকে মধ্যরাত্রে সীতা যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। মুনি-পুত্রেরা বাল্মীকির নিকটে গিয়া তাঁহাকে সীতার সুপ্রসবের প্রিয় সংবাদ দিল। বাল্মীকি তখনই সেখানে গেলেন এবং দেবকুমারতুল্য কান্তিমান বালক দুইটিকে দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। তিনি তাঁহাদের কুগ্রহ বিনাশের জন্য কুশগুচ্ছ লইয়া, তাহার অগ্রভাগ ও ও অধোভাগের (লবের) দ্বারা রক্ষা (রাখি) তৈয়ারী করিয়া দিলেন। তাঁহার আদেশে বৃদ্ধারা সেই মন্ত্রপূত কুশমুষ্টির দ্বারা জ্যেষ্ঠের এবং লবের দ্বারা কনিষ্ঠের দেহ মার্জন করিলেন। সেজন্য বাল্মীকি কুমারদ্বয়ের কুশ ও লব নাম রাখিলেন। সকল শুনিয়া, যারপরনাই আনন্দিত হইয়া শত্রুঘ্ন বলিতে লাগিলেন, "কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!"

পরদিন প্রভাতে শত্রুঘ্ন পূর্বাহ্নকৃত্য শেষ করিয়া করজোড়ে বাল্মীকির নিকটে বিদায় লইলেন এবং আবার পশ্চিমদিকে চলিলেন। এইরূপে পথে সাতরাত্রি কাটাইয়া তিনি যমুনাতীরে পুণ্যকীর্তি চ্যবন প্রভৃতি মহর্ষিদের আশ্রমে উপনীত হইলেন। (সর্গ ৬৬)

রাত্রিতে শত্রুঘ্ন ভৃগুনন্দন চ্যবনকে লবণের বলাবল ও তাহার শূলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। চ্যবন বলিলেন, “রঘুনন্দন, লবণ তাহার শূলের দ্বারা অসংখ্য নরপতিকে বিনাশ করিয়াছে। তন্মধ্যে ইক্ষ্বাকুকুলের মান্ধাতার সহিত তাহার বিরোধের কথা তোমাকে বলিতেছি, শোন। পুরাকালে অযোধ্যায় মান্ধাতানামে এক বীর্যবান ও ত্রিলোক-বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া শেষে সুরলোক জয়ের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাহাতে ভীত হইয়া ইন্দ্র মান্ধাতাকে বলিলেন, ‘পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি তো এখনও সমগ্র মর্ত্যলোকই জয় করিতে পার নাই ; তাহা না করিয়াই তুমি দেবরাজ্য লাভের ইচ্ছা করিতেছ। যদি তুমি সমগ্র পৃথিবী বশীভূত করিতে পার, তবে স্বর্গে রাজত্ব করিও।’ মান্ধাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘দেবরাজ, পৃথিবীতে আমার শাসন কোথায় প্রতিহত হইয়াছে ?’ ইন্দ্র বলিলেন, ‘রাজা, মধুবনে মধুর পুত্র লবণ নামে এক রাক্ষস আছে ; সে তোমার আদেশ মানে না।’ ইন্দ্রের এই অপ্রিয় কথা শুনিয়া মান্ধাতা লজ্জায় অধোবদন হইলেন ; তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি নতমুখে ইন্দ্রের নিকটে বিদায় লইয়া ইহলোকে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর তিনি লবণকে পরাজিত করিবার জন্য সসৈন্যে মধুবনে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার নিকট দূত পাঠাইলেন। দূত যাইয়া লবণকে নানারূপ

অপ্রিয় কথা বলিলে, লবণ তাহাকে খাইয়া ফেলিল। দূতের ফিরিতে দেরি হইতেছে দেখিয়া, মান্ধাতা যারপরনাই ক্রোধে লবণের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন লবণ উচ্চহাস্য করিয়া সদলবলে মান্ধাতাকে বধ করিবার জন্য তাহার প্রদীপ্ত শূল নিক্ষেপ করিল। তাহা সবলবাহন মান্ধাতাকে ভস্ম করিয়া আবার লবণের হাতে ফিরিয়া গেল। সৌম্য শত্রুঘ্ন, সেই শূলের শক্তি এইরূপ অপরিমেয় ও অদ্ভুত হইলেও মান্ধাতাকে বিনাশ করিতে লবণের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তুমি যে কাল প্রাতে লবণকে সংহার করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ লবণ অস্ত্র গ্রহণ না করিয়া যখন মাংস সংগ্রহের জন্য বাহির হইবে, তখন তুমি অবশ্য তাহাকে পরাজিত করিতে পারিবে। তুমি এই কাজ করিলে সর্বলোকের কল্যাণ হইবে।" (৬৭ সর্গ)

শত্রুঘ্ন চ্যবনের এই কথা শুনিতেছেন, ইতিমধ্যে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। প্রাতে লবণ-রাক্ষস আহার সংগ্রহ করিবার জন্য তাহার পুরী হইতে বাহির হইল। তখন শত্রুঘ্ন যমুনা পার হইয়া, ধনুহস্তে মধুপুরীর দ্বার অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নকালে লবণ বহুসহস্র (অসংখ্য) প্রাণীর ভার বহিতে বহিতে গৃহে ফিরিল।

ধনুর্ধারী শত্রুঘ্নকে দ্বারে দেখিয়া সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "নরাধম, তুই এই অস্ত্রের দ্বারা আমার কি করিবি? আমি ক্রুদ্ধ হইয়া তোর মত সহস্র সহস্র (বহু) সশস্ত্র মানুষকে খাইয়া ফেলিয়াছি।" ইহা শুনিয়া শত্রুঘ্ন ক্রোধে অভিভূত হইলেন; তাঁহার সর্বশরীর হইতে যেন প্রদীপ্ত রশ্মিমালা বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি লবণকে বলিলেন, "দুর্বুদ্ধি, আমি দশরথের পুত্র

ধীমান রামের ভ্রাতা ; শত্রু বিনাশ করি বলিয়া আমার নাম শত্রুঘ্ন ; আমি তোকে বধ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি ; আমার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ কর্। তুই সকল প্রাণীর শত্রু ; তুই আমার নিকট হইতে প্রাণ লইয়া যাইতে পারিবি না।" লবণ উচ্চস্বরে হাসিয়া উত্তর করিল, "দুর্মতি, তুই যখন যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস তখন আমি তোর সহিত যুদ্ধ করিব। তুই এক মুহূর্ত অপেক্ষা কর্, আমি অস্ত্র লইয়া আসি!" শত্রুঘ্ন বলিলেন, "রাক্ষস, তুই প্রাণ লইয়া কোথায় যাইবি? বিচক্ষণ ব্যক্তিরা শত্রুকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে দেখিলে কখনও ছাড়িয়া দেন না। বুদ্ধির বিভ্রমে যে শত্রুকে অবসর দেয়, সে-ই অল্পবুদ্ধি কাপুরুষের ন্যায় নিহত হয়। সুতরাং তুই ভাল করিয়া একবার এই জীবলোক দর্শন কর্, আমি এখনই তোকে সুতীক্ষ্ণ বাণে যমালয়ে পাঠাইব।" (৬৮ সর্গ)

তখন লবণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ লইয়া শত্রুঘ্নের বুকের দিকে ছুড়িয়া মারিল। শত্রুঘ্ন বাণের দ্বারা তাহা টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস একবারে অনেক বৃক্ষ লইয়া শত্রুঘ্নের উপরে নিক্ষেপ করিল। শত্রুঘ্ন সেগুলি কাটিয়া ফেলিয়া রাক্ষসের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সে তাহাতে ব্যথিত হইল না। পরে সে একটি বৃক্ষের দ্বারা শত্রুঘ্নের মস্তকে দারুণ আঘাত করিলে, তিনি মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তাহা দেখিয়া ঋষি, দেবতা ও গন্ধর্ব প্রভৃতি মহা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। শত্রুঘ্ন নিহত হইয়াছেন ভাবিয়া লবণ আর শূল আনিতে গেল না, সে আহারের জন্য আনীত প্রাণীদের দেহগুলি পুনরায় স্কন্ধে লইল। ইতিমধ্যে চেতনা লাভ করিয়া শত্রুঘ্ন আবার পুরদ্বারে দাঁড়াইলেন এবং এক বজ্রমুখ বজ্রবেগ অমোঘ দিব্য শর ধনুকে

জুড়িলেন। সেই কালাগ্নিতুল্য দীপ্তিমান শর দেখিয়া সকল প্রাণী যারপরনাই ভীত হইল। দেব, অসুর, গন্ধর্ব ও ঋষিগণ ভয়বিহ্বল হইয়া ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "পুরাকালে মহাত্মা বিষ্ণু মধু-কৈটভের বধের জন্য বিষ্ণুতেজোময় ঐ মহাশর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শত্রুঘ্ন এখন লবণকে বধ করিবার জন্য উহা হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। উহারই তেজে তোমরা বিমূঢ় হইয়াছ। যাহা হউক, তোমাদের ভয়ের কারণ নাই; তোমরা গিয়া লবণবধ দেখ।" শত্রুঘ্ন ধনুর্গুণ আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া লবণের বক্ষে সেই বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাহা লবণের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল এবং আবার শত্রুঘ্নের হস্তে ফিরিয়া আসিল। লবণ বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইল। সে নিহত হইবামাত্র দিব্য শূল রুদ্রের নিকটে চলিয়া গেল। তারপর দেব ও ঋষিগণ সকলে শত্রুঘ্নের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিলেন। (৬৯ সর্গ)

১৯

শত্রুঘ্ন কর্তৃক মথুরারাজ্য স্থাপন—রাম সন্দর্শনের জন্য শত্রুঘ্নের অযোধ্যা যাত্রা—বাল্মীকির আশ্রমে শত্রুঘ্নের রামায়ণ শ্রবণ—শত্রুঘ্নের রাম সন্দর্শন ও মথুরায় প্রত্যাবর্তন (৭০-৭৩ সর্গ)

লবণ নিহত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ শত্রুঘ্নের নিকটে আসিয়া সুমধুর বচনে তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস, তুমি সৌভাগ্যক্রমে যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছ—লবণরাক্ষসকে বধ করিয়াছ। আমরা তোমার বিজয়-কামনায় এখানে আসিয়াছিলাম। আমরা সকলেই বরদান করিয়া

থাকি ; আমাদের দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না ; তুমি বর প্রার্থনা কর।” শত্রুঘ্ন তাঁহাদিগকে করজোড়ে নমস্কার করিয়া বলিলেন, “দেবগণ, এই মনোহর মধুপুরী অবিলম্বে জনপূর্ণ হউক, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।” সুপ্রসন্ন দেবগণ “তাহাই হইবে” বলিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

শত্রুঘ্নের আদেশে তাঁহার সৈন্যগণ শীঘ্রই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সেই শ্রাবণমাস হইতেই সেখানে লোক-বসতি করাইতে আরম্ভ করিলেন। দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই যমুনা-তীরে রমণীয় অট্টালিকাদিতে শোভিত, ধনজনে পূর্ণ, অর্ধচন্দ্রাকার মনোহর মধুরা নগরী* স্থাপিত হইল । শত্রুঘ্ন লবণের প্রাসাদকে সুধাধবলিত (চূণকাম) করাইয়া তাহা নানাবর্ণ চিত্রাদিতে সুশোভিত করাইলেন। এইরূপে শূরসেনাদের বাসস্থান বলিয়া সে-প্রদেশ শূরসেন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। (৭০ সর্গ)

দ্বাদশ বৎসর পরে শত্রুঘ্ন সামান্য সৈন্য ও অনুচরাদি সঙ্গে লইয়া রামের চরণ দর্শনের জন্য অযোধ্যায় চলিলেন। পথে পূর্বে প্রস্তুত (অথবা পূর্বে নির্দিষ্ট) সাত-আটটি বিশ্রামভবনে বাস করিয়া, তিনি বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। বাল্মীকি যথাবিধি পাদ্যার্ঘ্যাদি প্রদানে শত্রুঘ্নের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার সহিত নানারূপ সুমধুর আলাপ করিতে লাগিলেন। পরে বাল্মীকি শত্রুঘ্নকে বলিলেন, “সৌম্য, তুমি লবণকে বধ করিয়া অতি দুষ্কর কাজ করিয়াছ। বহু মহাবল রাজা লবণের সহিত যুদ্ধে সসৈন্যে নিহত হইয়াছেন। তুমি সেই পাপাত্মাকে বিনাশ করায় জগতের ভয় দূর হইয়াছে। রাবণকে মহাকষ্টে বধ করিতে

* পরে ইহার নাম মথুরা হইয়াছে।

হইয়াছিল, কিন্তু তুমি লবণকে অক্লেশে বধ করিয়াছ। লবণের নিধনে দেবগণ যারপরনাই প্রীত হইয়াছেন এবং জগতের সকল প্রাণীর প্রিয়কার্য করা হইয়াছে। আমি ইন্দ্রের সভায় বসিয়া তোমার সেই যুদ্ধ দেখিয়াছি। আমিও তোমার উপর পরম প্রীত হইয়াছি এবং আমার স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ তোমার মস্তক আঘ্রাণ করিতেছি।" এই বলিয়া বাল্মীকি শত্রুঘ্নের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তাঁহার ও তাঁহার অনুচরদের আতিথ্য-সৎকার করিলেন।

আহারের পর শত্রুঘ্ন বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, সুর-লয় ও বীণাধ্বনি সংযোগে রামচরিত গীত হইতেছে। রামের কার্যকলাপের যথাযথ বর্ণনা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ ও আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু আশ্রমের কার্যাদি সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন করা অনুচিত বিবেচনায় তিনি সে বিষয়ে বাল্মীকিকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। (৭১ সর্গ)

শত্রুঘ্ন শয়ন করিয়া রহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না। সেই বিচিত্র রামচরিতগানের বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই তাঁহার রাত্রি কাটিল।

পরদিন প্রভাতে বাল্মীকিকে অভিবাদন করিয়া শত্রুঘ্ন রাম-দর্শনে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন। শত্রুঘ্ন রথারোহণে অযোধ্যা যাত্রা করিলেন। রামের নিকটে উপস্থিত হইয়া শত্রুঘ্ন তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া করজোড়ে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যাহা যাহা আদেশ করিয়াছিলেন, আমি তাহা সবই করিয়াছি। পাপাত্মা লবণ নিহত এবং নগরীও স্থাপিত হইয়াছে। আমি আপনাকে ছাড়িয়া দ্বাদশ বৎসর সেখানে কাটাইয়াছি, কিন্তু আর সেখানে থাকিতে ইচ্ছা হয়

না। আপনি আমার উপর কৃপা করুন, আমি আর প্রবাসে থাকিতে চাই না। বৎস যেমন মাতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, আমিও তেমনি আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছি না।"

রাম শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বীর, দুঃখিত হইও না; তোমার ঐরূপ ইচ্ছা ক্ষত্রোচিত নয়। রাজারা বিদেশবাসে ক্ষুব্ধ হন না। প্রজাপালন ক্ষাত্রধর্ম। তুমি আমার সহিত দেখা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে অযোধ্যায় আসিও এবং আবার নিজের নগরে ফিরিয়া যাইও। তুমি যেমন আমাকে ভালবাস, আমিও তেমনি তোমাকে প্রাণের চাইতেও বেশী ভালবাসি। কিন্তু রাজ্য প্রতিপালনও অবশ্য কর্তব্য। যাহা হউক, তুমি আপাতত সাত রাত্রি আমার কাছে থাক; পরে আবার মধুরায় (মথুরায়) ফিরিয়া যাইবে।"

সাত রাত্রি অযোধ্যায় কাটাইয়া শত্রুঘ্ন মথুরায় ফিরিলেন।
(৭২ সর্গ)

শত্রুঘ্নকে বিদায় দিয়া, রাম ভরত ও লক্ষ্মণের সহিত ধর্মানুসারে রাজ্যপালন ও সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে একদিন জনপদবাসী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি মৃত বালক লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং সরোদনে নানারূপ বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি পূর্বজন্মে কি পাপ করিয়াছিলাম যে, আমার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুও দেখিতে হইল? পুত্র, তুমি যেন আমাকে দুঃখ দিবার জন্যই যৌবন লাভের পূর্বেই অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইলে। বৎস, তোমার শোকে আমি ও তোমার মাতা দুইজনেই যে শীঘ্রই মরিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি যে কখন মিথ্যা বলিয়াছি, অথবা কোন প্রাণীহিংসা বা অন্য কোন

পাপ কাজ করিয়াছি, তাহা তো মনে পড়ে না; তবে কোন্ দুষ্কৃতির জন্য আমার এই পুত্র পিতৃকার্যাদি না করিয়া বাল্যকালেই যমালয়ে গেল? রামরাজ্য ভিন্ন আর কোথাও যে এরূপ অকাল মৃত্যু হইতেছে, তাহা আমি কখন দেখিও নাই, শুনিও নাই। রামের অবশ্য কোন মহাপাপ আছে এবং সেই জন্যই তাঁহার রাজ্যে বালকদের মৃত্যু হইতেছে। সুতরাং রাজা, তুমি এই বালককে পুনরুজ্জীবিত কর; নতুবা আমি সপত্নীক অনাথের ন্যায় রাজদ্বারে প্রাণত্যাগ করিব। রাম, তুমি ব্রহ্মহত্যার পাপে পাপী হইয়া সুখী হও, ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘায়ু লাভ কর।* ইহার পূর্বে আমরা সুখেই কাল কাটাইয়াছি, কিন্তু এখন তোমার রাজত্বে আমাদের সুখের লেশমাত্রও নাই। রাজার দোষেই প্রজারা বিপন্ন হয় এবং রাজা অসদাচারী হইলেই প্রজা অকালে মরিয়া থাকে। অথবা যখন নগর ও জনপদে লোকেরা নানারূপ অন্যায় কাজ করে এবং রাজা তাহাদের শাসন করেন না, তখনই অকালমৃত্যু ঘটে। ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, নগরে বা জনপদে কেহ কোন অনুচিত কাজ করিয়াছে অথবা রাজার নিজেরই কোন দোষ হইয়াছে এবং সেই জন্যই এই বালক মরিয়াছে!"

সেই দুঃখসন্তপ্ত ব্রাহ্মণ এইরূপ নানাকথা বলিয়া রাজাকে বারবার অনুযোগ করিতে লাগিলেন। (৭৩ সর্গ)

* ব্যঙ্গোক্তি।

২০

শূদ্র শম্বুকের তপস্যা—রাম কর্তৃক শম্বুকের শিরশ্ছেদ—রামের অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ ও দিব্য আভরণ লাভ—স্বদেবপুত্র শ্বেত—দণ্ডকারণ্যের কথা

(সর্গ ৭৪-৮১)

রাম সেই ব্রাহ্মণের করুণ বিলাপ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি পুরোহিতগণ, ভ্রাতৃগণ, মন্ত্রিগণ ও পুরবাসীদের ডাকাইয়া আনিলেন। বশিষ্ঠ, মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম ও নারদ ইহারা সভায় প্রবেশ করিয়া 'শ্রীবৃদ্ধি হউক' বলিয়া রামকে আশীর্বাদ করিলেন। রাম তাঁহাদিগকে করজোড়ে অভিবাদন করিয়া যথাযোগ্য আসনে বসাইলেন। মন্ত্রিগণ এবং পুরবাসীরাও যথোচিত শিষ্টাচার করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। রাম তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের বিলাপ ও দ্বাররোধের বিষয় সব জানাইয়া কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন নারদ বলিলেন, 'মহারাজ, যে জন্য বালকের অকালে মৃত্যু হইয়াছে, তাহা শোন এবং শুনিয়া যথাকর্তব্য কর। পুরাকালে সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণেরাই তপস্যা করিতেন; অব্রাহ্মণ কেহই (ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহই) কখনও তপস্যা করিতেন না। সেই তপোজ্জ্বল, অজ্ঞানাবরণরহিত (অজ্ঞানতাহীন) ব্রাহ্মণপ্রধান সত্যযুগে যাঁহারা জন্মলাভ করিতেন, তাঁহারা সকলেই দীর্ঘদর্শী (ত্রিকালজ্ঞ) ছিলেন এবং অকালে কাহারও মৃত্যু হইত না। সত্যযুগের অবসানে আত্মজ্ঞান শিথিল হওয়ায় মনুষ্যেরা যখন ক্রমে কিছু দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইল, তখন ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইল। ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়েরাও তপস্যা করিতে লাগিলেন। তথাপি ত্রেতা-

যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তপস্যায় ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে চাতুর্বর্ণ্য স্থাপিত হইল। সেই সময় অধর্ম পৃথিবীতে একপাদ* প্রভাব বিস্তার করিল। সেজন্য লোকের পরমায়ু ও তেজ কিছু কমিল। তখন আয়ুক্ষয় নিবারণের জন্য সকলেই (দান ও যজ্ঞাদি) পুণ্যকর্ম করিতে লাগিল এবং সত্যধর্মপরায়ণ হইয়া উঠিল। এই যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তপস্যায় অধিকার থাকিল, আর সেবা অন্য বর্ণের বৃত্তি হইল। বৈশ্য ও শূদ্র নিজ নিজ বৃত্তি প্রতিপালনকেই পরমধর্ম বিবেচনা করিল। শূদ্রই বিশেষরূপে অপর সকল বর্ণের সেবা করিতে লাগিল। রাজেন্দ্র, ক্রমে যখন বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে অধর্ম ও অসত্য আরও বৃদ্ধি পাইবে তখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা আরও হীনবীর্য হইবেন। এই সময় অধর্মের দ্বিতীয় পাদ পৃথিবীতে বিস্তারলাভ করিবে এবং দ্বাপরযুগ আরম্ভ হইবে। দ্বাপরযুগে অধর্ম ও অসত্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং বৈশ্যরাও তপস্যা করিবে। কিন্তু শূদ্রেরা তখনও সে অধিকার লাভ করিবে না। নৃপশ্রেষ্ঠ, পরে কলিযুগে শূদ্রেরাও দারুণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবে। বর্তমান ত্রেতাযুগের কথা কি, দ্বাপরেও শূদ্রের তপস্যা মহা অকল্যাণকর। নরনাথ, তোমার রাজ্যপ্রান্তে নিশ্চয় কোন দুর্বুদ্ধি শূদ্র ঘোর তপস্যা করিতেছে এবং সেজন্যই এই বালকের মৃত্যু হইয়াছে। যদি কোন দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি কোন রাজার রাজ্যে ধর্মবিরুদ্ধ বা অসঙ্গত কিছু করে, তবে সেই রাজ্যে অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয় এবং সেই রাজাও শীঘ্রই নরকে যান। রাজা ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিলে, প্রজাদের বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও পুণ্যকর্মের ষষ্ঠাংশ লাভ করেন। যে রাজা প্রজারক্ষা করেন না,

* একচতুর্থাংশ।

তিনি কিরূপে সেই ষষ্ঠাংশ পাইবেন ? সুতরাং নরশ্রেষ্ঠ, তুমি নিজের রাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়া অনুসন্ধান কর। তুমি ঐরূপ দুষ্কার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিলেই তাহার প্রতিবিধানের বিশেষ চেষ্টা করিবে। তাহা হইলেই তোমার ধর্মবৃদ্ধি ও প্রজাগণের আয়ুবৃদ্ধি হইবে এবং এই মৃত বালকও আবার জীবনলাভ করিবে।” (৭৪ সর্গ)

নারদের কথা শুনিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, “সুব্রত, তুমি ব্রাহ্মণকে ভালরূপ আশ্বস্ত করিয়া বালকের মৃতদেহ উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধি তৈলপূর্ণ দ্রোণীর মধ্যে রাখ। যাহাতে বালকের শরীর সুরক্ষিত থাকে, তাহার ক্ষয় ও বিকৃতি না ঘটে এবং অঙ্গসন্ধিগুলি শিথিল না হয় তাহারও ব্যবস্থা কর।”

তারপর রাম মনে মনে পুষ্পককে আহ্বান করিলেন। পুষ্পকও তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হইল। তখন রাম মহর্ষিদের অভিবাদন করিয়া এবং ভরত ও লক্ষ্মণের উপর নগররক্ষার ভার দিয়া ধনুর্বাণ ও খড়্গহস্তে পুষ্পকারোহণে পশ্চিমদিকে অনুসন্ধানের জন্য যাত্রা করিলেন। সেদিকে দেখিয়া তিনি ক্রমে উত্তর ও পূর্বদিকেও গেলেন। কিন্তু কোথাও দুষ্কৃতির কিছুই তাঁহার দৃষ্টিতে (নজরে) পড়িল না। পরে তিনি দক্ষিণদিকে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, শৈবলগিরির* উত্তর পার্শ্বে একটি সুবৃহৎ সরোবরের তীরে একজন তপস্বী অধোমুখে লম্বমান হইয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন। রাম সেই তপস্বীর নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, “সুব্রত, আপনি ধন্য। আমি দশরথের পুত্র রাম, কৌতূহলবশে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কেন অন্যের পক্ষে সুদুষ্কর এই তপস্যা করিতেছেন ? স্বর্গলাভ অথবা অন্য কোন্ বর আপনার কাম্য ?

* ইহা বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত।

আপনি কোন্ বর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র? আমাকে সত্য করিয়া বলুন।" (৭৫ সর্গ)

তপস্বী অধোমস্তকে থাকিয়াই বলিলেন, "মহাযশস্বী রাম, আমি সশরীরে দেবত্বলাভের জন্য এই উগ্র তপস্যা করিতেছি। আমি দেবলোক জয়ের ইচ্ছা করি। আমি মিথ্যা বলিব না, আমি শূদ্র, আমার নাম শম্বুক।" রাম তৎক্ষণাৎ তাঁহার খড়্গ কোষ হইতে বাহির করিয়া সেই শূদ্র তপস্বীর মস্তক ছেদন করিলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ "সাধু সাধু!" বলিয়া বারবার রামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অজস্র দিব্য সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিল। দেবগণ রামকে বলিলেন, "মহামতি রাম তুমি দেবতাদের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছ, তোমার জন্যই এই শূদ্র স্বর্গে অধিকারী হইল না। তুমি ইচ্ছানুরূপ বর লও।" রাম করজোড়ে ইন্দ্রকে বলিলেন, "যদি দেবগণ আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা ব্রাহ্মণকুমারকে পুনর্জীবিত করুন। ইহাই আমার পরম বাঞ্ছিত বর।" দেবগণ উত্তর করিলেন, "কাকুৎস্থ, যে মুহূর্তে এই শূদ্র নিপাতিত হইয়াছে, সেই মুহূর্তেই সেই বালক পুনরায় জীবন-লাভ করিয়াছে। নরশ্রেষ্ঠ, তুমি নিশ্চিন্ত হও; তোমার কল্যাণ হউক; এখন আমরা ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্যকে দেখিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে যাইব। তিনি দ্বাদশ বৎসর জলশয্যায় ছিলেন, আজ তাঁহার সে ব্রত শেষ হইয়াছে; অতএব আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য যাইতেছি। রঘুনন্দন, তুমিও সেই ঋষিশ্রেষ্ঠকে দেখিতে চল।" রাম তাঁহাদের কথায় সম্মত হইয়া পুষ্পকে আরোহণ করিলেন।

দেবগণ বিস্তীর্ণ বিমানসমূহে চড়িয়া অগস্ত্যের তপোবনের দিকে

চলিলেন। রাম পুষ্পকে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। অগস্ত্য দেবতাদের সমভাবে অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহারাও তাঁহার অভ্যর্থনা গ্রহণ এবং তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন। তখন রাম পুষ্পক হইতে নামিয়া, অগস্ত্যকে অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহার নিকট পরম আতিথ্য পাইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পরে অগস্ত্য বলিলেন, "নরশ্রেষ্ঠ রাম, তোমার কুশল তো? তুমি আমার সৌভাগ্যক্রমেই এখানে আসিয়াছ। তুমি বহু সদ্‌গুণে বিভূষিত বলিয়া অতি সমাদরের পাত্র; তুমি আমার পূজনীয় অতিথি; তুমি নিয়ত আমার হৃদয়ে বিরাজ করিয়া থাক*। তুমি যে শূদ্র তপস্বীকে বধ করিয়া ব্রাহ্মণের পুত্রকে জীবনদান করিয়াছ, তাহা আমি দেবগণের নিকটে শুনিয়াছি। আজিকার রাত্রি তুমি আমার কাছে থাক, কাল প্রভাতে পুষ্পকে চড়িয়া অযোধ্যায় ফিরিও। রাম, তুমি সর্বভূতের প্রভু, সনাতন পুরুষ, তুমিই নারায়ণ। তুমি বিশ্বকর্মানির্মিত এই সুগঠিত, স্বতেজসমুজ্জ্বল, দিব্য আভরণগুলি গ্রহণ করিয়া আমার প্রিয়সাধন কর।" রাম তাহা লইয়া বলিলেন, "ব্রহ্মর্ষি, আপনি এই সকল অত্যাশ্চর্য দিব্য আভরণ কোথা হইতে কিরূপে পাইলেন, তাহা জানিবার জন্য আমি বড় কৌতূহল বোধ করিতেছি।"

অগস্ত্য বলিলেন, "রাম, পূর্ববর্তী ত্রেতাযুগে† যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শোন।

---

* অর্থাৎ তুমি অন্তর্যামী, সুতরাং আমি তোমাকে সতত স্মরণ করিয়া থাকি। (তিঃ)

তুমি পরব্রহ্মরূপে সর্বদা আমার হৃদয়ে রহিয়াছে। (গোবিন্দরাজ)

† পূর্ব চতুর্যুগের ত্রেতাযুগে। (রা-তিলক, রা-শিরোমণি)

পূর্ব ত্রেতাযুগে চতুর্দিকে শতযোজন-বিস্তীর্ণ মৃগপক্ষিশূন্য এক বিশাল অরণ্য ছিল। আমি সেই নির্জন অরণ্যে তপস্যা করিতাম। একদিন সেখানে পর্যটন করিতে করিতে আমি তাহার মধ্যে হংসকারণ্ডবাকীর্ণ ও চক্রবালদলশোভিত এক-যোজন-বিস্তৃত এক সরোবর দেখিতে পাইলাম। তাহাতে আমি খুব আশ্চর্যান্বিত হইলাম, কারণ আমি ঐ বনকে জীবজন্তুহীন বলিয়াই জানিতাম। সরোবরের নিকটে একটি পবিত্র পুরাতন আশ্রম ছিল, কিন্তু সেখানে কোন তপস্বী ছিলেন না। তখন গ্রীষ্মকাল, আমি সেই আশ্রমে সে-রাত্রি যাপন করিলাম। পরদিন প্রাতে আমি সরোবরের তীরে গেলাম। দেখিলাম, তাহাতে ধূলিসম্পর্কবিহীন (পরিচ্ছন্ন), সুপুষ্ট ও পরম সুন্দর একটি শব রহিয়াছে। ব্যাপার কি চিন্তা করিতেছি, ইতিমধ্যে সেখানে এক হংসবাহিত অদ্ভুতদর্শন দিব্য বিমান আসিল। তাহাতে একজন পরম রূপবান স্বর্গীয় পুরুষ বসিয়া আছেন এবং দিব্যভূষণ-পরিহিতা বহু অপ্সরা নৃত্যগীতাদির দ্বারা তাঁহার পরিচর্যা করিতেছে। সেই স্বর্গীয় পুরুষ বিমান হইতে নামিয়া শবের মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রচুর ভোজনের পর সরোবরে আচমন করিয়া তিনি যখন বিমানে আরোহণ করিতে যাইতেছেন তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পুরুষপ্রবর, আপনি কে? আপনি রূপে দেবতুল্য, কিন্তু আপনার আহার এমন নিন্দনীয় কেন?'

সেই স্বর্গীয় পুরুষ করজোড়ে বলিলেন, 'ব্রহ্মর্ষি, যেজন্য আমার এরূপ সুখদুঃখ ভোগ হইতেছে, শুনুন। এই দশার ব্যতিক্রম করা আমার সাধ্যাতীত। পুরাকালে বিদর্ভ দেশে সুদেব নামে ত্রিলোক-বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। সেই মহাযশাই আমার পিতা।

তাঁহার দুই পত্নী হইতে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ ; আমার নাম শ্বেত। আমার কনিষ্ঠের নাম সুরথ। পিতার স্বর্গারোহণের পর পৌরগণ আমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। আমি একাগ্রচিত্তে ধর্মানুসারে রাজত্ব করিতে লাগিলাম। সহস্র বৎসর (বহু বৎসর) রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের পর আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। তখন আমি ভ্রাতা সুরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এই বনে আসিলাম এবং এই সরোবরের তীরে তপস্যা করিতে লাগিলাম। তিন সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া আমি ব্রহ্মলোক লাভ করিলাম, কিন্তু সেখানে আসিয়াও আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা গেল না। আমি পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে গিয়া বলিলাম, "ভগবান, এই ব্রহ্মলোকে ক্ষুৎপিপাসা নাই, কিন্তু কি কর্মের ফলে আমি এখানেও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইতেছি ? আমি কি আহার করিব, বলুন।"

ব্রহ্মা বলিলেন, "সৌম্য, তুমি কেবল কঠোর তপস্যাই করিয়াছ, কিন্তু কাহাকেও কখন সামান্য কিছুও দান কর নাই, সুতরাং স্বর্গে আসিয়াও ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইতেছ। এখন তুমি আহারে সুপুষ্ট তোমার নিজ দেহকেই অমৃতরসের ন্যায় খাইতে থাক, তাহাতেই তোমার ক্ষুধা দূর হইবে। পরে যখন মহর্ষি অগস্ত্য সেই বনে আসিবেন, তখন তুমি এই বিপাক হইতে মুক্তি পাইবে।"—দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তখন হইতে আমি এই গর্হিত আহার করিতেছি। এইরূপ আহারে আমি যারপরনাই তৃপ্তি পাই এবং বহু বৎসর আমি এই শব ভক্ষণ করাতেও ইহার কিছুমাত্র ক্ষয় হইতেছে না। মুনিবর, আপনিই অগস্ত্য ; তিনি ব্যতীত আর কাহারও এখানে আসিবার সাধ্য নাই। ব্রহ্মর্ষি, আমি এই সুবর্ণ, ধন, বস্ত্র, ভোজ্যবস্তু ও আভরণাদি

(ভূষণাদি) আপনাকে দিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই দুর্ভোগ হইতে উদ্ধার করুন।'

রাম, আমি সেই স্বর্গীয় পুরুষের কাতর অনুরোধে তাঁহার ত্রাণের জন্য সেই দিব্য আভরণাদি লইলাম। অমনি সেই রাজর্ষির পূর্বদেহটি (শবটি) বিনষ্ট হইল এবং তিনি তৃপ্ত ও পরম আনন্দিত হইয়া স্বর্গে ফিরিলেন। কাকুৎস্থ, এইগুলিই সেই দিব্য আভরণ।" (৭৮ সর্গ)

রাম এই অদ্ভুত (আশ্চর্য) কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে ও সাগ্রহে অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান, বিদর্ভরাজ শ্বেত যে বনে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই ভীষণ বন মনুষ্য- ও মৃগপক্ষিশূন্য হইল কেন?"

অগস্ত্য বলিতে লাগিলেন, "পুরাকালে সত্যযুগে মনু দণ্ডধর রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাত্মা ইক্ষ্বাকুকে রাজ্য দিয়া বলিলেন, 'তুমি পৃথিবীতে রাজবংশ স্থাপন করিয়া প্রজাপালন কর, কিন্তু কখনও অকারণে কাহাকেও দণ্ড দিও না। তাহা হইলেই তুমি ইহলোকে পরমধর্ম লাভ করিতে পারিবে।' মনু পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বর্গারোহণ করিয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে গেলেন।

মনু স্বর্গারোহণ করিলে, অমিতপ্রভ ধর্মাত্মা ইক্ষ্বাকু দেবকুমার-তুল্য একশত পুত্রের জন্ম দিলেন। রাম, সেই পুত্রদের মধ্যে সর্ব-কনিষ্ঠটি মূঢ় (নির্বোধ) ও অকৃতবিদ্য (মূর্খ) হইলেন; তিনি অগ্রজদের সেবা করিতে রাজী হইলেন না। তাঁহাকে অবশ্য এক সময় দণ্ডভোগ করিতে হইবে ভাবিয়া পিতা ইক্ষ্বাকু সেই অল্পতেজা পুত্রের 'দণ্ড' নাম রাখিলেন। পরে তিনি দণ্ডকে বিন্ধ্য ও শৈবল পর্বতের মধ্যবর্তী

ভীষণ স্থানে রাজ্য প্রদান করিলেন। দণ্ড সেই পার্বত্য প্রদেশে মধুমন্ত নামে একটি উৎকৃষ্ট নগর স্থাপন এবং শুক্রাচার্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

বহু বৎসর পরে একসময় রমণীয় ও মনোরম চৈত্রমাসে দণ্ড শুক্রাচার্যের আশ্রমে গেলেন। তখন মহর্ষির অতুলরূপবতী এক কন্যা সেখানে বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দণ্ড কামশরে পীড়িত হইলেন। তিনি খুব উত্তেজিতভাবে সেই কন্যার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শোভনা, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? তুমি কাহার কন্যা? আমি তোমাকে দেখিয়া অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইতেছি; সেইজন্যই তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।'

মোহাচ্ছন্ন ও কামাতুর দণ্ড এইরূপ বলিলে, শুক্রাচার্যতনয়া সানুনয়ে উত্তর করিলেন, 'রাজেন্দ্র, আমি ভার্গবদেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা; আমার নাম অরজা; আমি এই আশ্রমেই বাস করি। নরনাথ, আমি পিতার অধীনা, তুমি আমাকে বলপূর্বক স্পর্শ করিও না। আমার পিতা তোমার গুরু এবং তুমি তাঁহার শিষ্য; তিনি ক্রুদ্ধ হইলে তোমার দুর্গতি করিবেন। নরশ্রেষ্ঠ, আমাকে লাভ করিতে চাহিলে, তুমি আমাকে ধর্মসঙ্গত সদুপায়ে পাইবার (অর্থাৎ বিবাহের) জন্য পিতার নিকটে প্রার্থনা কর; নতুবা তোমার ঘোর বিপদ ঘটিবে। সুদর্শন, তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাহিলেই পিতা আমাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিবেন।'

অরজা এইরূপ বলিলে, কামবশ মদোন্মত্ত দণ্ড যুক্তকরে মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'সুশ্রোণি, তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও, আর কালবিলম্ব করিও না। বরাননা, তোমার জন্য আমার প্রাণ

বিদীর্ণ হইতেছে। তোমাকে পাইতে যদি আমার প্রাণও যায়, অথবা আমাকে নিদারুণ পাপও করিতে হয়, তাহাতেও আমি রাজী আছি। সুন্দরী, আমি তোমার প্রতি একান্ত আসক্ত এবং তোমাকে লাভের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি; তুমি আমাকে ভজনা কর।' এই বলিয়া বলবান দণ্ড বলপূর্বক অরজাকে গ্রহণ করিলেন।

রাম, এই অতিঘোর দুষ্কর্ম করিয়া দণ্ড সত্বর মধুমন্ত নগরে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে অরজা কাঁদিতে কাঁদিতে আশ্রমের নিকটে আসিয়া যারপরনাই ভীতভাবে পিতার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। (৮০ সর্গ)

ক্ষণকাল পরেই শুক্রাচার্য ক্ষুধার্ত হইয়া সশিষ্য আশ্রমে ফিরিলেন। একে তিনি ক্ষুধার্ত, তাহাতে আশ্রমে ফিরিয়াই ধূলি-ধূসরিতা ও দীনা অরজাকে দেখিয়া এবং তাঁহার দুর্দশার কথা জানিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, 'দুরাত্মা দণ্ড যখন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা স্পর্শ করিয়াছে, তখন তাহার কি বিষম বিপদ ঘটে দেখ। সেই পাপাচার দুর্মতি সাতরাত্রির মধ্যেই সবংশে ও সবলবাহনে নিহত হইবে। ইন্দ্র ধূলিবর্ষণে স্থাবর ও জঙ্গম সকল প্রাণীসহ তাহার রাজ্য চারিদিকে শতযোজন পর্যন্ত বিনষ্ট ও বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবেন।' পরে তিনি আশ্রমবাসীদিগকে বলিলেন, 'তোমরা দণ্ডের রাজ্যের বাহিরে গিয়া বাস কর।' তাঁহার আদেশে আশ্রমবাসীরা সে-রাজ্য ছাড়িয়া অন্য দেশে চলিয়া গেলেন। তখন শুক্রাচার্য অরজাকে বলিলেন 'বৎসে, তুমি সুসমাহিতচিত্তে ধ্যানাবলম্বনে এই আশ্রমেই বাস কর। এই সুন্দর সরোবর এক-যোজন বিস্তৃত; তুমি এই সরোবরের তীরে কিছুকাল প্রতীক্ষা

করিয়া থাক। তোমার নিকটে এই এক যোজনের মধ্যে যে-সকল প্রাণী থাকিবে, তাহারা সেই সাত রাত্রির ধূলিবর্ষণে বিনষ্ট হইবে না।'

অরজা অত্যন্ত দুঃখিত মনে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। ভার্গব অন্যস্থানে যাইয়া আশ্রম স্থাপন করিলেন। সপ্তাহমধ্যে দণ্ডের রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া গেল। রাম, সেই বিন্ধ্য ও শৈবলগিরির মধ্যবর্তী দণ্ডের রাজ্য; উহা সেই দুরাত্মার অনাচারের জন্য সত্যযুগে ব্রহ্মর্ষি শুক্রাচার্যের শাপে বিনষ্ট হয়। তখন হইতে উহার নামে দণ্ডকারণ্য হইয়াছে। পরে তপস্বীরা ঐস্থানে বাস করেন বলিয়া উহার আর এক নাম জনস্থান। রাম, তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহা বলিলাম। সূর্য অস্তমিত হইয়াছেন, সন্ধ্যোপাসনার সময় অতীত হইতেছে, তুমি এখন সন্ধ্যাবন্দনা করিতে যাও।" (৮১ সর্গ)

২১

অশ্বমেধযজ্ঞমাহাত্ম্য-বর্ণনা
(সর্গ ৮২-৯০)

রাম সেই পুণ্যসলিল সরোবরে যাইয়া সায়ংসন্ধ্যা শেষ করিয়া আবার অগস্ত্যের আশ্রমে আসিলেন। তখন মহর্ষি তাঁহাকে আহারের জন্য নানাগুণান্বিত বিবিধ ফলমূল ও অন্নাদি প্রদান করিলেন। রাম সেই অমৃততুল্য আহার্য গ্রহণে প্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়া সেখানে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রাতে অগস্ত্যের অনুমতি লইয়া রাম পুষ্পকারোহণে অযোধ্যায় ফিরিলেন। পুষ্পককে বিদায় দিয়া, তিনি ভরত ও লক্ষ্মণকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "আমি নিজের প্রতিশ্রুতি মত সেই ব্রাহ্মণের কার্য সম্পন্ন করিয়াছি। এখন আমি কোন সর্বপাপবিনাশন অক্ষয় অব্যয় ধর্মকার্য করিতে ইচ্ছা করি। তোমরা আমার আত্মতুল্য, আমি তোমাদের সহিত রাজসূয় যজ্ঞ করিতে চাই। রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া মিত্র বরুণত্ব (বরুণ-পদ) পাইয়াছেন এবং চন্দ্র সর্বলোকে সুকীর্তি ও শাশ্বত (অক্ষয়) স্থান লাভ করিয়াছেন। তোমরা আজই স্থিরভাবে আমার সহিত আলোচনা করিয়া, যে-কাজ করিলে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ হইতে পারে, সে-বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দাও।"

রামের কথা শুনিয়া ভরত করজোড়ে বলিলেন, "মহাবাহু, আপনি পরম ধার্মিক, যশস্বী এবং সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট্। দেবগণ যেরূপ প্রজাপতিকে, আমরা এবং সমস্ত রাজগণও সেইরূপ আপনাকে লোকনাথ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। সকলে আপনাকে পিতৃতুল্য মনে করিয়া থাকেন। রঘুনন্দন, আপনি সকল প্রাণীর ও পৃথিবীর গতিস্বরূপ হইয়া কিরূপে এই যজ্ঞ করিতে চাহিতেছেন? এই যজ্ঞে পৃথিবীর সকল রাজবংশেরই বিনাশের সম্ভাবনা। যে-সকল বীরপুরুষ ক্রোধের বশবর্তী হইয়া পৌরুষ প্রকাশ করিবেন, তাঁহারা বিনষ্ট হইবেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীর সকল রাজাই আপনার বশীভূত, সুতরাং তাঁহাদের বিনাশ করা আপনার পক্ষে উচিত হইবে না।"

রাম যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ধর্মজ্ঞ ভরত, তোমার অকপট, সুযৌক্তিক, ধর্মসঙ্গত ও লোকরক্ষাকর কথায় আমি পরিতুষ্ট

হইয়াছি; আমি রাজসূয়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম। বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে লোকপীড়াকর কর্ম করা অন্যায়। বালকও যদি যুক্তিসঙ্গত ও হিতকর কথা বলে, তবে তাহাও শোনা উচিত। সুতরাং আমি সকলের মঙ্গলের জন্য তোমার উপদেশ গ্রহণ করিলাম।" (৮৩ সর্গ)

তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, "রঘুনন্দন, অশ্বমেধ যজ্ঞ মহাযজ্ঞ; উহা সর্বপাপনাশন; আপনি সেই যজ্ঞ করুন। শোনা যায়, পুরাকালে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারাই পাপমুক্ত হইয়াছিলেন। মহাবাহু, পূর্বকালে যখন দেবাসুরে সদ্ভাব ছিল, তখন বৃত্র নামে বিশেষ লোকপ্রিয়, ধর্মজ্ঞ ও পরম বুদ্ধিমান এক মহাদৈত্য ধর্মানুসারে সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে ধরিত্রী রসাল ফুল-ফল-মূলে পূর্ণ ও সর্বকামপ্রদা ছিল এবং বিনা কর্ষণে আপনা হইতেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন করিত। এইরূপে সেই অদৃষ্টপূর্ব বিস্তীর্ণ রাজ্য ভোগ করিতে করিতে বৃত্রের মনে হইল যে, বিষয়-সুখ মোহমাত্র এবং তিনি তপশ্চরণ করিবেন, কারণ তপস্যাই পরম শ্রেয়। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মধুরেশ্বরকে রাজ্য দিয়া এমন ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন যে, দেবগণ সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। তখন ইন্দ্র অত্যন্ত কাতরভাবে বিষ্ণুর নিকটে গিয়া বলিলেন, 'সুরশ্রেষ্ঠ, বৃত্র তপস্যা করিয়া সর্বলোক (ত্রিলোক) জয় করিয়াছে; একে সে বলবান তাহাতে আবার ধার্মিক, সুতরাং আমি তাহাকে শাসন করিতে পারিতেছি না। সে যদি আরও তপস্যা করে, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রলয়কাল পর্যন্ত তাহার অধীনে থাকিতে হইবে। সুরেশ্বর, আপনি তাহাকে চিরকালই উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন; আপনি ক্রুদ্ধ হইলে সে ক্ষণমাত্রও

জীবিত থাকিতে পারিবে না। যখন হইতে আপনার সহিত তাহার প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে তখন হইতেই সে ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করিয়াছে। আপনি ত্রিলোকবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন; আপনি রক্ষা করিলেই সমস্ত জগৎ সুস্থির ও নিরুপদ্রব হইবে। আপনি বৃত্রকে সংহার করিয়া অগতি আমাদের গতি হউন।' (৮৪ সর্গ)

ইহা শুনিয়া বিষ্ণু দেবগণকে বলিলেন, 'আমি পূর্ব হইতে মহাত্মা বৃত্রের সহিত প্রীতিবদ্ধ আছি; সেজন্য আমি নিজে তাহাকে বধ করিয়া তোমাদের প্রিয়সাধন করিতে পারিব না। অথচ তোমাদিগকে সর্বপ্রকারে সুখী করাও আমার অবশ্য কর্তব্য। অতএব আমি বৃত্রের বিনাশের উপায় বলিতেছি—আমি আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগ ইন্দ্রে, দ্বিতীয় ভাগ বজ্রে এবং তৃতীয় ভাগ পৃথিবীতে সঞ্চারিত করিব; তাহা হইলেই ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিতে পারিবেন।'

দেবগণ বলিলেন, 'দৈত্যনিসূদন, আপনার মঙ্গল হউক; আমরা বৃত্রবধের জন্য যাইতেছি; আপনি স্বীয় তেজের দ্বারা ইন্দ্রের শক্তি-বৃদ্ধি করুন।' এই বলিয়া, তাঁহারা ইন্দ্রকে অগ্রে করিয়া মহাসুর বৃত্র যে অরণ্যে তপস্যা করিতেছিলেন, সেই অরণ্যে গেলেন। দেখিলেন, তপস্যারত বৃত্র যেন নিজের তেজে নভোমণ্ডল দগ্ধ ও ত্রিলোক গ্রাস করিতেছেন। সেই অসুরশ্রেষ্ঠকে দেখিবামাত্র দেবগণ অতিশয় ভীত হইয়া কিরূপে তাঁহাকে বধ করিবেন এবং কি করিলেই বা নিজেদের পরাজয় হইবে না তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্র দুই হস্তে দৃঢ়রূপে বজ্রধারণ করিয়া বৃত্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। কালাগ্নিতুল্য প্রদীপ্ত সেই বজ্র

বৃত্রের শিরে পতিত হইলে জগৎ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তপস্যানিরত বৃত্রকে অনুচিতভাবে বধ করিয়া ইন্দ্র তাড়াতাড়ি জগতের শেষপ্রান্তে (অন্ধকারময় স্থানে) পলায়ন করিলেন। তথাপি ব্রহ্মহত্যা* (ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ) দ্রুতবেগে তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল এবং তাঁহাকে দুঃখাকুল করিয়া তুলিল।

এদিকে বৃত্রের নিধনে ইন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন দেখিয়া, অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ ত্রিভুবনপতি বিষ্ণুর নিকটে গিয়া বারবার তাঁহার স্তুতি করিয়া বলিলেন, 'পরমেশ্বর, আপনি সকলের আদি, জগতের পিতা (পালক) এবং আমাদের গতি। আপনি সর্বভূতের রক্ষার জন্য বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়াছেন। সুরশ্রেষ্ঠ, আপনিই বৃত্রকে বধ করিয়াছেন ; কিন্তু ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকে প্রপীড়িত করিতেছে ; সুতরাং আপনি তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত করুন।'

বিষ্ণু বলিলেন, 'ইন্দ্র আমার উদ্দেশে যজ্ঞ করুন, আমি তাঁহাকে পাপমুক্ত করিব। ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা আমার অর্চনা করিলেই আবার দেবগণের উপর আধিপত্য করিতে পারিবেন ; তাঁহার আর কোন ভয়ও থাকিবে না।' (৮৫ সর্গ)

এদিকে ইন্দ্রবিহনে জগৎ উদ্বিগ্ন হইল। পৃথিবী নীরস হইয়া বিধ্বস্তের মত দেখাইতে লাগিল, কাননসকল শুষ্ক এবং হ্রদ ও নদীগুলি স্রোতহীন হইয়া আসিল ; অনাবৃষ্টির জন্য সকল প্রাণী ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এইরূপে সর্বলোক ধ্বংস হইবার উপক্রম হইলে, দেবতারা যারপরনাই উৎকণ্ঠিত হইয়া বিষ্ণুর কথানুযায়ী

---

* বৃত্র কশ্যপ ও দিতির পুত্র বলিয়া ব্রাহ্মণ ছিলেন

অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। ভয়বিমোহিত ইন্দ্র যেখানে ছিলেন, উপাধ্যায় ও ঋষিদের সহিত দেবগণ সেখানে গেলেন এবং ব্রহ্মহত্যার পাপে আবিষ্ট তাঁহাকে অগ্রবর্তী করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন। যজ্ঞ শেষ হইলে, ব্রহ্মহত্যা দেবতাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'দেবগণ, আমি এখন কোথায় থাকিব, তাহা নির্দেশ করুন।' দেবতারা বলিলেন, 'তুমি আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত কর।' ব্রহ্মহত্যা চারিভাগে বিভক্ত হইয়া বলিল, 'আমার প্রার্থনা এই যে, আমি এক অংশে স্বেচ্ছায় বর্ষার চারিমাস পূর্ণতোয়া নদীতে বাস করিয়া পাপীদের দর্পনাশ করিব; দ্বিতীয় অংশে আমি সর্বদা ভূমিতে অনুর্বরতারূপে বাস করিব; আমার তৃতীয় অংশ প্রতিমাসে তিনরাত্রি দর্পপূর্ণা যুবতীগণে তাহাদের দর্পহারিণী হইয়া থাকিবে: অবশিষ্ট চতুর্থ অংশ যাহারা মিথ্যা দোষ দিয়া নির্দোষ ব্রাহ্মণদের হানি করে, তাহাদের আশ্রয় করিবে।' দেবগণ বলিলেন, 'ব্রহ্মহত্যা, তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে। তুমি এখন যথাভিলষিত স্থানে যাও।'

ব্রহ্মহত্যা চলিয়া গেলে ইন্দ্র পাপমুক্ত হইয়া স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখন সমগ্র জগৎ প্রশান্ত হইল।—রঘুনন্দন, অশ্বমেধ যজ্ঞের এইরূপ প্রভাব, সুতরাং আপনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন।" রাম লক্ষ্মণের পরামর্শে যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। (৮৬ সর্গ)

পরে রাম মৃদু হাসিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "সৌম্য, তুমি বৃত্রবধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্বন্ধে যাহা বলিলে, সবই সত্য। একটি পুরাকাহিনী শোন। পূর্বকালে বাহ্লীকদেশে ইল নামে এক সুধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাপতি কর্দমের পুত্র। এক সময়ে মনোরম চৈত্র মাসে তিনি অনুচর ও বলবাহনের সহিত মৃগয়ায় গেলেন। বহু

মৃগবধেও তৃপ্ত না হইয়া, তিনি মৃগয়া করিতে করিতে কার্ত্তিকেয়ের জন্মস্থানে উপনীত হইলেন। দেবদেব মহাদেব তখন অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া শৈলরাজসুতার সহিত বিহার করিতেছিলেন। দেবীর মনোরঞ্জনের জন্য দেব বৃষভধ্বজ তখন তাঁহার অনুচরগণের সহিত স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে যত প্রাণী ও বৃক্ষ ছিল সকলেই স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজা ইল এবং তাঁহার অনুচরেরাও সেখানে আসিয়া নারীত্ব লাভ করিলেন। ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত ও ভীত হইয়া ইল মহাদেবের শরণাগত হইলে, তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'রাজর্ষি, তুমি পুরুষত্ব ভিন্ন অন্য কোন বর চাও।' মহেশ্বর কর্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া মহা দুঃখিত ইল সর্বান্তঃকরণে নগেন্দ্রনন্দিনী উমাদেবীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইলেন। তিনি বলিলেন, 'রাজা, তুমি আমাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নিকটে বর চাহিতেছ, সুতরাং মহাদেব তোমাকে অর্ধেক বর দিতে পারেন এবং আমি অপর অর্ধেক বর দিতে পারি। রুদ্রের প্রদত্ত বরার্ধ তুমি লাভ করিয়াছ; আমার নিকটে বরের অপরার্ধ প্রার্থনা কর।' তখন ইল বলিলেন, 'দেবী, তবে আমি যেন পর্যায়ক্রমে একমাস স্ত্রী এবং একমাস পুরুষ হই।' দেবী বলিলেন, 'তাহাই হইবে, তুমি যখন পুরুষ হইবে তখন স্ত্রীভাবের এবং যখন স্ত্রী হইবে তখন পুরুষভাবের কথা তোমার স্মরণ থাকিবে না।' লক্ষ্মণ, এইরূপ বরে ইল একমাস পুরুষ এবং একমাস ত্রিলোকসুন্দরী নারী হইতেন। *(৮৭ সর্গ)*

ইল প্রথমে সেই মাসেই নারীরূপ ধরিয়া তাঁহার অনুচরদের সহিত সেই কাননে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক রমণীয় সরোবরের নিকটে আসিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে,

চন্দ্রের পুত্র বুধ সেখানে জলমধ্যে তুষ্কর তপস্যা করিতেছেন। বুধের রূপদর্শনে বিস্মিত হইয়া ইলা তাঁহার সহচরীদের লইয়া সরোবরের জল আলোড়িত করিতে লাগিলেন। বুধও ইলাকে দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না; কামশরে প্রপীড়িত হইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি জল হইতে উঠিয়া ইলার সহচরীদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই ত্রিলোকসুন্দরী কাহার পত্নী এবং কি জন্য এখানে আসিয়াছেন?' রমণীরা বলিল, 'ইনি আমাদের অধীশ্বরী; ইনি অপতি (পতিশূন্যা); ইনি আমাদের সহিত এই কাননপ্রান্তে বিচরণ করিতেছেন।' ইহা শুনিয়া বুধ আবর্তনী-বিদ্যার সাহায্যে রাজা ইল সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে পারিয়া সেই রমণীদের বলিলেন, 'তোমরা কিন্নরী হইয়া এই পর্বতে বাস কর। তোমরা ফলমূলাহারে জীবনধারণ করিবে এবং কিন্নরেরা তোমাদের পতি হইবে।' বুধের কথা শুনিয়া রমণীরা সেখান হইতে চলিয়া গেল। (৮৮ সর্গ)

তখন বুধ মৃদু হাসিয়া ইলাকে বলিলেন 'সুবদনী, আমি চন্দ্রের প্রিয়পুত্র বুধ; তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া আমাকে সপ্রেম দৃষ্টিতে দেখ এবং ভজনা কর।' ইলা বলিলেন, 'সৌম্য সোমনন্দন, আমি স্বাধীনা, তোমার বশবর্তিনী হইতেছি, তুমি আমাকে ইচ্ছানুরূপ আদেশ কর।' বুধ সানন্দে ইলার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সেই মধুমাস ক্ষণকালের ন্যায় কাটিয়া গেল। মাসান্তে ইল নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিলেন, বুধ সরোবরে উর্ধ্ববাহু ও নিরালম্ব (অবলম্বনহীন) হইয়া তপস্যা করিতেছেন। পূর্বস্মৃতি বিস্মৃত ইল বুধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবান, আমি তোমার

সৈন্যদের সহিত এই দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখন তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না; তাহারা কোথায় গেল?'

বুধ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'রাজর্ষি, তোমার অনুচরেরা ভীষণ শিলাবর্ষণে নিহত হইয়াছে। তুমিও ঝড়বৃষ্টির ভয়ে এই আশ্রমে আশ্রয় লইয়া নিদ্রিত হইয়াছিলে। তুমি আশ্বস্ত হও; আর তোমার কোন ভয় বা চিন্তা নাই; তুমি ফলমূলাহারে স্বচ্ছন্দে এখানে থাক।'

অনুচরগণের নিধনে দুঃখিত ইল বলিলেন, 'ব্রহ্মর্ষি, আমার আর ক্ষণকালও এখানে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আপনি আমাকে নিজরাজ্যে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিন। আমি না ফিরিলে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শশবিন্দু রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। তাহা ছাড়া আমি আমার গৃহস্থিত ভৃত্যাদি ও পত্নীদিগকে ছাড়িয়াও থাকিতে পারিব না। আপনি আমাকে আর এখানে থাকিতে বলিবেন না।'

বুধ ইলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'কর্দমনন্দন, তুমি দুঃখ করিও না, এই আশ্রমেই বাস কর। তুমি এখানে একবৎসর বাস করিলে, আমি তোমার হিতসাধন করিব।'

অক্লিষ্টকর্মা ব্রহ্মবাদী বুধের এই কথা শুনিয়া ইল তদনুযায়ী সেখানে বাস করাই স্থির করিলেন। তিনি একমাস স্ত্রী হইয়া বুধের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন এবং পরমাসে পুরুষ হইয়া ধর্মাচরণ করিতে থাকিলেন। এইরূপে নবম মাসে ইলা পুরূরবা নামে এক পুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে বুধের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বৎসরান্তে ইল আবার পুরুষ হইলে মহাজ্ঞানী বুধ নানারূপ

ধর্মসঙ্গত বাক্যালাপে তাঁহার চিত্ততোষণ করিতে লাগিলেন। (৮৯ সর্গ)

তারপর বুধ সংবর্ত, চ্যবন, অরিষ্টনেমি ও দুর্বাসা প্রভৃতি সুহৃদ্-বর্গকে সেখানে আনাইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'সুহৃদ্গণ, এই মহাবাহু রাজা ইল কর্দমের পুত্র; ইঁহার যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা তোমরা সকলেই জান। এখন ইঁহার যাহাতে কল্যাণ হয়, তোমরা তাহার ব্যবস্থা কর।'

বুধ মুনিদিগকে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় মহাতেজস্বী প্রজাপতি কর্দম সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহাতেজা পুলস্ত্য, ক্রতু, বষট্‌কার এবং ওঁকারও কর্দমের পিছু পিছু সেখানে আসিলেন। তখন সকলেই পরস্পরের সমাগমে আনন্দিত হইয়া রাজা ইলের হিতকামনায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কর্দম বলিলেন, 'দ্বিজগণ, এই রাজার যাহাতে কল্যাণ হইবে আমি তাহা বলিতেছি শোন। বৃষভবাহন মহাদেব ভিন্ন আর কেহ ইলকে এই বিপাক হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন না। সেই মহাত্মার অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে বেশী প্রিয় আর কিছু নাই। সুতরাং আমরা রাজা ইলের মঙ্গলের জন্য সেই যজ্ঞই করিব।'

পরে সংবর্তের শিষ্য রাজর্ষি মরুত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। বুধের আশ্রমের নিকটে সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইল। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, মহাদেব প্রীত হইয়া ইলকে পুনরায় পুরুষত্ব প্রদান করিলেন। মহাদেব অন্তর্হিত হইলে, বহুদর্শী ব্রাহ্মণেরাও স্ব স্ব আশ্রমে ফিরিলেন।

তারপর রাজা ইল বাহ্লীকদেশ ত্যাগ করিয়া মধ্যদেশে

প্রতিষ্ঠান নামে একটি উৎকৃষ্ট নগর স্থাপন করিলেন। শশবিন্দু বাহ্লীকের রাজা হইলেন, আর ইল প্রতিষ্ঠানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ইল ব্রহ্মলোক লাভ করিলে, পুরূরবা প্রতিষ্ঠান রাজ্য পাইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত ও লক্ষ্মণ, অশ্বমেধের এরূপ প্রভাব যে, ইল তাহার ফলে স্ত্রীভাবমুক্ত হইয়া আবার সুদুর্লভ পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন।" (৯০ সর্গ)

২২

রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ—কুশ ও লবের রামায়ণ গান —সীতার পাতাল-প্রবেশ

(সর্গ ৯১-৯৭)

অমিততেজা ভ্রাতৃদ্বয়কে ঐরূপ বলিয়া রাম পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন "লক্ষ্মণ, তুমি বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি ও কাশ্যপ প্রভৃতি অশ্বমেধজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আমার নিকটে লইয়া আইস ; আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সুলক্ষণ যজ্ঞাশ্ব বিমোচন করিব।" সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ আসিলে, রাম তাঁহাদিগকে তাঁহার সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন। তাঁহারা রামের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং বৃষভধ্বজ মহাদেবের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া অশ্বমেধের বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তখন রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, "মহাবাহু, তুমি মহাত্মা সুগ্রীবের নিকটে দূত পাঠাও, তিনি বানরপ্রধানদের ও অন্যান্য বানরগণের

সহিত এখানে আসিয়া যজ্ঞমহোৎসব উপভোগ করুন। অতুল-বিক্রম বিভীষণকেও রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া এই মহাযজ্ঞে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাও। আমার হিতৈষী ও সদ্‌গুণশালী রাজারাও সত্বর সানুচর যজ্ঞস্থলে আসুন। দেশ-দেশান্তরের ধার্মিক দ্বিজগণ ও তপোধন ঋষিদিগকে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ কর। গায়ক, বাদক, নট ও নর্তকগণকেও এখানে আসিতে বল। গোমতীর তীরে নৈমিষারণ্য অতি পবিত্র স্থান; সেখানে সুবিস্তৃত যজ্ঞবাট (যজ্ঞ-ক্ষেত্র) নির্মাণের আদেশ কর। সর্বত্র শান্তিকর্মাদি অনুষ্ঠিত হউক। শীঘ্র ধর্মজ্ঞ জনগণকে আহ্বান করিয়া বল যে, তাহারা যেন নৈমিষারণ্যে এই মহাযজ্ঞ দেখিয়া কৃতার্থ হয়। সকলেই যাহাতে যথোচিত সম্মানিত, হৃষ্ট ও আহারাদিতে পুষ্ট হইয়া যজ্ঞভূমি হইতে ফিরে তাহার ব্যবস্থা করিবে। অগ্রেই শত সহস্র বাহনের দ্বারা প্রচুর তণ্ডুল, তিল, মুগ, ছোলা, কুলত্থ, মাষ ও লবণ সেখানে পাঠাও। তদুপযুক্ত ঘৃততৈলাদি ও গন্ধোপকরণও (গন্ধদ্রব্য বা মসলা) প্রেরিত হউক। বহুকোটি সুবর্ণ ও রৌপ্য লইয়া ভরত পূর্বেই সাবধানে সেখানে গমন করুন। দোকানদার, নট, নর্তক ও পাচকেরা এবং বহু নবযুবতী ভরতের সহিত গমন করুক। সৈন্যগণ তাহাদের অগ্রে অগ্রে যাউক। পুরবাসী বালক বৃদ্ধ ও দ্বিজগণ, ভৃত্যাদি, কোষাধ্যক্ষগণ, বণিকেরা আমার মাতৃগণ, কুমারেরা ও অন্তঃপুরিকারা সকলেই ভরতের সহিত গমন করুন। আর যজ্ঞে দীক্ষার জন্য আমার পত্নীর সুবর্ণ প্রতিমা * ও যজ্ঞকর্মজ্ঞ ঋষিদের

* পতিপত্নীকে একত্রে যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হয়। সেজন্য সীতার অবর্তমানে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপা সুবর্ণপ্রতিমার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

সম্মুখে লইয়া মহাযশস্বী ভরত অগ্রবর্তী হউন।” ভরত তাহাই করিলেন। (৯১ সর্গ)

সমস্ত দ্রব্যাদি পাঠাইয়া রাম কৃষ্ণসারবর্ণ * সুলক্ষণ একটি অশ্ব উন্মোচন করিলেন এবং ঋত্বিকদিগের (পুরোহিতগণের) সহিত লক্ষ্মণকে সেই অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া নিজে সসৈন্যে নৈমিষারণ্যে আসিলেন। সেখানে যজ্ঞভূমির অপূর্ব ব্যবস্থা দর্শনে তিনি যারপরনাই আনন্দলাভ করিয়া বলিলেন, “আয়োজন অতি সুন্দর হইয়াছে।” পরে রাজগণ নানারূপ উপহার লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। রামও তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন রাজগণের আপ্যায়নে নিযুক্ত থাকিলেন। সুগ্রীব ও বানরগণ বিপ্রদিগকে সযত্নে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। বিভীষণ ও রাক্ষসেরা উগ্রতপা ঋষিদের সেবায় রত হইলেন।

এইরূপ সুব্যবস্থায় অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। সেই মহাযজ্ঞে ‘দাও দাও’ ভিন্ন আর কোনরূপ শব্দই শোনা গেল না। প্রার্থী-দিগকে প্রচুর দানে পরিতৃপ্ত করা হইতে লাগিল। তাহাদের মুখ হইতে ‘দাও’ এই কথা বাহির হইতে না হইতেই তাহাদিগকে খাণ্ডবাদি † বিবিধ মিষ্টান্ন দেওয়া হইতে থাকিল। সেখানে মলিন, দীনহীন বা জীর্ণশীর্ণ কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না ; সকলেই পানভোজনাদিতে হৃষ্টপুষ্ট হইল। যজ্ঞস্থলে সমাগত মুনিদের মধ্যে যাঁহারা দীর্ঘজীবী ছিলেন, তাঁহারা পূর্বে কোন যজ্ঞে

* কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট (রা-তিলক)। প্রায়শঃ (অধিকাংশ স্থলে) কৃষ্ণবর্ণ (গোবিন্দরাজ)।

† খাঁড় গুড়, শক্ত গুড়।

এরূপ রাশি রাশি দান করা হইয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "এই যজ্ঞে অনবরত যেরূপ বস্ত্র, রত্ন ও স্বর্ণাদি দান করা হইতেছে, আমরা ইন্দ্র, চন্দ্র, যম বা বরুণের যজ্ঞেও কখন সেরূপ হইতে দেখি নাই।" এইরূপে এক বৎসরের উপর রাজসিংহ রামের যজ্ঞ চলিল। (৯২ সর্গ)

এদিকে যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, ভগবান বাল্মীকি মুনি সশিষ্য সেখানে আসিলেন। ঋষিগণের বাসস্থানের একপ্রান্তে কয়েকখানা সুদৃশ্য পর্ণশালায় তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি তাঁহার শিষ্য কুশ ও লবকে বলিলেন, বৎসদ্বয়, তোমরা ঋষিদের আশ্রমে, ব্রাহ্মণগণের আবাসে, রাজপথে, নৃপতিদের গৃহে, রামের ভবনদ্বারে, যজ্ঞস্থলে এবং ঋত্বিকদিগের সম্মুখে একমনে ও পরমানন্দে সমগ্র রামায়ণ কাব্য গান করিয়া বেড়াইবে। এখানে পর্বতজাত যে সকল স্বাদু ফলমূল আছে তাহা খাইও, তাহা হইলে শ্রান্তি বোধ করিবে না। যদি মহীপতি রাম গান শুনিবার জন্য যজ্ঞসভায় সমাসীন ঋষিদের সম্মুখে তোমাদের ডাকেন, তবে তোমরা সেখানে গান করিও। আমি পূর্বে তোমাদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছি, তোমরা তদনুযায়ী প্রতিদিন মধুরস্বরে বিংশতি সর্গ করিয়া গান করিবে। তোমরা ধনের প্রতি কিছুমাত্র লোভ করিও না (অর্থাৎ কেহ ধন দিতে চাহিলে তাহা লইও না); আশ্রমবাসী নিত্য ফলমূলভোজীর ধনে কি প্রয়োজন? যদি রাম তোমাদের জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা দুইজন কাহার পুত্র?' তবে বলিবে, 'আমরা বাল্মীকির শিষ্য।' তোমরা সুমধুর বীণাযোগে সুমিষ্ট মূর্ছনাসহকারে নির্ভয়ে কাব্যের প্রথম হইতে গান করিবে।

নরনাথ রামের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিও না, কারণ ধর্মতঃ রাজা সকল প্রাণীর পিতা। তোমরা কল্য প্রাতে গান আরম্ভ করিবে।” প্রচেতানন্দন পরমোদার মহামুনি বাল্মীকি শিষ্যদ্বয়কে বারবার এইরূপ উপদেশ দিয়া নীরব হইলেন। (৯৩ সর্গ)

রাত্রি প্রভাত হইলে, কুশ ও লব স্নান ও হোম করিয়া বাল্মীকির উপদেশমত বীণাসহযোগে সুমধুর কণ্ঠে রামায়ণ গান করিতে লাগিলেন। রাম বালকদ্বয়ের মুখে সেই অপূর্ব গান শুনিয়া কৌতূহলান্বিত হইলেন। পরে যজ্ঞের বিরামকালে তিনি মহর্ষি, নরপতি, নানাশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ও নাগরিক প্রভৃতির সম্মুখে গায়কযুগলকে আনাইলেন। সভাস্থ সকলের আনন্দবর্ধন করিয়া কুশ ও লব গান আরম্ভ করিলেন। সেই অলৌকিক গান শুনিয়া শ্রোতাদের সাধ মিটিল না। মুনিগণ ও রাজগণ প্রভৃতি সকলেই যেন চক্ষুর দ্বারা পান করিতে করিতে বারবার কুশ-লবকে দেখিতে থাকিলেন এবং বলাবলি করিতে লাগিলেন, “ইহারা উভয়েই রামের সদৃশ, যেন এক বিম্ব হইতে উৎপন্ন দুইটি প্রতিবিম্ব। যদি ইহারা জটাবল্কলধারী না হইত, তবে আমরা রামের সহিত এই গায়কদ্বয়ের কোন প্রভেদ বুঝিতে পারিতাম না।”

কুশ ও লব প্রথম হইতে বিংশতি সর্গ পর্যন্ত রামায়ণ গান করিলেন। অপরাহ্ণ পর্যন্ত তাহা শুনিয়া রাম ভরতকে বলিলেন, “কাকুৎস্থ, এই বালক দুইটিকে অষ্টাদশ সহস্র সুবর্ণ এবং ইহারা অন্য যাহা চায় তাহা দাও।” ভরত অর্থ দিতে গেলে, কুশ-লব তাহা লইলেন না। তাঁহারা বিস্মিতভাবে বলিলেন, “আমরা

বনবাসী, বনজাত ফলমূল আহারে জীবন ধারণ করিয়া থাকি, আমরা সুবর্ণাদি লইয়া কি করিব ?”

ইহা শুনিয়া রাম ও অন্যান্য সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। রাম কুশ-লবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই কাব্য কত বড় ? ইহার বিষয়বস্তু কি ? এই কাব্যের রচয়িতা কে ? সেই মুনিপুঙ্গব এখন কোথায় আছেন ?” কুশ-লব বলিলেন, “ভগবান বাল্মীকি এই কাব্যের রচয়িতা ; তিনি ইহাতে আপনার সমগ্র জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন ; তিনি এখন এই যজ্ঞস্থলেই উপস্থিত আছেন। এই মহাকাব্যে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক, একশত উপাখ্যান, আদিকাণ্ড হইতে ছয়কাণ্ড এবং তাহাতে পাঁচশত সর্গ আছে।* তাহা ছাড়া ইহাতে উত্তরকাণ্ডও আছে। নরনাথ, আপনার যদি এই কাব্য শুনিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি যজ্ঞাবসরে ইহা শ্রবণ করিতে থাকুন।”

রাম মুনিগণ, রাজগণ ও বানরগণ প্রভৃতির সহিত এইরূপে বহুদিন ধরিয়া রামায়ণ-গান শুনিলেন। পরে তিনি কুশ ও লবকে সীতার পুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি দূতদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, “তোমরা ভগবান বাল্মীকির নিকটে গিয়া তাঁহাকে আমার নাম করিয়া বল, যদি সীতা সচ্চরিত্রা ও পাপশূন্যা হন, তাহা হইলে তিনি মহর্ষির অনুমতি লইয়া নিজের বিশুদ্ধতার পরিচয় দিন। তিনি কল্য প্রাতে এই সভায় আসিয়া আমার ও অন্যান্য সকলের সম্মুখে শপথ করুন।

* বর্তমান বাল্মীকি-রামায়ণের প্রথম ছ' কাণ্ডের সর্গসংখ্যা ৫৩৪। (রাজশেখর বসু)

তোমরা এ সম্বন্ধে মুনিবরের অভিপ্রায় এবং সীতার মনোভাব জানিয়া আইস।"

দূতেরা বাল্মীকির নিকটে গিয়া সকল কথা জানাইলে, তিনি বলিলেন, "তোমাদের কল্যাণ হউক; পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা, সুতরাং রাম যাহা বলিয়াছেন, সীতা তাহাই করিবেন।"

দূতদের মুখে এই কথা শুনিয়া রাম খুশী হইয়া উপস্থিত সকলকে বলিলেন, "আপনারা কল্য প্রাতে সীতার শপথগ্রহণ দেখিবেন। অন্যান্য যাঁহারা তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও আসিবেন।" ইহা শুনিয়া মহর্ষিরা সকলেই উচ্চ কণ্ঠে 'সাধু! সাধু!' ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। (৯৫ সর্গ)

পরদিন প্রভাতে রাম যজ্ঞস্থলে আসিয়া ঋষিগণকে আহ্বান করিলেন। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দুর্বাসা, পুলস্ত্য, শক্তি, মার্কণ্ডেয়, মৌদ্‌গল্য, গর্গ, চ্যবন, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, নারদ, পর্বত ও গৌতম প্রভৃতি দৃঢ়ব্রত মুনিগণ মহা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সভায় উপস্থিত হইলেন। মহাবীর্য রাক্ষসগণ, মহাবল বানরগণ, নানা দেশ হইতে আগত সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সীতার শপথগ্রহণ দেখিবার জন্য সাগ্রহে সেখানে সম্মিলিত হইলেন।

সকলে সমবেত হইয়াছেন শুনিয়া বাল্মীকি দ্রুত সীতাকে লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সীতা নতমুখে করযোড়ে অশ্রুপূর্ণলোচনে রামকে চিন্তা করিতে করিতে মুনিবরের পিছু পিছু আসিলেন। শ্রুতি (বেদবিদ্যা) যেমন ব্রহ্মাকে অনুসরণ করেন, সেইরূপ সীতাকে বাল্মীকির পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া সকলে উচ্চস্বরে 'সাধু সাধু' বলিয়া উঠিলেন। পরে সকলে মহাদুঃখে

অভিভূত ও শোকাকুল হইয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন। বাল্মীকি সীতাকে লইয়া সেই জনসঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রামকে বলিলেন, "দশরথনন্দন, এই সেই সুব্রতা ধর্মচারিণী সীতা, অপবাদের ভয়ে যিনি আমার আশ্রমের নিকটে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। রাম, তুমি লোকাপবাদে ভীত; এখন অনুমতি দাও, সীতা তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করিবেন। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, জানকীর পুত্র এই যমজ কুশ-লব তোমারই তনয়। রঘুনন্দন, আমি প্রচেতার দশম পুত্র, কখনও মিথ্যা বলিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না; আমি বলিতেছি, ইঁহারা তোমারই পুত্র। আমি বহুকাল তপস্যা করিয়াছি, এই সীতা যদি দোষগ্রস্তা হইয়া থাকেন, তবে যেন আমি সেই তপস্যার ফলভোগ না করি। আমি সীতাকে পূতচরিত্রা জানিয়াই তাঁহাকে আমার আশ্রমে আশ্রয় দিয়াছিলাম। আমি দিব্যজ্ঞানবলে বুঝিতে পারিয়াছি যে ইনি শুদ্ধস্বভাবা এবং তুমি তোমার এই প্রিয়তমাকে শুদ্ধা জানিয়াও কেবল লোকনিন্দার ভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছ।" (৯৬ সর্গ)

বাল্মীকি এইরূপ বলিলে, রাম সেই জনসঙ্ঘ মধ্যে বরবর্ণিনী সীতাকে দেখিয়া মহর্ষিকে কহিলেন, "মহাভাগ, আপনি যাহা বলিলেন তাহাই বটে। আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি। ব্রহ্মর্ষি, সীতা পূর্বে দেবগণের সম্মুখে নিজের বিশুদ্ধতার প্রমাণ দিয়াছিলেন বলিয়াই আমি তাঁহাকে গৃহে আনিয়াছিলাম। কিন্তু লোকাপবাদ বড় প্রবল, আমি তাহার ভয়েই ইঁহাকে নিষ্পাপা জানিয়াও পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। এই যমজ কুশ-লব যে আমারই পুত্র তাহাও আমি বুঝিতে

পারিতেছি। তথাপি সীতা জগতের সকলের সম্মুখে শুদ্ধা বলিয়া পরিচিতা হইয়া আমার প্রীতিলাভ করুন।"

এই সময়ে সত্যযুগের ন্যায় দিব্যগন্ধ মনোরম পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়া সকলকে আনন্দিত ও আশ্চর্যান্বিত করিল। তখন কাষায়বসনা সীতা কৃতাঞ্জলি হইয়া নতমুখে ও আনতনয়নে বলিলেন, "আমি যদি রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও কখন মনে স্থান না দিয়া থাকি, তবে ধরণী দেবী বিদীর্ণা হইয়া আমাকে তন্মধ্যে আশ্রয় দিন। আমি যদি কায়মনোবাক্যে রামের যথোচিত অর্চনা করিয়া থাকি, তবে ধরণী দেবী বিদীর্ণা হইয়া আমাকে তন্মধ্যে আশ্রয় দিন। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না—আমার এই কথা যদি সত্য হয়, তবে ধরণী দেবী বিদীর্ণা হইয়া আমাকে আশ্রয় দিন।"

সীতা এইরূপ বলিতে বলিতেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল—ভূতল হইতে এক অত্যুত্তম দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল। দিব্যরত্ন-বিভূষিত দিব্যদেহ অমিতবিক্রম নাগগণ ঐ সিংহাসন মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ধরণী দেবী স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া সীতাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং দুই হাতে ধরিয়া সেই সিংহাসনে বসাইলেন। সীতা সিংহাসনে বসিয়া রসাতলে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া আকাশচারীরা তাঁহার উপরে অবিরত পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সহসা অন্তরীক্ষে দেবগণের মধ্যে অত্যুচ্চ সাধুবাদ উত্থিত হইল "ধন্য ধন্য সীতা, তোমার চরিত্র এমন পবিত্র, তুমিই ধন্য!" যজ্ঞস্থলে সমাগত মুনি ও রাজগণ প্রভৃতি সকলে যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। অন্তরীক্ষে ও ভূতলে সকল স্থাবর-জঙ্গম জীবগণ, মহাকায় দানবগণ এবং

পাতালে পন্নগপ্রধানেরা কেহ কেহ আনন্দে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন, কেহ কেহ চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন ; কেহ কেহ রামকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ বা অচেতনের ন্যায় সীতার দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। সীতার পাতাল-প্রবেশ দেখিয়া সমস্ত জগৎ যেন ক্ষণকালের জন্য সম্মোহিতের ন্যায় হইল। (৯৭ সর্গ)

২৩

সীতার জন্য রামের শোক—কৌশল্যা প্রভৃতির মৃত্যু

(৯৮-৯৯ সর্গ)

সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে, মুনিগণ ও বানরগণ প্রভৃতি সকলে উচ্চস্বরে 'সাধু সাধু' বলিতে লাগিলেন। রাম অতিশয় দুঃখিত-চিত্তে ও নতমস্তকে দণ্ডকাষ্ঠে ভর দিয়া বহুক্ষণ রোদন ও প্রচুর অশ্রুবর্ষণ করিলেন। পরে তিনি ক্রোধ ও শোকে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীরূপিণী সীতাকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া আমার মন অভূতপূর্ব শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে। পূর্বে সীতা আমার অনুপস্থিতিতে সাগরপারে লঙ্কায় নীতা হইয়াছিলেন, আমি সেখান হইতে তাঁহাকে আনিয়াছিলাম ; এখন যে তাঁহাকে রসাতল হইতে আনিব তাহাতেও সন্দেহ নাই। দেবী বসুমতী, তুমি আমার সীতা আমাকে ফিরাইয়া দাও, নতুবা আমাকে অবজ্ঞা করিলে, আমি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিব। পূর্বে রাজর্ষি জনক

হলকর্ষণকালে তোমা হইতে সীতাকে পাইয়াছিলেন, সুতরাং তুমি আমার শ্বশ্রূ। তুমি সীতাকে ফিরাইয়া দাও, অথবা আমাকেও তোমার বিবরে স্থান দাও; আমি পাতালে বা স্বর্গে সীতার সহিত বাস করিব। আমি সীতার জন্য উন্মত্ত হইয়াছি, তুমি তাঁহাকে লইয়া আইস। সীতা যেমন ছিলেন তুমি যদি মহীতল হইতে ঠিক তেমনটি আমাকে আনিয়া না দাও, তবে আমি পর্বত ও বন সহ তোমাকে প্রপীড়িত ও বিনষ্ট করিব এবং সমগ্র জগৎ জলময় হইবে।”

রাম ক্রোধ ও শোকে সমাবিষ্ট হইয়া এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মা দেবগণের সহিত রামের নিকটে আসিয়া রামকে বলিলেন, “সুব্রত, তোমার সন্তাপ করা উচিত নয়, তুমি যে বিষ্ণু হইতে অবতীর্ণ (বিষ্ণুর অবতার) তাহা ক্ষণকালের জন্য স্মরণ কর। তোমার প্রতি চিরানুরক্তা বিমলচরিত্রা সাধ্বী সীতা তপোবলে সুখে নাগলোকে যাত্রা করিয়াছেন; স্বর্গে তাঁহার সহিত তোমার যে আবার মিলন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বীর, তুমি জন্মাবধি যে সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছ এবং ভবিষ্যতে যাহা যাহা ঘটিবে সবই বাল্মীকি এই কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। তুমি ইহার পূর্বভাগ শুনিয়াছ, এখন ঋষিদের সহিত ইহার অত্যুৎকৃষ্ট উত্তরভাগ শোন।” এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণের সহিত স্বর্গে গেলেন।

তখন রাম বাল্মীকিকে বলিলেন, “ভগবান, কাল হইতে উত্তরকাণ্ড আরম্ভ করুন, এই ব্রহ্মর্ষিগণ আমার ভবিষ্য চরিত শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।” এই বলিয়া রাম সমাগত জনগণকে বিদায় দিয়া কুশ-লবের সহিত বাল্মীকির

পর্ণশালায় গেলেন এবং সীতার জন্য শোক করিতে করিতে রাত্রি কাটাইলেন।

পরদিন প্রভাতে মহর্ষিরা যজ্ঞসভায় সমবেত হইলে, রামের আদেশে কুশ-লব রামায়ণের উত্তর নামক ভবিষ্য অংশ গান করিতে আরম্ভ করিলেন।

অবশেষে যজ্ঞ শেষ হইল। কিন্তু রাম সীতার অভাবে জগৎ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন এবং শোকে যারপরনাই কাতর হইয়া কিছুতেই মনে শান্তি পাইলেন না। তিনি রাজগণ, বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসগণ, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ এবং অন্যান্য জনগণ সকলকে প্রচুর ধনাদি উপহার দিয়া বিদায় করিয়া সীতার চিন্তা করিতে করিতে অযোধ্যায় ফিরিলেন। তিনি অন্য ভার্যা গ্রহণ করিলেন না। সীতার স্বর্ণ-প্রতিমা পত্নীর স্থানে রাখিয়া যজ্ঞাদি করিতে লাগিলেন। দশ হাজার বৎসরে তিনি বহু বহু অশ্বমেধ, বাজপেয়, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র ও গোমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিলেন। এইরূপ ধর্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া তিনি সুদীর্ঘকাল রাজ্যপালনে ব্যাপৃত রহিলেন। তাঁহার শাসনাধীন বানর, ভল্লুক, রাক্ষস ও নরপতিগণ প্রভৃতি সকলেরই তাঁহার প্রতি অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। তাঁহার রাজত্বকালে মেঘ যথাকালে বারিবর্ষণ করিত, সর্বত্র প্রচুর শস্য জন্মিত, নগর ও জনপদ হৃষ্টপুষ্ট জনগণে পূর্ণ ছিল, কাহারও ব্যাধি হইত না, কেহ অকালে মরিত না এবং কোনরূপ অনর্থও উপস্থিত হইত না।

এইরূপে দীর্ঘকাল অতীত হইলে, রামমাতা যশস্বিনী কৌশল্যা পুত্রপৌত্রে পরিবৃত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তারপর

যশস্বিনী কৈকেয়ী এবং সুমিত্রাও নানারূপ ধর্মকর্ম করিয়া স্বর্গে গেলেন। সেখানে রাজা দশরথের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারা সকলেই পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। (৯৯ সর্গ)

২৪

রাম-গর্গ সংবাদ—গন্ধর্ববধ—ভরতের ও লক্ষ্মণের পুত্রগণের রাজ্যাভিষেক (১০০-১০২ সর্গ)

কিছুদিন পরে কেকয়রাজ যুধাজিৎ বহু অশ্ব, কম্বল, রত্ন, উৎকৃষ্ট চিত্রবস্ত্র এবং নানারূপ সুন্দর আভরণাদি উপহারসহ তাঁহার গুরু অঙ্গিরাপুত্র ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যকে রামের নিকটে পাঠাইলেন। মহর্ষি গার্গ্যের আগমনের সংবাদ শুনিয়া রাম অনুজদের সহিত এক-ক্রোশ প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া (অগ্রসর হইয়া) গার্গ্যকে সম্বর্ধনা করিলেন। পরে মহর্ষিকে সাদরে নিজগৃহে আনিয়া, মাতুলাদির সর্বাঙ্গীন কুশল প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান, মাতুল কি বলিয়া দিয়াছেন? কি উদ্দেশ্যেই বা সাক্ষাৎ বৃহস্পতিতুল্য বাক্যবিদ্‌শ্রেষ্ঠ আপনার এখানে আগমন হইয়াছে?"

গার্গ্য তাঁহার আগমনের কারণ বিবৃত করিয়া বলিলেন, "মহাবাহু রাম, তোমার মাতুল নরবর যুধাজিৎ তোমাকে যাহা বলিতে বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শোন। বীর, সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বে ফলমূলে শোভিত পরম সুন্দর গন্ধর্বদেশ। শৈলূষ-

তনয় * তিন কোটি মহাবল যুদ্ধবিশারদ সশস্ত্র গন্ধর্ব সেই দেশ রক্ষা করে। মহাবাহু, তুমি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গন্ধর্বদেশ নিজের সুশাসিত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কর। রাম, তোমাকে অহিতকর কিছু বলিতেছি না ; সেই পরম শোভন গন্ধর্বদেশ জয় করা অন্যের সাধ্যাতীত ; তাহা জয়ে তোমার অভিরুচি হউক।"

ইহা শুনিয়া রাম অতিশয় প্রীত হইলেন এবং মহর্ষিকে 'তাহাই হইবে' বলিয়া ভরতের দিকে তাকাইলেন। পরে তিনি করজোড়ে বলিলেন, "ব্রহ্মর্ষি, ভরতের এই দুই বীর পুত্র—তক্ষ ও পুষ্কল, আমাদের মাতুল যুধাজিতের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া সে দেশে বসবাস করিবেন। ভরত এই কুমারদ্বয় ও সৈন্যসামন্তসহ সেখানে যাইবেন এবং গন্ধর্ব-পুত্রদিগকে নিহত করিয়া সেই দেশকে দুই অংশে বিভক্ত করিবেন। তারপর তিনি তাঁহার দুই পুত্রকে ঐ দুই অংশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আবার আমার নিকটে ফিরিবেন।"

শুভনক্ষত্রে গার্গ্যকে পুরোবর্তী করিয়া কুমারদ্বয়ের সহিত ভরত সসৈন্যে অযোধ্যা হইতে যাত্রা করিলেন। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি বহু মাংসাশী জীব ও রাক্ষসাদি গন্ধর্ব-পুত্রদের রক্তমাংস খাইবার আশায় ভরতের বাহিনীর সহিত চলিল। অর্ধমাসে ভরত সসৈন্যে কেকয়দেশে উপনীত হইলেন। (১০০ সর্গ)

পরে ভরত ও যুধাজিৎ তাঁহাদের বাহিনী লইয়া একযোগে গন্ধর্বরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। গন্ধর্বগণও যুদ্ধে অগ্রসর হইল। সাতরাত্রি (সপ্তাহকাল) তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ চলিল—নরদেহ-

* শৈলুষ—গন্ধর্বরাজ (গোবিন্দরাজ)। বিভীষণের পত্নী সরমা শৈলুষ-দুহিতা। (১২ সর্গ দ্রষ্টব্য—উত্তরকাণ্ড)।

বাহিনী রক্তনদী বহিল, কিন্তু কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় হইল না। তখন ভরত ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধর্বদের উপর সংবর্ত নামক সুদারুণ কালাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে আবদ্ধ ও বিদারিত হইয়া মহাবীর্যশালী তিন কোটি গন্ধর্ব ক্ষণকালমধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হইল।

ভরত সেই রমণীয় গান্ধারদেশে তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী নামে দুইটি সুশোভন ও সুসমৃদ্ধ নগরী স্থাপন করিয়া তক্ষকে তক্ষশিলায় এবং পুষ্কলকে পুষ্কলাবতীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে পাঁচ বৎসর কাটিল। পরে ভরত অযোধ্যায় ফিরিলেন। তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিয়া রাম খুব খুশী হইলেন। (১০১ সর্গ)

তারপর রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, "সুমিত্রানন্দন, তোমার দুই পুত্র—অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু—ধর্মজ্ঞ ও মহাবীর এবং রাজ্যরক্ষায় সমর্থ ; সুতরাং আমি ইঁহাদিগকে দুই রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করি। তুমি ইঁহাদের জন্য এমন দেশ নির্ধারণ কর যাহা রমণীয় ও সুবিস্তীর্ণ, যে-দেশ অধিকার করিলে কোন রাজার উপর অত্যাচার বা আশ্রম বিনষ্ট অথবা অন্য কোনরূপ অপরাধ হইবে না এবং যেখানে কুমারদ্বয় আনন্দে বসবাস করিতে পারিবেন।"

ইহা শুনিয়া ভরত বলিলেন, "আর্য, কারুপথ মনোরম স্বাস্থ্যকর দেশ ; আপনি অঙ্গদকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করুন। আর চন্দ্রকেতুকে অতি রমণীয় ও স্বাস্থ্যপ্রদ চন্দ্রকান্ত দেশ দিন।"

ভরতের কথামত রাম পশ্চিমস্থ কারুপথ অধিকার এবং সেখানে অঙ্গদীয়া নামে মনোরম পুরী নির্মাণ করিয়া অঙ্গদকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তারপর তিনি উত্তরস্থিত মল্লভূমিতে চন্দ্রকান্ত নামে

রমণীয় পুরী স্থাপিত করিয়া সেখানে চন্দ্রকেতুকে অভিষিক্ত করিলেন। লক্ষ্মণ অঙ্গদের এবং ভরত চন্দ্রকেতুর সহিত গেলেন। লক্ষ্মণ অঙ্গদীয়ায় এক বৎসর থাকিয়া অযোধ্যায় ফিরিলেন। ভরত চন্দ্রকান্তে এক বৎসরের উপর বাস করিয়া আবার রামের চরণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে ভরত ও লক্ষ্মণ রামের আদেশ পালনে নিযুক্ত থাকিয়া নানারূপ ধর্মকর্ম ও পৌরকার্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে দশ হাজার বৎসর (বহুকাল) অতীত হইল। (১০২ সর্গ)

২৫

কালের আগমন—লক্ষ্মণ-বর্জন

(১০৩-১০৬ সর্গ)

রাম ধর্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেছেন, ইতিমধ্যে একদিন কাল তপস্বীর রূপ ধারণ করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে বলিলেন, "মহাবল, আমি অমিততেজা মহর্ষি অতিবলের* দূত, কোন কার্যবশতঃ রামের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি।" লক্ষ্মণ সূর্যের ন্যায় তেজস্বী সেই মুনিকে রামের নিকটে লইয়া গেলে, তিনি মধুর বচনে রামকে বলিলেন, "রঘুনন্দন, তোমার শ্রীবৃদ্ধি হউক।" রাম তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি প্রদানে অভ্যর্থনা করিয়া এবং কাঞ্চনাসনে

বসাইয়া বলিলেন, "মহামতি, আপনার শুভাগমন হউক ; আপনার বক্তব্য বলুন।"

মুনি বলিলেন, "মহারাজ, আমার কথা আপনাকে গোপনে শুনিতে হইবে। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, অন্য যে কেহ আমাদের কথা শুনিবে বা সেই সময় আমাদিগকে দেখিবে, তাহাকে আপনি বধ করিবেন।"

রাম তাহাই স্বীকার করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "প্রতিহারকে (দ্বারপালকে) বিদায় দিয়া তুমি নিজেই দ্বারে থাক। এই ঋষি ও আমি যখন গোপনে কথাবার্তা বলিব, তখন যদি অন্য কেহ আমাদিগকে দেখে বা আমাদের কথা শোনে, তবে সে আমার বধ্য হইবে।" এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণকে দ্বাররক্ষায় পাঠাইয়া রাম মুনিকে বলিলেন, "এখন আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার বক্তব্য বলুন। আপনার কথা শুনিবার জন্য আমার খুব আগ্রহ হইয়াছে।" (১০৩ সর্গ)

মুনি বলিলেন, "মহারাজ, পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন। আমি তোমার পূর্বাবস্থার পুত্র, সর্বসংহারক কাল। পিতামহ তোমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন—'সৌম্য, তুমি লোকরক্ষার জন্য যতকাল মর্ত্যবাসের অঙ্গীকার করিয়াছিলে, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। পুরাকালে নিজের মায়াবলে সর্বলোক সংহারের পর তুমি যখন মহার্ণবে শয়ান ছিলে, তখন তোমার নাভিপদ্ম হইতে আমাকে উৎপন্ন করিয়া আমার উপর প্রজাসৃষ্টির ভার দিয়াছিলে। তথাপি আমি তখন জগৎপতি তোমার নিকটে প্রার্থনা করি যে, তুমি জীবগণের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আমার তেজোবৃদ্ধি কর। দুর্ধর্ষ, তখন তুমিও সকল প্রাণীর

রক্ষার জন্য নিজের সনাতন ভাব হইতে বিষ্ণুরূপ ধারণ করিলে। পরে দেবগণের শক্তিবৃদ্ধির জন্য তুমি অদিতির বীর্যবান পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। কার্য উপস্থিত হইলে, তুমি এইরূপ সময়ে সময়ে দেবগণের সহায়তা করিয়া থাক। জগৎপতি, প্রজাগণ উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইলে, তুমি রাবণবধের জন্য মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলে। তখন তুমি নিজেই স্থির করিয়াছিলে যে, একাদশ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস করিবে। সে-কাল পূর্ণ হইয়াছে। তাহা জানাইবার জন্যই কালকে তোমার নিকটে পাঠাইতেছি। মহারাজ, তোমার যদি আরও প্রজাপালনের ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি মর্ত্যেই থাক। আর যদি তোমার সুরলোক পালনের অভিলাষ হয়, তবে তুমি স্বর্গে ফিরিয়া আইস ; দেবগণ বিষ্ণুকে পাইয়া সনাথ ও নিশ্চিন্ত হউন।"

সর্বসংহারক কালের মুখে ব্রহ্মার কথা শুনিয়া রাম হাসিয়া বলিলেন, "কাল, তোমার এখানে আগমনে এবং দেবদেব ব্রহ্মা যাহা বলিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। ত্রিলোকের কার্যসাধনের জন্যই আমার জন্ম। তোমার মঙ্গল হউক, আমি যেখান হইতে আসিয়াছি, এখন আবার সেখানেই যাইব ; এ-বিষয়ে আমার আর বিবেচনা করিবার কিছু নাই। দেবগণের সকল কার্যসাধনে আমি ব্রহ্মার অধীন (অর্থাৎ ব্রহ্মার কথানুযায়ী আমি দেবগণের সকল কাজ করিব)।"
(১০৪ সর্গ)

ইতিমধ্যে ভগবান দুর্বাসা মুনি রামের সহিত দেখা করিবার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "সুমিত্রানন্দন, আমার বিশেষ প্রয়োজন, শীঘ্র আমাকে রামের সহিত দেখা

করাও।” লক্ষ্মণ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, “ভগবান, রাম এখন কার্যান্তরে ব্যস্ত আছেন, আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন অথবা আপনার কি কাজ, কিসের প্রয়োজন, কি করিতে হইবে, আমাকে বলুন।” ইহা শুনিয়া দুর্বাসা ক্রোধে অভিভূত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে যেন ক্রোধদৃষ্টিতে দগ্ধ করিতে করিতে বলিলেন, “লক্ষ্মণ, তুমি এই মুহূর্তে রামকে আমার আগমন-সংবাদ দাও; নতুবা আমি রামকে, তোমাকে, ভরতকে, শত্রুঘ্নকে এবং তোমাদের রাজ্য, নগর ও সন্তানসন্ততি সকলকেই শাপ দিব—আমি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিব না।” দুর্বাসার এই নিদারুণ কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ ভাবিলেন, ‘সকলের বিনাশ হওয়া অপেক্ষা কেবল আমারই মরণ হউক’। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি রামকে দুর্বাসার আগমন-সংবাদ দিলেন।

সংবাদ পাইয়া রাম কালকে বিদায় দিয়া সত্বর বাহিরে আসিলেন এবং অত্রিপুত্র দুর্বাসাকে অভিবাদন করিয়া করজোড়ে বলিলেন, “মুনিবর, কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন।” দুর্বাসা উত্তর করিলেন, “ধর্মবৎসল, আমার সহস্র বৎসরব্যাপী উপবাস আজ শেষ হইয়াছে; এখন তোমার এখানে যাহা-কিছু প্রস্তুত আছে, আমি তাহাই ভোজনের ইচ্ছা করি।” রাম সানন্দে আহার্য আনাইয়া দিলেন। দুর্বাসা সেই অমৃততুল্য অন্নাদি আহার করিয়া রামকে ‘সাধু সাধু’ বলিয়া নিজের আশ্রমে গেলেন।

তখন কালের কথা স্মরণ করিয়া রাম যারপরনাই দুঃখিত হইলেন এবং কোন কথা বলিতে না পারিয়া নতমুখে রহিলেন। পরে মনে মনে বিচার করিয়া তিনি ভাবিলেন, ‘আমার আর কিছুই

থাকিতেছে না'। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি নীরব থাকিলেন। (১০৫ সর্গ)

তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ প্রফুল্লভাবে ও মধুরস্বরে বলিলেন, "মহাবাহু, আপনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না; ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহা পূর্বেই নিরূপিত হইয়া আছে; কালের গতিই এইরূপ। আপনি আমাকে বধ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন। রঘুনন্দন, যদি আমার প্রতি আপনার প্রীতি ও অনুগ্রহ থাকে, তবে আপনি অসঙ্কোচে আমাকে বধ করিয়া আপনার পুণ্যবৃদ্ধি করুন।"

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া রাম অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তিনি মন্ত্রী ও পুরোহিতদের সেখানে আনাইয়া সকল কথা বলিলেন। মন্ত্রিগণ ও উপাধ্যায়েরা নীরব রহিলেন, কিন্তু মহাতেজা বশিষ্ঠ বলিলেন, "রাম, তোমার এইরূপ লোমহর্ষণ পরিণাম এবং লক্ষ্মণের সহিত বিয়োগের কথা আমি পূর্ব হইতেই জানি। তুমি লক্ষ্মণকে ত্যাগ কর; প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিও না। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলে ধর্ম লোপ পায় এবং ধর্মলোপ হইলে সকলেই বিনষ্ট হয়।"

রাম বলিলেন, "লক্ষ্মণ, ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করা উচিত নয়, সুতরাং আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম। সজ্জনের পক্ষে স্বজন ত্যাগ বা বধ—দুই-ই সমান।"

লক্ষ্মণ বাষ্পাকুলনয়নে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি নিজের গৃহে না গিয়া সরযূতীরে আসিলেন এবং আচমন করিয়া সকল ইন্দ্রিয়দ্বার ও নিশ্বাসরোধ করিলেন। দেবগণ, ঋষিগণ প্রভৃতি সকলে সেখানে উপস্থিত হইয়া যোগমগ্ন লক্ষ্মণের উপর

পুষ্পবর্ষণ করিতে থাকিলেন। পরে ইন্দ্র সকল মনুষ্যের অলক্ষিতে তাঁহাকে সশরীরে দেবলোকে লইয়া গেলেন। তখন বিষ্ণুর এক-চতুর্থাংশ পাইয়া সুরশ্রেষ্ঠগণ পরমানন্দে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। (১০৬ সর্গ)

২৬

মহাপ্রস্থান

(১০৭-১১১ সর্গ)

এদিকে লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিয়া শোকদুঃখাকুলচিত্তে রাম পুরোহিত, মন্ত্রী ও প্রজাদিগকে বলিলেন, "আমি আজই ধর্মবৎসল ভরতকে অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনে যাইব। আপনারা আর কালবিলম্ব না করিয়া অভিষেকের আয়োজন করুন। লক্ষ্মণ যে পথে গিয়াছেন, আজই আমি সেই পথে গমন করিব।"

রামের এই কথা শ্রবণে প্রজারা সকলে অবনতমস্তকে ভূমি স্পর্শ করিয়া হতচেতনের ন্যায় হইয়া রহিলেন। ভরতও ক্ষণকাল সংজ্ঞাহীনের মত থাকিয়া পরে বলিলেন, "নরনাথ, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনাকে ছাড়িয়া আমি রাজ্যভোগ, এমন কি স্বর্গভোগেরও কামনা করি না। আমিও আপনার অনুগামী হইব। আপনি এই কুশ-লবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। কুশকে দক্ষিণ কোশল এবং লবকে উত্তর কোশল দিন। আর দ্রুতগামী দূতেরা

শীঘ্র শত্রুঘ্নের নিকটে গিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে আমাদের বনগমনের সংবাদ দিক্।”

বশিষ্ঠ বলিলেন, “বৎস রাম, এই ভূপতিত প্রজাদের দিকে তাকাও ; ইহাদের কি অভিপ্রায় তাহা জানিয়া কাজ কর ; ইহাদের অপ্রিয় কিছু করিও না।” তখন রাম প্রজাদিগকে তুলিয়া বলিলেন, “তোমরা বল, আমি কি করিব।” সকলে বলিল, “রাম, আপনি যেখানে যাইবেন, আমরাও আপনার পিছু পিছু সেখানে যাইব। পৌরগণের প্রতি যদি আপনার স্নেহ-ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে অনুমতি দিন, আমরা স্ত্রী-পুত্রের সহিত আপনার অনুগমন করিয়া সৎপথগামী হই। প্রভু, আপনি যদি আমাদিগকে ত্যাগ না করেন, তবে তপোবন, দুর্গম প্রদেশ, নদী বা সমুদ্র—যেখানে আপনার খুশী আমাদিগকে সেখানে লইয়া চলুন। ইহাতেই আমরা পরম প্রীতি ও পরম বর লাভ করিব। নরনাথ, সর্বদা আপনার অনুগমনেই আমরা হৃদয়ে আনন্দানুভব করিব।”

রাম তাঁহার প্রতি পৌরগণের এইরূপ দৃঢ়ভক্তি দেখিয়া, নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া বলিলেন, “তাহাই হইবে।” তারপর তিনি সেই দিনই কুশকে দক্ষিণ কোশল ও লবকে উত্তর কোশলে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া প্রত্যেককে সহস্র রথ, দশ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব ও অনেক ধনরত্ন দিয়া নিজ নিজ পুরে পাঠাইলেন। শেষে তিনি মহাত্মা শত্রুঘ্নের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। (১০৭ সর্গ)

রামের আদেশে দূতেরা পথে কোথাও বিশ্রাম না করিয়া ক্রমাগত তিনদিন তিনরাত্রি চলিয়া মথুরায় উপস্থিত হইল এবং

শত্রুঘ্নকে আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা জানাইয়া বলিল, "কুশ বিন্ধ্য পর্বতের পার্শ্বে কুশাবতী নগরীতে এবং লব শ্রাবস্তী পুরীতে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এখন রাম ও ভরত অযোধ্যাকে জনশূন্য করিয়া স্বর্গ-গমনের উদ্‌যোগ করিতেছেন। নরনাথ, আপনি ত্বরান্বিত হউন; আর বিলম্ব করিবেন না।"

দূতগণের মুখে এইরূপ ঘোরতর কুলক্ষয় উপস্থিত জানিয়া শত্রুঘ্ন তাঁহার পুরোহিত কাঞ্চন ও প্রজাদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং ভ্রাতৃগণের সহিত নিজের ভাবী দেহত্যাগের কথাও বলিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুবাহুকে মথুরায় ও কনিষ্ঠ পুত্র শত্রুঘাতীকে বৈদিশে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন এবং আপনার সৈন্যাদি ও ধনরাশি দুই ভাগ করিয়া তাঁহাদিগকে দিলেন। তারপর তিনি অযোধ্যায় আসিয়া রামকে অভিবাদন করিয়া করজোড়ে বলিলেন, "নরনাথ, আমি আমার পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি; এখন আমি আপনার অনুগমন করিব; আপনি আমাকে নিষেধ করিবেন না।" —রাম শত্রুঘ্নের অবিচলিত ভাব দেখিয়া "তাহাই হইবে" বলিয়া স্বীকার করিলেন।

ইতিমধ্যে বহু বানর, ঋক্ষ ও রাক্ষসগণের সহিত সুগ্রীব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বানর ও ঋক্ষ প্রভৃতি রামকে বলিলেন, "মহারাজ, আমরা আপনার অনুগমন করিব বলিয়া আসিয়াছি। আপনি যদি আমাদিগকে ছাড়িয়া যান, তাহা হইলে মনে করিব আপনি যমদণ্ড উদ্যত করিয়া আমাদিগকে বধ করিলেন।" পরে সুগ্রীব রামকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,

"নরেশ্বর, আমি অঙ্গদকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, আপনার অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এখানে আসিয়াছি"। রাম সুগ্রীবের কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে বলিলেন, "রাক্ষসরাজ, এই পৃথিবীতে যতকাল জনগণ থাকিবে তুমি ততকাল জীবিত থাকিবে। যতকাল চন্দ্র সূর্য পৃথিবী থাকিবে এবং আমার চরিত ইহলোকে প্রচলিত রহিবে, ততকাল তুমি লঙ্কায় রাজত্ব করিবে। তুমি আমার সখা ও আজ্ঞাকারী, তুমি ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া আমার আদেশ প্রতিপালন কর; কোনরূপ প্রতিবাদ করিও না। আর তুমি ইক্ষ্বাকুগণের কুলদেবতা জগন্নাথের আরাধনা করিও।"

তারপর রাম হনুমানকে বলিলেন, "বানরশ্রেষ্ঠ, তোমার চিরজীবী হইবার সঙ্কল্পের যেন অন্যথা না হয়।" হনুমান উত্তর করিলেন, "রঘুনন্দন, যতদিন ইহলোকে আপনার পবিত্র কাহিনী প্রচলিত থাকিবে, আপনার আজ্ঞানুযায়ী আমি ততদিন এই পৃথিবীতে বাস করিব।"

অবশেষে রাম জাম্ববান, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বলিলেন, "তোমরা পাঁচজন* কলিযুগ পর্যন্ত জীবন ধারণ কর।" রাম বিভীষণ ও হনুমান প্রভৃতিকে এইরূপ বলিয়া অন্যান্য ঋক্ষ ও বানর প্রভৃতিকে বলিলেন, "তোমরা তোমাদের ইচ্ছানুসারে আমার সহিত (মহাপ্রস্থানে) যাইতে পারিবে।" (১০৮ সর্গ)

পরদিন প্রাতে রাম বশিষ্ঠকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণগণের সহিত জ্বলন্ত যজ্ঞাগ্নি এবং বাজপেয় যজ্ঞের ছত্র অগ্রে অগ্রে নীত হউক।"

* বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান, মৈন্দ ও দ্বিবিদ। (রা-তিলক)

তখন বশিষ্ঠ মহাপ্রস্থানের ক্রিয়াদি যথাবিধি সমাপন করিলে, রাম সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান এবং দুই হস্তের অঙ্গুলিতে কুশাঙ্গুরী ধারণ করিয়া নীরবে পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে নগ্নপদে পদব্রজে সরযূর দিকে চলিলেন। পদ্মহস্তা লক্ষ্মী তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব ও মহাদেবী বাম পার্শ্ব আশ্রয় করিলেন এবং সংহারশক্তি তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। নানাবিধ শর, ধনু ইত্যাদি আয়ুধ পুরুষমূর্তি ধরিয়া তাঁহার সহিত চলিল। ব্রাহ্মণরূপী চতুর্বেদ, সর্বরক্ষিণী গায়ত্রী, ওঁকার ও বষট্‌কার তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তখন স্বর্গের দ্বার বিমুক্ত হওয়ায় সমাগত ঋষিরা সকলেই রামের অনুগমন করিতে থাকিলেন। অন্তঃপুরিকারা বালক, বৃদ্ধ, দাস, দাসী প্রভৃতির সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। ভরত তাঁহার অন্তঃপুরবাসিনীদের ও শত্রুঘ্নের সহিত চলিলেন্। মন্ত্রিগণ, অনুচরবর্গ এবং রামের গুণানুরাগী স্ত্রীপুরুষ সকলেই তাঁহাদের পশুপক্ষী ও স্বজনগণকে লইয়া রামের অনুগামী হইলেন। বানরেরা স্নানান্তে সানন্দে মহা কিলকিলাশব্দ (কোলাহল) করিতে করিতে চলিল। ঋক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি অন্যান্য সকলেও স্বর্গলাভের জন্য রামের সহিত গেল। এমন কি, স্থাবর ও জঙ্গম অতি ক্ষুদ্র ইতর প্রাণীরাও রামের অনুগমন করিল। (১০৯ সর্গ)

এইরূপে অর্ধযোজন পথ চলিয়া রাম পুণ্যসলিলা সরযূর তীরে উপস্থিত হইলেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণে পরিবৃত হইয়া, শতকোটি (অসংখ্য) দিব্য বিমান লইয়া সেখানে আসিলেন। স্বয়ংপ্রভ দেবগণের দিব্যতেজে গগনতল উদ্ভাসিত হইল। সুগন্ধ সুখপ্রদ পবিত্র বায়ু বহিল এবং দেবতারা রাশি

রাশি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শত শত তূর্য নিনাদিত হইতে থাকিল। রাম সরযূর জলে নামিলেন। তখন অন্তরীক্ষ হইতে ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন, "বিষ্ণু আইস; তোমার কল্যাণ হউক। মহাবাহু, তোমার দেবতুল্য ভ্রাতৃগণের সহিত নিজের সনাতন দেহে প্রবেশ কর; বিষ্ণুমূর্তি বা আকাশ, তোমার যে-তনু ইচ্ছা তাহাতে প্রবিষ্ট হও। দেব, তুমি সকলের গতি; তুমি অচিন্ত্য, অত্যাশ্চর্য, অক্ষয় ও অজর। তোমার পূর্বপরিগৃহীতা সর্বব্যাপিনী মায়া ভিন্ন আর কেহ তোমাকে জানেন না।" ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া রাম অনুজদের সহিত সশরীরে বৈষ্ণবতেজে প্রবেশ করিলেন। তখন সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, ইন্দ্র ও অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ সেই বিষ্ণুময় (বিষ্ণুতুল্য) দেবকে পূজা করিতে লাগিলেন।

পরে মহাতেজা বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন, "সুব্রত, এই জনগণ স্নেহবশতঃ আমার অনুসরণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে। ইহারা আমার ভক্ত ও ভজনীয়। আপনি ইহাদিগকে যথাযোগ্য লোকে স্থাপন করুন।" ব্রহ্মা বলিলেন, "দেব বিষ্ণু, ইহারা ব্রহ্মলোকের সমীপস্থ (বা সংলগ্ন) ও ব্রহ্মলোকতুল্য সর্বগুণযুত সন্তানক-লোকে বাস করিবে। বানর ও ঋক্ষেরা যে যে দেবতা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল আবার সেই সেই দেবতায় প্রবিষ্ট হইবে এবং সুগ্রীব সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করিবেন।"

ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, সরযূর সেই গোপ্রতার-তীর্থে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে জলে নামিয়া প্রাণত্যাগ করিল এবং জ্যোতির্ময় দিব্যদেহ ধারণ করিয়া দিব্য বিমান আরোহণে স্বর্গে গেল। লোকগুরু ব্রহ্মাও তাহাদিগকে

স্বর্গে যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উৎফুল্ল দেবগণের সহিত নিজ লোকে গমন করিলেন। (১১০ সর্গ)

২৭

রামায়ণ-মাহাত্ম্য

রামায়ণ নামে খ্যাত উত্তরকাণ্ডের সহিত এই উৎকৃষ্ট আখ্যান বাল্মীকি কর্তৃক রচিত এবং ব্রহ্মার দ্বারা পূজিত (সমাদৃত)। এই স-চরাচর ত্রিলোক যাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই বিষ্ণু আবার পূর্বের ন্যায় স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। স্বর্গে দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ প্রভৃতি সর্বদা সানন্দে এই রামায়ণ-কাব্য শ্রবণ করেন। পণ্ডিতেরা শ্রাদ্ধকালে এই আয়ুষ্কর, সৌভাগ্যবর্ধক, পাপনাশক, বেদতুল্য রামায়ণ সকলকে শুনাইবেন। ইহা পাঠ করিলে অপুত্রক ব্যক্তি পুত্র এবং ধনহীন ব্যক্তি ধনলাভ করে; এমন কি, যে ইহার একপাদমাত্রও পড়ে, সেও সকল প্রকার পাপমুক্ত হয়। যে প্রতিদিন পাপকার্য করে ইহার একটি মাত্র শ্লোক পড়িলেও তাহার সেই পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে। রামায়ণ-পাঠককে বস্ত্র, ধেনু ও সুবর্ণ দান করিবে। তিনি পরিতুষ্ট হইলে সকল দেবতা তুষ্ট হন। যিনি এই আয়ুবর্ধক রামায়ণকথা পাঠ করেন, তিনি পুত্র ও পৌত্রদের সহিত ইহলোক ও পরলোকে সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। পূর্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে বা সায়াহ্নে একমনে রামায়ণ পড়িতে কোনরূপ অবসাদ আসিতে পারে না। রাম স্বর্গে

গেলে রমণীয় অযোধ্যাপুরী বহু বৎসর জনহীন ছিল। পরে রাজা ঋষভ পুনরায় লোকবসতি স্থাপন করেন। ভবিষ্য উত্তরকাণ্ডের সহিত এই আয়ুষ্কর আখ্যান প্রচেতার পুত্র বাল্মীকির রচিত এবং ব্রহ্মার অনুমোদিত। (১১১ সর্গ)

সম্পূর্ণ